

ସିଦ୍ଧାନ୍ତାଳୋକ ଓ ଲୋଚନ

ସୂକ୍ଷ୍ମ/ଆନନ୍ଦସର୍ବଜନ ଓ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ

ଅନୁବାଦ/ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁପ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟ

আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য-প্রণীত

ধ্বন্যালোক

৬

আচার্য্য অভিনবগুপ্ত-বিরচিত

লোচন

(মূল ও সটীক অনুবাদ)

অনুবাদক

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

৬

কালীপদ ভট্টাচার্য্য



এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লি
কলকাতা · বোম্বে · দিল্লী · হায়দ্রাবাদ

প্রকাশক :

রাজীব নিয়োগী

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা ৭৩

দ্বিতীয় সংস্করণ :

পৌষ ১৩৯২

জানুয়ারি ১৯৮৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :

বিজয় ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর :

ত্রিশিবনাত পাল

প্রিন্টেক

২ গণেন্দ্র মিত্র লেন

কলিকাতা ৪

নিবেদন

চল্লিশ বৎসরের অধিককাল আগে আমি অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখিত ‘কাব্যজিজ্ঞাসা’ গ্রন্থ পড়িয়া চমৎকৃত হই। ইহার পর সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ করিয়া আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনব গুপ্ত কর্তৃক বিবৃত ও ব্যাখ্যাত ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়। এই সময়ে আমি (অধুনা বাংলাদেশস্থিত) রাজশাহী কলেজে বদলি হই। সেইখানে মহারাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে পণ্ডিত (পরে মহামহোপাধ্যায়) রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থের কাছে ধ্বন্যালোক ও অলঙ্কারশাস্ত্রের অত্যন্ত মৌলিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করি। এই সময়ে রাজশাহী কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন আমার সহাধ্যায়ী বন্ধুবর শ্রী গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য। সাহিত্যতত্ত্বের স্বল্প আলোচনা করিতে হইলে নানা কূট দার্শনিক প্রশ্ন সমুপস্থিত হয়। স্বল্পবর গোপীনাথ এই সকল সমস্তার মৌখিক এবং কখনও কখনও লিখিত সমাধান দিয়া আমার পথ স্বগম করিয়া দেন। এই সময়ে আমি দেওঘর বালানন্দ সংস্কৃত কলেজের এবং পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত হরিনন্দন ঝাঁর সংস্পর্শে আসিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাই এবং তিনি বহু দূরূহ প্রশ্নের উপর আলোকসম্পাত করিয়া আমাকে সাহায্য করেন।

পূর্বোল্লিখিত বিদগ্ধজনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আমি ধ্বন্যালোক ও লোচন-গ্রন্থদ্বয়ের বাংলা অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। আমার মনে হইয়াছিল—এখনও এই বিশ্বাস অঁটুট আছে—ভারতীয় সাহিত্য শাস্ত্রের এই অমূল্য সম্পদ বাংলা-সাহিত্যে সংযোজিত হইলে বাংলা সমালোচনার মান উন্নীত হইবে। এই সময় আমার তদানীন্তন সহকর্মী রাজশাহী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক কালীপদ ভট্টাচার্য্য কাব্যব্যাকরণতীর্থের সহযোগিতা প্রার্থনা করি এবং তাঁহার সহযোগিতার ফলেই এই গ্রন্থের উদ্ভব হয়। যদিও সমগ্র অনুবাদের খসড়া আমি করিয়াছি তবু ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য অধ্যাপক কালীপদ ভট্টাচার্য্য আমার অনুবাদ তন্ন তন্ন করিয়া সংশোধিত ও পরিমার্জিত কবেন। তাঁহার এই সহযোগিতা এত ব্যাপক যে আমি ইহা আমাদের দুইজনের যৌথ প্রচেষ্টারূপে প্রকাশ করিবার সংকল্প করি। ধ্বন্যালোক ও লোচন—উভয় গ্রন্থেই ব্যাকরণ, মীমাংসা, ত্রায় ও বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে নানা তত্ত্বের বা প্রবচনের উল্লেখ আছে; পাঠকের বোধসৌকর্য্যের জগু বন্ধুবর

গোপীনাথের সাহায্যে এইসব বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ ও প্রবচনের একটি টীকা প্রস্তুত করিয়া তাহা গ্রন্থের পরিশেষে সংযোজন করিয়া দিই।

দেশবিভাগের প্রাক্কালে আমি পুনরায় কর্মস্থত্রেই কলিকাতায় আসি। তখন অনুবাদ টীকা ও ভূমিকা সংবলিত পাণ্ডুলিপি আমার সঙ্গেই ছিল। ভূমিকা ও টীকার দায়িত্ব আমার, কিন্তু অনুবাদটি আমার ও কালীপদ ভট্টাচার্য্যের যৌথ প্রচেষ্টার ফল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া বড় ও ছোট প্রকাশনসংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া আমি ব্যর্থমনোরথ হই। আমার মনে হইয়াছিল, যাহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিতে ইচ্ছুক হইবেন তাঁহাদের সংস্কৃতির সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় থাকিবে। সুতরাং বাংলা হরফে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপিলে জিজ্ঞাসু পাঠক প্রয়োজনমত মূলের সঙ্গে অনুবাদ মিলাইয়া তাঁহারা আচার্য্যদ্বয়ের অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন এই উদ্দেশ্যে সংস্কৃতে বিরচিত ধন্যলোক ও লোচন অনুবাদের সঙ্গে মুদ্রিত করিতে চাই। মুদ্রণকার্যের জটিলতা ও ব্যয়-বহুলতা গণনা করিয়া কোন প্রকাশক ইহা গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। এ. মুখার্জী কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা-স্বত্বাধিকারী অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিদ্বান ছিলেন না কিন্তু তাঁহার মত বিদ্যোৎসাহী লোক সচরাচর দেখা যায় না। এই প্রচেষ্টার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনি আমাকে লইয়া নানা প্রেসে যাতায়াত করিয়া ইহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন এবং ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে ইহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন। পাঠকবর্গ যাহাতে স্ববিধাজনক মূল্যে এই গ্রন্থ কিনিতে পারেন সেইজন্ম আমি ও কালীপদ বারু কোন পারিশ্রমিক দাবি করিলাম না এবং মহানুভব প্রকাশক মুনাফার প্রত্যাশা ছাড়িয়া দিয়া শুধু মুদ্রণ-ব্যয়ের ভিত্তিতে বইয়ের দাম নির্দ্ধারিত করিলেন। ইহার পর তিনি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার জন্য শিক্ষাদপ্তরের দ্বারস্থ হইলেন, কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা প্রহসনে পরিণত হইল। তবে পাঠকসমাজের সহৃদয়তায় প্রথম সংস্করণের বই নিঃশেষ হইতে দেরি হইল না।

একটু ফুরত্ব পাইলেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবেন, অমিয়বারু এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অবকাশ তাঁহার আর আসে নাই। আমি নূতন কর্ম গ্রহণ করিয়া মধ্যপ্রদেশে চলিয়া যাই, অমিয়বারুও চিরবিশ্রাম লাভ করেন। ইহার পর এই সংস্থার গক্ষে এঁহ জাতীয় কাজের ভার গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। অতঃপর দুই-একজন প্রকাশক অগ্রসর হইয়া পিছাইয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি এ. মুখার্জী কোম্পানী হাত বদল করিয়াছে এবং ইহার নূতন স্বত্বাধিকারীরা এই

আশ্বাসসাধ্য অভিযানে ত্রীতী হইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ, পণ্ডিত হরিনন্দন বা এবং সহযোগী কালীপদ ভট্টাচার্য্য গত হইয়াছেন। স্বধী পাঠকবর্গ আমাদের আশ্বাস দিয়াছেন যে বাংলা অনুবাদ বিশুদ্ধ ও প্রমাদগুণ বিশিষ্ট; সুতরাং দ্বিতীয় সংস্করণে উহাতে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। অথচ সংস্কৃত অংশে অনেক ভুল আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পংক্তি বাদ পড়িয়া গিয়াছে। এই দিকে আমাদেরও দৃষ্টি ছিল; সুতরাং কালীপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য নিতুল পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, নূতন প্রকাশকেরা বহু চেষ্টা করিয়াও সেই সংশোধিত গ্রন্থ উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

আমি প্রাচীন হইয়াছি, আমার পক্ষে নশন করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা বা প্রফ দেখা সম্ভব নয়। এই সংকটে আমার ভূতপূর্ব ছাত্র নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণমিশনের আবাসিক ডিগ্রি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীপ্রতাপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেবে এই কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ক্রটিযুক্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন এবং প্রফ দেখার কাজও সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার নিষ্ঠা ও অভিনিবেশের জন্তই এই সংস্করণের পাঠকবর্গ সাহিত্যতত্ত্বের এই প্রামাণ্য গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য পাঠ হাতের কাছে পাইবেন। আমি শ্রীমান প্রতাপকুমারকে যথোচিত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি—

১০ পৌষ ১৩৯২

২/৪ একডালিয়া রোড

কলিকাতা-১৯

বিনীত

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

ভূমিকা

আনন্দবর্দ্ধনের ‘ধ্বন্যালোক’ ও তাহার অভিনবগুপ্ত-বিরচিত ‘লোচন’ টীকা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ব্যাকরণে যেমন ‘পাণিনি’ ও পতঞ্জলির ‘মহাভাষ্য’ অলঙ্কারশাস্ত্রেও তেমন ‘ধ্বন্যালোক’ ও ‘লোচন’।

‘ধ্বন্যালোক’ রচয়িতা আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কাশ্মীরে রাজা অবন্তিবর্মান্নার রাজত্বকালে (খ্রীঃ ৮৫৫-৮৮৪) প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তদ্বিরচিত ‘ধ্বন্যালোক’ চারিটি উদ্যোতে বিভক্ত। প্রত্যেকটি উদ্যোতেই কতকগুলি পদ্যে লিখিত কারিকা আছে। এই সংক্ষিপ্ত কারিকাগুলি গড়ে রচিত বৃত্তিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আনন্দবর্দ্ধনের প্রায় দেড়শত বৎসর পরে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত অভিনবগুপ্ত প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তিনি নানাবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; বিশেষ করিয়া কাশ্মীরীয় শৈবদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার রচনা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। পরবর্ত্তী লেখকেরা তাঁহাকে ‘অভিনবগুপ্ত তাত্ত্বপাদাচার্য্য’ বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি ‘লোচন’-টীকা লিখিয়া ধ্বনিবাদকে সম্পূর্ণতা দান করেন।

প্রথমেই সন্দেহ জাগে, ‘ধ্বন্যালোক’-গ্রন্থের যে দুই অংশ আছে—কারিকা ও বৃত্তি—তাঁহার একই লোকের রচনা কিনা। কেহ কেহ মনে করেন যে কারিকা-অংশ আনন্দবর্দ্ধনের পূর্ববর্ত্তী কে না লেখকের কীর্তি; আনন্দবর্দ্ধন বৃত্তি যোজনা করিয়া ইহাকে প্রচারিত করিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত স্বীয় টীকার নাম দিয়াছেন—‘সহদয়্যালোক লোচন’। ইহা হইতে মনে হয় যে মূল গ্রন্থের আর এক নাম ছিল ‘সহদয়্যালোক’ এবং এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে কারিকা অংশের লেখকের নাম ‘সহদয়’। অভিনব কোন কোন জায়গায় কারিকা-কার বা মূল গ্রন্থকারের সঙ্গে বৃত্তিকারের বিভিন্নতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু অভিনব লিখিয়াছেন আনন্দবর্দ্ধনের প্রায় দেড়শত বৎসর পরে। লেখক হিসাবে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব যত অবিসংবাদিতই হউক না কেন, অনেকে মনে করেন যে আনন্দবর্দ্ধন কতটুকু নিজে লিখিয়াছিলেন বা না লিখিয়াছিলেন সেই বিষয়ে তাঁহার মত প্রামাণ্য হইতে পারে না। অপর কেহ কেহ মনে করেন যে তিনি আনন্দবর্দ্ধনকেই কারিকার রচয়িতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে

অভিনবের রচনার মধ্যেই এই যুক্তির সমর্থন পাওয়া যাইবে। তবে ‘লোচন-টীকার কোন কোন স্থলে কারিকা-কার ও বৃত্তিকার যে পৃথকভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন তাহার কারণ এই যে অভিনব কারিকা ও বৃত্তিনিহিত যুক্তির ক্রম দেখাইতে চাহেন। এই মতানুসারে, বাস্তবিক পক্ষে পার্থক্য করা হইয়াছে কারিকা ও বৃত্তির মধ্যে, কারিকা-কারও বৃত্তিকারের মধ্যে নহে।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব অন্বেষণ বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এই প্রশ্নের উল্লেখ করিয়াই এই প্রবন্ধের সমাপ্তি করিলাম। তবে একটি কথা মনে হয়। অভিনবগুপ্ত বহু গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন। অনন্দবর্দ্ধন ছাড়া মূল গ্রন্থের যদি কোন লেখকের কথা তাঁহার জানা থাকিত তবে তাঁহার কথা তিনি আরও স্পষ্টভাবে বলিবেন না ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। যাহারা এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু তাঁহার মহামহোপাধ্যায় পি ভি কানে ও ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীল কুমার দেবের রচনা আলোচনা করিয়া দেখিবেন। ধ্বনি-তত্ত্বের অতিশয় তীক্ষ্ণ ও আধুনিক কচিসম্মত ব্যাখ্যা দিয়াছেন শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত ‘কাব্য-জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থে; তাঁহার রচনা পড়িয়াই আমি এই পথে আকৃষ্ট হই। বর্তমান ভূমিকার শেষ পর্য্যন্ত পড়িলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন যে শ্রীযুক্ত অতুলবাবুর মত ও ব্যাখ্যা এবং আমার মত ও ব্যাখ্যার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। কিন্তু ‘কাব্যজিজ্ঞাসা’র গ্রন্থকারের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা সর্বাধিক।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট আমি ‘ধ্বন্যালোক’ অধ্যয়ন করি। আর এই গ্রন্থরচনার অভিযানে প্রতি পদক্ষেপে সতীর্থ শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি। এই সুযোগে তাঁহাদের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করিতেছি।

(১)

কাব্য ও সাহিত্য শব্দ ও অর্থের সৃষ্টি। ‘সাহিত্য’-কথার অর্থ এই যে তাহার মধ্যে শব্দ ও অর্থের সংযোগ হইয়াছে। কাব্য ও সাহিত্য যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে তাহারও বৈশিষ্ট্য এখানেই পাওয়া যাইতে পারে। নিসর্গসৌন্দর্য্য মানুষের সৃষ্টি নয়; তাহা সাহিত্য ও সকল প্রকার শিল্পকলার সৌন্দর্য্য হইতে পৃথক। সঙ্গীত শব্দময়, কিন্তু সঙ্গীতের শব্দে অর্থ থাকিবার প্রয়োজন নাই, অধিকাংশ সময় অর্থ থাকেও না। চিত্রকলা, স্থপতি-শিল্প প্রভৃতিতে শব্দের প্রয়োগ হয় না এবং

তাহাদের যদি কোন অর্থ থাকে তাহা শব্দার্থ নহে। সুতরাং সাহিত্যের যে সৌন্দর্য্য, শব্দ ও অর্থের পথেই তাহার সৃত্রের সন্ধান করিতে হইবে।

আমরা শব্দগুলি যে পর পর সাজাইয়া যাই তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের তারতম্য থাকে। কোথাও সজ্জা খুব জমকালো রকমের হয়, কোথাও হাল্কা রকমের হয়। এই সজ্জার উপায় হইতেছে বর্ণ ও পদের সংঘটনা। কিন্তু বর্ণ ও পদের এই যে সজ্জা—ইহার লক্ষ্য হইতেছে মাধুর্য্য, দাপ্তি বা ওজস্বিতা প্রভৃতি গুণলাভ। এই গুণগুলির মধ্যে কোন কোন গুণ কোন কোন দেশের রচনারীতিতে অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয় বলিয়া সেই সেই দেশের নামানুসারে রচনার রীতির সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। কোন রীতিকে বলা হয় বৈদভী। কোন রীতিকে বলা হয় গোড়ী, কোন রীতিকে বলা হয় পাঞ্চালী; রচনার কৌশলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অপর যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহার নাম বৃত্তি। উপন্যাসিক, গ্রাম্য, পুরুষা— এই সকল নাম হইতেই ইহাদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বৃত্তি ও রীতি কাব্যশোভার বৈশিষ্ট্যের নাম মাত্র, সেই শোভার রহস্যের সন্ধান তাহারা দিতে পারে না।

শুধু গুণের ব্যাখ্যা করিলেও কাব্যজিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হইবে না। গুণীর ধর্ম্ম হইতেছে গুণ, গুণিকে না জানিলে গুণের পরিচয় পাওয়া যাইবে না। শূরের গুণ শৌর্য্য, দীপ্তিমানের গুণ দীপ্তি। কোন বিশিষ্ট অর্থকে যদি কাব্যের আত্মা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে মাধুর্য্যাদি গুণ তাহাকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান থাকে এইরূপ বলা যাইতে পারে। ‘ও’ শুধু নামকরণ নহে, তাহা কাব্যের বৈশিষ্ট্যের আংশিক পরিচয়ও বটে। কিন্তু কাব্যশোভার রহস্য প্রকাশ করিতে হইলে সেই আত্মার সন্ধান করিতে হইবে গুণসমূহ যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

কাব্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে ইহা অনুভবশিদ্ধ। সুতরাং রমণীর দেহ যেমন কটক-কেয়ুরাদি অলঙ্কারের দ্বারা শোভাসম্বিত হয়, তেমন শব্দ ও অর্থের কৌশলময় প্রয়োগের দ্বারা কাব্য সৌন্দর্য্য লাভ করে, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কোন সৌন্দর্য্যশালী কাব্যের বা সন্দর্ভের বিশ্লেষণ করিলেই কতকগুলি সাধারণ সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এই সামান্য ধর্ম্মগুলির সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলিকে বলা হয় শব্দালঙ্কার, যেমন অনুপ্রাসাদি; কতকগুলিকে বলা হয় অর্থালঙ্কার, যেমন উপমা-রূপকাদি। একথা অবশ্যসিদ্ধ যে অনুপ্রাস-উপমাদি কাব্যের শোভা বর্দ্ধন কবে এবং বোধহয় এইজন্তই আমাদের দেশে সাহিত্য

তবুকে অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করা হয়। কিন্তু তবু এই মত সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। প্রথমতঃ, অলঙ্কার বলিলে অলঙ্কার্য থাকিবে। কেহ নিজে নিজের অলঙ্কার হইতে পারে না। সুতরাং গুণের অন্তরালে যেমন গুণীকে খুঁজিতে হয় তেমনি অলঙ্কারের অন্তরালে অলঙ্কার্যকে পাইতে হইবে। তারপর অলঙ্কারের ধর্মই এই যে তাহা অবসর মত গ্রহণ ও ত্যাগ করা যায়। আবার এমন অনেক রূপসী আছেন যাহাদের রূপ নিরাভরণ-তার মধ্য দিয়াই সমধিক পরিষ্কৃত হইয়া উঠে। তেমনি এমন কাব্যও আছে যাহার মধ্যে কোন পরিচিত অলঙ্কার না থাকিলেও তাহার কাব্যসৌন্দর্য্যের অণু-মাত্র হানি হয় না। আচার্য্য মন্মটভট্ট এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছেন।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-

স্তে চোন্মীলিতমালতীস্বরভয়ঃ প্রোচা কদম্বানিলাঃ ।

সা চৈবাম্মি তথাপি তত্র স্বরতব্যাপারলীলাবিবোধো

রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকর্ষতে ॥

যে নায়ক আমার কৌমার্য্য হরণ করিয়াছিল সে তেমনি আছে ; সেই চৈত্র-রজনীও আছে, উন্মেষিত মালতীকুসুমের সৌরভাকুল কদম্ববনের প্রগল্ভ বায়ু পূর্ব্বের মতই আছে ; আমিও তেমনি আছে। তবু রেবাতীরস্থ বেতস-বৃক্ষের তলে স্বরতলীলার জগু আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হয়।

এই কবিতাটির সৌন্দর্য্য অপরূপ, অথচ ইহার মধ্যে কোন অলঙ্কার নাই। ইহার সৌন্দর্য্যকে আশ্রয় করিয়া একটা নূতন অলঙ্কারের উদ্ভাবন করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু এইভাবে অগ্রসর হইলে অলঙ্কার অসংখ্য হইয়া পড়িবে, এবং তাহার দ্বারা কাব্যসৌন্দর্য্যের কোন সুসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে না।

রমণীদেহের তুলনাটি স্মরণ রাখিলে আর একটি যুক্তির অবতারণা করিয়া অলঙ্কারবাদের অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করা যাইতে পারে। অলঙ্কার বাহিরের বস্তু, কিন্তু রূপসীর অলঙ্কারের অপেক্ষা অধিক মনোহারী হইতেছে তাহার লাভণ্য। এই লাভণ্য অবয়বসংস্থানের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা অবয়বসংস্থান হইতে পৃথকরূপেই পরিগণিত হইয়া থাকে। অলঙ্কার এই সৌন্দর্য্যকে বাড়াইয়া দেয়, কিন্তু তাহা এই সৌন্দর্য্যের প্রাণ হইতে পারে না। রমণীদেহ অনেক সময় অলঙ্কারের বাহুল্যের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয় ; তখন সৌন্দর্য্য উপচিত না হইয়া

বরণ ক্ষুধাই হয়। কিন্তু কেহ বলিবে না কোন রমণী লাবণ্যবাহুল্যের দ্বারা ভাবাক্রান্ত হইয়াছে। তেমনি অনেক কাব্যও অলঙ্কারের আতিশয্যে পীড়িত হয়। অথচ কোন শ্রেষ্ঠ কাব্যেই সৌন্দর্য্যের বাহুল্য হইতে পারে না।

(২)

এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে শব্দার্থের কোন্ শক্তির বলে কাব্যের সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্ :

কৃতে বরকথালাপে কুমার্যঃ পুলকোদ্যমৈঃ।

সূচয়ন্তি স্পৃহামন্তলজ্জয়াবনতাননাঃ ॥

ভাবী বরের বিষয় আলোচিত হইলে কুমারীরা লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া পুলক উদ্যমের দ্বারা অন্তঃস্থিত স্পৃহা সূচিত করে। এখানে বক্তব্য কথা সহজ, সাধারণভাবে কথিত হইয়াছে। এই অর্থই কালিদাস ‘কুমারসম্ভব’-কাব্যে এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।

লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্শ্বতী ॥

দেবর্ষি নারদ পার্শ্বতীর শিবের সঙ্গে বিবাহের কথা বলিলে পার্শ্বতী পিতার পাশে অবনতমুখে বসিয়া লীলাপদ্মের দল গণিতে লাগিলেন।

পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকটিকে কেহ শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিবেন না, উহাকে কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতেই অধিকাংশ পাঠক আপত্তি করিবেন। দ্বিতীয়টি যে সুন্দর কাব্য ইহা সর্ববাদিসম্মত। ইহার কাব্যত্ব কোথায়? খানিকটা কাব্যত্ব আহত হইয়াছে পার্শ্বতীর পূর্ব ইতিহাস হইতে। যাহারা পার্শ্বতীর তপশ্চর্যা প্রভৃতির কথা জানেন তাঁহারা তাঁহার ব্যবহারের তাৎপর্য্য বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবেন। কিন্তু সেই পূর্ব ইতিহাসের সঙ্গে ‘কৃতে বরকথালাপে’ পত্রটি যোগ করিয়া দিলে বিশেষ চারুত্বলাভ হইত না। কালিদাসের শ্লোকটি আলোচনা করিলে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে প্রকট হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে লজ্জা বা স্পৃহার কথা সোজাসৃজি-ভাবে বলা হয় নাই। শুধু যে লজ্জা, পুলক, স্পৃহা প্রভৃতি শব্দই ব্যবহৃত হয় নাই তাহা নহে; যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদের আক্ষরিক অর্থ করিলেও সপুলক লজ্জা পাওয়া যাইবে না। অপর যে কেহ অনন্তকাল ধরিয়া লীলাপদ্ম গণনা করিতে পারে, পার্শ্বতীও অল্প সময়ে লীলাপদ্ম গণনা করিতে পারেন। কেহ

বলিবে না যে তাহা লজ্জা বা স্পৃহা বুঝাইবে। কিন্তু এখানে অধোমুখীনতা ও লীলাকমলের গণনার নিজস্ব, সহজবোধ্য অর্থ গোণ হইয়া গিয়াছে এবং সলজ্জ প্রেমাতুরতাই প্রাধান্য পাইয়াছে। এই প্রধানীভূত দ্বিতীয় অর্থের নাম ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি এবং আনন্দবর্দ্ধন-অভিনবগুপ্তের মতে ইহাই কাব্যের প্রাণ !

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কাব্যে শব্দের দুইটি অর্থ পাওয়া যাইতে পারে। একটি শব্দের সহজ, সাধারণ অর্থ। শব্দের সৃষ্টি কেমন করিয়া হয় সেই রহস্যে প্রবেশ না করিয়াই বলা যাইতে পারে যে প্রত্যেক শব্দই একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। মনে হয় ইহাই তাহার সৃষ্টির প্রয়োজন। প্রথমে অর্থ না প্রথমে শব্দ, সেই তর্ক এখানে অবাস্তব। ইহা মানিতেই হইবে যে প্রত্যেক শব্দের সঙ্গেই একটি অর্থ গাঁথা থাকে ; ইহাকে বলা যাইতে পারে সঙ্কেত। এই সঙ্কেতিত অর্থের নাম বাচ্যার্থ। ইহার অপর নাম অভিধা। শব্দ সাক্ষাৎভাবে এই অর্থ জানাইয়া দেয়। এই অর্থ ও শব্দের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই।

অনেক সময় অভিধা গ্রহণ করিলে কোন সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। পুরুষসিংহ বলিলে নরসিংহ অবতার বুঝায় না অথচ পুরুষ তো আর সিংহ নয়। আজকাল একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়—কালো বাজার। আক্ষরিক অর্থ করিলে ইহার দ্বারা মসীকৃষ্ণ বিপণিশ্রেণী বোঝা যাইবে, কিন্তু সেই অর্থ অর্থহীন। ‘কালো’-শব্দের ও ‘সিংহ’-শব্দের মুখ্য অভিহিত অর্থ এখানে বাধিত হইয়াছে। ‘পুরুষসিংহ’ বলিলে তেজস্বিতা বুঝিব আর ‘কালো বাজার’ বলিলে কি বুঝিব তাহার ব্যাখ্যা নিম্নপ্রয়োজন। এই জাতীয় অর্থকে বলে লাক্ষণিক বা গোণ অর্থ। কিন্তু এই অর্থও বাচ্য অর্থের অঙ্গই। কারণ ‘কালো বাজার’ বা ‘পুরুষসিংহ’ বলিলে প্রথমে কৃষ্ণত্ব বা সিংহত্ব বুঝাইয়া পরে দুর্নীতি ও তেজস্বিতা বুঝায় না। প্রাথমিক অর্থ বাধিত হওয়ায় অভিপ্রেত অর্থ সোজাসজ্জিতাবে লক্ষিত হয় ; এই সোজাসজ্জিতাবে পাওয়া লক্ষিত অর্থের পরেও আর একটি অর্থ চোত্ৰিত হইতে পারে, কিন্তু নাও হইতে পারে। আবার ‘এবংবাদিনি’—প্রভৃতিতে এই জাতীয় লাক্ষণিক অর্থ একেবারেই নাই, অথচ প্রথম অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত দ্বিতীয় অর্থ প্রকাশিত হয়। লক্ষ্য করিতে হইবে যে এখানে প্রাথমিক অর্থ বাধিত হয় নাই ; বরং নিজেই সম্পূর্ণ করিয়া দ্বিতীয় অর্থ আক্ষিপ্ত করিতেছে। ফল কথা এই যে, লাক্ষণিক অর্থ এমন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে তাহা সোজাসজ্জিতাবেই প্রকাশিত হয়, প্রাথমিক অর্থ ও লাক্ষণিক অর্থের মধ্যে কোন ক্রম থাকে না, কারণ

অভিধামূলক প্রাথমিক অর্থ উদ্বোধিতই হয় না। হুতরাং লাক্ষণিক অর্থ বাচ্য অর্থেরই অন্তর্গত।

‘এবংবাদিনি দেবর্ষৌ’—পদ্যবাক্যটি খাঁটি ব্যঞ্জনার নিদর্শন। ইহার বিশ্লেষণ করিলে বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের পার্থক্য এবং ব্যঞ্জনার বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন হইবে। বাচ্য অর্থ সাক্ষাৎভাবে শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়া থাকে; ইহা শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ। ব্যঙ্গ্য অর্থ শব্দশক্তিমূলক ও অর্থশক্তিমূলক—উভয়ই হইতে পারে। কিন্তু কোথাও ইহা সাক্ষাৎভাবে শব্দের সঙ্গে যুক্ত নহে। শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ যে বাচ্যার্থ ইহা তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ। হুতরাং শব্দের বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে খানিকটা দূরত্ব থাকে। এই ক্রম সব সময় লক্ষিত হয় না এবং অধিকাংশ সময় বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থ পৃথক হইয়া প্রতীতও হয় না। কিন্তু তবু এই দূরত্ব বা ক্রম অবশ্যসম্ভাবী। অধোমুখীনতা ও পদ্যদলগণনার সহজ অর্থের উপলব্ধির পর ব্যঙ্গ্য লজ্জা ও স্পৃহা ছোঁতাই হয়।

কয়েকটি দৃষ্টান্তের আলোচনা করিলে বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের পার্থক্য আরও স্পষ্ট হইবে। নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রথমে বিচার করা যাক্ :

যেন ধ্বস্তমনোভবেন বলিজিংকায়ঃ পুরাত্নীকৃতো

যশোদ্ভুতভুজঙ্গহারবলয়ো গঙ্গাং চ যোৎসৱায়ং ।

যশ্চাছঃ শশিমচ্ছিরো হর ইতি স্তব্যং চ নামাপরাঃ

পায়াং স স্বয়ং অঙ্ককক্ষয়করঙ্গাং সর্বদোমাধবঃ ।

(অনুবাদ—পৃ. ১৩৪-৩৫)

এই শ্লোক বিষ্ণু অথবা শিবের স্তব হিসাবে পড়া যাইতে পারে। কিন্তু একটি অর্থ হইতে আর একটি অর্থে উপনীত হইতে হয় না। শব্দগুলিই দুইটি অর্থ সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ করে। যেমন ‘সর্বদোমাধবঃ’ শব্দের দ্বারা ‘সর্বদাতা মাধব’ অথবা ‘সর্বদা উমাধব’ উভয়ই বুঝাইতে পারে। এইভাবে প্রসঙ্গানুসারে প্রত্যেক শব্দের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। একটি অর্থ আর একটি অর্থ আক্ষিপ্ত করিতেছে না। ইহার সঙ্গে তুলনা করা যাক্ :

রম্যা ইতি প্রাপ্তবতীঃ পতাকাঃ রাগং বিবিক্তা ইতি বর্দ্ধয়ন্তীঃ ।

যশ্যামসেবন্ত নমদ্বলীকাঃ সমং বধুভির্বলভীযুবানঃ ॥

(অনুবাদ—পৃ. ১৬৩)

যবারা বধদিগের সহিত বলভীদিগকে সেবা করিত। ইহাই এখানে বাচ্য অর্থ।

কিন্তু এই বাচ্য অর্থের বোধের পর আর একটি প্রতীতি ধ্বনিত হয়। তাহা হইতেছে এই যে বলভীগুলি বধুদের মতই। ‘বলীকাঃ’ প্রভৃতি শব্দের মধ্যে যে ছুইটি অর্থ আছে তাহাই এই তুল্যরূপতার মূল। স্তবরাং শ্লেষমূলক অর্থ এখানে ব্যঞ্জনার সাহায্যে পাওয়া যাইতেছে এবং বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে খানিকটা দূরত্ব আছে। এই দূরত্ব আরও স্পষ্ট হইবে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে :

অত্রান্তরে কুসুমসময়যুগম্পসংহরনজ্জ্বত গ্রীষ্মাভিধানঃ ফুল্লমল্লিকাধবলাটহাসো,
মহাকালঃ। (অনুবাদ—পৃ. ১৪০)

এখানে প্রসঙ্গ হইল গ্রীষ্মঋতুর অভ্যাগম। কিন্তু শব্দগুলি এমনভাবে নির্বাচিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে যে গ্রীষ্মের বর্ণনার অন্তরালে মহাকালাত্ম্য শিবের মহিমাই প্রতিভাত হইয়াছে। ইহা প্রসঙ্গ-বহির্ভূত এবং বাচ্য অর্থের সঙ্গে অসম্বন্ধ, কারণ কালের সঙ্গে শিবের সম্বন্ধ সাক্ষাৎভাবে প্রতীত হয় নাই। সেইজন্য বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে ব্যবধান স্পষ্ট। অথচ যুগের সংহরণ করিয়া অটহাসের সহিত যিনি নিজেকে বিজুস্তিত করিলেন তিনি কালের অধীশ্বর মহাদেব ছাড়া আর কে হইবেন ?

বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের পার্থক্য অল্পভাবেও বিচার করা যাইতে পারে ? বাচ্য অর্থ প্রসিদ্ধ ; তাহা শব্দের সঙ্গে প্রসক্ত হইয়া থাকে। যে মুহূর্তে কোন পদ উচ্চারিত হইবে তখনই একটি অর্থের বোধ হইবে। ইহাকে বলা যাইতে পারে শব্দের সঙ্গে অর্থের নিয়ত সম্বন্ধ। কিন্তু বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে কোন কোন স্থানে এই নিয়তসম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থকে অতিক্রম করিয়া আর একটি অর্থ আক্ষিপ্ত হইতে পারে। এই আরোপিত, ঔপাধিক, অনিয়ত সম্বন্ধকে ব্যঞ্জনা বলা যাইতে পারে। চন্দ্রের শীতল কিরণ সন্তাপ দূর করে, সন্তাপের সৃষ্টি করিতে পারে না। শীতল কিরণের ইহাই অর্থ। কিন্তু কোন বিরহী চন্দ্রকিরণ দেখিয়া সমধিক সন্তপ্ত হইতে পারে। তাহার পক্ষে শীতল কিরণ শীতলত্ব পরিত্যাগ করিয়া চিন্তনাহ সৃষ্টি করিবে। চন্দ্রকিরণের সন্তাপক তীক্ষ্ণতার কথা যদি কেহ বলে, তবে সেই অর্থ কোন বিশেষ বক্তার অভিপ্রায়-প্রণোদিত হইয়াই প্রতিভাত হইবে এবং বিশেষ অধিকারী বোদ্ধাই তাহা উপলব্ধি করিবে। এই বিশেষ বক্তা ও শ্রোতাকে বলা হয় সহৃদয় ; ইহারা একে অপরের কথা বুঝিতে পারে। বিশেষ-অভিপ্রায়-প্রণোদিত অর্থ ইহাদের সম্পদ ; বাচ্য অর্থ সহৃদয়-অসহৃদয় সকলের সম্পত্তি।

শব্দ ও অর্থের দ্বারা মানুষ যে সকল শাস্ত্র রচনা করিয়াছে তাহাদিগকে

মোটামুটি ছুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। কতকগুলিকে বলা যাইতে পারে প্রমাণমূলক—ইতিহাস ও বিজ্ঞানশাস্ত্র এই শ্রেণীতে পড়ে। ইহা এইরূপ হইয়াছিল, ইহা এইরূপ হয়, ইহা এইরূপ হইবে—এই জ্ঞান অব্যভিচারী, সকলের সম্পর্কে ইহা প্রযোজ্য, বক্তার অভিপ্রায় এখানে অকিঞ্চিংকর, প্রত্যেকটি প্রতিজ্ঞা প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণসাপেক্ষ। এই জাতীয় শাস্ত্রে শব্দের বাচ্য অর্থই একমাত্র অবলম্বন। ‘নীতিশাস্ত্র’-শব্দে নীতিলব্ধ ছাড়া অন্য কিছু বুঝাইতে গেলে এই শাস্ত্র সর্বথা বাধিত হইবে। ধূম শুধু যে আগুনের অস্তিত্বই স্থচিত করে তাহা নহে, তাহার অন্য বহু ধর্ম আছে। কিন্তু অগ্নিজ্ঞাপকত্ব ধূমের একটি অব্যভিচারী ধর্ম। অর্থাৎ ধূম থাকিলে যে আগুন থাকিবে ইহার কখনও ব্যত্যয় হইতে পারে না। ‘ধূম’ শব্দের এই নিয়ত অর্থই প্রমাণ-শাস্ত্র গ্রহণ করে। কোন বক্তা যদি মনে করেন ধূমের এমন অর্থ গ্রহণ করিবেন যাহার মধ্যে অগ্নিজ্ঞাপকতা নাই এবং তাহার বিরোধিতা আছে তাহা হইলে তাহা ইতিহাস-বিজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। এক শ্রেণীর প্রমাণ আছে যেখানে প্রথমতঃ মনে হয় যে শুধু বাচ্য অর্থই যথেষ্ট নহে। দেবদত্ত দিনে ভোজন করে না অথচ সে স্থলকায়। ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে দেবদত্ত রাত্রিতে ভোজন করে। লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে এই অর্থ বক্তার ইচ্ছাধীন নহে। ইহাও প্রাথমিক বাচ্য অর্থেরই অন্তর্গত ; এই অর্থ বুঝাইয়াই বাচ্য অর্থ পরিসমাপ্তি লাভ করিতেছে।

আর এক শ্রেণীর শাস্ত্র আছে যাহাকে বলা যায়—ধর্মশাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্র। এখানে বক্তা কোন কাজে অপর সকলকে নিযুক্ত করিতেছেন। এই শাস্ত্র প্রচারকের উদ্দেশ্যনিষ্ঠ বলিয়া সাধারণতঃ ইহা ইতিহাস-বিজ্ঞানের মত প্রামাণ্য হইতে পারে না। কিন্তু প্রচারের সাফল্যের উদ্দেশ্যেই প্রচারক নিজের অভিপ্রায়কে গোণ করিয়া বলিতে চেষ্টা করেন যে তাঁহার বক্তব্য সর্বসাধারণপ্রযোজ্য ; তিনি এই নীতির প্রচারক হইলেও তাঁহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা ইহার নিয়ামক নহে। যাহারা ঈশ্বরে বা ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন তাঁহারা নিজেদের ধর্মগ্রন্থকে অপৌরুষের বলিয়া মনে করেন ; সুতরাং ধর্মশাস্ত্র সর্বজনপ্রচারিত, ব্যক্তির ইচ্ছানিরপেক্ষ অর্থ গ্রহণ করে। যদি সেই অর্থ ছাড়া অপর অর্থ আরোপ করার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে ইহার সার্বজনীনতা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্রের বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই তথায় বাচ্য অর্থের উপযোগিতা স্পষ্ট হইবে। যদি বক্তার বা সহৃদয়ের ইচ্ছানুসারে শব্দের অর্থ করা যাইত তাহা হইলে প্রমাণ-প্রয়োগ

উঠিয়া যাইত, সৰ্ববাদিসম্মত, জ্ঞানশাস্ত্রের অনুমোদিত কোন তত্ত্ব প্রচার করা হইত না।

বক্তার অভিপ্রায়কে প্রাধাত্য দিলে শব্দ ও অর্থের প্রতিপাতবিধয়েরও রূপান্তর ঘটে, তাহাদের মধ্যে দিয়া নূতন সুর ধ্বনিত হয়। দুইজনে মিলিয়া কথা বলিতেছি। আমার ইচ্ছা নয় যে শ্রোতা কোন একটি জায়গায় যায়। আমি সেই স্থানের উল্লেখ করিয়া বলিলাম, যাইয়াই দেখ সেখানে। যে প্রসঙ্গ লইয়া আলাপ করিতেছি সেই প্রসঙ্গ অরণ করিয়া এবং আমার বলিবার ভঙ্গী হইতে শ্রোতা বুঝিতে পারিল যে তাহার যাওয়া আমার অভিপ্রেত নহে। এখানে ‘যাও’ কথার বাচ্যার্থ ‘যাওয়া’ কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ হইল, ‘যাইও না’। এইখানে ব্যঙ্গনা সূচিত হইয়াছে, কিন্তু কেহ বলিবে না ইহা কাব্য। স্মৃতরাং ব্যঙ্গনা থাকিলেই যে কাব্যত্ব থাকিবে তাহা বলা যায় না। ইহার সঙ্গে তুলনা করি :

ভ্রম ধাম্বিক বিস্কঃ স শুনকোহু মারিতস্তেন।

গোদাবরীন্দীকুললতাগহনবাসিনা দৃপ্তসিংহেন ॥

(অনুবাদ—পৃ. ২১)

উভয়ত্র বাচ্য অর্থে রহিয়াছে বিধি এবং ব্যঙ্গ্যে রহিয়াছে নিষেধ। ধ্বনিত বা ব্যঙ্গ্য বস্তু দ্বিতীয় উদাহরণে কাব্যকথায় পরিণত হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণ কি? পূর্বে “রম্যা ইতি প্রাপ্তবর্তীঃ পতাকাঃ”—ইত্যাদি যে পদ্যাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে শ্লেষ অলঙ্কার ব্যঞ্জিত হইয়াছে এবং যুবাদের রতিভাব প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা প্রধানতঃ অলঙ্কার-ধ্বনির উদাহরণ, কারণ এখানে ‘বলীকা’-প্রভৃতি শব্দের দ্ব্যর্থবোধকত্বের উপর এতটা জোর দেওয়া হইয়াছে যে রতিভাব অপেক্ষা অলঙ্কারের কারুকার্য প্রাধাত্য পাইয়াছে। ইহার সঙ্গে তুলনা করি :

বীরগাং রমতে ধুংগাক্ষণে ন তথা প্রিয়াসুনোংসঙ্গে।

দৃষ্টা রিপুগজকুস্তস্থলে যথা বহলসিন্দুরে ॥

(অনুবাদ—পৃ. ১৫৮)

এখানে বলা হইতেছে যে বীরেরা শত্রুর গজকুস্ত বিমর্দন করিতে যতটা আনন্দ পাইয়া থাকেন প্রিমার স্তনে ততটা পান না। এখানে ব্যতিরেক অলঙ্কারের অন্তরালে প্রিমার স্তন ও গজকুস্তের সাদৃশ্যমূলক উপমা ধ্বনিত হইতেছে। এই দুইটি শ্লোক পূর্বোদাহৃত ‘রম্যা ইতি’ প্রভৃতি অপেক্ষা কাব্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ। তাহার কারণ কি?

উপরের দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সেই সব পদ্যবন্ধই কাব্যত্ব

লাভ করে যেখানে হৃদয়স্থিত ভাব প্রকাশিত হইয়া রসত্ব প্রাপ্ত হয়। যে রমণী ধার্মিককে ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছিল সে গোদাবরীকূললতাগহনে প্রণয়ীর সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিত। তাহার নিষেধের মধ্য দিয়া তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষাই প্রকাশিত হইয়াছে। গজকুন্তলের সঙ্গে রমণীর কুচের তুলনা উপমাগর্ভ অতিশয়োক্তি-মাত্র, কিন্তু উল্লিখিত শ্লোকে এই উপমার মধ্য দিয়া বীরের উৎসাহ ও প্রণয়ীর রতি চিত্রিত হইয়াছে এবং ইহাই কাব্যের প্রধান উৎস। কাব্য রসাত্মক বাণ্য এবং এই কবিতায় শৃঙ্গাররস ও বীররস প্রকাশিত হইয়াছে, সেই জন্তই ইহা চাকর লাভ করিয়াছে। উপমা এই চাকর লাভের উপায় মাত্র।

(৪)

রস কি বস্তু? তাহার জ্ঞান ব্যঞ্জনার প্রয়োজন ও উপযোগিতা কি? মানবের হৃদয়ে কতকগুলি প্রবৃত্তি বা ভাব নিহিত আছে—যেমন রতি, শোক, উৎসাহ, ক্রোধ প্রভৃতি। অলৌকিক জীবনে ইহারা প্রকাশিত হয় লৌকিক কর্মের মধ্য দিয়া; বুদ্ধি ইহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং ইহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যখন লৌকিক জীবনে ইহারা নিষ্ক্রিয় থাকে তখনও পূর্বসংস্কার ও অভিজ্ঞতার ফলে ইহারা বাসনারূপে নিহিত থাকে। লৌকিক জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের ভাবের দ্বারা উদ্বেষিত হইয়া কাজে নিযুক্ত হয় এবং যাহা নিতান্ত পরগত অর্থাৎ যে ভাবের দ্বারা সে স্পৃষ্ট হয় না সেই সম্পর্কে সে উদাসীন থাকে। এই সমস্ত ভাব যদি ভাষায় প্রকাশ করিতে হয় তাহা হইলে বাচ্য অর্থই সমাধি। উপযোগী, কারণ বাচ্য অর্থের দ্বারাই ইহারা সাক্ষাৎভাবে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু এই প্রকাশের প্রয়োজন লৌকিক জগতে ইষ্টসিদ্ধি এবং এই প্রয়োজনের জগতে একে অপরের ভাবের সম্পর্কে উদাসীন থাকিবে, যদি না সেই ভাব তাহাকে স্পর্শ করে।

এখন প্রশ্ন এই, এমন একটি জগৎ কি রচনা করা সম্ভব যেখানে ভাবগুলি ব্যক্তিগত গতি অতিক্রম করিয়া যাইবে, যেখানে পরগত অনুভব সম্পর্কে আমরা উদাসীন হইব না, যেখানে লৌকিক জগতের ইষ্টসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ইহাদিগকে সঙ্কুচিত করিতে হইবে না, যেখানে কর্মের মরুবানুতে ইহাদের শ্রোত বাধা পাইবে না? এই জগৎই রসের ও কাব্যের জগৎ, যেহেতু ইহা লৌকিক জগৎ হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন তাই রসকে বলা হয় অলৌকিক। ভাবকে রসরূপতা পাইতে হইলে তাহাকে ব্যক্তিগত গতি অতিক্রম করিয়া অস্ত্র আধার খুঁজিতে হইবে। মুনি

বান্ধীকি ক্রৌঞ্চ-মিথুনের একটি মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন ; সেই শোক তাঁহার নিজস্ব ভাব, ইহা লৌকিক জগতে কোন না কোন ভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু কবি বান্ধীকি যখন কাব্য রচনা করিলেন, তখন ইহা আর তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত শোক হইয়া রহিল না। ইহা নিখিল মানবের আনন্দনিধান করুণরসে রূপান্তরিত হইল। চিন্তবৃত্তি সাধারণতঃ উচ্ছলনশীল ; পূর্ণকুন্ত হইতে যেমন জল উচ্ছলিত হইয়া পড়ে তেমনিভাবে বান্ধীকির পরিপূর্ণ শোক হইতে যে অংশ উছলিয়া পড়িল, তাহা ব্যক্তিবিশেষের শোকমাত্র নহে, তাহা সকলের উপভোগ্য বস্তু হইয়া পড়িল। এই পরিবর্তনে ক্রৌঞ্চেরও কোন বাস্তবরূপ রহিল না, সে হইল করুণরসের আলম্বনবিভাব অর্থাৎ তাহাকে আশ্রয় করিয়া করুণরস আশ্বাদিত হইল। লৌকিক জগতে যাহাকে বলা যায় কারণ অলৌকিক জগতে তাহাকে বলা হয় বিভাব।

আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক। রাজা দ্বয়ান্তকে দেখিয়া আশ্রম-মৃগ যে পলায়নতৎপর হইয়াছিল তাহার বর্ণনা কালিদাস দিয়াছেন এইভাবে :

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্মন্দনে দন্তদৃষ্টিঃ

পশ্চাৰ্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূৰ্ণকায়ম্।

দর্ভৈরদ্ধাবলীটে শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীরণবল্লব।

পশ্চোদগ্রপ্তুত্বাদ্ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুৰ্ব্যাং প্রযাতি ॥

এই যে ভয় ইহা কাহার ভয় ? যদি বলি ইহা মৃগশিশুর ভয় তাহা হইলে ঠিক বলা হয় না। কারণ সে তো ভয়ে পলাইতেছে, অভিরাং গ্রীবাভঙ্গী দেখিবার অবকাশ তাহার নাই। যদি বলা যায় যে তাহার ভয়ই বর্ণিত হইতেছে তাহা হইলে এই জাতীয় বর্ণনা বাক্যবাহুল্য বলিয়া বর্জিত হইবে ; তাহা হইলে শুধু এই কথা বলিলেই চলিত, মৃগশিশু ভয়ে পলাইতেছে, এবং তৎসম্পর্কে আমরা উদাসীন থাকিতাম। যদি বলি ইহা কবি বা পাঠকের ভয় তাহাও ঠিক হইবে না, কারণ তাহা হইলে কবি ও পাঠক মৃগশিশুর মত ভয়ে পলাইতেন। তৎপরিবর্তে আমরা মৃগশিশুর কার্যকলাপ কল্পনানৈবেদ্যে দেখিয়া ভয়ানক রস উপলব্ধি করি। ‘ভয়’-শব্দ প্রযুক্ত হইলেও তাহা রসসৃষ্টির উপায় নহে, রসসৃষ্টির উপায় হইতেছে মৃগশিশু যাহা করিতেছে, তাহার অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি। অলৌকিক রসজগতে ইহার নাম অহুভাব ; মূল ভয়ের সঙ্গে আনুষঙ্গিক যে আশ্রিত কথার লিখিত হইয়াছে তাহা হইল স্থায়ী সহযোগী সঞ্চারী ভাব।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, রসে যে ভাবের প্রকাশ হয় তাহা স্বগতও নয় পরগতও নয়। এই রস অলৌকিক বস্তু ; বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে ইহা নিষ্পন্ন হয়—এইরূপ মত ভরতমুনি প্রকাশ করিয়াছেন। উল্লিখিতমুত্রে তিনি স্থায়ী ভাবের নাম করেন নাই, অথচ আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি যে ভাবই রসে পরিণত হয়। অন্ততঃ রসের মূল উপাদান যে ভাব সেই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ভাব কবি বা সহৃদয়ের স্বীয় চিত্তবৃত্তিতে থাকে এবং সেইখানেই ইহার উপলব্ধি হয়। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কবি-সহৃদয়ের নিজস্ব বস্তুমাত্র হইলে ইহা লৌকিক অনুভবের পর্যায়েই পড়িত। ইহা উদ্বোধিত হয় অপরের দ্বারা এবং অপরের মধ্যে ভাব যে সমস্ত সঞ্চারী ভাব-সমগিত হইয়া অনুভাবে পর্যাবসিত হয় তাহাই কবি-সহৃদয়ের ভাবকে রসরূপতা দান করে। কবির শোক রহিল কবির হৃদয়ে, ক্রৌঞ্চের শোক রহিল ক্রৌঞ্চের হৃদয়ে। কিন্তু ক্রৌঞ্চের কাতরতা ও ক্রন্দন প্রভৃতির সংযোগে কবির শোকের যে অংশ হৃদয় হইতে উদ্বেলিত হইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল তাহাই করুণ রসের সৃষ্টি করিল। এখানে ক্রৌঞ্চ বিভাবমাত্র, অর্থাৎ রসসঞ্চারের কারণ! ইহার অতিরিক্ত মূল্য তাহার নাই।

কবি-সহৃদয়ও কি ক্রৌঞ্চের সজাতীয়? আর রস যদি মুনির শোকও না হয়, ক্রৌঞ্চের শোকও না হয়, তবে তাহার আধার কোথায়? সেই আধার হইল কবি-সহৃদয়ের প্রতীতি; ইহাই বিভাব হইতে কবি-সহৃদয়ের পার্থক্য। শুধু আশ্বাসমানতাই রসের প্রাণ এবং ইহাই ‘রস’-নামের পার্থক্য। প্রতীতি-ব্যতিরিক্ত ইহার অন্য কোন আধার নাই বলিয়াই ইহা অলৌকিক এবং এই জন্যই এই প্রতীতির অভিব্যক্তির জন্য ব্যঞ্জনা অপরিহার্য। যে বাচ্য অর্থ লৌকিক জগতের কার্য ও প্রয়োজন প্রকাশ করে, যাহা প্রমাণসাপেক্ষ ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির বাহন তাহা যেমন করিয়া ইহা প্রকাশ করিবে? কেহ কেহ বলিয়াছেন যে কাব্যের প্রাণ হইতেছে বক্রোক্তি, মূলকথাকে গোপন করিয়া তাহাকে বক্রোক্তির সাহায্যে প্রকাশ করাই কাব্যের ধর্ম। কাব্যে বক্রোক্তি থাকিলেও বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ নহে। কোন কোন স্থলে বক্রোক্তি ব্যতিরেকেই কাব্যে লাভ হইতে পারে। যেমন,

সঙ্কেতকালমনসং বিটং জ্ঞাত্বা বিদধ্যা।

হসন্তপ্রাপিতাকুতং লীলাপদং নিমীলিতম্ ॥ (অনুবাদ—পৃ. ১৪৭)

এখানে লীলাকমল নিমীলনের ব্যঞ্জকত্ব সোজাসুজিভাবে অ-বক্তৃ উক্তির দ্বারাই কথিত হইয়াছে। সন্ধ্যার অভ্যাগম সম্পর্কে যেটুকু বক্তোক্তি আছে তাহা অকিঞ্চিৎকর। বাস্তবিক পক্ষে যেখানে আপাততঃ বক্তোক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় সেইখানেও প্রকৃতপক্ষে কোন বক্তোক্তি নাই। যাহা আমাদের কাছে বক্তোক্তি বলিয়া মনে হয় রসস্থিতির পক্ষে তাহাই একমাত্র উপায়, যেহেতু রস অলৌকিক এবং লৌকিক জগতে ব্যবহার্য্য ভাষা সেইখানে প্রযুক্ত হইলে তাহা অলৌকিকের স্পর্শ পাইবে এবং এই স্পর্শ হইতেই বাদ্য্য অর্থ বক্ততা লাভ করে। এইজন্যই বলা যাইতে পারে যে কাব্যের ভাষা বক্ত-স্বভাবোক্তি ; লৌকিক জগতে যাহা বক্তোক্তি কাব্যের পক্ষে তাহাই স্বভাবোক্তি।

রস ব্যঞ্জনার দ্বারাই লভ্য। কিন্তু ব্যঞ্জনার প্রাধাত্য না হইলে রস সম্পূর্ণতঃ লাভ করিতে পারে না। কাব্যে দুইটি অর্থ থাকিলেই ধ্বনি-কাব্যের সৃষ্টি হয় না ; রসাতিমুখী অর্থকে মুখ্য হইয়া প্রতিভাত হইতে হইবে। বাচ্য যে অর্থ তাহার চারুত্ব থাকিতে পারে ; অর্থাৎ তাহাকে এমন ভাবে সাজান যাইতে পারে যে তাহা অপর কোন অর্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলেও সুন্দর হইতে পারে। যেমন ‘বীরাণাং রমতে’—প্রভৃতিতে নায়িকার কুচযুগের সঙ্গে গজকুস্তের যে তুলনা করা হইয়াছে তাহার অল্লাধিক সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য তখনই শ্রেষ্ঠ কাব্য হইবে যখন আমরা তাহাকে রসের অঙ্গ বলিয়া মনে করিব। ইহাই অলঙ্কারের উপযোগিতা। অলঙ্কার বাচ্য অর্থ সম্পর্কেই প্রযোজ্য ; তাহা কাব্যের দেহের ভূষণ। অলঙ্কারবর্গ তখনই শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ হইয়া থাকে যখন তাহারা প্রতীয়মান রসকে আক্ষিপ্ত করে। যেখানে ব্যঙ্গের স্পর্শ থাকিলেও ব্যঙ্গের প্রাধাত্য থাকে না সেই রচনা কাব্য হইলেও ধ্বনির উদাহরণ হইবে না। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্ :

উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং তথা গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্।

যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া পুরোধিপি রাগাদালিতং ন লক্ষিতম্ ॥

(অম্ববাদ—পৃ. ৫২)

এখানে সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যার অভ্যাগম বর্ণিত হইয়াছে : ইহাই প্রাথমিক অর্থ, ইহাই বাচ্য এবং প্রধান। ইহা বুঝাইবার জন্য নিশা ও শশীকে নায়িকা ও নায়করূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই যে শৃঙ্গাররসের আরোপ হইয়াছে ইহা প্রধান নহে, ইহা রাত্রির অভ্যাগমেব বর্ণনার অঙ্গ। অর্থাৎ যাহা বাচ্য ইহা

তাহাকেই ঐশ্বর্য্যবান্ করিতেছে। ইহা সমাসোক্তি অলঙ্কারের নিদর্শন। ইহার সঙ্গে যদি ‘অত্রান্তরে কুসুমসময়যুগমুপসংহরনজ্জুত’—প্রভৃতির তুলনা করি তাহা হইলে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের পার্থক্য বুঝিতে পারি। এই শেষোক্ত বর্ণনায় মহাকাশ শিবের মহিমা ব্যঙ্গ্য এবং ইহা বাচ্য নিসর্গবর্ণনা অপেক্ষা মুখ্যতর।

আর একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলে বিষয়টি স্ফুটতর হইবে :

কিং হ্যাস্তেন ন মে প্রযাস্তাসি পুনঃ প্রাপ্তাশ্চরাদর্শনং

কেয়ং নিষ্করণ প্রবাসকচিত্তা কেনাসি দূরীকৃতঃ।

স্বপ্নান্তেষ্মিতি তে বদন্ প্রিয়তমব্যাসক্তকণ্ঠগ্রহো

বুদ্ধা রোদিতি রিক্তবাহুবলয়স্তারং রিপুস্ত্রাজনঃ ॥

(অনুবাদ—পৃ. ১০৪)

এখানে কোন চাটুকীর বলিতেছেন, “তুমি শত্রু নিধন করিতেছ।” এই নিরলঙ্কার বাক্যে কোন সৌন্দর্য্য নাই। ইহাকে চাক্ৰত্ব দান করার জন্ত কবি শত্রুললনাদের দুর্দশার কথা বলিতেছেন। ইহা কৰুণরস এবং কৰুণরস এখানে বাচ্য। বীরের প্রভাবাতিশয্য এখানে ব্যঙ্গ্য, সেই ব্যঙ্গ্য অর্থকে অলঙ্কৃত করিতেছে কৰুণরস। কাজেই ইহাও অলঙ্কারেরই উদাহরণ—ধ্বনির নহে। আনন্দবর্দ্ধন ইহার নাম দিয়াছেন রসবদ্ অলঙ্কার। নাম যাহাই হউক, ধ্বনিবাদীদের মূল যুক্তি এই যে, বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থ দুইটি পৃথক বস্তু। একটি অপরাটকে আক্ষিপ্ত করে। যেখানে ব্যঙ্গ্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহাই ধ্বনির বিষয়। বস্তু, অলঙ্কার ও রস—এই তিনই ধ্বনিত হইতে পারে। তন্মধ্যে বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কার-ধ্বনি রসধ্বনিতে পর্য্যবসিত হইলে তাহারা শ্রেষ্ঠ কাব্যত্ব লাভ করে। যেখানে বাচ্য প্রাধান্য লাভ করে তাহা ধ্বনি নহে। অলঙ্কারবর্ণ বাচ্যেরই অন্তর্গত; এমন কি রসাদিও যদি ব্যঙ্গ্য বস্তুর উপকরণ হয় তাহা হইলে তাহা অলঙ্কারের পর্যায়েই পড়ে।

(৫)

এখন প্রশ্ন এই: বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য, লৌকিক ও অলৌকিক, কাব্য ও দর্শনবিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যে সম্পর্ক কোথায়? রস কি শুধু আনন্দস্বরূপ? যদি তাহাই হয়, তবে তাহার পক্ষে লৌকিক ভাব বা ইতিহাসাদির প্রয়োজন হয় কেন? আনন্দবর্দ্ধন বাচ্যকে রসস্থিতি হইতে একেবারে বাদ দেন নাই। তিনি বাচ্য অথকে ব্যঞ্জনার

ভূমি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অত্ৰ তিনি বলিয়াছেন যে আলোকার্থী যেমন দীপশিখায় যত্ৰবান্ হইলেন, ব্যঙ্গ্যার্থ প্রয়াসীও তেমনি বাচ্যের প্রতি অভিনিবেশ করিবেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যেমন পদের অর্থের সাহায্যে বাক্যার্থকে জানা যায় তেমনি বাচ্যার্থের সাহায্যে ব্যঙ্গ্যকে জানা যায়। যদিও বাক্যার্থের উপলব্ধিতে পদের অর্থ পৃথকভাবে প্রতিভাত হয় না, তবুও বাক্যের অর্থ প্রকাশিত হইলেও পদের অর্থ দূরীভূত হয় না। আলো প্রকাশ করিয়াই প্রদীপশিখা নিবৃত্ত হয় না, সে নিজের অস্তিত্বও জানাইয়া দেয়। বাচ্য ইতিবৃত্তাদি বর্ণনা করে এবং সেই ইতিবৃত্ত কাব্যের শরীর। ব্যঙ্গ্য অর্থ শরীরের অন্তরস্থিত আত্মা। আবার তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে ব্যঙ্গ্য হইতেছে অবয়বসংস্থানতিরিক্ত দেহলাবণ্য। অত্ৰ উপমার সাহায্যে তিনি বলিয়াছেন যে বাচ্য হইতেছে নিমিত্ত এবং ব্যঙ্গ্য হইতেছে নৈমিত্তিক। বিভাংগাদি বাচ্যকে নিমিত্ত করিয়াই নৈমিত্তিক ব্যঙ্গ্য রস প্রতীত হয়।

এই সমস্ত তুলনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হই যে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের স্বরূপ স্পষ্ট হয় নাই। টীকাকার অভিনবগুপ্ত রসের আশ্বাদময়ত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া বাচ্যার্থকে একটু ছোট করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি বাচ্যার্থের নির্বিবাদসিদ্ধত্ব স্বীকার করিয়া ব্যঙ্গ্যার্থের বিবরণ দিয়াছেন; তাঁহার আলোচনা হইতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন আশ্বাদস্বরূপ প্রতীতি বাচ্যনিরপেক্ষ। কিন্তু এই মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায় কিনা তাহা প্রশিধান করিয়া দেখিতে হইবে। বিভাবাদি যদি বাচ্য হয় এবং তাহা যদি ব্যঙ্গ্য অর্থের নিমিত্ত হয় তাহা হইলে রস কি বিভাবাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে না? নৈমিত্তিক কি নিমিত্ত-নিরপেক্ষ হইতে পারে? শাস্ত্র-ইতিহাসাদি বাচ্য এবং বাচ্য হিসাবে তাহা রসবাঞ্ছনার কারণস্বরূপ; যদি তাই হয় তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক যাহা প্রমাণ করেন, আজ্ঞাশাস্ত্র যাহা প্রচার করিতে চাহে রসপ্রতীতিতে তাহার স্থান কোথায়? যখন আমরা রসে তন্ময় হইয়া থাকি তখন বাচ্যপ্রতীতি কি দূরে থাকে? যখন বাক্যের অর্থের বোধ হয় তখন পদের অর্থের বোধ কি লুপ্ত হইয়া যায়, না তাহা নিমগ্ন থাকিয়া বাক্যার্থকে নিয়ন্ত্রিত করে? আর যদি বাচ্য অর্থ পৃথকভাবে প্রতীত না হয়, তাহা হইলে তাহা তো রসপ্রতীতিরও অঙ্গ! Beauty is Truth ইহা মানিয়া লইতে হয়ত ততটা বাধা নাই, কিন্তু যদি বলি Truth is Beauty, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সত্য সূন্দরের নিয়ামক।

অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন যে রসের আশ্বাদ পানকরসের আশ্বাদের অনুরূপ, কিন্তু পানকরসের আশ্বাদ তো মিশ্র আশ্বাদ ; তাহা গুড়মরিচাদির আশ্বাদের দ্বারা সৃষ্ট । আলোক দীপশিখার সৃষ্টি ; দীপের শক্তি অনুসারে কি আলোকের তারতম্য হইবে না ?

এই প্রসঙ্গে ভট্টনায়কের একটি উক্তি উদ্ধারযোগ্য । তিনি বলিয়াছেন, রসের অভিব্যক্তিও হইতে পারে না । কারণ সহদয়ের অনুভবস্থলে তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব হইতে সূক্ষ্মরূপে যে শৃঙ্গারাদি থাকে তাহারাই অভিব্যক্ত হয় ইহা স্বীকার করিতে হয় । তাহা হইলে যে সকল বিষয় এই অভিব্যক্তির উপায় তাহাদের অর্জন বা সম্পাদন ব্যাপারে সামাজিকের প্রবৃত্তির তারতম্য লক্ষিত হইত । তাহা কিন্তু হয় না ।” অভিব্যক্তিমাত্রেরই তারতম্য হইয়া থাকে । এই তারতম্য অভিব্যক্তির উপায়ের তারতম্যের উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু তাহা হইলে, কোন সামাজিক অধিক মাত্রায় রসানুভব কামনা করিলে, তাঁহাকে অধিক পরিমাণে বিভাবাদি অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । তাহা কিন্তু করিতে হয় না । সুতরাং ভট্টনায়ক অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিতে পারেন নাই । অভিনবগুপ্ত এই যুক্তির উত্তর দেন নাই । ভাণ যদি চিত্তবৃত্তিতে বাসনারূপে নিহিত থাকে এবং তাহা যদি বিভাবাদির দ্বারা উদ্ভিক্ত হইয়া রসপ্রতীতি বা রসাবিব্যক্তি আনয়ন করে এবং ইহাই যদি লৌকিক ও অলৌকিকের মধ্যে এক মাত্র সংযোগ-সূত্র হয় তাহা হইলে লৌকিক জীবনে যে যত ভাবের চর্চা করিবে তাহার বা বাসনাসংস্কার তত প্রবল হইবে এবং সে তত বেশী পরিমাণে সহদয়ত্ব লাভ করিবে । অর্থাৎ যে যত বেশী ক্রোধী হইবে সে তত রোদ্ররস আশ্বাদন করিতে পারিবে । যোগী শৃঙ্গাররস উপলব্ধি করিতে পারিবেন না এবং লম্পট সামাজিকত্ব লাভ করিবে ।

আর একটি দিক হইতেও এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে । ভাব কি শুধু অনুভবমূলক প্রবৃত্তি (emotive disposition) না তাহার মধ্যে বুদ্ধিও আছে ? শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, কাব্যও চতুর্বিধ আনয়ন করে ; কাব্যের সঙ্গে শাস্ত্রাদির পার্থক্য এই যে আন্তঃশাস্ত্র প্রভৃৎসদৃশ বাক্য রচনা করে, ইতিহাসাদির বাক্য মিশ্র-সদৃশ এবং কাব্যবাক্য কান্তাসম্মিত । এখানে বাক্যের অর্থের কথা বলা হয় নাই । কাব্যবাক্যের মনোহারিত্ব কি অলঙ্কারের মত বহিরঙ্গ না তাহা কাব্যের প্রাণেরও অঙ্গ ? যদি তাই হয় তাহা হইলে এই মনোহারিত্বের বৈশিষ্ট্য এবং শাস্ত্র-ইতিহাস-দির সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য আরও স্পষ্ট করিতে হইবে । ভাবের মধ্যে যদি বুদ্ধিগ্রাহ

মতও অনুপ্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে কাব্যের আশ্বাদ এবং ইতিহাসের ব্যুৎপত্তি ও শাস্ত্রের আভাঙ্গা পরস্পরসম্পৃক্ত হইয়া পড়ে। প্রাচীনেরা নয়টি স্থায়ী ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন : রতি, হাস, শোক, উৎসাহ, বিস্ময়, ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্সা ও নির্বেদ। অত্যাগত প্রবৃত্তিগুলিকে যদি বা বিচার-নিরপেক্ষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, সংসারের প্রতি বৈরাগ্যকে প্রবৃত্তিমাত্র মনে করা কঠিন। জানি না এই জন্তই কিনা প্রাচীনদের মধ্যে কেহ কেহ নির্বেদকে স্থায়ী ভাব বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

এই যুক্তি অত্যাগত ভাব সম্পর্কেও প্রযোজ্য। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। জুগুপ্সা হইতে বীভৎসরসের প্রতীতি হয়। পতিতাবৃত্তি অনেকের হৃদয়ে জুগুপ্সা জাগ্রত করে। কেহ ইহাকে দেখিবেন নীতির দিক দিয়া আর কেহ দেখিবেন অর্থনীতির দিক দিয়া। ইহাদের যে প্রতীতি হইবে তাহা কি বিস্তৃত বীভৎস রস, না ইহাদের রসপ্রতীতি নৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য লাভ করিবে? আবার কোন কোন কবি পতিতার জীবনের দুঃখময় দিকটা দেখিবেন, কেহ হয়ত তাহার মধ্যে হাস্যকর বস্তু পাইবেন। ইহাদের যে রসানুভূতি হইবে তাহার মধ্যে হয়ত করুণ-রস ও হাস্যরস থাকিবে। ইহাদের বৈশিষ্ট্য বিচার করিব কোন্ মাপকাঠি দিয়া? শেক্সপীয়রের Doll Tearsheet, হুডের One More Unfortunate এবং বার্নার্ড্‌শ্বয়ের Mrs Warren, রবীন্দ্রনাথের পতিতা—লৌকিক জীবনে ইহারা সমগোত্রীয়া। রসলোকে ইহাদের যে বৈষম্য—তাহা কি শুধু ব্যভিচারী ভাব ও অনুভাবের সংযোগের পার্থক্য, না ইহাদের মধ্যে স্রষ্টার নৈতিক ও অর্থনৈতিক মত স্বজনী প্রতিভাকে উদ্বোধিত করিয়া স্বীয় ওচিতির দ্বারা বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে রসের তাৎপর্য বোঝা যাইবে না।

(৬)

এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা করিতে হইলে বাচ্য অর্থের স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে এবং তদ্বৎশ্রেণে পূর্বে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্তসার দিয়া আলোচনা শুরু করিতে হইবে। পুনরুক্তি মার্জনীয়।

বাচ্য অর্থ হইতেছে শব্দের সেই অর্থ যাহা শব্দ উচ্চারণ করিলে সহজেই

আমাদের কাছে প্রতিভাসিত হয় ; ইহা শব্দের অবিচলিত, অনোপাধিক আশ্রয় । বাক্যস্থিত পদগুলির সহজভাবে অর্থ করিলে এই অর্থ পাওয়া যায় ; কাহারও অভিপ্রায়ের উপর ইহা নির্ভর করিবে না । ‘নীল’ বলিলে সকলের কাছেই নীল বস্তুর নীলত্ব বুঝাইবে, কাহারও কাছে পীতত্ব বুঝাইবে না । বলা বাহুল্য সাধারণ লৌকিক ব্যাপারে শব্দের এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে । তাহা না হইলে লৌকিক জীবনযাত্রা অসম্ভব হইবে,—‘গরু’ বলিলে কখনও কখনও ঘোড়া বুঝাইবে, কেহ গরম জল চাহিলে ঠাণ্ডা জল পাইবে । ইতিহাসাদি বস্তু ও ঘটনার যথাযথ বর্ণনা দেয় ; ঘটনার অন্তরালে যদি কোন ব্যক্তিগত অনুভব থাকে তাহারও ব্যক্তিনিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করে । সেইজন্য ইতিহাসাদিতেও শব্দের ও শব্দ-রচিত বাক্যের প্রাথমিক অর্থই গ্রহণ করা যাইবে । গণিত, বিজ্ঞান ও জ্ঞানশাস্ত্র এই বিষয়ে ইতিহাসের সমগোত্রীয় ।

দর্শন ও নীতিশাস্ত্র ইতিহাস-বিজ্ঞান হইতে পৃথক ; তাহাদের সত্যের মাপকাঠিও ইতিহাস-বিজ্ঞানের মাপকাঠি হইতে স্বতন্ত্র ! কিন্তু তাহারও ব্যক্তিনিরপেক্ষ সার্বজনীন সত্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করে এবং তাহার যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি গ্রহণ করে । সেইজন্য একদিকে যেমন আধুনিক বিজ্ঞান দর্শনে মিশিয়া যাইতেছে তেমনি অতীতকালে আধুনিক দর্শন বৈজ্ঞানিক রীতিতে লিখিত হইতেছে । ইহা বলা নিস্প্রয়োজন যে দর্শনও বাচ্য অর্থকেই আশ্রয় করে । প্লেটো, বেগস প্রভৃতি দার্শনিকের রচনা ব্যঞ্জনাময় ; তবু দর্শন হিসাবে বিচার করিবার সময় ব্যঙ্গ্য অর্থকে অগ্রাহ্য করিয়া বাচ্য অর্থকেই গ্রহণ করিতে হইবে । সকল সময় তাহা সম্ভব হয় না ; সেই কারণে বৈজ্ঞানিক দার্শনিকেরা ইহাদিগকে খাটি দার্শনিক বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন । ইহারা যে ব্যঙ্গ্য অর্থের বহুল সমাবেশ করিতে পারিয়াছেন তাহারও অত্যন্ত কারণ এই যে দর্শনের প্রমাণ-প্রয়োগ বিজ্ঞান ও জ্ঞানশাস্ত্রের প্রমাণ-প্রয়োগ অপেক্ষা অনেক শিথিল ।

বাচ্য অর্থের আর একটি ক্ষেত্র হইতেছে বিভাবাদির বর্ণনায় ও অলঙ্কারাদির প্রয়োগে । রাম, রাবণ, দ্রুপদাদির কার্যকলাপ, তাহাদের লীলাদি অনুভাব ও হর্ষাদি সঞ্চারী ভাবের বর্ণনাকে কেহ ঐতিহাসিক বর্ণনা বলিবে না । কেহ যদি বলে যে তাহার প্রিয়ান মুখ চন্দ্রসদৃশ তাহা হইলে ইহা বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সত্য বলিয়া কেহ গ্রহণ করিবে না । কিন্তু এই সকল বর্ণনার অভ্যন্তরে

যে ভাব নিহিত রহিয়াছে তাহাকে বাদ দিয়া যদি শুধু এই বর্ণনাগুলিকেই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে বর্ণনার বাচ্য অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ প্রকাশিত হয় না। এইভাবে বিচার করিলে অলঙ্কার প্রভৃতির উপযোগিতা স্পষ্ট হইবে। যদি তাহার কাব্যের গুঢ় অর্থ প্রকাশ করিতে সাহায্য করে তাহা হইলে তাহার কাব্যে যথাযোগ্য স্থান পাইবে। যদি তাহারাই প্রাধান্য লাভ করে তাহা হইলে কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হইবে। এই বিষয়ে অলঙ্কারের সঙ্গে ছন্দের সাদৃশ্য আছে। ছন্দ কাব্যের বাহন, কিন্তু অর্থ অপেক্ষা ছন্দ প্রধান হইলে তাহা কাব্যের গুণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অলঙ্কার কাব্যের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে, কিন্তু অলঙ্কারই কাব্য নহে।

অলঙ্কার প্রভৃতি বাচ্য অর্থের দ্বারা প্রকাশিত হয়। দর্শন ও ইতিহাসেও বাচ্য অর্থই গ্রাহ্য হইয়া থাকে; কিন্তু ইহার মূলতঃ পৃথক্। অলঙ্কারের সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধ কাব্যের পক্ষে মুখ্যবস্ত্ত নহে। অলঙ্কার ছাড়াও কাব্য রচিত হইতে পারে এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে অর্থের উপর, অলঙ্কারের উপর নহে। কিন্তু কবির জীবনবেদ বা জীবনদর্শন অর্থেরই অঙ্গ; স্মৃতির কাব্যে তাহার স্থান নির্ণয় করিতে হইবে। ইতিবৃত্তসম্পর্কেও সেই কথা খাটে। ইতিবৃত্ত কাব্যের শরীরবিশেষ; তাহা অলঙ্কার নহে! স্মৃতি ইতিবৃত্তও কাব্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাচ্য অর্থ শব্দেরই ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু দর্শন ও ইতিহাসে বাচ্য অর্থই প্রধানতঃ গৃহীত হইয়া থাকে সেইজন্ত উপচারবলে ইহাদিগকে বাচ্যের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে; বাচ্যের সঙ্গে ব্যঙ্গের যে সম্পর্ক তাহা শাস্ত্র-ইতিহাসাদির সঙ্গে কাব্যের সম্পর্কের প্রতিক্রিয়া বলিয়া মনে করা যাইতে পারে এবং সেই ভাবেই এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

একশ্রেণীর আধুনিক সমালোচকগণ মনে করেন যে কাব্য ও দর্শনের মধ্যে অর্থাৎ বাচ্য ও ব্যঙ্গের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। সাহিত্য সৃষ্টি করে একক, রূপ-বিশিষ্ট ছবি আর দর্শনে আমরা সর্বজনগ্রাহ্য, রূপহীন তথ্যে উপনীত হই। সেই কারণে সত্যাসত্য বা প্রামাণ্য-অপ্রামাণ্য সম্পর্কে বুদ্ধি যে তর্কবিচার করে তাহা সাহিত্যের পক্ষে গোপ। সাহিত্যে তর্কবিচার থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ছবির অন্তর্গত। এই মত সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি পাইয়াছে ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচের রচনায়। ইউরোপীয় কবিদের মধ্যে দান্তে দার্শনিকতার জন্ত বিখ্যাত; সবাই তাঁহাকে দার্শনিক কবি বলিয়া থাকেন। কিন্তু ক্রোচে বলিয়াছেন যে

দান্তের কাব্যে দর্শন বা ধর্মতত্ত্ব থাকিতে পারে ; তবে তাহার সঙ্গে কাব্যের কাব্যত্বের কোন সম্পর্ক নাই। কবির রচনার দার্শনিক মতবাদ লইয়া আলোচনা করা অযৌক্তিক নহে, কবির কাব্য লইয়া আলোচনা করা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এই দুইটি আলোচনা মিশ্রিত করিবার অধিকার কাহারও নাই।

অনেকে আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্তের রচনায় এই মতের সমর্থন পান। ত্রিযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত ধ্বনি-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় এই মতের অতি বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। তাহার যুক্তি নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল :

“আজকের দিনের মানুষের কাছে সমাজ-বন্ধন ও সমাজ-ব্যবস্থা খুব বড় হয়ে উঠেছে। এত বড়, যেন মনে হয়, মানুষের সমস্ত চেষ্টা ও সব সৃষ্টির ঐ হচ্ছে চরম লক্ষ্য। যে সৃষ্টি ঐ বন্ধন ও ব্যবস্থার প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনও কাজে লাগে না, তার যে কোনও মূল্য আছে, সে কথা ভাবা অনেকের পক্ষে কঠিন হয়েছে। এ মনোভাব খুব প্রাচীন নয়। গত শ-দেড়েক বছর হ'ল পশ্চিম-ইউরোপের লোকেরা কতকগুলি কলকৌশলকে আয়ত্ত ক'রে মানুষের নিত্য ঘরকন্না ও সমাজ-ব্যবস্থার যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়েছে—তাতেই এই মনোভাবের জন্ম।...লোকের ভরসা হয়েছে, এই পরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থা একদিন, এবং সে দিন খুব দূর নয়, সমস্ত মানুষকে দুঃখশূন্য সর্বস্ব-সোভাগ্যের অধিকারী করে দেবে। এবং সংসার ও সমাজ থেকে মানুষের প্রাপ্তির আশা যত বেড়েছে, মানুষের 'তনু মন ধন'-এর উপরে এদের দাবীও তত বেড়েছে।...কবির রসসৃষ্টির শক্তি এই সংসার ও সমাজের মঙ্গলে নিজেকে ব্যয় করে থাকে, একথা আর অসঙ্গত মনে হয় না।

“প্রাচীন আলঙ্কারিকদের সামনে আশার এই মরীচিকা ছিল না। তখনকার জ্ঞানী লোকেরা জন্মজরামৃত্যুগ্রস্ত সংসারকে মোটের উপর দুঃখময় বলেই জানতেন।... আজ যদি আমরা সংসারকে দুঃখময় বলতে মনে দুঃখ পাই, তবুও এ কথা কি ক'রে অস্বীকার করা যায় যে, গাছের ফলের কাজ তার মূলকে পরিপুষ্ট করা নয়। কাব্য মানুষের যে সভ্যতারূপের ফল, তার মূল মাটি থেকে রস টানে বলেই ও-গাছ অবশ্য বেঁচে থাকে এবং মূল যদি রস টানা বন্ধ করে, তবে ফল ধরাও নিশ্চয় বন্ধ হবে। কিন্তু নিতান্ত বুদ্ধি-বিপর্যায় না ঘটলে মূলের কাজে ফলের কতটা সহায়তা, তা দিয়ে তার দাম যাচাইয়ের কথা কেউ মনে ভাবে না। সেই ফলই কেবল গাছের পুষ্টিসাধন করে যা মুকুলেই ঝ'রে যায়।

“লৌকিক জীবনের উপর যে কাব্যরসের ফল নেই, তা নয়। কিন্তু সে ফল ঐ জীবনের পুষ্টিতে নয়, তা থেকে মানুষের মুক্তিতে। লৌকিক জীবনের লৌকিকত্বকে কাব্যরসের অলৌকিক ধারায় অভিসিক্ত করে।...”

“...কবি কীটস্ সত্য ও স্বন্দরের যে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সে এই বৈজ্ঞানিক যুগের কবিপ্রতিনিধি হিসাবে। নইলে শুদ্ধ কবির চোখ থেকে এ সত্য কিছুতেই গোপন থাকে না যে, সত্য কাব্যের লক্ষ্য নয়, কাব্যের উপাদান। বস্তু-নিরপেক্ষ রস নেই, এবং বস্তুকে সত্য দৃষ্টিতে দেখার উপর রসের সৃষ্টি অনেকটা নির্ভর করে। রস ও সত্যের সত্য-সম্বন্ধে লোকের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে, বৈজ্ঞানিক মায়ায়। কবি রসের ছলে উপদেশ দেন একথা যেমন অযথার্থ, কাব্য রসের সঙ্গে সত্যকে প্রকাশ করে, এও তেমনি অসত্য। শিল্পী তার মূর্তির মধ্য দিয়ে পাথরকে প্রকাশ করে, এ কথা কেউ বলে না।”

প্রসঙ্গান্তরে তিনি বলিয়াছেন :

“কাব্য লোককে রুত্রে প্ররুত্তি ও অরুত্রে নিবৃত্তি দেয়। কাব্য পাঠককে উপদেশ করে, ‘রামাদিবৎ প্রবত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ’,... তবে এ উপদেশ নীরস শাস্ত্র-বাক্যের উপদেশ নয়...কান্তার উপদেশের মত সরস, অর্থাৎ অম্ল-মধুর উপদেশ।

“কাব্য-রসের এই ফলশ্রুতি আলঙ্কারিকদের মনের কথা নয়, সমাজ ও সামাজিক লোকের সঙ্গে মুখের আপোসের কথা, তাঁর প্রমাণ, ও সব কথা তাঁদের গ্রন্থারম্ভেই আছে, গ্রন্থের আলোচনার মধ্যে তাদের লেশমাত্রেরও খোঁজ পাওয়া যায় না।”

(৭)

উল্লিখিত মতের বিচারের প্রারম্ভেই বলা দরকার যে এই কথা সত্য নহে যে প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা শুধু আপোসে গ্রন্থারম্ভে চতুর্দশকলপ্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্যকে অলৌকিক বলিয়া স্বীকার করিলেও এবং কান্তাসম্মিত কাব্যের সঙ্গে প্রভুসম্মিত শাস্ত্র ও মিত্রসদৃশ ইতিহাসাদির পার্থক্য মানিয়া লইলেও কাব্য মনন-নিরপেক্ষ অথবা লৌকিক জীবনে তাহার ফল নাই এই কথা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহারা একাধিকবার বলিয়াছেন, কাব্য প্রীতিপূর্বক ব্যুৎপত্তি আনয়ন করে, ব্যঙ্গপ্রতীতিকালে বাচ্যপ্রতীতি বিনষ্ট হয় না। সুতরাং যে দার্শনিক মত বাচ্যের অন্তর্গত তাহাও ব্যঙ্গপ্রতীতির মধ্যে ক্রিয়ানীল থাকে।

তঁাহারা ভাবের রসীকরণের কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু আমরা যেমন ভাবকে নিছক ইমেশন্ বা অনুভব বলিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি, তঁাহারা সেইরূপ মনে করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। বরং মনে হয় তঁাহাদের কাছে ভাব ছিল ইমেশন্ ও আইডিয়া, অনুভব ও চিন্তনের সম্মিশ্র পদার্থ। তঁাহারা যে ভাবে ঔচিত্যের বিচার করিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে তঁাহারা ভাব বলিতে যাহা বুঝিতেন তাহা নিছক অনুভব মাত্র নহে, সত্যাসত্য, নীতি-দুনীতি সম্পর্কে তঁাহাদের মতামত রসের ঔচিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তাহা না হইলে তঁাহারা বিশেষ গুণসম্পন্ন নায়ক সৃষ্টি করার নির্দেশ দিতেন কি না সন্দেহ। শুধু তাহাই নহে। ‘ধ্বজালোক’-গ্রন্থের চতুর্থ উদ্যোতে আনন্দবর্দ্ধন মহাভারত-কাব্যের বিচার করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে ইহার মধ্যে বৈরাগ্যজনন-তাৎপর্যরূপ শাস্ত্র-কথাই বিবৃত হইয়াছে ; ইহার বর্ণনীয় বিষয় হইল মোক্ষলক্ষণ পুরুষার্থ ও শান্তরস। টিকায় অভিনব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, যাহা শাস্ত্রনয়ে ‘মোক্ষ’ নামক পুরুষার্থ তাহাই চমৎকারযুক্ত হইয়া কাব্যে শান্তরস বলিয়া বর্ণিত হয়। “কাব্য রসের সাজে সত্যকে প্রকাশ করে”—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এই মতকে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহা কি আনন্দবর্দ্ধন-অভিনবগুপ্তের মত হইতে খুব বেশী দূরবর্তী ?

এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দর্শন ও কাব্যের এবং লৌকিক ও অলৌকিকের সময়ের যে চেষ্টার কথা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন তাহা মোটেই আধুনিক নহে। দান্তের কাব্যের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ধর্মোৎসবের অঙ্গ হিসাবেই গ্রীসদেশে নাটকের উদ্ভব হয় এবং মধ্য যুগেও গীর্জার অঙ্গনেই নাটক জন্মলাভ করে। বরং রেনেসাঁসের ও প্রেটেষ্ট্যান্ট ধর্মস্বাপনের পর ব্যক্তিগততন্ত্রের যে শ্রোত ইউরোপে প্রবাহিত হয় তাহার ফলেই ক্রমে কাব্যকে সর্বজনগ্রাহ্য সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্যক্তির অনুভবের প্রকাশমাত্র বলিয়া প্রচার করা হয়। সমালোচকরা যাহাই বলুন, সাহিত্য কিন্তু কবিমনের সমগ্রতাই পরিচয় দেয়। শেক্সপীয়রের কথাই ধরা যাক। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন যে রস-সৃষ্টির যেখানে চরম অভিব্যক্তি, সেখানে কবির সামাজিকতা ঢাকা পড়িয়া যায়, যেমন শেক্সপীয়রের নাটকে। সামাজিকতাকে ঢাকিয়া তিনি যে রসের আবাদ করিয়াছেন তাহার স্বরূপ তিনি প্রকাশ করেন নাই। ক্রোচে সেই চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তঁাহার চেষ্টা তেমন সার্থক হয় নাই। যঁাহাদের রসোপলব্ধি অনস্বীকার্য—

যেমন কোলরিজ বা ব্রাডলি—তঁাহাদের আলোচনা পড়িলে দেখা যায় যে শেক্সপীয়রের মধ্যে তঁাহারা যে রসের সন্ধান পাইয়াছেন তাহা শুধু অনুভবের প্রকাশ নহে, সেই অনুভবের সঙ্গে সত্য ও শিব সম্পর্কে কতকগুলি তত্ত্বও জড়িত হইয়া আছে। যে ভাব সেখানে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে তাহা শুধু ইমোশন নহে, আইডিয়াও।

অপর একটি বিষয়েও এই সকল সমালোচকেবা একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাহা হইতেছে সাহিত্যের উপাদান সম্পর্কে। কবি সৃষ্টি করেন শব্দার্থের সাহায্যে, চিত্রকর গ্রহণ করেন রং ও তুলিকা, ভাস্কর যান পাথরের সন্ধান। এই সব বস্তু উপাদান বা material। আবার ইহারা সবাই কোন সত্যের উপলব্ধির দ্বারা উদ্বোধিত হইয়েন। তাহাও উপাদান বা material। একই শব্দ ব্যবহৃত হইলেও, এই দুই বস্তু যে এক নহে তাহা বলাই বাহুল্য। অথচ উপরে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের যে মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা পড়িলে দেখা যাইবে এই দুইটির পার্থক্য সম্বন্ধে তিনি অবহিত নহেন। পাথর, শব্দ বা রঞ্জনদ্রব্য শিল্পীর শিল্পসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে কিনা সেই প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কিন্তু যদিও কেহ এই কথা বলিবে না যে শিল্পী মূর্তির মধ্য দিয়া পাথরকে প্রকাশ করেন, তবুও একথা বলিলে দোষ হইবে না যে তিনি তাহার মধ্য দিয়া ভাব বা আইডিয়াকে রূপ দান করেন।

আর একটি মিথ্যা ধারণারও নিরসন করা প্রয়োজন। ক্রোচে বলিয়াছেন যে, সাহিত্যে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব নিরর্থক, কারণ সাহিত্য প্রমাণশাস্ত্র নহে। কিন্তু সত্যের কোন অবিচলিত মাপকাঠি নাই। গণিতে প্রমাণের যে মানদণ্ড উপস্থাপিত হয় তাহা বিজ্ঞানে গ্রহণ করা হয় বটে, কিন্তু ইতিহাস বা দর্শনে তাহা চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া ইতিহাস বা দর্শন মিথ্যা নহে। নিউটন যে ভাবে তঁাহার মতবাদ প্রমাণ করিয়াছেন, কান্ট যে ভাবে করেন নাই। কিন্তু তাহার জ্ঞান কাণ্টের দর্শনের সত্যত্ব নষ্ট হইয়া যায় নাই। আজ নিউটনের বিজ্ঞান কতটা চালু আছে তাহা বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে পারেন, কিন্তু কান্টদর্শন অচল হইয়া যায় নাই। দর্শন, ইতিহাস বা বিজ্ঞান—ইহাদের কোনটির মানদণ্ডই সাহিত্য গ্রহণ করে না। কিন্তু সাহিত্যে সত্যমিথ্যার দ্বন্দ্ব অচল বা অর্থহীন এইরূপ বলা যায় না। শেক্সপীয়র যে আমাদের ভাল লাগে তাহার অত্যন্ত কারণ এই যে তাহার কথা খুব সত্য বলিয়া মনে হয়। আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্ত স্বীকার করিয়াছেন যে গ্রাম্যশাস্ত্রের প্রমাণপরম্পরা

কাব্যে প্রযোজ্য নহে। কিন্তু কাব্য সত্যাসত্য সম্পর্কে একেবারে উদাসীন নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে তাঁহাদের ঔচিত্যবিচারের মধ্যে এই মতের সমর্থন পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন যে বস্তুকে সত্যদৃষ্টিতে দেখার উপর রসের সৃষ্টি অনেকটা নির্ভর করে। এই ‘অনেকটা’ যে কতটা তাহা তিনি বিচার করেন নাই। যদি সাহিত্যের সত্যনির্ভরতাই মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে তাঁহার অপর মত—রসের মাধ্যমে সত্যকে প্রকাশ করা কাব্যের কাজ নহে—অচল হইয়া পড়ে।

(৮)

এখন প্রশ্ন এই : সাহিত্যের স্বরূপের সন্ধান কেমন করিয়া করিব? ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহিত্য প্রতীতিই হউক, অভিব্যক্তিই হউক, আর উৎপত্তিই হউক, তাহার মধ্যে এমন একটা বস্তু থাকে যাহার প্রকাশ, উদ্ভব বা আশ্বাদন হয়। এই বস্তু সকল পক্ষেই অপরিহার্য। ইহাকে ভাব বলা যাইতে পারে। ইহা কাব্য হইতে কাব্যান্তরে বৈচিত্র্য লাভ করে; ইহাকে আট বা নয় বা অল্প কোন সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নহে। ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে ইহা নিছক ইমোশন বা অনুভব নহে, নিছক আইডিয়া বা চিন্তাও নহে, ইহাকে বৃক্ষের ফলমূলের সঙ্গে তুলনা করাও উচিত নহে, কারণ বৃক্ষ ফল বা মূলের অভিব্যক্তি নহে। ইহার দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, কবি ইহাকে স্বীয় চিন্তাবৃত্তিতে উপলব্ধি করেন এবং সেই উপলব্ধির মধ্য দিয়া ইহা সাধারণীকৃত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহিরের বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সংযোগে কবির হৃদয়স্থিত ভাব রসে পরিণত হয়। প্রাচীন পারিভাষিক শব্দ ছাড়িয়া সহজ ভাবে বলা যাইতে পারে যে, কবি যে সত্যকে কাব্যে প্রকাশ করেন তাহা অপরের মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ করিলেও ইহাকে তিনি বিশেষভাবে নিজের বলিয়াই উপলব্ধি করেন। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক স্বীয় মননশক্তির বলে নানা সত্যে উপনীত হইয়েন, কিন্তু তাঁহাদের, বিশেষ করিয়া বৈজ্ঞানিকের, এই মমত্ব-বোধ নাই। ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিকের মত নিরপেক্ষ হইতে পারেন না বলিয়া ইতিহাস অংশতঃ আর্ট বা শিল্পকলার পর্য্যায়ের পরিগণিত হয়।

সাহিত্যিক ভাবগুলিকে এমন ভাবে অনুভব করেন যে ইহারা প্রাণবন্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। অশরীরী অনুভব ও তব্ধ হস্তপদবিশিষ্ট হইয়া সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়। কবিকর্মের বোধ হয় ইহাই প্রধান লক্ষণ। কিন্তু এ কথা

বলিলে চলিবে না যে ইহাই কাব্য-বিচারের একমাত্র মানদণ্ড; ইহা আবশ্যিক কিন্তু একক নহে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে এক কবি হইতে অপর কবির পার্থক্য করা সম্ভব হইত না। রূপ দেওয়ার শক্তি না থাকিলে কেহ কবি হইতে পারিবে না। কিন্তু অন্তর্ফলনিরপেক্ষ-বাদীদের মতে, এই শক্তি থাকিলে কবিকর্ম সম্পূর্ণ হইয়া গেল; আর কিছু বলিবার থাকিল না। ইহা মানিয়া লইলে কাব্য-বিচার প্রারম্ভেই বাধিত হইয়া যায়। ক্রোচে এই সমস্যা এড়াইতে চাহিয়াছেন এই বলিয়া যে কাব্যে কাব্যে পার্থক্য হইল, পরিমাণাত্মক (quantitative), প্রকৃতিমূলক (qualitative) নহে। তাহা হইলে সাহিত্যের আশ্বাদ ও বিচার শুধু ছবির তালিকা রচনায় পর্য্যবসিত হইবে। ক্রোচে ও ক্রোচেপন্থীদের সমালোচনা পড়িলে অনেক সময় এই সন্দেহই মনে জাগ্রত হয়। তাঁহারা কোন চিত্র বিশ্লেষণ করিতে তয় পান, পাছে এই বিশ্লেষণের ফলে কোন তত্ত্ব বাহির হইয়া পড়ে, কারণ তাহা হইলে তাঁহাদের মতবাদকে রক্ষা করা যাইবে না। 'রসগঙ্গাধর'-রচয়িতা আচার্য্য জগন্নাথ রসকে ভগ্নাবরণচৈতন্য বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন। ইহারা আবরণ অতিক্রম করিয়া চৈতন্যে পঁছছাইতে পারেন না। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কাব্যে কাব্যে, কবিত্তে কবিত্তে যে প্রভেদ তাহা প্রকৃতিমূলক (qualitative), পরিমাণাত্মক (quantitative) নহে। আমি যদি বলি যে The Rape of the Look সার্থক কবিতা কিন্তু তাহা Hamlet হইতে নিষ্কণ্ট তাহা হইলে ইহা বুঝাইবে না যে Hamlet-নাটকে চরিত্র বা চিত্র বা অলঙ্কারের সংখ্যা বেশী! তাহা হইলে ইহাই বোঝা যাইবে যে Hamlet নাটকের চরিত্র অধিকতর জটিল, তাহার মধ্যে যে অল্পভব-শক্তির প্রকাশ হইয়াছে তাহা তীব্রতর এবং তাহা যে জীবনবেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত তাহা গভীরতর ও ব্যাপকতর।

(৯)

ধ্বনি-তত্ত্ব সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য মতবাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। 'সমালোচনা সাহিত্য'-গ্রন্থের ভূমিকায় ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "ব্যঞ্জন একটা মাত্র শ্লোকে সীমাবদ্ধ ও প্রকাশভঙ্গী-বৈচিত্র্যের হেতুরূপে অলংকার-ধ্বনির পর্য্যায়ভুক্ত মনে হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কি যাহাতে মনে হইতে পারে যে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব,

শকুন্তলা, উত্তরচরিত প্রভৃতি দীর্ঘ রচনার সমগ্র কাব্যদেহ-পরিব্যাপ্ত রসবৈশিষ্ট্যটি সমালোচকের চিতে প্রতিভাত হইয়াছিল ? প্রত্যেকটি রেখার টান, বর্ণনামূরঞ্জনের সূক্ষ্মতম অনুমিশ্রণ যে কেন্দ্রীয় ভাবানুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতনতা, কাব্যরসের সামগ্রিক বিচার সম্বন্ধে আগ্রহ কি প্রাচীন সমালোচনারীতিতে লক্ষ্য করা যায় ?...

“এই চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া যে সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হয় তাহা এই যে যদিও প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা ধ্বনি গা ব্যঞ্জনাকে কাব্যের প্রাণকেন্দ্ররূপে নির্দেশ করিয়া একটি মৌলিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তথাপি এই ব্যঞ্জনার চরম-শক্তির পরিচয় লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের ব্যঞ্জনার ক্রিয়া কাব্যের বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে উদাহৃত, সমগ্র কাব্যদেহ-পরিব্যাপ্ত নহে। যাহাকে বলা হয় atmosphere বা সামগ্রিক ভাবাবহ, কাব্যালোচনায় তাঁহাদের দৃষ্টি সেই পর্যন্ত পৌঁছায় নাই।...

“সাধারণীকরণ সংস্কৃত সাহিত্যের একটি চমকপ্রদ মৌলিক আবিষ্কার।... কিন্তু কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে কবি-প্রতিভার দ্বারা এই সাধারণীকরণ নিষ্পন্ন হইয়াছে কিনা তাহার অত্রান্ত মানদণ্ড ইহাদের আয়ত্তাধীন ছিল কিনা সন্দেহ। ...পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপরিণত, প্রতি শিরাসায় তত্ত্বীজালে সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধ ব্যক্তিত্ব রহস্যের স্বচ্ছদর্পণে যে সার্বভৌম ব্যঞ্জন আভাসিত হয়, সংস্কৃত সাহিত্যে সেরূপ কোন প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। এখানে সাধারণীকরণের ভিত্তি অপরিণত ব্যক্তিত্বের উপর শ্রেণীগোতক ব্যঞ্জনার আরোপ।”

আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোক লইয়া তাঁহাদের বিচার করিয়া ধ্বনি-তত্ত্ব প্রতিপন্ন কবিয়াছেন ; বোধ হয় তাঁহারা দেখাইতে চাহেন যে, যে-রস সর্বব্যাপী তাহা প্রত্যেক শ্লোকে এমন কি তাহার উপসর্গ, প্রত্যয়ে প্রকাশিত হইবে। ইহারা শ্লোক এবং শ্লোকাংশ হইতে সমগ্র কাব্যের বিচার উপনীত হইতে যে একেবারে চেষ্টা করেন নাই তাহা নহে। অনেক জায়গায় তাঁহারা কাব্যের গঠন-বিধি এবং চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ‘ধ্বন্যালোক’-গ্রন্থের চতুর্থ উদ্দ্যোতে আনন্দবর্দ্ধন রামায়ণ ও মহাভারতের সামগ্রিক বিচার করিয়াছেন ; তাঁহার মতে, এই দুই গ্রন্থ প্রধানতঃ দুইটি বিশিষ্ট রসের প্রকাশ। সমুদ্রলঙ্ঘন, যুদ্ধবিগ্রহাদি অশ্রুত যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে তাহা অঙ্গী রসের অন্তর্ভূত। এই বিচার সার্থক হইয়াছে কিনা সেই সম্পর্কে তর্ক উপস্থাপিত হইতে

পারে, কিন্তু তিনি রসকে যে atmosphere বা সামগ্রিক ভাবাবেহে পরিব্যাপ্ত করিতে চাহিয়াছেন সেই সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

অবশ্য ইহা সন্দেহও উক্তর বন্দ্যোপাধায় যে অসম্পূর্ণতা দোষের কথা বলিয়াছেন তাহা আংশিকভাবে স্বীকার করিতে হইবে। তিনি এই অসম্পূর্ণতার যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহার আলোচনা না করিয়া বিষয়টিকে অন্তভাবেও বিচার করা যাইতে পারে। প্রত্যেকটি কাব্য একটি একক, সমগ্র পদার্থ। সেই হিসাবে প্রত্যেকটি কাব্যই একটি ভাবের প্রকাশ। কিন্তু আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্ত ভরতের রস-বিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছেন। তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন নয়টি স্থায়ী ভাব, তাহার অধীনে কতকগুলি সঞ্চারী ভাব। ইহাদের বিভাগ, উপ-বিভাগ করিয়া নানারূপ কাব্যের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ভাব ও ব্যভিচারী ভাবের আদর্শে তাঁহারাও ধ্বনির নানাপ্রকার চুলচেরা শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন! ধ্বনি, ভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সমন্বয়ে সংখ্যাতীত কাব্যপ্রকারের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সৃষ্টি কবির সৃষ্টি নহে, সমালোচকের পরিকল্পনা; সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এই পরিকল্পনা অনুসারে কাব্যকে সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মনে হয় তাঁহাদের কাছে সূত্র আসিয়াছে আগে এবং তাহার পশ্চাতে আসিয়াছে কাব্য। স্থায়ী ভাব আটটি বা নয়টি থাকিতে পারে। ধ্বনি প্রধানতঃ দুইটি থাকিতে পারে। যদৃচ্ছাক্রমে ইহাদের প্রভেদ ও উপ-প্রভেদগুলিকে বাড়ান-কমান যাইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে প্রত্যেক কাব্যের ব্যঞ্জনা একান্তভাবে স্বতন্ত্র সৃষ্টি, কোন পূর্বস্বীকৃত ধ্বনি, অলঙ্কার বা রীতির উদাহরণ মাত্র নহে। এই যে একান্ত স্বতন্ত্র ‘ভাব’ ইহা প্রধানতঃ চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়, কারণ প্রজাপতির মত কবিও প্রজা সৃষ্টি করেন। তাহা অলঙ্কার, অনুভাব, শব্দপ্রয়োগ প্রভৃতি সমস্ত বস্তুর মধ্যেই প্রতিফলিত হইবে, কিন্তু তাহার প্রধান লক্ষণ তাহার অনন্ততা ও সমগ্রতা। ভরতের সূত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জগ্গ আনন্দ-বর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্ত কবির সমগ্র ব্যক্তিত্বকে ছোট করিয়া দেখিয়াছেন এবং সেইজগ্গ তাঁহারা বিচ্ছিন্ন শ্লোকের দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অবশ্য তাঁহাদের সাহিত্য-বিচারের যে অসম্পূর্ণতার কথা উল্লেখ করা হইল তাঁহাদের কৃতিত্বের তুলনায় তাহা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। লৌকিক জগৎ ও অলৌকিক রসলোকের সম্পর্ক, বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য অর্থ এবং সাধারণীকরণ বা হৃদয়-সংবাদ--তাঁহারা এই সব তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা কাব্যজগতে বস্তুতঃই

‘লোচন’-স্বরূপ; বিবুধজনের উত্তানে তাহার মহিমা ‘কল্পতরুসমান’। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন, “সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য-বিচারের মধ্যে যে আশ্চর্য্য সূক্ষ্মদর্শিতা ও সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সহিত তুলনায় গ্রীক সমালোচনাকে অনেকটা তথ্যপ্রধান ও বহিরঙ্গমূলক বলিয়া মনে হয়। এমন কি আধুনিক সাহিত্য-বিচারে যে পরিণত অন্তর্মুখিতা তাহারও সহিত ইহা সমকক্ষতার স্পর্শ করিতে পারে। কাব্য-সৌন্দর্যের স্বরূপ সম্বন্ধে ইহা যেরূপ বিশ্লেষণের গভীর হইতে গভীরতর স্তরে অবতরণ করিয়াছে, অনুভূতির আলোক-বতিকা হস্তে সৃষ্টিরহস্যের মর্ম্মমূল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, চরম সত্য আবিষ্কারের প্রেরণায় পূর্ব্বতন সিদ্ধান্তকে ‘এহ বাহ্য’ বলিয়া অতিক্রম করিয়া দুর্গম-তর পথে পদক্ষেপে সাহসী হইয়াছে তাহার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যে বিরল।”

প্রেসিডেন্সি কলেজ

কলিকাতা

ফাল্গুন ১৩৫৭

}

শ্রীশ্রীবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

ধন্যলোক ও লোচন

শ্রীমদানন্দবর্দ্ধনাচার্য্যপ্রণীতো

ধ্বন্যালোকঃ

শ্রীমুহুরয়ে নমঃ—

স্বেচ্ছাকেসরিণঃ স্বচ্ছস্বচ্ছায়াসিতেন্দবঃ ।

ত্ৰায়স্তাং বো মধুরিপোঃ প্রপন্নার্তিচ্ছিদো নথাঃ ॥

লোচনম্

ভট্টেন্দুরাজচরণাজ্জকৃতাধিবাস-

হৃদ্যশ্রুতোহভিনবগুপ্তপদাভিধোহহম্ ।

যৎকিঞ্চিদপ্যনুরগন্ শ্লুটয়াম কাব্য-

লোকং স্বলোচননিয়োজনয়া জনস্ত ॥

স্বয়মব্যুচ্ছিন্নপরমেশ্বরনমস্কারসম্পত্তিচরিতার্থোহপি ব্যাখ্যাতৃশ্রোতৃণামবিলেনাভীষ্ট-
ব্যাখ্যাশ্রবণলক্ষণফলসম্পত্তয়ে সমুচিতাশীঃপ্রকটনদ্বारेण परमेश्वरसांमुख्यं करोति
वृत्तिकारः—स्वेच्छेति ।

মধুরিপোনথাঃ বো যুস্মান্ ব্যাখ্যাতৃশ্রোতৃং ত্ৰায়স্তাম্, তেষামেব সম্বোধনযোগ্য-
ত্বাং ; সম্বোধনসারো হি যুস্মদর্থঃ । ত্রাণং চাতীষ্টলাভং প্রতি সাহায্যকাচরণং তচ্চ
তৎপ্রতিদ্বন্দ্বিবিঘ্নাপসারণাদিনা ভবতীতি । ইয়দত্র ত্রাণং বিবক্ষিতম্ ; নিত্যোद्यোগি-
নশ্চ ভগবতোহসম্মোহাধ্বাবসায়যোগিহেনোৎসাহপ্রতীতেবীররসো ধ্বন্যতে, নথানাং
প্রহরণেহেন প্রহরণেন চ রক্ষণে কর্তব্যে নথানামব্যতিরিক্তেহেন করণত্বাৎ সাতিশয়-

কাব্যস্তাশ্রা ধ্বনিরিতি বুধৈর্ঘঃ সমান্নাতপূর্ব
স্তস্তাভাবঃ জগদ্রপরে ভাক্তমাহস্তমত্তে ।

শক্তিভা কৰ্ভুদেন স্থচিতা, ধ্বনিতশ্চ পরমেধরশ্চ ব্যতিরিক্তকরণাপেক্ষাবিরহঃ, মধুরিপোরিত্যেনে তস্মৈব জগৎত্রাসাপসারণোত্তম উক্তঃ । কীদৃশশ্চ মধুরিপোঃ ? স্বেচ্ছয়া কেসরিণঃ, ন তু কৰ্মপারতন্ত্ৰেণ, নাপ্যন্তদীয়েচ্ছয়া, অপি তু বিশিষ্টদান-বহননোচিততথাবিধেচ্ছাপরিগ্রহোচিত্যাদেব স্বীকৃতসিংহরুপশ্চেত্যাঃ, কীদৃশা নথাঃ ? প্রপন্নানামাতিং যে ছিন্তন্তি ; নথানাং হি ছেদকত্বমুচিতম্ ; আৰ্ত্তেঃ পুনশ্ছেদত্বং নথান্ প্রত্যসম্ভাবনীয়মপি তদীয়ানাং নথানাং স্বেচ্ছানিৰ্ম্মাণোচিত্যাং সম্ভাব্যত এবতি ভাবঃ । অথবা ত্রিজগৎকটকো হিরণ্যকশিপিু বিশ্বস্থোৎক্লেশকর ইতি স এব বস্ততঃ প্রপন্নানাং ভগবদেকশরণানাং জনানামাতিকারিত্বানুভবোত্তমং বিনাশয়ন্তি-রাগ্তিরিবোচ্ছিন্না ভবতীতি পরমেধরশ্চ তস্তামপ্যবস্থায়াম্ পরমকারুণিকত্বমুক্তম্, কিঞ্চ তে নথাঃ স্বচ্ছেন স্বচ্ছতাগুণেন নৈৰ্ম্মল্যেন ; স্বচ্ছমুদ্রপ্রভৃতয়ো হি মুখ্যতয়া ভাববৃত্তয় এব ; স্বচ্ছায়য়া চ বক্রহরুপয়াংহরুত্যাংহয়াদিতঃ খেদিত ইন্দুর্বেঃ । অত্রার্থশক্তিমূলেন ধ্বনিয়া বালচন্দ্রঃ ধ্বন্ততে, আয়াসনে তৎ সন্নিধৌ চন্দ্রশ্চ বিচ্ছায়ত্বপ্রতীতিরহত্বপ্রতীতিশ্চ ধ্বন্ততে, আয়াসকারিত্বং চ নথানাং হুপ্রসিদ্ধম্ ; নরহরিনথানাং তচ্চ লোকোত্তরেণ রূপেণ প্রতিপাদিতম্, কিঞ্চ তদীয়ং স্বচ্ছতাং কুটিলমানং চাবলোক্য বালচন্দ্রঃ স্বান্ননি খেদমভুভবতি ; তুল্যেহপি স্বচ্ছকুটীলা-কারযোগেইমী প্রপন্নান্তিবিবারণকুশলাঃ ; ন ত্বহমিতি ব্যতিরেকালঙ্কারোইপি ধ্বনিতঃ ; কিঞ্চাং পূৰ্ব্বমেক এবাসাধারণবৈশগহতাকারযোগাৎ সমস্তজনাভিলষণীয়া-তাভাজনমভবম্, অত্র পুনরবংবিধা নথাঃ দশ বালচন্দ্রাকার্যাঃ সম্ভাপাতিংছেদ-কুশলাশ্চেতি তানেব লোকো বালেন্দুবহমানেন পশতি, ন তু মামিত্যাকলয়ন্ বালেন্দুরবিরতমায়াসমভুভবতীবেত্যাংপ্রেক্ষাপহুতিধ্বনিরপি, এবং বহুলকাররস-ভেদেন ত্রিধা ধ্বনিরত্র শ্লোকে অস্মদুক্তভির্বাখ্যাতঃ ।

অথ প্রাধাতেনাভিধেয়স্বরূপমভিধদপ্রধানতয়া প্রয়োজনপ্রয়োজনং তৎসম্বন্ধং প্রয়োজনং চ সামর্থ্যাৎ প্রকটয়ন্নাদিবাক্যমাহ কাব্যস্তাশ্রোতি । কাব্যাত্মশব্দসংনিধানাদ্ বুধশব্দোইত্র কাব্যাত্মাববোধনিমিত্তক ইত্যভিপ্রায়েণ বিরূপোতি কাব্যতত্ত্ববিস্তিরিতি । আত্মশব্দশ্চ তত্ত্বশব্দেনার্থঃ বিবৃথানঃ সারস্বমপরশাবলক্ষণ্যকারিত্বং চ দর্শয়তি । ইতিশব্দঃ স্বরূপপরত্বং ধ্বনিশব্দপ্যাচষ্টে, তদর্থশ্চ বিবাদাস্পদীভূততয়া নিশ্চয়া-

কেচিদ্ধাচাং স্থিতমবিষয়ে তদ্বমূচুস্তদীয়ং

তেন ক্রমঃ সহৃদয়মনঃশ্রীতয়ে তৎস্বরূপম্ ॥ ১ ॥

বুধৈঃ কাব্যতত্ত্ববিদ্বিঃ, কাব্যশাস্ত্রা ধ্বনিরিত্তি সংজ্ঞিতঃ, পরম্পরয়া
যঃ সমান্নাতপূর্ব্বঃ সম্যক্ আ সমস্তাদ্ ন্নাতঃ প্রকটিতঃ, তস্য সহৃদয়জনমনঃ
প্রকাশমানশ্রাপ্যভাবমন্ত্রে জগতুঃ ।

লোচনম্

ভাবেনার্থদ্বাষণাং । এতদ্ বিবৃণোতি—সংজ্ঞিত ইতি । বস্তুতন্ত ন তৎসংজ্ঞা-
মাত্রেনোক্তম্, অপি ত্বন্ত্যেব ধ্বনিশব্দবাচ্যং প্রত্যুত সমস্তসারভূতম্ । ন হস্তথা
বুধাস্তাদৃশমামনেষুরিত্যভিপ্রায়েণ বিবৃণোতি—তস্য সহৃদয়েতাদিনা । এবং তু
যুক্ততরম্—ইতিশব্দো ভিন্নক্রমো বাক্যার্থপরামর্শকঃ, ধ্বনিলক্ষণার্থঃ কাব্যশাস্ত্রেন্নেতি
যঃ সমান্নাত ইতি । শব্দপদার্থকল্পে হি ধ্বনিসংজ্ঞিতোহর্থ ইতি কা সংগতিঃ ? এবং
হি ধ্বনিশব্দঃ কাব্যশাস্ত্রেন্নোক্ত্যক্তং ভবেদ্, গবিতায়মাংহেতি যথা । ন চ বিপ্র-
পত্তিস্থানমসদেব, প্রত্যুত সত্যেব ধর্ম্মিণি ধর্ম্মমাত্রকৃতা বিপ্রতিপত্তিরিত্যলমপ্তস্তেন
ভূয়সা সহৃদয়জনোদেজনেন । বুধৈকস্য প্রামাদিকমপি তথাভিধানং শ্রাং, ন তু
ভূয়সাং তদ্যুক্তম্ । তেন বুধৈরিত্তি বহুবচনম্ । তদেব ব্যাচষ্টে—পরম্পরয়েতি ।
অবিচ্ছিন্নেন প্রবাহেণ তৈরেতদ্বক্তাং বিনাইপি বিশিষ্টপুস্তকেষু বিনিবেশনাদিত্য-
ভিপ্রায়েঃ । ন চ বুধা ভূয়াংসোহনাদরগীষং বহুদরেণোপদিশেষুঃ, এতদ্বাদরে-
ণোপদিষ্টম্ । তদাহ—সমাণান্নাতপূর্ব্ব ইতি । পূর্ব্বগ্রহণেনেদপ্রথমতা নাত্র সম্ভাব্যত
ইত্যাহ, ব্যাচষ্টে চ—সমাণাসমস্তাদ্ ন্নাতঃ প্রকটিত ইত্যনেন । তস্মেতি । যস্তাধি-
গমায় প্রত্যুত যতনীয়ং, কা তত্রাভাবসম্ভাবনা । অতঃ কিং কুর্শ্বঃ, অপারং মৌখ্যম-
ভাববাদিনামিতি ভাবঃ । ন চাস্মাভিরভাববাদিনাং বিকল্পাঃ শ্রুতাঃ, কিন্তু সম্ভাব্য
দৃষ্টিম্ব্যস্তে, অতঃ পরোক্ষত্বম্ । ন চ ভবিষ্যদ্বস্ত দৃষ্টিতুং যুক্তম্, অতুংপন্নদ্বাদেব ।
তদপি বুদ্ধ্যারোপিতং দৃশ্যত ইতি চেৎ ; বুদ্ধ্যারোপিতত্বাদেব ভবিষ্যদ্বহানিঃ ।
অতো ভূতকালোন্মেষাং পারোক্ষ্যাধিশিষ্টাং তনত্বপ্রতিভানাভাবাচ্চ লিটা প্রয়োগঃ
কৃতঃ জগদ্বিরিত্তি । তদ্বাখ্যানান্নৈব সম্ভাব্য দৃশ্যং প্রকটয়িষ্যতি । সম্ভাবনাইপি
নেয়মসম্ভবতো যুক্তা, অপি তু সম্ভবত এব, অত্থা সম্ভাবনানামপর্ব্ববদানং শ্রাং
দৃশ্যনাং চ । অতঃ সম্ভাবনামভিধায়িমাণাং সমর্থয়িতুং পূর্ব্বং সম্ভবন্তীত্যাহ ।

তদভাববাদিনাং চামী বিকল্পাঃ সংভবন্তি তত্র কেচিদাচক্ষীরন্

লোচনম্

সম্ভাব্যন্ত ইতি তুচ্যমানং পুনরুক্তার্থমেব স্মৃত্যং । ন চ সম্ভবশ্চাপি সম্ভাবনা, অপি তু বর্তমানতৈব স্মৃতিত্বেন বর্তমানেনৈব নির্দেশঃ । নহু চ সম্ভবদ্বস্তমূলয়া সম্ভাবনয়া যৎ সম্ভাবিতং তদদৃশ্যিতুমশক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিকল্পা ইতি । ন তু বস্তু সম্ভবতি তাদৃক্ যত ইয়ং সম্ভাবনা, অপি তু বিকল্পা এব । তে চ তদ্বাববোধবন্ধাতয়া স্মুরেয়রপি, অত এব ‘আচক্ষীরন্’ ইত্যাদয়োহত্র সম্ভাবনাবিষয়া লিঙ্ প্রয়োগা অতীতপরমার্থে পর্য্যবস্তুতি । যথা ।

যদি নামাস্ত কায়স্থ যদন্তস্তদ্বহির্ভবেৎ ।

দণ্ডমাদায় লোকোহয়ং শূনঃ কাকাস্চ বারয়েৎ ॥

ইত্যত্র । যথোৎপাদ্য কায়স্থ দৃষ্টতা স্মৃতিদৈবমবলোক্যেতেতি ভূতপ্রাণতৈব । যদি ন স্মৃতিতঃ কিং স্মৃতিত্যাপি, কিং বৃত্তং যদি পূর্ববদ্ব ভবনশ্চ সম্ভাবনেনাত্মমেবার্থ ইত্যলমপ্রকৃতেন বহুনা । তত্র সময়াপেক্ষণেন শব্দার্থপ্রতিপাদক ইতি কৃত্বা বাচ্যব্যতিরিক্তং নাস্তি ব্যঙ্গ্যম্, সদপি বা তদভিধাবৃত্ত্যাক্ষিপ্তং শব্দাবগতার্থবলা-কৃত্ত্বাদ্ব্যাক্তম্, তদন্যাক্ষিপ্তমপি বা ন বক্তুং শক্যম্ কুমারীষিব ভর্তৃহৃদয়তদ্বিত্য-ইতি ত্রয় এবৈতে প্রধানবিপ্রতিপত্তিপ্রকারাঃ । তত্রাতাব বিকল্পস্ত ত্রয়ঃ প্রকারাঃ—
—শব্দার্থগুণালঙ্কারাণ্যমেব শব্দার্থশোভাকারিত্বাল্লোকশাত্তিরিক্তম্বন্দরশব্দার্থময়শ্চ কাব্যশ্চ ন শোভাহেতুঃ কশ্চিদতোহস্তি যো হিমাভিন গণিত ইত্যেকঃ প্রকারঃ, যো বা ন গণিতঃ স শোভাকার্য্যেব ন ভবতীতি দ্বিতীয়ঃ, অথ শোভাকারী ভবতি তর্হ্যস্বদ্বুক্ত এব গুণে বালঙ্কারে বাস্তবত্বেন, নামান্তরকরণে তু কিয়দিদং পাণ্ডিত্যম্ । তথাপ্যুক্তেষু গুণেবলঙ্কারেষু বা নাস্ত্যর্ভাবঃ, তথাপি কিছুদ্বিশেষ্যলেশমাত্রিতা নামান্তরকরণমুপমাবিচ্ছিত্তিপ্রকারাণামসংখ্যাহ্যং । তথাপি গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তত্বা-ভাব এব । তাবন্মাত্রেন চ কিং কৃতম্? অতশ্চাপি বৈচিত্র্যশ্চ শব্দার্থ-প্রেক্ষাহ্যং । চিরন্তনৈহি ভরতমূনিপ্রভৃতিভির্বমকোপমে এব শব্দার্থালঙ্কারদ্বেনেপ্তে, তৎপ্রপঞ্চদিক্ প্রদর্শনং স্বৈরলঙ্কারকারৈঃ কৃতম্ । তদুপা—‘কর্মণ্যং’ ইত্যত্র কৃত্ত-কারাদ্ব্যাদাহরণং শব্দার্থ স্বয়ং নগরকারাদিশব্দা উৎপ্রেক্ষ্যন্তে, তাবতা ক আয়নি বহু-মানঃ । এবং প্রকৃতেহপি ইতি তৃতীয়ঃ প্রকারঃ । এবমেকদ্বিধা বিকল্পঃ, অত্রো চ দ্বাবিতি পঞ্চবিকল্পা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ তানেব ক্রমেণাহ—শব্দার্থশরীরং তাবদিত্যা-

— শব্দার্থশরীরং তাবৎ কাব্যম্ । তত্র চ শব্দগতাশ্চারুত্বহেতবোহনু-
প্রাসাদয়ঃ প্রসিদ্ধা এব । অর্থগতাশ্চোপমাদয়ঃ । বর্ণসংঘটনাধর্ম্যাশ্চ
যে মাধুর্যাদয়স্তেহপি প্রতীয়ন্তে । তদনতিরিক্তবৃত্তয়ো বৃত্তয়োহপি
যাঃ কৈশ্চিচ্ছূপনাগরিকাভ্যাঃ প্রকাশিতাঃ, তা অপি গতাঃ শ্রবণগোচরম্ ।

লোচনম্

দিনা । তাবদগ্রহণেন কস্মাপ্যত্র ন বিপ্রতিপত্তিরিতি দর্শয়তি । তত্র শব্দার্থে ন
তাবদ্ধনিঃ । যতঃ সংজ্ঞামাত্রাণি হি কো গুণাঃ । অথ শব্দার্থয়োশ্চারুত্বং ন ধ্বনিঃ ।
তথাপি দ্বিবিধং চারুত্বং — স্বরূপমাত্রনিষ্ঠং সংঘটনাশ্রিতং চ । তত্র শব্দানাং স্বরূপ-
মাত্ররূপং চারুত্বং শব্দালঙ্কারেভ্যঃ, সংঘটনাশ্রিতং তু শব্দগুণেভ্যঃ । এবমর্থানাং
চারুত্বং স্বরূপমাত্রনিষ্ঠমুপমাভিভাঃ । সংঘটনাপর্য্যবসিতং ত্বর্গগুণেভ্য ইতি ন গুণা-
লঙ্কারব্যতিরিক্তো ধ্বনিঃ কশ্চিৎ । সংঘটনাধর্ম্যা ইতি । শব্দার্থয়োঃ প্রতীয়ন্তি শেষঃ ।
যদগুণালঙ্কারব্যতিরিক্তং তচ্চারুত্বকারি ন ভবতি, নিত্যানিত্যদোষা অসামুদ্রঃশ্রবাদয়
ইব । চারুত্বহেতুশ্চ ধ্বনিঃ, তন্ন তদ্যতিরিক্ত ইতি বাতিরেক্যহেতুঃ । ননু বৃত্তয়ঃ
রীতয়শ্চ যথা গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তাচারুত্বহেতবশ্চ, তথা ধ্বনিরপি তদব্যতিরিক্তশ্চ
চারুত্বহেতুশ্চ ভবিষ্যতীত্যসিদ্ধো ব্যতিরেক ইত্যেননাভিপ্ৰায়েণাহ — তদনতিরিক্ত-
বৃত্তয় ইতি । নৈব বৃত্তিরীতীনাং তদ্যতিরিক্তত্বম্ সিদ্ধম্ । তথা হনুপ্রাসানামেব
দীপ্তময়গমধ্যমবর্ণনীয়োপযোগিতয়া পরুষত্বলিতত্বমধ্যমঃ স্বরূপবিবেচনায় বর্গত্রয়-
সম্পাদনার্থং তিশ্রোহনুপ্রাসজাতয়ো বৃত্তয় ইত্যুক্তাঃ, বর্তন্তেহনুপ্রাসভেদা আস্থিতি ।
যদাহ —

স্বরূপব্যঞ্জনত্বাসং তিস্রেষোত্তমস্ত বৃত্তিষু ।

পৃথক্ পৃথগনুপ্রাসমুশন্তি কবয়ঃ সদা ॥ ইতি ॥

পৃথক্ পৃথগিতি । পরুষানুপ্রাসা নাগরিকা । ময়ূহানুপ্রাসা উপনাগরিকা, ললিতা ।
নাগরিকত্বা বিদগ্ধত্বা উপমিতেতি কৃত্বা । মধ্যমকোমলপরুষমিত্যর্থঃ । অতএব
বৈদগ্ধ্যবিহীনস্বভাবাসুকুমারাপরুষগ্রাম্যবনিতাসাদৃশাদিয়ং বৃত্তিগ্রাহ্যেতি । তত্র
তৃতীয়ঃ কোমলানুপ্রাস ইতি বৃত্তয়োহনুপ্রাসজাতয় এব । ন চেহ বৈশেষিকবদ-
বৃত্তিবিবক্ষিতা, যেন জাতৌ জাতিমতো বর্তমানত্বং ন স্মাৎ, তদনুগ্রহ এব হি তত্র
বর্তমানত্বম্ । যথাহ কশ্চিৎ —

লোকোত্তরে হি গান্ধীর্যো বর্তন্তে পৃথিবীভূজঃ । ইতি ।

রীতয়শ্চ বৈদৰ্ভীপ্রভৃতয়ঃ । তদ্ব্যতিরিক্তঃ কোহয়ং ধ্বনির্নামেতি । অশ্চে
ক্রয়ঃ—নাশ্চেব ধ্বনিঃ । প্রসিদ্ধপ্রস্থানব্যতিরেকিণঃ কাব্যপ্রকারশ্চ
কাব্যত্বহানেঃ । সহৃদয়সহৃদয়াহ্লাদিশব্দার্থময়ত্বমেব কাব্যালক্ষণম্ । ন

লোচনম্

তস্মাদ্ বৃত্তয়োহনুপাসাদিত্যোঃ নতিরিক্তবৃত্তয়ো নাত্যধিকব্যাপারঃ । অতএব
ব্যাপারভেদাভাবান্ পৃথগনুমেষ্বরূপা অপীতি বৃত্তিশব্দস্য ব্যাপারবাচিনোহ্ভিপ্রায়ঃ ।
অনতিরিক্তত্বাদেব বৃত্তিব্যবহারো ভামহাদিভিন কৃতঃ । উদ্ভটাদিভিঃ প্রযুক্তেহপি
তস্মিন্নপেক্ষে কশ্চিদধিকো হৃদয়পথমবতীর্ণ ইত্যভিপ্রায়েণাহ—গতাঃ শ্রবণগোচরমিতি ।
রীতয়শ্চেতি । তদনতিরিক্তবৃত্তয়োহপি গতাঃ শ্রবণগোচরমিতি সম্বন্ধঃ । তচ্ছব্দেনাত্ত
মাধুর্যাদয়ো গুণাঃ, তেষাং চ সমুচিতবৃত্ত্যপেক্ষে যদন্তোত্তমেলনক্ষমত্বেন পানক ইব
গুণমরিচাদিরসানাং সংঘাতরূপতাগমনং দীপ্তললিতমধ্যমবর্ণনীয়বিষয়ং গোড়ীয়-
বৈদৰ্ভপাক্ষলদেশহেবাকপ্রাচুর্যাদৃশা তদেব ত্রিবিধং রীতিরিত্যুক্তম্ । জাতিজাতি-
মতো নাত্মা, সমুদায়শ্চ সমুদায়িনো নাস্ত ইতি বৃত্তিরীতয়ো ন গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তা
ইতি স্থিত এবাসৌ ব্যতিরেকী হেতুঃ । তদাহ—তদ্ব্যতিরিক্তঃ কোহয়ং ধ্বনিরिति ।
নৈষ চাক্রত্বস্থানং শব্দার্থরূপত্বাভাবাৎ । নাপি চাক্রত্বহেতুঃ, গুণালঙ্কারব্যতিরিক্ত-
ত্বাদিতি । তেনাশ্চণ্ডবুদ্ধিসমাসাশ্রয়মপি কাব্যমপোদ্ধারবুদ্ধ্যা যদি বিভজ্যতে তথাপ্যত্র
ধ্বনিশব্দবাচ্যো ন কশ্চিদতিরিক্তোহপেক্ষে লভ্যত ইতি নামশব্দেনাহ ।

নহু মা ত্বদসৌ শব্দার্থস্বভাবঃ, মা চ ত্বত্তচ্চারত্বহেতুঃ, তেন গুণালঙ্কারব্যতি-
রিক্তোহসৌ শ্রাদিত্যাশঙ্ক্য দ্বিতীয়মতাববাদপ্রকারমাহ অশ্চ ইতি । তবত্বেনম্ ;
তথাপি নাশ্চেব ধ্বনির্বাদৃশস্তব লিলক্ষয়িষ্যতিঃ । কাব্যশ্চ হাসৌ কশ্চিদ্ব্যবক্রব্যঃ ।
ন চাসৌ নৃত্যগীতবাচাদিস্থানীয়ঃ কাব্যশ্চ কশ্চিৎ । করণীয়ং কাব্যং, তস্মৈ ভাবশ্চ
কাব্যত্বম্ । ন চ নৃত্যগীতাদি কবনীয়মিত্যুচ্যতে ।

প্রসিদ্ধেতি । প্রসিদ্ধং প্রস্থানং শব্দার্থো তদগুণালঙ্কারাশ্চেতি ; প্রতিষ্ঠিতে
পরম্পরয়া ব্যবহরন্তি যেন মার্গেণ তৎপ্রস্থানম্ । কাব্যপ্রকারশ্চেতি । কাব্যপ্রকারত্বেন
তব স মার্গোহ্ভিপ্রেতঃ, ‘কাব্যশ্রাব্য’ ইত্যুক্তত্বাৎ । নহু কস্মাস্তৎকাব্যম্ ন
ভবতীত্যাহ—সহৃদয়েতি । মার্গশ্চেতি ; নৃত্যগীতাক্ষিনিকোচনাদিপ্রায়শ্চেত্যর্থঃ ।
তদिति । সহৃদয়েত্যাদিকাব্যালক্ষণমিত্যর্থঃ । নহু যে তাদৃশমপূৰ্ব্বং কাব্যরূপতয়া
জানন্তি, ত এব সহৃদয়াঃ । তদভিমতত্বং চ নাম কাব্যালক্ষণমুক্তপ্রস্থানাতিরেকিণ

চোক্তপ্রস্থানান্তিরেকিণো মার্গস্থ তৎ সম্ভবতি । ন চ তৎসময়াস্তঃ-
পাতিনঃ সহদয়ান্ কাংশ্চিৎ পরিকল্প্য তৎপ্রসিদ্ধ্যা ধ্বনৌ কাব্যব্যপদেশঃ
প্রবর্তিতোহপি সকলবিদ্বন্মনোগ্রাহিতামবলম্বতে ।

লোচনম্

এব ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । যথা হি খড়্গালক্ষণং করোমীত্যুক্তা আতান-
বিতানান্না প্রাতিয়মাণঃ সকলদেহাচ্ছাদকঃ স্কুমারশিচত্রতন্তুবিরচিতঃ সংবর্তনবিবর্তন-
সহিস্প্রচ্ছেদকঃ স্বেচ্ছা উৎকৃষ্টঃ খড়্গ ইতি ক্রবাণঃ, পটৈঃ পটৈঃ স্বল্পেবাংবিধো ভবতি
ন খড়্গ ইত্যুক্ততয়া পর্যন্তুজ্যমান এবঃ ত্রয়াং—ঈদৃশ এব খড়্গো মমাভিমত ইতি
তাদৃগেবৈতৎ । প্রসিদ্ধং হি লক্ষ্যং ভবতি ন কল্পিতমিতি ভাবঃ । তদাহ সকল-
বিদ্বদिति । বিদ্বাংসোহপি হি তৎসময়জ্ঞা এব ভবিষ্যতীতি শঙ্ক্যং সকলশব্দেন
নিরাকরোতি । এবং হি কৃতেহপি ন কিঞ্চিৎকৃতম্ শ্রাদ্ধমন্ততা পরং প্রকটিতেতি
ভাবঃ ।

ষড়্ভ্রাভিপ্রায়ং ব্যাচষ্টে—জীবিতভূতো ধ্বনিস্তাবত্তবাভিমতঃ জীবিতং চ নাম
প্রসিদ্ধপ্রস্থানান্তিরিক্তমলঙ্কারকারেরনুক্রমাত্তচ্চ ন কাব্যমিতি লোকে প্রসিদ্ধমিতি ।
তশ্চৈদং সর্বং স্ববচনবিরুদ্ধম্ । যদি হি তৎকাব্যস্যানুপ্রাণকং তেনাস্বীকৃতং পূর্ব-
পক্ষবাদিনা তচ্চিরন্তনৈরনুক্রমিতি প্রত্যুত লক্ষণাইমেব ভবতি । তস্মাৎ প্রাক্তন
এবাভ্রাভিপ্রায়ঃ ।

নহু ভবত্বসৌ চারুত্বহেতুঃ শব্দার্থগুণালঙ্কারান্তর্ভূতচ্চ, তথাপি ধ্বনিরিত্যমুদা
ভাষয়া জীবিতমিত্যসৌ ন ন কেনচিৎকৃত ইত্যভিপ্রায়মাশঙ্ক্য তৃতীয়মভাববাদ-
মুপগম্যন্তি পুনরপর ইতি । কামনীয়কমিতি কমনীয়স্ত কৰ্ম চারুত্বধীহেতুতেতি
যাবৎ । নহু বিচ্ছিন্নী নাম সংখ্যাত্মাং কাচিৎবাদীনী বিচ্ছিন্নিরন্যভির্দৃষ্টা, যা নানুপ্রসাদৌ
নাপি মাধুর্যাদাবুক্তলক্ষণেহন্তর্ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাভ্যুপগমপূর্বকং পরিহতি—বাথিকল্পা-
নামিতি । বক্তীতি বাক্ শব্দঃ । উচ্যত ইতি বাগর্থঃ । উচ্যতে অনয়েতি
বাগভিধাব্যাপারঃ । তত্র শব্দার্থবৈচিত্র্যপ্রকারোহনন্তঃ । অভিধাবৈচিত্র্যপ্রকারোহপ্য-
সংখ্যেয়ঃ । প্রকারলেশ ইতি । স হি চারুত্বহেতুর্ভূগো বালঙ্কারো বা । স চ
সামান্যলক্ষণেন সংগৃহীত এব । যদাহঃ—‘কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্ম্যা গুণাঃ,
তদতিশয়হেতবলঙ্কারাঃ’ ইতি/তথা ‘বক্তাভিধেয়শব্দোক্তিরিষ্টা বাচ্যমলঙ্কৃতিঃ’ ইতি ।
ধ্বনিধ্বনিরিতি বীপস্যা সম্ভবং সূচয়ন্নাদয়ং দর্শয়তি—নৃত্যত ইতি । তল্লক্ষণকুন্তিতত্-

পুনরপরে তস্মাভাবমত্থা কথয়েমুঃ—ন সম্ভবত্যেব ধ্বনির্নামাপূর্বঃ
কশ্চিৎ। কামনীয়কমনতিবর্তমানস্ত তস্মোক্তেষেব চারুত্বহেতুস্বস্তৃভাবাৎ।
তেষামমত্মমত্বে বা অপূর্বসমাখ্যামাত্রকরণে যৎকিঞ্চন কথনং স্তাৎ।
কিঞ্চ বাগ্বিকল্পানামানন্ত্যাং সম্ভবত্যপি বা কস্মিংশ্চিৎ কাব্যলক্ষণ-
বিধায়িত্বিঃ প্রসিদ্ধৈরপ্রদর্শিতে প্রকারলেশে ধ্বনিধ্বনিরিত্যিতি যদেত-
দলৌকসহৃদয়ত্বভাবনামুকুলিতলোচনৈর্নৃত্যতে, তত্র হেতুং ন বিদ্যুঃ।
সহস্রশো হি মহাশ্রুতিরন্তরলঙ্কারপ্রকারাঃ প্রকাশিতাঃ প্রকাশ্যন্তে চ।
ন চ তেষামেষা দশা জ্ঞায়তে। তস্মাৎ প্রবাদমাত্রং ধ্বনিঃ। ন ত্বস্ত
ক্ষোদক্ষমং তত্ত্বং কিঞ্চিদপি প্রকাশয়িতুং শক্যম্।

তথা চাত্তো ন কৃত এবাত্র শ্লোক :—

লোচনম্

যুক্তকাব্যবিধায়িত্বস্তচ্ছ বণোদ্ভূতচমৎকারৈশ্চ প্রতিপত্ত্বিরিত্যিতি শেষঃ। ধ্বনিশব্দে
কোইত্যাদর ইতি ভাবঃ। এষা দশেতি স্বয়ং দর্পঃ পরৈশ্চ স্তূয়মানতত্যাঃ।
বাগ্বিকল্পাঃ বাক্ প্রবৃত্তিহেতুপ্রতিভাব্যাপারপ্রকারা ইতি বা। তস্মাৎ প্রবাদমাত্র-
মিতি। সর্বেষামভাববাদিনাং সাধারণ উপসংহারঃ। যতঃ শোভাহেতুত্বে গুণালঙ্কা-
রেষো ন ব্যতিরক্তঃ যতশ্চ ব্যতিরিক্তত্বে ন শোভাহেতুঃ যতশ্চ শোভাহেতুত্বেইপি
নাদরাস্পদং তস্মাদিত্যর্থঃ। ন চেয়মভাবসম্ভাবনা নিস্মূলৈব দুষিতেত্যাহ—তথা
চাত্তো নেতি। গ্রন্থকুৎসমানকালভাবিনা মনোরথনাম্ কবিনা। যতো ন মালঙ্কৃতি
অতো ন মনঃপ্রফ্লাদি।

অনেনার্থলঙ্কারাগমভাব উক্তঃ। ব্যুৎপন্নৈ রচিতং চ নৈব বচনৈরিত্যিতি শব্দা-
লঙ্কারাগম্। বক্রোক্তিঃ উৎকৃষ্টা সংঘটনা, তচ্ছৃণু মিত্যিতি শব্দার্থগুণানাম্। বক্রোক্তি-
শৃণুশব্দেন সামান্যলক্ষণাভাবেন সর্বালঙ্কারাভাব উক্তা ইতি কেচিৎ। তৈঃ পুনরুক্তত্বং
ন পরিহৃতমেবেত্যলম্। প্রীত্যেতি। গতানুগতিকানুরাগেণেত্যর্থঃ। স্মৃতিনেতি।
জড়েন পৃষ্ঠো ভ্রতঙ্গকটাক্ষাদিভিরেবোত্তরং দদন্তঃ স্বরূপং কামমাত্রক্ষীতেতি ভাবঃ।

এবমেতেইভাবিকল্পাঃ শৃঙ্খলাক্রমেণাগতাঃ, ন ত্বগোচ্চাসম্বন্ধা এব। তথা হি
তৃতীয়াভাবপ্রকারনিরূপণোপক্রমে পুনঃ শব্দশ্রায়মেবাভিপ্রায়ঃ, উপসংহারৈক্যং চ
সঙ্গচ্ছতে। অভাববাদস্ত সম্ভাবনাপ্রাণত্বেন ভূতত্বযুক্তম্। ভাববাদবিচ্ছিন্নঃ পুস্তকে-

প্রথমোদ্যোতঃ

যশ্চিন্নস্তি ন বস্তু কিংচন মনঃপ্রহ্লাদি সালংকৃতি

ব্যুৎপন্নৈ রচিতং চ নৈব বচনৈর্বাক্রোক্তিশূন্যং চ যৎ ।

কাব্যং তদ্বিনিনা সমন্বিতমিতি প্রীত্যা প্রশংসঞ্ জড়ো

নো বিদ্যোতভিধানাতি কিং স্মৃতিনা পৃষ্ঠঃ স্বরূপং ধ্বনিঃ ।

-ষিত্যভিপ্রায়েণ ভাক্রমাছরিতি নিত্যপ্রবৃত্তবর্তমানাপেক্ষ্যাভিধানম্ । ভজ্যতে সেব্যতে
পদার্থেন প্রসিদ্ধতয়োংপ্রেক্ষ্যত ইতি ভক্তির্ধর্মোহভিধেয়েন সামীপ্যাদিঃ, তত আগতো
ভাক্রো লাক্ষণিকোহর্থঃ । যদাহুঃ—

অভিধেয়েন সামীপ্যাং সাক্ষপ্যাং সমবায়তঃ ।

বৈপরীত্যাং ক্রিয়াযোগাল্পক্ষণা পঞ্চধা মতা ॥

ইতি ॥ গুণসমুদায়বৃত্তে: শব্দার্থভাগতৈক্ষ্যাদিভক্তিঃ, তত আগতো গোণোহর্থো
ভাক্রো: । ভক্তি: প্রতিপাদে সামীপ্যতৈক্ষ্যাদৌ শ্রদ্ধাতিশয়ঃ, তাং প্রয়োজনেহেনোদ্दिष्ट
তত আগতো ভাক্র ইতি গোণো লাক্ষণিকশ্চ । মুখ্যস্য চার্থস্য ভক্কো ভক্তিরিত্যেবং
মুখ্যার্থবাধা, নিমিত্তং, প্রয়োজনমিতি ত্রয়সম্ভাব উপচারবীজমিত্যুক্তং ভবতি ।
কাব্যাত্মানং গুণবৃত্তিরিতি । সামান্যাদিকরণ্যাত্ম্যং ভাবঃ—যতপাবিবক্ষিতবাচে
ধ্বনিভেদে ‘নিঃস্বাসান্ন ইবাদর্শঃ’ ইত্যাদাবুপচারোহস্তি, তথাপি ন তদাশ্লেষ ধ্বনিঃ,
তদ্ব্যতিরেকেণাপি ভাবাং, বিবক্ষিতাত্তপরবাচ্য প্রভেদাদৌ অবিবক্ষিতবাচেইপুপচার
এব, ন ধ্বনিরিতি বক্ষ্যাম: । তথা চ বক্ষ্যতি—

ভক্ত্যা বিভক্তি নৈকত্বং রূপভেদাদয়ং ধ্বনিঃ ।

অতিব্যাপ্তেরথাব্যাপ্তের্ন চাসৌ লক্ষ্যতে তথা ॥

ইতি ॥ কস্মচিদ্ ধ্বনিভেদস্য সা তু স্মাহুপলক্ষণম্ । ইতি চ ।

গুণা: সামীপ্যাদয়ো ধর্ম্যতৈক্ষ্যাদয়শ্চ । তৈরুপায়ৈবৃ্ত্তিরর্থান্তরে যস্য, তৈরুপায়ৈ-
বৃত্তির্বা শব্দস্য যত্র স গুণবৃত্তিঃ শব্দোহর্থো বা । গুণব্বারেণ বা বর্তনং গুণবৃত্তিরমুখ্যোহভি-
ধাব্যাপারঃ । এতদ্বক্তং ভবতি—ধ্বনতীতি বা, ধ্বন্যত ইতি বা, ধ্বননমিতি বা যদি
ধ্বনিঃ, তথাপ্যুপচরিতশব্দার্থব্যাপারাতিরিক্তো নাসৌ কশ্চিৎ । মুখ্যার্থে ছভিধৈবেতি
পারিশেষ্যাদমুখ্য এব ধ্বনিঃ, তৃতীয়রাশভাবাং ।

নহু কেনৈতদ্বক্তং ধ্বনি গুণবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যতপি চেতি । অস্তো বেতি ।
গুণালঙ্কারপ্রকার ইতি যাবৎ । দর্শয়তেতি । ভট্টোষ্টটবামনাদিনা । ভামহেনোক্তং
‘শব্দাছন্দোহভিধানার্থাঃ’ ইতি অভিধানস্য শব্দাদ্ভেদং ব্যাখ্যাতুং ভট্টোষ্টটো বভাষে

ভাক্তমাল্লস্তমত্তে । অগ্রে তং ধ্বনিসংজ্ঞিতং কাব্যাত্মানং গুণবৃত্তি-
রিত্যাহঃ । যত্ৰপি চ ধ্বনিশব্দসংকীৰ্ত্তনেন কাব্যলক্ষণবিধায়িত্বগুণ-
বৃত্তিরহো বা ন কশ্চিৎ প্রকারঃ প্রকাশিতঃ তত্রাপি অমুখ্যবৃত্ত্যা কাব্যেষু
ব্যবহারঃ দর্শয়তা ধ্বনিমার্গো মনাক্ স্পৃষ্টোহপি ন লক্ষিত ইতি
পরিকল্প্যৈবমুক্তম্— ‘ভাক্তমাল্লস্তমত্তে ইতি ।

কেচিৎপুন লক্ষণকরণশালীনবুদ্ধয়ো ধ্বনেনস্তত্ত্বং গিরামগোচরং
সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্যমেব সমাখ্যাতবন্তঃ । তেনৈবংবিধাসু বিমতিষু স্থিতাসু

— শব্দানামভিধানমভিধাব্যাপারো মুখ্যো গুণবৃত্তিচ্চ ইতি । বামনোহপি সাদৃশ্যালক্ষণা
বক্রোক্তিঃ ইতি । মনাক্ স্পৃষ্ট ইতি । তৈস্তাবদধ্বনিদিগুণীলিতা, যথা লিখিত-
পাঠকৈস্ত স্বরূপবিবেকং কৰ্ত্তু মশক্লুবদ্বিত্ত্বংস্বরূপবিবেকো ন কৃতঃ, প্রত্যুতোপালভ্যাতে,
অভয়নারিকেলবৎ যথাক্রমতৎপ্রহোদগ্রহণমাত্রেণেতি । অত এবাহ— পরিকল্প্যৈবমুক্ত-
মিতি । যদেবং ন যোজ্যতে তদা ধ্বনিমার্গঃ স্পৃষ্ট ইতি পূৰ্ব্বপক্ষাভিধানং বিরুদ্ধাতে ।

শালীনবুদ্ধয় ইতি । অপ্রগল্ভমতয় ইত্যর্থঃ এতে চ ত্রয় উত্তরোত্তরং ভব্যবুদ্ধয়ঃ
প্রাচ্যা হি বিপর্যস্তা এব সর্বথা । মধ্যমাস্ত তদ্রূপং জানানা অপি সন্দেহেনাপহ্নুয়তে ।
অন্ত্যাহ্ননপহ্নু বানা অপি লক্ষয়িতুং ন জানত ইতি ক্রমেণ বিপর্যাসসন্দেহাজ্ঞানপ্রাধান্য-
মেতেষাম্ । তেনেতি । একৈকোহপ্যয়ং বিপ্রতিপত্তিরূপো বাক্যার্থো নিরূপণে হেতুত্বং
প্রতিপদ্যত ইত্যেকবচনম্ । এবংবিধাসু বিমতিষিতি নির্দ্ধারণে সপ্তমী । আসু মধ্যে
একোহপি যো বিমতিপ্রকারস্তেনৈব হেতুনা তৎস্বরূপং ক্রম ইতি, ধ্বনিময়রূপমভি-
ধেয়ম্, অভিধানাভিধেয়লক্ষণো ধ্বনিশাস্ত্রয়োৰ্ভুক্তশ্রোত্রোৰ্যুৎ-পাচব্যুৎপাদকভাবঃ
সম্বন্ধঃ, বিমতিনিবৃত্ত্যা তৎস্বরূপজ্ঞানং প্রয়োজনম্ শাস্ত্রপ্রয়োজনয়োঃ সাধ্যসাধনভাবঃ
সম্বন্ধ ইত্যুক্তম্ ।

অথ শ্রোতৃগতপ্রয়োজনপ্রয়োজনপ্রতিপাদকং ‘সহৃদয়মনঃপ্রীত্যে’ ইতি ভাগং
ব্যাখ্যাতুমাং— তস্মা ইতি । বিমতিপদপতিতন্ত্বেত্যর্থঃ । ধ্বনেঃ স্বরূপং লক্ষয়তাং
সম্বন্ধিনি মনসি আনন্দো নিবৃত্ত্যায় চমৎকারাপরপর্যায়ঃ, প্রতিষ্ঠাং পরৈবিপর্যাস-
সাহ্যপত্ৰৈরহুণ্ধ্যমানত্বেন স্বেমানং, লভতামিতি প্রয়োজনং সম্পাদয়িতুং তৎ স্বরূপং
প্রকাশ্যত ইতি সঙ্গতিঃ । প্রয়োজনং চ নাম তৎসম্পাদকবস্ত্তপ্রযোক্তাপ্রাণতয়ৈব
তথা ভবতীত্যাশয়েন ‘প্রীত্যে তৎ স্বরূপং ক্রমঃ’ ইত্যেকবাক্যতয়া ব্যাখ্যেয়ম্ ।

সহৃদয়মনঃপ্রীতয়ে তৎস্বরূপং ক্রমঃ । তস্মাৎ হি ধ্বনেঃ স্বরূপং সকল-
সংকবিকাব্যোপনিষদ্ভূতমতিরমণীয়মণীয়সীভিরপি চিরন্তনকাব্যলক্ষণ-
বিধায়িনাং বুদ্ধিভিরমুখীলিতপূর্বম্ । অথ চ রামায়ণমহাভারত-
প্রভৃতিনি লক্ষ্যে সর্বত্র প্রসিদ্ধব্যবহারং লক্ষ্যতাং সহৃদয়ানামানন্দো
মনসি লভতাং প্রতিষ্ঠামিতি প্রকাশ্যতে । ১

তৎস্বরূপশব্দং ব্যাচক্ষাণঃ সংক্ষেপেণ তাবৎ পূর্বোদীরিতবিকল্পপঞ্চকোদ্ধরণং হৃচয়তি
—সকলেত্যাদিনা । সকলশব্দেন সংকবিশব্দেন চ প্রকারলেশে কস্মিংশ্চিদিতি
নিরাকরোতি । অতিরমণীয়মিতি ভাক্তাদ্যতিরেকমাহ । ন হি ‘সিংহো বটুঃ’
‘গন্ধায়াং ঘোষঃ’ ইত্যত্র রম্যতা কাচিৎ । উপনিষদ্ভূতশব্দেন তু অপূর্বসমাখ্যামাত্র-
করণ ইত্যাদি নিরাকৃতম্ । অণীয়সীভিরিত্যাदिনা গুণালঙ্কারান্তর্ভূতং হৃচয়তি ।
অথ চেত্যাদিনা ‘তৎসময়াস্তঃপাতিন’ ইত্যাদিনা যৎ সাময়িকত্বং শক্তিতং তন্নিরব-
কাশীকরোতি । রামায়ণমহাভারতশব্দেনাদিকবেঃ প্রভৃতি সর্বৈরেব স্মৃতিভিরনুদারঃ
কৃত ইতি দর্শয়তি । লক্ষ্যতামিত্যেনে বাচাম্ স্থিতমবিষয় ইতি পরাস্ততি ।
লক্ষ্যতেইনেনেতি লক্ষো লক্ষণম্ । লক্ষণে নিরূপয়ন্তি লক্ষয়ন্তি, তেবাং লক্ষণদ্বারেণ
নিরূপয়তামিত্যর্থঃ । সহৃদয়ানামিতি । যেবাং কাব্যাত্মশীলনাত্যাসবশাদিশদীভূতে
মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে সহৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ । যথোক্তম্

যোইর্থঃ হৃদয়সংবাদী তস্মাৎ ভাবো রসোদ্ববঃ ।

শরীরং ব্যাপ্যতে তেন শুষ্কং কাষ্ঠমিবাগ্নিনা ॥ ইতি ॥

আনন্দ ইতি । রসচর্চণাস্থানঃ প্রাধান্যং দর্শয়ন্ রসধ্বনেরেব সর্বত্র মুখ্যভূতমাত্মত্বমিতি
দর্শয়তি । তেন যদুক্তম্

ধ্বনির্নামাপরো যোইপি ব্যাপারো ব্যঞ্জনাত্মকঃ ।

তস্মাৎ সিদ্ধেইপি ভেদে স্মৃতাং কাব্যেইংশত্বং ন রূপতা ॥

ইতি তদপহস্তিতং ভবতি । তথা হৃতিষাভাবনারসচর্চণাত্মকেইপি ত্র্যংশে কাব্যে রস-
চর্চণা তাবজ্জীবিতভূতেতি ভবতোইপ্যবিবাদেইতি । যথোক্তং তন্মৈব —

কাব্যে রসস্থিতা সর্বো ন বোদ্ধা ন নিয়োগভাক্ । ইতি ।

তদ্বৎসলঙ্কারধ্বজভিপ্রায়েণাংশমাত্রত্বমিতি সিদ্ধসাধনম্ । রসধ্বজভিপ্রায়েণ তু স্বাভ্যু-
পগমপ্রসিদ্ধিসংবেদনবিরুদ্ধমিতি । তত্র কবেস্তাবৎ কীর্ত্যাপি প্রীতিরেব সম্পাদা । যদাহ
—‘কীর্তিং স্বর্গফলামাহঃ’ ইত্যাদি । শ্রোতবাং চ ব্যুৎপত্তিপ্ৰীতী যতপি স্তঃ, যথোক্তং —

তত্র ধ্বনোরব লক্ষয়িতুমারকশ্চ ভূমিকাং রচয়িতুমিদমুচ্যতে —

যোহর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘাঃ কাব্যাত্ম্যেতি ব্যবস্থিতঃ ।

বাচ্যপ্রতীয়মানার্থো তশ্চ ভেদাবুভৌ স্মৃতো ॥ ২

ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ ।

করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিং চ সাধুকাব্যনিষেবণম্ ॥ ইতি ॥

তথাপি তত্র প্রীতিরব প্রধানম্ । অত্থা প্রভুসম্মিতেভ্যো বেদাদিত্যো মিত্র-
সম্মিতেভ্যশ্চেতিহাসাদিত্যো ব্যুৎপত্তিহেতুভ্যঃ কোহশ্চ কাব্যধরুপশ্চ ব্যুৎপত্তিহেতো-
র্জায়াসম্মিতত্বলক্ষণো বিশেষ ইতি প্রাধাত্মনানন্দ এবোক্তঃ । চতুর্বর্ণব্যুৎপত্তেরপি
চানন্দ এব পার্বস্তিকং মুখ্যং ফলম্ ।

আনন্দ ইতি চ গ্রন্থকৃতো নাম । তেন স আনন্দবর্ণনাচার্য এতচ্ছাত্রবারণ
সহৃদয়হৃদয়েষু দেবতায়তনাদিবদনধরীং স্থিতিং গচ্ছত্বিতি ভাবঃ । যথোক্তম্—

‘উপেষুষামপি দিবং সন্নিবন্ধবিধায়িনাম্ ।

আস্ত এব নিরাতঙ্কং কান্তং কাব্যময়ং বপু ॥ ইতি ॥

যথা মনসি প্রতিষ্ঠা এবংবিধমশ্চ মনঃ সহৃদয় চক্রবর্তী খলয়ং গ্রন্থকৃদिति যাবৎ ।
যথা—‘যুদ্ধে প্রতিষ্ঠা পরমার্জ্জুনশ্চ’ ইতি । স্বনামপ্রকটীকরণং শ্রোতৃগাং প্রবৃত্ত্যঙ্গমেব
সম্ভাবনাপ্রত্যয়োপাদনদুর্থেনেতি গ্রন্থান্তে বক্ষ্যামঃ । এবং গ্রন্থকৃতঃ কবেঃ শ্রোতৃশ্চ
মুখ্যং প্রয়োজনমুক্তম্ ॥ ১ ॥

নহু ‘ধ্বনিস্বরূপং ক্রম’ ইতি প্রতিপন্নায় বাচ্যপ্রতীয়মানার্থো যৌ ভেদাবর্থস্তেতি
বাচ্যাভিধানে কা সঙ্গতিঃ কারিকয়া ইত্যাশঙ্ক্য সঙ্গতিং কতুর্মবতরপিকাং করোতি
তত্রেতি । এবংবিধেহভিধেয়ে প্রয়োজনে চ স্থিত ইত্যর্থঃ । ভূমিরিব ভূমিকা ।
যথা অপূর্বনির্মাণে চিকীর্ষিতে পূর্বং ভূমির্বিরচ্যতে, তথা ধ্বনিস্বরূপে প্রতীয়মানাঃখ্য
নিরূপয়িতব্যো নির্বিবাদসিদ্ধবাচ্যাভিধানং ভূমিঃ । তৎপৃষ্ঠেহধিকপ্রতীয়মানাং-
শোল্লিঙ্গনাং ।

বাচ্যেন সমশীর্ষিকতয়া গণনং তত্শাপ্যনপভবনীয়ত্বং প্রতিপাদয়িতুম্ । স্বতা-
বিত্যেনে ‘যঃ সমান্নাতপূর্ব’ ইতি দ্রষ্টব্যতি । শব্দার্থশরীরং কাব্যমিতি যদুক্তং, তত্র
শরীরগ্রহণাদেব কেনচিদান্ননা তদনুপ্রাণকেন ভাব্যমেব । তত্র শব্দস্তাবচ্ছরীরভাগ
এব সন্নিবিশতে সর্গজনসংবেগধর্মদ্বাং স্থলকৃশাদিবৎ । অর্থঃ পুনঃ সকলজনসংবেগো
ন ভবতি । ন হর্থমাত্রেন কাব্যব্যপদেশঃ, লৌকিকবৈদিকবাক্যেসু তদভাবাৎ

কাব্যস্য হি ললিতোচিতসন্নিবেশচারুণঃ শরীরশ্চেবাস্থা সাররূপতয়া
স্থিতঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যো যোহর্থস্তস্য বাচ্যঃ প্রতীয়মানশ্চেতি দ্বৌ ভেদৌ ।

তত্র বাচ্যঃ প্রসিদ্ধো যঃ প্রকারৈরূপমাদিভিঃ ।

বহুধা ব্যাকৃতঃ সোহনৈঃ

কাব্যলক্ষ্যবিধায়িভিঃ ।

ততো নেহ প্রতন্ততে ॥ ৩

তদাহ—সহৃদয়শ্লাঘ্য ইতি । স এক এবার্থো দ্বিশাখতয়া বিবেকিভির্বিভাগবুদ্ধ্যা
বিভজ্যতে ।

তথা হি—তুল্যেহর্থরূপত্বে কিমিতি কস্মৈচিদেব সহৃদয়াঃ শ্লাঘন্তে । তদ্বিতব্যং
তত্র কেনচিদ্বিশেষণ । যো বিশেষঃ, প্রতীয়মানভাগো বিবেকিভির্বিশেষহেতুত্বাদাস্মেতি
ব্যবস্থাপ্যতে । বাচ্যসংবলনাবিমোহিতহৃদয়েস্ত তৎপৃথগ্ভাবে বিপ্রতিপত্তে,
চাবাকৈরিবান্নপৃথগ্ভাবে । অতএব অর্থ ইত্যেকতয়োপক্রম্য সহৃদয়শ্লাঘ্য ইতি
বিশেষণদ্বারা হেতুমভিধায়াপোদ্ধারদৃশ্য তস্য দ্বৌ ভেদাবংশাবিত্যুক্তম্, ন তু দ্বাব-
প্যাত্মানৌ কাব্যাস্মেতি ।

কারিকাভাগগতং কাব্যশব্দং ব্যাকর্তুং হি—কাব্যস্য ইতি । ললিতশব্দেন গুণা-
লঙ্কারানুগ্রহমাহ । উচিতশব্দেন রসবিষয়মেবোচিত্যং ভবতীতি দর্শয়ন্ রসধ্বনেনর্জী-
বিত্ত্বং সূচয়তি । তদভাবে হি কিমপেক্ষয়েদমোচিত্যং নাম সর্বত্রোদেযোগ্যত্ব ইতি
ভাবঃ । যোহর্থ ইতি যদানুবদন্ পরেণাপ্যেতত্তাবদভ্যাগতমিতি দর্শয়তি । তন্ত্বে-
ত্যাদিনা তদভ্যুপগম এব দ্ব্যংশত্বে সত্যুপপত্তত্ব ইতি দর্শয়তি । তেন যদ্বক্তৃম্—
চারুত্বহেতুত্বাদ্গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তো ন ধ্বনিঃ ইতি, তত্র ধ্বনেরান্নস্বরূপত্বাৎকেতুরসিক
ইতি দর্শিতম্ । ন হ্যস্মা চারুত্বহেতুর্দেহশ্চেতি ভবতি । অথাপ্যেবং স্তাস্তথাপি
বাচ্যেহনৈকান্তিকো হেতুঃ । ন হলঙ্কার্য এব অলঙ্কারঃ, গুণী এব গুণঃ । এতদর্থমপি
বাচ্যাংশোপক্ষেপঃ । অতএব বক্ষ্যতি ‘বাচ্যঃ প্রসিদ্ধঃ’ ইতি ।

তত্রোতি । দ্ব্যংশত্বে সত্যপীত্যর্থঃ । প্রসিদ্ধ ইতি । বনিতাবদনোচ্চানেন্দুদম্বাদি-
লৌকিক এবোত্যর্থঃ । ‘উপমাদিভিঃ প্রকারৈঃ স ব্যাকৃতো বহুধেতি সঙ্গতিঃ ।
অনৈরিতি কারিকাভাগং কাব্যোত্যাদিনা ব্যাচষ্টে । ‘ততো নেহ প্রতন্তত’ ইতি
বিশেষপ্রতিষেধেন শেষাভ্যুজ্জেষতি দর্শয়তি—কেবলমিত্যাদিনা ॥ ৩

অন্যদেব বস্বিতি । পুনশ্চাকৌ বাচ্যাবিশেষত্বোতকঃ । তদ্যতিরিক্তং সারভূতং

কেবলমনুজতে পুনর্যথোপযোগমিতি ।

প্রতীয়মানং পুনরনুদেব বস্তুস্তি বাণীষু মহাকবীনাং ।

যন্তং প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাক্ষনাসু । ৪

চেতার্থঃ । মহাকবীনামিতি বহুবচনমশেষবিষয়ব্যাপকত্বমাহ । এতদভিধাশ্রমান-
প্রতীয়মানানুপ্রাণিতকাব্যনির্ণাণনিপুণপ্রতিভাজনত্বেনৈব মহাকবিব্যাপদেশো
ভবতীতি ভাবঃ । যদেবংবিধমস্তি তদ্বাতি । ন হত্যন্তাসতো ভানমুপপন্নম্ ;
রজ্জতাগপি নাত্যন্তমসদ্বাতি । অনেন সত্ত্বপ্রযুক্তং তাবদানমিতি ভানাং সত্ত্বমব-
গম্যতে । তেন যদ্বাতি তদস্তি তথেষ্ট্যুক্তং ভবতি । তেনাং প্রয়োগার্থঃ—
প্রসিদ্ধং বাচ্যং ধর্মি, প্রতীয়মানেন ব্যতিরিক্তেন তদ্বং, তয়া ভাসমানত্বাৎ
লাবণ্যোপেতাঙ্গনাঙ্গবৎ । প্রসিদ্ধশব্দশ্চ সর্বপ্রতীতিত্বমলংকৃতত্বং চার্থঃ । যন্তদिति
সর্বনামসমুদায়শ্চমংকারসারতাপ্রকটীকরণার্থমব্যাপদেশত্বমন্তোত্তমসংবলনাকৃতং চাব্য-
তিরেকভ্রমং দৃষ্টান্তদৃষ্টান্তিকয়োদিশ্নয়তি । এতচ্চ কিমপীত্যাदिना व्याचष्टे । লাবণ্যং
হি নামাবয়বসংস্থানাভিব্যাক্ষমবয়বব্যতিরিক্তং ধর্মাস্তরমেব । ন চাবয়বানামেব
নির্দোষতা বা ভুগব্যাং বা লাবণ্যম্, পৃথঙ্ নির্বর্গ্যমানকাণাদিদোষশূন্যশরীরা-
বয়বযোগিতামপ্যলঙ্কৃতায়ামপি লাবণ্যশূন্যমিতি, অতথাত্তায়ামপি কণ্ঠাশ্চি-
ল্লাবণ্যমূতচন্দ্রিকেমিতি সহদয়ানাং ব্যবহারাং ।

ননু লাবণ্যং তাবৎ ব্যতিরিক্তং প্রথিতম্ । প্রতীয়মানং কিং তদিত্যেব ন
জানীমঃ, দূরে তু ব্যতিরেকপ্রথতি । তথা ভাসমানত্বমসিদ্ধো হেতুরিত্যাশঙ্ক্য স
হর্থ ইত্যাদিনা স্বরূপং তস্মাভিধত্তে । সর্কেষু চেত্যাदिना च व्यतिरेकप्रथां
সাধয়िष्यति । তত্র প্রতীয়মানশ্চ তাবদ্ ঘো ভেদো—লৌকিকঃ, কাব্যব্যাপারৈক-
গোচরশ্চেতি । লৌকিকো যঃ স্বশব্দবাচ্যতাং কদাচিদ্বিশেষে, স চ বিধিনিষেধা-
ত্বেনেকপ্রকারে বস্তুশব্দেনোচ্যতে । সোহপি দ্বিবিধঃ—যঃ পূর্বং জ্ঞাপি বাক্যার্থে-
লঙ্কারভাবগুণমাদিরূপতয়াবভূং, ইদানীং স্বলঙ্কাররূপ এবাত্তত্র গুণীভাবাতাবাং, স
পূর্বপ্রত্যভিজ্ঞানবলাদলঙ্কারধ্বনিরিত্যব্যপদিশ্বতে ব্রাহ্মণশ্রমণত্বায়েন । তদ্রূপতা-
ভাবেন তুপলক্ষিতং বস্তুমাত্রমুচ্যতে । মাত্রগ্রহণেন হি রূপান্তরং নিরাকৃতম্ । যন্ত
স্বপ্নেহপি ন স্বশব্দবাচ্যো ন লৌকিকব্যবহারপতিতঃ, কিন্তু শব্দসমর্প্যমাণরূপদ্বয়-
সংবাদস্বন্দরবিভাবানুভাবসমুচিতপ্রাথিনিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুভাবগম্ভূমারসসংবিদান-
ন্দচর্কণাব্যাপাররসনীয়রূপো রসঃ, স কাব্যব্যাপারৈকগোচরো রসধ্বনিমিতি, স চ

প্রতীয়মানং পুনরনুদেব বাচ্যাদ্ব্যস্তি বাণীষু মহাকবীনাং । যন্তঃ-
সহৃদয়সু প্রসিদ্ধং প্রসিদ্ধোভ্যোহলঙ্কৃতেভ্যঃ প্রতীতেভ্যো বাবয়বেভ্যো
ব্যতিরিক্তেভ্যে প্রকাশতে লাবণ্যমিবান্নাসু । যথা ছন্দনাসু লাবণ্যং
পৃথঙ্ নির্বৰ্ণ্যমানং নিখিলাবয়বব্যতিরেকি কিমপ্যনুদেব সহৃদয়লোচনা-
মৃতং তদ্বাস্তুরং তদ্বদেব সৌহৰ্থঃ । স হ্যর্থো বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তং বস্তু-
মাত্রমলঙ্কাররসাদয়শ্চেত্যনেকপ্রভেদপ্রভিন্নো দর্শয়িষ্যতে । সৰ্ব্বেষু চ
তেষু প্রকারেষু তস্য বাচ্যাদনুত্বম্ ।

ধ্বনিরবেতি, স এব মুখ্যতয়াস্মেতি । যদুচে ভট্টনায়কেন—‘অংশঙ্কং ন রূপতা’
ইতি তদ্বৎসলঙ্কারধ্বন্যোরেব যদি নামোপালম্ভঃ, রসধ্বনিস্ত তেনৈবানুত্বয়াকীকৃতঃ,
রসচৰ্চণায়ানন্তৃতীয়স্তাংশস্তাভিধাভাবনাংশদ্বয়োত্তীর্ণত্বেন নির্ণয়াৎ, বৎসলঙ্কারধ্বন্যো
রসধ্বনিপর্যাপ্তত্বমেবেতি বয়মেব বক্ষ্যামস্তত্বেত্যাস্তাং তাবৎ । বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তমিতি
ভেদত্রয়ব্যাপকং সামান্তুলক্ষণম্ । যতপি হি ধ্বননং শব্দশ্চৈব ব্যাপারঃ, তথাপ্যর্থ-
সামর্থ্যস্য সহকারিণঃ সৰ্বত্রানুপায়াদ্যচ্যাসামর্থ্যাক্ষিপ্তত্বম্ । শব্দশক্তিমূলানুগুণব্যাঙ্গ্যে-
প্যর্থসামর্থ্যাদেব প্রতীয়মানাবগতিঃ, শব্দশক্তিঃ কেবলমবান্তরসহকারিণীতি বক্ষ্যামঃ ।
দূরং বিভেদবানিতি । বিধিনিষেধৌ বিরুদ্ধাবিতি ন কস্যচিদপি বিমতিঃ । এতদর্থং
প্রথমং তাবেবোদাহরতি—

ভ্রম ধাৰ্ম্মিক বিশ্রকঃ স শুনকোহস্ত মারিতস্তেন ।

গোদাবরীন্দীকূললতাগহনবাসিনা দৃষ্টাসিহেন ॥

কস্তাশ্চিৎসংস্কৃতস্থানং জীবিতসৰ্বস্বায়মানং ধাৰ্ম্মিকসঙ্করণান্তরায়দোষান্তদবলুপ্যমান-
পল্লবকুসুমাদিবিচ্ছাদীকরণাচ্চ পরিভ্রাতুমিয়মুক্তিঃ । তত্র স্বতঃসিদ্ধমপি ভ্রমণং স্বভদ্রে-
নাপোদিতমিতি প্রতিপ্রসবান্নকো নিষেধাভাবরূপঃ, ন তু নিয়োগঃ প্রৈষাদিরূপোহত্র
বিধিঃ, অতিসৰ্গপ্রাপ্তকালয়ো ইয়ং লোচ । তত্র ভাবতদভাবয়োবিরোধাদ্বয়ো-
স্তাবন্ন যুগপদ্ব্যচ্যতা, ন ক্রমেণ, বিরম্য ব্যাপারাতাবাৎ । ‘বিশেষ্যঃ নাভিধা গচ্ছেৎ’
ইত্যাদিনাভিধাব্যাপারস্য বিরম্য ব্যাপারাসম্ভবাভিধানাৎ । নহু তাৎপর্যশক্তির-
পর্যবসিতা বিবক্ষয়া দৃষ্টধাৰ্ম্মিকতদাদিপদার্থানবয়্বরূপমুখ্যার্থবোধবলেন বিরোধ-
নিমিত্তয়া বিপরীতলক্ষণয়া চ বাক্যার্থভূতনিষেধপ্রতীতিমভিহিতায়দৃশ্য করোতীতি
শব্দশক্তিমূল এব সৌহৰ্থঃ । এরমেনেনোক্তমিতি হি ব্যবহারঃ, তন্ন বাচ্যাতিরিক্তো-
দ্যোহর্থ ইতি ।

তথা হ্যাত্তস্তাবৎপ্রভেদো বাচ্যাদ্ দূরং বিভেদবান্। স হি
কদাচিদ্ধাচ্যে বিধিরূপে প্রতিষেধরূপঃ। যথা—

‘ভম ধম্মিঅ বীসথো সো সুনও অজ্জ মারিও দেণ।

গোলাণইকচ্ছকুড়ঙ্গবাসিণা দরিঅ সীহেণ ॥

নৈতৎ ; ত্রয়ো হত্র ব্যাপারঃ সংবেগন্তে—পদার্থেষু সামান্যাত্মন্যস্তিবাধ্যাপারঃ, সময়াপেক্ষার্থাবগমনশক্তি ইত্যিধা ! সময়শ্চ তাবতোব্যব, ন বিশেষাংশে, আনন্ত্যাদ্য-ভিচার্য্যৈকশ্চ। ততো বিশেষরূপে বাক্যার্থে তাৎপর্য্যশক্তিঃ পরস্পরায়িতে, ‘সামান্যাত্মাত্ম্যাসিন্ধেবিশেষং গময়ন্তি হি’ ইতি জ্ঞায়াৎ। তত্র চ দ্বিতীয়কক্ষায়াং ‘ভ্রমে’তি বিধ্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিং প্রতীয়তে, অয়মাত্মত্বৈব প্রতিপন্নহ্যৎ। ন হি ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’, ‘সিংহো বটুঃ’ ইত্যত্র যথারয় এব বুভূষন প্রতিহততে, যোগ্যতা-বিরহাৎ, তথা তব ভ্রমণনিষেদ্ধা স স্বা সিংহেন হতঃ। তদিদানীং ভ্রমণনিষেধকারণ-বৈকল্যাদ্ ভ্রমণং তবোচিতমিত্যয়স্য কাচিং ক্ষতিঃ। অতএব মুখ্যার্থবাধা নাত্র শঙ্কেতি ন বিপরীতলক্ষণায়া অবসরঃ। ভবতু বার্মো। তথাপি দ্বিতীয়স্থানসংক্রান্ত-তাবদসৌ ন ভবতি। তথাহি—মুখ্যার্থবাধায়াং লক্ষণায়াঃ প্রকৃষ্ণাঃ। বাধা চ বিরোধপ্রতীতিরেব। ন চাত্র পদার্থানাং স্বাত্মনি বিরোধঃ। পরস্পরং বিরোধ ইতি চেৎ—সোহয়ং তর্হ্যয়ং বিরোধঃ প্রত্যয়ঃ। ন চাপ্রতিপল্লভ্যয়ে বিরোধপ্রতীতিঃ প্রতিপত্তিশ্চায়স্য নাভিধাশক্ত্যা, তস্তাঃ পদার্থপ্রতিপত্ত্যুপক্ষীণায়া বিরম্যব্যাপারঃ ইতি তাৎপর্য্যশক্ত্যেবায়প্রতিপত্তিঃ।

নর্যেবং অঙ্গুল্যাগ্রে করিবরশতম্’ ইত্যত্রাপ্যনয়প্রতীতিঃ স্তাৎ। কিং ন ভবত্যনয়-প্রতীতিঃ দশদাড়িমাদিবাক্যবৎ, কিন্তু প্রমাণান্তরেণ সোৎসয়ঃ প্রত্যক্ষাদিনা বাধিতঃ প্রতিপল্লোংপি শুক্তিকায়ং রজতমিবেতি তদবগমকারিণো বাক্যস্তাপ্রামাণ্যম্। ‘সিংহো মাণবকঃ’ ইত্যত্র দ্বিতীয়কক্ষ্যানিবিশ্ঠতাৎপর্য্যশক্তিসমপিতানয়বৎকোল্লাসা-নন্তরমভিধাতাৎপর্য্যশক্তিদ্বয়ব্যতিরিক্তা তাবৎ তৃতীয়ৈব শক্তিস্তদ্বাদকবিধুরীকরণ-নিপুণা লক্ষণাভিধানা সমুল্লসতি।

নর্যেবং ‘সিংহো বটুঃ’ ইত্যত্রাপি কাব্যরূপতা স্তাৎ, ধ্বননলক্ষণস্তাত্মনোহত্রাপি সমনন্তরং বক্ষ্যমাণতয়া ভাবাৎ। নহু ঘটেহপি জীবব্যবহারঃ স্তাৎ, আত্মনো বিভূত্বেন তত্রাপি ভাবাৎ। শরীরস্য খলু বিশিষ্টাধিষ্ঠানযুক্তস্য সত্যাত্মনি জীবব্যবহারঃ, ন যস্য কশ্চচিদিতি চেৎ—গুণালঙ্কারোচিত্যস্বন্দরশকার্শরীরস্য সতি ধ্বননাধ্যাত্মনি

কাব্যরূপতাব্যবহারঃ । ন চান্ননোইসারতা কাচিদিতি চ সমানম্ । ন চৈবং ভক্তিরেব ধ্বনিঃ, ভক্তির্হি লক্ষণাব্যাপারস্বতীয়কক্ষ্যানিবেশী । চতুর্থ্যাং তু কক্ষ্যায়াং ধ্বনন-
ব্যাপারঃ । তথা হি ত্রিতয়সম্মিধৌ লক্ষণা প্রবর্তত ইতি তাবদ্বস্ত এব বদন্তি । তত্র
মুখ্যার্থবাধা তাবৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্তরমূল্য । নিমিত্তং চ যদভিধীয়তে সামীপ্যাদি
তদপি প্রমাণান্তরাবগম্যমেব ।

যদ্বিদং ঘোষশ্রুতিপবিদ্রহশীতলত্বসেব্যত্বাদিকং প্রয়োজনমশকান্তরবাচ্যং প্রমা-
ণান্তরাপ্রতিপন্নম্, বটোরী পরাক্রমাতিশয়শালিত্বং, তত্র শব্দশ্চ ন তাবদ্ব ব্যাপারঃ ।
তথা হি তৎসামীপ্যাত্তদ্ব্যর্থানুমানমনৈকান্তিকম্ ; সিংহশব্দবাচ্যং চ বটোরসিকম্ ।
অথ যত্র যত্রৈবং শব্দপ্রয়োগস্তত্র তত্র তদ্ব্যর্থযোগ ইত্যনুমানম্, তত্ৰাপি ব্যাপ্তিগ্রহণকালে
মৌলিকং প্রমাণান্তরং বাচ্যম্, ন চাস্তি । ন চ স্মৃতিরিয়ম্, অননুভূতে তদযোগাৎ,
নিয়মাপ্রতিপত্তের্বক্তুরেতৎ বিবক্ষিতমিত্যধ্যবসায়্যভাবেপ্রসঙ্গাচ্ছেত্যন্তি তাবদত্র
শব্দশ্চৈব ব্যাপারঃ । ব্যাপারশ্চ নাভিধান্না, সময়াভাবাৎ । ন তাৎপর্য্যান্না তত্ৰায়
প্রতীতাবেব পরিক্ষ্যাৎ । ন লক্ষণান্না, উক্তাদেব হেতোঃ স্বলক্ষণতিত্বাভাবাৎ ।
তত্রাপি ই স্বলক্ষণতিত্বে পুনর্মুখ্যার্থবাধা নিমিত্তং প্রয়োজনমিত্যনবস্থা স্তাৎ ।
অতএব যৎ কেনচিল্লক্ষিতলক্ষণেতি নাম কৃতং তদ্ব্যসনমাত্রম্ । তস্মাদভিধাতাৎপর্য-
লক্ষণাব্যতিরিক্তচতুর্থোইহৌ ব্যাপারো ধ্বননত্বোতনব্যঞ্জনপ্রত্যয়ন্যাবগমনাদিসো-
দরব্যপদেশনিক্রুপিতোহভ্যুপগন্তব্যঃ । যদক্ষ্যতি—

মুখ্যাং বৃত্তিং পরিত্যজ্য গুণবৃত্ত্যর্থদর্শনম্ ।

যদ্বদিশ্য ফলং তত্র শব্দো নৈব স্বলক্ষণতিঃ ॥ ইতি ॥

তেন সময়াপেক্ষা বাচ্যাবগমনশক্তিরভিধাশক্তিঃ । তদনুত্থানুপপত্তিসংস্কারার্থাববোধন-
শক্তিস্তাৎপর্য্যশক্তিঃ । মুখ্যার্থবাধাদিসহকার্য্যাপেক্ষার্থপ্রতিভাসনশক্তির্লক্ষণাশক্তিঃ ।
তচ্ছক্তিত্রয়োপজনিতার্থাবগমমূলজাততৎপ্রতিভাসনপবিত্রিতপ্রতিপত্ত্বপ্রতিভাসহায়্যার্থ-
দ্ব্যোতনশক্তিরধ্বননব্যাপারঃ, স চ প্রাগ্ বৃত্তং ব্যাপারত্বয়ং গৃহীত্বান্ প্রধানভূতঃ
কাব্যান্তেতাশয়েন নিষেধপ্রমুখতয়া চ প্রয়োজনবিষয়োইপি নিষেধবিষয় ইত্যুক্তম্ ।
অভ্যুপগমমাত্রো চৈতদ্ব্যক্তম্, ন তত্র লক্ষণা, অত্যন্ততিরস্কারাত্মসংক্রমণায়োরাভাবাৎ ।
ন হর্ষশক্তির্মূলেইস্থা ব্যাপারঃ । সহকারিত্তেদাচ্ছ শক্তিভেদঃ স্পষ্ট এব, যথা তস্মৈব
শব্দশ্চ ব্যাপ্তিস্বত্বাদিসংকৃতশ্চ বিবক্ষাবগতাবনুমাণকল্পব্যাপারঃ । অক্ষাদিসংকৃতশ্চ
বা বিকল্পকল্পব্যাপারঃ । এবমভিহিতায়দ্ব্যবাদিনামিয়দনপহুবনীয়ম্ ।

যোহপ্যভিতাভিধানবাদী যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ, ইতি হৃদয়ে গৃহীত্বা শব্দবদ-

কচিছাচ্যে প্রতিষেধরূপে বিধিরূপো যথা—

‘অত্রা এথ নিমজ্জই এথ অহং দিঅসঅং পলোএহি ।

মা পহিঅ রত্তিঅক্কঅ সেজ্জাএ ম হণিমজ্জহিসি ।

ভিধাব্যাপারমেব দীর্ঘদীর্ঘমিচ্ছতি, তস্ম যদি দীর্ঘো ব্যাপারস্তদেকোহসাবিতি কৃতঃ ? ভিন্নবিষয়ত্বাৎ । অথানেকোহসৌ ? তদ্বিষয়সংকারিভেদাদসজাতীয় এব যুক্তঃ । সজাতীয়ে চ কার্যে বিরমা ব্যাপারঃ শব্দকর্ম্মবুদ্ধাদীনাং পদার্থবিস্তির্নিষিদ্ধঃ । অস-
জাতীয়ে চান্ময় এব ।

অথ যোহসৌ চতুর্থকক্ষানিবিষ্টোহর্থঃ, স এব ঝটিতি বাক্যোনাভিধীয়ত ইতোবাং-
বিধং দীর্ঘদীর্ঘত্বং বিবক্ষিতম্, ভর্হি তত্র সঙ্কেতাকরণং কথং সাক্ষাৎ প্রতিপত্তিঃ ।
নিমিত্তেষু সঙ্কেতঃ, নৈমিত্তিকত্বসাবর্থঃ সঙ্কেতানপেক্ষ এবেতি চেৎ—পশ্যত শ্রোত্রিয়-
স্তোক্তিকৌশলম্ । যো হসৌ পর্যায়কক্ষাতাগ্যর্থঃ প্রথমং প্রতীতিপথমবতীর্ণঃ, তস্ম
পশ্যন্তানাং পদার্থাবগমাঃ নিমিত্তিতাবং গচ্ছন্তীতি নূনং মীমাংসকস্য প্রপোত্রং প্রতি
নৈমিত্তিকত্বমভিমতম্ ।

অথোচ্যতে—পূর্বং তত্র সঙ্কেতগ্রহণসংস্কৃতস্য তথা প্রতিপত্তির্ভবতীত্যমুয়া
বস্তুস্থিত্যা নিমিত্তত্বং পদার্থানাং, তর্হি তদনুসরণোপযোগি ন কিঞ্চিদপ্যুক্তং স্তাৎ ।
ন চাপি প্রাক্পদার্থেষু সঙ্কেতগ্রহণং বৃত্তম্, অস্মিতানামেব সর্বদা প্রয়োগাৎ ।
আবাপোদ্যাপাত্যাং তথাভাব ইতি চেৎ—সঙ্কেতঃ পদার্থমাত্র এবৈত্যাভ্যুপগমে
পাশ্চাত্যৈব বিশেষপ্রতীতিঃ ।

অথোচ্যতে—দৃষ্টেব ঝটিতি তাৎপর্যপ্রতিপত্তিঃ কিমত্র কুর্ম্ম ইতি । তদিদং
বয়মপি ন নাস্তীকুশ্মঃ । যদক্ষ্যামঃ—

তদ্বৎ সচেতসাং সোহর্থো বাক্যার্থবিযুঝান্ননাম্ ।

বুদ্ধৌ তত্বাবভাসিত্যাং ঝটিত্বেবাবভাসতে ॥ ইতি ॥

কিন্তু সাতিশয়ানুশীলনাত্যাসান্তত্র সম্ভাব্যমানোহপি ক্রমঃ সজাতীয়তদ্বিকল্পপরম্পরানু-
দঘ্যদভাস্তবিশয়ব্যাপ্তিসময়স্বভিতক্রমবল্ল সংবেদ্যত ইতি । নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবচাবশ্যা-
শ্রয়ণীয়ঃ, অথবা গৌণলাক্ষণিকয়োর্ম্মধ্যাদ্ভেদঃ ‘শ্রুতিলিঙ্গাদিপ্রমাণঘটকস্য পার-
দৌর্দল্যম্, ইত্যাদি প্রক্রিয়াবিধাতঃ নিমিত্ততাবৈচিত্র্যোণৈবাস্তাঃ সমর্থিতত্বাৎ । নিমিত্ত-
তাবৈচিত্র্যে চাভ্যুপগতে কিমপরমম্মান্বয়য়য়া । যোহপ্যবিভক্তং স্পোটিং বাক্যং
তদর্থং চাহঃ, তৈরপ্যবিভ্যাপদপতিতৈঃ সর্কেয়মনুসরণীয়া প্রক্রিয়া ! তদ্ব্তীর্ণেষে হু

কচিচ্ছাচ্যে বিধিরূপেহ্নুভয়রূপো যথা —

বচ মহ বিবঅ একেই হোন্ত নীসাসরোইঅক্বাইং ।

মা তুজ্জ বি তীঅ বিণা দক্খিহ্নহঅস্ স জাঅন্ত ।

সর্বং পরমেশ্বরাদয়ং ব্রহ্মৈত্যচ্ছাত্রিকারেণ ন ন বিদিতং তত্ত্বালোকগ্রন্থং বিরচয়তে-
ত্যান্তাম্ । যন্তু ভট্টনায়কেনোক্তম্—ইহ দৃপ্তসিংহাদিপদপ্রয়োগে চ ধার্মিকপদ-
প্রয়োগে চ ভয়ানকরসাবেশকৃতৈব নিষেধাবগতিঃ তদীয়ভীৰুবীরত্বপ্রকৃতিনিয়মাবগম-
মন্তরেণৈকান্ততোনিষেধাবগত্যভাবাদিতি তন্ন কেবলার্থসামর্থ্যানিষেধাবগতেনিমিত্ত-
মিতি । তত্রোচ্যতে—কেনোক্তমেতং ‘বক্তৃপ্রতিপত্ত্বিষেধাবগমবিরহেণ শব্দগত
ধ্বননব্যাপারবিরহেণ চ নিষেধাবগতিঃ’ ইতি । প্রতিপত্ত্বপ্রতিভাসহকারিঙ্ঘ হৃদ্যা-
ভির্দ্যোতনশ্চ প্রাণহেনোক্তম্ । ভয়ানকরসাবেশচ ন নিবার্য্যতে, তস্মৈ ভয়মাত্রো-
পত্যভ্যুপগমাং । প্রতিপ্রত্নশ্চ রসাবেশো রসাবিভাক্ত্যেব । রসশ্চ ব্যাক্য এব, তস্মৈ
চ শব্দবাচ্যত্বং তেনাপি নোপগতমিতি ব্যাক্যত্বমেব । প্রতিপত্ত্বুরপি রসাবেশো ন
নিয়তঃ, ন হৃদ্যো নিয়মেন ভীৰুধার্মিকসব্রহ্মচারী সহদয়ঃ ।

অথ তদ্বিশেষোহপি সহকারী কল্প্যতে, তর্হি বক্তৃপ্রতিপত্ত্বপ্রতিভাপ্রাপ্নিতো
ধ্বননব্যাপারঃ কিং ন সহতে । কিং চ বস্ত্ত ধ্বনিং দুষয়তা রসধ্বনিস্তদনুগ্রাহকঃ
সমর্থ্যত ইতি স্তূৰ্হুতরাং ধ্বনিঃসংদোহয়ম্ । যদাহ—‘ক্রোধোহপি দেবশ্চ বরেণ
তুল্যঃ’ ইতি । অথ রসশ্চৈবেয়তা প্রাধাত্ম্যুক্তম্, তত্ কো ন সহতে । অথ
বস্ত্তমাত্রধ্বনরেতদ্বদাহরণং ন যুক্তমিত্যুচ্যতে, তথাপি কাব্যোদাহরণত্বাং দ্বাবপ্যত্র
ধ্বনী স্তঃ, কো দোষঃ ।

যদি তু রসানুবোধেন বিনা ন তুষ্টি, তং ভয়ানকরসানুবোধো নাত্র সহদয়হৃদয়-
দর্পণমধ্যাস্তে, অপি তু উক্তনীত্যা সম্ভোগাভিলাষবিভাবসংকেতস্থা নোচিতবিশিষ্ট-
কাকাতুলভাবশবলনোদিতশৃঙ্গাররসানুবোধঃ । রসস্থালৌকিকহাস্তাবল্লাজাদেব চান-
বগমাং প্রথমং নির্ব্বিবাদসিদ্ধবিবিক্তবিধিনিষেধপ্রদর্শনাভিপ্রায়েণ চৈতদ্বস্ত্তধ্বনেক-
দাহরণং দত্তম্ ।

বস্ত্তধ্বনিব্যাখ্যানোক্ততন্তাৎপর্য্যশক্তিমেব বিবক্ষাসূচকত্বমেব বা ধ্বননমবোচং,
স নাখ্যকং হৃদয়মাবর্জ্জয়তি । যদাহ—‘ভিন্নরূচির্হি লোকঃ’ ইতি । তদেতদগ্রে
যথাযথং প্রতিনিষ্ঠ্যাম ইত্যন্তাং তাবৎ । ভ্রমেতি । অতিসূষ্টোহসি প্রাপ্তহে ভ্রমণ-
কালঃ । ধার্মিক্যেতি । কুহুমাহু্যপকরণার্থং যুক্তং তে ভ্রমণম্ । বিপ্রক ইতি

কচিদ্ধাচ্যে প্রতিষেধরূপেহনুভয়রূপো যথা—

দে অ। পসিঅং গিবন্তশ্চ মুহসসিজোহ্লাবিলুন্ততমণিবহে ।

অহিসারিআর্গবিণ্ণং করোসি আলান্ বি হ আসে ॥

শঙ্কাকারণবৈকল্যাৎ । স ইতি যন্তে ভয়প্রকম্পামঙ্গলতিকামক্কত । অগেতি । দিষ্ট্যা বঙ্কস ইত্যর্থঃ । মারিত ইনি পুনরশ্মানুখানম্ । তেনেতি । যঃ পূর্বং কর্ণোপকর্ণিকয়া স্বয়্যাপ্যাকর্ণিতো গোদাবরীকচ্ছগহনে প্রতিবসতীতি । পূর্বমেব হি তদ্রক্ষায়ৈতত্ত্বয়োপশ্রাবিতোহসৌ, স চাধুনা তু দৃশ্যত্বাত্তো গহনান্নিঃসরতীতি প্রসিদ্ধ-
গোদাবরীতীরপরিসরানুসরণমপি তাবৎ কথ্যশেষীভূতং কা কথা তল্লভাগহনপ্রবেশ-
শক্যেতি ভাবঃ । অত্ৰ ইতি ।

শব্দরত্ন শেতে অথবা নিমজ্জতি অত্রাহং দিবসকং প্রলোকয় ।

মা পথিক রাজ্যাক্ষ শয্যায়ামাবয়োঃ শয়িষ্ঠাঃ ॥

মহ ইতি নিপাতোহনেকার্থবৃত্তিরত্রাবয়োরিত্যর্থং ন তু মমেতি । এবং হি বিশেষ-
বচনমেব শঙ্কাকারি ভবেদिति প্রচ্ছনাত্ত্যুপগমো ন স্তাৎ । কাঞ্চিং প্রোষিতপতিকাং
তরুণীমবলোক্য প্রবৃদ্ধমদনাকুরঃ সংপন্নঃ পান্হোহনেন নিষেধধ্বারেণ তয়াভ্যুপগত
ইতি নিষেধাভাবোহত্রবিধিঃ । ন তু নিমজ্জগরূপোহপ্রবৃত্তপ্রবর্তনাস্বভাবঃ সৌভাগ্যা-
ভিমানধণ্ডনাপ্রসঙ্গাৎ । এতএব রাজ্যাক্ষেতি সমুচিতসময়সংভাব্যমানবিকারাকুলিতঙ্গ-
ধ্বনিতম । ভাবতদ্ভাবয়োঃ চ সাক্ষাৎ বিরোধাদ্বাচ্যাদ্যন্ত্যশ্চ স্মৃটমেবাশ্রয়ম্ ।

ষষ্ঠাঃ ভটনায়কঃ—‘অহমিত্যভিনয়বিশেষেণান্নদশাবেদনাচ্ছাদমেতদপী’তি ।
তত্রাহমিতি শব্দশ্চ তাবন্নায়াং সাক্ষাদর্থঃ, কাকাদিসহায়শ্চ চ তাবতি ধ্বননমেব ব্যাপার
ইতি ধ্বনেভূষণমেতৎ । অস্তেতি প্রযত্নেনানিভূতসংভোগপরিহারঃ । অথ যদপি
ভবান্নদনশরাসারদীর্ঘ্যমাণরুদয় উপেক্ষিতং ন যুক্তঃ তথাপি কিং করোমি পাপো
দিবসকোহয়মতুচিত্ত্বাৎ কুংসিতোহয়মিত্যর্থঃ । প্রাক্কতে পুনঃপুনঃসকায়োরনিয়মঃ ।
ন চ সর্বথা স্বায়ুপেক্ষে, যতোহত্রৈবাহং তৎ প্রলোকয় নাশতোহং গচ্ছামি, তদন্তো-
ত্তবদনাবলোকনবিনোদেন দিনং তাবদতিবাহয়াব ইত্যর্থঃ । প্রতিপন্নমাত্রায়াঞ্চ
রাজ্যাবস্কাভূতো মদীয়ায়াং শয্যায়ামা শ্লিষঃ, অপি তু নিভূতনিভূতমেবাভ্যন্তাভিধান-
নিকটকণ্টকনিজ্রাশ্লেষণপূর্বকমিভীষদজ্ঞ ধ্বজতে ।

ত্রজ মমৈবৈকশ্চা ভবন্ত নিঃশ্বাসরোদিতব্যানি ।

মা তথাপি ভয়া বিনা দাক্ষিণ্যহতশ্চ জনিযত ॥

কচিদ্ধাচ্যাদ্বিভিন্নবিষয়ত্বেন ব্যবস্থাপিতো যথা —

কসস বণ হোই রোসো দট্টুণ পিআএঁ সৰ্বণং অহরম্ ।

সভমরপউমগ্‌ঘাইনি বারিঅবামে সহস্সু এহ্লিম্ ॥

অন্তে চৈবংপ্রকারা ব্যাচ্যাদ্বিভেদিনঃ প্রতীয়মানভেদাঃ সম্ভবন্তি ।
তেষাং দ্বিত্বাত্রমেতৎ প্রদর্শিতম্ । দ্বিতীয়োহপি প্রভেদো ব্যাচ্যাদ্বিভিন্নঃ
সপ্রপঞ্চমগ্রে দর্শয়িষ্যতে । তৃতীয়স্তু রসাদিলক্ষণঃ প্রভেদো ব্যাচ্য-
সামর্থ্যাফ্লিপ্তঃ প্রকাশতে, ন তু সাক্ষাচ্ছব্যাপারবিষয় ইতি ব্যাচ্যাদ্বিভিন্ন

তত্র ব্রজেতিবিধিঃ । ন প্রমাদাদেব নায়িকান্তরঙ্গমনং তব, অপি তু গাঢ়ানুরাগাৎ ;
যেনাচ্ছাদুঃ মুখরাগঃ গোত্রখলনাদি চ, কেবলং পূর্বকৃতানুরূপালনান্ননা দাক্ষিণ্যে-
নৈকরূপত্বাভিমানেনৈব স্বমত্র স্থিতঃ, তৎ সর্বথা শঠোহসীতি গাঢ়মনুরূপোহয়ং
খণ্ডিতনায়িকান্তিপ্রায়োহত্র প্রতীয়তে । ন চাসৌ ব্রজ্যাতাবরূপো নিষেধঃ, নাপি
বিধান্তরমেবান্তনিষেধাভাবঃ । দে ইতি নিপাতঃ প্রার্থনায়াম্ । আ ইতি তাবচ্ছব্যার্থে ।
তেনায়মর্থঃ—

প্রার্থয়ে তাবৎ প্রসীদ নিবর্তস্ব মুখশশিজ্যোৎস্না বিলুপ্ততমোনিবহে ।

অভিসারিকাগাং বিল্বং করোম্যন্ত্যাসামপি হতাশে ॥

অত্র ব্যবসিতাদামনান্নিবর্তস্বেতি প্রতীতেনিষেধো ব্যাচ্যঃ । গৃহাগতা নায়িকা
গোত্রখলিতাত্তপরাধিনি নায়কে সতি ততঃ প্রতিগন্তং প্রবৃত্তা, নায়কেন চাটুপক্রম-
পূর্বকং নিবর্ত্যতে । ন কেবলং স্বান্ননো মম চ নিবৃত্তিবিল্বং করোসি, যাবদন্ত্যাসামপি
ততস্তব ন কদাচন স্তখলবলাতোহপি ভবিষ্যতীত্যত এব হতাশাসীতি বল্লভাভি-
প্রায়রূপশ্চাটুবিশেষো ব্যাচ্যঃ ।

যদি বা সখ্যোপদিষ্টমানাপি তদবধীরগয়া গচ্ছতী সখ্যোচ্যতে—ন কেবল-
মায়নো বিল্বং করোষি, লাঘবাদবহুমানাস্পদমায়ানং কুর্কতী, অতএব হতাশা,
যাবদনচন্দ্রিকাপ্রকাশিতমার্গতন্ত্যাসামপ্যভিসারিকাগাং বিল্বং করোষীতি সখ্যভি-
প্রায়রূপশ্চাটুবিশেষো ব্যাচ্যঃ । অত্র তু ব্যাখ্যানদ্বয়েইপি ব্যবসিতাৎ প্রতীপগমনাৎ
প্রিয়তমগৃহগমনাচ্চ নিবর্তস্বেতি পুনরপি ব্যাচ্য এব বিশ্রান্তোত্তরীভূতব্যাচ্যভেদস্ত
প্রয়োঃসবদলঙ্কারস্রোদাহরণমিদং স্ম্যৎ, ন ধ্বনেঃ ।

তেনায়মত্র ভাবঃ—কাচিৎপ্রভাৎ প্রিয়তমমভিসরন্তী তদৃগৃহাভিমুখ্যাগচ্ছতা
তেনৈবহৃদয়বল্লভেনৈবযুগ্মজ্যোত্যেৎপ্রত্যভিজ্ঞানচ্ছলেন, অতএবান্নপ্রত্যভিজ্ঞাপ-

এব। তথা হি বাচ্যত্বং তস্য স্বশব্দনিবেদিতত্বেন বা স্মৃতাং, বিভাবাদি
প্রতিপাদনমুত্থেন বা। পূর্বম্ভিন্ পক্ষে স্বশব্দনিবেদিতত্বাভাবে রসা-
দীনামপ্রতীতিপ্রসঙ্গঃ। ন চ সর্বত্র তেষাং স্বশব্দনিবেদিতত্বম্।
যত্রাপ্যস্তি তৎ, তত্রাপি বিশিষ্টবিভাবাদিপ্রতিপাদনমুত্থেনৈবৈষাং

নার্থমেধ নস্ববচনং হতাশ ইতি। অত্য়াসাঞ্চ বিদ্বং করোষি তব চেম্পিতলাভো
ভবিষ্যতীতি কা প্রত্যাশা। অতএব মকীয়ং বা গৃহমাগচ্ছ, স্বদীয়ং বা গচ্ছাবেতু-
ভয়ত্রাপি তাৎপর্যাদহুভয়রূপো বল্লভাভিপ্রায়শ্চাট্যুয়া ব্যঙ্গ্য ইয়ত্যেব ব্যবতিষ্ঠতে।
অন্তো তু—‘তটস্থানাং সহদয়ানাংভিসারিকাং প্রতীয়মুক্তিঃ’ ইত্যাহঃ। তত্র হতাশে
ইত্যামন্ত্রণাদি যুক্তমযুক্তং বেতি সহদয়া এব প্রমাণম্।

এবং বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োৰ্ধ্বাশ্মিকপাশ্চপ্রিয়তমাত্ভিসারিকাবিষয়েকোহপি স্বরূপভেদাভেদ
ইতিপ্রতিপাদিতম্ অধুনা তু বিষয়ভেদাদপি ব্যঙ্গ্যস্য বাচ্যাভেদ ইত্যাহ—কুচিৎচাচ্যা-
দিতি। ব্যবস্থাপিত ইতি বিষয়ভেদোহপি বিচিত্ররূপে ব্যবতিষ্ঠমানঃ সহদয়ে-
র্যব্যবস্থাপয়িতুং শক্যত ইত্যর্থঃ।

কশ্য বা ন ভবতি রোষো দৃষ্টে, প্রিয়ায়াঃ সত্ৰণমধরম্।

সত্ৰমরপদ্মাত্মাংশীলে বারিতবামে সহস্বেদানীম্॥

কশ্য বেতি। অনীৰ্য্যালোরপি ভবতি রোষো দৃষ্টে, অক্লুপ্যপি কুতশ্চিদেবাপূৰ্ণতয়া
প্রিয়ায়াঃ সত্ৰণমধরবলোক্য। সত্ৰমরপদ্মাত্মাংশীলে শীলং হি কঞ্চিদপি বারয়িতুং ন
শক্যম্। বারিতে বারণায়াং, বামে তদনঙ্গীকারিণি। সহস্বেদানীমূপালভুপরম্পরা-
মিত্যর্থঃ। অত্রায়ং ভাবঃ—কাচিদবিনীতা কুর্তাশং খণ্ডিতাধরা নিশ্চিততৎসবিধ-
সম্মিধানে তদন্তরী তমনবলোকমানয়েব কয়াচিদিদংসখ্যা তদাচ্যাতাপরিহারায়ৈব-
মুচ্যতে।’ সহস্বেদানীমিতি বাচ্যমবিনয়বতীবিষয়ম্। ভৰ্জবিষয়ং তু অপরাধো
নাস্তীত্যাবেক্ষমানং ব্যঙ্গ্যম্। সহস্বেতাপি চ তদ্বিষয়ং ব্যঙ্গ্যম্। তস্যাং চ প্রিয়তমেন
গাঢ়মূপালভ্যমানায়াং তদ্যালীকশঙ্কিতপ্রাতিবেশিকলোকবিষয়ং চাবিনয়প্রচ্ছাদনেন
প্রত্যায়নং ব্যঙ্গ্যম্। তৎসপত্ন্যাং চ তদুপালভুতবিনয়প্রকৃষ্টায়াং সৌভাগ্যাতি-
শয়প্রাপনং প্রিয়ায়া ইতি শব্দবলাদিতি সপত্নীবিষয়ং ব্যঙ্গ্যম্। সপত্নীমধ্যে ইয়তা
খলীকৃতাত্মীতি লাঘবমায়নি গ্রহীতুং ন যুক্তং; প্রত্যায়াং বহুমানং, সহস্ব শোভ-
স্বেদানীমিতি সখীবিষয়ং সৌভাগ্যপ্রখ্যাপনং ব্যঙ্গ্যম্। অত্রোয়ং তব প্রচ্ছন্নানুরাগিণী
হৃদয়বল্লভেতং রক্ষিতা, পুনঃ প্রকটরদনদংশনবিধির্ন বিধেয় ইতি তচ্চৌর্যকামুকবিষয়-

প্রতীতিঃ । স্বশব্দেন সা কেবলমনুজতে, ন তু তৎকৃতা । বিষয়াস্তরে
তথা তস্যা অদর্শনাৎ । ন হি কেবলশৃঙ্গারাদিশব্দমাত্রভাজি বিভাবাদি-
প্রতিপাদনরহিতে কাব্যে মনাগপি রসবস্তু প্রতীতিরস্তি । যতশ্চ
স্বাভিধানমন্তরেণ কেবলেভ্যোহপি বিভাবাদিভ্যো বিশিষ্টেভ্যো রসা-

সম্বোধনং ব্যাক্যম্ । ইথাং ময়ৈতদপহ্নুতমিতি স্ববৈদক্ষ্যখ্যাপনং তটস্থবিদম্লোকবিষয়ং
ব্যাক্যমিতি । তদেতদ্বক্তব্যং ব্যবস্থাপিতশব্দেন । অগ্র ইতি দ্বিতীয়োদ্যোতে ‘অসং-
লক্ষ্যক্রমব্যাক্যঃ ক্রমেণোদ্যোতিতঃ পরঃ’ ইতি বিবক্ষিতান্তপৰবাচ্যস্ত দ্বিতীয়প্রভেদ-
বর্ণনাবসরে । যথা হি বিধিনিষেধতদনুভয়ান্নানারূপেণ সংকল্প্য বস্তুধ্বনিঃ সংক্ষেপেণ
স্ববচঃ, তথা নালঙ্কারধ্বনিঃ, অলঙ্কারাণাং ভূয়স্বাৎ । তত এবোক্তম্—সপ্রপঞ্চমিতি ।
তৃতীয়স্থিতি । তুশব্দো ব্যতিরেকে । বস্তুলঙ্কারাবপি শব্দাভিধেয়ত্বমধ্যাসাতে ।
তাং । রসভাবতদাভাসতৎপ্রশমা পুনর্ন কদাচিদভিধীয়ন্তে, অথ চাষাঢ়মানতা
প্রাণতয়া ভাস্তি । তত্র ধ্বনব্যাপারাদৃতে নাস্তি কল্পনান্তরম্ । স্থলদগতিত্বাভাবে
মুখ্যার্থবাধাদেৰ্লক্ষণানিবন্ধনস্তান্যশঙ্কনীয়ত্বাৎ । ঔচিৎসেন প্রবৃ্ত্তা চিন্তবৃত্তেরাস্বাভাসে
স্থায়িত্বা রসো, ব্যভিচারিণ্যা ভাবঃ, অনৌচিত্যেন তদাভাসঃ, রাবণেশ্চৈব সীতায়ান্ন
রতেঃ । বতাপি তত্র হান্তরসরূপতৈব, ‘শৃঙ্গারাদ্বি ভবেদ্ব্যাস্তঃ’ ইতি বচনাৎ । তথাপি
পাশ্চাত্যেভ্যং সামাজিকানাং স্থিতিঃ, তন্ময়ীভবনদশায়াং তু রতেরাবাসাভাসেতি
শৃঙ্গারতৈব ভাস্তি পৌরুষার্থ্যবিবেকাবধারণেন ‘দূরাকর্ষণ মোহমন্ত ইব মে তন্ময়ী
যাতে শ্রুতিম্,’ ইত্যাদৌ । তদসৌ শৃঙ্গাররসভাস এব । তদঙ্গং ভাবাভাসশ্চিন্তবৃত্তেঃ
প্রশম এব প্রকান্তারা হৃদয়মাহ্লাদয়তি যতো বিশেষেণ, তত এব তৎসংগৃহীতোহপি
পৃথগ্গণিতোহসৌ । যথা—

একস্মিন্ শয়নে পরাঙ্গুষ্ঠতয়া বীতোত্তরং তাম্রাতো

রন্তোত্তস্ত হৃদি স্থিতেইপ্যনুয়ে সংযক্ষতো গৌরবম্ ।

দম্পত্যোং শনকৈরপাঙ্গবলনামিশ্রীভবচক্ষুষ্যো

ভগ্নো মানকলিঃ সহসরভসব্যাবৃন্তকণ্ঠগ্রহম্ ॥

ইত্যত্রেখ্যারোষাঘ্নেনো মানস্ত প্রশমঃ । ন চায়াং রসাদিরর্থঃ ‘নুত্রেস্তে জাতঃ,’
ইত্যতো যথা হর্ষো জায়তে তথা । নাপি লক্ষণয়া । অপি তু সহৃদয়স্ত হৃদয়-
সংবাদবলাদ্বিভাবানুভাবপ্রতীতৌ তন্ময়ীভাবেনাষাঢ়মান এব রসমানতৈকপ্রাণঃ
সিদ্ধব্ধাব স্থখাদিবিলক্ষণঃ পরিফুরতি । তদা—প্রকাশত ইতি । তেন তত্র

দীনাং প্রতীতিঃ । কেবলাচ্চ স্বাভিধানাদপ্রতীতিঃ । তস্মাদদ্বয়ব্যতি-
রেকাভ্যামভিধেয়সামর্থ্যাক্ষিপ্ত্বমেব রসাদীনাম্ । ন স্বভিয়েৎ কথঞ্চিৎ,
ইতি তৃতীয়োহপি প্রভেদো বাচ্যাস্তি এবেতি স্থিতম্ । বাচ্যেন
হস্ত্য সহৈব প্রতীতিরিত্যাগ্রে দর্শয়িষ্যতে ।

কাব্যাস্ত্রায়া স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা ।

ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোথঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ ॥ ৫ ॥

শব্দস্য ধ্বননমেব ব্যাপারোহর্থসহকৃতশ্চেতি । না বিভাবাণ্যর্থোহপি ন পুত্রজননহর্ষ-
স্ত্রায়েন তাং চিন্তবৃত্তিং জনয়তীতি জননাতিরিক্তোহর্থস্ত্যপি ব্যাপারো ধ্বননমেবো-
চ্যতে ।' স্বশব্দেতি । শৃঙ্গারাদিনা শব্দেনাভিধাব্যাপারবশাদেব নিবেদিতত্বেন ।
বিভাবাদীতি । তাৎপর্যশব্দেত্যর্থঃ । তত্র স্বশব্দস্যদ্বয়ব্যতিরেকৌ রসমানতা-
সারং রসং প্রতি নিরাকুর্বন ধ্বননস্যেব তাবিতি দর্শয়তি — ন চ সর্বত্রৈতি । যথা
ভট্টেন্দুরাজস্য ।

যদ্বিশ্রম্য বিলোকিতেষু বহুশো নিঃস্বেমনী লোচনে
যদগাত্রাণি দরিত্রতি প্রতিদিনং লুণ্ঠাজিনীনাং বৎ ।
দূরীকান্তবিভঙ্ঘকশ্চ নিবিড়ো যৎপাণ্ডিমা গণ্ডয়োঃ
কৃষ্ণে যুনি সযৌবনাস্ত বনিতাস্থেষেব বেষস্থিতিঃ ॥

ইত্যত্রানুভাববিভাবাববোধনোত্তরমেব তন্মীয়ভবনযুক্ত্য তদ্বিভাবানুভাবোচিত-
চিন্তবৃত্তিবাসনানুরঞ্জিতসংবিদানন্দচর্কণাগোচরোহর্থো রসান্না স্মরত্যেবাভিলাধ-
চিত্তোৎসুক্যনিদ্রাধুতিগ্নাতালশ্রমস্বতিবিতর্কাদিশব্দাভাবোহপি । এবং ব্যতিরেকা-
ভাবং প্রদর্শ্যারয়াভাবং দর্শয়তি — যত্রাপীতি । তদিত স্বশব্দনিবেদিতত্বম্ । প্রতি-
পাদনমুখেনেতি । শব্দপ্রযুক্তয়া বিভাবাদিপ্রতিপত্তোত্যর্থঃ । সা কেবলমিতি । তথাহি —

যাতে দ্বারবতীং তদা মধুরিপৌ তদন্তজ্ঞান্পানতাং
কালিন্দীতটকটবঙ্গুললতামালিন্দ্য সোৎকর্ষণা ।
তদগীতং গুরুবাপ্পগদগদগলন্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভির্জলচরৈরপ্যুৎকমুৎকৃজিতম্ ॥

ইত্যত্র বিভাবানুভাবম্নানতয়া প্রতীয়তে । উৎকর্ষণা চ চর্কণাগোচরং প্রতি-
পত্তত্বেব । সোৎকর্ষণা শব্দঃ কেবলং সিদ্ধং সাধয়তি, উৎকমিত্যনেন তুচ্ছানুভাবানু-
কর্ষণং কর্তুং সোৎকর্ষণাশব্দঃ প্রযুক্ত ইত্যনুবাদোহপি নানর্থকঃ, পুনরনুভাবপ্রতিপাদনে

বিবিধবাচ্যবাচকরচনাপ্রপঞ্চচাক্ষুঃ কাব্যস্ত স এবার্থঃ সারভূতঃ । তথা চার্দিকবেবান্মীকে: নিহতসহচরীবিরহকাতরক্রোধাক্রন্দজনিতঃ শোক এব শ্লোকতয়া পরিণতঃ ।

হি পুনরুজ্জ্বলিতময়ীভাবো বা ন তু তৎকৃতত্যাগ হেতুমাং—বিষয়ান্তর ইতি । ‘যদ্বিশ্রম্য’ ইত্যাদৌ । ন হি যদভাবেইপি যন্তবতি তৎকৃতং তদিত্তি ভাবঃ । অদর্শ-নমেব দ্রষ্টব্যত্বি ন হীতি কেবলশব্দার্থং স্মৃটয়তি বিভাবাদীতি । কাব্য ইতি । তব মতে কাব্যরূপতয়া প্রসজ্যমান ইত্যর্থঃ । মনাগপীতি ।

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ ।

বীভৎসাদ্ভূতসংজ্ঞো চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ ॥

ইত্যত্র । এবং স্বশব্দেন সহ রসাদেব্যাতিরেকায়গ্ভাবমুপপত্ত্যা প্রদর্শ্য তথৈবোপসং-হরতি—যতশ্চেত্যাদিনা কথঞ্চিদিত্যন্তেন । অভিধেয়মেব সামর্থ্যং সহকারিশক্তি-রূপং বিভাবাদিকং রসধ্বননে শব্দস্ত কর্তব্যো, অভিধেয়স্ত চ পুত্রজন্মহর্ষভিন্নযোগক্ষেম-তয়া জননব্যতিরিক্তে দিবাতোজনাভাববিশিষ্টপীনছাহুমিতরাত্রিভোজনবিলক্ষণতয়া চাহুমানব্যতিরিক্তে ধ্বননে কর্তব্যো সামর্থ্যং শক্তিঃ বিশিষ্টসমুচিতো বাচকসাকল্য-মিতি যস্যোপশব্দার্থয়োর্ধ্বননং ব্যাপারঃ । এবং যৌ গঙ্গাবুপক্রম্যাছৌ দূষিতঃ । দ্বিতীয়স্ত কথঞ্চিদদূষিতঃ কথঞ্চিদঙ্গীকৃতঃ জননাহুমানব্যাপারাবিপ্রায়েণ দূষিতঃ । ধ্বননাবিপ্রায়েণাঙ্গীকৃতঃ ।

যত্রোপি তাৎপর্যশক্তিমেব ধ্বননং মন্যতে, স ন বস্তুভববেদী । বিভাবাহুভাব-প্রতিপাদকে হি বাক্যে তাৎপর্যশক্তির্ভেদে সংসর্গে বা পর্যবশ্যেৎ ; ন তু রসমানতা-সারে রসে ইত্যলং বহুনা । ইতি শব্দো হেতুর্থে । ‘ইত্যপি হেতোস্তৃতীয়োহপি প্রকারো বাচ্যান্ত্রিম্ এব’তি সম্বন্ধঃ । সহেবেতি । ইবশব্দেন বিদ্যমানোহপি ক্রমো ন সংলক্ষ্যত ইতি তদর্শয়তি—অগ্র ইতি । দ্বিতীয়োদ্যোতে ॥ ৪ ॥

এবং ‘প্রতীয়মানং পুনরুদ্ধেব’ ইতীয়াতা ধ্বনিস্বরূপং ব্যাখ্যাতম্ । অধুনা কাব্য-অঙ্গমিত্তিহাসব্যাঞ্জে চ দর্শয়তি—কাব্যান্ত্রিম্ ইতি । স এবোপি প্রতীয়মানমাত্রেহপি প্রকান্তে তৃতীয় এব রসধ্বনিরিত্তি মন্তব্যম্ ইতিহাসবলাৎ প্রকান্তবৃত্তিগ্রহার্থবলাচ্চ । তেন রস এব বস্তুত আত্মা, বস্তুলঙ্কারধ্বনী তু সর্বথা রসং প্রতি পর্যাবশ্যেতে ইতি বাচ্যান্ত্রিম্ ইতি তাবিত্যভিপ্রায়েণ ধ্বনিঃ কাব্যান্ত্রিম্ ইতি সামান্ত্রেনোক্তম্ । শোক ইতি । ক্রোধস্ত দ্বন্দ্ববিয়োগেন সহচরীহননোদ্ধুতেন সাহচর্যধ্বনেনোথিতো যঃ

শোকো হি করুণস্থায়িভাবঃ । প্রতীয়মানস্ত চান্ত্যভেদদর্শনেহপি
রসভাবমুখেনৈবোপলক্ষণম্ প্রাধাত্যং ।

শোকঃ স্থায়িভাবো নিরপেক্ষভাবত্বাৎ বিপ্রলম্বশৃঙ্গারোচিতরতিস্থায়িভাবাদন্ত এব, স
এব তথাভূতবিভাবতদ্বখাঙ্কনাগ্নুভাবচর্কণয়া হৃদয়সংবাদতন্ময়ীভবনক্রমাদাস্বাভ-
মানতাং প্রতিপন্নঃ করুণরসরূপতাং লৌকিকশোকব্যতিরিক্তাং স্বচিন্তদ্রুতিসমাস্বাভ-
সারাং প্রতিপন্নো রসপরিপূর্ণকুস্তোচ্চলনবচিন্তবৃত্তিনিঃশব্দস্বভাববাস্থিলাপাদিবচ-
সময়ানপেক্ষেহপি চিন্তবৃত্তিব্যাঞ্জকত্বাদিতি নয়েনাকৃতকতয়েবাবেশবশাৎ সমুচিতশব্দ-
চ্ছন্দোবৃত্তাদিনিয়ন্তিতল্লোকরূপতাং প্রাপ্তঃ—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ভ্রমগমঃ শাস্ত্বতীঃ সমাঃ ।

যৎক্ৰোধমিথুনাৎকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥ ইতি

ন তু মুনেঃ শোক ইতি মন্তব্যম্ । এবং হি সতি ভদ্ভঃখেন সোহপি দ্বঃখিত ইতি
কৃৎস্না রসস্থায়ীভেতি নিরবকাশং ভবেৎ । ন চ দ্বঃখসন্তপ্তশ্চৈশা দশেতি । এবং
চর্কণোচিতশোকস্থায়িভাবাত্মককরুণরসমুচ্চলনস্বভাবত্বাৎ স এব কাব্যস্থায়ী সার-
ভূতস্বভাবোহপরশাব্দবৈলক্ষণ্যকারকঃ ।

এতদেবোক্তং হৃদয়দর্পণে—‘যাবৎ পূর্ণে ন চেতেন তাবন্মৈব বসত্যমুম্’ ইতি ।
অগম ইতি ছান্দসেনাভাগমেন । স এবোক্তোবকারেণেদমাহ—নাগ্ন আশ্লেষিত । তেন
যদাহ ভট্টনায়কঃ—

শব্দপ্রাধাত্যমাপ্রিত্য তত্র শাস্ত্রং পৃথগ্বিদ্বঃ ।

অর্থতত্ত্বেন যুক্তং তু বদন্ত্যাপ্যনমেতয়োঃ ॥

দ্বয়োৰ্গুণেহে ব্যাপারপ্রাধাত্তে কাব্যধীর্ভবেৎ ॥

ইতি তদপাস্তম্ । ব্যাপারো হি যদি ধ্বননাত্মা রসনাস্বভাবস্তন্মাপূৰ্ণমুক্তম্ । অথাভি-
ধেব ব্যাপারস্তথাপ্যস্থাঃ প্রাধাত্যং নেত্যাবেদিতং প্রাক্ ।

শ্লোকং ব্যাচষ্টে—বিবিধেতি । বিবিধং তদ্বদভিবাঞ্জনীয়রসানুগুণ্যেন বিচিত্রং
কৃৎস্না বাচ্যে বাচকে রচনাত্ম্যং চ প্রপঞ্চেৎ যচ্চাক্ষর শব্দার্থালঙ্কারযুক্তমিত্যর্থঃ । তেন
সর্বত্রাপি ধ্বননসম্ভাবেহপি ন তথা ব্যবহারঃ । আশ্লসম্ভাবেহপি কচিদেব জীবব্যবহার
ইত্যুক্তং প্রাগেব । তেনৈতন্নিরবকাশম্ যদুক্তং হৃদয়দর্পণে—‘সর্বত্র তর্হি কাব্য-
ব্যবহারঃ স্ত্যং’ ইতি । নিহতসহচরীতি বিভাব উক্তঃ । আক্ৰন্দিতশব্দেনানুভাবঃ ।
জনিত ইতি । চর্কণাগোচরত্বেনেতি শেষঃ ।

সরস্বতী স্বাহ তদৰ্থবস্তু নিঃশ্রুন্দমানা মহতাং কবীনাং ।

অলোকসামাগ্ৰমভিব্যনক্তি পরিষ্ফুরন্তুঃ প্রতিভাবিশেষম্ ॥ ৬ ॥

তং বস্তুতত্ত্বং নিঃশ্রুন্দমানা মহতাং কবীনাং ভারতী অলোকসামাগ্ৰম
প্রতিভাবিশেষং পরিষ্ফুরন্তুমভিব্যনক্তি । যেনাস্মিন্নতিবিচিত্রকবিপর-
ম্পরাবাহিনি সংসারে কালিদাসপ্রভৃতয়ো দ্বিত্রাঃ পঞ্চমা বা মহাকবয়
ইতি গণ্যন্তে । ইদং চাপরং প্রতীয়মানস্বার্থস্য সন্তাবসাধনং প্রমাণম্—
শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেনৈব ন বেদ্যতে ।

বেদ্যতে স তু কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞেয়ৈব কেবলম্ ॥ ৭ ॥

নহু শোকচৰ্চণাতো যদি শ্লোক উদ্ধৃতন্তংপ্রতীয়মানং বস্তু কাব্যাস্থ্যেতি কৃত
ইত্যশঙ্ক্যাহ—শোকে হীতি । করুণস্য তচচৰ্চণাগোচরায়নঃ স্থায়ীভাবঃ । শোকে
হি স্থায়ীভাবে যে বিভাভ্যভাবান্তঃসমুচিতা চিন্তবৃত্তিচৰ্চমাণায়া রস ইত্যোচিত্যাং
স্থায়িনো রসতাপত্তিরিত্যুচ্যতে । প্রাকৃষ্মসংবিদিতং পরজাহুমিতং চ চিন্তবৃত্তিজাতং
সংস্কারক্রমেণ হৃদয়সংবাদমাদধানং চৰ্চণায়ামুপযুক্ত্যতে যতঃ । নহু প্রতীয়মানরূপমায়া
তত্র বিভেদং প্রতিপাদিতং ন তু রসৈকরূপম্, অনেন চেতিহাসেন রসশ্চৈবানুভূতত্ব-
মুক্তং ভবতীত্যশঙ্ক্যভ্যুপগমেনৈবোত্তরমাহ—প্রতীয়মানস্ত চেতি । অগ্নৌ ভেদো
বস্তুলঙ্কারায়া । ভাবগ্রহণেন ব্যভিচারিণোহপি চৰ্দমাণস্য ভাবন্মাত্রাবিশ্রান্তাবপি
স্থায়িচৰ্চণাপর্য্যবসানোচিতরসপ্রতিষ্ঠায়নবাধ্যাপি প্রাণত্বং ভবতীত্যুক্তম্ । যথা—

নখং নখাগ্রেণ বিষট্টয়ন্তী বিবর্তয়ন্তী বলয়ং বিলোলম্ ।

আমল্লম্যাশিজিতনুপূরেণ পাদেন মন্দং ভুবমানিখন্তী ॥

ইত্যত্র লঙ্কারাঃ । রসভাবশব্দেদ চ তদাভাসতংপ্রশমাবপি সংগৃহীতাবেব, অবান্তর-
বৈচিত্র্যোহপি তদেকরূপত্বাং । প্রাধাণ্যাদিতি । রসপর্য্যবসানাদিত্যর্থঃ । ভাবন্মাত্রা-
বিশ্রান্তাবপি চাশ্রয়ান্ববৈলক্ষণ্যকারিভেন বস্তুলঙ্কারধ্বনৈরপি জীবিতত্বমোচিত্যা-
দুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

এমমিতিহাসমুখেন প্রতীয়মানস্য কাব্যায়ত্তাং প্রদর্শ্য স্বসংবিৎসিদ্ধমপ্যেতদিত্তি
দর্শয়তি—সরস্বতীতি । বাগ্‌রূপা ভগবত্যর্থঃ । বস্তুশব্দেনার্থশব্দং তদ্বশজেন চ বস্তু-
শব্দং ব্যাচষ্টে—নিঃশ্রুন্দমানেনিতি । দিব্যমানন্দরসং স্বয়মেব প্রস্নুবানেত্যর্থঃ । যদাহ
ভট্টনায়কঃ—

সোহর্থো যস্মাৎ কেবলং কাব্যার্থতদ্ব্যঞ্জেরেব জ্ঞায়তে । যদি চ
বাচ্যরূপ এবাসাবর্থ স্মাস্তদ্বাচ্যবাচকরূপপরিজ্ঞানাদেব তৎপ্রতীতিঃ
স্মাৎ । অথ চ বাচ্যবাচকলক্ষণমাত্রকৃতশ্রমাণাং কাব্যতদ্ব্যর্থভাবনা-
বিমুখানাং স্বরশ্ৰুত্যা দিলক্ষণমিবাহপ্রগীতানাং গান্ধর্বলক্ষণবিদামগোচর
এবাসাবর্থঃ । এবং বাচ্যব্যতিরেকিণো ব্যঙ্গ্যস্ত সন্তাবং প্রতিপাত্ত
প্রাধান্যং তস্মৈবেতি দর্শয়তি —

সোহর্থস্তদ্ব্যক্তিসামর্থ্যযোগী শব্দশ্চ কশ্চন ।

যত্নতঃ প্রত্যভিজ্ঞেয়ৌ তৌ শব্দার্থৌ মহাকবেঃ ॥ ৮ ॥

বান্ধেদুর্দ্বং এতং হি রসং যদ্বালতৃষ্ণয়া ।

তেন নাস্ত্য সমঃ স স্মাদ্ দুহতে যোগিতি হি যঃ ॥

তদাবেশেন বিনাপ্যাক্রান্ত্য হি যো যোগিভির্দুহতে । অতএব —

যং সর্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং মেরৌ স্থিতে দোক্ষরি দোহদক্ষে ।

ভাস্তি রত্নানি মহৌষধীশ্চ পৃথুপদিশ্চান্ন দুহুহ ধীরক্রীম্ ॥

ইত্যনেন সারাগ্র্যবস্তপাত্ত্বং হিমবত উক্তম্ । ‘অভিব্যনক্তি পরিস্ফুটমি’তি ।
প্রতিপত্ত্বনু প্রতি সা প্রতিভা নানুমীয়মানা, অপি তু তদাবেশেন ভাসমানেন্যর্থঃ ।
যদুক্তমস্মদুপাধ্যায়ভট্টতৌতেন — ‘নায়কস্ত কবেঃ শ্রোতুঃ সমানোহনুভবন্তত’ ইতি ।
‘প্রতিভা’ অপূর্ববস্তনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা, ভাস্মা ‘বিশেষো’ রসাবেশবৈশগসৌন্দর্য্যং
কাব্যনির্মাণক্ষমত্বম্ । যদাহ মুনিঃ — ‘কবেরত্তগতং ভাবম্’ ইতি । যেনেতি । অভি-
ব্যক্তেন স্ফুরতা প্রতিভাবিশেষণনিমিত্তেন মহাকরিষ্ণগগনেতি যাবৎ ॥ ৬ ॥

ইদং চেতি । ন কেবলং ‘প্রতীয়মানং পুনরন্তদেব’ ইত্যেতৎকারিকাসুচিতে
স্বরূপবিষয়ভেদাবেব, যাবস্তিন্নসামগ্রীবেদ্যমপি বাচ্যাতিরিক্তত্বে প্রমাণমিতি যাবৎ ।
বেদ্যত ইতি । ন তু ন বেদ্যতে, যেন ন স্মাদসাবিতি ভাবঃ । কাব্যস্ত তদ্ব্যভূতো
যোহর্থস্তস্য ভাবনা বাচ্যাতিরেকেণানবরতচর্চণা তত্র বিমুখানাম্ । স্বরাঃ ষড়্জাদয়ঃ
সপ্ত । শ্রুতির্নাম শব্দস্য বৈলক্ষণ্যমাত্রকারি যদ্রপান্তরং তৎপরিমাণা স্বরতদন্তরালো-
ভয়ভেদকল্পিতা দ্বাবিংশতিবিধা । আদিশব্দেদ জাত্যাংশকগ্রামরাগভাষাবিভাষান্তর-
ভাষাদেশী মার্গা গৃহ্যন্তে । প্রকৃষ্টং গীতং গানং যেষাং তে প্রগীতাঃ, গাতুঃ বা প্রারক-
ইত্যাদি কর্ম্মণি ক্তেঃ । প্রারন্তেণ চাত্র ফলপর্য্যন্ততা লক্ষ্যতে ॥ ৭ ॥

এবমিতি । স্বরূপভেদেন ভিন্নসামগ্রীজ্ঞেয়ত্বেন চেত্যর্থঃ । প্রত্যভিজ্ঞেয়াবিত্য-

ব্যঙ্গ্যোবহর্থস্তদ্ব্যক্তিসামর্থ্যযোগী শব্দশ্চ কশ্চন, ন শব্দমাত্রম্ ।
 তাবেব শব্দার্থোঁ মহাকবে: প্রত্যভিজ্ঞেয়ো । ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাভ্যামেব
 সুপ্রযুক্তাভ্যাং মহাকবিত্বলাভো মহাকবীনাং, ন বাচ্যবাচকরচনা-
 মাত্রেণ । ইদানীং ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকয়ো: প্রাধাত্তেহপি যদ্বাচ্যবাচকাবেব
 প্রথমমুপাদদতে কবয়স্তদপি যুক্তমেবেত্যাহ —

আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবাজ্ঞনঃ ।

তদুপায়তয়া তদ্বদর্থো বাচ্যে তদাদৃতঃ ॥ ৯ ॥

যথা আলোকার্থী সন্নপি দীপশিখায়াং যত্নবাজ্ঞনো ভবতি তদুপা-
 যতয়া । ন হি দীপশিখামন্তরেণালোকঃ সম্ভবতি । তদ্বদ্ব্যঙ্গ্যমর্থং
 প্রত্যাদৃতো জনো বাচ্যেহর্থো যত্নবান্ ভবতি । অনেন প্রতিপাদকস্ত
 কবের্ব্যঙ্গ্যমর্থং প্রতি ব্যাপারো দর্শিতঃ ।

প্রতি পাত্তস্তাপি তং দর্শয়িতুমাহ —

যথা পদার্থদ্বারেণ বাক্যার্থঃ সম্প্রতীয়তে ।

বাচ্যার্থপূর্বিকা তদ্বৎ প্রতিপত্তস্ত বস্তুনঃ ॥ ১০ ॥

হীর্থো কৃত্যঃ, সর্বো হি তথা যততে ইতীয়তা প্রাধাত্তে লোকসিদ্ধত্বং প্রমাণং উক্তম্ ।
 নিয়োগার্থেন চ কৃত্যেন শিক্ষাক্রম উক্তঃ । প্রত্যভিজ্ঞেয়শব্দেনেদমাহ —

‘কাব্যং তু জাতু জায়েত কশ্চিৎ প্রতিভাবতঃ’,

ইতি নয়েন যতপি স্বয়মশ্চৈতৎপরিষ্কুরতি, তথাপীদমিথমিতি বিশেষতো নিরূপ্যমাণং
 মহত্শাখী ভবতি যথোক্তমস্বৎপরমগুরুভি: শ্রীমদ্বৎপলপাদৈ: —

তৈস্তৈরপ্যুপযাচিতৈরূপনতস্তদ্ব্যা: স্থিতোহপ্যস্তিকৈ

কান্তো লোকসন্মান এবমপরিজ্ঞাতো ন রস্তং যথা ।

লোকশ্রেষ্ঠে তথা নবেক্ষিতগুণ: স্বাত্মাপি বিবেকরো

নৈবালং নিজবৈভবায় তদিয়ং তৎপ্রত্যভিজ্ঞোদিতা ॥ ইতি ॥

তেন জ্ঞাতস্তাপি বিশেষতো নিরূপণমহুসন্ধানান্নকমত্র প্রত্যভিজ্ঞানম্, ন তু তদেবেদ-
 মিতোভাবন্যাত্মম্ । মহাকবেরিতি । যো মহাকবিরহং ভূয়াসমিত্যাশাস্তে । এবং
 ব্যঙ্গ্যপদার্থস্ত ব্যঞ্জকস্ত শব্দস্ত চ প্রাধাত্তং বদতা ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবস্তাপি প্রাধাত্তমুক্ত-
 মিতি ধ্বনতি ধ্বন্যতে ধ্বননমিতি ত্রিতন্ত্রমভ্যুপপন্নমিত্যুক্তং ॥ ৮ ॥

যথা হি পদার্থদ্বারেণ বাক্যার্থাবগমস্তথা বাচ্যার্থপ্রতীতিপূর্বক।
ব্যঙ্গ্যস্বার্থস্ত প্রতিপত্তিঃ। ইদানীং বাচ্যার্থপ্রতীতিপূর্বকত্বেহপি
তৎপ্রতীতেব্যঙ্গ্যস্বার্থস্ত প্রাধান্যং যথা ন ব্যালুপ্যতে তথা দর্শয়তি—

স্বসামর্থ্যবশেনৈব বাক্যার্থং প্রতিপাদয়ন্।

যথা ব্যাপারনিষ্পত্তৌ পদার্থৌ ন বিভাব্যতে ॥ ১১ ॥

যথা স্বসামর্থ্যবশেনৈব বাক্যার্থং প্রকাশয়ন্নপি পদার্থৌ ব্যাপার-
নিষ্পত্তৌ ন ভাব্যতে বিভক্ততয়া।

তদ্বৎ সচেতসাং সৌহর্থৌ বাচ্যার্থবিমুখাশ্রয়ানাম্।

বুদ্ধৌ তদ্ব্যর্থদর্শিত্যাং ঝাটিতোবাবভাসতে ॥ ১২ ॥

নহু প্রথমোপাদীয়মানদ্বাদ্যচ্যাবচকতস্তাবশ্চৈব প্রাধান্যমিত্যাশঙ্ক্যোপায়ানামেব
প্রথমমুপাদানম্ ভবতীত্যভিপ্রায়েণ বিকলোৎসং প্রাধান্যে সাধ্যে হেতুরিতি দর্শয়তি
ইদানীমিত্যাদিনা। আলোকনমালোকঃ ; বনিতাবদনারবিন্দাদিবিলোকনমিত্যর্থঃ।
তত্র চোপায়ো দীপশিখা ॥ ৯ ॥

প্রতিপদিত ভাবে ক্লিপ্। 'তস্য বস্তন' ইতি ব্যাদ্যরূপশ্চ সারশ্চেতার্থঃ। অনেন
শ্লোকেনাত্যন্তসহদয়ো যো ন ভবতি তশ্চৈব ক্ষুটসংবেগ এব ক্রমঃ। যথাত্যন্তশব্দ-
বৃত্তস্তো যো ন ভবতি তস্য পদার্থবাক্যার্থক্রমঃ। কাষ্ঠাপ্রাপ্তসহদয়তাবশ্চ তু
বাক্যবৃত্তকুশলশ্চৈব সন্নপি ক্রমোহত্যন্তাহুমানাবিনাভাবশ্চ ত্যাদিবদসংবেগ ইতি
দর্শিতম্ ॥ ১০ ॥

ন ব্যালুপ্যত ইতি। প্রাধান্যাদেব তৎপৰ্যন্তানুসরণরণকত্বব্রিত্তা মধ্যে বিশান্তিঃ
ন কুর্তত ইতি ক্রমশ্চ সতোইপ্যালক্ষণং প্রাধান্যে হেতুঃ। স্বসামর্থ্যমাকাজ্জ্যযোগ্যতা-
সন্নিধয়ঃ। বিভাব্যত ইতি। বিশদেন বিভক্ততোক্কা, বিভক্ততয়া ন ভাব্যত ইত্যর্থঃ।
অনেন বিদ্যমান এব ক্রমো ন সংবেগত ইত্যুক্তম্। তেন যৎক্ষোচাভিপ্রায়েণাসম্ভেব
ক্রম ইতি ব্যাচক্ষতে তৎ প্রত্যত বিরুদ্ধমেব। বাচ্যেহর্থ্যে বিযুখো বিশ্রান্তিনিবন্ধনং
পরিতোষমলভমান আত্মা হৃদয়ং যেষামিত্যনেন সচেতসামিত্যশ্চৈবার্থোহভিব্যক্তঃ।
সহদয়ানামেব তর্হ্যয়ং মহিমান্ত, ন তু কাব্যাস্যাসৌ কশ্চিদতিশয় ইত্যশঙ্ক্যাহ—
অবভাসত ইতি। তেনাত্র বিভক্ততয়া ন ভাসতে, ন তু বাচ্যশ্চ সর্বথৈবাবভাসঃ।
অতএব তৃতীয়োক্তোক্তে ঘটপ্রদীপদৃষ্টান্তবলাদ্যপ্রতীতিকালেহপি বাচ্যপ্রতীতির-
বিঘটত ইতি যদ্বক্ষ্যতি তেন সহ্যশ্চ গ্রহশ্চ ন বিরোধঃ ১১, ১২

এবং বাচ্যব্যতিরেকিণে ব্যক্ত্যন্ত্যর্থস্ত সদ্ভাবং প্রতিপাদ্য প্রকৃত উপযোজয়াম্মহ—

যাত্রার্থঃ শব্দে বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থে ।

ব্যঙ্ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিত্তি সূরিভিঃ কথিতঃ ॥ ১৩ ॥

যত্রার্থো বাচ্যবিশেষঃ বাচকবিশেষঃ শব্দো বা তমর্থং ব্যঙ্ক্তঃ, স কাব্যবিশেষো ধ্বনিরিত্তি । অনেন বাচ্যবাচকচারুত্বহেতুভ্য উপমা-
দিভ্যোহনুপ্রাসাদিভ্যশ্চ বিভক্ত এব ধ্বনেবিষয় ইতি দর্শিতম্ । যদপ্যুক্তম্

সদ্ভাবমিতি । সদ্ভাবং সাধুভাবং প্রাধান্যং চেত্যর্থঃ । দ্বয়ং হি প্রতিপাদয়ি-
ষিতম্ । প্রকৃত ইতি লক্ষণে । উপযোজয়ন্ উপযোগং গময়ন্ । তমর্থমিতি
চায়মুপযোগঃ । স্বশব্দ আশ্রয়বাচী । স্বচ্চার্থশ্চ তৌ স্বার্থৌ তৌ গুণীকৃতৌ যাত্যাম্ ;
যথাসংস্থান ভেদার্থৌ গুণীকৃত্যাম্মা, শব্দো গুণীকৃতাভিধেয়ঃ । তমর্থমিতি । ‘সরস্বতী
স্বাহু তদর্থবস্ত’ ইতি যদুক্তম্ । ব্যঙ্ক্তঃ দ্রোতয়তঃ । ব্যঙ্ক্তঃ ইতিধিবচনেদে-
মাহ—যদপ্যবিবক্ষিতবাচ্যে শব্দ এব ব্যঙ্ক্তকস্তথাপ্যর্থস্থাপি সহকারিতা ন ক্রট্যতি,
অনুথা অজ্ঞাতার্থোহপি শব্দস্তব্যঙ্ক্তকঃ স্থাৎ । বিবক্ষিতানুপবচ্যে চ শব্দস্থাপি
সহকারিত্বং ভবত্যেব, বিশিষ্টশব্দাভিধেয়তয়া বিনা তস্যার্থস্থাব্যঙ্ক্তকত্বাদিতি সর্বত্র
শব্দার্থয়োরুভয়োরপি ধ্বননং ব্যাধারঃ । তেন যদভট্টনায়কেন দ্বিবচনং দৃষিতং
তদগ্জনিমীলিক্যৈব । অর্থঃ শব্দো বেতি তু বিকল্পাভিধানং প্রাধান্যপ্রাণেণ ।
কাব্যঞ্চ তদ্বিশেষশ্চাসৌ কাব্যস্ত বা বিশেষঃ । কাব্যগ্রহণাদ্গুণালঙ্কারোপকৃত-
শব্দার্থপৃষ্ঠপাতী ধ্বনিলক্ষণ ‘আস্মৈ’ত্বুক্তম্ । তেনৈতল্লিঙ্গবকাশং প্রত্যাখ্যাপ্তবপি
ধ্বনিব্যবহারঃ স্যাদিতি । যচ্চোক্তম্—‘চারুত্বপ্রতীতিস্তদ্বিকাব্যাস্থান্য স্থাৎ’, ইতি
তদঙ্গীকূর্ম এব । নাম্নি খল্বয়ং বিবাদ ইতি । যচ্চোক্তম্—‘চারুণঃপ্রতীতির্যদি কাব্যাস্থা
প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাদপি সা ভবতী তথা স্থাৎ’ ইতি । তত্র শব্দার্থময়কাব্যাস্থাভি-
ধানপ্রস্তাবে ক এষ প্রদঙ্গ ইতি ন কিঞ্চিদেতৎ । স ইতি । অর্থো বা শব্দো বা,
ব্যাপারো বা । অর্থোহপি বাচ্যো বা ধ্বনতীতি, শব্দোহপ্যেবম্ । ব্যক্ত্যো বা ধ্বনত
ইতি ব্যাপারো বা শব্দার্থয়োর্ধ্বননমিতি । কারিকয়া তু প্রাধান্যেন সমুদায় এব
কাব্যরূপো মুখ্যতয়া ধ্বনিরিত্তি প্রতিপাদিতম্ । বিভক্ত ইতি । গুণালঙ্কারাণাং বাচ্য-
বাচকভাবপ্রাণস্থ্যং । অস্ত চ তদন্তব্যাক্যব্যঙ্ক্তকভাবসারদ্বান্নাস্ত তেষন্তর্ভাব ইতি ।
অনন্তর ভাবো বিষয়শব্দার্থঃ । এবং তদ্ব্যতিরিক্তঃ কোহয়ং ধ্বনিরিত্তি নিরাকৃতম্ ।

‘প্রসিদ্ধপ্রস্থানাতিক্রমিণো মার্গস্থ কাব্যস্থহানেশ্বনির্নাস্তি’ ইতি, তদপ্যযুক্তম্। যতো লক্ষণকৃতামেব স কেবলং ন প্রসিদ্ধঃ, লক্ষ্যে তু পরীক্ষ্যমাণে স এব সহদয়হৃদয়াহ্লাদকারি কাব্যতত্ত্বম্। ততোহগ্ৰ-
চ্চিত্রমেবেত্যগ্রে দর্শয়িষ্ঠামঃ। যদপ্যুক্তম্—‘কামনীয়কমনতিবর্তমানস্থ
তস্যোক্তালঙ্কারাদিপ্রকারেষুস্তর্ভাবঃ’ ইতি, তদপ্যসমীচীনম্; বাচ্য-
বাচকমাত্রাশ্রয়িণি প্রস্থানে ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকসমাত্রায়েণ ব্যবস্থিতস্থ ধ্বনে:
কথমন্তর্ভাবঃ, বাচ্যবাচকচারুহহেতবো হি তস্মাদ্ভূতাঃ, স স্বঙ্গিরূপ
এবেতি প্রতিপাদয়িষ্ঠ্যমাণত্বাৎ। পরিকরশ্লোকশ্চাত্র—

ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকসম্বন্ধনিবন্ধনতয়া ধ্বনেঃ।

বাচ্যবাচকচারুহহেতুঃপাতিতা কুতঃ ॥

ননু যত্র প্রতীয়মানস্বার্থস্থ বৈশিষ্ট্যেনাপ্রতীতিঃ স নাম মা ভূদ্ ধ্বনে-
বিষয়ঃ যত্র তু প্রতীতিরস্তি, যথা—সমাসোক্ত্যাক্ষেপানুক্ৰমনিমিত্ত

লক্ষণকৃতামেবেতি। লক্ষণকারাপ্রসিদ্ধতা বিরুদ্ধো হেতুঃ, তত এব হি যত্নেন
লক্ষণীয়তা। লক্ষ্যে স্বপ্রসিদ্ধত্বমসিদ্ধো হেতুঃ। যচ্চ নৃত্যগীতাদিকল্পং, তৎ কাব্যস্থ
ন কিঞ্চিৎ। চিত্রমিতি। বিষয়কৃতবৃত্তাদিবশাৎ, ন তু সহদয়াভিলষণীয়চমৎকার-
সারসনিঃশব্দময়মিত্যর্থঃ। কাব্যানুকরিৎত্বাচ্চ চিত্রম্, আলেখ্যমাত্রত্বাচ্চ, কলামাত্র-
ত্বাচ্চ। অগ্র ইতি।

প্রধানগুণভাবাভ্যাং ব্যঙ্গ্যশৈবং ব্যবস্থিতম্।

দ্বিধা কাব্যং ততোহগ্ৰগুণচ্চিত্রমভিধীয়তে ॥

ইতি তৃতীয়োদ্যোতো বক্ষ্যতি। গরিকরার্থং কারিকার্থস্বাধিকাবাপং কন্তুং শ্লোকঃ
পরিকরশ্লোকঃ। যত্রেতলঙ্কারে। বৈশিষ্ট্যেনেতি। চারুত্বা স্মৃতিতয়া চেত্যর্থঃ।
অভিহিতমিতি ভূতপ্রয়োগ আদৌ ব্যঙ্ক্ত ইত্যগ্ৰ ব্যাখ্যাতত্বাৎ। গুণীকৃতাস্থেতি।
আস্থেত্যনেন স্বশব্দস্বার্থো ব্যাখ্যাতঃ। ন চৈতদিতি। ব্যঙ্গ্যস্ত প্রাধান্যম্। প্রাধান্যং
চ যতপি স্তম্ভো ন চকাস্তি, ‘বুদ্ধো তদ্ব্যবভাসিতাম্’ ইতি নয়েনাখণ্ডচর্কণাবিশ্রান্তে,
তথাপি বিবেচকৈর্জীবিতাহেষণে ক্রিয়মাণে যদা ব্যঙ্গ্যার্থঃ পুনরপি বাচ্যমেবানু-
প্রাণয়ন্তাস্তে তদা তদ্রূপকরণত্বাদেব তস্থালঙ্কারতা। ততো বাচ্যাদেব তদ্রূপকৃত-
চমৎকারলাভ ইতি। যতপি পর্যায়ে রসধ্বনিরাস্তি, তথাপি মধ্যাক্ষানিবিষ্টোহসৌ

বিশেষোক্তিপর্যায়োক্তাপক্ষুতিদীপকসঙ্করালঙ্কারাদৌ, তত্র ধ্বনেনন্ত-
র্ভাবো ভবিষ্যতীত্যাদি নিরাকর্তৃমভিহিতম্—‘উপসর্জনীকৃতস্বার্থে’
ইতি । অর্থো গুণীকৃতান্না, গুণীকৃতাবিধেয়ঃ শব্দো বা যত্রার্থান্তরমভি-
ব্যানক্তি স ধ্বনিরिति । তেষু কথং তস্মাস্তর্ভাবঃ । ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্তে হি
ধ্বনিঃ । ন চৈতৎ সমাসোক্ত্যাদিষন্তি । সমাসোক্তৌ তাবৎ—

উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং

তথা গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্ ।

যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া

পুরোহপি রাগাদগলিতং ন লক্ষিতম্ ॥

ব্যঙ্গ্যার্থে ন রসোন্মুখী ভবতি ; স্বাতন্ত্র্যেণাপি তু বাচ্যমেবার্থং সংস্কর্তুং ধাবতীতি
গুণীভূতব্যক্ত্যতোক্তা সমাসোক্তাবিতি ।

যত্রোক্তৌ গম্যতেইচ্ছোইর্থস্তৎসমানৈর্বিশেষণৈঃ ।

স। সমাসোক্তিরুদিতা সংক্ষিপ্তার্থতয়া বুধৈঃ ॥

ইত্যত্র সমাসোক্তের্লক্ষণস্বরূপং হেতুর্নাম তন্নির্বচনমিতি পাদচতুষ্টয়েন ক্রমাহুক্তম্ ।
উপোঢ়ো রাগঃ সাক্ষ্যোইকুণিমা প্রেম চ যেন । বিলোলাস্তারকা জ্যোতীংষি নেত্র-
ত্রিভাগাশ্চ যত্র । তথ্যেতি ঝটিত্যেব প্রেমরভসেন চ । গৃহীতমাতাসিতং পরিচৃষিতু-
মাক্রান্তং চ । নিশায়া মুখং প্রারম্ভো বদনকোকনদং চেতি । যথ্যেতি । ঝটিতিগ্রহণেন
প্রেমরভসেন চ । তিমিরং চাংশুকাশ্চ সূক্ষ্মাংশবস্তিমিরাংশুকং রশ্মিশবলীকৃতং তমঃ-
পটলং, তিমিরাংশুকং নীলজালিকা নবোঢ়াপ্রোঢ়বধূচিতা । রাগাদ্রক্তত্বাং সন্ধ্যা-
কৃতাদনন্তরং প্রেমরূপাচ্চ হেতোঃ পুরোহপি পূর্বক্কাং দিশি অগ্রে চ । গলিতং
প্রশান্তং পতিতং চ । রাজ্য্য করণভূতয়া সমস্তং মিশ্রিতম্, উপলক্ষণত্বেন বা । ন
লক্ষিতং রাজ্য্যপ্রারম্ভোইসাবিতি ন জ্ঞাতম্, তিমিরসংবলিতাংশুদর্শনে হি রাজ্য্যমুখ-
মিতি লোকেন লক্ষ্যতে ন তু ক্ষুট আলোকে । নায়িকাপক্ষে তু তয়েতি কর্তৃপদম্ ।
রাজ্য্যপক্ষে তু অপিশব্দো লক্ষিতমিত্যুত্থানন্তরঃ । অত্র চ নায়কেন পশ্চাদাতেন
চুষ্মনোপক্রমে পুরো নীলাংশুকস্ত গলনং পতনম্ । যদি বা ‘পুরোইগ্রে নায়কেন
তথা গৃহীতং মুখমিতি সঙ্কল্পঃ । তেনাত্র ব্যঙ্গ্যে প্রতীতেইপি ন প্রাধান্তম্ । তথা
হি নায়কব্যবহারো নিশাশশিনাবেব শৃঙ্গারবিভাবরূপৌ সংস্কুরীণোইলঙ্কারতাং

ইত্যাদৌ ব্যঙ্গ্যেনানুগতং বাচ্যমেব প্রাধান্যেন প্রতীয়তে সমারোপিত
নায়িকানায়কব্যবহারয়োনিশাশশিনোরব বাক্যার্থত্বাৎ । আক্ষেপেহপি
ব্যঙ্গ্যবিশেষাক্ষেপিণোহপি বাচ্যস্ট্রৈব চারুত্বং প্রাধান্যেন বাক্যার্থ
আক্ষেপোক্তিসামর্থ্যাদেব জায়তে । তথা হি—তত্র শব্দোপারুঢ়ো

ভজতে, ততস্ত বাচ্যাধিভাবীভূতাদ্রসনিঃশ্বন্দঃ । যন্ত বাচ্যে—‘তয়া নিশ্যেতি
কর্তৃপদং, ন চাচেতনান্নাঃ কর্তৃত্বমুপপন্নমিতি শব্দেনৈবাত্র নায়কব্যবহার উন্নীতোহ-
ভিধেয় এব, ন ব্যঙ্গ্য ইত্যত এব সমাসোক্তিঃ’ ইতি । স প্রকৃতমেব গ্রন্থার্থমত-
জঙ্গ্যেনানুগতমিতি । একদেশবিবর্তি । চেৎ কপকং স্থাৎ, ‘রাজহংসৈরবীজন্ত
শরদৈব সরোনূপাঃ’ ইতিবৎ, ন তু সমাসোক্তিঃ, তুল্যবিশেষণাত্বাৎ । গম্যত
ইতি চানেনাভিধাব্যাপারনিরাসাদিত্যলম্বান্তরং বহন । নায়িকায়্য নায়কে যো
ব্যবহারঃ স নিশায়াঃ সমারোপিতঃ ; নায়িকায়্য নায়কস্ত যো ব্যবহারঃ স শশিনি
সমারোপিত ইতি ব্যাখ্যানে নৈকশেষপ্রসঙ্গঃ । আপেক্ষ ইতি ।

প্রতিষেধ ইবেষ্টস্ত যো বিশেষাভিধিংসয়া ।

বক্ষ্যমাণোক্তবিষয়ঃ স আক্ষেপো দ্বিধা মতঃ ॥

তত্রাত্তৌ যথা—অহং হ্যং যদি নেক্ষয় ক্ষণমপ্যুৎস্রুকা ততঃ ।

ইয়দেবাস্ততোহন্তেন কিমুক্তেনাপ্রিয়ং তে ॥

ইতি বক্ষ্যমাণমরণবিষয়ো নিষেধাত্মাক্ষেপঃ । তত্রৈয়দস্তিত্যেতদেবাত্র ম্রিয়ে
ইত্যাক্ষিপৎ সচচারুত্বনিবন্ধনমিত্যাক্ষেপোণাক্ষেপকমলঙ্কৃতং সৎ প্রধানম্ । উক্তবিষয়স্ত
যথা মমৈব—

ভো ভোঃ কিং কিমকাণ্ড এব পতিতস্তঃ পাস্থ কাছা গতিঃ

তত্তাদৃকৃতিতস্ত মে খলমতিঃ সোহং জলং গৃহতে ।

অস্থানোপনতামকালস্থলতাং তৃফাং প্রতি ক্রূধ্য ভোঃ

ত্রৈলোক্যপ্রথিতপ্রভাবমহিমা মার্গঃ পুনর্গারবঃ ॥

অত্র কশ্চিং সেবকঃ প্রাপ্তঃ প্রাপ্তব্যমত্মাৎ কিমিতি ন লভ ইতি প্রত্যাশাবিশস্তমান-
জদয়ঃ কেনচিদমুনাক্ষেপেণ প্রতিবোধ্যতে । তত্রাক্ষেপেণ নিষেধরূপেণ বাচ্যস্ট্রৈ-
বাসংপুরুষসেবাতর্কেফল্যতৎকৃতোদেগাশ্বনঃ শান্তরসস্থায়ীভূতিনির্বেদবিভাবরূপতয়া
চমৎকৃতিদায়িত্বম্ । বামনস্ত তু ‘উপমানাক্ষেপ’ ইত্যাক্ষেপলক্ষণম্ । উপমানস্ত
চন্দ্রাদেবাক্ষেপঃ ; অশ্বিনু সতি কিং ত্রয়া কৃত্যমিতি ; যথা—

বিশেষাভিধানেচ্ছয়া প্রতিষেধরূপো য আক্ষেপঃ স এব ব্যাক্য-
বিশেষমাক্ষিপনুখ্যং কাব্যশরীরম্। চারুদ্বোৎকর্ষনিবন্ধনা হি বাচ্য-
ব্যাক্যয়োঃ প্রাধান্যবিবক্ষা। যথা —

অনুরাগবতী সন্ধ্যা দিবসস্তৎপুরঃসরঃ।

অহো দৈবগতিঃ কীদৃক্তথাপি ন সমাগমঃ ॥

অত্র সত্যামপি ব্যাক্যপ্রতীতো বাচ্যশ্চৈব চারুদ্ব্যমুৎকর্ষবদিতি তশ্চৈব
প্রাধান্যবিবক্ষা।

তস্তাস্তনুধমন্তি সৌম্যস্বভগং কিং পার্শ্বগেনেন্দ্রনা

সৌন্দর্য্যস্ত পদং দৃশৌ যদি চ তৈঃ কিং নাম নীলোৎপলৈঃ।

কিং বা কোমলকান্তিভিঃ কিশলয়ৈঃ সত্যেব তত্রাধরে

হী ধাতুঃ পুনরুক্তবস্তুরচনারস্তেষপূর্ব্বো গ্রহঃ ॥

অত্র ব্যাক্যোৎপাদ্যমর্থো বাচ্যশ্চৈবোপস্কৃতে। কিং তেন কৃত্যমিতি স্বপহস্তনাক্রপ
আক্ষেপো বাচ্য এব চমৎকারকারণম্। যদি বোপমানস্যাক্ষেপঃ সামর্থ্যাদাকর্ষণম্।
যথা —

ঐন্দ্রং ধনুঃ পাণ্ডুপয়োধরণে শরদ্ধানার্দ্দনথক্ষতাভম্।

প্রসাদয়ন্তী সকলঙ্ঘমিন্দুং তাপং রবেত্তভ্যধিকং চকার ॥

ইত্যত্রৈবাকলুষিতনায়কান্তরমুপমানমাক্ষিপ্তমপি বাচ্যার্থমেবালঙ্করোতীত্যেধা তু
সমাসোক্তিবেব। তদাহ—চারুদ্বোৎকর্ষেতি। অত্রৈব প্রসিদ্ধং দৃষ্টান্তমাহ—অনু-
রাগবতীতি। তেনাক্ষেপপ্রমেয়সমর্থনমেবাপরিশমাপ্তমিতি মন্তব্যম্। তত্রোদাহরণেন
সমাসোক্তিল্পোকঃ পঠিতঃ। অহো দৈবগতিরিতি। গুরুপারতন্ত্রাদিনিমিত্তোৎসমাগম
ইত্যর্থঃ। তশ্চৈবেতি। বাচ্যশ্চৈবেতি যাবৎ। বায়নাতিপ্রায়েণায়মাক্ষেপঃ,
ভামহাভিপ্রায়েণ তু সমাসোক্তিরিত্যমুমাশয়ং হৃদয়ে গৃহীত্বা সমাসোক্ত্যাক্ষেপয়োঃ
যুক্ত্যেদমেকমেবোদাহরণং ব্যতরদ্ গ্রহকৃত্যং। এষাপি সমাসোক্তিবিস্তারিত অক্ষেপো বা,
কিমেনোন্মাকম্। সর্ব্বথালঙ্কারেষু ব্যাক্যং বাচ্যে গুণীভবতীতি নঃ সাধ্যমিত্যত্রো-
শনোৎত্র গ্রন্থেইন্দ্রদুর্গভির্নিরূপিতঃ।

এবং প্রাধান্যবিবক্ষায়াং দৃষ্টান্তমুক্তা ব্যাপদেশোইপি প্রাধান্যকৃত এব ভবতীত্যত্র
দৃষ্টান্তং স্বপরপ্রসিদ্ধমাহ—যথা চৈতি। উপমায়া ইতি। উপমানোপমেয়ভাবশ্চেত্যর্থঃ।
‘তয়েত্য়পময়া। দীপকে হি ‘আদিমধ্যান্তবিষয়ং ত্রিধা দীপকমিচ্ছতে’ ইতি লক্ষণম্।

যথা চ দীপকাপহু ত্যাদৌ ব্যঙ্গ্যস্বেনোপমায়াঃ প্রতীতাবপি প্রাধাত্তেনা-
বিবক্ষিতত্বান্ন তয়া ব্যপদেশস্তদ্বদ্রাপি দ্রষ্টব্যম্ । অনুক্তনিমিত্তায়া-
মপি বিশেষোক্তৌ—

আহুতোহপি সহায়ৈঃ ওমিত্যুক্তা বিমুক্তনিদ্রোহপি ।

গন্তমনা অপি পথিকঃ সংকোচং নৈব শিথিলয়তি ॥

ইত্যাদৌ ব্যঙ্গ্যস্ত প্রকরণসামর্থ্যাৎ প্রতীতিমাত্রম্ । ন তু তৎপ্রতীতি-

মণিঃ শাণোল্লীচঃ সমরবিজয়ী হেতিদলিতঃ

কলাশেষশব্দঃ স্রবতমুদিতা বালললনা ।

মদক্ষীণো নাগঃ শরদি সরিদাঙ্গানপুলিনা

তনিম্না শোভন্তে গলিতবিভবাংচার্থিযু জনাঃ ।

ইত্যত্র দীপনকৃতমেব চারুয়ম্ । ‘অপহুতিরভীষ্টস্ত কিঞ্চিদন্তর্গতোপমা’ ইতি ।
ভদ্রাপহুত্বৈব শোভা । যথা—

নেয়ং বিরৌতি ভৃঙ্গালী মদেন মুখরা মুহুঃ ।

অয়মাকৃশ্যমাণস্য কন্দর্পধনুষো ধ্বনিঃ ॥ ইতি ॥

এবমাক্ষেপং বিচার্যোদ্যদেদ্রাক্ষমেণৈব প্রমেয়ান্তরমাহ— অনুক্তনিমিত্তায়ামিতি ।

একদেশস্য বিগমে যা গুণান্তরসংস্কৃতিঃ ।

বিশেষপ্রথনায়াদৌ বিশেষোক্তিরিতি স্মৃতা ।

যথা— স একস্ত্রীণি জয়তি জগতি কুহুমায়ুধঃ ।

হরতাপি তনুং যস্য শত্ৰুনা ন হতং বলম্ ॥

ইয়ং চাচিন্ত্যনিমিত্তেতি নাস্ত্যাং ব্যঙ্গ্যস্ত সন্ডাবঃ । উক্তনিমিত্তায়ামপি বস্ত-
স্বভাবমাত্রেষু পর্য্যবসানমিতি তত্রাপি ন ব্যঙ্গ্যসন্ডাবশঙ্কা । যথা—

কর্পূর ইব দন্ধোহপি শক্তিমান্ যো জনে জনে ।

নমোহস্তবার্যবীর্ষায় তস্মৈ কুহুমধ্বনে ॥

তেন প্রকারদ্বয়মবধীর্ষ্য তৃতীয়ং প্রকারমাশঙ্কতে— অনুক্তনিমিত্তায়ামপীতি ।
ব্যঙ্গ্যশ্চেতি । শীতকৃতা খল্লার্জিরত্র নিমিত্তমিতি ভট্টোদ্রুটঃ, তদভিপ্রায়েণাহ—নত্বত্র
কাচিচ্চারুহনিষ্পত্তিরিতি । যত্তু রসিকৈরপি নিমিত্তং কল্পিতম্—‘কান্তাসমাগমে
গমনাদপি লঘুতরমুপায়ং স্বপ্নং মগ্নমানো নিদ্রাগমবুদ্ধ্যা সংকোচং নাত্যজং’ ইতি
তদপি নিমিত্তং চারুত্বহেতুতয়া নালঙ্কারবিভিঃ কল্পিতম্, অপি তু বিশেষোক্তিভাগ

নিমিত্তা কাচিচ্চারুহনিষ্পত্তিরিতি ন প্রাধাত্মম্। পর্যায়োক্তেহপি যদি প্রাধাত্মেন ব্যঙ্গ্যত্বং তদ্বত্বং নাম তস্য ধনাবন্তুর্ভাবঃ। ন তু ধনে-
স্তত্রান্তুর্ভাবঃ, তস্য মহাবিষয়ত্বেনাঙ্গিহেন চ প্রতিপাদয়িত্বমাণত্বাৎ।
ন পুনঃ পর্যায়োক্তে ভামহোদাহৃতসদৃশে ব্যঙ্গ্যশ্চৈব প্রাধাত্মম্।

বাচ্যস্য তত্রোপসর্জনভাবেনাববিক্ষিতত্বাৎ। অপহুতিদীপকয়োঃ

এব ন শিথিলয়তীত্যেবম্বুতোহভিব্যাজ্যমাননিমিত্তোপকৃতশ্চারুহেতুঃ। অতথা তু
বিশেষোক্তিবেবেয়ং ন ভবেৎ। এবমভিপ্রায়দ্বয়মপি সাধারণোক্ত্যা গ্রন্থকন্যারূপদ্বয়
দ্বৌস্তটেনৈবাবিপ্রায়েণ গ্রন্থো ব্যবস্থিত ইতি মন্তব্যম্। পর্যায়োক্তেহপীতি।

পর্যায়োক্তং যদন্তেন প্রকারেণাভিধীয়তে।

বাচ্যবাচকবৃত্তিভ্যাং শৃণুত্বেনাবগমায়না ॥

ইতি লক্ষণম্। যথা—

শক্বেদদৃষ্টেচ্ছাস্ত মূনেক্ষংপথগামিনঃ।

রামস্থানেন ধর্ম্মা দেশিতা ধর্ম্মদেশনা ॥ ইতি ॥

অত্র ভীষ্মস্য ভার্গবপ্রভাবাভিভাবী প্রভাব ইতি যত্নপি প্রতীয়তে, তথাপি
তৎসহায়েন দেশিতা ধর্ম্মদেশনেত্যাভিধীয়মানেনৈব কাব্যার্থোৎলঙ্কৃতঃ। অতএব
পর্যায়েণ প্রকারান্তরেণাবগমায়না ব্যঙ্গ্যেনোপলক্ষিতং যদ্যদভিধীয়তে তদভিধীয়-
মানমুক্তমেব সৎ পর্যায়োক্তমিত্যাভিধীয়ত ইতি লক্ষণপদম্, পর্যায়োক্তমিতি লক্ষ্য-
পদম্, অর্থালঙ্কারত্বং সামান্যলক্ষণং চেতি সর্বং যুক্ত্যতে। যদি ত্বেভিধীয়ত ইত্যস্য
বলাদ্যাব্যয়ানমভিধীয়তে প্রতীয়তে প্রধানতয়েতি, উদাহরণং চ ‘ভম ধম্মিঅ’ ইত্যাদি,
তদালঙ্কারত্বমেব দূরে সম্পন্নমায়ত্তায়াং পর্য্যবসানাৎ। তদা চালঙ্কারমধ্যে গণনা
ন কার্য্যা। ভেদান্তরাণি চাস্ত বস্তুব্যানি। তদাহ— যদি প্রাধাত্মেনেতি, ধনাবিতি।
আত্মগতভাবাদগ্নৈবাসৌ নালঙ্কারঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তত্রোতি। যাদৃশোৎলঙ্কারত্বেন
বিবক্ষিতস্তাদৃশে ধ্বনির্নাত্তর্ভবতি, ন তাদৃগন্ত্যাভিধ্বনিরুক্তঃ। ধ্বনির্হি মহাবিষয়ঃ
সর্বত্র ভাবাদ্যাপকঃ সমস্তপ্রতিষ্ঠাহানত্বাচ্চাদী। ন চালঙ্কারো ব্যাপকোহিচ্ছালঙ্কার-
বৎ। ন চাদী, অলঙ্কার্যত্বত্বত্বাৎ। অথ ব্যাপকত্বাদিত্তে তস্যোপগম্যোতে, তজ্জাতে
চালঙ্কারতা, তর্হ্যস্বয়ং এবায়মবলম্ব্যতে কেবলং মাৎসর্য্যগ্রহাৎ পর্যায়োক্তবাচেতি
ভাবঃ। ন চেয়দপি প্রাক্তনৈর্দৃষ্টমপি ত্বন্ত্যাভিরেবোন্নীলিতমিতি দর্শয়তি—ন
পুনরিতি। ভামহস্য যাদৃক্ তদীয়ং রূপমভিধীয়তম্ তাদৃগুদাহরণেন দর্শিতম্। তত্রাপি

পুনর্বাচ্যস্ত প্রাধান্যং ব্যঙ্গ্যস্ত চানুযায়িকং প্রসিদ্ধমেব। সঙ্করালঙ্কারেহপি
যদালাংকারোহলঙ্কারান্তরচ্ছায়ামনুগৃহ্ণাতি, তদা ব্যঙ্গ্যস্ত প্রাধান্যে-
নাবিবক্ষিতত্বান্ন ধ্বনিবিষয়ত্বম্। অলঙ্কারদ্বয়সম্ভাবনায়াং তু বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ

নৈব ব্যঙ্গ্যস্ত প্রাধান্যম্ চাক্রুত্বাহেতুত্বাৎ। তেন তদনুসারিতয়া তৎসদৃশং যদ্বদা-
হরণান্তরমপি কল্প্যতে তত্র নৈব ব্যঙ্গ্যস্ত প্রাধান্যমিতি সঙ্গতিঃ।

যদি তু তদ্বক্তৃমুদাহরণমনাদৃত্য ‘ভম ধম্মিঅ’ ইত্যাদ্যাদ্বিত্ত্বয়তে তদস্বচ্ছিত্ত্বতৈব।
কেবলং তু নয়মনবলম্ব্যাপশ্রবণেনান্নসংস্কার ইত্যনার্য্যচেষ্টিতম্। যদাহরৈতিহাসিকাঃ
—‘অবজ্ঞাপ্যাবচ্ছাণ শৃণ্নন্নরকমৃচ্ছতি’ ইতি। ভামহেন হ্যাদাহতম—

‘গৃহেধধ্বহ বা নান্নং ভুঞ্জেহে যদধীতিনঃ।

বিপ্রা ন ভুঞ্জতে’ ইতি

এতদ্ধি ভগবদ্বাস্তদেববচনং পর্যায়েণ রসদানং নিষেধতি। যৎ স এবাহ—
‘তচ্চ রসদাননিবৃত্তয়ে’ ইতি। ন চাস্ত রসদাননিষেধস্ত ব্যঙ্গ্যস্ত কিঞ্চিচ্চাক্রমন্তি
যেন প্রাধান্যং শঙ্ক্যেত। অপি তু তদ্ব্যক্ত্যোপোদ্বলিতং বিপ্রভোজনে ন বিনা যন্ন
ভোজনং তদেবোক্তপ্রকারেণ পর্যায্যোক্তং সৎ প্রাকরণিকং ভোজনার্থমলঙ্করতে।
ন হস্ত নির্বিধং ভোজনং ভবত্বিতি বিবক্ষিতমিতি পর্যায্যোক্তমলঙ্কার এবেতি
চিরন্তনানামভিমত ইতি তাৎপর্যম্। অপহুতিদীপকয়ো রিতি। এতৎ পূর্বমেব
নির্ণীতম্। অতএবাহ—প্রসিদ্ধমিতি। প্রতীতং প্রসাধিতং প্রামাণিকং চেত্যর্থঃ।
পূর্বং চৈতদ্ব্যপমাণ্যাদিবাণ্যদেবভোজনমেব তদ্যথা ন ভবতীত্যমুয়া ছায়য়া দৃষ্টান্ত-
তদ্ব্যক্ত্যপ্যুদ্দেশক্রমপূরণায় গ্রন্থশয্যাং যোজয়িত্ব পুনরপ্যুক্তং ‘ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যপ্রাধান্য
ধ্বনিরি’তি। ছায়াপ্তরেণ বস্তু পুনরেকমেবোপমায়া এব ব্যঙ্গ্যত্বেন ধ্বনিত্বাশঙ্কনাং।
যন্তু বিবরণকৃত্য—দীপকস্ত সর্বত্রোপমান্যয়ো নাস্তীতি বহুনোদাহরণপ্রপঞ্চে ন
বিচারিতবাংস্তদনুপযোগি নিঃসারং সুপ্রতিক্ষেপকং।

মদো জনয়তি প্রীতিং সানঙ্গং মানভগ্ননম্।

স প্রিয়াসঙ্গমোৎকর্ষণং সাসহাং মনসঃ শুচম্ ॥ ইতি ॥

অত্রাপ্যুত্তরোত্তরজন্তুত্বেপ্যুপমানোপমেয়ভাবস্ত স্বকল্পত্বাৎ। ন হি ক্রমিকাণাং
নোপমানোপমেয়ভাবঃ। তথাহি—

রাম ইব দশরথোহভুদদশরথ ইব রঘুরজোহপি রঘুসদৃশঃ।

অজ ইব দিলীপবংশশিচত্রং রামস্ত কীর্তিরিয়ম্ ॥

সমং প্রাধান্যম্। অথ বাচ্যোপসর্জনীভাবেন ব্যাক্যস্য তত্রাবস্থানং
তদা সোহপি ধ্বনিবিষয়োহস্ত, ন তু স এব ধ্বনিরিত্তি বক্তুং শক্যম্,
পর্যায়োক্তনির্দিষ্টয়ায়াং। অপি চ সঙ্করালঙ্কারেহপি চ কচিৎ

ইতি ন ন ভবতি। তস্মাৎ ক্রমিকত্বং সমং বা প্রাকরণিকত্বমুপমাং নিরুদ্ধ্বীতি
কোংয়ং ত্রাস ইত্যলং গর্দভীদোহানুবর্তনেন। সঙ্করালঙ্কারেহপীতি।

বিরুদ্ধালংক্রিয়োল্লেখো সমং তদ্বৃ্তাসম্ভবে।

একস্য চ গ্রহে স্তায়দোষাভাবে চ সঙ্করঃ ॥

ইতি লক্ষণাদেকঃ প্রকারঃ। যথা মমৈব—

শশিবদনা সিতসরসিজনয়না সিতকুন্দদশনপংক্তিরিয়ম্।

গগনজলস্থলসম্ভবহৃদাকারা কৃতা বিধিনা ॥ ইতি ॥

অত্র শশী বদনমস্তাঃ তদ্বদা বদনমস্তা ইতি রূপকোপমোল্লেখাদ্ যুগপদ্ দ্ব্যাসম্ভবাদেক-
তরপক্ষতাগগ্রহণে প্রমাণাভাবাৎ সঙ্কর ইতি ব্যাক্যবাচ্যতায়্যা এবানিচ্চয়াৎ কা
ধ্বনিসম্ভবনা। যোহপি দ্বিতীয়ঃ প্রকারঃ— শব্দার্থালঙ্কারাণামেকত্রভাব ইতি তত্রাপি
প্রতীয়মানস্য কা শব্দা। যথা—অর অরমিব প্রিয়ং রময়সে যমালিঙ্গনাং ইতি।
অত্রৈব যমকমুপমা চ। তৃতীয়ঃ প্রকারঃ—যত্রৈকত্র বাক্যাংশেহনেকোংর্থালঙ্কারস্ত-
ত্রাপি দ্বয়োঃ সাম্যাৎ কস্য ব্যাক্যতা যথা—

তুল্যোদয়াবসানস্বাদ্ গতেহস্তং প্রতি ভাষতি।

বাসায় বাসরঃ ক্লান্তো বিশতীব তমো গুহাম্ ॥ ইতি ॥

অত্র হি স্বামিবিপত্তিসমুচিততত্রতগ্রহণেবাকিকুলপুত্রকরুণগণযেকদেশবিবর্তিরূপকং
দর্শয়তি। উৎপ্রেক্ষা চেবশব্দেনোক্তা। তদিদং প্রকারদ্বয়মুক্তম্।

শব্দার্থবর্ত্যলঙ্কারা বাক্য একত্রবর্তিনঃ।

সঙ্করশৈকবাক্যাংশপ্রবেশাদ্ভাষীয়তে ॥ ইতি চ।

চতুর্থস্ত প্রকারঃ যত্রানুগ্রাহানুগ্রাহকভাবোংলঙ্কারাণাম্। যথা—

প্রবাতনীলোংপলনির্বিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্য।

তয়া গৃহীতং হু যুগাঙ্গনাভাস্ততো গৃহীতং হু যুগাঙ্গনাভিঃ ॥

অত্র যুগাঙ্গনাবলোকনেন তদবলোকনস্তোপয়া যদপি ব্যাক্য, তথাপি বাচ্যস্য সা
সন্দেহালঙ্কারস্তাভ্যুতানকারিণীহেনানুগ্রাহকত্বাদ্ গুণীভূতা, অনুগ্রাহত্বেন হি সন্দেহে
পর্যবসানম্। যথোক্তম্—

পরস্পরোপকারেণ যত্রালঙ্কৃতঃ স্থিতাঃ ।

স্বাতন্ত্র্যেণান্নলাভং নো লভন্তে সোইপি সঙ্করঃ ॥

তদাহ—যদালঙ্কার ইত্যাদি। এবং চতুর্থেইপি প্রকারে ধ্বনিতা নিরাকৃত্য। মধ্যময়োস্ত ব্যঙ্গ্যসম্ভাবনৈব নাস্তীত্যুক্তম্। আত্মে তু প্রকারে ‘শশিবদনে’-ত্যাচ্য-দাহতে কথঞ্চিদস্তি সম্ভাবনেত্যাশঙ্ক্য নিরাকরোতি—অলঙ্কারদ্বয়েতি। সমমিতি। দ্বয়োরপ্যান্দোল্যমান্বাদিতি ভাবঃ। নহু যত্র ব্যঙ্গ্যমেব প্রাধাণ্যেন ভাতি তত্র কিং কর্তব্যম্। যথা—

হোই গ গুণাগুরাও খলাগং ণবরং পসিদ্ধিসরণাগম্।

কির পহিগুসই সসিমগং চন্দেণ পিআমুহে দিট্টে ॥

অত্রার্থান্তরতাসম্ভাবদ্বাচ্যেভাভাতি, ব্যতিরেকাপহুতী তু ব্যঙ্গ্যদ্বেন প্রধানতয়ে ত্যভিপ্রায়েণাশঙ্কতে—অথেনি। তত্রোত্তরম্—তদা সোইপীতি। সঙ্করালঙ্কার এবাং ন ভবতি, অপি স্বলঙ্কারধ্বনিমায়ং ধ্বনের্দ্বিতীয়ো ভেদঃ। যচ্চ পর্যায়োক্তে নিকৃপিতং তং সর্বমত্রাপ্যনুসরণীয়ম্। অথ সর্বেষু সঙ্করপ্রভেদেষু ব্যঙ্গ্যসম্ভাবনানিরাসপ্রকারং সাধারণমাহ—অপি চেতি। ‘কচিদপি সঙ্করালঙ্কারে চে’তি সম্বন্ধঃ সর্বভেদভিন্ন ইত্যর্থঃ। সঙ্কীর্ততা হি মিশ্রং লোলীভাবঃ, তত্র কথমেকশ্চ প্রাধাণ্যং ক্ষীরজলবৎ।

অধিকারাদপেতস্য বস্তুনোংগস্য যা স্ততিঃ।

অপ্রস্তুতপ্রশংসা সা ত্রিবিধা পরিকীর্তিতা ॥

অপ্রস্তুতস্য বর্ণনং প্রস্তুতাক্ষেপিণ ইত্যর্থঃ। স চাক্ষেপত্রিবিধো ভবতি—সামান্য-বিশেষভাবাং, নিমিত্তনিমিত্তিভাবাং, সাক্ষ্যপাচ্চ। তত্র প্রথমে প্রকারদ্বয়ে প্রস্তুতা-প্রস্তুতস্বোক্তল্যমেব প্রাধাণ্যমিতি প্রতিজ্ঞাং করোতি—অপ্রস্তুতেত্যাদিনা প্রাধাণ্য-মিত্যন্তেন। তত্র সামান্যবিশেষভাবেইপি দ্বয়ী গতিঃ—সামান্যমপ্রাকরণিকং শব্দে-নোচ্যতে, গম্যতে তু প্রাকরণিকো বিশেষঃ স একঃ প্রকারঃ। যথা—

অহো সংসারনৈঘূর্গ্যমহো দৌরাভ্যামাপদাম্।

অহো নিসর্গজিহ্মশ্চ দুঃস্বপ্না গত্যো বিধেঃ ॥

অত্র দৈবপ্রাধাণ্যং সর্বত্র সামান্যরূপমপ্রস্তুতং বর্ণিতং সৎ প্রকৃতে বস্তুনি কাপি বিনষ্টে বিশেষান্ননি পর্যবস্তুতি। তত্রোপি বিশেষাংশস্য সামান্যেন ব্যাণ্ডহাং ব্যঙ্গ্যবিশেষ-বদ্বাচ্যাসামান্যশ্চাপি প্রাধাণ্যম্, ন হি সামান্যবিশেষয়োয়ুগপৎ প্রাধাণ্যং বিরূধ্যতে। তদা তু বিশেষোইপ্রাকরণিকঃ প্রাকরণিকং সামান্যমাক্ষিপতি তদা দ্বিতীয়ঃ প্রকারঃ। যথা—

সঙ্করোক্তিরেব ধ্বনিসম্ভাবনাং নিরাকরোতি । অপ্রস্তুতপ্রশংসায়ামপি যদা সামান্যবিশেষভাবান্নিমিত্তনিমিত্তিভাবাদ্ভা অভিধীয়মানস্তা প্রস্তুতস্ত প্রতীয়মানেন প্রস্তুতেনাভিসম্বন্ধঃ তদাভিধীয়মানপ্রতীয়মানয়োঃ সমমেব প্রাধাত্তম্ । যদা তাবৎ সামান্যস্তাপ্রস্তুতস্তাভিধীয়মানস্ত প্রাকরণিকেন বিশেষেণ প্রতীয়মানেন সম্বন্ধস্তদা বিশেষপ্রতীতো

এতত্ত্বস্ত মুখাংকিয়ংকমলিনীপত্রে কণং পাথসো

যম্মুক্তামগিরিতামংস্ত স জড়ঃ শূন্যং যদম্মাদপি ।

অঙ্গুলাগ্রলঘুক্ৰিয়াপ্রবিলম্বিত্তাদীয়মানে শনৈ-

স্তত্রোড্ডীয় গতো হহেত্যহুদিনং নিদ্রাতি নান্তঃ শুচা ॥

অত্রাহানে মহত্বসম্ভাবনং সামান্যং প্রস্তুতম্, অপ্রস্তুতং তু জলবিন্দো মণিহ্রসম্ভাবনং বিশেষরূপং বাচ্যম্ । তত্রাপি সামান্যবিশেষয়োঃ গুণং প্রাধাত্তে ন বিরোধ ইত্যুক্তম্ । এবমেকঃ প্রকারো দ্বিভেদোহপি বিচারিতঃ, যদা তাবদিত্যাদিনা বিশেষস্তাপি প্রাধাত্তমিত্যন্তেন । এতমেব ত্রায়ং নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেইতিদিশং-স্তস্তাপি দ্বিপ্রকারতাং দর্শয়তি — নিমিত্তেতি । কদাচিন্মিমিত্তমপ্রস্তুতং সদাভিধীয়মানং নৈমিত্তিকং প্রস্তুতমাক্ষিপতি । যথা —

যে যান্ত্যভ্যুদয়ে প্রীতিং নোজ্জ্বলন্তি ব্যসনেষু চ ।

তে বান্ধবান্তে স্নহদো লোকঃ স্বার্থপরোহপরঃ ॥

অত্রাপ্রস্তুতং স্নহদ্বান্ধবরূপত্বং নিমিত্তং সজ্জনাসক্ত্যা বর্ণয়তি নৈমিত্তিকীং শ্লেক্ষয়বচন-তাং প্রস্তুতামান্ননোইতিবাঙক্তুম্ ; তত্র নৈমিত্তিকপ্রতীতাবপি নিমিত্তপ্রতীতিরেব প্রধানীভবত্যহুপ্রাণকথেনেতি ব্যাক্যব্যঞ্জকয়োঃ প্রাধাত্তম্ । কদাচিত্তু নৈমিত্তিকম-প্রস্তুতং বর্ণ্যমানং সৎ প্রস্তুতং নিমিত্তং ব্যনক্তি । যথা সেতো —

সগংগ অপারিজাতং কোথুহলচ্ছিরহিঅং মছমহস্ উরম্ ।

স্মরামি মহণপুরণঅমুদ্বন্দ্বলং চ হরজড়াপত্তারম্ ॥

অত্র জাম্ববান্ কৌস্তভলক্ষ্মীবিরহিতহরিবক্ষঃস্মরণাদিকমপ্রস্তুতনৈমিত্তিকং বর্ণয়তি প্রস্তুতং বুদ্ধসেবাচিরজীবিত্তব্যবহারকৌশল্যাদিনিমিত্তভূতং মস্তিত্তায়ামূপাদেয়মভি-বাঙক্তুম্ । তত্র নিমিত্তপ্রতীতাবপি নৈমিত্তিকং বাচ্যভূতম্ ; প্রতু্যত তন্নিমিত্তাহু-প্রাণিত্তেইনোদ্ধুরকঙ্করীকরোত্যাগ্নানমিতি সমপ্রধানভৈব বাচ্যব্যাক্যয়োঃ । এবং যৌ প্রকারৌ প্রত্যেকং দ্বিবিধৌ বিচার্য তৃতীয়ঃ প্রকারঃ পরীক্ষ্যতে সাক্ষপালক্ষণঃ ।

সত্যামপি প্রাধাণেন তৎসামাণ্যেনাবিনাভাবাৎ সামাণ্যশ্যপি প্রাধাণম্।
যদাপি বিশেষশ্চ সামাণ্যনিষ্ঠং তদাপি সামাণ্যশ্চ প্রাধাণে সামাণ্যে
সর্ববিশেষাণামন্তর্ভাবাদ্বিশেষশ্যপি প্রাধাণম্। নিমিত্তনিমিত্তিভাবে
চায়মেব হ্যায়ঃ। যদা তু সারূপ্যমাত্রবশেনাপ্রস্তুতপ্রশংসায়ামপ্রকৃত-
প্রকৃতয়োঃ সম্বন্ধস্তদাপ্যপ্রস্তুতশ্চ স্বরূপশ্চাভিধীয়মানশ্চ প্রাধাণেনা-
বিবক্ষায়াং ধনাবেবান্তঃপাতঃ। ইতরথা ত্বলঙ্কারান্তরমেব। তদয়মত্র
সংক্ষেপঃ—

তত্রাপি দ্বৌ প্রকারৌ— অপ্রস্তুতাং কদাচিৎপাচ্যাচ্চমংকারঃ, ব্যঙ্গ্যং তু তন্মুখপ্রেক্ষম্।
যথাস্বরূপাধ্যায়ভট্টেন্দুরাজশ্চ—

প্রাণা যেন সমর্পিতাস্তব বলাদ্ যেল স্বমুখাপিতঃ

স্বন্ধে যশ্চ চিরং স্থিতোহসি বিদধে যন্তে সপর্ষ্যামপি।

তস্যাশ্চ স্মিতমাত্রকেণ জনয়ন্ প্রাণাপহারক্রিয়াম্

ভ্রাতঃ প্রতাপকারিণাং ধুরি পরং বেতাল লীলায়দে ॥

অত্র যদপি সারূপ্যবশেন কৃতঘ্নঃ কশ্চিদন্তঃ প্রস্তুত আক্ষিপ্যতে, তথাপ্যপ্রস্তুতশ্চৈব
বেতালবৃত্তান্তশ্চ চমৎকারকরিষ্যম্। ন হ্যচেতনোপালম্ববদসম্ভাব্যমানোহয়মর্থো
ন চ ন হুত্ব ইতি বাচ্যস্বাত্র প্রধানতা। যদি পুনরচেতনাদিনাত্যস্তাসম্ভাব্যমান-
তদর্থবিশেষণেনাপ্রস্তুতেন বর্ণিতেন প্রস্তুতমাক্ষিপ্যমাণং চমৎকারকরি তদা বস্তুধ্বনি-
রসৌ। যথা মমৈব—

ভাবত্রাত হঠাৎজনশ্চ হৃদয়াগ্নাক্রম্য যন্নর্ভয়ন্

ভঙ্গীভিবিবিধাভিরায়হৃদয়ং প্রচ্ছাদ সংক্রীড়সে।

স ত্বামাহ জড়ং ততঃ সহৃদয়ম্মগ্নত্বদ্বঃশিক্ষিতো

মগ্নেহমুগ্ন জড়ায়তা স্তুতিপদং ত্বৎসাম্যাসম্ভাবনাং ॥

কশ্চিন্নহাপুরুষো বীতরাগোহপি সরাগবদিতি হ্যায়েন গাঢ়বিবেকালোকতিরঙ্কুত-
তিমিরপ্রতানোহপি লোকমধ্যে স্বায়ানং প্রচ্ছাদয়ন্তোঁকং চ বাচালয়ম্মগ্নপ্রতিভা-
সমেবাদ্বীকূর্বংস্তেনৈব লোকেন মুখোহয়মিতি যদবজ্জায়তে তদা তদীয়ং লোকোত্তরং
চরিতং প্রস্তুতং ব্যঙ্গ্যতয়া প্রাধাণেন প্রকাশ্যতে। জড়োহয়মিতি হ্যাত্মানেন্দুদয়াদি-
র্তাবো লোকেনাবজ্জায়তে, স চ প্রত্যুত কশ্চিৎকিরিহিণ ঔৎসুক্যচিৎপ্রায়মানমানস-

ব্যঙ্গ্যস্ত যত্রাপ্রাধান্যং বাচ্যমাত্রানুযায়িনঃ ।
 সমাসোক্ত্যাদয়স্তত্র বাচ্যালঙ্কৃতয়ঃ স্ফুটাতাঃ ॥
 ব্যঙ্গ্যস্ত প্রতিভামাত্রৈ বাচ্যার্থানুগমেহপি বা ।
 ন ধ্বনির্যত্র বা তস্ত প্রাধান্যং ন প্রতীয়তে ॥
 তৎপরাবেব শব্দার্থো যত্র ব্যঙ্গ্যং প্রতি স্থিতৌ ।
 ধ্বনেঃ স এব বিষয়ো মন্তব্যঃ সঙ্করোজ্জিতঃ ॥

তামন্তস্ত প্রহর্ষপরবশতাং করোতীতি হঠাদেব লোকং যথেষ্টং বিকারকারণাভি-
 নর্ভয়তি । ন চ তস্ত হৃদয়ং কেনাপি জ্ঞায়তে কীদৃগয়মিতি প্রত্যুত মহাগম্ভীরোহ-
 তিবিদগ্ধঃ স্তূর্গর্ভহীনোহতিশয়েন ক্রীড়াচতুরঃ স যদি লোকেন জড় ইতি তত এব
 কারণং প্রত্যুত বৈদগ্ধ্যসম্ভাবননিমিত্তাং সম্ভাবিতঃ, আত্মা চ যত এব কারণং
 প্রত্যুত জড়েন সম্ভাব্যস্তত এব সহদয়ঃ সম্ভাবিতস্তদন্ত লোকস্ত জড়োহসীতি
 যদ্ব্যচ্যতে তদা জড়্যমেবংবিধস্ত ভাবলাতস্তাবিদগ্ধস্ত প্রসিক্কমিতি সা প্রত্যুত
 স্তুতিরিতি । জড়াদপি পাপীয়ানয়ং লোক ইতি ধ্বজতে । তদাহ—যদা স্থিতি ।
 ইতরথা স্থিতি । ইতরথৈব পুনরলঙ্কারান্তরত্মলঙ্কারবিশেষত্বং ন ব্যঙ্গ্যস্ত কথঞ্চিদপি
 প্রাধান্যমিতি ভাবঃ । উদ্দেশ্যে যদাদিগ্রহণং কৃতং সমাসোক্তীতাত্র দ্বন্দ্বৈ তেন ব্যাজ-
 স্ততিপ্রত্নতিরলঙ্কারবর্গোহপি সম্ভাব্যমানব্যঙ্গ্যানুবেশঃ সম্ভাবিতঃ । তত্র সর্বত্র
 সাধারণমুত্তরং দাতুমপক্রমতে—তদয়মত্রৈতি । কিয়দা প্রতিপদং লিখ্যতামিতি
 ভাবঃ । তত্র ব্যাজস্ততির্থথা—

কিং বৃন্তাভৈঃ পরগৃহগঠৈঃ কিস্ত নাহং সমর্থ—
 স্তূক্ষ্মাং স্বাত্বং প্রকৃতিমুখরো দাক্ষিণাত্যস্বভাবঃ ।
 গেহে গেহে বিপণিযু তথা চত্বরে পানগোষ্ঠ্যা-
 মুন্নস্তেব ভ্রমতি ভবতো বল্লভা হস্ত কীর্তিঃ ॥

অত্র ব্যঙ্গ্যং স্তুত্যাঙ্গকং যন্তেন বাচ্যমেবোপক্ৰিয়তে । যন্তদাহতং কেনচিৎ—

আসীন্নাপি পিতামহী তব মহী জাতা ততোহনন্তরং—
 মাতা সম্প্রতি সাধুরাশিরশনা জায়া কুলোদ্ভুতয়ে ।
 পূর্ণে বর্ষশতে ভবিষ্যতি পুনঃ সৈবানবদ্যা স্মৃষা
 যুক্তং নাম সমগ্রনীতিবিদ্বদাং কিং ভূপতীনাং কূলে ॥ ইতি ।

তদন্যাকং গ্রাম্যং পতিভাত্যাত্মাসভ্যস্বভিহেতুত্বাং । কা চানেন স্তুতিঃ কৃত্য ?

তস্মান্ন ধ্বনরন্থাত্তান্তর্ভাবঃ । ইতশ্চ নাস্তর্ভাবঃ, যতঃ কাব্যবিশেষোহঙ্গী
ধ্বনিরিত্যি কথিতঃ । তস্য পুনরঙ্গানি—অলঙ্কারা গুণা বৃত্তয়শ্চেতি
প্রতিপাদয়িষ্যন্তে । ন চাবয়ব এব পৃথগ্ভূতোহবয়বীতি প্রসিদ্ধঃ ।
অপৃথগ্ভাবে তু তদঙ্গং তস্য । ন তু তত্ত্বমেব । যত্রাপি বা তত্ত্বং তত্রাপি
ধ্বনের্মহাবিষয়ত্বান্ন তন্নিষ্ঠত্বমেব । ‘সুরিভিঃ কথিতঃ’ ইতি বিদ্বদুপজ্জৈয়-
মুক্তিঃ, ন তু যথা কথঞ্চিৎ প্রবৃন্তেতি প্রতিপাদ্যতে । প্রথমে
হি বিদ্বাংসো বৈয়াকরণাঃ, ক্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ববিদ্যানাম্ । তে চ
ঋণ্যমাণেষু বর্ণেষু ধ্বনিরিত্যি ব্যবহরন্তি । তথৈবান্বেস্তস্মতানুসারিভিঃ

ত্বং বংশক্রমেণ রাজ্যেতি হি কিম্বদিদম্? ইত্যেবংপ্রায়া ব্যাজস্ততি: সহৃদয়গোষ্ঠীযু
নির্নিতেতু্যপেক্ষ্যেব ।

যস্য বিকারঃ প্রভবনপ্রতিবন্ধস্ত হেতুনা যেন ।

গময়তি তমভিপ্রায়ং তৎপ্রতিবন্ধং চ ভাবোহসৌ ॥ ইতি ।

অত্রাপি বাচ্যপ্রাধাণ্যে ভাবালঙ্কারতা । যস্য চিত্তবৃত্তিবিষেষস্য সম্বন্ধী বাখ্যা-
গারাদিবিকারোহপ্রতিবন্ধো নিয়তঃ প্রভবঃস্তং চিত্তবৃত্তিবিষেষরূপমভিপ্রায়ং যেন
হেতুনা গময়তি স হেতুর্যথেষ্টোপভোগ্যত্বাদিলক্ষণোহর্থো ভাবালঙ্কারঃ । যথা—

একাকিনী যদবলা তরুণী তথাংমস্মিন্ গৃহে গৃহপতিশ্চ গতো বিদেশম্ ।

কং য়াচসে তদিহ বাসমিয়ং বরাকী শ্বশ্রুমাঙ্কবধিরা নহু মুচপাশ্চ ॥

অত্র ব্যঙ্গমেকৈকত্র পদার্থে উপস্কারকারীতি বাচ্যং প্রধানম্ । ব্যঙ্গ্যপ্রাধানে তু
ন কাচিদলঙ্কারতেতি নিরূপিতমিত্যলং বহুনা ।

যত্রোতি কাব্যে । অলঙ্কৃত্য ইতি । অলঙ্কৃতিত্বাদেব চ বাচ্যোপস্কারকত্বম্ ।
প্রতিভামাত্র ইতি । যত্রোপমাদৌ স্মিষ্টার্থপ্রতীতিঃ । বাচ্যার্থানুগম ইতি । বাচ্যে-
নার্থেনানুগমঃ সমং প্রাধাণ্যমপ্রস্তুতপ্রশংসায়ামিবেত্যর্থঃ । ন প্রতীয়ত ইতি ।
ক্ষুটতয়া প্রাধাণ্যং ন চকান্তি, অপি তু বলাৎ কল্যাতে, তথাপি হৃদয়ে নানুপ্রবিশতি ।
যথা—‘দেবী পসিঅগিআতাহ’ ইত্যত্রাশ্রকৃতান্ন ব্যাখ্যান্ন । তেন চতুর্যু প্রকারেষু
ন ধ্বনিব্যবহারঃ সম্ভাব্যেপি ব্যঙ্গ্যস্ত অপ্রাধাণ্যে স্মিষ্টপ্রতীতৌ বাচ্যেন সমপ্রাধাণ্যে-
ক্ষুটে প্রাধাণ্যে চ । ক তর্হীসাবিত্যাং—তৎপরাবেবেতি । সঙ্করণালঙ্কারান্ন-
প্রবেশসম্ভাবনয়া উজ্জ্বিত ইত্যর্থঃ । সঙ্করালঙ্কারোপলক্ষণত্বে
হি স্মিষ্টং স্ম্যৎ । ইতশ্চেতি । ন কেবলমন্তোহন্তবিরুদ্ধবাচ্যচকভাবব্যাব্যঞ্জক-

স্মৃতিভিঃ কাব্যতত্ত্বার্থদর্শিভির্বাচ্যবাচকসংমিশ্রঃ শব্দাভ্যা কাব্যমিতি
ব্যপদেশো ব্যঞ্জকত্বসাম্যাদ্ ধ্বনিরিতুক্তঃ । ন চৈবংবিধস্ত ধ্বনের্বক্ষ্য-
মাণপ্রভেদতত্ত্বেদসংকলনয়া মহাবিষয়স্ত যৎ প্রকাশনং তদপ্রসিদ্ধা-
লঙ্কারবিশেষমাত্রপ্রতিপাদনেন তুল্যমিতি তদ্ব্যবহিতচেতসাং যুক্ত এব
সংরম্ভঃ । ন চ তেষু কথঞ্চিদীর্ঘায়া কলুষিতশেষমুখীকত্বমাবিষ্করণীয়ম্ ।
তদেবং ধ্বনেস্তাবদভাববাদিনঃ প্রত্যুক্তাঃ ।

তাবসমাপ্রয়ত্বা তাদাঙ্গ্যমলঙ্কারাণাং ধ্বনেচ্চ যাবৎ স্বামিভূত্যবদঙ্গিরূপাদঙ্গুরপয়ো-
বিরোধাদিত্যর্থঃ । অবয়ব ইতি । একৈক ইত্যর্থঃ । তদাহ—পৃথগ্ভূত ইতি ।
অথ পৃথগ্ভূতত্বা মা ভূৎ, সমুদায়মধ্যনিপতিতত্বস্য তথেষ্যশব্দা—অপৃথগ্-
ভাবে স্থিতি । তদাপি ন স এক এব সমুদায়ঃ, অষ্টোষামপি সমুদায়িনাং তত্র ভাবাৎ ;
তৎসমুদায়মধ্যে চ প্রতীয়মানমপ্যস্তি, ন চ তদলঙ্কাররূপং, প্রধানত্বাদেব । যৎসলঙ্কার-
রূপং তদপ্রধানত্বা ধ্বনিঃ । তদাহ—ন তু তদ্বমেবেতি । নহলঙ্কার এব কশ্চিৎ স্বয়া
প্রধানতাভিষেকং দত্তা ধ্বনিরিত্যায়োতি চোক্ত ইত্যশঙ্ক্যাহ—যত্রাপি বেতি ।
ন হি সমাসোক্ত্যাদীনামমুত্তম এবাসৌ তথাস্থাভিঃ কৃতঃ, তদ্বিবিজ্ঞেহপি তস্য
ভাবাৎ, সমাসোক্ত্যাগলঙ্কারস্বরূপস্য সমস্তস্তাভাবেহপি তস্য দর্শিতত্বাৎ ‘অস্তা এথ’
ইতি ‘কস্ স বা ণ’ ইত্যাদি ; তদাহ—ন তন্নিষ্ঠত্বমেবেতি । বিদ্বদুপভ্রান্তি । বিদ্বদ্ভ্যঃ
উপজ্ঞা প্রথম উপক্রমো যস্তা উক্তেরিতি বহুব্রীহিঃ । তেন ‘উপজ্ঞোপক্রমঃ’ ইতি
তৎপুরুষাশ্রয়ং নপুংসকত্বং নিরবকাশম্ । শ্রয়মাণেহিতি । শ্রোত্রশঙ্কুলীং সন্তানে-
নাগতা অন্ত্যাঃ শব্দাঃ শ্রয়ন্ত ইতি প্রক্রিয়ায়াং শব্দজাঃ শব্দাঃ শ্রয়মাণ্য ইত্যুক্তম্ ।
তেষাং ঘণ্টানুরণরূপত্বং তাবদস্তি ; তে চ ধ্বনিশব্দেনোক্তাঃ । যথাহ ভগবান্

যঃ সংযোগবিরোগাভ্যাং করণৈরূপজগত্বে ।

স ফোটাঃ শব্দজাঃ শব্দা ধ্বনয়োহিগৌরুদাহৃত্যঃ ॥ ইতি ॥

এবং ঘণ্টাদিনিহ্নাদস্থানীয়োহনুরণনাম্বোপলক্ষিতো ব্যঙ্গ্যাপ্যর্থো ধ্বনিরিত্তিঃ
ব্যবহৃতঃ । তথা শ্রয়মাণা যে বর্ণা নাদশব্দবাচ্যা অন্ত্যবুদ্ধিনিগ্রাহ্যফোটাভিব্যঞ্জ-
কান্তে ধ্বনিশব্দেনোক্তাঃ । যথাহ ভগবান্ স এব—

প্রত্যয়ৈরনুপাখ্যৈগ্রহণানুগৈস্তথা ।

ধ্বনিপ্রকাশিতে শব্দে স্বরূপমবধারণ্যতে ॥ ইতি ।

অস্তি ধ্বনিঃ । স চাসাববিবক্ষিতবাচ্যো বিবক্ষিতাশ্রুপরবাচ্যশ্চেতি
দ্বিবিধঃ সামান্তেন ।

তেন ব্যঞ্জকৌ শব্দার্থাবপীহ ধ্বনিশব্দেনোক্তৌ । কিঞ্চ বর্ণেষু তাবন্মাত্রপরিমাণেষুপি
সংস্থ । যথোক্তং —

অগ্নীয়সামপি যত্নেন শব্দযুচ্চারিতং মতিঃ ।

যদি বা নৈব গৃহ্নাতি বর্ণং বা সকলং স্মৃটম্ ॥ ইতি ।

তেনু তাবৎ স্বেব শ্রায়মাণেষু বক্তুর্যোহিত্যো দ্রুতবিলম্বিতাদিবৃত্তিভেদায়া প্রসিদ্ধা-
দ্ব্যচারণব্যাপারাদভ্যধিকঃ স ধ্বনিরুক্তঃ । যদাহ স এব —

শব্দস্তোৰ্ধ্বমভিব্যক্তেবৃত্তিভেদে তু বৈকৃত্যঃ ।

ধ্বনয়ঃ সমুপোহন্তে ফোটায়া তৈর্ন ভিগতে ॥ ইতি ।

অন্যভিরপি প্রসিদ্ধেভ্যঃ শব্দব্যাপারেভ্যোহভিধাতাৎপর্যলক্ষণরূপেভ্যেহতিরিক্তো
ব্যাপারো ধ্বনিরিত্যুক্তঃ । এবং চতুক্ষমপি ধ্বনিঃ । তদ্যোগাচ্চ সমস্তমপি কাব্যং
ধ্বনিঃ । তেন ব্যতিরেকাব্যতিরেকব্যাপদেশোহপি ন ন যুক্তঃ । বাচ্যবাচকসংমিশ্র
ইতি । বাচ্যবাচকসহিতঃ সংমিশ্র ইতি মধ্যমপদলোপী সমাসঃ । ‘গামখং পুরুষং
পশুম্’ ইতিবৎ সমুচ্চয়োহত্র চকারেণ বিনাপি । (তেন বাচ্যেহপি ধ্বনিঃ বাচকোহপি
শব্দো ধ্বনিঃ, দ্বয়োরপি ব্যঞ্জকত্বং ধ্বনতীতি কৃত্বা । সংমিশ্র্যাতে বিভাবানুভাব-
সংবলনয়েতি ব্যাঙ্গেহপি ধ্বনিঃ, ধ্বন্যত ইতি কৃত্বা । শব্দনং শব্দঃ শব্দব্যাপারঃ,
ন চাসাবভিধাদিরূপঃ, অপি স্বায়ত্ত্বতঃ, সোহপি ধ্বননং ধ্বনিঃ । কাব্যমিতি ব্যপ-
দেশশ্চ যোহর্থঃ সোহপি ধ্বনিঃ’ উক্তপ্রকারধ্বনিচতুষ্টয়ময়ত্বাৎ । অতএব সাধারণ-
হেতুমাহ — ব্যঞ্জকত্বসাম্যাদিতি । ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবে সর্বেষু পক্ষেষু সামান্যরূপঃ সাধারণ
ইত্যর্থঃ ।) যৎ পুনরেতদ্রুক্তং ‘বাখিকল্পানামানন্ত্যাৎ’ ইত্যাদি, তৎ পরিহরতি —
ন চৈবং বিধস্তেতি । বক্ষ্যমাণঃ প্রভেদো যথা — মুখ্যে যে রূপে । তন্ত্বেদা যথা —
অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যঃ, অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য ইত্যবিবক্ষিতবাচ্যশ্চ, অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যঃ
সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ইতি বিবক্ষিতাশ্রুপরবাচ্যশ্চেতি । তত্রাপাবান্তরভেদাঃ । মহা-
বিষয়শ্চেতি — অশেষলক্ষ্যব্যাপিন ইত্যর্থঃ । বিশেষগ্রহণেনাব্যাপকত্বমাহ । মাত্র-
শব্দেনাদ্বিধাভাবম্ । তত্রস্বনিরূপে ভাবিতং প্রণিহিতং চেতো যেষাং তেন বা
চমংকাররূপেণ ভাবিতমধিবাসিতমত এব মুকুলিত লোচনদ্বাদিবিকারকারণং চেতো
যেষামিতি । অভাববাদিন ইতি । অবান্তরপ্রকারত্বমভিন্না অপীত্যর্থঃ ।

তত্রাত্তোদাহরণম্—

স্ববর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং চিহ্নন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ ।

শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্ ॥

দ্বিতীয়স্তাপি—

শিখরিণি ক নু নাম কিয়চ্চিরং কিমভিধানমসাবকরোক্তপঃ ।

তরুণি যেন তবোধরপাটলং দশতি বিষফলং শুকশাবকঃ ॥

তেষাং প্রত্যুক্তৌ ফলমাহ—অস্তীতি । উদাহরণপৃষ্ঠে ভাক্তৃৎ স্বশঙ্কং স্বপরি-
হরং চ ভবতীত্যভিপ্রায়েণোদাহরণদানাবকাশার্থং ভাক্তৃৎকালক্ষণীয়ত্বে প্রথমং
পরিহরণযোগ্যেহপ্যপ্রতিসমাধায় ভবিষ্যদ্রদ্যোতানুবাদানুসারেণ বৃত্তিকুদেব প্রভেদ-
নিরূপণং करोति—স চেতি । পঞ্চধাপি ধ্বনিশব্দার্থে যেন যত্র যতো যস্ত যস্মৈ
ইতি বহুব্রীহ্যর্থপ্রয়োগে যথোচিতং সামান্যধিকরণ্যং স্বযোজ্যম্ । বাচ্যেহর্থো তু
ধ্বনৌ বাচ্যশব্দেন স্বাত্মা তেনাবিবক্ষিতোইপ্রধানীকৃতঃ স্বাত্মা যেনেত্যবিবক্ষিত-
বাচ্যো ব্যঞ্জকোইর্থঃ । এবং বিবক্ষিতাত্তপরবাচ্যেইপি । যদি বা কর্মধারয়োগার্থ-
পক্ষে অবিবক্ষিতশ্চাসৌ বাচ্যশ্চেতি । বিবক্ষিতাত্তপরশ্চাসৌ বাচ্যশ্চেতি ।
তত্রার্থঃ কদাচিদনুপপত্তমানত্বাদিনা নিমিত্তেনাবিবক্ষিতো ভবতি । কদাচিদনুপপত-
মান ইতি কৃত্বা বিবক্ষিত এব, ব্যঙ্গ্যপর্য্যন্তাং তু প্রতীতিং স্বসৌভাগ্যমহিমা
করোতি । অতএবার্থোইত্র প্রাধাত্তেন ব্যঞ্জকঃ, পূর্ব্বকঃ শব্দঃ । নহু চ বিবক্ষা
চাত্তপরত্বং চেতি বিরুদ্ধম্ । অত্পরত্বেনৈব বিবক্ষণাৎ কো বিরোধঃ ? সামান্তেতি ।
বহুলক্ষ্যরসায়ননা হি ত্রিভেদোইপি ধ্বনিকৃতভাভ্যামেবাভ্যাং সংগৃহীত ইতি ভাবঃ ।
নহু তন্মামপৃষ্ঠে এতন্মামনিবেশনস্ত কিং ফলম্ ? উচ্যতে—অনেন হি নামদ্বয়েন
ধ্বননাত্ত্বনি ব্যাপারে পূর্ব্বপ্রসিদ্ধাভিধাতাংপর্য্যালক্ষণাত্ত্বকব্যাপারিত্রিত্বাবগতার্থ-
প্রতীতে: প্রতিপত্ত্বগতায়: প্রয়োক্তৃত্তিপ্রায়রূপায়াশ্চ বিবক্ষায়া: সহকারিত্বযুক্তমিতি
ধ্বনিস্বরূপমেব নামভাভ্যামেব প্রোক্ষ্যীবিতম্ ।

স্ববর্ণপুষ্পামিতি । স্ববর্ণাণি পুষ্প্যতীতি স্ববর্ণপুষ্পা, এতচ্চ বাক্যমেবাসম্ভবৎ-
স্বার্থমিতিকৃত্বাবিবক্ষিতবাচ্যম্ । ততঃ এব পদার্থমভিধায়ান্বয়ং চ তাৎপর্য্যশক্ত্যাব-
গম্যৈব বাধকবশেন তমুপহৃত্য সাদৃশ্যাং স্থলভসমৃদ্ধিসম্ভারভাজনতাং লক্ষয়তি ।
তল্লক্ষণপ্রয়োজনং শূরকৃতবিদ্যসেবকানাং প্রশস্ত্যমশব্দবাচ্যত্বেন গোপ্যমানং

যদপ্যুক্তং ভক্তির্ব্যবহিত্যি, তৎ প্রতিসমাধীয়তে—

ভক্ত্যা বিভর্তি নৈকত্বং রূপভেদাদয়ং ধ্বনিঃ

অয়মুক্তপ্রকারো ধ্বনিভক্ত্যা নৈকত্বং বিভর্তি ভিন্নরূপস্বাৎ ।

সম্মায়িকাকুচকলশযুগলমিব মহার্ঘতামুপযদধ্বন্যত ইতি । শব্দোইত্র প্রধানতয়া ব্যঞ্জকঃ, অর্থস্ত তৎসহকারিতয়েতি চত্বারো ব্যাপারঃ । শিখরিনীতি । ন হি নিক্সিয়োত্তমসিদ্ধয়োংপি শ্রীপর্বতাদয় ইমাং সিদ্ধিং বিদধুঃ । দিব্যকল্পসহস্রাদিশ্চাত্র পরিমিতঃ কালঃ : ন চৈবংবিধোত্তমফলজনকত্বেন পঞ্চাগ্নিপ্রভৃত্যপি তপঃ শ্রুতম্ । তবেতি ভিন্নং পদম্ । সমাসেন বিগলিততয়া প্রতীয়েত, তব দশতীত্যতিপ্রায়েণ । তেন যদাহঃ—‘বৃত্তানুরোধাবদধরপাটলমিতি ন কৃতম্’ ইতি, তদসদেব; দশতী-
ত্যাংবাদয়তি অবিচ্ছিন্নপ্রবন্ধতয়া, ন হ্রোদরিকবৎ পরং ভুঙ্ক্রে; অপি তু রস-
জ্যোহব্রেতি তৎপ্রাপ্তিবদেব রসজ্ঞতাপ্যশু তপঃপ্রভাবাদেবেতি । শুকশাবক ইতি
তারুণ্যাচ্চিত্তকাললাভোংপি তপস এবেতি । অনুরাগিণশ্চ প্রচ্ছন্নস্বাতিপ্রায়-
খ্যাপনবৈদধ্যাচাটুবিরচনায়কবিভাবোদীপনং ব্যঙ্গ্যম্ ।

অত্র চ ত্রয়ঃ এব ব্যাপারঃ—অভিধা তাৎপর্যং ধ্বননং চেতি । মুখ্যার্থবাহু-
ভাবে মধ্যমকক্ষ্যায়ং লক্ষণায়ান্তৃতীয়শ্চ অভাবাৎ । যদি বাক্যিকবিশিষ্টপ্রপ্না-
র্থানুপপত্তের্মুখ্যার্থবাহায়াং সাদৃশ্যালক্ষণা ভবতু মধ্যো । তস্মাস্ত প্রয়োজনং
ধ্বন্যমানমেব, ততর্ককক্ষ্যানিবেশি, কেবলং পূর্বত্র লক্ষণেব প্রধানং ধ্বননব্য-
পারে সহকারি । ইহ ত্বভিধাতাৎপর্যশক্তি । বাক্যার্থসৌন্দর্যাদেব ব্যঙ্গ্যপ্রতি-
পত্তেঃ কেবলং লেশেন লক্ষণাব্যাপারোপযোগোইপাস্ত্রীত্বাক্রম্ । অসংলক্ষ্যক্রমব্যাঙ্গে
তু লক্ষণাসমুন্মেধমাত্রমপি নাস্তি—অসংলক্ষ্যাদেব ক্রমশ্চেতি বক্ষ্যামঃ । তেন
দ্বিতীয়েংপি ভেদে চত্বার এব ব্যাপারঃ ॥ ১৩

অতএবোভয়োদাহরণপৃষ্ঠ এব ভাক্তমাহরিত্যনুভাষ্য দৃষয়তি । অয়ং ভাবঃ—
ভক্তিশ্চ ধ্বনিশ্চেতি কিং পর্যায়বস্তাদ্রপ্যম্ ? অথ পৃথিবীত্বমিব পৃথিব্যা অন্ততো
ব্যাবর্তকধর্মরূপতয়া লক্ষণম্ ? উত কাক ইব দেবদত্তগৃহস্য সম্ভবমাত্রাদ্রপলক্ষণম্ ?
তত্র প্রথমং পক্ষং নিরাকরোতি—

ভক্ত্যা বিভর্তীতি ।

উক্তপ্রকার ইতি পঞ্চস্বর্থেষু যোজ্যম্—শব্দার্থে ব্যাপারে ব্যাঙ্গে সমুদায়ে চ ।
রূপভেদং দর্শয়িত্বং ধ্বনেন্তাবদ্রপমাহ—বাচ্যেতি । তাৎপর্যেণ বিশ্রান্তিবামতয়া

বাচ্যব্যতিরিক্তসার্থশ্চ বাচ্যবাচকাভ্যাং তাৎপর্যোণ প্রকাশনং

যত্র ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্তে স ধ্বনিঃ । উপচারমাত্রং তু ভক্তিঃ ।

মা চৈতৎ স্যান্তক্তির্লক্ষণং ধ্বনেনরিত্যাহ —

অতিব্যাপ্তোরথাব্যাপ্তেৰ্ন চাসৌ লক্ষ্যতে তয়া ॥ ১৪ ॥

নৈব ভক্ত্যা ধ্বনির্লক্ষ্যতে । কথম্ ? অতিব্যাপ্তোরব্যাপ্তেৰ্শ্চ ।

তত্রাতিব্যাপ্তিধ্বনিব্যতিরিক্তেহপি বিষয়ে ভক্তেঃ সম্ভবাৎ । যত্র হি
ব্যঙ্গ্যকৃতং মহৎ সৌষ্ঠবং নাস্তি তত্রাপ্যুপচরিতশব্দবৃত্ত্যা প্রসিদ্ধানুরোধ-
প্রবর্তিতব্যবহারাঃ কবয়ো দৃশ্যন্তে । যথা —

পরিম্লানং পীনস্তনজঘনসঙ্গাছুভয়ত

স্তনোর্মধ্যস্যান্তঃ পরিমিলনমপ্রাপ্য হরিতম্ ।

ইদং ব্যস্তত্বাসং ল্লথভুজলতাক্ষেপবলনৈঃ

কৃশাঙ্গ্যাঃ সম্ভাপং বদতি বিসিনীপত্রশয়নম্ ॥

প্রয়োজনত্বেনেতি যাবৎ । প্রকাশনং গোতনমিত্যর্থঃ । উপচারমাত্রমিতি । উপচারো
গুণবৃত্তির্লক্ষণা । উপচরণমতিশয়িতো ব্যবহার ইত্যর্থঃ । মাত্রশব্দেনেদমাহ — যত্র
লক্ষণাব্যাপারাতৃতীয়াদগ্গতত্বঃ প্রয়োজনগোতনান্না ব্যাপারো বস্তুস্থিত্যা সম্ভব-
প্যনুপযুজ্যমানত্বেনানাদ্রিয়মাণত্বাদসংকল্পঃ । ‘যমর্থমধিকৃত’ ইতি হি প্রয়োজন-
লক্ষণম্ । তত্রাপি লক্ষণাস্তীতি কথং ধ্বননং লক্ষণা চেতোকং তত্ত্বং জ্ঞাৎ । দ্বিতীয়ং
পক্ষং দুষয়তি — অতিব্যাপ্তেৰ্হিতি । অসাবিতি ধ্বনিঃ । তস্মৈতি ভক্ত্যা । নহু
ধ্বননমবশ্যস্তাবীতি কথং তদ্যতিরিক্তোহস্তি বিষয় ইত্যাহ — মহৎ সৌষ্ঠবমিতি ।
অতএব প্রয়োজনস্থানাদরণীয়ত্বাদ্ ব্যঞ্জকত্বেন ন কৃত্যং কিঞ্চিদিতি ভাবঃ । মহৎ-
গ্রহণেন গুণমাত্রং ন তত্ত্ববতি । যথোক্তং — ‘সমাধিরগ্গদ্বন্দ্বশ্চ কাপ্যারোপো বিবক্ষিত’
ইতি দর্শয়তি । নহু প্রয়োজনাভাবে কথং তথা ব্যবহার ইত্যাহ — প্রসিদ্ধানুরোধেতি ।
পরম্পরয়া তথৈব প্রয়োগাৎ ।

বয়ম্ভ ক্রমঃ — প্রসিদ্ধিৰ্বা প্রয়োজনস্থানিগূঢ়তৈত্যাৰ্থঃ উক্তানেনাপি রূপেণ তৎ-
প্রয়োজনং চকাসন্নিগূঢ়তাং নিধানবদপেক্ষত ইতি ভাবঃ । বদতীত্যুপচারে হি
ক্ষুটীকরণপ্রতিপত্তিঃ প্রয়োজনম্ । যদগূঢ়ং স্বশব্দেনোচ্যেত, কিমচারকৃতং জ্ঞাৎ ?
গূঢ়ত্বা বর্ণনে বা কিং চারকৃতমধিকং জ্ঞাতম্ ? অনেনৈবাবশ্যেন বক্ষ্যতি — যত

তথা —

চুস্থিঞ্জই অসহুত্তং অবরুদ্ধিঞ্জই সহস্ৰসহুত্তমি ।
 বিরমিত পুণো রমিঞ্জই পিও জণো গথি পুনরুত্তম্ ॥
 (শতকুহোবরুধ্যতে সহস্রকুঃ চুস্থ্যতে ।
 বিরম্য পুনা রম্যতে প্রিয়ো জনো নাস্তি পুনরুত্তম্ ॥
 ইতিচ্ছায়া)

তথা —

কুবিআও পসন্নোও ওরুমুহীও বিহসমাণাও ।
 জহ গহিও তহ হিঅঅং হরন্তি উচ্ছিস্তমহিলাও ॥

তথা —

অজ্জাএ পহারো নবলদাএ দিল্লো পিএণ থণবট্টে ।
 মিউও বি দুসহো বিঅ জাও হিঅএ সবত্তীণন্ ॥
 (ভাৰ্ঘায়াঃ প্রহারো নবলতয়া দত্তঃ প্রিয়েণ স্তনপৃষ্ঠে ।
 মুহুকোইপি দুঃসহ ইব জাতো হৃদয়ে সপত্নীনাং ॥
 ইতিচ্ছায়া)

উক্তান্তরেণাশক্যং যদিতি । অবরুদ্ধিঞ্জই আলিঙ্গ্যতে । পুনরুত্তমিত্যনুপাদেয়তা
 লক্ষ্যতে, উক্তার্থশাস্তবান্ ।

কুপিতাঃ প্রসন্নো অবরুদিতবদনা বিহসন্ত্যঃ ।

যথা গৃহীতাস্থথা হৃদয়ং হরন্তি ঐষরিণ্যো মহিলাঃ ॥

অত্র গ্রহণেনোপাদেয়তা লক্ষ্যতে । হরণেন তৎপরতন্ততাপত্তিঃ । তথা—
 অজ্জতি । কনিষ্ঠভাৰ্ঘায়াঃ স্তনপৃষ্ঠে নবলতয়া কান্তেনোচিতক্ৰীড়াযোগেন মুহু-
 কোইপি প্রহারো দত্তঃ সপত্নীনাং সৌভাগ্যস্বচকং তৎক্ৰীড়াসংবিভাগমপ্রাপ্তানাং
 হৃদয়ে দুঃসহো জাতঃ, মুহুকত্বাদেব । অন্তস্ত দত্তো মুহুঃ প্রহারোইন্তস্ত চ সম্পদতে ।
 দুঃসহস্ত মুহুরপীতি চিত্রম্ । দানেনাত্র ফলবৎ লক্ষ্যতে ।

তথা—পরার্থেতি । যদ্যপি প্রস্তুতমহাপুরুষাপেক্ষায়ানুভবতিশব্দো মুখ্য এব,
 তথাপ্যপ্রস্তুতে ইকো প্রস্তুতমানে পীড়য়া অনুভবনেনাসম্ভবতা পীড়িবৎ লক্ষ্যতে;

তথা —

পরার্থে যঃ পীড়ামনুভবতি ভঞ্জেহপি মধুরো
যদীয়ঃ সর্বেষামিহ খলু বিকারোহপ্যভিমতঃ ।
ন সম্প্রাপ্তো বুদ্ধিঃ যদি স ভূশমক্ষেত্রপতিতঃ
কিমিক্ষোদোষোহসৌ ন পুনরগুণায়া মরুভুবঃ ॥

ইত্যত্রেক্ষুপক্ষেহনুভবতিশব্দঃ । ন চৈবংবিধঃ কদাচিদপি ধ্বনে-
বিষয়ঃ । যতঃ —

উক্ত্যন্তরেণাশক্যং যত্চচারুত্বং প্রকাশয়ন্ ।
শব্দো ব্যঞ্জকতাং বিভদ্ ধ্বন্যুক্তেবিষয়ীভবেৎ ॥ ১৫ ॥

অত্র চোদাহতে বিষয়ে নোক্ত্যন্তরাশক্যচারুত্বব্যক্তিহেতুঃ শব্দঃ ।

কিঞ্চ —

রূঢ়া যে বিষয়েহনুত্ৰ শব্দাঃ স্ববিষয়াদপি ।
লাবণ্যাঢ়াঃ প্রযুক্তাস্তে ন ভবন্তি পদং ধ্বনেঃ ॥ ১৬ ॥

তচ্চ পীড়্যমানত্বে পর্যবশ্যতি । নন্যস্তত্র প্রয়োজনং তৎ কিমিতি ন ধ্বন্যত ইত্যা-
শঙ্ক্যাহ — ন চৈবংবিধ ইতি । ১৪ ॥

যত উক্ত্যন্তরেণেতি । উক্ত্যন্তরেণ ধ্বন্যতিরিক্তেন ক্ষুটে ন শব্দার্থব্যাপার-
বিশেষেণেত্যাঃ । শব্দ ইতি পঞ্চমার্থে যু যোজ্যম্ । ধ্বন্যুক্তেবিষয়ীভবেদिति —
ধ্বনিশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ । উদাহৃত ইতি । বদতীত্যাদৌ ॥ ১৫ ॥

এবং যত্র প্রয়োজনং সদপি নাদরাস্পদং তত্র কো ধ্বননব্যাপার ইত্যুক্তা যত্র
যূলত এব প্রয়োজনং নাস্তি, ভবতি চোপচারন্তত্রাপি কো ধ্বননব্যাপার ইত্যাহ —
কিঞ্চেতি । লাবণ্যাঢ়া যে শব্দাঃ স্ববিষয়ান্নবগরসযুক্তত্বাদেঃ স্বার্থাদনুত্ৰ হনুত্বাদৌ
রূঢ়াঃ রূঢ়ত্বাদেব ত্রিত্বসম্মিধাপেক্ষণব্যবধানশূচাঃ । যদাহ — নিরূঢ়া লক্ষণাঃ
কাশ্চিৎ সামর্থ্যাদভিধানবৎ । ইতি ।

তে তস্মিন্ স্ববিষয়াদনুত্ৰ প্রযুক্ততা অপি ন ধ্বনেঃ পদং ভবন্তি ; ন তত্র
ধ্বনিব্যবহারঃ । উপচরিতা শব্দস্য বৃত্তিগৌণী, লাক্ষণিকী চেত্যর্থঃ । আদিগ্রহণে-
নানুলোম্যং প্রাতিকূল্যং সত্রক্ষচারীত্যেবমাদয়ঃ শব্দা লাক্ষণিকা গৃহ্যন্তে । লোম্যানুল-
গতমনুলোম্যং মর্দনম্ । ক্লান্ত্য প্রতিপক্ষতয়া স্থিতং শ্রোতঃ প্রতিকূলম্ । তুল্যগুণঃ

তেষু চোপচরিতশব্দবৃত্তিরস্তীতি । তথাবিধে চ বিষয়ে কচিং-
সম্ভবল্পপি ধ্বনিব্যবহারঃ প্রকারান্তরেণ প্রবর্ততে । ন তথাবিধশব্দ-
মুখেন । অপি চ—

মুখ্যাং বৃত্তিং পরিত্যজ্য গুণবৃত্ত্যর্থদর্শনম্ ।

যত্বেদিশ্য ফলং তত্র শব্দো নৈব স্থলদগতিঃ ॥ ১৭ ॥

সত্রস্ফচারী ইতি মুখ্যো বিষয়ঃ । অশ্রুতঃ পুনরুপচরিত এব । ন চাত্র প্রয়োজনং
কিঞ্চিদ্বিশিষ্টা লক্ষণা প্রবর্তেতি ন তদ্বিষয়ো ধ্বননব্যবহারঃ ।

নহু ‘দেবভিত্তি লুণাহি পলুত্রম্মিগমিজালবণুজলং গুমরিফোল্লপরণা’ (?)
ইত্যাদৌ লাবণ্যাশিশব্দসম্মিধানেন্তি প্রতীয়মানাভিব্যক্তিঃ ; সত্যম্, সা তু ন
লাবণ্যশব্দাৎ । অপি তু সমগ্রবাক্যার্থপ্রতীতানন্তরং ধ্বননব্যাপারাদেব । অত্র হি
প্রিয়তমামুখ্যন্তেব সমস্তাশাপ্রকাশকত্বং ধ্বন্যত ইত্যলং বহুনা । তদাহ—প্রকারান্ত-
রেণেতি । ব্যঞ্জকত্বেনৈব । ন তূপচরিত লাবণ্যাশিশব্দপ্রয়োগাদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

এবং যত্র যত্র ভক্তিস্তত্র তত্র ধ্বনিরিত্তি তাবদ্বাস্তি । তেন যদি ধ্বনেৰ্ভক্তি-
লক্ষণং তদা ভক্তিসম্মিধৌ সর্বত্র ধ্বনিব্যবহারঃ স্ফাদিত্যভিব্যাপ্তিঃ । অভ্যুপগম্যাপি
ক্রমঃ—ভবতু যত্র যত্র ভক্তিস্তত্র তত্র ধ্বনিঃ । তথাপি যদ্বিষয়ো লক্ষণাব্যাপারো
ন তদ্বিষয়ো ধ্বননব্যাপারঃ । ন চ ভিন্নবিষয়ম্বোধার্থধ্বনিভাবঃ, ধ্বন্য এব চ লক্ষণ-
মিত্যুচ্যতে । তত্র লক্ষণা তাবদমুখ্যার্থবিষয়ো ব্যাপারঃ । ধ্বননং চ প্রয়োজন-
বিষয়ম্ । ন চ তদ্বিষয়োহপি দ্বিতীয়ো লক্ষণাব্যাপারো যুক্তঃ, লক্ষণাসামগ্র্য-
ভাবাদিত্যভিপ্রায়েণাহ—অপি চেত্যাदि । মুখ্যাং বৃত্তিমভিধাব্যাপারং পরিত্যজ্য
পরিসমাপ্য গুণবৃত্ত্যা লক্ষণারূপস্বার্থস্থামুখ্যাস্ত দর্শনং প্রত্যায়না, সা যৎফলং কৰ্ম্মভূতং
প্রয়োজনরূপমুদিশ্য ক্রিয়তে, তত্র প্রয়োজনে তাবদ্বিতীয়ো ব্যাপারঃ । ন চাসৌ-
লক্ষণৈব ; যতঃ স্থলন্তী বাধকব্যাপারেণ বিধুরীক্রিয়মাণা গতিরববোধনশক্তিৰ্যস্য
শব্দস্য তদৌল্যো ব্যাপারো লক্ষণা । ন চ প্রয়োজনমবগময়তঃ শব্দস্য বাধকযোগঃ ।
তথাভাবে তত্রাপি নিমিত্তান্তরস্য প্রয়োজনান্তরস্য চান্নেষণেনানবস্থানাং । তেনাস্তং
লক্ষণলক্ষণায়া ন বিষয় ইতি ভাবঃ দর্শনমিতি গ্যন্তো নির্দেশঃ । কর্তব্য ইতি ।
অবগময়িতব্য ইত্যর্থঃ । অমুখ্যতেতি । বাধকেন বিধুরীকৃতততেত্যর্থঃ । তস্মেতি
শব্দস্য । দুষ্টতৈবেতি । প্রয়োজनावগমস্য স্বসম্পত্তয়ে হি স শব্দঃ প্রযুক্তাতে
ভিন্নমুখ্যার্থে । যদি চ ‘সিংহো বটুঃ’ ইতি শৌর্য্যাতিশয়েইপ্যবগময়িতব্যে

তত্র হি চারুত্বাতিশয়বিশিষ্টার্থপ্রকাশনলক্ষণে প্রয়োজনে কর্তব্যে
যদি শব্দশ্রামুখ্যতা তদা তস্মৈ প্রয়োগে দৃষ্টতৈব স্মাৎ। ন চৈবম্; তস্মাৎ —
বাচকত্বাশ্রয়েণৈব গুণবৃত্তির্ব্যবস্থিতা।

ব্যঞ্জকত্বৈকমূলস্ত ধ্বনেঃ স্থাল্লক্ষণং কথম্ ॥ ১৮ ॥

তস্মাদ্যো ধ্বনিরনু চ গুণবৃত্তিঃ। অব্যাপ্তিরপ্যস্ত লক্ষণস্ত।

স্থলদগতিত্বং শব্দস্ত তর্হি তৎপ্রতীতিং নৈব কুর্যাদিতি কিমর্থং তস্মৈ প্রয়োগঃ।
উপচারেণ করিষ্যতীতি চেত্তত্রাপি প্রয়োজনাস্তরমদ্বয়ং তত্রাপুপচার ইত্যনবস্থা।
অত ন তত্র স্থলদগতিত্বং, তর্হি প্রয়োজনেহবগময়িতব্যে ন লক্ষণাখ্যো ব্যাপারঃ
তৎসামগ্র্যভাবাৎ। ন চাস্তি ব্যাপারঃ। ন চাসাবভিধা, সম্বন্ধস্ত তত্রাতাভাবাৎ।
যব্যাপারান্তরমভিধালক্ষণাতিরিক্তং স ধ্বননব্যাপারঃ। ন চৈবমিতি। ন চ
প্রয়োগে দৃষ্টতা কাচিৎ, প্রয়োজনস্বাবিয়েনৈব প্রতীতেঃ। তেনাভিধেব মুখ্যেত্বার্থে
বাধকেন প্রবিবিৎহনিক্রিয়মানা সতী অচরিতার্থত্বাদনুত্ৰ প্রসরতি। অতএব
অমুখ্যেত্বস্যস্বমর্থ ইতি ব্যবহারঃ। তথৈব চামুখ্যতয়া সন্ধেতগ্রহণমপি তত্রাস্তীত্য-
ভিধাপুচ্ছভূতৈব লক্ষণা ॥ ১৭ ॥

উপসংহরতি — তস্মাদিতি। যতোহভিধাপুচ্ছভূতৈব লক্ষণা, ততো হেতোবাচ-
কত্বমভিধাব্যাপারমাত্রিতা তদ্বাবধানেনোখানাস্তংপুচ্ছভূতত্বাচ্চ গুণবৃত্তিঃ গোণলক্ষ-
ণিকপ্রকার ইত্যর্থঃ। সা কথং ধ্বন্যেব্যঞ্জনাগ্ননো লক্ষণং স্মাৎ? ভিন্নবিষয়ত্বাদিতি।
এতদ্রূপসংহরতি — তস্মাদিতি। যতোহতিব্যাপ্তিক্রুতা তৎপ্রসঙ্গে ন চ ভিন্নবিষয়ত্বং
তস্মাদ্ ধ্বনিরিত্যর্থঃ। এবম্ ‘অতিব্যাপ্তেরথাব্যাপ্তের্ন চাসৌ লক্ষ্যতে তস্মা’ ইতি
কারিকাগতাতিব্যাপ্তিং ব্যাখ্যাস্থাব্যাপ্তিং ব্যাচষ্টে — অব্যাপ্তিরপ্যশ্চেতি। অস্মৈ গুণ-
বৃত্তিরূপশ্চেত্যর্থঃ। যত্র যত্র ধ্বনিস্তত্র তত্র যদি ভক্তির্তবেশ স্মাদব্যাপ্তিঃ। ন চৈবম্;
‘অবিবক্ষিতবাচ্যেত্বস্তি ভক্তিঃ ‘স্ববর্ণপুষ্পাঃ’ ইত্যাদৌ। ‘শিখরিণি’ ইত্যাদৌ তু সা
কথম্। নহু লক্ষণা তাবদগোণমপি ব্যাপ্নোতি। কেবলং শব্দস্বমর্থং লক্ষয়িত্বা তেনৈব
সহ সামান্যাদিকরণ্য ভজতে — ‘সিংহো বটুঃ’ ইতি। অর্থো বার্থান্তরং লক্ষয়িত্বা
স্ববাচকেন তদ্বাচকং সামান্যাদিকরণং কৰোতি। শব্দার্থো বা যুগপন্তং লক্ষয়িত্বা
অন্যাত্ম্যমেব শব্দার্থাত্ম্যং মিলিত্তবত ইত্যেবং লাক্ষণিকাদ্ গোণস্ত ভেদঃ। যদাহ —
‘গৌণে শব্দপ্রয়োগঃ, ন লক্ষণায়াম্’ ইতি, তত্রাপি লক্ষণান্ত্যেবেতি সর্বত্র সৈব
ব্যাপিকা। সা চ পঞ্চবিধা। তদ্ যথা — অভিধেয়েন সংযোগাৎ; দ্বিরেফশব্দস্ত

ନ ହି ଧ୍ବନିପ୍ରଭେଦୋ ବିବକ୍ଷିତାନ୍ତ୍ରପରବାଚ୍ୟଲକ୍ଷଣଃ, ଅନ୍ତେ ଚ ବହବଃ ପ୍ରକାରା
ଭକ୍ତ୍ୟା ব্যାପ୍ୟନ୍ତେ । ତସ୍ମାନ୍ତୁକ୍ତିରଲକ୍ଷଣମ୍ ।

ସେହିଭିନ୍ନେସ୍ତେ ଭ୍ରମରଶବ୍ଦଃ ହୋ ରେଫୋ ଯନ୍ତେତି କୁହା ତେନ ଭ୍ରମରଶବ୍ଦେନ ଯନ୍ତ୍ର ସଂଯୋଗଃ
ସଂସ୍କରଃ ସ୍ପଟପଦଲକ୍ଷଣସ୍ତାର୍ଥସ୍ତା ସୋହର୍ଥୋ ଦ୍ବିରେକ୍ଷବ୍ଦେନ ଲଭ୍ୟତେ, ଅଭିଧେୟସଂସ୍କରଂ ବ୍ୟାଧ୍ୟାତ-
ରୂପଂ ନିମିତ୍ତୀକୃତ୍ୟ । ସାମୀପାଂ ଗନ୍ଧାୟାଂ ଘୋଷଃ' । ସମବାୟାଦିତି ସଂସ୍କରାଦିତ୍ୟର୍ଥଃ,
'ସଂସ୍କରଃ ପ୍ରବେଶୟ' ଇତି ଯଥା । ବୈପରୀତ୍ୟାଂ ଯଥା—ଶକ୍ତ୍ୟୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଞ୍ଚିଦ୍ ବ୍ରବୀତି—
'କିମିବୋପକୃତଂ ନ ତେନ ମମ' ଇତି । କ୍ରିୟାଯୋଗାଦିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରଣଭାବାଦିତ୍ୟର୍ଥଃ ।
ଯଥା—ଅନ୍ନାପହାରିଣି ବ୍ୟବହାରଃ ପ୍ରାଣନୟଂ ହରତି ଇତି । ଏବମନୟା ଲକ୍ଷଣ୍ୟା ପଞ୍ଚବିଧ୍ୟା
ବିଶ୍ବମେବ ବ୍ୟାପ୍ତମ୍ । ତଥା ହି 'ଶିଖରିଣି' ଇତ୍ୟାଦ୍ରାକାନ୍ତ୍ରିକପ୍ରଶ୍ନବିଶେଷାଦିବାଧକାରୁପ୍ରବେଶେ
ସାଦୃଶ୍ୟଲକ୍ଷଣାନ୍ତୋବ । ନୟତ୍ରାଦୀକୃତୈବ ମଧ୍ୟେ ଲକ୍ଷଣା କଥଂ ତତ୍ତ୍ଵାକ୍ରେ ବିବକ୍ଷିତାନ୍ତ୍ର-
ପରେତି । ତତ୍ତ୍ଵେଦୋଽନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟୋଽସଂଲକ୍ଷ୍ୟକ୍ରମାନ୍ନା ବିବକ୍ଷିତଃ । ତତ୍ତ୍ଵେଦଶବ୍ଦେନ ଚ ରସ-
ଭାବତଦାଭାସତଂପ୍ରଶମଭେଦାନ୍ତଦବାନ୍ତରଭେଦାଂଚ, ନ ଚ ତେଷୁ ଲକ୍ଷଣ୍ୟା ଉପପନ୍ତିଃ ।
ତଥାହି—ବିଭାବାନ୍ତ୍ରଭାବପ୍ରତିପାଦକେ କାବ୍ୟେ ମୁଖ୍ୟୋଽର୍ଥେ ତାବଦାଧକାରୁପ୍ରବେଶୋଽପ୍ୟ-
ସମ୍ଭାବା ଇତି କୋ ଲକ୍ଷଣାବକାଶଃ ?

ନନ୍ତୁ କିଂ ବାଧୟା, ଇୟଦେବ ଲକ୍ଷଣାସ୍ବରୂପମ୍—'ଅଭିଧେୟାବିନାତୃତପ୍ରତୀତି
ର୍ଲକ୍ଷଣୋଚ୍ୟତେ' ଇତି । ଇହ ଚାତ୍ତ୍ଵେଦ୍ୟାନାଂ ବିଭାବାନ୍ତ୍ରଭାବାଦୀନାମବିନାତୃତା ରସାଦୟ ଇତି
ଲକ୍ଷ୍ୟନ୍ତେ, ବିଭାବାନ୍ତ୍ରଭାବଯୋଃ କାରଣକାର୍ଯ୍ୟରୂପତ୍ଵାଂ, ବ୍ୟାପ୍ତିଚାରିଣାଂ ଚ ତତ୍ତ୍ଵସହବ୍ୟାପ୍ତିତ୍ଵାଦିତି
ଚେଽ—ସୈବମ୍ ; ଧୂମ୍ରଶବ୍ଦାଦ୍ ଧୂମେ ପ୍ରତିପନ୍ନେ ହସ୍ମିନ୍ସ୍ଵତିରିପି ଲକ୍ଷଣାକୃତୈବ ଶ୍ଚାଂ, ତତ୍ତ୍ଵୋଽନ୍ତ୍ରୋଃ
ଶ୍ରୀତାପନୋଦନ୍ସ୍ଵତିରିତ୍ୟାଦିରପର୍ଯ୍ୟବସିତଃ ଶବ୍ଦାର୍ଥଃ ଶ୍ଚାଂ । ଧୂମ୍ରଶବ୍ଦସ୍ତା ସ୍ଵାର୍ଥବିଶ୍ରାନ୍ତହୀନ
ତାବତି ବ୍ୟାପାର ଇତି ଚେଽ, ଆୟାତଂ ତହି ମୁଖ୍ୟାର୍ଥବାଧୋ ଲକ୍ଷଣ୍ୟା ଜୀବିତମିତି, ଯତି
ତ ସ୍ମିନ୍ ସ୍ଵାର୍ଥବିଶ୍ରାନ୍ତତାବାଂ । ନ ଚ ବିଭାବାଦିପ୍ରତିପାଦନେ ବାଧକଂ କିଞ୍ଚିଦସ୍ତି ।

ନସ୍ତେବଂ ଧୁମାବଗମନାନ୍ତରାଗ୍ନିଅଗ୍ନିରଗ୍ନିତାବାଦିପ୍ରତିପତ୍ତ୍ୟନ୍ତରଂ ରତ୍ୟାଦିଚିନ୍ତବୁଦ୍ଧି-
ପ୍ରତିପତ୍ତିରିତି ଶବ୍ଦବ୍ୟାପାର ଏବାତ୍ର ନାସ୍ତି । ଇଦଂ ତାବଦନ୍ୟଂ ପ୍ରତୀତିସ୍ବରୂପକ୍ତୋ
ମୀମାଂସକଃ ପ୍ରଶ୍ନୟାଃ—କିମତ୍ର ପରଚିନ୍ତବୁଦ୍ଧିମାତ୍ରେ ପ୍ରତିପତ୍ତିରେବ ରସପ୍ରତିପତ୍ତିରଭିମତା
ଭବତଃ ? ନ ଚୈବଂ ଭ୍ରମିତବାମ୍ ; ଏବଂ ହି ଲୋକଗତଚିନ୍ତବୁଦ୍ଧ୍ୟାନ୍ତୁମାନମାତ୍ରମିତି କା
ରସତା ? ଯଦ୍ବୈଳୌକିକଚୟଂକାରାନ୍ନା ରସାନ୍ତାଦଃ କାବ୍ୟଗତବିଭାବାଦିଚର୍ଚ୍ଚଣାପ୍ରାଣୋ ନାମୋ
ଅଗ୍ନିରାନ୍ତୁମାନାଦିସାମ୍ୟେନ ଖିଳିକାରପାତ୍ରୀକର୍ତ୍ତବ୍ୟଃ । କିନ୍ତୁ ଲୌକିକେନ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣାନ୍ତୁ-
ମାନାଦିନା ସଂସ୍କୃତହୃଦୟୋ ବିଭାବାଦିକଂ ପ୍ରତିପତ୍ତ୍ୟମାନ ଏବ ନ ତାଟିନ୍ତ୍ୟେନ ପ୍ରତିପତ୍ତତେ

অপি তু হৃদয়সংবাদাপরপর্যায়সহৃদয়ত্বপরবশীকৃততয়া পূর্ণাভিবিজ্ঞানসাধাদাক্ষরীভাবে-
নানুমানস্বরূপাদিসরগিমনারুহেব তন্ময়ীভবনোচিতচর্যণাপ্রাপ্ততয়া । ন চানৌ চর্যণা
প্রমাণান্তরতো জাতা পূর্বক, যেনেদানীং স্মৃতিঃ স্মৃতাং । ন চাধুনা কুতশ্চিৎ
প্রমাণান্তরাহুংপন্ন, অলৌকিকে প্রত্যক্ষাণব্যাপারাং । অতএব অলৌকিক এব
বিভাবাদিব্যবহারঃ । যদাহ—‘বিভাবো বিজ্ঞানার্থঃ লোকে কারণমেবাভিধীয়তে
ন বিভাবঃ । অনুভবোহপ্যালৌকিক এব । ‘যদয়মহুভাবয়তি বাগঙ্গসঙ্কতোহভি-
নয়ন্তুস্মাদহুভাবঃ’ ইতি । তচ্চিত্তবৃত্তিতন্ময়ীভবনমেব হহুভবনম্ । লোকে তু
কার্যমেবোচ্যতে নানুভাবঃ । অতএব পরকীয়া ন চিত্তবৃত্তির্গম্যত ইত্যভিপ্রাধেণ
‘বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ’ ইতিসূত্রে স্থায়িগ্রহণং ন কৃতম্ ।
তৎ প্রত্যুত শল্যভূতং স্মৃতাং । স্থায়িনস্ত রসীভাব ঔচিত্যাহুচ্যতে, তদ্বিভাবানু-
ভাবোচিতচিত্তবৃত্তিসংস্কারহৃদরচর্যণাদয়াং । হৃদয়সংবাদোপযোগিলৌকচিত্তবৃত্তি-
পরিজ্ঞানাবস্থায়ামুদ্যানপুলকাদিভিঃ স্থায়িত্তরত্যাগবগমাচ্চ । ব্যভিচারী তু চিত্ত-
বৃত্ত্যায়ত্বেহপি মুখ্যচিত্তবৃত্তিপরবশ এব চর্য্যত ইতি বিভাবানুভাবমধ্যে গণিতঃ ।
অতএব রসমানতায়্য এধৈব নিষ্পত্তিঃ, যৎপ্রবন্ধপ্রবৃত্তবন্ধুসমাগমাদিকারণোদিতহর্ষাদি-
লৌকিকচিত্তবৃত্তিগ্ভাবেন চর্যণাক্রমত্বম্ । অতশ্চর্যণাত্ম্যভিব্যঞ্জনমেব ন তু জ্ঞাপনম্,
প্রমাণব্যাপারবৎ । নাপ্যুৎপাদনম্, হেতুব্যাপারবৎ ।

নহু যদি নেয়ং স্তম্পিত্তি বা নিষ্পত্তিঃ, তর্হি কিমেতৎ ? ন স্বয়মসাবলৌকিকো
রসঃ । নহু বিভাবাদিরত্র কিং জ্ঞাপকো হেতুঃ, উত কারকঃ ? ন জ্ঞাপকো ন
কারকঃ ; অপি তু চর্যণোপযোগী । নহু কৈতদ দৃষ্টমত্ৰ । যত এব ন দৃষ্টং তত
এবালৌকিকমিত্তুক্তম্ । নহেবং রসোহিপ্রমাণং স্মৃতাং ; অন্ত, কিং ততঃ ? তচ্চর্যণাত
এব জীতিব্যুৎপত্তিসিদ্ধেঃ কিমন্তদর্থনীয়ম্ । নহুপ্রমাণকমেতৎ ; ন, স্বসংবেদন-
সিদ্ধত্যাং । জ্ঞানবিশেষশ্চৈব চর্যণায়ত্বাং ইত্যলং বহুনা । অতশ্চ রসোহয়ম-
লৌকিকঃ । যেন ললিতপুরুষানুপ্রাসস্মার্য্যভিধানানুপযোগিনোহপি রসং প্রতি
ব্যঞ্জকত্বম্ ; কা তত্র লক্ষণায়াঃ শঙ্ক্যপি ? কাব্যায়কশব্দনিপীড়নেনৈব তচ্চর্যণা
দৃশ্যতে । দৃশ্যতে হি তদেব কাব্যং পুনঃ পুনঃ পঠ্যশ্চর্যমাণশ্চ সহৃদয়ো লোকঃ, ন
তু কাব্যস্ত তত্র ; ‘উপাদায়াপি যে হেয়া’ ইতি ত্রায়েন কৃতপ্রতীতিকশ্চানুপযোগ
এবেতি শব্দস্মাপীহ ধ্বননব্যাপারঃ । অতএবালক্ষ্যক্রমতা । যন্তু বাক্যভেদঃ
স্মাদিতি কেনচিহুত্বম্, তদনন্তিত্ততয়া । শাস্ত্রং হি সঙ্কল্পচ্চারিতং সময়বলেনার্থং
প্রতিপাদয়ন্ত্যপরিব্রুদ্বানেকসময়স্বত্যাযোগাৎ কথমর্থদ্বয়ং প্রত্যায়য়েৎ । অবিরুদ্ধত্বে

কশ্চিদ্ ধ্বনিভেদস্য সা তু শ্রাৱ্যপলক্ষণম্

সা পুনর্ভুক্তির্বক্ষ্যমাণপ্রভেদমধ্যাদশ্রুতমশ্রু ভেদস্য যদি নামোপ-
লক্ষণতয়া সস্তাব্যোত ; যদি চ গুণবৃত্তৌব ধ্বনির্লক্ষ্যত ইত্যাচ্যতে

বা তাবানেকো বাক্যার্থঃ শ্রাং । ক্রমেণাপি বিরম্য ব্যাপারায়োঃ । পুনরুচ্চারি-
তেহপি বাক্যে স এব, সময়প্রকরণাদেস্তাদবস্থাং । প্রকরণসময়প্রাপ্যর্থতিরস্বারে-
ণার্থান্তরপ্রত্যায়কত্বে নিয়ম্যভাব ইতি তেন ‘অগ্নিহোত্রং জুহুয়াং স্বর্গকামঃ’ ইতি
শ্রুতৌ ঋদেচ্ছবমাংসমিত্যেব নর্থ ইত্যত্র কা প্রমেতি প্রশস্ত্যতে । তত্রাপি ন
কাচিদিয়ন্তেত্যনাশাসতা ইত্যেবং বাক্যভেদো দৃশ্যম । ইহ তু বিভাবাদেব প্রতি-
পাণ্ডমানং চর্যণাবিশয়তোমুখমিতি সময়াদ্যপযোগ্যতাবঃ । ন চ নিযুক্তোহহমত্র
করবাণি, কৃতার্থোহহমিতি শাস্ত্রীয়প্রতীতিসদৃশমদঃ । তত্রোত্তরকথ্যোন্মুখ্যেন
লৌকিকত্বাং । ইহ তু বিভাবাদিচর্যণাদ্রুতপুস্পবত্তংকালসারৈবোদিতা ন তু পূর্বা-
পরকালানুবন্ধিনীতি লৌকিকাদাশ্বাদাত্মোণিবিষয়াচ্ছান্ত এবাং রসাস্বাদঃ । অতএব
‘শিখরিণি’ ইত্যাদাবপি মুখ্যার্থবাধাদিক্রমমনপেক্ষ্যেব সহদয়া বক্তৃত্তিপ্রাং চাটু-
প্ৰীত্যায়কং সংবেদয়ন্তে । অতএব গ্রন্থকারঃ সামান্যেন বিবক্ষিতানুপরবাচ্যে ধ্বনৌ
ভক্তেরভাবমভাবাং । অস্মাভিস্ত দ্বর্জকটং প্রত্যায়য়িতুমুক্তম—ভবত্ব লক্ষণা,
অলক্ষ্যক্রমে তু কুপিতোহপি কিং করিস্বদীতি । যদি তু ন কুপ্যতে ‘স্বর্ণপুস্পাঃ’
ইত্যাদাববিবক্ষিতবাচ্যেহপি মুখ্যার্থবাধাদিলক্ষণাসামগ্রীমনপেক্ষ্যেব ব্যাখ্যার্থবিশ্রান্তি-
রিত্যলং বহ্না । উপসংহরতি—তস্মাদ্ ভক্তিরিতি ॥ ১৮ ॥

নহু মা ভূদ্ ধ্বনিরিত্তি ভক্তিরিত্তি চৈকং রূপম্ । মা চ ভূক্তিক্তির্ধ্বনির্লক্ষণম্ ।
উপলক্ষণং তু ভবিষ্যতি ; যত্র ধ্বনির্ভবতি, তত্র ভক্তিরপ্যন্তীতি । ভক্ত্যুপলক্ষিতো
ধ্বনিঃ । ন তাবদেতং সর্বত্রান্তি, ইয়তা চ কিং পরশু সিদ্ধম্ ? কিংবা নঃ ক্রটিতম্ ।
ইতি ওদাহ—কশ্চিদিত্যাদি । নহু ভক্তিস্তাবচ্চিরন্তনৈরুক্তা, তদুপলক্ষণমুখেন চ
ধ্বনিমপি সমগ্রভেদং লক্ষয়িষ্যন্তি জ্ঞাত্যন্তি চ । কিং তল্লক্ষণেনেত্যশঙ্ক্যাহ—যদি
চেতি । অভিধানাভিধেয়ভাবে স্থলঙ্কারাণাং ব্যাপকঃ ; ততশ্চাভিধাবৃত্তে বৈয়াকরণ-
মীমাংসকৈর্নিক্রপিতে কুত্রেদানীমলঙ্কারকারাণাং ব্যাপারঃ । তথা হেতুবলাং কার্য্য
জায়ত ইতি তাকৈকৈরুক্তে কিমিদানীমীশ্বরপ্রভৃতীনাং কর্তৃণাং জ্ঞাতৃণাং বা
কৃত্যমপূর্বং শ্রাদিতি সর্বো নিরাস্তঃ শ্রাং । তদাহ—লক্ষণকরণবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গ ইতি ।
মাভূদ্বাহপূর্বোন্মীলনং পূর্বোন্মীলিতমেবাস্মাভিঃ সম্যঙ্নিক্রপিতং, তথাপি কো

তদভিধাব্যাপারেণ তদিতরোহলঙ্কারবর্গঃ সমগ্র এব লক্ষ্যাত ইতি
প্রত্যেকমলঙ্কারাণাং লক্ষণকরণবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গঃ । কিঞ্চ

লক্ষণেহৈষ্ট্রে কূতে চাস্ত্র পক্ষসংসিদ্ধিরেব নঃ ॥ ১৯ ॥

কূতেহপি বা পূর্বমেবাত্তৈধ্বনিলক্ষণে পক্ষসংসিদ্ধিরেব নঃ ; যস্মাদ্ধ্বনিরস্তুতীতি নঃ পক্ষঃ । স চ প্রাগেব সংসিদ্ধ ইত্যয়ত্ত্বসম্পন্নসমীহিতার্থাঃ
সংবৃত্তাঃ স্মঃ । যেহপি সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্যমনাখ্যেয়মেব ধ্বনেরাত্মান-
মাম্বাসিষুস্তেহপি ন পরীক্ষ্যবাদিনঃ । যত উক্তয়া নীত্যা বক্ষ্যমাণয়া
চ ধ্বনেঃ সামান্যবিশেষলক্ষণে প্রতিপাদিতেহপি যত্নানাখ্যেয়ত্বং তৎ সর্ব-
ষামেব বস্তুনাং তৎপ্রসক্তম্ । যদি পুনর্ধ্বনেরতিশয়োক্ত্যানয়া কাব্যান্ত-
রাতিশায়াি তৈঃ স্বরূপমাখ্যায়তে তত্ত্বেহপি যুক্তাভিধায়িন এব ॥

দোষ ইত্যভিপ্রায়েণাই—কিং চেতাদি । প্রাগেবেতি । অস্মৎপ্রযত্নাদিতি শেষঃ ।
এবং ত্রিপ্রকারমভাববাদং, ভক্ত্যন্তর্ভূততাং চ নিরাকুর্বীতা অলক্ষণীয়ত্বমেতন্মধ্যে
নিরাকৃতমেব । অতএব মূলকারিকা সাক্ষাত্ত্বনিরকরণার্থা ন শ্রয়তে । বৃত্তিকৃত্ত্ব
নিরাকৃতমপি প্রমেয়শয্যাপূরণায় কঠেন তৎপক্ষমনুগ্রহ নিরাকরোতি—যেইপীত্যাদিনা ।
উক্তয়া নীত্যা ‘যত্রার্থঃ শব্দো বা’ ইতি সামান্যলক্ষণং প্রতিপাদিতম্ । বক্ষ্যমাণয়া
তু নীত্যা বিশেষলক্ষণং ভবিষ্যতি ‘অর্থান্তরে সঙ্ক্রমিভং’ ইত্যাদিনা । তত্র
প্রথমোদ্যোতে ধ্বনেঃ সামান্যলক্ষণমেব কারিকাকারেণ কৃতম্ । দ্বিতীয়োদ্যোতে
কারিকাকারোৎপত্ত্যন্তরবিভাগং বিশেষলক্ষণং চ বিদধদমুবাদমুখেন মূলবিভাগং দ্বিবিধং
সূচিতবান্ । তদাশয়ানুসারেণ তু বৃত্তিকৃত্ত্ববোদ্যোতে মূলবিভাগমবোচৎ—‘স চ
দ্বিবিধঃ’ ইতি । সর্বেষামিতি । লৌকিকানাং শাস্ত্রীয়ানাং চেত্যর্থঃ । অতিশয়ো-
ক্ত্যেতি । যথা ‘তাত্ত্বিকরাণি হৃদয়ে কিমপি ক্ষুরন্তি’ ইতিবদতিশরোক্ত্যানাখ্যেয়তোক্তা
সাররূপতাং প্রতিপাদয়িত্বুমিতি দর্শিতমিতি শিবম্ ॥ ১৯ ॥

কিং লোচনং বিনালোকো ভাতি চল্লিকয়াপি হি

তেনাভিনবগুপ্তোঃত্র লোচনোন্নীলনং ব্যধাৎ ॥

যদ্বন্নীলনশক্ত্যেব বিশ্বমুন্নীলতি ক্ষণাৎ ।

স্বান্নায়তনবিশ্রান্তাং তাং বন্দে প্রতিভাং শিবাম্ ॥

ইতি শ্রীমহামাহেশ্বরচাৰ্য্যধৰ্ম্মাভিনবগুপ্তোন্নীলিতে সহৃদয়ালোকলোচনে ধ্বনি-
সঙ্কেতে প্রথম উদ্যোতঃ ॥

শ্রীরস্তু

দ্বিতীয় উদ্যোতঃ ।

এবমবিবক্ষিতবাচ্যবিবক্ষিতাত্মপরবাচ্যত্বেন ধ্বনির্দ্বিপ্রকারঃ প্রকাশিতঃ ।

তত্রাবিবক্ষিতবাচ্যশ্চ প্রভেদপ্রতিপাদনায়েদমুচ্যতে—

অর্থাস্তরে সঙ্ক্রমিতমত্যস্তং বা তিরস্কৃতম্ ।

অবিবক্ষিতবাচ্যশ্চ ধ্বনেনবাচ্যং দ্বিধামতম্ ॥ ১ ॥

তথাবিধাভ্যাং চ তাভ্যাং ব্যঙ্গ্যস্বৈব বিশেষঃ ।

তত্রার্থস্তরসঙ্ক্রমিতবাচ্যে যথা—

লোচনম্

দ্বিতীয় উদ্যোতঃ

যা অর্থ্যমাণা শ্রেয়াংসি স্মৃতে ধ্বংসয়তে কুজঃ ।

তামতীষ্টফলোদারকল্পবল্লীং স্তবে শিবাম্ ॥

বৃত্তিকারঃ সঙ্গতিমুদ্ভোতশ্চ কুর্বাণ উপক্রমতে—এবমিত্যাদি । প্রকাশিত ইতি ।
 ময়া বৃত্তিকারেণ সতেতি ভাবঃ । ন চৈতন্ময়োৎস্রজযুক্তম্, অপি তু কারিকা-
 কারাভিপ্রায়েণেত্যাহ—তত্রৈতি । তত্র দ্বিপ্রকারপ্রকাশনে বৃত্তিকারকৃতে যন্নিমিত্তং
 বীজভূতমিতি সম্বন্ধঃ ॥ যদি বা—তত্রৈতি পূর্বশেষঃ । তত্র প্রথমোদ্যোতে বৃত্তি-
 কারেণ প্রকাশিতঃ অবিবক্ষিতবাচ্যশ্চ যঃ প্রভেদোহবাস্তরপ্রকারস্তংপ্রতিপাদনায়েদ-
 মুচ্যতে । তদবাস্তরপ্রভেদপ্রতিপাদনদ্বারেনৈব চানুবাদদ্বারেণাবিবক্ষিতবাচ্যশ্চ যঃ
 প্রভেদো বিবক্ষিতাত্মপরবাচ্যং প্রতিভ্রঙ্ঘ্য তংপ্রতিপাদনায়েদমুচ্যতে । ভবতি
 মূলতো দ্বিভেদস্বং কারিকাকারস্বাপি সম্বতমেবেতি ভাবঃ । সংক্রমিতমিতি গিচা
 ব্যঞ্জনাব্যাপারে যঃ সহকারিবর্গস্তস্যায়ং প্রভাব ইত্যুক্তং তিরস্কৃতশব্দেন চ । যেন
 বাচ্যোনাবিবক্ষিতেন সত্বেবিবক্ষিতবাচ্যো ধ্বনির্বাপদিশতে তদ্বাচ্যং দ্বিধেতি সম্বন্ধঃ ।
 যোৎসর্গ উপপত্তমানোইপি তাবত্বানুপযোগাদ্ধ্বনিস্তরসংবলনয়ান্নতামিব গতো
 লক্ষ্যমাণোহুগতধর্মী অকুশত্রজ্ঞানেনাস্তে স রূপান্তরপরিণত উক্তঃ । যত্নরূপপত্তমান
 উপায়তামাজ্ঞেয়ার্থান্তরপ্রতিপত্তিং কৃৎবা পলায়ত ইব স তিরস্কৃত ইতি । নহু ব্যঙ্গ্য-
 স্ত্বনো যদা ধ্বনেভেদো নিরূপ্যতে তদা বাচ্যশ্চ দ্বিধেতি ভেদকথনং ন সঙ্গতমিত্যা-

স্নিগ্ধশ্যামলকান্তিলিপুবিস্তৃতো বেল্লদ্বলাকা ঘনা

বাতাঃ শ্রীকরিণঃ পয়োদমুহুদামানন্দকেকাঃ কলাঃ ।

কামং সন্তু দৃঢ়ং কঠোরহৃদয়ো রামোহস্মি সর্বং সহৈ

বৈদেহী তু কথং ভবিষ্যতি হহা হা দেবী ধীরা ভব ॥

ইত্যত্র রামশব্দঃ । অনেন হি ব্যঙ্গ্যধর্ম্মান্তরপরিণতঃ সংজ্ঞী
প্রত্যাযাতে, ন সংজ্ঞিমাাত্রম্ ।

শব্দ্যাহ—তথাবিধাভ্যাং চেতি । চো যস্মাদর্থঃ । ব্যঞ্জকবৈচিত্র্যাদ্ধি যুক্তং ব্যঙ্গ্য-
বৈচিত্র্যমিতি ভাবঃ ॥ ব্যঞ্জকে ত্বর্থে যদি ধ্বনিশব্দস্তদা ন কশ্চিদ্ব্যয় ইতি ভাবঃ ।
ভেদপ্রতিপাদকেনৈবাবর্থনাম্না লক্ষণমপি সিদ্ধমিত্যভিপ্রায়েণোদাহরণমেবাহ—
অর্থান্তসঙ্ক্রমিতবাচ্যো যথেন্তি । অত্র শ্লোকে রামশব্দ ইতি সঙ্গতিঃ । স্নিগ্ধয়া
জলসম্বন্ধসরসয়া শ্যামলয়া ত্রবিভবনিতোচিতাসিতবর্ণয়া কান্ত্যা চাকচক্যেন লিপ্ত-
মাজ্জুরিতং বিষমভো যৈঃ । বেল্লন্ত্যো বিজ্জুমাণাস্তথা চলন্ত্যঃ পরভাগবশাৎ
প্রহর্যবশাচ্চ বলাকাঃ সিতপক্ষিবেশেষা যেযু ত এবংবিধা মেঘাঃ । এবং নভস্তাবদূরা
লোকং বর্ততে । দিগেহপি দুঃসহাঃ । যতঃ সূক্ষ্মজলকণোদর্গারিণো বাতা ইতি
মন্দমন্দস্বমেবামনিতদিগাগমনং চ বহুবচনেন সূচিতম্ । তর্হি গুহাহু কচিং
ওবিশ্বাস্তামিত্যত আহ—পয়োদানাং যে সূহৃদস্তেষু চ সংস্রু যে শোভনহৃদয়া
মম্বুরাস্তেযামানন্দেন হর্ষণে কলাঃ ষড়্জসংবাদিত্যো মধুরাঃ কেকাঃ শব্দবেশেষাঃ তাস্চ
সর্বং পয়োদবৃত্তান্তং দুঃসহং স্মরয়ন্তি ; স্বয়ং চ দুঃসহা ইতি ভাবঃ । এবমুদ্দীপন-
বিভাবোদ্বোধিতবিপ্রলম্বঃ পরস্পরাধিষ্ঠানত্বাদ্রতেঃ বিভাবানাং সাধারণতামভিমত-
মান ইত এব প্রভৃতি প্রিয়তমাং হৃদয়ে নিধায়ৈর স্বাস্থ্যবৃত্তান্তং তাবদাহ—কামং
সঙ্ঘতি । দৃঢ়মিতি সাতিশয়ম্ কঠোরহৃদয়-ইতি । রামশব্দার্থধ্বনিবেশেষাবকাশ-
দানায় কঠোরহৃদয়পদম্ । যথা ‘তদোগহম্’ ইত্যুক্তেনপি ‘নতভিস্তি’ ইতি । অনুথা
রামপদং দশরথকুলোদ্ভবত্বকৌশল্যাস্নেহপাত্রত্ববাল্যচরিতজ্ঞানকীলাভাদিধর্ম্মান্তর-
পরিণতমর্থং কথং ন ধ্বনেন্নেদিতি । অস্মীতি । স এবাহং ভবামীত্যর্থঃ, ভবিষ্যতীতি
ক্রিয়াসাম্যম্ । তেন কিং করিষ্যতীত্যর্থঃ । অথ চ ভবনমেবাস্মা অসম্ভাব্যমিতি ।
উক্তপ্রকারেণ হৃদয়নিহিতাং প্রিয়াং অরণশব্দবিকল্পপরস্পরয়া প্রত্যক্ষীভাবিতাং
হৃদয়ক্ষোটনোন্মুখীং সংস্রমমাহ—হহা হেতি । দেবীতি । যুক্তং তব ধৈর্যমিত্যর্থঃ ।
অনেনেতি । রামশব্দেনাতুপযুক্ত্যমানার্থেনেতি ভাবঃ । ব্যঙ্গ্যং ধর্ম্মান্তরং প্রয়োজন-

যথা চ মমৈব বিষমবাণলীলায়াম্—

তালা জাঅস্তি গুণা জালা দে সহিঅত্রহিং ধেপ্পস্তি ।

রইকিরণানুগ্গহিআই হোস্তি কমলাই কমলাইং ॥

(তদা জায়ন্তে গুণা যদা তে সহদয়ৈর্গৃহ্যন্তে ।

রবিকিরণানুগ্গহীতানি ভবন্তি কমলানি ॥ ইতিচ্ছায়া ।)

ইত্যত্র দ্বিতীয়ঃ কমলশব্দঃ ।

অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যো যথাদিকবেবোন্মীকেঃ—

রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্তুযারাবৃতমণ্ডলঃ ।

নিঃস্বাসান্ন ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে ॥ ইতি ॥

রূপং রাজ্যানিবাসনাগ্ৰসঙ্খ্যেয়ম্ । তচ্চাসংখ্যাত্তদভিধাব্যাপারেনাশক্যসমর্পণম্ ।
ক্রমেণার্প্যমাণমপ্যেকধীবিষয়ভাবাভাবান চিত্তচৰ্ণ্যপদমিতি ন চারুত্বাতিশরক্ণং ।
প্রতীয়মানং তু তদসঙ্খ্যমুদ্ভিন্নবিশেষত্বেনৈব কিং কিং রূপং ন সহত ইতি চিত্রপান-
করসাপুণ্ড্রমোদকস্থানীয়বিচিত্রচৰ্ণ্যপদং ভবতি । যথোক্তম্—‘উক্তান্তরেনাশক্যং
যৎ’ ইতি । এষ এব সর্বত্র প্রয়োজনশ্চ প্রতীয়মানত্বেনোৎকর্ষহেতুর্মন্তব্যঃ । যাত্র-
গ্রহণেন সংজ্ঞী নাত্র তিরস্কৃত ইত্যাহ—যথা চেত্যাदि । তালা তদা জালা যদা ।
ধেপ্পস্তি গৃহ্যন্তে । অর্থান্তরগ্রাসমাহ—রবিকিরণেতি কমলশব্দ ইতি । লক্ষ্মীপাত্র-
ত্বাদিধর্ম্মান্তরশতচিত্রতাপরিণতং সংজ্ঞিনমাহেত্যর্থঃ । তেন শুদ্ধেহর্থো মুখ্যে বাধা-
‘নিমিত্তং তত্রার্থে’ তদ্ব্যর্থসমবায়ঃ । তেন নিমিত্তেন ব্রাহ্মণো ধর্ম্মান্তরপরিণতমর্থঃ
লক্ষয়তি । ব্যক্ত্যাগ্ৰসাধারণাগ্ৰশব্দবাচ্যানি ধর্ম্মান্তরাণি । এবং কমলশব্দঃ । গুণশব্দস্ত
সংজ্ঞিতাত্মমাহেতি । তত্র যদলাং কৈশ্চিদারোপিতং তদপ্রাতীতিকম্ । অনুপযোগ-
বাধিতো হর্থোহস্ত ধ্বনেবিষয়ে লক্ষণা যুলে হস্তা ।

যতু হৃদয়দর্পণ উক্তম্—‘হহা হেতি সংরস্তার্থোৎসং চমংকারঃ’ ইতি । তত্রাপি
সংরস্তঃ আবেগো বিপ্রলম্বব্যতিচারীতি রসধ্বনিত্যবদ্বপগতঃ । ন চ ব্রাহ্মণত্বাভি-
বাক্ত্যর্থসাহায়কেন বিনা সংরস্তোল্লাসোৎপি । অহং সহে তস্তাঃ কিং বর্তত ইত্যেব-
মাস্মা হি সংরস্তঃ । কমলপদে চ কঃ সংরস্ত ইত্যন্তাং তাবৎ । অনুপযোগাঙ্গিকা
চ মুখ্যার্থবাধাত্রাত্তীতি লক্ষণাযুলত্বাদবিবক্ষিতবাচ্যভেদতাত্পর্যপন্নৈব শুদ্ধার্থত্বাবি-
বক্ষণাৎ । ন চ তিরস্কৃতত্বং ধর্ম্মরূপেণ, তস্তাপি তাবতানুগমাৎ । অতঃপর চ

অত্রাঙ্কশব্দঃ ।

গগনং চ মন্তমেহং ধারালুলিঅজ্জুগাঠং অ বনাইং ।

নিরহঙ্কারমিঅঙ্কা হরন্তি নীলাও বি গিসাও ॥

অত্র মন্তনিরহঙ্কারশব্দে ।

অসংলক্ষ্যাক্রমোদ্যোতঃ ক্রমেণ ত্রোতিতঃ পরঃ ।

বিবক্ষিতাভিধেয়স্য ধ্বনেরাস্মা দ্বিধা মতঃ ॥ ২ ॥

পরিণতবাচো যুক্ত্যা ব্যবহৃতম্—আদিকবেরিতি । ধ্বনর্লক্ষ্যপ্রসিদ্ধতামাহ—রবীতি ।
হেমন্তবর্ণনে পঞ্চবট্যাং রামস্তোত্রিরিয়ম্ । অঙ্ক ইতি চোপহতদৃষ্টিঃ । জাত্যঙ্কস্থাপি
গর্তে দৃষ্ট্যপঘাতাৎ । অঙ্কোৎস্বং পুরোহপি ন পশুতীত্যত্র তিরস্কারোৎস্বার্থস্য ন
ত্বত্যান্বয়ম্ । ইহ স্বাদর্শশাস্ত্রমারোপ্যমাগমপি ন সহমিতি । অঙ্কশব্দোৎস্ব পদার্থ-
স্মৃটীকরণশক্তং নষ্টদৃষ্টিগতং নিমিত্তীকৃত্যাদর্শং লক্ষণয়া প্রতিপাদয়তি । অসাধারণ-
বিচ্ছায়ত্বানুপযোগিত্বাদিধর্ম্মজাতমসংখ্যং প্রয়োজনং ব্যনক্তি । ভট্টনায়কেন তু
যদুক্তম্—‘ইবশব্দযোগাকৌণাতপ্যত্র ন কাচিৎ’ ইতি তচ্ছলোকার্থমপরাযুক্ত্য ।
আদর্শচন্দ্রমসৌহি সাদৃশ্যমিবশব্দো দোতয়তি । নিঃস্বাসাঙ্ক ইতি চাদর্শবিশেষণম্ ।
ইবশব্দশাস্ত্রার্থেন যোজনে আদর্শচন্দ্রমা ইত্যাদাহরণং ভবেৎ । যোজনং চৈতদিবশব্দস্য
ক্লিষ্টম্ । ন চ নিঃস্বাসেনাঙ্ক ইবাদর্শঃ স ইব চন্দ্র ইতি কল্পনা যুক্তা । জৈমিনীয়াসুত্রে
হেবং যোজ্যতে ন কাব্যোৎপীতালম্ । গগনমিতি ।

গগনং চ মন্তমেহং ধারালুলিতাজ্জুনানি চ বনানি ।

নিরহঙ্কারমুগাঙ্কা হরন্তি নীলা অপি নিশাঃ ॥

ইতি ছায়া । চশব্দোৎপিশব্দার্থে । গগনং মন্তমেহমপি ন কেবলং তারকিতম্ ।
ধারালুলিতাজ্জুনবৃক্ষাণ্যপি বনানি ন কেবলং মলয়মারুতান্দোলিতসহকারাণি ।
নিরহঙ্কারমুগাঙ্কা নীলা অপি নিশা ন কেবলং সিতকরকরধবলিতাঃ । হরন্তি
উৎস্বকল্পস্তীত্যর্থঃ । মন্তশব্দেন সর্ব্বথৈবেহাসম্ভবৎস্বার্থেন বাধিতম্চোপযোগীবাল্লক-
মুখ্যার্থেন সাদৃশ্যেন্নোবাঙ্ক শব্দতাসমঞ্জসকারিত্বদ্বিবিধারত্বাদিধর্ম্মসহস্রং স্বত্বতে ।
নিরহঙ্কারশব্দেনাপি চন্দ্রং লক্ষয়তা তৎপারতন্ত্যবিচ্ছায়ত্বোজ্জিগমিষারূপজিগীষাত্যাগ-
প্রভৃতিঃ ॥ ১ ॥

অবিবক্ষিতবাচ্যস্ত প্রভিঙ্কমিতি যদুক্তং তৎকৃতঃ ? ন হি স্বরূপাদেব ভেদো
ভবতীত্যাশঙ্ক্য বিবক্ষিতবাচ্যাদেবাস্ত ভেদো ভবতি, বিবক্ষা তদভাবেষ্যোর্বিরোধ-

মুখ্যতয়া প্রকাশমানো ব্যঙ্গ্যোহর্থো ধ্বনেরাশ্মা। স চ বাচ্যা-
র্থাপেক্ষয়া কশ্চিদলক্ষ্যক্রমতয়া প্রকাশতে, কশ্চিৎ ক্রমেণেতি দ্বিধা
মতঃ।

তত্র

রসভাবতদাভাসতৎপ্রশাস্ত্যাদিরক্রমঃ।

ধ্বনেরাশ্মাজ্জিভাবেন ভাসমানো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩ ॥

দিত্যভিপ্রায়েণাহ—অসংলক্ষ্যেতি। সম্যঙ্ ন লক্ষয়িতুং শক্যঃ ক্রমো যস্য তাদৃশ
উদ্যোত উদ্যোতনব্যাপারোহস্মেতি বহুব্রীহিঃ। ধ্বনিশব্দসান্নিধ্যাদিবক্ষিতাভি-
ধেয়ত্বেনাশ্রয়ত্বমাত্রাঙ্গিপ্তমিতি স্বকণ্ঠেন নোক্তম্। ধ্বনেরিতি। ব্যঙ্গ্যস্মেত্যর্থঃ।
আস্মেতি। পূর্বশ্লোকেন ব্যঙ্গ্যস্য বাচ্যমুখেন ভেদ উক্তঃ। ইদানীং তু দ্যোতন-
ব্যাপারমুখেন দ্যোতস্য স্বাশ্রয়নিষ্ঠ এবৈত্যর্থঃ। ব্যঙ্গ্যস্য ধ্বনেদ্যোতনে স্বাশ্রয়ি কঃ
ক্রম ইত্যশঙ্ক্যাহ—বাচ্যার্থাপেক্ষয়েতি। বাচ্যোহর্থো বিভাবাদিঃ ॥ ২ ॥

তত্রোতি। তস্মৈর্থধাদিত্যর্থঃ। যো রসাদিরর্থঃ স এবাক্রমো ধ্বনেরাশ্মা ন
ত্বক্রম এব সঃ। ক্রমত্বমপি হি তস্য কদাচিদ্ভবতি। তথা চার্শবশক্তুস্তবানুস্মানরূপ-
ভেদেতেতি বক্ষ্যতে। আশ্রয়শব্দঃ স্বভাববচনঃ প্রকারমাহ। তেন রসাদির্যোহর্থঃ স
ধ্বনেরক্রমো নামভেদঃ। অসংলক্ষ্যক্রম ইতি যাবৎ। নহু কিং সর্বদৈব রসাদিরর্থো
ধ্বনৈঃ প্রকারঃ? নেত্যাহ কিন্তু যদাঙ্গিধ্বেন প্রধানত্বেনাবভাসমানঃ। এতচ্চ
সামান্যলক্ষণে ‘ঙগীকৃত স্বার্থাবিত্যত্র যতপি নিরূপিতম্, তথাপি রসবদাচলঙ্কার-
প্রকাশনাবকাশদানায়ানুদিতম্। স চ রসাদিধ্বনিবাবস্থিত এব; ন হি তচ্ছৃণুং
কাব্যং কিঞ্চিদস্তু। যতপি চ রসেনৈব সর্বং জীবতি কাব্যম্, তথাপি তস্য রসসম্বন্ধ-
ঘনচমৎকারান্ননোহপি কুতশ্চিদংশাং প্রযোজকীভূতাদধিকোহংশো চমৎকারো
ভবতি। তত্র যদা কশ্চিদ্ভুক্তাবস্থায় প্রতিপন্নো ব্যভিচারী চমৎকারাতিশয়-
প্রযোজকো ভবতি, তদা ভাবধ্বনিঃ। যথা—

তিষ্ঠেৎ কোপবশাৎ প্রভাবপিহিতা দীর্ঘং ন সা কুপ্যতি

স্বর্গায়োৎপতিতা ভবেন্নায়ি পুনর্ভাবাদ্রিমস্তা মনঃ।

তাং হর্তুং বিবুধদ্বিষোহপি ন চ মে শক্তাঃ পুরোবর্ত্তিনীং

সা চাত্যন্তমগোচরং নয়নযোৰ্য্যতেতি কোহয়ং বিধিঃ ॥

অত্র হি বিপ্রলম্বরসসভাবোৎপাদিত্যেতি বিতর্কীণ্যব্যভিচারিচমৎক্রিয়াপ্রযুক্ত আশ্মা-

দাতিশয়ঃ। ব্যাভিচারিণ উদয়স্থিত্যপায়ত্রিধর্মকাঃ। যদাহ—বিবিধমভিমুখ্যেন
চরন্তীতি ব্যাভিচারিণঃ’ ইতি। তত্রোদয়বাস্থ্যপ্রযুক্তঃ কদাচিৎ। যথা—

যাতে গোত্রবিপর্যয়ে ঋতিপথং শয্যামহুপ্রাপ্তয়া

নির্ঘাতং পরিবর্তনং পুনরপি প্রারব্ধমঙ্গীকৃতম্।

ভূয়স্তং প্রকৃতং কৃতং চ শিথিলক্ষিতৈকদোলৈষয়া।

তদ্বদ্যা ন তু পারিতঃ স্তনভরঃ ক্রষ্টুং প্রিয়শ্চোরসঃ ॥

অত্র হি প্রণয়কোপশ্চোল্লিঙ্গমিধৈব যদবস্থানং ন তু পারিত ইত্যুদয়াবকাশনিরা-
করণাত্তদেবাস্বাদজীবিতম্। স্থিতিঃ পুনরুদাহৃত—‘তিষ্ঠেৎ কোপবশাৎ’ ইত্যাদিনা।
কচিৎতু ব্যাভিচারিণঃ প্রশমাবস্থয়া প্রযুক্তশ্চমৎকারঃ। যথোদাহৃতং প্রাক্ ‘একস্মিন
শয়নে পরাঙ্মুখতয়া’ ইতি। অয়ং তৎপ্রশম ইত্যুক্তঃ। অত্র চের্যাবিপ্লবস্তস্য
রসস্থাপি প্রশম ইতি শক্যং যোজয়িতুম্। কচিৎতু ব্যাভিচারিণঃ সন্ধিরেব চর্কণা-
স্পদম্। যথা—

ওস্করু স্থতিষ্ঠ আইং মুহু চুসিউ জেণ।

অমিঅরসঘোটাণং পড়িজাণিউ তেণ ॥

ইত্যত্র ঋতুক্ষেত্রে তু কোপে কোপকষারগদগদমনকৃদিভায়া যেন মুখং চুসিতং
তেনামৃতরসনিগরগবিশ্রান্তিপরম্পরাণাং তৃপ্তিজ্ঞাতেতি কোপপ্রসাদসন্ধিশ্চমৎকার-
স্থানম্। কচিৎতু ব্যাভিচারিণ্যন্তরশবলতৈব বিশ্রান্তিপদম্। যথা—

কাকার্ব্য শশলক্ষণঃ ক চ কুলং ভূয়োহপি দৃশ্তেত সা

দোষাণাং প্রশমায় মে শ্রুতমহো কোপেহি কান্তং মুখম্।

কিং বক্ষ্যন্ত্যপকল্লবাঃ কৃতধিয়ঃ স্বপ্নেহপি সা দুর্লভা

চেতঃ স্বাস্থ্যমুপৈতি কঃ খলু যুবা ধন্যোহধরং ধাস্ততি ॥

অত্র হি বিতর্কোৎসুক্যে মতিস্মরণে শঙ্কাদৈশ্চৈ ধৃতিচিন্তনে পরম্পরং বাধাবাধক-
ভাবেন দ্বন্দ্বশো ভবন্তী, পর্যন্তে তু চিন্তায়া এব প্রধানতাং দদতী পরমাস্বাদস্থানম্।
এবমগ্নদপ্যুপ্রেক্ষ্যম্। এতানি চোদয়সন্ধিশবলত্বাদিকানি কারিকায়ামাদিগ্রহণেন
গৃহীতানি।

নহেবং বিভাবানুভাবমুখেনাপ্যধিকশ্চমৎকারো দৃশ্যত ইতি বিভাবধ্বনিরনুভাব-
ধ্বনিশ্চ বক্তব্যঃ। যৈবম্; বিভানুভাবৌ তাবৎ স্বশব্দবাচ্যাবেব। তচ্চর্কণাপি
চিন্তবৃত্তিধেব পর্যাবশ্যতীতি রসাতাবেভ্যো নাধিকং চর্কীয়ম্। যদা তু বিভাবানু-
ভাবাবপি ব্যাঘ্র্যো ভবতস্তদা বক্তৃধ্বনিরপি কিং ন সহতে। যদা তু বিভাবাভাসা-

রসাদিরর্থো হি সহেব বাচ্যেনাবভাসতে । স চান্বিহ্নেনাবভাস-
মানো ধ্বনেরাশ্মা ।

ইদানীং রসবদলঙ্কারাদলক্ষ্যক্রমত্বোতনাশ্মনো ধ্বনেবিভক্তো বিষয়
ইতি প্রদর্শ্যতে—

বাচ্যবাচকচারুত্বহেতুনাং বিবিধাশ্মনাম্ ।

রসাদিপরতা যত্র স ধ্বনেবিষয়ো মতঃ ॥ ৪ ॥

দ্রত্যাভাসোদয়স্তদা বিভাবানুভাসাচ্চৰ্ণভাস ইতি রসভাসস্ত বিষয়ঃ । যথা রাবণ-
কাব্যাকর্ণনে শৃঙ্গারভাসঃ । যতপি ‘শৃঙ্গারানুকৃতিৰ্বা তু স হান্তঃ’ ইতি মুনিনা
নিরূপিতং তথাপ্যোত্তরকালিকং তত্র হান্তরসত্বম্ ।

দূরাকর্ষণমোহমন্ত ইব মে তন্মাস্মি যাতে ঞ্জতিং

চেতঃ কালকলামপি প্রকুরুতে নাবস্থিতিং তাং বিনা ।

ইত্যত্র তু ন হান্তচৰ্ণাবসরঃ । নহু নাত্র রতিঃ স্থায়ীভাবোহস্তুি । পরম্পরাস্থা-
বন্ধাভাবাং কৈনৈতদ্ব্যক্তং রতিরিতি । রত্যাভাসো হি সঃ । অতশ্চাভাসতা
যেনাস্ত সীতা ময্যুপেক্ষিকা দ্বিষ্টা বেতি প্রতিপত্তির্হৃদয়ং ন স্পৃশতোব । তৎস্পর্শে হি
তস্তাপ্যভিলাষো বিলীয়েত । ন চ ময়ীমমহুরক্তেত্যপি নিশ্চয়েন কৃতং কামকৃতা-
নোহাৎ । অতএব তদাভাসত্বং বস্তুতত্ত্বত্র স্থাপান্তে শুভ্তো রজতাভাসবৎ । এতচ্চ
শৃঙ্গারানুকৃতিশব্দং প্রযুক্তানো মুনিরপি স্থচিতবান্ । অনুকৃতিবমুখ্যতা আভাস ইতি
হেত্বোৎপত্তিঃ । অত্রএবাভিলাষে একতরনিষ্ঠেহপি শৃঙ্গারশব্দেন তত্র তত্র ব্যবহার-
স্তদাভাসতয়া মন্তব্যঃ । শৃঙ্গারেণ বীরাদীনামপ্যাভাসরূপত্বোপলক্ষিতৈব এবং রস-
ধ্বনেরেবামী ভাবধ্বনিপ্রভৃতয়ো নিশ্চন্দা আব্বাদে প্রধানং প্রযোজকমেবমংশং বিভজ্য
পৃথগ্যবস্থাপ্যতে । যথা গন্ধযুক্তিঞ্জেরেকরসসম্মুর্ছিতামোদোপভোগেহপি শুদ্ধ-
মাংস্তাদিপ্রযুক্তমিদং সৌরভমিতি । রসধ্বনিস্ত স এব যোঃত্ব মুখ্যতয়া বিভাবানু-
ভাবব্যভিচারিসংযোজনোদিতস্থায়িপ্রতিপ্রতিকৃন্ত প্রতিপত্তুঃ স্থায়্যশচৰ্ণাপ্রযুক্ত-
এবাব্বাদপ্রকর্যঃ । যথা—

কৃষ্ণেণোরুগুণং ব্যতীত্য স্থচিরং ভ্রাত্বা নিতম্বস্থলে

মধ্যেৎশান্তিবলীতরঙ্গবিষমে নিঃস্পন্দতামাগতা ।

মদদৃষ্টিভূষিতেব সম্প্রতি শনৈরাক্রহ তুঙ্গো স্তনৌ

সাকাঙ্ক্ষং মুহুরীক্ষতে জললবপ্রশুন্দিনী লোচনে ॥

অত্র হি নায়িকাকারাহুবর্ণ্যমানস্বল্পপ্রতিকৃতিপবিত্রিতচিৎরফলকাবলোকনাদ্বংস-
রাজ্যশ্চ পরম্পরাস্বাবল্লরূপো রতিস্থায়িত্বভাবো বিভাবাহুভাবসংযোজনবশেন চৰ্ণা-
কটু ইতি । তদলং বহুনা ! স্থিতমেতৎ — রসাদিরর্থোইঙ্গিতেন ভাসমানোইসংলক্ষ্য-
ক্রমব্যাক্যশ্চ ধ্বনেঃ প্রকার ইতি । সহেবেতি । ইবশব্দেনাসংলক্ষ্যতা বিদ্যমানত্বেইপি
ক্রমশ্চ ব্যাক্যতা । বাচ্যেনেতি । বিভাবাহুভাবাদিনা ॥ ৩ ॥

নস্বঙ্গিত্বেনাভাসমান ইত্যুচ্যতে ; তত্রাঙ্গত্বমপি কিমস্তি রসাদে যেন তন্মিরাকরণ-
ন্যৈতদ্বিশেষণমিত্যভিপ্রায়েণোপক্রমতে — ইদানীমিত্যাদিনা । অঙ্গত্বমস্তি রসাদীনাং
রসবৎপ্রেয়উর্জস্বিসমাহিতালঙ্কাররূপতায়ামিতি ভাবঃ । অনয়া চ ভঙ্গ্যা রসবদাদিষ্-
লঙ্কারেষু রসাদিধ্বনেনান্তর্ভাব ইতি সূচয়তি । পূর্ব্বং হি সমাসোক্ত্যাদিষু বস্তুধ্বনে-
নান্তর্ভাব ইতি দর্শিতম্ । বাচ্যং চ বাচকং চ তচ্চারুত্বাহেতবশেচিৎ দ্বন্দ্বঃ । বৃত্তাবপি
শব্দাশ্চালঙ্কারাশ্চার্খাশ্চালঙ্কারাশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ । মত ইতি । পূর্ব্বমেবৈতদ্বক্তৃমিত্যর্থঃ ।
ননুক্তং ভট্টনাথকেন — “রসো যদা পরগততয়া প্রতীয়তে তর্হি তাটস্থ্যমেব স্যাৎ । ন
চ স্বগতত্বেন রামাদিচরিতময়াং কাব্যাদসৌ প্রতীয়তে । স্বাদ্ভগতত্বেন চ প্রতীতো
স্বায়নি রসস্তোৎপত্তিরেধাভ্যুপগতা স্যাৎ । সা চায়ুক্তা সীতায়্যাঃ সামাজিকং প্রত্য-
বিভাবত্বাৎ । কান্তান্ত্ব সাধারণং বাসনবিকাসহেতুবিভাবতায়্যাং প্রযোজকমিতি চেৎ
— দেবতাবর্ণনার্দৌ তদপি কথম্ । ন চ স্বকান্তাস্বরণং মধ্যে সংবেগতে । অলোক-
সামান্যানাং চ রামাদীনাং যে সমুদ্রসেতুবন্ধাদয়ো বিভাবান্তে কথং সাধারণ্যং ভজেয়ম্ ।
ন চোৎসাহাদিয়ান্ রামঃ স্বর্য্যতে, অনন্তুভূতত্বাৎ । শব্দাদপি তৎপ্রতিপত্তৌ ন রসোপ-
জনঃ । প্রত্যক্ষাদিব নায়কমিথুনপ্রতিপত্তৌ উৎপত্তিপক্ষে চ করুণস্তোৎপাদাদ্ দুঃখিহে
করুণাপ্রেক্ষাস্থ পুনরপ্রবৃ্ত্তিঃ স্যাৎ । তন্ম উৎপত্তিরপি, নাপ্যভিব্যক্তিঃ, শক্তিরূপশ্চ
হি শৃঙ্গারশ্চাভিব্যক্তৌ বিষয়ার্জনতারতম্যপ্রবৃ্ত্তিঃ স্যাৎ । তত্রাপি কিং স্বসতোইভি-
ব্যক্ত্যতে রসঃ পরগতো বেতি পূর্ব্ববদেব দোষঃ । তেন ন প্রতীয়তে নোৎপত্ততে
নাভিব্যক্ত্যতে কাব্যেন রসঃ । কিন্তুগুণশব্দবৈলক্ষণ্যং কাব্যায়নঃ শব্দশ্চ ত্র্যংশতা-
প্রসাদাৎ । তত্রাভিধায়কত্বং বাচ্যবিষয়ম্, ভাবকত্বং রসাদিবিষয়ম্, ভোগকত্বং
সহৃদয়বিষয়মিতি ত্রয়োইংশত্বতা ব্যাপারঃ । তত্রাভিধাভাগো যদি শুদ্ধঃ স্যাস্তত্ত্বা-
দিভ্যঃ শাস্ত্রগ্ৰন্থেভ্যঃ শ্লেষাণ্ডলঙ্কারাণাং কো ভেদঃ ? বৃত্তিভেদবৈচিত্র্যং চাকিঞ্চিৎ-
করম্ । ঐতিহ্যাদিবর্জনং চ কিমর্থম্ ? তেন রসভাবনাখ্যো দ্বিতীয়ো ব্যাপারঃ ;
যদ্বশাদভিধা বিলক্ষণেব তচ্চৈতদ্ভাবকত্বং নাম রসান্ প্রতি যৎকাব্যশ্চ তদ্বিভাবাদীনাং
সাধারণত্বাপাদানং নাম । ভাবিতে চ রসে তস্য ভোগঃ যোইহুভবস্বরণপ্রতিপত্তিভ্যো

বিলক্ষণ এব দ্রুতিবিস্তরবিকাশায়া। রজস্তমোবৈচিত্র্যানুবিক্রমস্বয়নিজচিৎস্বভাবনি-
বৃত্তি বিশ্রান্তিলক্ষণঃ পরব্রহ্মাস্বাদসবিধঃ। স এব চ প্রধানভূতোংশঃ সিদ্ধরূপ ইতি
ব্যুৎপত্তিনামা প্রধানমেবোতি।

অত্রোচ্যতে—রসস্বরূপ এব তাবদ্বিপ্রতিপত্তয়ঃ প্রতিবাদিনাম্। তথাহি—পূর্বা-
বস্থায়াং যঃ স্থায়ী স এব ব্যভিচারিসম্পাতাদিনা প্রাপ্তপরিপোষোহনুকার্য্যগত এব
রসঃ। নাট্যে তু প্রযুক্ত্যমানক্কাণ্ডাট্যরস ইতি কেচিৎ। প্রবাহধ্বমিত্যাং চিত্তবৃত্তৌ
চিত্তবৃত্তে চিত্তবৃত্ত্যন্তরেণ কঃ পরিশোধার্থঃ? বিশ্বয়শোকক্ৰোধাদেচ্চ ক্রমেণ তাবন্ন
পরিপোষ ইতি নানুকার্য্যো রসঃ। অনুকর্তরি চ তদ্ভাবে লয়াত্তননুসরণং স্যাৎ।
সামাজিকগতে বা কশ্চমৎকারঃ? প্রহৃত কৰুণাদৌ দুঃখপ্রাপ্তিঃ। তস্মান্নায়ং পক্ষঃ।
কন্তুহি? ইহানন্ত্যান্মিত্যনুকারো ন শকাঃ, নিম্প্রয়োজনশ্চ বিশিষ্টতাপ্রতীতৌ
তাটস্থ্যেন ব্যুৎপত্ত্যভাবাৎ।

তস্মাদনিয়তাবস্থায়কং স্থায়িনমুদ্ভিষ্টা বিভাবানুভাবব্যভিচারিভিঃ সংযুক্ত্যামানৈ-
রয়ং রাসঃ স্থখীতি স্থতিবিলক্ষণা স্থায়িনি প্রতীতিগোচরতয়াস্বাদরূপা প্রতিপত্তিরনু-
কৰ্ণালম্বনা নাট্যেকগামিনী রসঃ। স চ ন ব্যতিরক্তমাধারমপেক্ষতে। কিন্তুনু-
কার্য্যভিন্নাভিমতে নর্তকে আস্বাদয়িত্বা সামাজিক ইত্যেতাবন্মাত্রমদঃ। তেন নাট্য
এব রসঃ, নানুকার্য্যাদিম্বিতি কেচিৎ।

অন্তে তু—অনুকর্তরি যঃ স্থায়্যবভাসোহভিনয়াদিসামগ্র্যাদিক্রতো ভিত্তাবিব
হরিতালাদিন। অস্বাবভাসঃ, স এব লোকাভিত্তয়াস্বাদাপরসংজ্ঞয়া প্রতীত্যা রস-
মানো রসঃ ইতি নাট্যাঙ্গদ্বয়া নাট্যরসঃ। অপরে পুনর্বিভাবানুভাবমাত্রমেব বিশিষ্ট-
সামগ্র্য। সমর্প্যমাণং তদ্বিভাবনীয়ানুভাবনীয়স্থায়িকপটিকবৃত্ত্যুচিত্তবাসনানুধ্বজং
স্বনিবৃত্তিচৰ্চণাবিশিষ্টমেব রসঃ। তন্নাট্যমেব রসঃ। অন্তে তু শুদ্ধং বিভাবম্,
অপরে শুদ্ধমুভাবম্, কেচিত্তু স্থায়িমাত্রম্, ইতরে ব্যভিচারিণম্, অন্তে তৎসংযোগম্
একেহনুকার্য্যম্ কেচন সকলমেব সমুদায়ং রসমাহরিত্যলং বহুনা।

কাব্যেহপি চ লোকনাট্যাধর্মিস্থানীয়েন অভাবোক্তিবক্রোক্তিপ্ৰকারদ্বয়েনা-
লৌকিকপ্রসন্নমধুরৌজস্বিনকসমর্প্যমাণবিভাবাদিযোগাদিয়মেব রসবার্ত্তা। অন্ত বাত্র
নাট্যাঙ্গচিত্তরূপা রসপ্রতীতিঃ; উপায়বৈলক্ষণ্যাদিয়মেব তাবদত্র সরণিঃ। এবং
স্থিতে প্রথমপক্ষ এবৈতানি দৃষণানি প্রতীতে: স্বপরগতত্বাদিবিকল্পনেন। সর্ব্বপক্ষেষু
চ প্রতীতিরগরিহার্য্যা রসস্ত। অপ্রতীতং হি পিশাচবদব্যবহার্যং স্যাৎ। কিন্তু
যথা প্রতীতিমাত্রদ্বেনাবিশিষ্টদ্বৈপি প্রাত্যক্ষিকী আনুমানিকী আগমোখা প্রতিভান-

কৃত্য যোগিপ্রত্যক্ষজা চ প্রতীতিরূপায়বৈলক্ষণ্যাদত্বেব, তদ্বদ্বিমপি প্রতীতিশ্চৰ্ণণা-
 স্বাদনভোগাপরনামা ভবতু। তন্নিদানভূতায়্য হৃদয়সংবাদারূপকৃতায়্য বিভাবাদি-
 সামগ্র্যা লোকান্তররূপত্বাৎ। রসাঃ প্রতীয়ন্ত ইতি ওদনং পচতীতিবদ্যবহারঃ,
 প্রতীয়মান এব হি রসঃ। প্রতীতিরেব বিশিষ্টা রসনা। সা চ নাট্যে লৌকিকানু-
 মানপ্রতীতেবৈলক্ষণা; তাং চ প্রমুখে উপায়তয়া সন্দধানা। এবং কাব্যে অন্তশদ-
 প্রতীতেবৈলক্ষণা, তাং চ প্রমুখে উপায়তয়াপেক্ষমাণা।

তস্মাদনুখানোপহতঃ পূৰ্ব্বপক্ষঃ। রামাদিচরিতং তু ন সৰ্বস্ম হৃদয়সংবাদীতি
 মহৎ সাহসম্। চিত্রবাসনাবিশিষ্টত্বাচ্ছেতদঃ। যদাহ—“তাসামনাতিহং আশিষো
 নিত্যত্বাৎ। জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যনন্তর্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ” ইতি।
 তেন প্রতীতিস্তাবদ্রসস্য সিদ্ধা। সা চ রসনারূপা প্রতীতিরূপংগতঃ। বাচ্যবাচক-
 য্নোক্তভ্রান্তিধাদিবিকল্পে। ব্যঞ্জনায়্য ধ্বননব্যাপার এব। ভৌগীকরণব্যাপারঃ
 কাব্যস্য রসবিষয়ো ধ্বননায়ৈব, নাত্মং কিঞ্চিৎ। ভাবকত্বমপি সমুচিতগুণালঙ্কার-
 পরিগ্রহালঙ্কমস্মাভিরেব বিতত্য বক্ষ্যতে। কিমেতদপূৰ্ব্বম্? কাব্যং চ রসান্ প্রতি
 ভাবকমিতি যদ্ব্যচ্যতে, তত্র ভবতৈব ভাবনারূপপ্তিপক্ষ এব প্রত্যুজ্জীবিতঃ। ন চ
 কাব্যশব্দানাং কেবলানাং ভাবকত্বম্, অর্থাপরিস্ক্রানে তদভাবাৎ। ন চ কেবলানাম-
 র্থানাম্, শব্দান্তরেণাপ্যমাগত্বে তদযোগাৎ। দ্বয়োস্ত ভাবকত্বস্মাভিরেবোক্তম্।
 ‘যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থং ব্যঙক্তঃ’ ইত্যত্র। তস্মাদ্ব্যঞ্জকত্বাখ্যেণ ব্যাপারেষ গুণা-
 লঙ্কারৌচিত্যাদিত্যাদিকয়েতিকর্তব্যতয়া কাব্যং ভাবকং রসান্ ভাবয়তি, ইতি
 ত্র্যংশায়ামপি ভাবনায়্য করণাংশে ধ্বননমেব নিপততি। ভোগোহপি ন কাব্য-
 শব্দেন ক্রিয়তে, অপি তু ধ্বনমোহান্ধসঙ্কটতানিবুজ্জিহ্বারেণাষাদাপরনামি অলৌকিকে
 দ্রুতিবিস্তরবিকাশায়নি ভোগে কর্তব্যে লোকান্তরে ধ্বননব্যাপার এব যুৰ্ণাভিযুক্ত।
 তচ্ছেদং ভোগকৃত্বং রসস্য ধ্বননীয়ত্বে সিদ্ধে দৈবসিদ্ধম্। রসমানতোদিতচমৎ-
 কারানতিরিক্তত্বাঙ্গোগ্যেতি। সবাদীনং চাঙ্গাদিভাববৈচিত্র্যস্থানন্ত্যাদ দ্রুত্যা-
 দিধ্বনাষাদগণনা চ যুক্তা। পরব্রহ্মাষাদসব্রহ্মচারিত্বং চাক্ষুশ রসাষাদস্ত। ব্যুৎ-
 পাদনং চ শাসনপ্রতিপাদনাভ্যাং শাস্ত্রেতিহাসকৃত্যভ্যাং বিলক্ষণম্। যথা রামস্তথা-
 হমিত্যুপমানাতিরিক্তাং রসাষাদোপায়স্বপ্রতিভাবিজ্ঞানরূপাং ব্যুৎপত্তিমন্তে
 করোতীতি কমুপালভামহে। তস্মাৎ স্থিতমেতৎ—অভিব্যাজ্যন্তে রসাঃ প্রতীতৈব
 চ রসন্ত ইতি তত্রাভিব্যক্তিঃ প্রধানতয়া ভবত্বগুণা বা। প্রধানত্বে ধ্বনিঃ, অন্তথা

রসভাবতদাভাসতৎপ্রশমলক্ষণং মুখ্যমর্থমনুবর্তমানা যত্র শব্দার্থা-
লঙ্কারা গুণাশ্চ পরস্পরং ধ্বন্যপেক্ষয়া বিভিন্নরূপা ব্যবস্থিতাস্তত্র কাব্যে
ধ্বনিরिति ব্যপদেশঃ ।

প্রধানেহ্যত্র বাক্যার্থে যত্রাঙ্গং তু রসাদয়ঃ ।

কাব্যে তস্মিন্নলঙ্কারো রসাদিরिति শ্বে মতিঃ ॥ ৫ ॥

যত্বপি রসবদলঙ্কারস্তাত্তৈর্দর্শিতো বিষয়স্তথাপি যস্মিন্ কাব্যে
প্রধানতয়াগ্নোহর্থো বাক্যার্থীভূতস্তস্ত চাঙ্গভূতা যে রসাদয়স্তে রসাদে-
লঙ্কারস্ত বিষয়া ইতি মামকীনঃ পক্ষঃ । তত্থা চাটুযু প্রেয়োলঙ্কারস্ত
বাক্যার্থেহপি রসাদয়োহঙ্গভূতা দৃশ্যস্তে ।

রসাত্মলঙ্কারাঃ । তদাহ—মুখ্যমর্থমिति । ব্যবস্থিতা ইতি । পূর্বোক্তযুক্তিভির্বিভাগেন
ব্যবস্থাপিতত্বাদिति ভাবঃ ॥ ৪ ॥

অন্তত্রেতি । রসস্বরূপে বস্তুমাত্রৈলঙ্কারতাযোগ্যে বা । মে মতিরিত্যুপপক্ষং
দৃষ্ট্বেন হৃদি নিধায়াভিষ্টত্বাৎ স্বপক্ষং পূর্বং দর্শয়তি—তথাপিতি । স হি পরদর্শিতো
বিষয়ো ভাবিনীত্যা নোপপন্ন ইতি ভাবঃ । যস্মিন্ কাব্যে ইতি স্পষ্টত্বেনাসঙ্গতং
বাক্যমিৎ যোজনীয়ম্—যস্মিন্ কাব্যে তে পূর্বোক্তা রসাদয়োহঙ্গভূতা বাক্যার্থী-
ভূতচাত্তোহর্থঃ, চশব্দস্ত শব্দস্তার্থে ; তস্য কাব্যস্ত সম্বন্ধিনো যে রসাদয়োহঙ্গভূতাস্তে
রসাদেবলঙ্কারস্ত রসবদাত্মলঙ্কারশব্দস্ত বিষয়াঃ ; স এবালঙ্কারশব্দবাচ্যো ভবতি
যোহঙ্গভূতঃ, ন ত্বন্ত ইতি যাবৎ । অত্রোদাহরণমাহ—তত্থেতি । তদিত্যঙ্গত্বম্ ।
যথাত্র বক্ষ্যমাণোদাহরণে, তথাহ্যত্রাপীতার্থঃ । ভামহাভিপ্রায়েণ চাটুযু প্রেয়ো-
লঙ্কারস্ত বাক্যার্থেহপি রসাদয়োহঙ্গভূতা দৃশ্যন্ত ইতীদমেকং বাক্যম্ । ভামহেন হি
গুরুদেবনূপতিপুত্রবিষয়প্রীতিবর্ণনং প্রেয়োলঙ্কার ইত্যুক্তম্ । তত্র প্রেয়োলঙ্কারো
যত্র স প্রেয়োলঙ্কারোহলঙ্কারণীয় ইহোক্তঃ । ন ত্বলঙ্কারস্ত বাক্যার্থত্বং যুক্তম্ । যদি
বা বাক্যার্থত্বং প্রধানত্বম্ । চমৎকারকারিত্যেতি যাবৎ । উদ্ভটমতানুসারিণস্ত ভঙ্ক-
ব্যাচক্ষতে—চাটুযু চাটুবিষয়ে বাক্যার্থত্বে চাটুনাং বাক্যার্থত্বে প্রেয়োলঙ্কারস্তাপি
বিষয় ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । উদ্ভটমতে হি ভাবালঙ্কার এব প্রেয় ইত্যুক্তঃ, প্রেয়া
ভাবানামূলক্ষণত্বাৎ । ন কেবলং রসবদলঙ্কারস্ত বিষয়ঃ যাবৎ প্রেয়ঃপ্রভূতেরপ্রীত্য-
পিপক্ষার্থঃ । রসবচ্ছব্দেন প্রেয়ঃশব্দেন চ সর্ব এব রসবদাত্মলঙ্কারা উপলক্ষিতাঃ,
তদেবাং—রসাদয়োহঙ্গভূতা দৃশ্যন্ত ইতি উক্ত বিষয় ইতি শেষঃ ।

স চ রসাদিরলঙ্কারঃ শুদ্ধঃ সঙ্কীর্ণো বা । তত্রাত্তো যথা—
 কিং হ্যাস্তেন ন মে প্রযাস্তসি পুনঃ প্রাপ্তশ্চিরাদর্শনং
 কেয়ং নিষ্করণং প্রবাসরুচিতা কেনাসি দূরীকৃতঃ ।
 স্বপ্নাস্তেষ্মিতি তে বদন্ প্রিয়তমব্যাসক্তকণ্ঠগ্রহো
 বুদ্ধা রোদিতি রিক্তবাহুবলয়স্তারং রিপুজীজনঃ ।

শুদ্ধ ইতি । রসান্তরেনাগভূতেনালঙ্কারান্তরেন বা ন মিশ্রঃ, আমিশ্রস্ত সঙ্কীর্ণঃ ।
 স্বপ্নাস্তানুভূতসদৃশেন ভবনমিতি হসন্নেব প্রিয়তমঃ স্বপ্নেৎবলোকিতঃ । ন মে
 প্রযাস্ততি পুনরিতি । ইদানীং তাং বিদিতশ্চৈত্যাং বাহুপাশবন্ধান্ন মোক্ষ্যামি ।
 অতএব রিক্তবাহুবলয় ইতি । স্বীকৃত্য চোপালম্ভো যুক্ত ইত্যাহ—কেয়ং
 নিষ্করণেতি । কেনাসীতি । গোত্রস্থলনাদাবপি ন ময়া কদাচিৎ খেদিতোহসি ।
 স্বপ্নান্তেষু স্বপ্নায়িতেষু স্বপ্নপ্রলপিতেষু পুনঃপুনঃসদৃশতয়া বহুস্থিতি বদন্ যুস্মাকং
 সম্বন্ধী রিপুজীজনঃ প্রিয়তমে বিশেষণাসক্তঃ কণ্ঠগ্রহো যেন তাদৃশ এব সন্ বুদ্ধা
 শৃণুবলয়াকারীকৃতবাহুপাশঃ সন্ তারং মুক্তকণ্ঠং রোদিতীতি । অত্র শোকস্থায়ি-
 ভাবেন স্বপ্নদর্শনোদীপিতেন করুণরসেন চর্যমাণেন স্মন্দরীভূতো নরপতিপ্রভাবো
 ভাতীতি করুণঃ শুদ্ধ এবালঙ্কারঃ । ন হি ত্বয়া রিপবো হতা ইতি যাদৃগনলঙ্কৃতো-
 ইয়ং বাক্যার্থস্তাদৃগয়ম্, অপি তু স্মন্দরীতরীভূতোহত্র বাক্যার্থঃ, সৌন্দর্য্যং চ করুণ-
 রসকৃতমেবেতি । চন্দ্রাদিনা বস্তনা তথা বস্তুস্তরং বদনান্তলঙ্কিত্বয়তে তদ্রূপমিত্যেন
 চারুতয়াবভাসাৎ । তথা রসেনাপি বস্ত বা রসান্তরং বোপকৃতং স্মন্দরং ভাতি
 ইতি রসস্তাপি বস্তন ইবালঙ্কারস্তে কো বিরোধঃ ?

নহু রসেন কিং কুর্বতা প্রকৃতোহর্থঃলঙ্কিত্যেতে । তর্হি উপময়্যাপি কিং
 কুর্বত্যলঙ্কিত্যেতে । নহু তয়োপমীয়তে প্রস্ততোহর্থঃ । রসেনাপি তর্হি সরসী-
 ক্রিয়তে সৌহর্থ ইতি স্বসংবেগমেতৎ । তেন যৎকেনচিদচূচূদন্—‘অত্র রসেন
 বিভাবাদীনাং মধ্যে কিমলঙ্কিত্যেতে’ ইতি তদনুভূতগমপরাহতম্ ; প্রস্ততার্থশালঙ্কা-
 র্য্যত্বেনাভিধানাৎ । অস্বার্থস্ত ভূয়সা লক্ষ্যে সম্ভাব ইতি দর্শয়তি—এবমিতি ।
 যত্র রাজাদেঃ প্রভাবখ্যাপনং তাদৃশ ইত্যর্থঃ । কিন্তু ইতি । কামিপক্ষেহনাদৃত
 ইতরজ ধূতঃ । অবধূত ইতি ন প্রতীক্ষিতঃ প্রত্যাগিচ্ছমেন, ইতরজ সর্ব্বাঙ্গধুননেন
 বিশরাক্কৃতঃ । সাশ্রুত্বমেকত্রৈর্হয়া অগ্গজ নিশ্চত্যাশতয়া । কামীবেত্যেনেনো-
 পমানেন শ্লেষাভুগৃহীতেনৈর্হ্যাবিপ্লবস্তো য আকুণ্ঠস্তস্ত শ্লেষোপমাসহিতশাস্বদ্বয়,

ইত্যত্র করুণরসস্ত শুদ্ধস্রাজ্জভাবাং স্পষ্টমেব রসবদলঙ্কারত্বম্ ।
এবমেবংবিধে বিষয়ে রসান্তগাং স্পষ্ট এবাঙ্গভাবঃ ।

সংকীর্ণো রসাদিরঙ্গভূতো যথা —

ক্ষিপ্তো হস্তাবলগ্নঃ প্রসভমভিহিতোহপ্যাদদানোহংশুকাস্তঃ

গৃহ্ন কেশেষপাস্তশ্চরণনিপতিতো নেক্ষিতঃ সম্রমেণ ।

আলিঙ্গন্তোহবধূতস্ত্রিপুরযুবতিভিঃ সাক্ষনেত্রোৎপলাভিঃ

কামীবার্জাপরাধঃ স দহতু হরিতং শাস্তবো বঃ শরাগ্নিঃ ॥

ইত্যত্র ত্রিপুররিপুপ্রভাবাতিশয়স্ত বাক্যার্থত্বে ঈর্ষ্যাবিপ্রলস্তস্ত
শ্লেষসহিতস্রাজ্জভাব ইতি, এবংবিধ এব রসবদাঢ়লঙ্কারস্ত্রায়াযে
বিষয়ঃ । অতএব চের্যাবিপ্রলস্তকরুণয়োরঙ্গত্বেন ব্যবস্থানাং সমাবেশো

ন কেবলস্ত । যদ্যপ্যত্র করুণো রসো বাস্তরোহপ্যস্তি তথাপি স তচ্চারুপ্রতীত্যৈ ন
ব্যাপ্রিয়ত ইত্যেননাভিপ্রায়েণ শ্লেষসহিতস্তোভাবদেবাবোচ্যে, ন তু করুণসহিত-
স্তোভ্যপি । এতমর্থমপূর্বকতয়োৎপ্রেক্ষিতং দ্রষ্টীকর্তৃমাহ—এবংবিধ এবেতি । অত-
এবেতি । যতোহত্র বিপ্রলস্তস্রাজ্জভাবঃ ন তু বাক্যার্থতা, অতো হেতোরিত্যর্থঃ ।
ন দোষ ইতি । যদি হৃদয়তরঙ্গ রসস্ত প্রাধান্যমভবিষ্মত্ব দ্বিতীয়ে রসঃ সমাধিশেৎ ।
রতিস্থান্নিভাবয়েন তু সাপেক্ষভাবো বিপ্রলস্তঃ স চ শোকস্থান্নিভাবয়েন নিরপেক্ষ-
ভাবস্ত করুণস্ত বিরুদ্ধ এব । এবমলঙ্কারশব্দপ্রসঙ্গেন সমাবেশঃ প্রসাধা এবংবিধ
এবেতি যদ্বক্তং তত্রৈবকারস্রাজ্জভাবঃ ব্যাচষ্টে—যত্র ইতি । সর্বাসামুপমাদীনাম্ ।

অন্য ভাবঃ—উপমাদীনামলঙ্কারদে যাদৃশী বার্তা তাদৃশেব রসাদীনাম্ । তদ-
বশমন্তেনালঙ্কার্যেণ ভবিতব্যম্ । তচ্চ যদ্যপি বস্তুমাত্রমপি ভবতি, তথাপি তস্য
পুনরপি বিভাবাদিরূপতাংপর্যাবসানাদ্রসাদিতাংপর্যমেবেতি সর্বত্র রসধ্বনেবোদ্র-
ভাবঃ । তদ্বক্তং রসভাবাদিতাংপর্যমিতি । তস্মেতি । প্রধানশাস্ত্রভূতস্ত ।
এতদ্বক্তং ভবতি—উপময়া যদ্যপি বাচ্যোহর্থোইলঙ্কিত্যে তথাপি তস্য তদেবালঙ্ক-
রণং যদ্যদ্যর্থান্নিভাব্যঙ্গনসামর্থ্যাদানমিতি বস্তুতো ধ্বজাস্রাজ্জভাবঃ । কটককেয়ু-
রাদিভিরপি হি শরীরসমবায়িভিশ্চেতন আত্মৈব তত্তচ্চিত্তবৃত্তিবিশেষৌচিত্যসূচনাস্র-
তস্রাজ্জকিত্যে । তথা হি অচেতনং শবশরীরং কুণ্ডলাদ্যুপেতমপি ন ভাতি
অলঙ্কার্যস্রাজ্জভাবাৎ । যতিশরীরং কটককাদিযুক্তং হাস্তাবহং ভবতি, অলঙ্কার্যস্রা-
নৌচিত্যাৎ । ন হি দেবস্তা কিঞ্চিদনৌচিত্যমিতি বস্তুত আত্মৈবালঙ্কার্যঃ, অহম-

ন দোষঃ। যত্র হি রসস্ত বাক্যার্থীভাবস্তত্র কথমলঙ্কারত্বম্ ? অলঙ্কারো
হি চারুত্বহেতুঃ প্রসিদ্ধ : ন ত্বসাবাঐবান্বনশ্চারুত্বহেতুঃ।

তথা চায়মত্র সংক্ষেপঃ—

রসভাবাদিতাৎপর্যমাত্রিত্য বিনিবেশনম্।

অলঙ্কৃতীনাং সর্বাসামলঙ্কারত্বসাধনম্ ॥

তস্মাদ্ যত্র রসাদয়ো বাক্যার্থীভূতাঃ স সর্ব্বঃ ন রসাদেরলঙ্কারস্য
বিষয়ঃ; স ধ্বনেঃ প্রভেদঃ, তস্যোপমাদয়োহলঙ্কারাঃ। যত্র তু
প্রাধান্যেনার্থান্তরস্য বাক্যার্থীভাবে রসাদিভিশ্চারুত্বনিষ্পত্তিঃ ক্রিয়তে,
স রসাদেরলঙ্কারতয়া বিষয়ঃ।

এবং ধ্বনরূপমাদীনাং রসবদলঙ্কারস্য চ বিভক্তবিষয়তা ভবতি।
যদি তু চেতনানাং বাক্যার্থীভাবো রসাত্মলঙ্কারস্য বিষয় ইত্যুচ্যতে
তহুপমাদীনাং প্রবিরলবিষয়তা নির্বিষয়তা বাভিহিতা স্মাৎ।

লঙ্কৃত ইত্যভিমানাৎ। রসাদেরলঙ্কারতয়া ইতি ব্যাধিকরণষট্ঠৌ, রসাদেয়ালঙ্কারতা
তস্যাঃ স এব বিষয়ঃ। এতদনুসারেণৈব পূর্ব্বত্রাপি বাক্যে যোজ্যম্; রসাদিকর্তৃকস্থা-
লঙ্করণক্রিয়ান্বনো বিষয় ইতি। এবমিতি। অস্বহুজেন বিষয়বিভাগেনেতর্থঃ।
উপমাদীনামিতি। যত্র রসস্থালঙ্কার্যতা রসান্তরং চান্ধভূতম্ নাস্তি তত্র শুদ্ধা
এবোপমাদয়ঃ। তেন সংস্থ্যা নোপমাদীনাম্ বিষয়াপহার ইতি ভাবঃ। রসবদ-
লঙ্কারস্য চেতি। অনেন ভাবাত্মলঙ্কারা অপি প্রেয়ষ্যুর্জস্বিসমাহিতা গৃহ্যন্তে। তত্র
ভাবালঙ্কারস্য শুদ্ধশ্রোদাহরণং যথা—

তব শতপত্রপত্রমুদ্রতাত্ত্বতলশ্চরণশ্চলকলহংসনুপুংসকলধ্বনিবা মুখরঃ।

মহিষমহাস্থরস্য শিরসি প্রসভং নিহিতঃ কনকমহামহীধ্বজকৃতাং কথমম্ব গতঃ ॥

ইত্যত্র দেবীস্তোত্রে বাক্যার্থীভূতে বিতর্কবিস্ময়াদিভাবস্য চারুত্বহেতুত্বেন
তস্মাদ্ভাবাত্মলঙ্কারস্য বিষয়ঃ। রসাত্মসস্থালঙ্কারতা যথা মমৈব স্তোত্রে—

সমস্তগুণসম্পদঃ সমমলঙ্ক্রিয়াগাং গণৈ—

র্ভবন্তি যদি ভূষণং তব তথাপি নো শোভসে।

শিবং হৃদয়বল্লভং যদি যথা তথা রঞ্জয়ে:

তদেব নহু বাণি তে ভবতি সর্ব্বলোকোত্তরম্ ॥

যস্মাদচেতনবস্তুরন্তে বাক্যার্থীভূতে পুনশ্চেতনবস্তুরন্তাস্ত্যোজনয়া যথা
কথঞ্চিস্তবিত্যম্ অথ সত্যামপি তস্যাং যত্রাচেতনাং বাক্যার্থীভাবো
নাসৌ রসবদলঙ্কারস্য বিষয় ইত্যুচ্যতে । তৎ মহতঃ কাব্যপ্রবন্ধস্য
রসনিধানভূতস্য নীরসত্বমভিহিতম্ স্যাৎ । যথা —

তরঙ্গক্রভঙ্গা ক্ষুভিতবিহগশ্রেণীরশনা
বিকর্ষন্তী ফেনং বসনমিব সংরম্ভশিথিলম্ ।
যথাবিদ্বং যাতি স্থলিতমভিসন্ধায় বহুশো
নদীরূপেণেয়ং ক্রবমসহমানা সা পরিণতা ॥

যথা বা —

তস্মী মেঘজলার্দপল্লবতয়া ধোতাধরেবাশ্রুতিঃ
শূণ্ণেবাভরণৈঃ স্বকালবিরহাদিশ্রান্ত পুষ্পোদগমা ।
চিন্তা মোনমিবাশ্রিতা মধুকুতাং শব্দৈবিনা লক্ষ্যতে
চণ্ডী মামবধূয় পাদপতিতং জাতানুতাপেব সা ॥

যথা বা —

তেষাং গোপবধুবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দশৈলতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্ ।

অত্র হি পরমেশস্তিমাাত্রং বাচঃ পরমোপাদেয়মিতি বাক্যার্থে শৃঙ্গরাভাসস্চারু-
হেতুঃ শ্লেষসহিতঃ । ন হয়ং পূর্ণঃ শৃঙ্গারো নাযিকায়্যা নিগুণে নিরলঙ্কারে চ
ভবতি । ‘উত্তমযুবপ্রকৃতিরুজ্জলবেষাঘ্নকঃ’ ইতি চাভিধানাৎ । ভাবাভাসাঙ্গতা যথা —

স পাঁতু বো যস্য হতাবশেষাস্ততুল্যবর্ণাঙ্গনরঞ্জিতেষু ।

লাবণ্যযুক্তেষপি বিদ্রসন্তি দৈত্য্যঃ স্বকান্তানয়নোৎপলেষু ॥

অত্র রৌদ্রপ্রকৃতীনামহুচিতস্ত্রাসো ভগবৎপ্রভাবকারণ কৃত ইতি ভাবাভাসঃ ।
এবং তৎপ্রশমস্মাদ্ভয়মুদাহার্যম্ । মে মতিরিত্যনেন যৎ পরমতং সূচিতং তদৃশ-
মুপগম্যন্তি — যদিত্যাদিনা । পরস্য চায়মাশয়ঃ — অচেতনানাং চিন্তবৃত্তিরূপরসাতসন্ত-
বাস্তবর্গনে রসবদলঙ্কারস্থানশঙ্ক্যত্বাভিজ্ঞত্ব এবোপমাদীনাম্ বিষয় ইতি । এতদ-
দৃশ্যতি — তর্হীতি । তস্মাদ্ভবচনাক্ষেতোরিত্যর্থঃ । নহচেতনবর্ণনং বিষয় ইত্যুক্তমিত্যা-

বিচ্ছিন্নে অরতল্লকল্লনমুচ্ছদোপযোগেহধুনা

তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলল্লীলদ্বিমঃ পল্লবাঃ ॥

ইত্যেবমাদৌ বিষয়েহচেতনানাং বাক্যার্থীভাবেহপি চেতনবস্তুবৃত্তান্তযো-
জনাস্ত্যেব । অথ যত্র চেতনবস্তুবৃত্তান্তযোজনাস্তি তত্র রসাদিলঙ্কারঃ ।
তদেবং সত্ব্যপমাদয়ঃ নির্বিষয়াঃ প্রবিরলবিষয়া বা স্ত্যঃ যস্মান্নাস্ত্যে-
বাসাবচেতনবস্তুবৃত্তান্তো যত্র চেতনবস্তুবৃত্তান্তযোজনা নাস্ত্যস্ততো
বিভাবহেন । তস্মাদঙ্গহেন চ রসাদীনামলঙ্কারতা । যঃ পুনরঙ্গী রসো
ভাবো বা সর্বাকারমলঙ্কার্য্যঃ স ধ্বনেনরাশ্নেতি ।

শব্দ্য হেতুমাং—যস্মাদিতি । যথাকথঞ্চিদিতি বিভাবাদিরূপতয়া । তস্মামিতি ।
চেতনবৃত্তান্তযোজনায়াম্ । নীরসত্বমিতি । যত্র হি রসস্তদ্রাবণং রসবদলঙ্কার ইতি
পরমতম্ । ততো ন রসবদলঙ্কারশ্চেন্নুনং তত্র রসো নাস্তীতি পরমতাভিপ্রায়ান্নী-
রসত্বযুক্তম্ । ন ত্বস্মাকং রসবদলঙ্কারাভাবে নীরসত্বম্, অপি তু ধন্যায়ভূতরসাতাবে,
তাদৃক্ চ রসোইদ্রাস্ত্যেব ।

তরঙ্গতি । তরঙ্গা এব জ্রভঙ্গা যস্তাঃ । বিকর্ষন্তী বিলম্বমানং বলাদাক্ষিপন্তী ।
বসনমংগুকম্ । প্রিয়তমাবলম্বননিষেধাশ্নেতি ভাবঃ । বহুশো যৎ শ্লিতং যেইপরা-
ধাস্তানভিসঙ্কায় হৃদয়েনৈকীকৃত্যাসহ্যমানা মানিনীত্যাঃ । অথ চ মদ্বিযোগপশ্চাত্তা-
পাসহিষ্কৃস্তাপশান্তয়ে নদীভাবং গতেতি ।

তন্নীতি । বিয়োগকৃশ্যপ্যতুতপ্তা চাতরগানি ত্যজতি । স্বকালো বসন্তগ্রীষ্ম-
প্রায়ঃ । উপায়চিন্তনার্থং মৌনং, কিমিতি পাদপতিতমিতি দয়িতমবধূতবত্যাহমিতি চ
চিন্তয়া মৌনম্ । চণ্ডী কোপনা । এতৌ শ্লোকৌ নদীলতাবর্ণনপরৌ তাৎপর্য্যেণ
পুরুষবস উন্মাদাক্রান্তস্তোক্তিরূপৌ ।

তেষামিতি । হে তদ্র ! তেষামিতি যে মমৈব হৃদয়ে স্থিতাস্তেষাম্ । গোপ-
বধুনাং গোপীনাং যে বিলাসসুহৃদো নর্যসচিবাস্তেষাম্ প্রচ্ছন্নাহুরাগিণীনাং হি নাহো
নর্যসুহৃদবতি । রাধায়াশ্চ সাতিশয়ং প্রেমস্থানমিত্যাং—রাধাসন্তোগানাং যে
সাক্ষাদ্দ্রষ্টারঃ, কলিন্দশৈলতনয়া যমুনা তস্তাস্তীরে লতাগৃহাণাং ক্ষেপং কুশলমিতি
কাক্ষা প্রশ্নঃ । এবং তং পৃষ্ট্বা গোপদর্শনপ্রবুদ্ধসংস্কার আলম্বনোদীপনবিভাবস্বরূপাং
প্রবুদ্ধরতিভাবমায়গতমৌৎসুক্যগর্ভমাহ দ্বারকাগতো ভগবান্ কৃষ্ণঃ—অরতল্লস্র
মদনশয্যায়াঃ কল্লনার্থং যুহু সুকুমারং কুহা যশ্চেদজ্ঞোতনং স এবোপযোগঃ সাফল্যম্ ।

কিঞ্চ —

তমর্থমবলম্বন্তে যেহঙ্গিনং তে গুণাঃ স্মৃতাঃ ।

অঙ্গাশ্রিতাস্তুলঙ্কারা মন্তব্য্যাঃ কটকাদিবৎ ॥ ৬ ॥

যে তমর্থং রসাদিলক্ষণমঙ্গিনং সন্তুমবলম্বন্তে তে গুণাঃ শৌর্যাদিবৎ ।
বাচ্যবাচকলক্ষণাংলঙ্কারানি যে পুনস্তদাশ্রিতাস্তেহলঙ্কারা মন্তব্য্যাঃ
কটকাদিবৎ ।

অথ চ অরতলৈ যৎকল্পনং কৃষ্ণিঃ স এব যুদ্ধঃ স্কুমার উৎকৃষ্টশ্ছেদোপযোগজ্যোতন-
ফলং তস্মিন্মিচ্ছিন্বে । ময়ানাসীনে কা অরতল্লকল্পনেতি ভাবঃ । অতএব পরস্পারানু-
রাগনিশ্চয়গর্ভমেবাহ—তে জান ইতি । বাক্যার্থস্বাত্ম কন্মুদম্ । অধুনা জরঠা-
ভবন্তীতি । ময়ি তু সন্নিহিতেঃনবরতকথিতোপযোগান্নমে জরাজীর্ণতাখিলীকারং
কদাচিদবাগ্নুবন্তীতি ভাবঃ । বিগলন্তী নীলা হিঙ্ঘেষামিত্যনেম কতিপয়কাল-
প্রোক্ষিতস্নাপোংস্ক্যানির্ভরত্বং ধ্বনিতম্ । এবমাত্মগতেন্নমুক্তির্বা বা গোপং
প্রত্যেব সংপ্রদারণোক্তিঃ । বহুভিরুদাহরণৈর্মহতো ভূয়সঃ প্রবন্ধশ্চেতি যদুক্তং তৎ
স্মৃতিতম্ । অথেষ্যাদি । নীরসত্বমত্র মা ভূদিত্যভিপ্রায়েণেতি শেষঃ । নহু যত্র
চেতনবৃত্তস্ত সর্বথা নানুপ্রবেশঃ স উপমাদেয়িষ্যে । ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মা-
দিত্যাদি । অন্তত ইতি । স্তম্ভপুলকাগচেতনমপি বর্ণ্যম্যগমভাবত্বাচ্চেতনমা-
ক্ষিপতেব তাবৎ । কিমত্রোচ্যতে । অতিজড়োহপি চন্দ্রোদানপ্রভৃতিঃ স্ববিশ্রা-
ন্তোহপি বর্ণ্যমাণোহবশ্যং চিত্তবৃত্তিবিভাবতাং ত্যক্তা কাবোহনাথ্যেয় এব স্মৃতাঃ ;
শাস্ত্রেতিহাসয়োরাপি বা । এবং পরমতং দুষ্মিহা স্বমতমেব প্রত্যাদ্বায়েনোপসংহরতি
—তস্মাদিতি । যতঃ পরোক্তো বিষয়বিভাগো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ । ভাবো বেতি ।
বাগ্রহণাত্তদাভাসতৎপ্রশমাদয়ঃ । সর্বাকারমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ । তেন সর্বপ্রকার-
মিত্যর্থঃ । অলঙ্কার্য ইতি । অত এব নালঙ্কার ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

অলঙ্কারব্যতিরিক্তলঙ্কারোহভ্যুপগম্যন্তব্যঃ, লোকে তথা সিদ্ধত্যাং, যথা গুণি-
ব্যতিরিক্তো গুণঃ । গুণালঙ্কারব্যবহারশ্চ গুণিগুণলঙ্কার্যো চ সতি যুক্তঃ । স চাস্ব-
পক্ষ এবোপপন্ন ইত্যভিপ্রায়দ্বয়েনাই—কিঞ্চেষ্যাদি । ন কেবলমেতাবদ্ব্যক্তিজাতম্
রসস্বাস্থিহে, যাবদভ্যুদগীতি সমুচ্চ্যার্থঃ । কারিকাপাতিপ্রায়দ্বয়েনৈব যোজ্য ।
কেবলং প্রথমভিপ্রায়ে প্রথমং কারিকার্কং দৃষ্টান্তাভিপ্রায়েণ ব্যাখ্যেয়ম্ । এবং
বৃত্তিগ্রন্থোহপি যোজ্যঃ ॥ ৬ ॥

তথা চ—

শৃঙ্গার এব মধুরঃ পরঃ প্রহ্লাদনো রসঃ ।

তন্ময়ং কাব্যমাশ্রিত্য মাধুর্যং প্রতিষ্ঠিতমিতি ॥ ৭ ॥

শৃঙ্গার এব রসাস্তুরাপেক্ষয়া মধুরঃ প্রহ্লাদহেতুত্বাৎ । তৎপ্রকাশন-
পরশকার্থতয়া কাব্যাস্ত চ মাধুর্যলক্ষণো গুণঃ । শ্রবাত্ম পুনরোজসোহপি
সাধারণমিতি ।

শৃঙ্গারে বিপ্রলস্তাখ্যে করুণে চ প্রকর্ষবৎ ।

মাধুর্যমার্দ্রতাং যাতি যতস্তত্রাধিকং মনঃ ॥ ৮ ॥

বিপ্রলস্তশৃঙ্গারকরণয়োস্ত মাধুর্যমেব প্রকর্ষবৎ । সহৃদয়হৃদয়াবর্জনা-
তিশয়নিমিত্তত্বাদিতি ।

নহু শকার্থয়োর্মধুর্যাদয়ো গুণাঃ, তৎকথমুক্তং রসাদিকমঙ্গিনং গুণা আশ্রিতা
ইত্যশঙ্ক্যাহ—তথা চেত্যাदि । তেন বক্ষ্যমাণেন বুদ্ধিস্থেন পরিহার প্রকারেণোপ-
পত্ততে চৈতদিত্যর্থঃ । শৃঙ্গার এবৈতি । মধুর ইত্যত্র হেতুমাহ—পরঃ প্রহ্লাদন
ইতি । রতো হি সমস্তদেবতির্বাণ্‌নরাদিজাতিষবিচ্ছিন্নৈব বাসনাস্ত ইতি ন কশ্চিন্তত্র
তাদৃগ্যো ন হৃদয়সংবাদময়ঃ, যতেরপি হি তচ্চমংকারোহস্ত্যেব । অত এব মধুর
ইত্যুক্তম্ । মধুরো হি শর্করাদিরসো বিবেকিনোহবিবেকিনো বা স্বস্থত্বাতুরস্ত বা
কটিং রসনানিপতিতস্তাবদভিলষণীয় এব ভবতি । তন্ময়মিতি । স শৃঙ্গার আত্ম-
ত্বেন প্রকৃতো যত্র ব্যাক্যতয়া । কাব্যমিতি শকার্থাবিত্যর্থঃ । প্রতিষ্ঠিতমিতি ।
প্রতিষ্ঠাং গচ্ছতীতি যাবৎ । এতদ্বাক্তং ভবতি—বস্ততো মাধুর্যং নাম শৃঙ্গারাদে রস-
স্বৈব গুণঃ । তন্মধুররসাভিব্যঞ্জকয়োঃ শকার্থয়োৰূপচরিতং মধুরশৃঙ্গাররসাভি-
ব্যক্তিসমর্থতা শকার্থয়োর্মধুর্যমিতি হি লক্ষণম্ । - তন্মাদ্ব্যাক্তমুক্তম্ 'তমর্থমি'ত্যাदि ।
কারিকার্থং বৃত্ত্যাহ—শৃঙ্গার ইতি । নহু 'শ্রবাত্ম নাতিসমস্তার্থশব্দং মধুরমিচ্ছতে' ইতি
মাধুর্যস্ত লক্ষণম্ । নেতাহ—শ্রবাত্মমিতি । সর্বং লক্ষণমুপলক্ষিতম্ । ওজসোহ-
পীতি । 'যো যঃ শব্দম্ ইত্যত্র হি শ্রবাত্মমসমস্তত্বং চাস্ত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

সন্তোগশৃঙ্গারান্মধুরতরো বিপ্রলস্তঃ, ততোহপি মধুরতমঃ করুণ ইতি তদভিব্যঞ্জন-
কৌশলং শকার্থয়োর্মধুরতরত্বং মধুরতমত্বং চেত্যাভিপ্রায়েণাহ—শৃঙ্গার ইত্যাদি ।
করুণে চেতি চশব্দঃ ক্রমমাহ । প্রকর্ষবদিতি । উত্তরোত্তরং তরতমযোগেনেতি
ভাবঃ । আদ্রতামিতি । সহৃদয়স্ত চেতঃ স্বাভাবিকমনাবিষ্টত্বাভ্যকং কাঠিন্যং ক্রোধাদি-

ରୌଦ୍ରାଦୟୋ ରସା ଦୀପ୍ତ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ତେ କାବ୍ୟବର୍ତ୍ତନଃ ।

ତଦ୍ବାକ୍ତିହେତୁ ଶବ୍ଦାର୍ଥାବାସ୍ଥିତୌଜୋ ବ୍ୟବସ୍ଥିତମ୍ ॥ ୧ ॥

ରୌଦ୍ରାଦୟୋ ହି ରସାଃ ପରାଂ ଦୀପ୍ତିମୁଞ୍ଚ୍ଛଳତାଂ ଜନୟନ୍ତୀତି ଲକ୍ଷଣ୍ୟା ତ ଏବ
ଦୀପ୍ତିରିତ୍ୟୁଚ୍ୟତେ । ତତ୍ପ୍ରକାଶନପରଃ ଶବ୍ଦୋ ଦୀର୍ଘସମାସରଚନାଲକ୍ଷ୍ମତଂ
ବାକ୍ୟମ୍ । ଯଥା —

ଚକ୍ରଦ୍ଭୁଜଭ୍ରମିତଚଂଗଦାଭିସାତ-

ସଂସ୍ପର୍ଶିତୌରୁୟୁଗଳସ୍ତା ସୁଯୋଧନସ୍ତା ।

ସ୍ତ୍ୟାନାବବଦ୍ଧଘନଶୋନିତଶୋନପାନି-

ରୁଦ୍ରଂସୟିଷ୍ୟାତି କଚାଂସ୍ତବ ଦେବି ଭୀମଃ ॥

ତତ୍ପ୍ରକାଶନପରଂଚାର୍ଥୋହନପେକ୍ଷିତଦୀର୍ଘସମାସରଚନଃ ପ୍ରସମ୍ଭବାଚକାଭିଧେୟଃ ।
ଯଥା —

ଯୋ ଯଃ ଶକ୍ତଂ ବିଭର୍ତ୍ତି ସ୍ବଭୁଜଂରୁମଦଃ ପାଂଶୁବୀନାଂ ଚମୁନାଂ

ଯୋ ଯଃ ପାଞ୍ଚାଳଗୋତ୍ରେ ଶିଶୁରଧିକବୟା ଗର୍ଭଶଯ୍ୟାଂ ଗତୋ ବା ।

ଯୋ ଯସ୍ତଂକର୍ମସାଂକ୍ଷୀ ଚରତି ମୟି ରଣେ ଯଶ୍ଚ ଯଶ୍ଚ ପ୍ରତୀପଃ

କ୍ରୋଧାକ୍ରନ୍ତସ୍ତା ତସ୍ତା ସ୍ବୟମପି ଜଗତାମନ୍ତକନ୍ତ୍ରାନ୍ତକୋହହମ୍ ।

ଇତ୍ୟାଦୌ ସ୍ବୟୋରୌଜସ୍ବମ୍ ।

ଦୀପ୍ତରୂପତ୍ବଂ ବିଷୟହାସାଦିରାଗିତ୍ବଂ ଚ ଯାଞ୍ଚତୀତିତ୍ୟର୍ଥଃ ! ଅଧିକମିତି । କ୍ରମେଣେତ୍ୟାଶୟଃ ।
ତେନ କରୁଣେହିପି ସର୍ବଥୈବ ଚିନ୍ତଂ ଧ୍ରୁବତୀତ୍ୟୁକ୍ତଂ ଭବତି । ନନ୍ମୁ କରୁଣେହିପି ଯଦି ମଧୁରି-
ଯାନ୍ତି, ତହିଁ ପୂର୍ବକାରିକାରାଂ ଶୃଙ୍ଗାର ଏବେତ୍ୟେବକାରଃ କିମ୍ବର୍ଥଃ । ଉଚ୍ୟତେ—ନାନେନ
ରସାନ୍ତରଂ ବ୍ୟବଚ୍ଛିନ୍ନତେ ; ଅପି ହ୍ୟାସ୍ତତ୍ତସ୍ୟ ରସସୈବ ପରମାର୍ଥତୋ ଖଣ୍ଡା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟାଦୟଃ, ଉପ-
ଚାରେଂ ତୁ ଶବ୍ଦାର୍ଥଯୋରିତ୍ୟେବକାରେଂ ଘୋତ୍ୟତେ । ବୃତ୍ତ୍ୟର୍ଥମାହ—ବିପ୍ରଲମ୍ବେତି ॥ ୮ ॥

ରୌଦ୍ରେତ୍ୟାଦି । ଆଦିଶବ୍ଦଃ ପ୍ରକାରେ । ତେନ ବୀରାଦୁତୟୋରପି ଗ୍ରହଣମ୍ ॥ ଦୀପ୍ତିଃ
ପ୍ରତିପତ୍ତୁର୍ହୃଦୟେ ବିକାସବିନ୍ତାରପ୍ରଞ୍ଚ୍ଛଳନସ୍ବଭାବା । ସା ଚ ମୁଖ୍ୟତୟା ଓଞ୍ଜଃଶବ୍ଦବାଚ୍ୟା ।
ତଦାସ୍ବାଦମୟା ରୌଦ୍ରାତ୍ତାଃ, ତୟା ଦୀପ୍ତ୍ୟା ଆସ୍ବାଦବିଶେଷାଗ୍ନିକୟା କାର୍ଯ୍ୟରୂପୟା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ତେ
ରସାନ୍ତରାଂ ପୃଥକ୍ତୟା । ତେନ କାରଣେ କାର୍ଯ୍ୟୋପଚାରାରୌଦ୍ରାଦିରେବୋଞ୍ଜଃଶବ୍ଦବାଚ୍ୟାଃ । ତତୋ
ଲକ୍ଷିତଲକ୍ଷଣ୍ୟା ତତ୍ପ୍ରକାଶନପରଃ ଶବ୍ଦୋ ଦୀର୍ଘସମାସରଚନବାକ୍ୟରୂପୋହିପି ଦୀପ୍ତିରିତ୍ୟୁ-
ଚ୍ୟତେ । ଯଥା ‘ଚକ୍ରାଦି’ତ୍ୟାଦି । ତତ୍ପ୍ରକାଶନପରଂଚାର୍ଥଃ ପ୍ରସମ୍ଭେଗମକୈବାଚକୈରଭିଧୀୟମାନଃ

সমর্পকত্বং কাব্যাস্ত যন্তু সর্বরসান্ প্রতি ।

স প্রসাদো গুণো জ্ঞেয়ঃ সর্বসাধারণক্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥

প্রসাদস্ত স্বচ্ছতা শকার্থয়োঃ । স চ সর্বরসসাধারণো গুণঃ সর্বরচনা-
সাধারণশ্চ ব্যঙ্গ্যার্থাপেক্ষ্যৈব মুখ্যতয়া ব্যবস্থিতো মন্তব্যঃ ।

সমাসানপেক্ষ্যাপি দীপ্তিরিত্যুচ্যতে । যথা—‘যো যঃ’ ইত্যাদি । চঞ্চদিতি ।
চঞ্চন্ত্যাং বেগাদাবর্তমানাভ্যাং ভুজাভ্যাং ভ্রমিতা যেয়ং চণ্ডা দারুণা গদা তয়া
যোঃভিত্তিঃ সর্বত উৰ্বেধাভ্যন্তেন সম্যক্ চূর্ণিতং পুনরনুখানোপহতং কৃতমুকুয়ুগলং
যুগপদেবোরুদ্বয়ং যন্ত তং সুযোধনমরাদৃত্যেব স্ত্যানেনাশ্চানতয়া ন তু কালান্তরশু-
ক্লতয়াববদ্ধং হস্তাভ্যামবিগলদ্রুপমত্যন্তমাত্যন্তরতয়া ঘনং ন তু রসমাত্রস্বভাবং যচ্ছোণি-
তং রুধিরং তেন শোণো লোহিতৌ গাণী যন্ত সঃ । অত এব স ভীমঃ কাতরত্রাস-
দায়ী । তবেতি । যস্তাস্তত্তদপমানজাতং কৃতং দেবানুচিতমপি তস্তাস্তব কচানুস্তং
সম্বিস্তৃত্যন্তংসবতঃ করিস্মতি, বেগীষ্মপহরন্ করবিচ্যুতশোণিতসকলৈর্লোহিতকুসুমা-
পীভেনেব যোজয়িস্মতীত্যুৎপ্রেক্ষা । দেবীত্যানেন কুলকলত্রখিলীকারস্বরূপকারিণা
ক্রোধস্তৈবোদীপনবিভাবত্বং কৃতমিতি নাত্র শৃঙ্গারশঙ্কা কর্তব্য । সুযোধনস্ত চানা-
দরণং দ্বিতীয়গদাঘাতদানাগ্নুগমঃ । স চ সঙ্কুণ্ঠিতোরুদ্বাদেব । স্ত্যানগ্রহণেন
দ্রোপদীমহু্যপ্রক্ষালনে দ্বরা স্ফুটিত । সমাসেন চ সন্ততবেগবহনস্বভাবাং তাবত্যেয়
মধ্যে বিশ্রান্তিমলভমানা চূর্ণিতোরুদ্বয়সুযোধনানাদরণপর্বন্তা প্রতীতিরেক্ষেৎনৈব
ভবতীত্যোক্ততাস্ত পয়ং পরিপোষিকা । অস্ত্রে তু সুযোধনস্ত সম্বন্ধি যৎ স্ত্যানাববদ্ধং
ঘনং শোণিতং তেন শোণপানিরিতি ব্যাচক্ষতে ।

স ইতি । স্বভুজয়োঃ স্তম্ভর্যমদো যন্ত চমূনাং মধ্যেঃ স্তম্ভানাতিরিত্যর্থঃ । পাঞ্চাল-
রাজপুত্রেণ ধৃষ্টদ্র্যম্নেন দ্রোণস্ত ব্যাপাদনাত্তৎকুলং প্রত্যধিকঃ ক্রোধাবেশোইস্থধায়ঃ ।
তৎকর্শ্মনাক্ষীতি কর্ণপ্রভৃতিঃ । রণে সংগ্রামে কর্তব্যে যো ময়ি মদ্বিষয়ে প্রতীপং
চরতি সমরবিঘ্নমাচরতি । যদ্বা ময়ি চরতি সতি সংগ্রামে যঃ প্রতীপং প্রতিকূলং
কৃষ্টান্তে স এবংবিধো যদি সকলজগদন্তকো ভবতি তস্তাপ্যহমন্তকঃ কিমুতান্তস্ত
মহুশ্যস্ত দেবস্ত বা । অত্র পৃথগ্ভূতৈরেব ক্রমাধিযুক্তমানৈরর্থৈঃ পদাং পদং ক্রোধঃ পরাং
ধারামাপ্রিত ইত্যসমস্ততৈব দীপ্তিনিবন্ধনম্ । এবং মাধুর্ষদীপ্তী পরস্পরং প্রতিদ্বন্দ্বিতয়া
স্থিতে শৃঙ্গারাদিরোদ্রাদিগতে ইতি প্রদর্শয়তা তৎসমাবেশবৈচিত্র্যং হান্তভয়ানক-
বীভৎসশাস্ত্রেণ দর্শিতম্ । হান্তস্ত শৃঙ্গারাজন্তয়া মাধুর্ষ্যং প্রকৃষ্টং বিকাশধর্মতয়া চো-

শ্রুতিদ্বষ্টাদয়ো দোষা অনিত্যা যে চ দর্শিতাঃ ।

ধন্যাত্মনোব শৃঙ্গারে তে হেয়া ইত্যুদাহৃতাঃ ॥ ১১ ॥

অনিত্যা দোষাশ্চ যে শ্রুতিদ্বষ্টাদয়ঃ সূচিতাস্তেহপি ন বাচ্যে
অর্থমাত্রৈ, ন চ ব্যঙ্গ্যে শৃঙ্গারব্যতিরেকিণি শৃঙ্গারে বা ধ্বনেনরনাত্মভূতে ।
কিং তর্হি? ধ্বন্যাত্মনোব শৃঙ্গারেহঙ্গিতয়া ব্যঙ্গ্যে তে হেয়া ইত্যুদাহৃতাঃ ।
অন্যথা হি তেষামনিত্যাদোষতৈব ন স্ম্যং । এবময়মসংলক্ষ্যক্রমদ্যোতো
ধ্বনেনরায়া প্রদর্শিতঃ সামান্যেন ।

তস্মাঙ্গানাং প্রভেদা যে প্রভেদাঃ স্বগতাশ্চ যে ।

তেষামানন্ত্যমন্তোন্তসম্বন্ধপরিকল্পনে ॥ ১২ ॥

জ্যোৎসপি প্রকৃষ্টমিতি সাম্যং দ্বয়োঃ । ভয়ানকস্য মগ্নচিত্তবৃত্তিধ্বন্যবৎহপি বিভাবশ্চ
দীপ্ততয়া ওজঃ প্রকৃষ্টং মাধুর্যমল্লম্ । ঘাঁভংসেংপোষম্ । শান্তে তু বিভাববৈচিত্র্যাৎ
কদাচিদোজঃ প্রকৃষ্টং কদাচিন্মাধুর্যমিতি বিভাগঃ ॥ ৯ ॥

সমর্পকত্বং সম্যগর্পকত্বং হৃদয়সংবাদেন প্রতিপত্ত্বন্ প্রতি স্বাদ্বাবেশেন ব্যাপার-
কত্বং ঝাটিতি শুককাষ্ঠাগ্নিদৃষ্টান্তেন । অকলুষোদকদৃষ্টান্তেন চ তদকালুপ্তং প্রসন্নত্বং
নাম সর্বরসানাং গুণঃ । উপচরাত্তু তথাবিধে ব্যঙ্গ্যেহর্থ্যে যচ্ছদার্থয়োঃ সমর্থকত্বং
তদপি প্রসাদঃ । তমেব ব্যাচষ্টে—প্রসাদেতি । নহু রসগতো গুণস্তৎ কথং
শব্দার্থয়োঃ স্বচ্ছতেত্যাশঙ্ক্যাহ—স চেতি । চ শব্দোইবধারণে । সর্বরসসাধারণ
এব গুণঃ । স এব চ গুণ এববিধঃ । সর্বা যেযং রচনা শব্দগতা চার্খগতা চ
সমস্তা চাসমস্তা চ তত্র সাধারণঃ । মুখ্যতয়েতি । অর্থস্য তাবৎ সমর্পকত্বং ব্যঙ্গ্যং
প্রত্যেব সম্ভবতি নান্যথা । শব্দস্তাপি স্ববাচ্যার্পকত্বং নাম কিয়দলৌকিকং যেন গুণঃ
স্মাদিতি ভাবঃ । এবং মাধুর্যোজঃপ্রসাদা এব ত্রয়ো গুণা উপপন্না ভাসমহাভিপ্রায়েণ ।
তে চ প্রতিপল্লাসাদময়া মুখ্যতয়া তত আত্মাঙ্গে উপচরিতা রসে ততস্তব্যঞ্জকয়োঃ
শব্দার্থয়োঃপ্রতিভাংপর্যম্ ॥ ১০ ॥

এবমস্বংপক্ষ এব গুণালঙ্কারব্যবহারে বিভাগেনোপপত্ত্বত ইতি প্রাদর্শ্য নিত্য-
নিত্যাদোষবিভাগোইপাস্বংপক্ষ এব সংগচ্ছত ইতি দর্শয়িতুমাহ—শ্রুতিদ্বষ্টাদয়
ইত্যাদি । বাস্তাদয়োঃসত্যস্বতিহেতবঃ । শ্রুতিদ্বষ্টা অর্থদ্বষ্টা বাক্যার্থবলাদঙ্গীলার্থ-
প্রতিপত্তিকারিণঃ । যথা ‘ছিদ্রাঘ্নেধী মহাংস্তকো ঘাতায়ৈবোপসর্পতি’ ইতি । কল্পনা-

অঙ্গিতয়া ব্যঙ্গ্যো রসাদিবিবক্ষিতানুপরবাচ্যস্ত ধ্বনৈরেক আত্মা য
উক্তস্তম্ভাঙ্গানাং বাচ্যবাচকানুপাতিনামলঙ্কারাণাংযে প্রভেদা নিরবধয়ো
যে চ স্বগতাস্তম্ভাঙ্গিনোহর্থস্ত রসভাবতদাভাসতৎপ্রশমলক্ষণা বিভাবানু-
ভাবব্যভিচারিপ্রতিপাদনসহিতা অনন্তাঃ স্বাশ্রয়াপেক্ষয়া নিঃসীমানো
বিশেষাস্তেষামন্তোত্তমস্বরূপরিকল্পনে ক্রিয়মাণে কস্মচিদন্ততমস্তাপি
রসস্ত প্রকারাঃ পরিসংখ্যাতুং ন শক্যন্তে কিমূত সর্বেষাম্। তথা হি
শৃঙ্গারস্তাঙ্গিনস্তাবদাতৌদ্বোভেদৌ – সন্তোগো বিপ্রলস্তঃ। সন্তোগস্ত
চ পরম্পরপ্রেমদর্শনস্বরতবিহরণাদিলক্ষণাঃ প্রকারাঃ। বিপ্রলস্তস্তাপ্য-
ভিলাষেষ্ঠ্যাবিরহপ্রবাসবিপ্রলস্তাদয়ঃ। তেষাং চ প্রত্যেকং বিভাবানু-
ভাবব্যভিচারিভেদঃ। তেষাং চ দেশকালাত্মাশ্রয়াবস্থাভেদ ইতি
স্বগতভেদাপেক্ষ্যৈকস্ত তস্তাপরিমেয়ত্বম্, কিং পুনরঙ্গপ্রভেদকল্পনায়াম্।
তে হঙ্গপ্রভেদাঃ প্রত্যেকমঙ্গিপ্রভেদস্বরূপরিকল্পনে ক্রিয়মাণে
সত্যানন্ত্যমেবোপযাস্তি।

দ্বষ্টাস্ত দ্বয়োঃ পদয়োঃ কল্পনয়া। যথা ‘কুরু রুচি’ ইত্যত্র ক্রমব্যত্যাসে। শ্রুতি-
কষ্টস্ত অধাক্ষীং অক্ষোৎসীং তৃণেচ্চ ইত্যাদি। শৃঙ্গার ইত্যুচিতরসোপলক্ষণার্থম্।
বীরশান্তাভূতাদাবপি তেষাং বর্জনাং। স্মৃতি ইতি। ন ত্বেষাং বিষয়বিভাগ-
প্রদর্শনেনানিত্যত্বং ভিন্নবৃত্তাদিদোষেভ্যো বিবিক্তং প্রদর্শিতম্। নাপি গুণেভ্যো
ব্যতিরিক্তত্বম্। বীভৎসহাস্তরৌদ্ভাদৌ ত্বেষামস্মাভিরূপগমাং শৃঙ্গারাদৌ চ বর্জনা-
নিত্যত্বং চ দোষত্বং চ সমর্থিতমেবেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

অঙ্গানামিত্যলঙ্কারাণাম্। স্বগতা ইতি। আত্মগতাঃ সন্তোগবিপ্রলস্তাত্মা
আত্মীয়গতা বিভাবাদিগতাস্তেষাং লোষ্ট্রপ্রস্তারোণাঙ্গাঙ্গিভাবে কা গগনেতি
ভাবঃ। স্বাশ্রয়ঃ জীপুংসপ্রকৃত্যোচিত্যাদিঃ। পরম্পরং প্রেমা দর্শনমিত্যুপলক্ষণং
সন্তাষণাদেবপি। স্বরতং চাতুঃষষ্ঠিকমালিঙ্গনাদি। বিহরণমুদ্যানগমনম্। আদি-
গ্রহণেন জলক্ৰীড়াপানকচন্দ্রোদয়ক্ৰীড়াদি। অভিলাষবিপ্রলস্তো দ্বয়োঃপ্যাছোক্ত-
জীবিতসর্বস্বাভিমানাত্মিকায়াম্ রতাবুৎপন্নায়ামপি কৃতশ্চিন্তিতোরপ্রাপ্তসমাগমত্বে
মন্তব্যঃ। যথা ‘সুখয়তীতি কিমুচ্যত’ ইত্যতঃ প্রভৃতি বৎসরাজরত্নাবল্যোঃ, ন তু
পূর্বং রত্নাবল্যাঃ। তদা হি রত্নভাবে কামাবস্থামাত্রং তৎ। ঈর্ষাবিপ্রলস্তঃ

ଦିଷ୍ଠାତ୍ରଂ ତୂଚ୍ୟାତେ ଯେନ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନାନାଂ ସଚେତସାଂ ।

ବୁଦ୍ଧିରାସାଦିତାଲୋକା ସର୍ବତ୍ରୈବ ଭବିଷ୍ୟତି ॥ ୧୦ ॥

ଦିଂମାତ୍ରକଥନେନ ହି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନାନାଂ ସହୃଦୟାନାମେକତ୍ରାପି ରସଭେଦେ
ସହାଳଙ୍କାରୈରଙ୍ଗାଞ୍ଜିତାବପରିଜ୍ଞାନାଦାସାଦିତାଲୋକା ବୁଦ୍ଧିଃ ସର୍ବତ୍ରୈବ
ଭବିଷ୍ୟତି ।

ତତ୍ର —

ଶୃଙ୍ଗାରଶ୍ଯାଞ୍ଜିନୋ ଯତ୍ନାଦେକରୂପାନୁବନ୍ଧବାନ୍ ।

ସର୍ବେଷେବ ପ୍ରଭେଦେଷୁ ନାନୁପ୍ରାସଃ ପ୍ରକାଶକଃ ॥ ୧୧ ॥

ଅଞ୍ଜିନୋ ହି ଶୃଙ୍ଗାରଶ୍ଯ ଯେ ଉକ୍ତାଃ ପ୍ରଭେଦାନ୍ତେଷୁ ସର୍ବେଷେକପ୍ରକାରାନୁ-
ବନ୍ଧିତୟା ପ୍ରବନ୍ଧେନ ପ୍ରବ୍ରତୋହନୁପ୍ରାସୋ ନ ବ୍ୟଞ୍ଜକଃ । ଅଞ୍ଜିନ ଇତ୍ୟନେନାଞ୍ଜ-
ତୁତଶ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗାରଶ୍ଯେକରୂପାନୁବନ୍ଧାନୁପ୍ରାସନିବନ୍ଧନେ କାମଚାରମାହ ।

ପ୍ରଣୟଶୃଙ୍ଗାଦିନା ଧୃତିତୟା ସହ । ବିରହବିପ୍ରଳମ୍ବଃ ପୁନଃ ଧୃତିତୟା ପ୍ରମାଦତ୍ତମାନୟାପି
ପ୍ରମାଦମଂଗୁଳନ୍ତ୍ୟା ତତଃ ପଞ୍ଚାନ୍ତାପପରୀତତ୍ତ୍ୱେନ ବିରହୋଂକୃଷ୍ଟିତୟା ସହ ମନ୍ତବ୍ୟଃ । ପ୍ରବାସ-
ବିପ୍ରଳମ୍ବଃ ପ୍ରୋଷିତଭର୍ତୃକୟା ସହେତି ବିଭାଗଃ । ଆଦିଗ୍ରହଣାଛାପାଦିକୃତଃ, ବିପ୍ରଳମ୍ବ
ଇବ ଚ ବିପ୍ରଳମ୍ବଃ । ବନ୍ଧନାୟାଂ ହତ୍ତିଲକ୍ଷିତୋ ବିଷୟୋ ନ ଲଭ୍ୟତେ ; ଏବମତ୍ର ।
ତେଷାଂ ଚେତି । ଏକତ୍ର ସନ୍ତୋଷାଦୀନାମପରତ୍ର ବିଭାବାଦୀନାମ୍ । ଆଶ୍ରୟୋ ଯଲୟାଦିଃ
ମାରୁତାଦୀନାଂ ବିଭାବାନାମିତି ସହଚ୍ୟାତେ ତଦ୍ଦେଶଶବ୍ଦେନ ଗତାର୍ଥମ୍ । ତତ୍ତ୍ୱାଦାଶ୍ରୟଃ
କାରଣମ୍ । ଯଥା ମୟୈବ —

ଦୟିତୟା ଶ୍ଯାଞ୍ଜିନୋ ଶ୍ରୀୟଂ ଯୟା ହୃଦୟଧାମିନି ନିତାନିଯୋଜିତା ।

ଗଳତି ଶୁକ୍ଳତୟାପି ସୁଧାରସଂ, ବିରହଦାହରୂଞ୍ଜାଂ ପରିହାରକମ୍ ॥

ତତ୍ତ୍ୱେତି ଶୃଙ୍ଗାରଶ୍ଯ । ଅଞ୍ଜିନାଂ ରସାଦୀନାଂ ପ୍ରଭେଦାନ୍ତଂ ସମ୍ବନ୍ଧକଲ୍ପନେତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୧୨ ॥
ଯେନେତି । ଦିଂମାତ୍ରୋକ୍ତେନେତ୍ୟର୍ଥଃ । ସଚେତସାମିତି । ମହାକବିତ୍ୱଂ ସହୃଦୟତ୍ୱଂ ଚ
ପ୍ରେମ୍ମୁନାମିତି ଭାବଃ । ସର୍ବତ୍ରୈତି । ସର୍ବେଷୁ ରସାଦିଷାସାଦିତ ଆଲୋକୋଽବଗମଃ
ସମ୍ୟାଧ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିର୍ଯ୍ୟେତି ସମ୍ବନ୍ଧ ॥ ୧୩ ॥

ତତ୍ତ୍ୱେତି । ବନ୍ଧବ୍ୟୋ ଦିଂମାତ୍ରେ ମତୀତ୍ୟର୍ଥଃ । ଯତ୍ନାଦିତି । ଯତ୍ନତଃ କ୍ରିୟମାଣତ୍ୱାଦିତି
ହେତୁର୍ହୋଽଭିପ୍ରେତଃ । ଏକରୂପଂ ହ୍ରୁବନ୍ଧଂ ତାତ୍ତ୍ୱା ବିଚିତ୍ରୋହନୁପ୍ରାସୋ ନିବନ୍ଧ୍ୟମାନୋ ନ
ଦୋଷାନ୍ନେତ୍ୟେକରୂପଗ୍ରହଣମ୍ ॥ ୧୪ ॥

ধনোন্মত্তভূতে শৃঙ্গারে যমকাদিনিবন্ধনম্ ।

শক্তাবপি প্রমাদিত্বং বিপ্রলস্তে বিশেষতঃ ॥ ১৫ ॥

ধনোন্মত্তভূতঃ শৃঙ্গারস্তাৎপর্যেণ বাচ্যবাচকাভ্যাং প্রকাশ্যমান-
স্তস্মিন্ যমকাদীনাং যমকপ্রকারাণাং নিবন্ধনং দুষ্করশব্দভঙ্গশ্লেষাদীনাং
শক্তাবপি প্রমাদিত্বম্ । ‘প্রমাদিত্ব’ মিত্যনেনৈতদদর্শ্যতে — কাকতালীয়েন
কদাচিৎ কস্তচিদেকস্ত যমকাদেৰ্নিস্পত্তাবপি ভূম্মালঙ্কারান্তরবদ্রসঙ্গতেন
নিবন্ধো ন কর্তব্য ইতি । ‘বিপ্রলস্তে বিশেষত’ ইত্যনেন বিপ্রলস্তে
সৌকুমার্য্যাতিশয়ঃ খ্যাপ্যতে । তস্মিন্দ্যোতে যমকাদেবঙ্গস্ত নিবন্ধো
নিয়মঃ কর্তব্য ইতি ।

অত্র যুক্তিরভিধীয়তে —

রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ ।

অপৃথগ্ যত্ননির্বর্ত্যঃ সোহলঙ্কারো ধনৌ মতঃ ॥ ১৬ ॥

যমকাদীত্যাदिशब्दः प्रकारवाची । दुष्करं मुरजजङ्गवङ्कादि । शब्दभङ्गश्लेष
इति । अर्थश्लेषो न दोषाय ‘रक्तञ्च’ इत्यादौ ; शब्दभङ्गोऽपि क्लिष्ट एव दृष्टः,
न श्लोकार्थो ॥ १५ ॥

युक्तिरिति । सर्वव्यापकं वस्तुतार्थः । रसेति । रससम्बन्धानेन विभावदि-
घटनमेव कुर्वन्तुन्नास्तरीयकतया यमासादयति स एवाज्जालङ्कारो रसमार्गे, नाश्रुः ।
तेन वीरादुतादिरसेषपि यमकादि कवेः प्रतिपञ्च रसविघ्नकार्येव सर्वत्र ।
गङ्गुरिकाप्रवाहोपहतसहस्रधुराधिरौहणविहीनलोकवर्जनाभिप्रायेण तु मया
शृङ्गारे विप्रलम्बे च विशेषत इत्युक्तमिति भावः । तथा च ‘रसेऽङ्गं तस्यादेवां
न विद्यते’ इति सामान्येन वक्ष्यति । निष्पत्ताविति । प्रतिभाङ्गग्रहाण स्वमेव
सम्पत्तौ निष्पादननपेक्षायामित्यर्थः । आश्चर्यभूत इति । कथमेव निबद्ध इत्य-
दुतस्त्वानम् । करकिसलयगुणवदनं श्वासताञ्जधरा प्रवर्तमानवाष्पान्निरङ्गकण्टि
अविच्छिन्नरुदितचङ्कङ्कुचतटा रोममपरित्यज्जती चाटुक्या यावत् प्रसाद्यते तावदीर्या-
विप्रलम्बगताभ्युभावचर्चनावहितचेतस एव बद्धुः श्लेषरूपकव्यतिरेकाद्या अथ-
निष्पन्नाश्चर्यरूपि न रसचर्चनाविघ्नमादधतीति । लक्षणमिति । व्यापकमित्यर्थः ।
‘प्रवर्तनेन क्रियमाण’ इति सम्यक् । अतएव बुद्धिपूर्वकश्चमवशुद्धावीति बुद्धिपूर्वकश्च

নিষ্পত্তাবাশ্চর্য্যভূতোহপি যন্তালঙ্কারস্ত রসান্ধিপ্ততয়ৈব বন্ধঃ
শক্যক্রিয়ো ভবেৎ সোহস্মিন্নলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যে ধ্বনাবলঙ্কারো মতঃ ।
তশ্চৈবরসান্ধং মুখ্যমিত্যর্থঃ । যথা —

কপোলে পল্লালী করতলনিরোধেন মুদিতা

নিপীতো নিঃশ্বাসৈরয়মমৃতহৃদোহধররসঃ ।

মুহুঃ কণ্ঠে লগ্নস্তরলয়তি বাষ্পস্তনতটীং

প্রিয়ো মম্ব্যাজাতস্তব নিরনুরোধে ন তু বয়ম্ ॥

রসান্ধত্বে চ তস্য লক্ষণমপৃথগ্ যত্ননির্বর্ত্যত্বমিতি যো রসং বন্ধুমধ্য-
বসিতস্য কবেরলঙ্কারস্তাং বাসনামতৃত্যহ যত্নাস্তরমাস্থিতস্য নিষ্পত্তিতে স
ন রসান্ধমিতি । যমকে চ প্রবন্ধেন বুদ্ধিপূর্বকং ক্রিয়মাণে নিয়মে নৈব
যত্নাস্তরপরিগ্রহ আপততি শব্দবিশেষাৎস্বেষণরূপঃ । অলঙ্কারান্তরেষপি
তত্ত্বল্যমিতি চেৎ — নৈবম্ । অলঙ্কারান্তরাণি হি নিরূপ্যমাণ-
দ্ব্যর্ঘটনাত্তপি রসসমাহিতচেতসঃ প্রতিভানবতঃ কবেরহম্পূর্বিকয়া
পরাপতন্তি । যথা কাদম্বর্যাং কাদম্বরীদর্শনাবসরে । যথা চ মায়া-
রামশিরোদর্শনেন বিহ্বলায়াং সীতাদেব্যাং সেতৌ । যুক্তং চৈতৎ, যতো
রসা বাচ্যবিশেষৈরেক্ষেপ্তবাঃ । তৎপ্রতিপাদকৈশ্চ শব্দৈস্তৎপ্রকা-
শিনো বাচ্যবিশেষা এব রূপকাদয়োহলঙ্কারাঃ । তস্মান্ন তেষাং
বহিরঙ্গত্বং রসাভিব্যক্তৌ । যমকত্বক্ষরমার্গেষু তু তৎ স্থিতমেব । যন্তু
রসবন্তি কানিচিদ্ যমকাদীনি দৃশ্যন্তে, তত্র রসাদীনামঙ্গতা যমকাদীনাম্

উপাস্তঃ । রসসমবধানাদছো যত্নো যত্নাস্তরম্ । নিরূপ্যমাণানি সন্তি দ্ব্যর্ঘটনানি ।
বুদ্ধিপূর্বং চিকীর্ষিতাত্তপি কর্তুমশক্যানীত্যর্থঃ । তথা নিরূপ্যমাণে দ্ব্যর্ঘটনানি
কথমেতাকি রচিতানীত্যেবং বিশ্বয়বাহানীত্যর্থঃ । অহম্পূর্বঃ অগ্র্য ইত্যর্থঃ ।
অহমাদাবহমাদৌ প্রবর্ত ইত্যর্থঃ । অহম্পূর্ব ইত্যন্ত্য ভাবোহহম্পূর্বিক। অহমিতি
নিপাতো বিভক্তিপ্রতিরূপকোহিৎস্বদর্থবৃত্তিঃ । এতদিতি । অহম্পূর্বিকয়া পরাপতন-
মিত্যর্থঃ । কানিচিদিতি । কালিদাসাদিকৃতানীত্যর্থঃ । শব্দস্তাপি পৃথগ্ যত্নো
জায়ত ইতি সঙ্কঃ । এযামিতি । যমকাদীনাম্ । ধ্বজান্নভূতে শব্দারে ইতি যদ্বক্তং
তৎ প্রাধাণ্যেনাঙ্কিল্লোকেন সংগৃহীতে ধ্বজান্নভূত ইতি ॥ ১৬ ॥

হঙ্গিতৈব । রসাতাসে চাঙ্গহমপ্যবিরুদ্ধম্ । অঙ্গিতয়া তু ব্যঙ্গে রসে
নাঙ্গত্বং পৃথক্ প্রযত্ননির্বর্ত্যাহাদ্ যমকাদেঃ ।

অষ্টৈবার্থস্য সংগ্রহশ্লোকাঃ—

রসবস্তু হি বস্তুনি সালঙ্কারাণি কানিচিৎ ।
একেনৈব প্রযত্নেন নির্বর্ত্যন্তে মহাকবেঃ ॥
যমকাদিনিবন্ধে তু পৃথগ্ যত্নোহস্ত জায়তে ।
শক্তস্ত্যাপি রসেহঙ্গত্বং তস্মাদেমাং ন বিচ্যতে ॥
রসাতাসাঙ্গভাবস্ত যমকাদেৰ্ণ বার্য্যতে ।
ধ্বন্যাত্মভূতে শৃঙ্গারে হঙ্গতা নোপপৃথতে ॥

ইদানীং ধ্বন্যাত্মভূতস্য শৃঙ্গারস্য ব্যঞ্জকোহলঙ্কারবর্গ আখ্যায়তে—

ধ্বন্যাত্মভূতে শৃঙ্গারে সমীক্ষ্য বিনিবেশিতঃ ।
রূপকাদিরলঙ্কারবর্গ এতি যথার্থতাম্ ॥ ১৭ ॥

অলঙ্কারে হি বাহ্যালঙ্কারসাম্যাদঙ্গিনশ্চারুত্বহেতুরুচ্যতে ।
বাচ্যালঙ্কারবর্গশ্চ রূপকাদির্থাবানুকুলে বক্ষ্যতে চ কৈশ্চিৎ, অলঙ্কারাণা-
মনন্তুত্বাৎ ।

ইদানীমিতি । হেয়বর্গ উক্তঃ, উপাদেয়বর্গস্ত বক্তব্য ইতি ভাবঃ । ব্যঞ্জক
ইতি । যশ্চ যথা চেত্যাধ্যাহারঃ । যথার্থতামিতি । চারুত্বহেতুতামিত্যর্থঃ ।
উক্ত ইতি । ভামহাদিভিরলঙ্কারলক্ষণকারৈঃ । বক্ষ্যতে চেত্যত্র হেতুমাং
অলঙ্কারাগমনন্তুত্বাদিতি । প্রতিভানন্ত্যাং অন্তরপি ভাবিভিঃ কৈশ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

সমীক্ষ্যেতি । সমীক্ষ্যেত্যনেন শব্দেন কারিকায়ামুক্তেতি ভাবঃ । শ্লোক-
পাদেষু চতুষ্টু শ্লোকার্কে চাঙ্গহসাধনমিদম্ ; রূপকাদিরিতি প্রত্যেকং সম্বন্ধঃ ।
যমলঙ্কারং তদঙ্গতয়া বিবক্ষতি নাস্তিহেন, যমবসরে গুল্লাতি, যমবসরে ত্যজতি,
যং নাভ্যন্তং নির্বোঢ়ুমিচ্ছতি, যং যত্নাদঙ্গহেন প্রত্যবেক্ষতে, স এবমুপনিবধ্য-
মানো রসাত্যব্যক্তিহেতুর্ভবতীতি বিততং মহাকাব্যম্ । তন্মহাকাব্যমধ্যে
চোদাহরণাবকাশমুদাহরণস্বরূপং তদ যোজনম্ তৎসমর্থনং চ নিরূপয়িতুং গ্রন্থান্তর-
মিতি বৃত্তিগ্রন্থস্ত সম্বন্ধঃ ।

স সর্বোহপি যদি সমীক্ষ্য বিনিবেশ্যতে তদলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্তা-
ধ্বনেরঙ্গিনঃ সর্ববৈশ্ব চারুত্বহেতুর্নিষ্পত্ততে ।

এষা চাস্ত বিনিবেশনে সমীক্ষা—

বিবক্ষা তৎপরত্বেন নাঙ্গিহ্নেন কদাচন ।

কালে চ গ্রহণত্যাগৌ নাতিনির্বহণৈষিতা ॥ ১৮ ॥

নির্ব্যুটাবপি চাঙ্গত্বে যত্নেন প্রত্যবেক্ষণম্ ।

রূপকাদিরলঙ্কারবর্গস্তাঙ্গত্বসাধনম্ ॥ ১৯ ॥

রসবন্ধেষ্বত্যাদৃতমনাঃ কবির্যমলঙ্কারং তদঙ্গতয়া বিবক্ষতি । যথা—

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং

রহস্তাখ্যায়ীব স্বনসি মূহু কর্ণাস্তিকচরঃ ।

করৌ ব্যাধুষত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধরং

বয়ং তদ্বাঘেষান্মধুকর হতা স্বং খলু কৃতী ॥

অত্র হি ভ্রমরস্বভাবোক্তিরলঙ্কারো রসানুগুণঃ । ‘নাঙ্গিহ্নেনতি’
ন প্রাধাত্মেন । কদাচিত্রসাদিতাৎপর্য্যেণ বিবক্ষিতোহপি হালঙ্কারঃ
কশ্চিদঙ্গিহ্নেন বিবক্ষিতো দৃশ্যতে । যথা—

চক্রাভিঘাতপ্রসভাজ্জ্যৈব চকার যো রাহুবধূজনস্ত ।

আলিঙ্গনোদ্যামবিলাসবক্ষ্যং রতোঃসবং চুষ্মনমাত্রশেষম্ ॥

চলাপাঙ্গামিতি । হে মধুকর, বয়মেব° বিধাভিলাষচাটুপ্রবণা অপি তদ্বাঘেষণাঘস্ত-
বুস্তেইদৃশ্যমাণে হতা আয়্যাসমাত্রপাত্রীভূতা জাতাঃ । ইং খল্বিতি নিপাতেনাযত্ন-
সিদ্ধং তবৈব চরিতার্থত্বমিতি শকুন্তলাং প্রত্যভিলাষিণো দ্রুগন্তশ্চেষ্মমুক্তিঃ । তথা
হি কথমেতদীয়কটাক্ষগোচরা ভূয়ান্ম, কথমেযান্মদভিপায়ব্যঞ্জকং রহোবচনমাকর্ণাৎ,
কথং নু হঠাদনিচ্ছন্ত্য। অপি পরিচুষ্মনং বিধেয়াশ্মেতি যদশ্মাকং মনোরাজ্যপদবী-
মধিশেতে তত্ত্বাযত্নসিদ্ধম্ । ভ্রমরো হি নীলোৎপলধিয়া তদাশঙ্কাকরীং দৃষ্টিং
পুনঃপুনঃ স্পৃশতি । শ্রবণাবকাশপর্য্যঙ্কত্বাচ্চ নেত্রয়োঃপলশঙ্কানপগমান্ত্রৈব
দক্ষ্যন্তমান আস্তে । সহজসৌকুমার্যত্রাসকাতরায়ান্চ রতিনিধানভূতং বিকসিতার-
বিন্দুকুবলয়ামোদমধুরমধরং পিবতীতি ভ্রমরস্বভাবোক্তিরলঙ্কারোৎকৃষ্টতামেব প্রকৃত-

অত্র হি পর্যায়োক্তশ্চাস্ত্রিংশেন বিবক্ষ্য রসাদিতাৎপর্যে সত্যপীতি ।
অঙ্গশ্চেন বিবক্ষিতমপি যমবসরে গৃহীতি নানবসরে । অবসরে
গৃহীতির্থথা —

উদ্যমোৎকলিকাং বিপাণ্ডুররুচং প্রারব্ধজ্জন্তাং ক্ষণা-
দায়াসং শ্বসনোদগমৈরবিরলৈরাতস্বতীমাশ্রয়ঃ ।
অদ্যোদ্যানলতামিমাং সমদনাং নারীমিবাশ্রয়ং ধ্রুবং
পশ্যন্ কোপবিপাটলহ্র্যতি মুখং দেব্যাঃ করিষ্যাম্যহম্ ॥

ইত্যত্র উপমাশ্লেষশ্চ । গৃহীতমপি চ যমবসরে ত্যজতি তদ্রসানু-
গুণতয়ালঙ্কারান্তরাপেক্ষয়া । যথা —

রক্তস্বং নবপল্লবৈরহমপি শ্লাঘ্যৈঃ প্রিয়ায়া গুণৈ-
স্ত্বামায়ান্তি শিলীমুখাঃ স্মরধনুর্মুক্তাস্থথা মামপি ।
কান্তাপাদতলাহতিস্তব মুদে তদ্বন্মমাপ্যাবয়োঃ
সর্বং তুল্যমশোককেবলমহং ধাত্রা সশোকঃ কৃতঃ ॥

রসস্তোপগতঃ । অস্ত্রে তু ভ্রমরধৰ্ম্মভাবে উক্তিৰ্যশ্চেতি ভ্রমরধৰ্ম্মবোক্তিরত্র রূপক-
ব্যতিরেক ইত্যাহঃ ।

চক্রাভিঘাত এব প্রসভাজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়ো নিয়োগস্তত্র । যো রাহুদয়িতানাং
রতোৎসবং চুধনমাত্রশেষং চকার । যত আলিঙ্গনমুদ্দামং প্রধানং যেষু বিলাসেষু
তৈর্বন্ধ্যঃ শূন্যোইসৌ রতোৎসবঃ । অত্রাহ কশিৎ—পর্যায়োক্তমেবাত্র কবেঃ
প্রাধান্তেন বিবক্ষিতং, ন তু রসাদি । তৎ কথমুচ্যতে রসাদিতাৎপর্যে সত্যপীতি ।
মৈবম্ ; বাসুদেবপ্রতাপো হত্র বিবক্ষিতঃ । স চাত্র চারুত্বহেতুতয়া ন চকাস্তি,
অপি তু পর্যায়োক্তমেব । যতপি চাত্র কাব্যে ন কাচিদ্বোষাশঙ্কা, তথাপি দৃষ্টান্ত-
বদেতৎ—যৎপ্রকৃতশ্চ পোষণীয়শ্চ স্বরূপতিরস্কারকোইঙ্গভূতোইপ্যালঙ্কারঃ সম্পদ্যতে ।
ততশ্চ কচিদনোচিত্যমাগচ্ছতীত্যং গ্রন্থকৃত আশয়ঃ । তথা চ গ্রন্থকার এবমগ্রে
দর্শয়িষ্যতি । মহাশ্রনাং দুষণোদঘোষণমাশ্রয় এব দুষণমিতি নেদং দুষণোদাহরণং
দত্তম্ ।

উদ্যমো উদগতাঃ কলিকা যন্তাঃ । উৎকলিকাশ্চ রুহরুহিকাঃ । ক্ষণান্তমিমে
বাবসরে প্রারব্ধা জন্তা বিকাসো যয়া । জন্তা চ মন্থত্বতোইঙ্গমর্দঃ ; শ্বসনোদগমৈ-

অত্র হি প্রবন্ধপ্রবৃত্তোহপি শ্লেষো ব্যতিরেকবিবক্ষয়া ত্যজ্যমানো রসবিশেষং পুষ্যতি । নাত্রালঙ্কারদ্বয়সন্নিপাতঃ, কিং তর্হি ? অলঙ্কারাস্তরমেব শ্লেষব্যতিরেকলক্ষণং নরসিংহবদিত্তি চেৎ - ন ; তস্ম্য প্রকারাস্তরেন ব্যবস্থাপনাৎ । যত্র হি শ্লেষবিষয় এব শব্দে প্রকারাস্তরেন ব্যতিরেকপ্রতীতির্জায়তে স তস্ম্য বিষয়ঃ । যথা - ‘স হরির্নান্না দেবঃ সহরিব্রতুরগনিবহেন’ ইত্যাদৌ । অত্র হ্যত্র এব শব্দঃ শ্লেষস্ত বিষয়োহ্যত্রচ ব্যতিরেকস্ত । যদি চৈবংবিধে বিষয়েহলঙ্কারাস্তরত্বকল্পনা ক্রিয়তে তৎসংসৃষ্টেবিষয়াপহার এব স্ত্যাৎ । শ্লেষমুখেনৈবাত্র ব্যতিরেকস্তাত্মলাভ ইতি নায়ং সংসৃষ্টেবিষয় ইতি চেৎ - ন ; ব্যতিরেকস্ত প্রকারাস্তরেণাপি দর্শনাৎ । যথা -

নো কল্পাপায়বায়োরদয়রয়দলংস্খাধারস্ত্যাপি শম্যা
গাঢ়োদগীর্ণোজ্জলশ্রীরহনি ন রহিতা নো তমঃকজ্জলেন ।
প্রাপ্তোৎপত্তিঃ পতঙ্গান্ন পুনরুপগতা মোষমুষ্কঙ্কিষো বো
বর্তিঃ সৈবাত্মরূপা স্মৃথয়তু নিখিলদ্বীপদীপস্ত দীপ্তিঃ ॥

বসন্তমাক্তোল্লাসৈরায়নো । লতালক্ষণস্তায়াসমায়াসনমান্দোলনযত্নমাত্মতীম্ । নিঃশ্বাসপরম্পরাভিচ্ছায়ন আয়াসং হৃদয়স্থিতং সন্তাপমাত্মতীং প্রকটীকুর্বাণাম । সহ মদনাখ্যে বৃক্ষবিশেষেণ মদনেন কামেন চ । অত্রোপমাশ্লেষে ঈর্ষ্যাবিপ্র-লম্বস্ত্য ভাবিনো মার্গপরিশোধকত্বেন স্থিতস্তচ্চবর্ণাভিমুখ্যং কুর্ব্বল্লবসরে রসস্ত্য প্রমুখীভাবদশায়াং পুরঃসরায়মাণো গৃহীত ইতি ভাবঃ । অভিনয়েহেপ্যত্র প্রাকরণিকে প্রতিপদম্ । অপ্রাকরণিকে তু বাক্যার্থাভিনয়েনোপাঙ্গাদিনা । ন তু সর্বথা নাভিনয় ইত্যলমবাস্তরেন । ঋবশব্দচ ভাবীর্ষ্যাবকাশপ্রদান জীবিতম্ ।

রক্তো লোহিতঃ । অহমপি রক্তঃ প্রবুদ্ধানুরাগঃ । তত্র চ প্রবোধকো বিভাবস্তদীয়পল্লবরাগ ইতি মন্তব্যম্ । এবং প্রতিপাদমাত্তোহর্থো বিভাবত্বেন ব্যাখ্যেয়ঃ । অতএব হেতুশ্লেষোহয়ম্ । সহোক্ত্যুপমাহেতুলঙ্কারাণাং হি ভূয়সা শ্লেষানুগ্রাহকত্বম্ । অনেনৈবাভিপ্রায়েণ ভামহো গুরুপয়ং-‘তৎসহোক্ত্যুপমাহেতু-নির্দেশোক্ত্রিবিধম্’ ইত্যুক্ত্যা ন ত্য়ালঙ্কারানুগ্রহনিরাচিকীর্ষ্যা । রসবিশেষমিতি বিপ্রলম্বম্ । সশোকশব্দেন ব্যতিরেকমানয়তা শোকসহভূতানাং নির্বেদ-

অত্র হি সাম্যপ্রপঞ্চপ্রতিপাদনং বিনৈব ব্যতিরেকো দর্শিতঃ। নাত্র গ্লেষমাত্রাচ্চারুত্বপ্রতীতিরন্তীতি গ্লেষশ্চব্যতিরেকোদ্ধেবৈব বিবক্ষিতত্বাৎ ন স্বতোহলঙ্কারতেত্যপি ন বাচ্যম্। যত এবংবিধে বিষয়ে সাম্যমাত্রাদপি সুপ্রতিপাদিতাচ্চারুত্বং দৃশ্যত এব। যথা—

আক্রন্দাঃ স্তনিতৈর্বিলোচনজলাশ্রাস্তধারামুভি

স্তদ্বিচ্ছেদভুবশ্চ শোকশিখিনস্তল্যাস্তড়িদিব্রমৈঃ।

অন্তর্মে দয়িতামুখং তব শশী বৃন্তিঃ সন্মৈবাবয়ো-

স্তৎ কিং মামনিশং সখে জলধর ত্বং দন্ধুমেবোত্ততঃ ॥

ইত্যাদৌ। রসনির্বহণৈকতানহ্রদয়ো যং চ নাত্যস্তং নির্বো-
ঢ়ুমিচ্ছতি। যথা—

চিন্তাদীনং ব্যতিচারিণাং বিপ্রলভ্যপরিপোষকানামবকাশো দত্তঃ। কিং তর্হীতি। সঙ্করালঙ্কার এক এবায়ম্; তত্র কিং ত্যক্তং কিং বা গৃহীতমিতি পরস্মাভিপ্রায়ঃ। তস্মেতি সঙ্করস্ম। একত্র হি বিষয়েলঙ্কারদ্বয়প্রতিভোল্লাসঃ সঙ্করঃ। সহরিশদ একো বিষয়ঃ। সঃ হরিঃ, যদি বা সহ হরিভিঃ সহরিরিতি। অত্র হীতি। হিশবস্ত-
শব্দার্থে, ‘রক্তস্ত’ মিত্যত্রেত্যর্থঃ। অত্র ইতি রক্ত ইত্যাদিঃ। অগ্রশ্চ অশোক-
সশোকাদিঃ। নব্বেকং বাক্যাত্মকং বিষয়মাত্রিত্যেকবিষয়ত্বাদস্ম সঙ্কর ইত্যশঙ্ক্যাহ
—যদীতি। এবংবিধে বাক্যালক্ষণে বিষয়ে বিষয় ইত্যেকত্বং বিবক্ষিতং বোধ্যম্।
একবাক্যাপেক্ষয়া যত্নেকবিষয়ত্বমুচ্যতে তন্ম কচিৎ সংসৃষ্টিঃ স্মাৎ, সঙ্করেণ
ব্যাপ্তত্বাৎ। ননুপমাগর্ভো ব্যতিরেকঃ; উপমা চ গ্লেষমুখেনৈবান্নাত্যেতি গ্লেষোৎত্র
ব্যতিরেকস্যানুগ্রাহক ইতি সঙ্করস্যৈবৈষ বিষয়ঃ। যত্র ত্বনুগ্রাহানুগ্রাহকভাবো
নাস্তি তত্রৈকবাক্যগামিত্বেইপি সংসৃষ্টিরেব; তদেতদাহ—গ্লেষেতি। গ্লেষবলানী-
তোপমামুখেনেত্যর্থঃ। এতৎ পরিহরতি—নেতি। অয়ং ভাবঃ—কিং সর্বত্রোপ-
মায়াঃ স্বশব্দেনাভিধানে বতিরেকো ভবত্বাত্ গম্যমানত্বে। তত্রাত্মং পক্ষং দৃশয়তি
—প্রকারান্তরেণেতি। উপমাভিধানেন বিনাপীত্যর্থঃ।

শম্যা শময়িত্বং শক্যেত্যর্থঃ। দীপবর্জিত্বং বায়ুমাংগেণ শময়িত্বং শক্যতে।
তম এব কঙ্কলং তেন। ন নো রহিতা অপি তু রহিতৈব। দীপবর্জিত্বং তমসাপি
যুক্তা ভবতি। অত্যন্তমপ্রকটত্বাৎ কঙ্কলে চোপরিচরেণ। পতঙ্গাদকাং। দীপ-

কোপাং কোমললোলবাহুলতিকাশেন বন্ধা দৃঢ়ং
 নীত্বা বাসনিকেতনং দয়িতয়া সাং সখীনাং পুরঃ ।
 ভূয়ো নৈবমিতি স্থলংকলগিরা সংসূচ্য ত্বুশ্চেষ্টিতং
 ধাতো হত্য়ত এব নিহুতিপরঃ প্রেয়ান্ রুদত্যা হসন্ ॥

অত্র হি রূপকমাক্ষিপ্তমনিবৃত্তং চ পরং রসপুষ্টয়ে । নির্বোঢ়-
 মিষ্টমপি যং যত্নাদঙ্গহেন প্রত্যবেক্ষতে যথা—

শ্যামাস্বকং চকিতহরিরীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
 গণ্ডচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বহুভারেষু কেশান্ ।
 উৎপশ্যামি প্রতনুশ্চ নদীবীচিশ্চ ক্রবিলাসান্
 হৈন্তেকস্বং কচিদপি ন তে ভীকু সাদৃশ্যমস্তি ॥

ইত্যাদৌ । স এবমুপনিবধ্যমানোহলঙ্কারো রসাভিব্যক্তিহেতুঃ
 কবের্ভবতি । উক্তপ্রকারাতিক্রমে তু নিয়মেনৈব রসভঙ্গহেতুঃ
 সম্পদ্যতে । লক্ষ্যং চ তথাবিধং মহাকবিপ্রবন্ধেষপি দৃশ্যতে বহুশঃ ।
 তত্ত্ব সূক্তিসহস্রছোতিতাত্মনাং মহাত্মনাং দোষোদ্‌ঘোষণমাত্মন এব

বর্জি: পুনঃ শলভাঙ্গংসতে নোংপততে । সাম্যোতি । সাম্যস্তোপমায়াঃ প্রপঞ্চে প্রবন্ধেন
 যৎ প্রতিপাদনং স্বশব্দেন তেন বিনাপীতার্থঃ । এতদ্বক্তং ভবতি—প্রতীয়মানৈ-
 বোপমা ব্যতিরেকস্তানুগ্রাহিণী ভবন্তী নাভিধানং স্বকর্ণেনাপেক্ষতে । তস্মান্ন
 শ্লেষোপমা ব্যতিরেকস্তানুগ্রাহিত্বেনোপাত্তা । নতু যত্নগত্বা নৈবং, তথাপীহ
 তৎপ্রাবণ্যেনৈব সোপাত্তা ; তদপ্রাবণ্যে স্বয়ং চারুত্বহেতুত্বাভাবাদিতি শ্লেষোপ-
 মাত্র পৃথগলঙ্কারভাবমেন ন ভজতে । তদাহ—নাত্রেতি । এতদসিদ্ধং স্বসংবেদন
 বাধিতত্বাদিতি হৃদয়ে গৃহীত্বা স্বসংবেদনমপকুবানং পরং শ্লেষণ বিনোপমামাত্রোণ
 চারুত্বসম্পন্নমুদাহরণান্তরং দর্শয়ম্মিকুন্তরীকরোতি—যত ইত্যাদিনা । উদাহরণ-
 শ্লোকে তৃতীয়ান্তপদেষু তুল্যশব্দোৎতিসম্বন্ধনীয়ঃ । অত্বে সর্বং ‘ব্রজব্রজ’ ইতি-
 বদ্ব্যোজ্যাম্ ।

এবং গ্রহণভাগো সমর্থ্য ‘নাভিনির্বহণৈষিত’ ইতি ভাগং ব্যাচষ্টে—রসেতি ।
 চকারঃ সমীক্ষাপ্রকারসমুচ্চয়ার্থঃ । বাহুলতিকায়াঃ বন্ধনীয়পাশধেন রূপণং যদি
 নির্বাহয়েৎ, দয়িতা ব্যাধবধুঃ বাসগৃহং কারাগারপঞ্জরাদিতি পরমনোচিত্যং স্তাৎ ।

দূষণং ভবতীতি ন বিভজ্য দর্শিতম্ । কিন্তু রূপকাদেরলঙ্কারবর্গস্ত যেষাং
ব্যঞ্জকত্বে রসাদিবিষয়ে লক্ষণদিগ্‌দর্শিতা তামনুসরন্ স্বয়ং চাতুল্লক্ষণ-
মুৎপ্রেক্ষমাণো যত্নলক্ষ্যক্রমপ্রতিভমনস্তরোক্তমেনং ধ্বনেরাশ্রয়ানমূপ-
নিবদ্ধাতি শ্লুকবিঃ সমাহিতচেতাস্তদা তস্মাত্মলাভো ভবতি মহীয়ানিতি ।

ক্রমেণ প্রতিভাত্যাশ্রয়োহস্তানুশ্রয়ানসন্নিভঃ ।

শব্দার্থশক্তিমূলত্বাৎ সোহপি দ্বেধা ব্যবস্থিতঃ ॥ ২০ ॥

অস্ত্য বিবক্ষিতাত্মপরবাচ্যস্ত্য ধ্বনেঃ সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গাত্মাদনুরণণ-
প্রথ্যো য আত্মা সোহপি শব্দশক্তিমূলোহর্থশক্তিমূলশ্চেতি দ্বিপ্রকার :

সখীনাং পুর ইতি । ভবত্যোইনবরতং ক্রবতে নায়মেবং করোতীতি তৎপশু-
দানীমিতি ভাবঃ । শ্বলন্তী কোপাবেশেন কলা মধুরা চ গীর্ঘাঃ সা । কাসৌ
গীরিত্যাহ — ভূয়ো নৈবমিত্যেবংরূপা । এবমিতি যদ্বক্তঃ তৎ কিমিত্যাহ — হৃৎচেষ্টিতং
নখপদাদি সংসৃচ্য অজুল্যাदिनिर्দেপেন । ইত্যত এবেতি । ন তু সখ্যাদিকৃতোহনু-
নয়োহনুরূপ্যতে । যতোহসৌ ইসনং নিমিত্তীকৃত্য নিহুতিপরঃ প্রিয়তমশ্চ তদীয়ং
ব্যলীকং কা সোঢ়ুং সমর্থ্যেতি ।

নির্বোদ্ধুমিতি । নিঃশেষেণ পরিসমাপয়িতুমিত্যর্থঃ । আত্মাত্ম স্বগন্ধিপ্রিয়সু-
লতাস্থ পাণ্ডুরা তনিয়া কটকিত্বেন চ যোগাৎ । শশিনীতি পাণ্ডুরত্বাৎ ।
উৎপশ্চানীতি যত্নেনোৎপ্রেক্ষে । জীবিতসঙ্কারগায়িত্যর্থঃ । হন্তেতি কষ্টম, একস্ত
সাদৃশ্যভাবে হি দোলায়মানোহহং সর্বত্র স্থিতো ন কুত্রচিদেকস্ত ধৃতিং লভ ইতি
ভাবঃ । ভীৰ্বিতি — যো হি কাতরহৃদয়ো ভবতি নাসৌ সর্বস্বমেকস্থং ধারয়তীত্যর্থঃ ।
অত্র হ্যৎপ্রেক্ষায়াস্তদভাবাধারোপরূপায়া অনুপ্রাণকং সাদৃশ্যং যথোপক্রান্তং, তথা
নির্বাহিতমিতি বিপ্রলম্বরসপোষকমেব জাতম্ । তত্ত্ব লক্ষ্যং ন দর্শিতমিতি সঘঙ্কঃ ।
প্রত্যুদাহরণে হৃদর্শিতেহপ্যুদাহরণানুশীলনদিশা কৃতকৃত্যতেতি দর্শয়তি — কিং দ্বিতি ।
অন্তুল্লক্ষণমিতি । পরীক্ষাপ্রকারমিত্যর্থঃ । তত্ত্বথাবসরে ত্যক্তস্যাপি পুনঃপ্রহণমিত্যাদি
যথা মমৈব —

শীতাংশোরমৃতচ্ছটা যদি করাঃ কস্মান্মনো মে ভূষণ

সংপ্লুযন্ত্যথ কালকূটপটলীসংবাসসন্দূষিতাঃ ।

কিং প্রাণাম হরন্ত্যত প্রিয়তমাসঞ্জলমজ্ঞানকরৈ

রক্ষ্যন্তে কিমু মোহমেমি ইহহা নো বেদ্বি কেয়ং গতিঃ ॥

ননু শব্দশক্ত্যা যত্রার্থান্তরং প্রকাশতে স যদি ধ্বনেঃ প্রকার উচ্যতে
তদিদানীং শ্লেষস্ত বিষয় এবাপহৃতঃ স্মাৎ, নাপহৃত ইত্যাং —

আক্ষিপ্ত এবালঙ্কারঃ শব্দশক্ত্যা প্রকাশতে ।

যস্মিন্ননুক্রঃ শব্দেন শব্দশক্ত্যুদ্ভবো হি সঃ ॥ ২১ ॥

যস্মাদলঙ্কারো ন বস্তুমাত্রং যস্মিন্ কাব্যে শব্দশক্ত্যা প্রকাশতে স
শব্দশক্ত্যুদ্ভবো ধ্বনিরিত্যশ্রীকং বিবক্ষিতম্ । বস্তুদ্বয়ে চ শব্দশক্ত্যা
প্রকাশমানে শ্লেষঃ । যথা —

যেন ধ্বন্তমনোভবেন বলিজিংকায়ঃ পুরাস্ত্রীকৃতো

যশ্চোদ্ধতভুজঙ্গহারবলয়ো গঙ্গাং চ যোহধারয়ৎ ।

যস্মাত্তঃ শশিমচ্ছিরো হর ইতি স্তৃত্যং চ নামামরাঃ

পায়াং স স্বয়মঙ্ককক্ষয়করস্তাং সর্বদোমাধবঃ ॥

নব্বহঙ্কারান্তরপ্রতিভায়ামপি শ্লেষব্যপদেশো ভবতীতি দর্শিতং
ভট্টোদ্ভটেন, তৎ পুনরপি শব্দশক্তিমূলো বিনির্নিবকাশ ইত্যশঙ্ক্যেদ-
মুক্তং ‘আক্ষিপ্তঃ’ ইতি । তদয়মর্থঃ — যত্র শব্দশক্ত্যা সাক্ষাদলঙ্কারান্তরং
বাচ্যং সৎ প্রতিভাসতে স সর্বঃ শ্লেষবিষয়ঃ । যত্র তু শব্দশক্ত্যা সামর্থ্যা-

ইত্যত্র হি রূপকসন্দেহনির্দর্শনান্ত্যাক্তা পুনরুপাত্তা রসপরিপোষায়েতলম্ ॥ ১৮,
১৯ ॥

এবং বিবক্ষিতাশ্রয়পরবাচ্যধ্বনেঃ প্রথমং ভেদমলক্ষ্যক্রমং বিচার্য্য দ্বিতীয়ং ভেদং
বিভক্ত্যুহ — ক্রমেণেত্যাদি । প্রথমপাদোহনুবাদভাগো হেতুত্বেনোপাত্তঃ । ঘটায়
অনুরণনমভিব্যক্তজ্ঞাপেক্ষয়া ক্রমেণৈব ভাতি । সোহপীতি । ন কেবলং মূলতো
ধ্বনিস্ববিধঃ । নাপি কেবলং বিবক্ষিতাশ্রয়পরবাচ্যো দ্বিবিধঃ । অয়মপি দ্বিবিধ
এবেত্যপিশদার্থঃ ॥ ২০ ॥

কারিকাগতং হিশকং ব্যাচষ্টে — যস্মাদিতি । অলঙ্কারশব্দস্য ব্যবচ্ছেদং দর্শয়তি
ন বস্তুমাত্রমিতি । বস্তুদ্বয়ে চেতি । চশব্দস্তশব্দার্থে । যেনেতি । যেন ধ্বন্তং
বালকীড়ায়ামানঃ শকটম্ । অভবেনাজেন সতা । বলিনো দানবাত্মো জয়তি
তাদৃগ্যেন কায়ো বপুঃ পুরামৃতহরণকালে স্ত্রীং প্রাপিতঃ । যশ্চোদ্ধৃতং সমদং
কালিয়াখ্যং ভুজঙ্গং হতবান্ । রবে শব্দে লয়ো যন্ত । ‘অকারো বিষ্ণুঃ’ ইত্যাক্তেঃ ।

ক্ষিপ্তং বাচ্যব্যতিরিক্তং ব্যঙ্গ্যমেবালঙ্কারান্তরং প্রকাশতে স ধ্বনেবিশেষঃ ।
শব্দশক্ত্যা সাক্ষাদলঙ্কারান্তরপ্রতিভা যথা—

তস্তা বিনাপি হারেণ নিসগাদেব হারিণৌ ।

জনয়ামাসতুঃ কস্ত বিস্ময়ং ন পয়োধরৌ ॥

অত্র শৃঙ্গারব্যভিচারী বিস্ময়াখ্যো ভাবঃ সাক্ষাদ্বিরোধালঙ্কারশচ
প্রতিভাসত ইতি বিরোধচ্ছায়ানুগ্রাহিণঃ শ্লেষস্তায়ং বিষয়ঃ, ন ত্বনুস্বানো-
পমব্যঙ্গ্যস্ত ধ্বনেঃ । অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্ত তু ধ্বনেবোচ্যেন শ্লেষণে বিরোধে-
ন বা ব্যঞ্জিতস্ত বিষয় এব । যথা মমৈব—

শ্লাঘ্যশেষতনুং সুদর্শনকরঃ সর্বাঙ্গলীলাজিত-

ত্রৈলোক্যাং চরণারবিন্দললিতেনাক্রান্তলোকো হরিঃ ।

বিভ্রাণাং মুখমিন্দুরূপমখিলং চন্দ্রাঅচক্ষুর্দধৎ

স্থানে যাং স্বতনোরপশুদধিকাং সা রুঞ্জিণী বোহবতাং ॥

অত্র বাচ্যতয়েব ব্যতিরেকচ্ছায়ানুগ্রাহী শ্লেষঃ প্রতীয়তে ।

যশাগং গোবর্দ্ধনপর্বতং গাং চ ভূমিং পাতালগতামধারয়ং । যস্ত চ নাম স্তত্যুযুধয়
আহঃ কিং তৎ ? শশিনং মথনাভীতি কিপ, রাহুঃ, তস্ত শিরোহরৌ মূর্দ্ধাপহারক
ইতি । স ত্বাং মাধবো বিষ্ণুঃ সর্বদঃ পায়্যাং । কীদৃক ? অন্ধকনাম্নাং জনানাং যেন
ক্ষয়ো নিবাসো দ্বারকায়াং কৃতঃ । যদি বা মৌষলে ইষীকাভিস্তেবাং ক্ষয়ো
বিনাশো যেন কৃতঃ । দ্বিতীয়োৎপত্তঃ—যেন ধ্বস্তকামেন সতা বলিজিতো বিষ্ণোঃ
সম্বন্ধী কায়ঃ পুরা ত্রিপুরনির্দহনাবসরেৎজীকৃতঃ শরত্বং নীতঃ । উদ্ভৃতা ভুজঙ্গা এব
হার্য বলয়াশ্চ যস্ত, মন্দাকিনীং চ যোৎসহারয়ং, যস্ত চ ঋষয়ঃ শশিমচন্দ্রযুক্তং শির
আহঃ, হর ইতি চ যস্ত নাম স্তত্যুমাহঃ, স ভগবান্ স্বয়মেবালঙ্কারান্তরস্ত বিনাশকারী
ত্বাং সর্বদা সর্বকালমুমায়া ধবো বল্লভঃ পায়াদিতি । অত্র বল্লভমাত্রং দ্বিতীয়ং প্রতীতং
নালঙ্কার ইতি শ্লেষস্তেব বিষয়ঃ । আক্ষিপ্তশব্দস্ত কারিকাগতস্ত ব্যবচ্ছেদং দর্শয়িতুং
চোদেনোপক্রমতে—নয়লঙ্কারেত্যাদিনা ।

তস্তা বিনাপীতি । অপিশব্দোৎপত্তং বিরোধমাচক্ষণোৎপত্ত্যভিধাশক্তিং
নিষচ্ছতি হরতো হৃদয়মবশমিতি হারিণৌ । হারো বিচ্যতে যয়োন্তৌ হারিণাবিতি ।

যথা চ —

ভ্রমিমরতিমলসহৃদয়তাং প্রলয়ং মূর্ছাং তমঃ শরীরসাদম্ ।
মরণং চ জলদভুজগজং প্রসহ্যং কুরুতে বিষং বিয়োগিনীনাং ॥

যথা বা —

চমহিঅমাণসকঞ্চণপঙ্কঅগিম্মহিঅপরিমলা জস্স ।
অখণ্ডিঅদাণপসারা বাহ্পপ্পলিহা বিবঅ গইন্দা ॥
(খণ্ডিতমানসকাঞ্চনপঙ্কজনির্ম্মিতপরিমলা যস্য ।
অখণ্ডিতদানপ্রসরা বাহ্পপরিষা ইব গজেন্দ্রাঃ ॥ ইতি ছায়া)

অত্র রূপকচ্ছায়ানুগ্রাহী শ্লেষো বাচ্যতয়ৈবাবভাসতে ।

স চাক্ষিপ্তোহলঙ্কারো যত্র পুনঃ শব্দান্তরেণাভিহিতস্বরূপস্তত্র ন
শব্দশব্দ্যন্তবানুরণনরূপব্যঙ্গ্যধ্বনিব্যবহারঃ । তত্র বক্রোক্ত্যাদিবাচ্যা-
লঙ্কারব্যবহার এব ।

অতএব বিষয়শব্দোৎস্রোবার্থস্থোপোলকঃ । অপিশব্দাভাবে তু ন তত এবার্থদ্বয়-
স্যাভিধা স্যাৎ, স্বসৌন্দর্যাদেব স্তনয়োবিষয়হেতুহোপপত্তেঃ । বিষয়াখ্যো ভাব
ইতি দৃষ্টান্তাভিপ্রায়েণোপাত্তম্ । যথা বিষয়ঃ শব্দেন প্রতিভাতি বিষয় ইত্যনেন
তথা বিরোধোহপি প্রতিভাত্যপীত্যনেন শব্দেন । ননু কিং সর্বথাত্র ধ্বনিরাস্তীত্য-
শঙ্কাৎ — অলঙ্কাতি । বিরোধেন বেতি । বাগ্রহণেন শ্লেষবিরোধসঙ্করালঙ্কা-
রোৎস্রমিতি দর্শয়তি, অনুগ্রহযোগাদেকতরত্যাগগ্রহণনিমিত্তাভাবো হি বা শব্দেন
সূচ্যতে । সূদর্শনং চক্রং করে যস্য । ব্যতিরেকপক্ষে সূদর্শনো শ্লাঘ্যো করাবেব
যস্য । চরণারবিন্দস্য ললিতং ত্রিভুবনাক্রমণকীড়নম্ । চন্দ্র রূপং চক্ষুর্ধারয়ন ।
বাচ্যতয়ৈবেতি । স্বতনোরধিকামিতি শব্দেন ব্যতিরেকস্বাক্তহাৎ । ভুজগশব্দার্থ-
পর্যালোচনাবলাদেব বিষয়শব্দো জলমভিধায়্যপি ন বিরম্ভমুৎসহতে, অপি তু দ্বিতীয়-
মর্থং হালাহললক্ষণমাহ । তদভিধানেন বিনাভিধায়া এবাসমাপ্তহাৎ । ভ্রমিপ্রভৃতীনাং
তু মরণান্তানাং সাধারণ এবার্থঃ । নিরাশীকৃতত্বেন খণ্ডিতানি যানি মানসানি শব্দ-
হৃদয়ানি তাত্ত্বেব কাঞ্চনপঙ্কজানি । সমারম্ভাৎ তৈর্হেতুভূতৈঃ । গিম্মহি অপরিমলা
ইতি । প্রসৃতপ্রতাপসারা অখণ্ডিতবিতরণপ্রসরা বাহ্পপরিষা এব যস্য গজেন্দ্রা ইতি ।

যথা —

দৃষ্ট্য কেশব গোপরাগহৃতয়া কিঞ্চিদৃষ্টং ময়া
তেনৈব স্থলিতাশ্চি নাথ পতিতাং কিং নাম নালম্বসে ।
একজং বিষমেষু থিন্নমনসাং সর্বাৱলানাং গতি-
গৌপৈৱ্যং গদিতঃ সলেশমৱতাদ্ গোষ্ঠে হরিৱর্ষচিরম্ ॥

এৱঞ্জাতীয়কঃ সর্ৱ এব ভৱতু কামং ৱাচ্যশ্লেষস্ত বিষয়ঃ । যত্র তু
সামর্থ্যাঙ্কিপ্তং সদলঙ্কারান্তরং শব্দশক্ত্যা প্রকাশতে স সর্ৱ এব
ধ্বনেৱিষয়ঃ । যথা —

‘অত্রান্তরে কুসুমসময়যুগমুপসংহরন্নজ্জ্বলিত গ্রীৱাভিধানঃ
ফুল্লমল্লিকাধৱলাটুহাসো মহাকালঃ ।’

গজেন্দ্রশব্দৱশাচ্চমহিঅশব্দঃ পরিমলশব্দো দানশব্দশ্চ ত্রোটনসৌৱভমদলক্ষণানর্থান্
প্রতিপাতাপি ন পরিসমাপ্তাভিধাৱ্যাপরা ভৱন্তীত্যুক্তরূপং দ্বিতীয়মপর্য্যর্থমভিদধতেৱ ।

এৱমাঙ্কিপ্তশব্দস্ত ৱ্যৱচ্ছেদং প্রদর্শৈৱকারণস্ত ৱ্যৱচ্ছেদং দর্শয়িতুমাহ — স চেতি ।
উভয়ার্থপ্রতিপাদনশব্দশব্দপ্রয়োগে, যত্র তাৱদেকতরৱিষয়নিয়মনকারণমভিধাৱ্য
নাস্তি, যথা — ‘যেন ধ্বন্তমনোভৱেন’ ইতি ।

যত্র ৱা প্রতু্যত দ্বিতীয়াভিধাৱ্যাপারসম্ভাৱাদেকং প্রমাণমস্তু, যথা — ‘তন্তা
ৱিনা’ ইত্যাৱ্দৌ, তত্র তাৱং সর্ৱথা ‘চমহিঅ’ ইত্যন্তে । াংইর্থোইভিধেয় এবেতি
ক্ষুটমদঃ । যত্রাপ্যভিধাৱ্য একত্র নিয়মহেতুঃ প্রকরণাদিৱিঘতে তেন দ্বিতীয়স্মিন্নর্থে
নাভিধা সংক্রামতি । তত্র দ্বিতীয়োইর্থোইসাৱাঙ্কিপ্ত ইত্যুচ্যতে ; তত্রাপি যদি
পুনস্তাদৃক্ শব্দো ৱিঘতে যেনাসৌ নিয়ামকঃ প্রকরণাদিরপহতশক্তিকঃ সম্পাৱতে
অতএৱ সাভিধাশক্তিৱাধিতাপি সতী প্রতিপ্রস্তুতেৱ তত্রাপি ন ধ্বনেৱিষয় ইতি
তাংপর্য্যম্ । চশব্দোইপিশব্দার্থে ভিন্নক্রমঃ আঙ্কিপ্তোইপ্যাঙ্কিপ্ততয়া ঝটিতি সম্ভাৱয়ি-
তুমারব্দোইপীত্যর্থঃ । ন হসাৱাঙ্কিপ্তঃ, কিন্তু শব্দান্তরেণাগ্রোনাভিধাৱ্যঃ প্রতিপ্রসৱ-
নাদভিহিতস্বরূপঃ সম্পন্নঃ । পুনগ্রহণেন প্রতিপ্রসৱং ৱ্যাখ্যাভং সূচয়তি । তেনৈৱ-
কারণ আঙ্কিপ্তাভাসং নিরাকরোতীত্যর্থঃ ।

হে কেশৱ, গোপুলিহৃতয়া দৃষ্ট্যা ন কিঞ্চিদৃষ্টং ময়া তেন কারণেন স্থলিতাশ্চি
মার্গে । তাং পতিতাং সতীং মাং কিং নাম কঃ খলু হেতুৱ্যমালম্বসে হস্তেন ।

যথা চ —

উন্নতঃ শ্রোল্লসদ্ধারঃ কালান্তরমলীমসঃ ।

পয়োধরভরন্তস্থ্যাঃ কং ন চক্রেহভিলাষিণম্ ॥

যথা বা —

দন্তানন্দাঃ প্রজানাং সমুচিতসময়াকৃষ্টশৃষ্টেঃ পয়োভিঃ

পূর্বাঙ্গে বিপ্রকীর্ণা দিশি দিশি বিরমত্যহি সংহারভাজঃ ।

দীপ্তাংশোদীর্ঘদুঃখপ্রভবভবভয়োদম্বদুত্তারনাবো

গাবো বঃ পাবনানাং পরমপরিমিতাং শ্রীতিমুৎপাদয়ন্ত ॥

এষূদাহরণেষু শব্দশক্ত্যা প্রকাশমানে সত্যপ্রাকরণিকেহর্থান্তরে
বাক্যাস্ত্রাসম্বন্ধার্থাভিধায়িত্বং মা প্রসাজ্ঞীদিত্যপ্রাকরণিকপ্রাকরণি-
কার্থয়োরূপমানোপমেয়ভাবঃ কল্পয়িতব্যঃ সামর্থ্যাদিত্যর্থাক্ষিপ্তোহয়ং

যতস্বমেবৈকোহতিশয়েন বলবান্নিম্নোন্নতেষু সর্বেষামবলানাং বালবৃদ্ধাদ্ভিনাদীনাং
খিন্নমনসাং গন্তমশ্রুতবতাং গতিরালম্বনাভ্যুপায় ইত্যেবংবিধেহর্থং যদপ্যেতে
প্রকরণেন নিয়ন্ত্রিতাভিধাশক্তয়ঃ শব্দান্তথাপি দ্বিতীয়েহর্থং বাখ্যাস্ত্রমানেহভিধা-
শক্তির্নিরুদ্ধা সতী সলেশমিত্যেনেন প্রত্যুজ্জীবিতা । অত্র সলেশং ‘সমুচনমিত্যর্থঃ,
অল্লীভবনং হি সূচনমেব । হে কেশব ! গোপস্বামিন্ ! রাগহতয়া দৃষ্টেতি । কেশব-
গেন উপরাগেণ হতয়া দৃষ্টেতি বা সম্বন্ধঃ । স্থলিতাশ্মি খণ্ডিতচরিত্রা জাতাশ্মি ।
পতিতামিতি ভর্তৃভাবং মাং প্রতি । এক ইত্যসাধারণসৌভাগ্যাশালী তমেব । যতঃ
সর্বাসামবলানাং মদনবিধুরমনসামীর্ষ্যাকালুশ্চানিরাসেন সেব্যমানঃ সন্ গতিঃ জীবিত-
রক্ষোপায় ইত্যর্থঃ । এবং শ্লেষালঙ্কারস্ত বিষয়মবস্থাপ্য ধ্বনেন্নাহ — যত্র স্থিতি । কুশুম-
সময়ান্নকং যদ্ব্যগং মাসদ্বয়ং তদ্ব্যপসংহরন্ । ধবলানি হতাত্তট্টাণ্যাপণা যেন তাদৃক
ফুল্লমল্লিকানাং হাসো বিকাসঃ সিতিমা যত্র । ফুল্লমল্লিকা এব ধবলাট্টহাসোহন্তোত্তি তু
ব্যাখ্যানে ‘জলদভৃজগজ্জম্ ইত্যেতত্তুল্যমেতৎ শ্রাৎ । মহাশ্চাসৌ দিনদৈর্ঘ্যং দ্বরতি-
বাহতায়োগাৎ কালঃ সময়ঃ । অত্র ঋতুবর্ণনপ্রস্তাবনিয়ন্ত্রিতাভিধাশক্তয়ঃ, অতএব
‘অবয়বপ্রসিদ্ধেঃ সমুদায়প্রসিদ্ধিবলীয়দী’ ইতি ত্রায়মপাকুর্বন্তো মহাকালপ্রভৃতয়ঃ শব্দা
এতগেবার্থমভিধায় কৃতকৃত্য এব । তদনন্তরমর্থাবগতিধ্বননব্যাপারাদেব শব্দশক্তি-
ম্বলাৎ ।

অত্র কেচিন্নগুণে — ‘যত এতেষাং শব্দানাং পূর্বমর্থান্তরেহভিধারন্তরং দৃষ্টং

শ্লেষো ন শব্দোপারূঢ় ইতি বিভিন্ন এব শ্লেষাদনুস্থানোপমব্যাক্যস্য ধ্বনেবিষয়ঃ । অথোহপি চালঙ্কারাঃ শব্দশক্তিমূলানুস্থানরূপব্যাক্যে ধ্বনৌ সম্ভবন্ত্যেব । তথা হি বিরোধোহপি শব্দশক্তিমূলানুস্থানরূপো দৃশ্যতে । যথা স্থানীশ্বরাখ্যজনপদবর্ণনে ভট্টবাণশ্চ —

‘যত্র চ মাতঙ্গগামিণ্যঃ শীলবত্যশ্চ গৌর্যো বিভবরতাশ্চ শ্যামাঃ পদ্মরাগিণ্যশ্চ ধবলদ্বিজশ্চিবাধনা মদিরামোদিশ্বসনাশ্চ প্রমদাঃ’ ।

অত্র হি বাচ্যো বিরোধস্তচ্ছায়াবুগ্রাহী বা শ্লেষোহয়মিতি ন শক্যং বক্তুং । সাক্ষাচ্ছব্দেন বিরোধালঙ্কারস্তাপ্রকাশিতত্বাৎ । যত্র হি সাক্ষাচ্ছব্দবেদিতো বিরোধালঙ্কারস্তত্র হি শ্লিষ্টোক্তৌ বাচ্যালঙ্কারস্ত বিরোধস্ত শ্লেষস্ত বা বিষয়ত্বম্ । যথা তত্রৈব —

‘সমবায় ইব বিরোধিনাং পদার্থানাম্’ । তথা হি — ‘সন্নিহিত-
বালান্ধকারাপি ভাষ্যমুক্তিঃ’ ইত্যাদৌ ।

তত্তত্থাবিধেইর্থান্তরে দৃষ্টতদভিধাশক্তেরেব প্রতিপত্ত্বুর্নিয়ন্ত্রিতাভিধাশক্তিকেভ্য এতেভ্যঃ প্রতিপত্ত্বিধ্বননব্যাপারাদেবেতি শব্দশক্তিমূলত্বং ব্যাক্যত্বং চেত্যবিরুদ্ধমিতি’ ।

অথো তু — ‘সাবিধৈব দ্বিতীয়া অর্থসামর্থ্যাং গ্রীষ্মস্ত ভীষণদেবতাবিশেষসাদৃশ্যল্লকং সহকারিণ্যেন যতোহবলম্বতে ততো ধ্বননব্যাপাররূপোচ্যতে’ ইতি ।

একে তু ‘শব্দশ্লেষে তাবত্তেদে সতি শব্দস্ত, অর্থশ্লেষেহপি শক্তিভেদাচ্ছব্দভেদ ইতি দর্শনে দ্বিতীয়ঃ শব্দস্তত্রানীয়তে । স চ কদাচিদভিধাব্যাপারাত্ যথোক্তয়ো-
রুক্তরদানায় ‘স্বতো ধাবতি’ ইতি ; প্রস্তোত্তরাদৌ বা তত্র বাচ্যালঙ্কারতা । যত্র তু ধ্বননব্যাপারাদেব শব্দ আনীতঃ, তত্র শব্দান্তরবলাদপি তদর্থান্তরং প্রতিপন্নং প্রতীয়মানমূলত্বাৎ প্রতীয়মানমেব যুক্তম্’ ইতি ।

ইতরে তু — ‘দ্বিতীয়পক্ষব্যাক্যস্থানে যদর্থসামর্থ্যাং তেন দ্বিতীয়াভিধৈব প্রতি-
প্রসূয়তে, ততশ্চ দ্বিতীয়োইর্থোভিধীয়ত এব ন স্বয়ং, তদনন্তরং তু তস্য দ্বিতীয়ার্থস্ত প্রতিপন্নস্ত প্রথমার্থেন প্রাকরণিকেন সাকং যা রূপণা সা তাবজ্ঞাতোব, ন চান্ততঃ শব্দাদিতি সা ধ্বননব্যাপারাত্ । তত্রাভিধাশক্তেঃ কণ্ঠাশ্চিদপ্যনাশঙ্কনীয়ত্বাৎ । তন্ত্যাং চ দ্বিতীয়া শব্দশক্তির্মূলম্ । তয়া বিনা রূপণায়া অহুথানাৎ । অত এবালঙ্কারধ্বনিরয়মিতি যুক্তম্ । বক্ষ্যতে চ অসম্বন্ধার্থাভিধায়িত্বং মা প্রশাজ্জীৎ’

যথা বা মমৈব —

সর্বৈকশরণমক্ষয়মধীশমীশং ধিয়াং হরিং কৃষ্ণম্ ।

চতুরাত্মানং নিষ্ক্রিয়মরিমথনম্ নমত চক্রধরম্ ॥

অত্র হি শব্দশক্তিগুণানুস্থানরূপো বিরোধঃ স্ফুটমেব প্রতীয়তে ।
এবংবিধো ব্যতিরেকোহপি দৃশ্যতে । যথা মমৈব —

খং যেহত্যাঙ্কলয়ন্তি লূনতমসো যে বা নখোদ্ভাসিনো

যে পুষ্পন্তি সরোরুহাশ্রয়মপি ক্ষিপ্তাজ্জভাসশ্চ যে ।

যে মূৰ্দ্ধাশ্ববভাসিনঃ ক্ষিতিভূতাং যে চামরাণাং শিরাং-

স্ত্রাক্রামন্ত্যভয়েহপি তে দিনপতেঃ পাদাঃ শ্রিয়ে সন্ত বঃ ॥

এবমগ্ৰেহপি শব্দশক্তিগুণানুস্থানরূপব্যঙ্গ্যধ্বনিপ্রকারাঃ সন্তি তে
সহৃদয়েঃ স্বয়মনুসর্তব্যঃ । ইহ তু গ্রন্থবিস্তারভয়ায় তৎপ্রপঞ্চঃ কৃতঃ ।

অর্থশব্দ্যন্তবস্তুত্বো যত্রার্থঃ স প্রকাশতে ।

যস্তাৎপর্যেণ বস্তুগ্ৰন্থদ্ব্যনন্ত্যুক্তিং বিনা স্বতঃ ॥ ২২ ॥

যত্রার্থঃ স্বসামর্থ্যাদর্থান্তরমভিব্যনক্তি শব্দব্যাপারং বিনৈব সৌহর্থ-
শব্দ্যন্তবো নামানুস্থানোপমব্যঙ্গ্যো ধ্বনিঃ ।

ইত্যাদি । পূর্বত্র তু সলেশপদেনৈবাসম্বন্ধতা নিরাকৃতা । ‘যেন ধ্বন্ত’ ইত্যত্রাসম্বন্ধতা
নৈব ভাতি । ‘তস্তা বিনাপি’ ইত্যত্রাপিশব্দেন ‘প্লাঘা’ ইত্যত্রাধিকশব্দেন ‘ভ্রমিম’
ইত্যাদৌ চ রূপকেষাসম্বন্ধতা নিরাকৃতেতি তাৎপর্যম্ । পয়োভিরিতি পানীয়ৈঃ
ক্ষীরৈশ্চ । সংহারো ধ্বংসঃ একত্র ঢৌকনং চ । গাবো রণয়ঃ স্বরভয়শ্চ ।

অসম্বন্ধার্থাভিধায়িত্বমিতি । অসংবেগমানমেবেত্যর্থঃ । উপমানোপমেয়ভাব
ইতি । তেনোপমারূপেণ ব্যতিরেকনিহুবাদয়ো ব্যাপারমাত্ররূপা এবাত্রাস্বাদ-
প্রতীতেঃ প্রধানং বিশ্রান্তিস্থানং, ন তূপমেয়াদীতি সর্বত্রালঙ্কারধ্বনৌ মন্তব্যম্ ।
সামর্থ্যাদিতি । ধ্বননব্যাপারাদিত্যর্থঃ ।

মাতঙ্গৈতি । মাতঙ্গবদ্ গচ্ছন্তি তান্ শব্দরাংশ্চ গচ্ছন্তীতি বিরোধঃ । বিভবেষু
রতাঃ বিগতমহাদেবে স্থানে চ রতাঃ । পদ্মরাগরত্নযুক্তাঃ পদ্মসদৃশলৌহিত্যযুক্তাশ্চ ।
ধবলৈর্দ্বিজৈর্দেভিঃ শুচি নির্মলং বদনং যাসাং ধবলবিজবদ্বৎকৃষ্টিবিপ্রবচ্ছুচি বদনং
চ যাসাম্ । যত্র হীতি । যস্তাং শ্লেষোক্তৌ কাব্যরূপায়াং, তত্র যো বিরোধঃ শ্লেষো

যথা —

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী ।

লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী ॥

অত্র হি লীলাকমলপত্রগণনমুপসর্জনীকৃতস্বরূপং শব্দব্যাপারং
বিনৈবার্থান্তরং ব্যাভিচারিভাবলক্ষণং প্রকাশয়তি । ন চায়মলক্ষ্যক্রম-
ব্যঙ্গ্যস্বৈব ধ্বনের্বিসয়ঃ । যতো যত্র সাক্ষাচ্ছব্দনিবেদিতেভ্যো বিভাবানু-
ভাবব্যাভিচারিভাৱসাদীনং প্রতীতিঃ, স তস্য কেবলস্ত্র মার্গঃ । যথা
কুমারসম্ভবে মধুপ্রসঙ্গে বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্ত্যা দেব্যা আগমনাদি-
বর্ণনং মনোভবশরসস্ফানপৰ্য্যন্তং শস্তোশ্চ পরিবৃত্তধৈর্য্যস্ত্র চেষ্টাবিশেষ-
বর্ণনাদি সাক্ষাচ্ছব্দনিবেদিতম্ । ইহ তু সামর্থ্যাঙ্ক্ষিপ্তব্যাভিচারিমুখেন
রসপ্রতীতিঃ । তস্মাদয়মন্তো ধ্বনেঃ প্রকারঃ ।

বেতি সঙ্করঃ তস্য বিষয়ত্বম্ । স বিষয়ো ভবতীত্যর্থঃ । কস্য ? বাচ্যালঙ্কারস্ত
বাচ্যালঙ্কতে: বাচ্যালঙ্কতিত্বস্বত্বার্থঃ । তত্রৈব বিরোধে স্ত্রেষে বা বাচ্যালঙ্কারত্বং
স্ববচমিতি যাবৎ । বালেষু কেশেধ্বঙ্ককারঃ কার্ষ্যং, বালঃ প্রত্যগ্রশাস্ত্রকারস্তম্ ।

নহু মাতঙ্গৈতাদাবপি ধর্ম্মধ্বয়ে যশ্চকারঃ স বিরোধগোতক এব । অত্থা
প্রতিধর্ম্মসর্বধর্ম্মান্তে বা ন কচিৎ চকারঃ স্তাৎ যদি সমুচ্চয়ার্থঃ স্তাদিত্যভিপ্রায়েণো-
দাহরণান্তরমাহ — যথেনিতি । শরণং গৃহমক্ষয়রূপমগৃহং কথম্ । যো ন ধীশঃ স কথং
ধিয়ামীশঃ । যো হরিঃ কপিলঃ স কথং কৃষ্ণঃ । চতুরঃ পরাক্রময়ুক্তো যশ্চাস্ত্রা
স কথং নিজিষ্ণুঃ । অরীণামরযুক্তানাং যো নাশয়িতা স কথং চক্রং বহুমানেন
ধারয়তি । বিরোধ ইতি । বিরোধনমিত্যর্থঃ । প্রতীয়ত ইতি । ক্ষুটং নোচ্যতে
কেনচিদিতি ভাবঃ । নৈধ্বঙ্কাস্তে যেহবশ্যং খে গগনে ন উদ্ভাসন্তে । উভয়ে
রশ্ম্যাস্ত্রানোইঙ্গুলীপাক্ষ্যাদবয়বিক্রপাশ্চৈত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

এবং শব্দশক্ত্যুদ্ভবং ধ্বনিমুক্তার্থশক্ত্যুদ্ভবং দর্শয়তি — অর্থেনিতি । অত্থ ইতি
শব্দশক্ত্যুদ্ভবং । স্বতস্তাৎপৰ্য্যেণেত্যভিধাব্যাপারনিরাকরণপরমিদং পদং ধ্বননব্য-
পারমাহ ন তু তাৎপৰ্য্যশক্তিম্ । সা হি বাচ্যার্থপ্রতীতাবেবোপক্ষীণেতু্যুক্তং প্রাক্ ।
অনেনৈবাবশয়েন বুভৌ ব্যাচষ্টে — যজার্থঃ স্বসামর্থ্যাদিতি । স্বত ইতি শব্দঃ স্বশব্দেন
ব্যাখ্যাতঃ । উক্তিং বিনেনিতি ব্যাচষ্টে — শব্দব্যাপারং বিনৈবেতি । উদাহরতি — যথা

যত্র চ শব্দব্যাপারসহায়োহর্থোহর্থান্তরশ্চ ব্যঞ্জকত্বেনোপাদীয়তে স
নাস্ত ধ্বনৈর্বিষয়ঃ । যথা —

সঙ্কেতকালমনসং বিটং ভ্রাত্বা বিদক্ষ্য ।

হসন্তেত্রাপিতাকুতং লীলাপদ্বং নিমীলিতম্ ॥

অত্র লীলাকমলনিমীলনশ্চ ব্যঞ্জকত্বমুক্ত্যেব নিবেদিতম্ ।

তথা চ —

শব্দার্থশক্ত্যা ক্ষিপ্তোহপি ব্যঙ্গ্যোহর্থঃ কবিনা পুনঃ ।

যত্রাবিক্রিয়তে শ্লোক্য সাগ্ৰৈবালঙ্কৃতিধ্বনৈঃ ॥ ২৩ ॥

শব্দশক্ত্যর্থশক্ত্যা শব্দার্থশক্ত্যা বাক্ষিপ্তোহপি ব্যঙ্গ্যোহর্থঃ কবিনা
পুনর্যত্র শ্লোক্য প্রকাশীক্রিয়তে সোহস্মাদনুস্থানোপমব্যঙ্গ্যাদ ধ্বনেরশ্চ

এবমিতি । অর্থান্তরমিতি লজ্জায়কম্ । সাংসাদিতি । ব্যভিচারিণাং যথালক্ষ্যক্রমতয়া
ব্যবধিবন্ধেব প্রতিপত্তিঃ স্ববিভাবাদিবলান্তত্র সাংসাদ্ধনিবেদিতত্বং বিবক্ষিতমিতি ন
পূৰ্বাপরবিবোধঃ । পূৰ্ণং হুক্তং ব্যভিচারিণামপি ভাবত্বান্ন স্বশব্দতঃ প্রতিপত্তিরিতাদি-
বিস্তরতঃ । এতদুক্তং ভবতি — যদপি রসভাবাদিরর্থো ধ্বন্যমান এব ভবতি ন বাচ্যঃ
কদাচিদপি, তথাপি ন সর্বোৎকলক্ষ্যক্রমশ্চ বিষয়ঃ । যত্র হি বিভাবানুভাবেভ্যঃ স্থায়িগ-
তেভ্যো ব্যভিচারিগতেভ্যশ্চ পূৰ্ণেভ্যো ঝটিতে্যেব রসবাস্তিস্তত্রোৎকলক্ষ্যক্রমঃ । যথা —

নিৰ্বাণভৃষ্টিমথাস্ত বীৰ্যং সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুগুণেন ।

অনুপ্রয়্যাতা বনদেবতাভিরদৃশত স্বাবররাজকণ্ঠা ॥

ইত্যাদৌ সম্পূর্ণালম্বনোদীপনবিভাবতাযোগ্যস্বভাববর্ণনম্ ।

প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়িপ্রিয়ত্বাস্তি লোচনস্তামুপচক্রে চ ।

সংমোহনং নাম চ পুষ্পধন্য বহুশ্চমোৎসব সমধস্ত বাণম্ ॥

ইত্যনেন বিভাবতোপযোগ উক্তঃ ।

হরস্ত কিঞ্চিৎ পরিবৃত্তধৈর্যশ্চন্দ্রোদয়্যারম্ভ ইবানুরাশিঃ ।

উমাযুখে বিষফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি ॥

অত্র হি ভগবত্যাঃ প্রথমমেব তৎপ্রবণত্বান্তস্ত চেনানীং তদনুযায়ীভূতত্বাৎ প্রণয়ি-
প্রিয়তয়া চ পক্ষপাতশ্চ স্ফুটিতশ্চ গাঢ়ীভাবাদ্রত্যাল্লনঃ স্থায়িভাবস্তোৎকলক্ষ্যাবেগ-
চাপল্যহর্ষাদেচ ব্যভিচারিণঃ সাধরগীভূতোংনুভাববর্গঃ প্রকাশিত ইতি বিভাবানু-

এবালঙ্কারঃ । অলক্ষ্যক্রমব্যাক্যস্ত বা ধ্বনেঃ সতি সম্ভবে স তাদৃগ্গো-
হলঙ্কারঃ । তত্র শব্দশক্ত্যা যথা —

বৎসে মা গা বিষাদং স্বসনমুরুজ্ববং সন্ত্যজোৰ্ধ্বপ্রবৃত্তং
কম্পঃ কা বা গুরুস্তে ভবতু বসভিদা জ্জ্বন্তিতেনাত্র যাহি ।
প্রত্যাখ্যানং সুরাণামিতি ভয়শমনচ্ছদ্যনা কায়য়িত্বা
যস্মৈ লক্ষ্মীমদাৎ স দহতু ছরিতং মন্তৃগুঢ়াং পয়োধিঃ ॥

অর্থশক্ত্যা যথা —

অস্থা শেতেহত্র বৃদ্ধা পরিণতবয়সামগ্রীরত্র তাতো
নিঃশেষাগারকর্ম্মশ্রমশিথিলতনু কুস্তদাসী তথাত্র ।

ভাবচর্চণৈব ব্যভিচারিচর্চণায়াং পর্যবস্তুতি । ব্যভিচারিণাং পারতন্ত্র্যাদেব শুক্লহৃৎ-
কল্পস্থায়িচর্চণাবিশ্রান্তেরলক্ষ্যক্রমত্বম্ । ইহ তু পদ্যদলগণনমধোমুখত্বং চান্তথাপি
কুমারীণাং সম্ভাব্যত ইতি ঝটিতি ন লজ্জায়াং বিশ্রময়তি হৃদয়ং, অপি তু প্রায়শ্চ-
তপশ্চর্বাদিবৃত্তান্তানুস্মরণেন তত্র প্রতিপত্তিং করোতীতি ক্রমব্যাক্যতৈব । রসজ্ঞত্রাপি
দূরত এব ব্যভিচারিধরুপে পর্যালোচ্যমানে ভাভীতি তদপেক্ষায়াংলক্ষ্যক্রমতৈব ।
লজ্জাপেক্ষয়া তু তত্র লক্ষ্যক্রমত্বম্ । অমুম্বেব ভাবমেবশব্দঃ কেবলশব্দশ্চ সূচয়তি ।

‘উক্তিং বিনে’তি যদ্বক্তাং তব্যবচ্ছেদ্যং দর্শয়িতুয়ুপক্রমতে — যত্র চেতি । চশদন্ত-
শব্দস্বার্থে । অস্তেতি । অলক্ষ্যক্রমস্ত তত্রাপি স্তাদেবেতি ভাবঃ । উদাহরতি —
সঙ্কেতেতি । ব্যঞ্জকত্বমিতি প্রদোষসময়ং প্রতীতি শেষঃ । উক্ত্যেবেতি । আগ্রপাদ-
ত্রয়েণেতর্থঃ । যতপি চাচ্চ শব্দান্তরসম্মিধানেইপি প্রদোষার্থং প্রতি ন কশ্চিদ্-
ভিধাশক্তিঃ পদস্তেতি ব্যঞ্জকত্বং ন বিঘটিতং, তথাপি-শব্দকেনৈবোক্তমদ্বয়মর্থোৎখাত্তরস্ত
ব্যঞ্জক ইতি । ততশ্চ ধ্বনেৰ্যদগোপ্যমানতোদিতচারুত্বাঙ্কং প্রাণিতং তদপহস্তিতম্ ।
যথা কশ্চিদাহ — ‘গন্তীরোহং ন মে কৃত্যং কোইপি বেদ ন সূচিতম্ । কিঞ্চিদ্-
বীমি’ ইতি । তেন গাভীর্ষসূচনার্থঃ প্রত্ন্যত আবিষ্কৃত এব । অত এবাহ — ব্যঞ্জকত্ব-
মিতি উক্ত্যেবেতি চ । ॥ ২২ ॥

প্রকান্তপ্রকারদ্বয়োপসংহারং তৃতীয়প্রকারসূচনং চৈকেনৈব যত্নেন করোমীত্যা-
শয়েন সাধারণমবতরণপদং প্রক্ষিপতি-বুস্তিকুং — তথা চেতি । তেন চোক্তপ্রকারদ্বয়ে-
নাম্যমপি তৃতীয়ঃ প্রকারো মন্তব্য ইত্যর্থঃ । শব্দশ্চার্থশ্চ শব্দার্থো চেত্যেকশেষঃ ।

অশ্বিন্ পাপাহমেক। কতিপয়দিবসপ্রোষিতপ্রাণনাথ।

পান্ধ্যেথং তরুণ্য। কথিতমবসরব্যাহতিব্যাজপূর্বম্ ॥

উভয়শক্ত্যা যথা — ‘দৃষ্ট্য। কেশবগোপরাগহৃতয়া’ ইত্যাদৌ ।

প্রোঢ়োক্তিমাত্রনিষ্পন্নশরীরঃ সম্ভবী স্বতঃ ।

অর্থোহপি দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো বস্তুনোহন্যস্ত দীপকঃ ॥ ২৪ ॥

অর্থশক্ত্যন্তবানুরণনরূপব্যঙ্গো ধ্বনৌ যো ব্যঞ্জকোহর্থ উক্তস্তথাপি
দ্বৌ প্রকারৌ—কবেঃ কবিনিবন্ধস্ত বা বক্তৃঃ প্রোঢ়োক্তিমাত্র
নিষ্পন্নশরীর একঃ, স্বতঃসম্ভবী চ দ্বিতীয়ঃ ।

কবিপ্রোঢ়োক্তিমাত্রনিষ্পন্নশরীরৌ যথা —

সজ্জেহি সুরহিমাশো গ দাব অগ্নেই জুঅইজ্জলকথমুহে ।

অহিণবসহআরমুহে গবপল্লবপত্তলে অগঙ্গস্ শরে ॥

সাগ্ৰেবেতি । ন ধ্বনিরসৌ, অপি তু শ্লেষাদিরলঙ্কার ইত্যর্থঃ । অথবা ধ্বনিশব্দে-
নালঙ্কারম্ তন্ত্ৰালঙ্কার্যস্তাদ্বিনঃ স ব্যঙ্গ্যোহর্থোহন্তো বাচ্যমাত্রালঙ্কারাপেক্ষয়া
দ্বিতীয়ো লোকান্তরচালঙ্কার ইত্যর্থঃ । এবমেব বৃত্তৌ দ্বিধা ব্যাখ্যাস্ততি ।
বিষমভীতি বিষাদঃ । উরুপ্রবৃত্তমগ্নিমিত্যত্র চার্থো মন্তব্যঃ । কম্পোহপ্যম্পতিঃ কো
লম্বা বা তব গুরুঃ । বলভিদা ইন্দ্রেণ জুস্তিতেন ঐশ্বর্যমদমন্তেনেত্যর্থঃ । জুস্তিতং
চ গাত্রসংমর্দনান্নকং বলং ভিনক্তি আয়াসকারিত্বাৎ । প্রত্যাখ্যানমিতি । বচসেবাত্র
দ্বিতীয়োহর্থোহভিধীয়ত ইতি নিবেদিতম্ । কারয়িত্তেতি । সা হি কমলা পুণ্ডরী-
কাক্ষমেব হৃদয়ে নিধায়োথিত্তেতি স্বয়মেব দেবান্তরাগাং প্রত্যাখ্যানং করোতি ।
স্বভাবসুকুমারতয়া তু মন্দরান্দোলিতজলধিতরঙ্গভঙ্গপর্যাবুলীকৃতাং তেন প্রতিবোধয়তা-
তৎসমর্থ্যচরণমগ্নত্ব দোষোদ্ঘাটনেন অত্র যাহীতি চাভিনয়বিশেষেণ সকলগুণাদর-
দর্শকেন কৃতম্ । অতএব মহমুচ্যামিত্যাহ । ইত্যুক্তপ্রকারেণ ভয়নিবারণব্যাজেন
স্বরাগাং প্রত্যাখ্যানং মহমুচ্যং লক্ষ্মীং কারয়িত্বা পয়োধিব্যস্তৈ তামদাংস বো যুস্মাকং
দ্রব্রিতং দহত্বিতি সম্বন্ধঃ ।

অষেতি । অত্রৈকৈকস্য পদস্য ব্যঙ্গকত্বং সহদয়েঃ শ্লুকল্যমিতি স্বকঠেন নোক্তম্ ।
ব্যাজশব্দোহত্র স্বোক্তিঃ । এবমুপসংহারব্যাজেন প্রকারদ্বয়ং সোদাহরণং নিরূপ্য
তৃতীয়ং প্রকারমাহ — উভয়েতি । শব্দশক্তিস্তাবদ্ গোপরাগাদি শব্দশ্লেষবশাৎ । অর্থ-

কবিনিবন্ধবক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিমাত্রনিষ্পন্নশরীরো যথোদাহৃতমেব — ‘শিখ-
রিণি’ ইত্যাদি। যথা বা —

সাতরবিইল্পজোব্বণহথালম্বং সমুন্নমন্তেহিম্ ।

অন্তুঠোণং বিঅ মম্মহস্ত দিল্লং তুহ মনেহিম্ ॥

স্বতঃসম্ভবী য ঔচিত্যেন বহিরপি সম্ভাব্যমানসম্ভাবো ন কেবলং
ভনিতিবশেনৈবাভিনিষ্পন্নশরীরঃ । যথোদাহৃতম্ ‘এবংবাদিনি’ ইত্যাদি ।
যথা বা —

সিহিপিঙ্ককল্পপূরা জাআ বাহস্‌স গব্বিরী ভমই ।

মুত্তাফলরই অপসাহণাণ্‌ মজ্জঝে সবত্তীণম্ ॥

অর্থশক্তেরলঙ্কারো যত্রাপ্যন্তঃ প্রতীয়তে ।

অমুস্থানোপমব্যঙ্গ্যঃ সপ্রকারোহপরো ধ্বনেঃ ॥ ২৫ ॥

ব্যাচ্যালঙ্কারব্যতিরিক্তো যত্রাত্মোহলঙ্কারোহর্থসামর্থ্যাৎ প্রতীয়মানোহ-

শক্তিস্ত প্রকরণবশাৎ । যাবদত্র রাধারমণশাখিলতরুণীজনচ্ছন্নানুমাগগরিমাংস্পদং
ন বিদিতং তাবদখ্যন্তরস্বাপ্রতীতেঃ, সলেশমিতি চাত্র স্ফোক্তিঃ ॥ ২৩ ॥

এবমর্থশক্ত্যুদ্ভবস্য সামান্যলক্ষণং কৃতম্ । স্লেষাচলঙ্কারেভ্যশ্চাস্য বিভক্তো বিষয়
উক্তঃ । অধুনাস্য প্রভেদনিরূপণং করোতি—প্রৌঢ়োক্তীত্যাদিনি । যোর্থাস্তরস্য
দীপকো ব্যঞ্জকোর্থ উক্তঃ সোহপি দ্বিবিধঃ । ন কেবলমমুস্থানোপমো দ্বিবিধঃ,
যাবত্তত্তদো যো দ্বিতীয়ঃ সোহপি ব্যঞ্জকার্থদ্বৈবিধ্যদ্বায়েণ দ্বিবিধ ইত্যপিশব্দস্বার্থঃ ।
প্রৌঢ়োক্তেরপ্যবাস্তরভেদমাহ—কবেরিতি । তেনৈভ্যে ত্রয়ো ভেদা ভবন্তি ।
প্রকর্ষণে উঃ সম্পাদয়িতব্যেন বস্তুনা প্রাপ্তস্তংকুশলঃ প্রৌঢ়ঃ । উক্তিরপি সমর্পয়িত-
ব্যবত্পর্ণোচিতা প্রৌঢ়েত্যাচ্যতে ।

সজ্জয়তি সুরভিমােসো ন তাবদর্পয়তি যুবতিজনলক্ষ্যমুখান্ ।

অভিনবসংকারমুখান্নবপল্লবপত্রলাননঙ্গস্য শরান্ ॥

অত্র বসন্তশ্চেতনোহনঙ্গস্য সখা সজ্জয়তি কেবলং ন তাবদর্পয়তীত্যেবংবিধয়া
সমর্পয়িতব্যবত্পর্ণকুশলয়োক্ত্যা সহকারোভেদিনী বসন্তদশা যত উক্তা অতো ধ্বন্ত-
মানং মন্থোন্মাখস্যারম্ভং ক্রমেন গাঢ়গাঢ়ীভবিস্তুতং ব্যনক্তি । অন্তথা বসন্তে সপল্লব-
সহকারোল্লাস ইতি বস্তুমাত্রং ন ব্যঞ্জকং স্ম্যৎ । এষা চ কবেরেবোক্তিঃ প্রৌঢ়া ।

বভাসতে সৌহর্ষশক্ত্যুদ্ভবো নামানুশ্চানরূপব্যঙ্গ্যোহন্তো ধ্বনিঃ । তস্মাৎ
প্রবিরলবিষয়ত্বমাশঙ্ক্যেদমুচ্যতে —

রূপকাদিরলঙ্কারবর্ণো যো বাচ্যতাং শ্রিতঃ ।

স সর্বো গম্যমানঃ বিভদ্ ভূম্না প্রদর্শিতঃ ॥ ২৬ ॥

অত্ৰ বাচ্যতেন প্রসিদ্ধো যো রূপকাদিরলঙ্কারঃ সৌহৃদ্যত্ৰ প্রতীয়মান-
তয়া বাহুল্যেন প্রদর্শিতস্তত্র ভবন্তি ভট্টোদ্ভটাদিভিঃ । তথা চ সসন্দেহা-

শিখরিণীতি । অত্র লোহিতং বিষফলং শুকো দশতীতি ন ব্যঞ্জকতা কাচিৎ । যদ্য-
তু কবিনিবন্ধস্য সাত্তিলাষস্য তরুণস্য বক্তুরিথং প্রোচোক্তিস্তদা ব্যঞ্জকত্বম্ ।

সাদরবিভীর্ণযৌবনহস্তালঙ্ঘ্য সমুন্নমস্ত্যাম্ ।

অভ্যুত্থানমিব মন্থতস্য দন্তং তব স্তনভাভ্যাম্ ॥

স্তনৌ তাবদিহ প্রধানভূতৌ ততোহপি গৌরবিতঃ কামস্তাভ্যামভ্যুত্থানেনোপচর্যতে ।
যৌবনং চানয়োঃ পরিচারকভাবেন স্থিতমিত্যেবং বিধেনোক্তিবৈচিত্র্যেণ ত্বদীয়স্ত-
নাবলোকনপ্রবৃত্তকমন্থতাবস্থঃ কো ন ভবতীতি ভঙ্গ্যা স্বাতিপ্রায়ধ্বননং কৃতম্ । তব
তারুণ্যেনোন্নতো স্তনাবিতি হি বচনেন ব্যঞ্জকতা । ন কেবলমিতি । উক্তিবৈচিত্র্য-
তাবৎ সর্বধোপযোগি ভবতীতি ভাবঃ ।

শিখিপিচ্ছকর্ণপূরা জায়া ব্যাধস্য গর্বিণী ভ্রমতি ।

মুক্তাফলরচিতপ্রসাধনানাং মধ্যে সপত্নীনাম্ ॥

শিখিমাত্রমারণমেব তদাসক্তস্য কৃত্যম্ । অত্ৰাশ্ব স্বাসক্তো হস্তিনোহপ্যমারয়দিতি
হি বচনেনোক্তমুত্তমসৌভাগ্যম্ । রচিতানি বিবিধভঙ্গীভিঃ প্রসাধনানীতি তাসাং
সন্তোগব্যগ্রীমভাবাস্তদ্বিরচনশিল্পকৌশলমেব পরমিতি দৌর্ভাগ্যাতিশয় ইদানীমিতি
প্রকাশিতম্ । গর্বশ্চ বাল্যাবিবেকাদিনাপি ভবতীতি নাত্র শক্তিসম্ভাবশঙ্ক্যঃ । এষ
চার্থো যথা যথা বর্ণ্যতে আস্তাং বা বর্ণনা, বহিরপি যদি প্রত্যক্ষাদিনাবলোকাতে
তথা তথা সৌভাগ্যাতিশয়ং ব্যাধবধ্বা গোতয়তি ॥ ২৪ ॥

এবমর্ষশক্ত্যুদ্ভবো দ্বিভেদো বস্তুমাত্রস্য ব্যঞ্জনীয়ত্বে বস্তুধ্বনিরূপতয়া নিরূপিতঃ ।
ইদানীং তত্ত্বৈবালঙ্কাররূপে ব্যঞ্জনীয়ত্বলঙ্কারধ্বনিরূপিত্যেব ভবতীত্যাং — অর্থত্যাদি ।
ন কেবলং শব্দশব্দেব লঙ্কারঃ প্রতীয়তে পূর্বোক্তনীত্যা যাবদর্থশব্দেবপি । যদি বা
ন কেবলং যত্র বস্তুমাত্রং প্রতীয়তে যাবদলঙ্কারোহপীতাপিশব্দার্থঃ । অত্ৰাশ্বকং ব্যাচষ্টে
— বাচ্যেতি ॥ ২৫ ॥

দিশূপমারূপকাতিশয়োক্তীনাং প্রকশেমানঙ্কং প্রদর্শিতমিত্যলঙ্কারান্তর-
স্থালঙ্কারান্তরে ব্যঙ্গ্যং ন যতুপ্রতিপাতম্ । ইয়ং পুনরুচ্যত এব —

অলঙ্কারান্তরস্তাপি প্রতীতো যত্র ভাসতে ।

তৎপরঙ্কং ন বাচ্যস্ত নাসৌ মার্গো ধ্বনেন্নমতঃ ॥ ২৭ ॥

অলঙ্কারান্তরেষু ত্বমুরণনরূপালঙ্কারপ্রতীতো সত্যামপি যত্র বাচ্যস্ত
ব্যঙ্গ্যপ্রতিপাদনোন্মুখ্যেন চারুংকং ন প্রকাশতে নাসৌ ধ্বনেন্নমার্গঃ ।
তথা চ দীপকাদাবলঙ্কারে উপমায়া গম্যমানত্বেহপি তৎপরত্বেন চারু-
ত্বস্তাব্যবস্থানান্ন ধ্বনিব্যপদেশঃ ।

যথা —

চন্দমউএহি গিণা গলিনী কমলেহি কুসুমগুচ্ছেহি লঅা ।

হংসেহি সরঅসোহা কব্বকহা সজ্জনেহি করই গরুঈ ॥

(চন্দ্রময়ুর্থেগিণা নলিনী কমলেঃ কুসুমগুচ্ছের্লতা ।

হংসৈঃ শারদশোভা কাব্যকথা সজ্জনৈঃ ক্রিয়তে গুবী ॥ ইতিচ্ছায়া)

আশঙ্কেতি । শব্দশক্ত্যা শ্লেষাঢ়লঙ্কারো ভাসত ইতি সম্ভাব্যমেতৎ । অর্থশক্ত্যা
তু কোংলঙ্কারো ভাতীত্যাশঙ্কাবীজম্ । সর্ব ইতি প্রদর্শিত ইতি চ পদেনাসম্ভাব-
নাত্র মিথ্যেবেত্যাং ।

উপমানেন তৎকং চ ভেদং চ বদতঃ পুনঃ ।

সসন্দেহং বচঃ স্তুতো সসন্দেহং বিদূর্যথা ॥ ইতি ।

তস্তাঃ পাণিরিয়ং নু মারুতচলংপদ্মাজুলিঃ পল্লবঃ ইত্যাদাবুপমা রূপকং বা ধ্বন্যতে ।
অতিশয়োক্তেচ প্রায়শঃ সর্বালঙ্কারেষু ধ্বন্যমানত্বম্ । অলঙ্কারান্তরন্তেতি । যত্রা-
লঙ্কারোৎপালঙ্কারান্তরং ধ্বনতি তত্র বস্তুমাত্রেরালঙ্কারো ধ্বন্যত ইতি কিয়দিদমসম্ভাব্য-
মিতি তাৎপর্যেরালঙ্কারান্তরশব্দো বৃত্তিকৃত্য প্রযুক্তো ন তু প্রকৃতোপযোগী ; ন
হলঙ্কারেরালঙ্কারো ধ্বন্যত ইতি প্রকৃতমদঃ, অর্থশক্ত্যুদ্ভবে ধ্বনৌ বস্তুবালঙ্কারোইপি
ব্যঙ্গ্য ইত্যেতাবতঃ প্রকৃতত্বাৎ । তথা চোপসংহারগ্রন্থে ‘তেহলঙ্কারাঃ পরাং ছায়াং
যান্তি ধ্বন্যত্যাং গতাঃ’ ইত্যত্র শ্লোকে বৃত্তিকৃতং ‘ধ্বন্যত্যাং চোভাত্যাং প্রকারাভ্যাম্’
ইতু্যপক্রম্য ‘তত্রোহ প্রবরণাধ্যাক্ষেণেনেত্যবগন্তব্যম্’ ইতি বক্ষ্যতি । অন্তরশব্দো
বোভয়ত্রাপি বিশেষপর্যায়ঃ ; বৈষাঙ্গিকী সপ্তমী, ন তু প্রাখ্যাখ্যায়ামিব নিমিত্ত-

ইত্যাদিষু পমাগর্ভেহপি সতি বাচ্যালঙ্কারমুখেনৈব চারুত্বং ব্যব-
তিষ্ঠতে ন ব্যঙ্গ্যালঙ্কারতাৎপর্যেণ । তস্মান্নতত্র বাচ্যালঙ্কারমুখেনৈব
কাব্যব্যপদেশো গ্ৰায্যঃ । যত্র তু ব্যঙ্গ্যপরত্বেনৈব বাচ্যস্ত ব্যবস্থানং
তত্র ব্যঙ্গ্যমুখেনৈব ব্যপদেশো যুক্তঃ ।

যথা—

প্রাপ্তশ্রীরেষ কস্মাৎ পুনরপি ময়ি তং মন্থখেদং বিদধ্যা-
ল্লিঙ্গামপ্যস্ত পূর্বামনলসমনসো নৈব সম্ভাবয়ামি ।
সেতুং বন্ধাতি ভূয়ঃ কিমিতি সকলদ্বীপনাথানুযাত-
স্ত্বয়ায়াতে বিতর্কানিতি দধত ইবাভাতি কম্পঃ পয়োদধেঃ ॥

সমুদী । তদয়মর্থঃ—বাচ্যালঙ্কারবিশেষবিষয়ে ব্যঙ্গ্যালঙ্কারবিশেষো ভাতীত্বাঙ্কটা-
দিভিন্নকৃতমেবেত্যর্থশক্ত্যালঙ্কারো ব্যঙ্গ্যত ইতি তৈরুপগতমেব । কেবলং তেহলঙ্কা-
রলক্ষণকারত্বাবাচ্যালঙ্কারবিশেষবিষয়ত্বেনাহুরিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

নহু পূর্বেইব যদীদয়ুক্তং কিমর্থং তব যত্র ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ইয়দিতি । অস্মাভি-
রিত্তি বাক্যশেষঃ । পুনঃ শব্দস্তুত্বাদিশেষত্বোক্তকঃ । চন্দমউ ইতি । চন্দ্রময়ুখাদীনাং
ন নিশাদিনা বিনা কোইপি পরভাগলাভঃ । সজ্জনানামপি কাব্যকথাং বিনা কীদৃশী
সাধুজনতা । চন্দ্রময়ুখৈশ্চ নিশায়া গুরুকীরণং ভাস্বরত্বসেবাহাদি যৎ ক্রিয়তে,
কমলৈর্নলিষ্ঠাঃ শোভাপরিমললক্ষ্যাদি, কুসুমগুচ্ছৈর্লতায়া অভিগম্যত্বমনোহরত্বাদি,
হংসৈঃ শারদশোভায়াঃ ঐতিহ্যকরত্বমনোহরত্বাদি, তৎ সর্বং কাব্যকথায়াঃ সজ্জৈর্নৈ-
রিত্যেতাবানয়মর্থো গুরুঃ ক্রিয়ত ইতি দীপকবলাচকাস্তি । কথাশব্দ ইদমাহ—
আসতাং তাবৎ কাব্যস্ত কেচন সূক্ষ্মা বিশেষাঃ, সজ্জনৈর্বিনা কাব্যমিত্যেতৎ শব্দোহপি
ধ্বংসতে । তেষু তু সংযান্তে হুভগং কাব্যশব্দব্যপদেশভাগপি শব্দসন্দর্ভমাত্রং ; তথা
তৈঃ ক্রিয়তে যথাপরগীততাং প্রতিপদ্যত ইতি দীপকস্তেব প্রাধান্তং নোপমায়াঃ ।
এবং তু কারিকার্থমুদাহরণেন প্রদর্শ্যাস্তা এব কারিকায়্য ব্যবচ্ছেদবলেন যোহর্থোহ-
ভিমতো যত্র তৎপরত্বং স ধ্বনৈর্মার্গ ইত্যেবংরূপস্তং ব্যাচষ্টে—যত্র স্থিতি । তত্র চ
বাচ্যালঙ্কারেণ কদাচিৎকাব্যমলঙ্কারান্তরং, যদি বা বাচ্যালঙ্কারস্ত সম্ভাব্যমাত্রং ন
ব্যঞ্জকতা, বাচ্যালঙ্কারস্থাভাব এব বেতি ত্রিধাবিকল্পঃ । এতচ্চ যথাযোগ্যমুদাহরণেষু
যোজ্যম্ । উদাহরতি—প্রাপ্তেতি । কস্মিংশ্চিদনন্তবলমুদাহরতি নরপতোঃ সমুদ্র-

যথা বা মমৈব —

লাবণ্যকান্তিপরিপূরিতদিঙ্ মুখেহস্মিন্
স্মেরেহধুনা তব মুখে তরলায়তাক্ষি ।
ক্ষোভং যদেতি ন মনাগপি তেন মত্তে
সুব্যক্তমেব জলরাশিরয়ং পয়োধিঃ ॥

ইত্যেবংবিধে বিষয়েহনুরণনরূপরূপকাক্রয়েণ কাব্যচারুত্বব্যবস্থানা-
দ্রূপকধ্বনিরিত্যি ব্যপদেশো জ্ঞায্যঃ ।

উপমাধ্বনির্যথা —

বীরাণং রমই ধুসিগরুণস্মি ন তদা পিঅাথলুচ্ছঙ্গে ।
দিঠ্ঠী রিউগঅকুস্তখলস্মি জহ বহলসিন্দুরে ॥

পরিসরবর্তিনি পূর্ণচন্দ্রোদয়তদীয়বলাবগাহনাদিনা নিমিত্তেন পয়োধেষ্টাং কম্পো
জাতঃ । সোহেনেন সন্দেহেনোৎপ্রেক্ষ্যত ইতি স সন্দেহোৎপ্রেক্ষ্যোঃ সঙ্করাৎ
সঙ্করালঙ্কারো বাচ্যঃ । তেন চ বাসুদেবরূপতা তস্য নূপতের্বত্ততে । দতাপি চাত্র
ব্যতিরেকো ভাতি, তথাপি স গুর্ববাসুদেবস্বরূপাৎ, নাগতনাৎ । অগতনত্বে
ভগোবতোহপি প্রাপ্তলীকত্বেনানালগ্নেন সকলদ্বীপাধিপতিবিজয়িত্বেন চ বর্তমানত্বাৎ ।

ন চ সন্দেহোৎপ্রেক্ষানুপপত্তিবলাদ্রূপকস্তাপেক্ষঃ, ধেন বাচ্যালঙ্কারোপলক্ষ্যকত্বং
ব্যঙ্গ্যস্ত ভবেৎ । যো যোহসম্প্রাপ্তলক্ষীকো নিম্যাঅধিজিগীষাক্রান্তঃ স স মাং মথ-
নীয়াদিত্যাগত্বসম্ভাবনাৎ । ন চ পুনরপীতি পূর্বামিতি ভূয় ইতি চ শব্দৈরয়মা-
ক্ৰটোহর্থঃ । পুনরর্থস্ত ভূয়োহর্থস্ত চ কর্তৃভেদেহপি সমুদ্রৈক্যমাত্রোণাপ্যুপপত্তেঃ ।
যথা পৃথী পূর্বং কার্ত্তবীর্যেণ জিতা পুনরপি জামদগ্ন্যেনেতি । পূর্বা নিদ্রা চ সিদ্ধা
রাজপুত্রাণ্যবস্থায়ামপীতি সিদ্ধং রূপকধ্বনিরৈবায়মিতি । শব্দব্যাপারং বিনৈবার্থ-
সৌন্দর্যবলাদ্রূপণাপ্রতিপত্তেঃ । যথা চ—

জ্যোৎস্নাপুরপ্রসরধবলে সৈকতেহস্মিনসরযু ।
বাদদ্যুতং স্খচিরমভবৎ সিদ্ধযুনোঃ কয়োশ্চিৎ ।
একোহবাদীৎ প্রথমনিহতং কেশিনং কংসমত্তো
মদ্বা তদ্বং কথয় ভবতা কো হতস্তত্র পূর্বম্ ॥

ইতি কেচিদ্বাদাহরণমাত্র পঠন্তি, তদসৎ ; ভবতেত্যেনেন শব্দবলেনাত্র ত্বং বাসুদেব
ইত্যর্থস্ত স্ফটীকৃতত্বাৎ ।

যথা বা মমৈব বিষমবাণলীলায়ামস্বরপরাক্রমণে কামদেবস্ত —
 তং তাণ সিরিসহোঅররঅণাহরণশ্মি হিঅ অমেক্করসম্ ।
 বিম্বাহরে পিআণং নিবেসিঅং কুসুমবাণেণ ॥
 (তন্ত্বেবাং শ্রীসহোদররত্নাহরণে হৃদয়মেকরসম্ ।
 বিম্বাধরে । প্রয়াণাং নিবেশিতং কুসুমবাণেন ॥

ইতি ছায়া)

আক্ষেপধ্বনির্যথা —

স বক্তু মখিলান্ শক্তো হয়গ্রীবাশ্রিতান্ গুণান্ ।
 যোহধ্বকুন্তৈঃ পরিচ্ছেদং জ্ঞাতুং শক্তো মহোদধেঃ ॥

লাবণ্যং সংস্থানমুদ্ভিমা । কান্তিঃ প্রভা তাভ্যাং পরিপূরিতানি সংবিত্তানি
 হৃদ্যানি সম্পাদিতানি দিগ্‌মুখানি যেন । অধুনা কোপকানুষ্ঠাদনন্তরং প্রসাদো-
 ন্মুখেন । স্মেরে ঈষদ্বিহসনশীলে তরলায়তে প্রসাদান্দোলনবিকাসহৃদয়ে অক্ষিণী
 যস্তান্তস্তা আমন্ত্রণম্ । অথ চাধুনা ন এতি, বৃন্তে তু ক্ষণান্তরে ক্ষোভমগমং ।
 কোপকষায়পাটলং স্মেরং চ ভব মুখং সক্ষ্যাক্রণপূর্ণশধরমণ্ডলমেবেতি ভাব্যং
 ক্ষোভেণ চলচিত্ততয়া সহৃদয়স্তা । ন চৈতি তৎস্বব্যক্তমর্থতায়াং জলরাশির্জাড্যসঞ্চয়ঃ ।
 জলাদয়ঃ শব্দা ভাবার্থপ্রধানা ইত্যুক্তং প্রাক্ । অত্র চ ক্ষোভো মদনবিকারাত্মা
 সহৃদয়স্তা তন্মুখাবলোকনে ভবতীতীয়ত্যাভিধায়া বিশ্রান্ততয়া রূপকং ধ্বজমানমেব ।
 বাচ্যালঙ্কারশচাত্র শ্লেষঃ, স চ ন ব্যঞ্জকঃ । অহুরণনরূপং যদ্রূপকমর্থশক্তিব্যঙ্গ্যং
 তদাশ্রয়েণেহ কাব্যস্তা চারুত্বং ব্যবতিষ্ঠতে । ততস্তেনৈব ব্যপদেশ ইতি সম্বন্ধঃ ।
 তুল্যযোজনত্বাদ্বপমাধ্বন্যদাহরণস্বোক্তকণং স্বকঠেন ন যোজিতম্ ।

বীরাণাং রমতে ধুশ্ণারুণে ন তথা প্রিয়াস্তনোৎসঙ্গে ।

দৃষ্টী রিপুগজকুন্তস্থলে যথা বহলসিন্দুরে ।

প্রসাধিতপ্রিয়তমাধাসনপরতয়া সমনস্তরীভূতগুরুত্বরিতমনস্কতয়া চ দোলায়-
 মানদৃষ্টিভেৎপি যুদ্ধে ত্বরাতিশয় ইতি ব্যতিরেকো বাচ্যালঙ্কারঃ । তত্র তু যেযং
 ধ্বজমানোপমা প্রিয়াকুচকুড্‌মলাভ্যাং সকলজনত্রাসকরেষপি শাত্রবেষু মর্দনোত্তেযু
 গজকুন্তস্থলেযু তদ্বশেন রতিমাদদানানামিব বহমান ইতি সৈব বীরতাতিশয়চমৎকারঃ
 বিধস্ত ইতুপমায়াঃ প্রাধান্যম্ । অস্বরপরাক্রমণ ইতি । ত্রৈলোক্যবিজয়ো হি
 তত্রাস্ত বর্ণ্যতে । তেষামস্বরূপাণাং পাতালবাসিনাং যৈঃ পুনঃ পুনরিন্দ্রপুরাবমর্দনাদি

অত্রাতিশয়োক্ত্যা হয়গ্রীবগুণানামবর্ণনীয়তাপ্রতিপাদনরূপস্তাসা-
ধারণতদ্বিশেষপ্রকাশনপরস্তাক্ষেপস্ত প্রকাশনম্ ।

অর্থাস্তরস্তাসম্বন্ধনিঃ শব্দশক্তিমূলানুসরণরূপব্যঙ্গ্যোহর্থশক্তিমূলানু-
সরণরূপব্যঙ্গ্যশ্চ সম্ভবতি । তত্রাত্ত্যোদাহরণম্—

দেব্যাএত্তস্মি ফলে কিং কীরই এত্তিঅং পুণা ভণিমো ।

কঙ্কিলপল্লবাঃ পল্লবাণং অন্নাণ ৭ সরিচ্ছা ॥

পদপ্রকাশশ্চায়ং ধ্বনিরিত্তি বাক্যস্তার্থাস্তরতাৎপর্ষেহপি সতি ন
বিরোধঃ । দ্বিতীয়স্তোদাহরণং যথা—

হিঅঅট্টাবিঅমল্লুং অবরুগ্গমুহং হি মং পসাত্তম্ ।

অবরুদ্বস্ম বি ৭ ছ দে পহ্জাণঅ রোসিউং সঙ্গম্ ॥

(হৃদয়স্থাপিতমনুষ্যমপরোষমুখীমপি মাং প্রসাদয়ন্ ।

অপরাদ্বস্তাপি ন খলু তে বহুজ্ঞ রোষিতুং শক্যম্ ॥ ইতি ছায়া)

কিং কিং ন কৃতং তদ্বদয়মিতি যন্তেভ্যন্তেভ্যোহিতিছকরেভ্যোংপ্যকম্পনীয়ব্যবসায়ং
তচ্চ । শ্রীসহোদরাণামতএবানির্বাচোংকর্ষণামিত্যর্থঃ । তেষাং রত্নানামাসমস্তা-
দ্ধরণে একরসং তৎপরং যদ্বদয়ং তৎ কুসুমবাণেন সুকুমারতরোপকরণসম্ভারেণ
প্রিয়াণাং বিষাধরে নিবেশিতম্, তদবলোকনপরিচুষ্মদর্শনমাত্রকৃতকৃত্যতাভিমান-
যোগি তেন কামদেবেন কৃতম্ । তেষাং হৃদয়ং যদত্যন্তং বিজ্রিগীষাজলনজাজ্জলা-
মানমভূদিত্তি যাবৎ । অত্রাতিশয়োক্তির্বাচ্যালঙ্কারঃ । প্রতীয়মানা চোপমা । সকল-
রত্নসারভুল্যো বিষাধর ইতি হি তেষাং বহুমানো বাস্তুব এব । অত এব ন
রূপকধ্বনিঃ । রূপকস্তারোপ্যমাণদ্বেনাবাস্তুবদ্বাং । তেষামনুসারাণাং বস্তুবৃত্তৌব
সাদৃশ্যং ক্ষুরতি । তদেব চ সাদৃশ্যং চমৎকারহেতুঃ প্রাধাণেন । অতিশয়োক্তোক্তি ।
বাচ্যালঙ্কাররূপয়েত্যর্থঃ । অবর্ণনীয়তাপ্রতিপাদনমেবাক্ষেপস্ত রূপমিষ্টপ্রতিষেধাস্ব-
কদ্বাং । তস্ম প্রাধাত্তং বিশেষণদ্বারেণাহ— অসাধারণেতি ।

সম্ভবতীত্যনেন প্রসঙ্গাচ্ছব্দশক্তিমূলস্তাত্র বিচার ইতি দর্শয়তি ।

দৈবায়ন্তে ফলে কিং ক্রিয়তামেতাবৎ পুনর্ভগামঃ ।

রক্তাশোকপল্লবাঃ পল্লবানামন্তেষাং ন সদৃশাঃ ॥

অশোকশ্চ ফলমাত্রাদিবদ্বাস্তি, কিং ক্রিয়তাং পল্লবাস্বতীব হৃদ্য ইতীয়াতিভিধা

অত্র হি বাচ্যবিশেষেণ সাপরাধস্তাপি বহুজ্ঞস্ত কোপঃ কৰ্ণুমশক্য
ইতি সমর্থকং সামান্ত্যমস্বিতমন্তান্তাপর্ষেণ প্রকাশতে ।

ব্যতিরেকধ্বনিরপ্যুভয়রূপঃ সম্ভবতি । তত্রাত্তস্তোদাহরণং প্রাক্
প্রদর্শিতমেব । দ্বিতীয়স্তোদাহরণং যথা —

জাএজ্জ বণুদেদেধে খুজ্জ বিবঅ পাত্তবো গড়িঅবত্তো ।

মা মাণুসম্মি লোএ তাএকরসো দরিত্তো অ ॥

(জায়ের বনোদেদেধে কুজ্জ এব পাদপো গলিতপত্রঃ ।

মা মানুষে লোকে ত্যাগৈকরসো দরিত্তস্ত ॥ ইতি ছায়া)

অত্র হি ত্যাগৈকরসস্ত দরিত্তস্ত জন্মানভিনন্দনং ত্রুটিতপত্র-
কুজপাদপজন্মানভিনন্দনং চ সাক্ষাচ্ছববাচ্যম্ । তথাবিধাদপি পাদপাত্তা-
দৃশস্ত পুংস উপমানোপমেয়ত্বপ্রতীতিপূর্বকং শোচ্যতায়ামাধিক্যং তাৎ-
পর্ষেণ প্রকাশয়তি । উৎপ্রেক্ষাধ্বনির্যথা —

সমাপ্তেব । অত্র ফলশব্দস্ত শক্তিবশাং সমর্থকমন্ত বস্তুনঃ পূর্বমেব প্রতীয়তে ।
লোকান্তরজিগীষাতদুপায়প্রবৃত্তস্তাপি হি ফলং সম্পল্লক্ষণং দৈবায়ত্ত্বং কদাচিন্ন
ভবেদপীত্যেবংরূপং সামান্ত্যায়কম্ । ননস্ত সর্ববাক্যস্তাপ্রস্তুতপ্রশংসা প্রাধান্তেন
ব্যক্ত্য তৎকথমর্থান্তরত্বাস্ত ব্যক্ত্যতা, দয়োয়ুগপদেকত্র প্রাধান্তাধোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ
— পদপ্রকাশেতি । সর্বো হি ধ্বনিপ্রপঞ্চঃ পদপ্রকাশো বাক্যপ্রকাশশ্চেতি বক্ষ্যতে ।
তত্র ফলপদেইখান্তরত্বাসধ্বনিঃ প্রাধান্তেন । বাক্যে হুপ্রস্তুতপ্রশংসা । তত্রাপি
পুনঃ ফলপদোপান্তসামর্থ্যসমর্থকভাবপ্রাধান্তমেব ভাতীতার্থান্তরত্বাসধ্বনিরোবায়মিতি
ভাবঃ ।

হৃদয়ে স্থাপিতো ন তু বহিঃ প্রকটিতো মনু্যর্যথা । অতএবাপ্রদর্শিতরোষ-
মুখীমপি মাং প্রসাদয়ন্ হে বহুজ্ঞ, অপরাধস্তাপি তব ন খলু রোষাকারণং শক্যম্ ।
অত্র বহুজ্ঞেত্যামন্ত্ৰণার্থো বিশেষে পর্যবসিতঃ । অনন্তরং তু তদর্থপর্যালোচনান্তঃ-
সামান্ত্যরূপং সমর্থকং প্রতীয়তে তদেব চমৎকারকারি । সা হি ঋণ্ডিতা সতী বৈদম্ভ্যা-
চুনীতা তং প্রত্যন্তুয়াং দর্শয়ন্তীত্মমাহ । যঃ কশ্চিদ্বহুজ্ঞো ধূর্তঃ স এবং সাপরাধোইপি
স্বাপরাধাবকাশমাচ্ছাদয়তীতি মা ইমান্ননি বহুমানং মিথ্যা গ্রহীমিতি । অস্বিত
মিতি । বিশেষে নামান্তস্ত সংবন্ধবাদিতি ভাবঃ ।

চন্দনাসক্তভুজগনিঃশ্বাসানিলমূচ্ছিতঃ ।

মূচ্ছয়তোষ পথিকান্মধো মলয়মারুতঃ ॥

অত্র হি মধো মলয়মারুতস্ত পথিকমূচ্ছাকারিত্বং মন্মথোন্মাথ-
দায়িত্বেনৈব । তত্ত্বে চন্দনাসক্তভুজগনিঃশ্বাসানিলমূচ্ছিতত্বেনোৎপ্রে-
ক্ষিতমিত্যুৎপ্রেক্ষা সান্ধাদনুস্তাপি বাক্যার্থসামর্থ্যাদনুরণনরূপা লক্ষ্যতে ।
ন চৈবংবিধে বিষয়ে ইবাদিশব্দপ্রয়োগমন্তরেণাসংবদ্ধতৈবেতি শক্যতে
বক্তৃম্ । গমকত্বাদনুস্তাপি তদপ্রয়োগে তদর্থাবগতিদর্শনাৎ । যথা —

ঈসাকলুসস্ বি তুহ মুহস্ ৭ এস পুন্নিমাচন্দো ।

অজ্জ সরিসত্তণং পাবিউণ অজ্জে বিঅ ৭ মাই ॥

(ঈর্ষ্যাকলুষস্তাপি তব মুখস্ত নমেষ পূর্ণিমাচন্দ্রঃ ।

অত্র সদৃশত্বং প্রাপ্যাজ্জ এব ন মাতি ॥ ইতি ছায়া)

যথা বা — ত্রাসাকুলঃ পরিপতন্ পরিতো নিকেতান্

পুন্ভিন কৈশ্চিদপি ধয়িভিরম্ববন্ধি ।

তস্মৌ তথাপি ন মুগঃ ক্চিদঙ্গনাভি-

রাকর্ণপূর্ণনয়নেষুহতেক্ষণশ্রীঃ ॥

ব্যতিরেকধ্বনিরপীতি । অপিশব্দেনার্থান্তরতাসবদেব দ্বিপ্রকারত্বমাই । প্রাগিতি ।
'খং যেহতুজ্জলয়ন্তি' ইতি 'রক্তত্বং নবপল্লবৈঃ' ইতি । জায়েয়, বনোদ্দেশ এব
বনশৈলকান্তে গহনে যত্র স্ফুটতরবহুবৃক্ষসম্পত্তা প্রেক্ষতেহপি ন কশ্চিৎ । কুঞ্জ ইতি
রূপশোভনাদাবহুপযোগী । গলিতপত্র ইতি । ছায়ামপি ন করোতি তস্ত কা
পুষ্পফলবন্তেত্যতিপ্রায়ঃ । তাদৃশোহপি কদাচিদাক্ষরিকশোপযোগী ভবেত্বল্কা-
দীনাং বা নিবাসায়েতি ভাবঃ । মাহুষ ইতি । স্তলভার্থিজন ইতি ভাবঃ । লোক
ইতি । যত্র লোক্যতে সোধার্থিভিস্তেন চার্থিজনো ন চ কিঞ্চিচ্ছক্যতে কৰ্ত্তুং
তন্মহদৈশমিতি ভাবঃ । অত্র বাচ্যালঙ্কা ন কশ্চিৎ । উপমানেত্যেনেব ব্যতিরেকস্ত
মার্গপরিপূর্ণিং করোতি । আধিক্যমিতি । ব্যতিরেকসিতার্থঃ । উৎপ্রেক্ষিতমিতি ।
বিষবাতেন হি মূচ্ছিতো বৃংহিত উপচিতো মোহং করোতি । একশ্চ মূচ্ছিতঃ
পথিকমধোংগ্রেষামপি বৈষ্যচ্যুতিং বিদধন্মূচ্ছাং করোতীতীত্যভয়থোৎপ্রেক্ষা । নন্বত্র
বিশেষণমধিকীভবদ্বৈতত্বেনৈব সঙ্গচ্ছতে । ততঃ কিং ? ন হি হেতুতা পরমার্থতঃ ।

শব্দার্থব্যবহারে চ প্রসিদ্ধিরেবপ্রমাণম্ । শ্লেষধ্বনির্যথা —

রম্যা ইতি প্রাপ্তবতীঃ পতাকাঃ রাগং বিবিক্তা ইতি বর্দ্ধয়ন্তীঃ ।

যন্ত্যামসেবন্ত নমদ্বলীকাঃ সমং বধুভির্বলভীযুর্বানঃ ॥

অত্র বধুভিঃ সহ বলভীরসেবন্তেতি বাক্যার্থপ্রতীতেরনন্তরং বধ্ব
ইব বলভ্য ইতি শ্লেষপ্রতীতিরশব্দার্থসামর্থ্যান্মুখ্যত্বেন বর্ততে ।

যথাসংখ্যধ্বনির্যথা —

অঙ্কুরিতঃ পল্লবিতঃ কোরকিতঃ পুষ্পিতশ্চ সহকারঃ ।

অঙ্কুরিতঃ পল্লবিতঃ কোরকিতঃ পুষ্পিতশ্চ হৃদি মদনঃ ॥

তথাপি তু হেতুতা উৎপ্রেক্ষ্যত ইতি যৎকিঞ্চিদেতৎ । তদিতি । তস্যেবাদেহ-
প্রয়োগেহপি তস্যার্থস্থেতুৎপ্রেক্ষারূপশ্রাবণতেঃ প্রতীতেদর্শনাৎ । এতদেবোদাহরতি
— যথেনি । ঈর্ষ্যাকলুষশ্রাপীষদকণচ্ছায়াকশ্য । যদি তু প্রসন্নস্য মুখস্য সাদৃশ্যমুদেহৎ
সর্বদা বা তৎ কিং কুর্যাদবুখং ত্বেতদ্বতীতি মনোরথানামপ্যপথমিদমিত্যপি শব্দশ্রাব্য-
প্রায়ঃ । অঙ্গে স্বদেহে ন মাত্যেব দশ দিশঃ পূরয়তি যতঃ । অতঃপূর্বতঃ কালে নৈকং
দিবসমাত্রমিত্যর্থঃ । অত্র পূর্ণচন্দ্রেণ দিশাং পূরণং স্বরসসিক্তমেব যুৎপ্রেক্ষ্যতে ।

নহু ননুশব্দেন বিতর্কোৎপ্রেক্ষারূপমাচক্ষণেনাসম্বন্ধতা নিরাকৃতেতি সম্ভাব্যমান
উদাহরণান্তরমাহ—যথা বেতি । পরিতঃ সর্বতো নিকেতান্ পরিপতন্নাক্রমন্ন কৈশ্চিদপি
চাপপাণিভিরসৌ মুগোহনুবন্ধস্তথাপি ন কচিৎস্থো ত্রাসচাপলযোগাৎ স্বাভাবিকা-
দেব । তত্র চোৎপ্রেক্ষা ধ্বজতে—অঙ্গনাভিরাকর্ণপূর্ণৈর্নেত্রশরৈরিত্যে দ্বৈগুণ্যঃ সর্ব-
ভূতা যন্ত যতোহতো ন তসৌ । নবেতদপ্যসম্বন্ধমবিত্যশঙ্ক্যাহ—শব্দার্থেতি ।
পতাকা ধ্বজপটান্ প্রাপ্তবতী । রম্যা ইতি হেতোঃ । পতাকাঃ প্রসিদ্ধীঃ প্রাপ্ত-
বতীঃ । কিমাকারাঃ প্রসিদ্ধীঃ রম্যা ইত্যেবমাকারাঃ । বিবিক্তা জনসঙ্কুলস্বাভাবা-
দিত্যতো হেতো রাগং সম্ভোগাভিলাষং বর্ধয়ন্তীঃ । অণ্ডে তু রাগং চিত্রশোভামিতি ।
তথা রাগমন্তরাগং বর্ধয়ন্তীঃ । যতো হেতোঃ বিবিক্তা বিভক্তাক্ষ্যো লটভাঃ যাঃ ।
নমন্তি বলীকানি ছদিপর্যন্তভাগা যাস্থ । নমন্ত্যো বল্ল্যস্ত্রিবলীলক্ষণা যাসাম্ । সমমিতি
সহৈত্যর্থঃ । নহু সমশব্দান্তুল্যার্থোহপি প্রতীতঃ । সত্যম্ ; সৌহপি শ্লেষবলাৎ ।
শ্লেষশ্চ নাভিধারন্তে রাগিণ্ডঃ, অপি স্বর্থসৌন্দর্যবলাদেবেতি সর্বথা ধ্বজমান এব শ্লেষঃ ।
অতএব বধ্ব ইব বলভ্য ইত্যভিদধতাপি বৃত্তিকৃতোপমাধ্বনিরिति নোক্তম্ । শ্লেষ-

অত্র হি যথোদ্দেশমনুদ্দেশে যচ্চারুত্বমভুরণনরূপং মদনবিশেষণ-
ভূতাকুরিতাদিশব্ধগতং তন্মদনসহকারয়োজ্ঞল্যযোগিতাসমুচ্চয়লক্ষণা-
দ্বাচ্যাদতিরিচ্যমানমালক্ষ্যতে । এবমন্ত্বেহপ্যলঙ্কারা যথাযোগ্য
যোজনীয়াঃ । এবমলঙ্কারধ্বনিমার্গং ব্যুৎপাদ্য তন্ত্বে প্রয়োজনবস্তাং
খ্যাপয়িতুমিচ্ছাম্যে —

শরীরীকরণং যেমাং বাচ্যত্বেন ব্যবস্থিতম্ ।

তেহলঙ্কারাঃ পরাং ছায়াং যান্তি ধ্বন্যঙ্গতাং গতঃ ॥ ২৮ ॥

ধ্বন্যঙ্গতা চোভাভ্যাং প্রকারাভ্যাং ব্যঞ্জকত্বেন ব্যঙ্গ্যত্বেন চ । তত্রৈহ

শ্রোত্ৰাৎ মূলত্বাৎ । সমা ইতি হি যদি স্পষ্টং ভবেত্তদোপমায়া এব স্পষ্টত্বাচ্ছেদ্য-
দাক্ষিণ্যঃ স্তাৎ । সমমিতি নিপাতোঃ সঙ্গসা সহার্থবৃত্তির্বাঞ্জকত্ববলেনৈব ক্রিয়াবিশেষণত্বেন
শব্দশ্লেষতামিতি । ন চ তেন বিনাভিধায়া অপরিপুষ্টতা কাচিৎ । অতএব সমাপ্তায়া-
মেবাভিধায়াং সহদয়ৈরেব স দ্বিতীয়োহর্থোইপৃথক্ প্রযত্বেনৈবাবগম্যঃ । যথোক্তং
প্রাক্ — ‘শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রৈগৈব’ ইত্যাদি । এতচ্চ সর্বোদাহরণেষু সর্বব্যম্ ।
‘পীনশ্চৈত্রে দিবা নাস্তি’ ইত্যত্রাভিধেবাপর্যবসিতেতি সৈব স্বার্থনির্বাহায়ার্থান্তরং
শব্দান্তরং বাকবর্তীতানুমানস্য শ্রুতার্থাপত্তেৰ্বা তর্কিকমীমাংসকয়োনি ধ্বনিপ্রসঙ্গ ইত্য-
লং বহুনা । তদাহ — অশব্দাপীতি । এবমন্ত্বেহপীতি । সর্বেষামেবার্থালঙ্কারাণাং
ধ্বন্যমানতা দৃশ্যতে । যথা চ দীপকধ্বনিঃ —

মা ভবন্তমনলঃ পবনো বা বারণো মদকলঃ পরশুর্বা ।

বজ্রমিল্লকরবিপ্রসৃতং বা স্বস্তি তেহস্ত লতয়া সহ বৃক্ষ ॥

ইত্যত্র বাধিষ্ঠেতি গোপ্যমানাদেব দীপকাদত্যন্তস্নেহাস্পাদত্বপ্রতিপত্ত্যা চাক্ষ-
নিস্পত্তিঃ । অপ্রস্তুতপ্রশংসাধ্বনিরপি —

দুণ্ডুল্লন্তো মরিহিসি কণ্টককলিআইং কেঅইবণাইং ।

মালইকুসুমসরিচ্ছংভমর ভমন্তো ॥ পাবিহিসি ॥

প্রিয়তমেন সাকমুতানে বিহরন্তী কাচিম্মায়িকা ভ্রমরমেবমাহেতি ভূক্ত্যাভিধায়াং
প্রস্তুতত্বমেব । ন চামন্ত্রণাদপ্রস্তুতত্বাবগতিঃ, প্রত্যুতামন্ত্রণং তন্ত্বে মোক্ষ্যবিজ্জুস্তিতমিতি
অভিধায়া তাবদ্রূপপ্রস্তুতপ্রশংসা সমাপ্য । সমাপ্তায়াং পুনরভিধায়াং বাচ্যার্থবলাদছা-
পদেশতা ধ্বন্যতে । যৎসৌভাগ্যাভিমানপূর্ণা স্কন্ধমারপরিমলমালতীকুসুমসদৃশী কুল-
বধূনির্ব্যাজপ্রেমপরতয়া কৃতকবৈদক্যালকপ্রসিদ্ধ্যতিশয়ানি শব্দলীকণ্টকব্যাপ্তানি দূরা-

প্রকরণাদ্ব্যঙ্গত্বেনত্যবগন্তব্যম্ । ব্যঙ্গত্বৈহপ্যলঙ্কারাণাং প্রাধান্যবিব-
ক্ষায়ামেব সত্যং ধনাবন্তঃপাতঃ । ইতরথা তু গুণীভূতব্যঙ্গ্যং প্রতি-
পাদয়িষ্যতে । অঙ্গিত্বেন ব্যঙ্গ্যতায়ামপি ।

অলঙ্কারাণাং দ্বয়ী গতিঃ—কদাচিদ্বস্তুমাत्रেণ ব্যজ্যন্তে, কদাচিদ-
লঙ্কারেণ । তত্র—

ব্যজ্যন্তে বস্তুমাत्रেণ যদালঙ্কৃতয়ন্তয়া ।

ঋবং ধন্যঙ্গতা তাসাং

অত্র হেতুঃ—

কাব্যবৃত্তিস্তদাশ্রয়া ॥ ২৯ ॥

মোদকেতকীবনস্থানীয়ানি বেজাকুলানীতশ্চেতশ্চ চক্ষুর্মাণং প্রিয়তমমূপালভতে ।
অপহুতিধ্বনির্বিধাশ্চদ্বপাধ্যায়ভট্টেন্দুরাজশ্চ—

যঃ কালাগুরুপত্রভঙ্গরচনাবাসৈকসারায়তে

গৌরাদ্বীকুচকুন্তুরিহভগাতোগে স্বধাধামনি ।

বিচ্ছেদানলদীপিতোংকবনিতাচেতোধিবাসোদ্ভবং

সন্তাপং বিনিনীষুরেষ বিততৈরঙ্গৈর্নতাদি অরঃ ॥

অত্র চন্দ্রমণ্ডলমধাবহিনো লক্ষণো বিয়োগাগ্নিপরিত্তবনিতাহৃদয়োদিতপ্রোষমলীম-
সচ্ছবিমন্মথাকারতয়াপহবে। ধন্যতে । অত্রৈব সসন্দেহধ্বনিঃ—যতশ্চন্দ্রবর্তিনস্তত্চ
নামাপি ন গৃহীতম্ । অপি তু গৌরাদ্বীকুচকুন্তুরিহভগাতোগে চন্দ্রমসি কালাগুরুপত্র-
ভগ্নবিচ্ছিত্যাস্পদেহেন যঃ সারতাগুংকুটতামাচরতীতি তন্ন জানীমঃ । কিমেতদ্বিত্তি
সসন্দেহোংপি ধন্যতে । পূর্বমনঙ্গীকৃতপ্রণয়ানুতপ্তাং বিরহোংকঙ্কিতাং বল্লভাগমন-
প্রতীক্ষাপরয়েন কৃতপ্রসাধনাদিবিধিতয়া বাসকসঙ্কীভূতাং পূর্বচন্দ্রোদয়াবসরে দূতী-
মুখানীতঃ প্রিয়তমমুদীয়কুচকলসমুত্তকালাগুরুপত্রভঙ্গরচনা মন্থখোদীপনকারিণীতি
চাটুকং কুর্বাণশ্চন্দ্রবর্তিনী চেয়ং কুবলয়দলশ্যামলকান্তিরেবমেব করৌতীতি প্রতিবন্তু-
পমাধ্বনিরপি । স্বধাধামনীতি চন্দ্রপর্যায়তয়োপান্তমপি পদং সন্তাপং বিনিনীষুরিত্যত্র
হেতুতামপি ব্যনজীতি হেতুলঙ্কারধ্বনিরপি । দ্বীয়কুচশোভা যুগাঙ্কশোভা চ সহ
মদনমুদীপয়ত ইতি সহোক্তধ্বনিরপি । ‘দ্বয়কুচসদৃশশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রসমত্বংকুচাভোগঃ’
ইত্যর্থপ্রতীতৈরুপমেয়োপমাধ্বনিরপি । এবমন্তোষপাত্রভেদাঃ শক্যোংপ্রেক্ষাঃ ।
মহাকবিবাচোংস্থাঃ কারধেহুত্বাং । যতঃ—

যস্মাস্তত্র তথাবিধব্যঙ্গ্যালঙ্কারপরত্বেনৈব কাব্যং প্রবৃত্তম্ । অত্থা
তু তদ্বাক্যমাত্রমেব স্মাৎ । তাসামেবালঙ্কৃতীনাং—

অলঙ্কারান্তরব্যঙ্গ্যভাবে

পুনঃ—

ধ্বগ্ন্যস্তা ভবেৎ ।

চারুহোৎকর্ষতো ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যং যদি লক্ষ্যতে ॥ ৩০ ॥

উক্তং হোতৎ—‘চারুহোৎকর্ষনিবন্ধনা ব্যাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ প্রাধান্যবিবক্ষা’
ইতি । বস্তুমাত্রব্যঙ্গ্যত্বে চালঙ্কারাণামনন্তরোপদর্শিতেভ্য এবোদা-
হরণেভ্যো বিষয় উল্লেখঃ । তদেবমর্থমাত্রেনালঙ্কারবিশেষরূপেণ

হেলাপি কস্মচিদচিত্ত্যফলপ্রসূতৈ কস্মাপি নালমণবেইপি ফলায় যত্নঃ ।

দিগ্ভিত্তিরোমচলনং ধরণীং ধুণোতি থাৎসম্পত্তরপি লতাং চলয়েন্ন ভূঙ্গঃ ॥

এবাং তু ভেদানাং সংস্থিতিং সঙ্করত্বং চ যথাযোগং চিত্ত্যম্ । অতিশয়োক্তিধ্বনিব্যাখ্যা
মমৈব—

কেলীকন্দলিতস্ত বিভ্রমমধোধূর্ষং বপুস্তে দৃশৌ

ভঙ্গীভঙ্গুরকামকাস্মু কমিদং ভ্রনর্মকর্মক্রমঃ ।

আপাতেইপি বিকারকারণমহো বক্তৃবুভুক্ষাসবঃ

সত্যং হৃন্দরি বেধসস্তিজগতীসারস্বমেকাঙ্কতিঃ ॥

অত্র হি মধুসামদনাসবানাং ত্রৈলোক্যে স্তভগতাত্তোত্তং পরিপোষকত্বেন । তে তু
ত্বয়ি লোকোত্তরেণ বপুষা সজ্জয় স্থিতা ইত্যতিশয়োক্তিধ্বনিত্তে । আপাতেইপি
বিকারকারণমিত্যাস্বাদপরম্পরাক্রিয়য়াপি বিনা বিকারাত্মনঃ ফলস্ত সম্পত্তিরিতি
বিভাবনাধ্বনিরপি । বিভ্রমমধোধূর্ষমিতি তুল্যযোগিতাধ্বনিরপি । এবং সর্বালাঙ্কা-
রাণাং ধ্বন্যমানত্বমস্তীতি মন্তব্যম্ । ন তু যথা কৈচিম্মিত্যবিষয়ীকৃতম্ । যথাযোগ-
মিতি । কচিদলঙ্কারঃ কচিদস্ত ব্যঞ্জকমিত্যর্থো যোজনীয় ইতি ॥ ২৭ ॥

ননুজ্ঞাস্তাবচ্চিরন্তনৈরলঙ্কারান্তেষাং তু ভবতা যদি ব্যাঙ্গ্যত্বং প্রদর্শিতং কিম্মিত্তে-
ত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিত্যাदि । যেসামলঙ্কারাণাং বাচ্যত্বেন শরীরীকরণং শরীরভূতাং
প্রস্তুতাদর্শান্তরভূতত্বা অশরীরীকরণং কটকাদিদ্বানীয়াণাং শরীরতাপাদনং ব্যবস্থিতং
স্বকবীনাংময়ত্বসম্পাদিতত্বা । যদি বা বাচ্যত্বে সতি যেসাম শরীরতাপাদনমপি ন

বার্থেনার্থান্তরশালঙ্কারস্ত বা প্রকাশনে চারুছোৎকর্ষনিবন্ধানে সতি
প্রাধান্তেহর্থশক্ত্যুদ্ভবানুরণনরূপব্যাঙ্গ্যো ধ্বনিরবগন্তব্যঃ ।

এবং ধ্বনেঃ প্রভেদান্ প্রতিপাত্ত তদাভাসবিবেকং কৰ্ত্ত্বমুচ্যতে—

যত্র প্রতীয়মানোহর্থঃ প্রল্লিষ্টভেন ভাসতে ।

বাচ্যশ্রাঙ্গতয়া বাপি নাস্মাসৌ গোচরো ধ্বনেঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বিবিধোহপি প্রতীয়মানঃ স্ফুটোহস্ফুটশ্চ । তত্র য এব স্ফুটঃ শব্দশক্ত্যর্থ-
শক্ত্যা বা প্রকাশতে স এব ধ্বনের্মার্গো নেতরঃ । স্ফুটোহপি যোহভি-

ব্যবস্থিতং দুৰ্ঘটমিতি যাবৎ । তেহলঙ্কারা ধ্বন্যোপারস্ত কাব্যস্ত বাৎস্রতাং ব্যঙ্গ্য-
রূপতয়া গতাঃ সন্তঃ পরাং দুৰ্লভাং ছায়াং কান্তিমায়রূপতাং যান্তি । এতদ্বক্তং
ভবতি—সুকবিবিদকুপুরুষজীবদ্ভুষণং যতপি ল্লিষ্টং যোজয়তি, তথাপি শরীরতাপস্তিরে-
বাস্ত কষ্টসম্পাদা কুঙ্কমপীতিকায়্য ইব । আশ্রিতায়াস্ত কা সম্ভাবনাপি । এবমুতা
চেয়ং ব্যঙ্গ্যতা যা অপ্রধানভূতাপি বাচ্যমাত্রালঙ্কারেভ্য উৎকর্ষমলঙ্কারাণাং বিতরতি ।
বালকীড়ায়ামপি রাজহমিবেত্যমুম্বং মনসি কুহাং—ইতরথা স্বীতি ॥ ২৮ ॥ তজ্জৈতি ।
দ্রয্যাং গতোঁ সত্যাম্ । অত্র হেতুরিত্যং বৃত্তিগ্রহঃ । কাব্যস্ত কবিব্যাপারস্ত
বৃত্তিস্তদাশ্রয়ালঙ্কারপ্রবণা যতঃ । অত্থেতি । যদি ন তৎপরত্বমিত্যর্থঃ । তেন তত্র
গুণীভূতব্যাঙ্গ্যতা নৈব শঙ্ক্যেতি তাৎপর্যম্ । তাসামেবালঙ্কারতীনাং মিত্যং পঠিশ্চমাণ-
কারিকোপলক্ষ্যঃ । পুনরিতি কারিকামধ্য উপলক্ষ্যঃ । ধ্বন্যুপেততি । ধ্বনিভেদ-
মিত্যর্থঃ । ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্তমিতি । অত্র হেতুঃ—চারুছোৎকর্ষত ইতি । যদিতি ।
তদপ্রাধান্তে তু বাচ্যালঙ্কারঃ এব প্রধানমাত্রাং গুণীভূতব্যাঙ্গ্যতেতি ভাবঃ । নহ্নলঙ্কারো
বস্তুনা ব্যঙ্গ্যতে অলঙ্কারান্তরেণ চ ব্যঙ্গ্যত ইত্যত্রোদাহরণানি কিমিতি ন দর্শিতানী-
ত্যাশঙ্ক্যাহ—বস্তুতি । এতৎ সংক্ষিপ্যোপসংহরতি—তদেবমিতি । ব্যঙ্গ্যস্ত ব্যঙ্গকস্ত
চ প্রত্যেকং বস্তুলঙ্কাররূপতয়া দ্বিপ্রকারত্বাচ্চতুর্বিধোহয়মর্থশক্ত্যুদ্ভব ইতি তাৎপর্যম্ ॥
২৯, ৩০ ॥

এবমিতি । অবিকল্পিতবাচ্যো বিবক্ষিতাশ্রয়পরবাচ্য ইতি দ্বৌ মূলভেদৌ ।
আত্মস্ত দ্বৌ ভেদৌ—অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যোহর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যশ্চ । দ্বিতীয়স্ত
দ্বৌ ভেদৌ—অলক্ষ্যক্রমোহনুরণনরূপশ্চ । প্রথমোহনন্ত ভেদঃ । দ্বিতীয়ো দ্বিবিধঃ—
শব্দশক্তিমূলোহর্থশক্তিমূলশ্চ । পশ্চিমস্ত্রিবিধঃ—কবিশ্রোত্রোক্তিকৃতশরীরঃ কবি-
নিবন্ধবক্তৃশ্রোত্রোক্তিকৃতশরীরঃ স্বতঃসম্ভবী চ । তে চ প্রত্যেকং ব্যঙ্গ্যব্যঙ্গকয়ো-

ধেয়শ্রাদ্ধেইন প্রতীয়মানোহবভাসতে সোহস্তানুরগনরূপব্যঙ্গ্যশ্চ ধ্বনেন-
গোচরঃ । যথা —

কমলাঅরা ণ মলিঅা হংসা উড্ডাবিঅা ণ অ পিউচ্ছা ।

কেণ বি গামতডাএ অত্ত্ব উত্তাণঅং ফলিহম্ ॥

অত্র হি প্রতীয়মানশ্চ মুক্ষবধ্বা জলধরপ্রতিবিস্মদর্শনশ্চ বাচ্যাদ্ধমেব ।
এবংবিধে বিষয়েহস্তত্রাপি যত্র ব্যঙ্গ্যাপেক্ষয়া বাচ্যশ্চ চারুত্বোৎকর্ষ-
প্রতীত্যা প্রধানমবসীয়তে, তত্র ব্যঙ্গ্যশ্রাদ্ধেইন প্রতীতেধ্বনেন-
বিষয়ত্বম্ ।

যথা —

বাণীরকুড়ঙ্গোড্ডীণসউনিকোলাহলং স্নগস্তীএ ।

ঘরকস্ম বাবড়াএ বহএ সীঅস্তি অঙ্গাইং ॥

এবংবিধো হি বিষয়ঃ প্রায়েণ গুণীভূতব্যঙ্গ্যশ্রোদাহরণেইন
নির্দক্ষ্যতে । যত্র তু প্রকরণাদিপ্রতিপত্ত্যা নির্দ্ধারিতবিশেষো বাচ্যেহর্থঃ

রুতভেদনয়েন চতুর্ধেতি দ্বাদশবিধোহর্থশক্তিমূলঃ । আত্মাশব্দারো ভেদা ইতি
ষোড়শ মুখ্যভেদাঃ । তে চ পদবাক্যপ্রকাশেইন প্রত্যেকং দ্বিবিধা বক্ষ্যন্তে । অলক্ষ্য-
ক্রমশ্চ তু বর্ণপদবাক্যসংঘটনাপ্রবন্ধপ্রকাশেইন পঞ্চত্রিংশভেদাঃ । তদভাসেভ্যো
ধ্বন্যভাসেভ্যো বিবেকো বিভাগঃ । অস্তেত্যাত্মভূতশ্চ ধ্বনেনসৌ কাব্যবিশেষো ন
গোচরঃ ।

কমলাকরা ন মলিনা হংসা উড্ডায়িতা ন চ সহসা । (ন বিষয় ইত্যর্থঃ)

কেনাপি গ্রামতড়াগেইব্রমুত্তানিতং ক্ষিপ্তম্ ॥ ইতি ছায়া ।

অন্তে তু পিউচ্ছা পিতৃধসঃ ইথমামন্ত্যতে । কেনাপি অতিনিপুণেন । বাচ্যাদ্ধ-
ত্বমেবেতি । বাচ্যেনেব হি বিশ্বয়বিভাবরূপেণ মুক্তিমাতিশয়ঃ প্রতীয়ত ইতি
বাচ্যাদেব চারুত্বসম্পৎ । বাচ্যং তু স্বাশ্রোপপত্তয়েহর্থান্তরং স্বোপকারবাহুয়া বানক্তি ।

বেতসলতাগহনোড্ডীনশকুনিকোলাহলং শৃংখতাঃ ।

গৃহকর্মব্যাপৃতায় বধ্বাঃ সীদন্ত্যানি ॥ ইতিচ্ছায়া ।

অত্র দত্তসন্ধেতচৌর্যকামুকরতসমুচিতস্থানপ্রাপ্তিধ্বংমানা বাচ্যমেবোপস্কুরতে
তথা হি গৃহকর্মব্যাপৃতায় ইত্যন্তপরায় অপি, বধ্বা ইতি সাতিশব্দলজ্জাপারতন্ত্রা-

পুনঃ প্রতীয়মানাঙ্গত্বেনৈবাবভাসতে সোহৈশ্চবানুরণনরূপব্যাক্যস্ত।
ধ্বনেমার্গঃ। যথা —

উচ্চিগমু পড়িঅ কুম্মং মা যুণ সেহালিঅং হলিঅম্মুহে।

অহ দে বিসমবিরাবো সসুরেণ সুও বলঅসহো ॥

অত্র হুবিনয়পতিনা সহ রমমাণা সখী বহিঃশ্রুতবলয়কলকলয়া
সখ্যা প্রতিবোধ্যতে। এতদপেক্ষণীয়ং বাচ্যার্থপতিপত্তয়ে। প্রতিপন্নে
চ বাচ্যেহর্থো তস্মাবিনয়প্রচ্ছাদনতাৎপর্যেণাভিধীয়মানত্বাৎ পুনর্ব্যাক্যঙ্গ-
ত্বমেবেত্যস্মিন্ননুরণনরূপব্যাক্যধ্বনাবস্তুর্ভাবঃ।

বন্ধায়া অপি, অঙ্গানীত্যেকমপি ন তাদৃগঙ্গং যদ্যাত্তীৰ্য্যাবহিখবশেন সংবরীতুং
পারিতম্, সীদন্তীত্যন্তাং গৃহকর্মসম্পাদনং স্বান্নানমপি ধর্তুং ন প্রভবতীতি।
গৃহকর্মযোগেন ক্ষুটং তথা লক্ষ্যমাণানীতি। অস্মাদেব বাচ্যাৎ সাতিশয়মদনপর-
বশতাপ্রতীতেশ্চারঙ্গসম্পত্তিঃ। যত্র স্থিতি। প্রকরণমাদির্যস্ম শব্দান্তরসম্মিধানসামর্থ্য-
লিঙ্গাদেস্তদবগমাদেব যত্রার্থে নিশ্চিতসমন্তত্বভাবঃ। পুনর্বাচ্যঃ পুনরপি স্বশব্দেনো-
ক্তোহত এব স্বান্নাবগতেঃ সম্পন্নপূর্ব্বত্বাদেব তাবন্মাত্রপর্যবসায়ী ন ভবতি তথাবিধিঃ।
প্রতীয়মানস্তাঙ্গতামেতীতি সোহস্ম ধ্বনেবিষয় ইত্যনেন ব্যাক্যতাৎপর্যনিবন্ধনং ক্ষুটং
বদতা ব্যাক্যগুণীভাবে দ্বৈতদ্বিপরীতমেব নিবন্ধনং মন্তব্যমিতুক্তং ভবতি।

উচ্চিহু পতিতং কুম্মং মা ধুনোহি শেফালিকাং হালিকম্মুধে।

এষ তে বিষমবিপাকঃ শস্তুরেণ শ্রুতো বলয়শব্দঃ ॥ ইতিচ্ছায়া।

যতঃ শস্তুরঃ শেফালিকালতিকাং প্রযত্নৈ রক্ষন্তুয়া আকর্ষণধূননাদিনা কুপ্যতি।
তেনোত্র বিষমপরিপাকত্বং মন্তব্যম্। অত্থা যোক্তব্যে ব্যাক্যাংক্ষেপঃ স্তাৎ। অত্র
চ ‘কসংবা ৭ হোই রোসো’ ইত্যেতদনুসারেণ ব্যাখ্যা কর্তব্য। বাচ্যার্থস্ত
প্রতিপত্তয়ে লাভায় এতদ্ব্যাক্যপেক্ষণীয়ম্। অত্থা বাচ্যোহর্থো ন লভ্যেত।
স্বতঃসিদ্ধতন্না অবচনীয় এব সোহর্থঃ স্তাদিতি যাবৎ। নস্বেবং ব্যাক্যস্থোপ-
স্কারতা প্রত্যুতোক্তা ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রতিপন্নে চেতি। শব্দেনোক্ত ইতি
যাবৎ ॥ ৩১ ॥

তদাভাসবিবেকে প্রস্তুত ইতি সপ্তমী হেতৌ। তদাভাসবিবেকপ্রস্তাবলক্ষণাৎ
প্রসঙ্গাদিতি যাবৎ। কস্ম তদাভাস ইত্যপেক্ষায়াহ—বিবক্ষিতবাচ্যশ্চেতি। স্পষ্টে
তু ব্যাখ্যানে প্রস্তুত ইত্যসংগতম্। পরিসমাপ্তৌ হি বিবক্ষিতাভিধেয়স্ত তদাভাস-

এবং বিবক্ষিতবাচ্যস্ত্ব ধ্বনেন্তদাভাসবিবেকে প্রস্তুতে সত্যবিবক্ষিত-
বাচ্যস্ত্যপি তং কর্ত্ত্বুমাহ —

অব্যুৎপত্তেরশক্তের্বা নিবন্ধো যঃ স্বলদগতেঃ ।

শব্দস্য স চ ন জ্ঞেয়ঃ স্মৃতিভিবিষয়ো ধ্বনেনঃ ॥ ৩২ ॥

স্বলদগতেরূপচরিতস্য শব্দস্ত্যব্যুৎপত্তেরশক্তের্বা নিবন্ধো যঃ স চ
ন ধ্বনৈবিষয়ঃ । যতঃ —

সর্বেষেব প্রাভেদেষু স্মৃটহেনাবভাসনম্ ।

যদ্ব্যক্ত্যস্ত্যজ্জিভূতস্য তৎপূর্ণং ধ্বনিলক্ষণম্ ॥ ৩৩ ॥

বিবেকঃ । ন ত্বুনা প্রস্তুতঃ । নাপ্যন্তরকালমনুবধাতি । স্বলদগতেরিতি । গোণস্ত
লাক্ষণিকস্য বা শব্দস্যেত্যর্থঃ । অব্যুৎপত্তিরনুপ্রাসাদিনিবন্ধনতাৎপর্যপ্রবৃত্তেঃ । যথা —

প্রেমপ্রেমপ্রবন্ধপ্রচুরপরিচয়ে প্রৌঢ়সীমন্তিনীনাং

চিত্তাকাশাবকাশে বিহরতি সততং যঃ স সৌভাগ্যভূমিঃ ।

অত্রানুপ্রাসরসিকতয়া প্রেমাদিতি লাক্ষণিকঃ, চিত্তাকাশ ইতি গোণঃ প্রয়োগঃ
কবিনা কৃতোৎপি ন ধ্বন্যমানরূপস্বন্দরপ্রয়োজনাংশপর্যবসায়ী । অশক্তিবৃত্তপরি-
পূরণাগতসামর্থ্যম্ । যথা —

বিষমকাণ্ডকুটুম্বকসঞ্চয়প্রবর বারিনিধৌ পততা ত্বয়া ।

চলতরঙ্গবিঘৃণিতভাজনে বিচলতায়নি কুডাময়ে কৃত্য ॥

অত্র প্রবরান্তমাগুপদং চন্দ্রমহ্যপচরিতম্ । ভাজনমিত্যাশয়ে, কুডাময় ইতি চ
বিচলে । অত্রৈতৎ কামপি কান্তিঃ ন পুষ্ণতি, ঋতে বৃত্তপূরণাৎ । স চেতি ।
প্রথমোদ্যোতে যঃ প্রসিদ্ধানুরোধপ্রবর্ত্তিতব্যবহারাঃ কবয় ইত্যত্র ‘বদতি বিসিনীপজ-
শয়নম্’ ইত্যাদি ভাক্ত উক্তঃ । স ন কেবলং ধ্বনেন বিষয়ো যাবদয়মন্তোৎপীতি
চশব্দস্ত্যর্থঃ । উক্তমেব ধ্বনিস্বরূপং তদাভাসবিবেকহেতুতয়া কারিকাকারোইনুদ-
তীত্যভিপ্রায়েণ বৃত্তিকল্পপঙ্কারং দদাতি — যত ইতি । অবভাসনমিতি । ভাবানয়নে
দ্রব্যানয়নমিতি শ্রাদ্যদবভাসমানং ব্যাক্যম্ । ধ্বনিলক্ষণং ধ্বনৈঃ স্বরূপং পূর্ণম্,
অবভাসনং বা জ্ঞানং তদধ্বনৈর্লক্ষণং প্রমাণং, তচ্চ পূর্ণং পূর্ণধ্বনিস্বরূপনিবেদকত্বাৎ ।
অথ বা জ্ঞানমেব ধ্বনিলক্ষণম্ লক্ষণস্য জ্ঞানপরিচ্ছেদত্বাৎ । বৃত্তাবেবকারেণ
ততোইহস্য চাভাসরূপত্বমেবেতি সূচয়তা তদাভাসবিবেকহেতুভাবো যঃ প্রকান্তঃ স
এব নির্বাহিত ইতি শিবম্ ॥

তচ্ছোদাস্ততবিষয়মেব ॥

ইতি শ্রীরাজানকানন্দবর্ধনাচার্যবিরচিতো ধ্বন্যালোকে দ্বিতীয়-
উদ্যোতঃ ।

তৃতীয়োদ্যোতঃ

এবং ব্যঙ্গ্যমুখেনৈব ধ্বনেঃ প্রদর্শিতে সপ্রভেদে স্বরূপে পুনর্বাঙ্গক-
মুখেনৈতৎ প্রকাশ্যতে—

অবিবক্ষিতবাচ্যস্ত পদবাক্যপ্রকাশতা ।

তদন্তস্তানুরণনরূপব্যঙ্গ্যস্ত চ ধ্বনেঃ ॥ ১ ॥

প্রাক্যং প্রোক্তাসমাত্রং সন্তেদেনাস্ত্র্যতে যয়া ।

বন্দেহভিনবগুপ্তোহং পশুন্তীং তামিদং জগৎ ॥

ইতি শ্রীমহামাহেশ্বরচার্য্যাবর্য্য্যভিনবগুপ্তোন্নীলিতে সহদয়ালোকলোচনে ধ্বনি-
সঙ্কেতে দ্বিতীয় উদ্যোতঃ ॥

তৃতীয় উদ্যোতঃ

অরামি অরসংহারলীলাপাটবশালিনঃ ।

প্রসহ শস্ত্রোর্দেহার্ধং হরন্তীং পরমেশ্বরীম্ ॥

উদ্যোতান্তরসঙ্গতিং কর্তুমাংহ বৃত্তিকারঃ—এবমিত্যাদি । তত্র বাচ্যমুখেন তাবদ-
বিবক্ষিতবাচ্যাদয়ো ভেদাঃ । বাচ্যস্ত যতপি ব্যঙ্গক এব । যথোক্তম্—‘যত্রার্থঃ
শব্দো বা’ ইতি । ততশ্চ ব্যঙ্গকমুখেনাপি ভেদ উক্তঃ, তথাপি স বাচ্যোহর্থো
ব্যঙ্গ্যমুখেনৈব ভিগ্নতে । তথা হবিবক্ষিতো বাচ্যো ব্যঙ্গোহন শ্লগ্ভাবিতঃ, বিবক্ষি-
তান্ত্রপরো বাচ্য ইতি ব্যঙ্গ্যার্থপ্রবণ এবোচ্যতে ইত্যেবং মূলভেদয়োরেব যথাসম-
বাস্তবভেদসহিতয়োর্ব্যঙ্গকরূপো যোহর্থঃ স ব্যঙ্গ্যমুখপ্রেক্ষিতাশরণতয়ৈব ভেদমাসা-
দয়তি । অতএবাহ—ব্যঙ্গ্যমুখেনেতি । কিঞ্চ যতপ্যর্থো ব্যঙ্গকস্তথাপি ব্যঙ্গ্যতা-
যোগ্যোহ্যস্যো ভবতীতি, শব্দস্ত ন কদাচিদ্ব্যঙ্গ্যঃ অপি তু ব্যঙ্গক এবোতি । তদাহ
—ব্যঙ্গকমুখেনেতি । ন চ বাচ্যস্তাবিবক্ষিতাদিরূপেণ যো ভেদস্তত্র সর্বথৈব ব্যঙ্গক-

অবিবক্ষিতবাচ্যস্তাত্ত্বতিরস্কৃতবাচ্যে প্রভেদে পদপ্রকাশতা যথা মহর্ষেব্যাসস্ত—‘সপ্ততাঃ সমিধঃ শ্রিয়ঃ’, যথা বা কালিদাসস্ত—‘কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং তয্যাপেক্ষেত জায়াম্’, যথা বা—‘কিমিহ হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকুতীনাম্’, এতেষূদাহরণেষু ‘সমিধ’ ইতি ‘সন্নদ্ধ’ ইতি ‘মধুরাণামি’তি চ পদানি ব্যঞ্জকত্বাভিপ্রায়েণৈব কৃতানি। তস্মৈবার্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যে যথা—‘রামেণ প্রিয়জীবিতেন তু কৃতং প্রেয়ঃ প্রিয়ে নোচিতম্’। অত্র রামেণতোতৎপদং সাহসৈকরসত্বাদি-ব্যঙ্গ্যাভিসংক্রমিতবাচ্যং ব্যঞ্জকম্।

অং নাস্তীতি পুনঃশঙ্কেনাহ। ব্যঞ্জকমুখেনাপি ভেদঃ সর্বথৈব ন প্রকাশিতঃ কিন্তু প্রকাশিতোইপ্যধুনা পুনঃ শুদ্ধব্যঞ্জকমুখেন। তথা হি ব্যঙ্গ্যমুখপ্রেক্ষিতয়া বিনা পদং বাক্যং বর্ণাঃ পদভাগঃ সংঘটনা মহাবাক্যমিতি স্বরূপত এব ব্যঞ্জকানাং ভেদঃ, ন চৈবামর্থবৎ কদাচিদপি ব্যঙ্গ্যতা সম্ভবতীতি ব্যঞ্জকৈকনিয়তং স্বরূপং যন্তমুখেন ভেদঃ প্রকাশ্যত ইতি তাৎপর্যম্।

যন্ত ব্যাচষ্টে—‘ব্যঙ্গ্যানাং বহুলকাররসানাং মুখেন’ ইতি, স এব প্রষ্টব্যঃ—এতত্ত্বাবত্ত্বভেদং ন কারিকাকারেণ কৃতম্। বৃত্তিকারেণ তু দর্শিতম্। ন চেনানীং বৃত্তিকারো ভেদপ্রকটনং কৰোতি। ততশ্চৈদং কৃতমিদং ক্রিয়ত ইতি কর্তৃভেদে কা সঙ্গতিঃ? ন চৈতাবতা সকলপ্রাক্তনগ্রন্থসংগতিঃ কৃতা ভবতি। অবিবক্ষিত-বাচ্যাদীনামপি প্রকারাণাং দর্শিতত্বাদিত্যলং নিজপূজ্যজনসংগোত্রৈঃ সাকং বিবাদেন। চকারঃ কারিকায়্যং যথাসম্বন্ধাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ। তেনাবিবক্ষিতবাচ্যো দ্বিপ্রভেদোইপি প্রত্যেকং পদবাক্যপ্রকাশ ইতি দ্বিধা। তদন্তস্তাবিবক্ষিতাভিধেয়স্ত সঘঙ্কী যো ভেদঃ ক্রমগোতো নাম স্বভেদসহিতঃ সোইপি প্রত্যেকং দ্বিধৈব। অনুরগনেন রূপং রূপণসাদৃশ্যং যন্ত তাদৃশ্যভ্যং যন্তশ্চেত্যর্থঃ। মহর্ষেরিত্যনেন তদনুসন্ধন্তে যৎ-প্রাপ্তকৃতম্, অথ চ রামায়ণমহাভারতপ্রভৃতিনি লক্ষ্যে দৃশ্যত ইতি।

ধৃতিঃ ক্ষমা দয়া শৌচং কারুণ্যং বাগনির্ভর্য।

মিত্রাণাং চানভিদ্রোহঃ সপ্ততাঃ সমিধঃ শ্রিয়ঃ ॥

সমিচ্ছবার্থস্তাত্র সর্বথা তিরস্কারঃ, অসম্ভবাং। সমিচ্ছদেন চ ব্যঙ্গ্যার্থার্থোইনন্তা-পেক্ষলক্ষ্যদীপনক্ষমং সপ্তানাং বক্তৃভিপ্রেতং ধ্বনিতম্। যতপি—‘নিঃস্বাসাক্ষ ইবাদর্শ-’ ইত্যাদ্যদাহরণাদপ্যয়মর্থো লভ্যতে, তথাপি প্রসঙ্গাবলম্ব্যব্যাপিষ্টং দর্শয়ি-

যথা বা—

এমেঅ জণো তিস্সা দেউ কবোলোপমাই সসিবিম্বম্ ।

পরমথবিআরে উণ চন্দো চন্দো বিঅ বরাও ॥

অত্র দ্বিতীয়চন্দ্রশব্দোহর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যঃ ।

অবিবক্ষিতবাচ্যস্তাত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যে প্রভেদে বাক্যপ্রকাশতা
যথা—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্মাং জাগর্তি সংযমী ।

যস্মাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেঃ ॥

তুমূদাহরণান্তরাণ্যুক্তানি । অত্র চ বাচ্যস্তাত্যন্ততিরস্কারঃ পূর্বোক্তমহুত্বত্ব যোজনীয়ঃ
কিং পুনরুক্তেন । সম্বন্ধপদেন চাত্ৰাসম্ভবৎস্বার্থেনোদ্রতত্বং লক্ষয়তা বক্তৃভিপ্রেতা
নিকরূপকত্বাপ্রতিকার্যত্বাপ্রেক্ষাপূর্বকারিত্বাদয়ো ধ্বন্তন্তে । তথৈব মধুরশব্দেন সর্ববিষয়-
রঞ্জকত্বতর্পকত্বাদিকং লক্ষয়তা সাতিশয়াভিলাষবিষয়ত্বং নাত্ৰাশ্চর্যমিতি বক্তৃভিপ্রেতং
ধ্বন্ততে । তদ্ব্যবহিত । অবিবক্ষিতবাচ্যস্ত যো দ্বিতীয়ো ভেদস্তস্মৈতৎ ।

‘প্রত্যাখ্যানরূপঃ কৃতং সমুচিতং ক্রুরেণ তে রক্ষসা

সোঢ়ং তচ্চ তথা ত্বয়া কুলজনো ধন্তে যথোচ্চৈঃ শিরঃ ।

ব্যর্থং সম্প্রতি বিভ্রতা ধনুর্বিদং ত্বয়াপদঃ সাক্ষিণা’ ইতি ।

রক্ষঃস্বভাবাদেব যঃ ক্রুরোহনতিলঙ্ঘ্যশাসনদ্বর্জিততয়া চ প্রসহ্য নিরাক্রিয়মাণঃ
ক্রোধাঙ্কঃ তদ্ব্যবহিতত্বাৎসচিস্তবৃত্তিসমুচিতমহুষ্ঠানং যন্মূর্ধকর্তনং নাম, যাত্মোহপি
কশ্চিন্মমাজ্জাং লজ্জয়িষ্যতীতি । ত ইতি যথা তাদৃগাপ তয়া ন গণিতস্তস্মাস্তবেত্যর্থঃ ।
তদপি তথা অবিকারেণোৎসবাপত্তিবুদ্ধ্যা নেত্রবিষ্কারতামুখপ্রসাদাদিলক্ষ্যমাণয়া
সোঢ়ম্ । যথা যেন প্রকারেণ কুলজন ইতি যঃ কশ্চিং পায়রপ্রায়োহপি কুলবধূশক-
বাচ্যঃ । উচ্চৈঃ শিরো ধন্তে এবংবিধাঃ কিল বয়ং কুলবধ্বো ভবাম ইতি । অথ চ
শিরঃকর্তনাবসরে ত্বয়া শীঘ্রং কৃত্যতামিতি তথা সোঢ়ং তথোচ্চৈঃ শিরো ধৃতং যথা-
হ্যোহপি কুলদ্বীজনো উচ্চৈঃ শিরো ধন্তে নিত্যপ্রবৃত্ততয়া । এবং রাবণস্ত তব চ
সমুচিতকারিত্বং নিবুঢ়ম্ । মম পুনঃ সর্বমেবাহুচিৎতং পর্যবসিতম্ । তথা হি রাজ্য-
নির্বাণাদিনিরবকাশীকৃতধনুর্ব্যাপারস্তাপি কলত্রমাত্ররক্ষণপ্রয়োজনমপি যচ্যাপমভূত্বৎ-
সম্প্রতি ত্বয়্যরক্ষিতব্যাপন্নায়ামেব নিশ্চয়োজনম্, তথাপি চ তদ্বারয়ামি । তন্মূনং
নিজজীবিতরক্ষৈবাস্ত প্রয়োজনম্ভেদে সম্ভাব্যতে । ন চৈতদ্ব্যক্তম্ । রামেণেতি

অনেন হি বাক্যেন নিশার্থো ন চ জাগরণার্থঃ কশ্চিদ্বিবক্ষিতঃ ।
কিং তর্হি ? তদ্বজ্ঞানাবহিতত্বমতত্বপরাঙমুখং চ মূনেঃ প্রতিপাদ্যত
ইতি তিরস্কৃতবাচ্যস্তাশ্চ ব্যঞ্জকত্বম্ ।

তস্মৈবার্থাস্তরসংক্রমিতবাচ্যস্ত বাক্যপ্রকাশতা যথা —

বিসমইহো কাণ বি কাণ বি বালেই অমিঅগিস্মাও ।

কাণ বি বিসামিঅমও কাণ বি অবিসামও কালো ॥

(বিষময়িতঃ কেষামপি কেষামপি প্রযাত্যমৃতনির্মাণঃ ॥

কেসামপি বিষামৃতময়ঃ কেষামপ্যবিষামৃতঃ কালঃ ।’

ইতি ছায়া) —

সমসাহসরসত্বসংস্খোচিতকারিত্বাদিব্যাক্যধর্মাস্তরপরিণতেনেত্যর্থঃ । ‘কাপুরুষা-
দিধর্মপরিগ্রহাদিশকাং’ ইতি যদ্ব্যাখ্যাতম্, তদসং ; কাপুরুষশ্চ হেতুদেব প্রত্যুতো-
চিতং স্যাৎ । প্রিয় ইতি শব্দমাত্রমেবৈতদিদানীং সংবৃত্তম্ । প্রিয়শব্দস্ত প্রবৃত্তিনিমিত্তং
যং প্রেমনাম তদপ্যনোচিত্যকলঙ্কিতমিতি শোকালঘনোদীপনবিভাবযোগাৎ করুণ-
রসো রামস্ত ক্ষুণীকৃত ইতি । এমেঅ ইতি ।

এমেব জনস্তস্তা দদাতি কপোলোপমায়্যাং শশিবিষ্মম্ ।

পরমার্থবিচারে পুনশ্চন্দ্রশ্চন্দ্র ইব বরাকঃ ॥ (ইতি ছায়া ।)

এমেবেতি স্বয়মবিবেকাক্তয়া । জন ইতি লোকপ্রসিদ্ধগতানুগতিকতামাত্র-
শরণঃ । তস্তা ইত্যসাধারণগুণগণমহার্ঘবপুষঃ । কপোলোপমায়ামিতি নির্ব্যাজলাবণ্য-
সর্বস্বভূতমুখমধ্যবর্ত্তিপ্রধানভূতকপোলতলশ্যোপমায়্যাং প্রত্যুত তদধিকবস্তুকর্তব্যং ততো
দূরনিকৃষ্টং শশিবিষ্মং কলঙ্কব্যাজজিম্বীকৃতম্ । এবং যতপি গড্ডরিকাপ্রবাহপতিতো
লোকঃ, তথাপি যদি পরীক্ষকাঃ পরীক্ষন্তে তদ্বরাকঃ কূপৈকভাজনং যশ্চন্দ্র ইতি প্রসিদ্ধঃ
স চন্দ্র এব ক্ষয়িত্ববিলাসশূন্যত্বমলিনত্বধর্মাস্তরসংক্রান্তো যোহর্থঃ । অত্র চ যথা ব্যাক্য-
ধর্মাস্তরসংক্রান্তিস্থতা পূর্বোক্তমহুসঙ্কেয়ম্ । এবমুত্তরত্রাপি ।

এবং প্রথমভেদস্ত দ্বাবপি প্রকারৌ পদপ্রকাশকহেনোদাহৃত্য বাক্যপ্রকাশক-
হেনোদাহরতি — যা নিশেতি । বিবক্ষিত ইতি । তেন ছ্যাক্তেন ন কশ্চিদ্রূপদেশঃ
প্রত্যুপদেশঃ সিদ্ধ্যতি । নিশায়াং জাগরিতব্যমন্তত্র রাত্রিবদাসিতব্যমিতি কিমনে-
নোক্তেন । তস্মাদ্বাধিতস্বার্থমেতদ্ বাক্যং সংযমিনো লোকোত্তরতালক্ষণেন নিমিত্তেন
অবদৃষ্টাববধানং মিথ্যাদৃষ্টৌ চ পরাঙ্গুখং ধ্বনতি । সর্বশব্দার্থস্ত চাপেক্ষিকতয়াগুপ-

অত্র হি বাক্যে বিষামৃতশব্দাভ্যাং দুঃখসুখরূপসংক্রমিতবাচ্যাভ্যাং ব্যবহারঃ । ইত্যর্থাস্তরমঙ্ক্রমিত বাচ্যস্তাব্যঞ্জকত্বম্ ।

বিবক্ষিতাভিধেয়স্তানুরণনরূপব্যঙ্গ্যস্ত শব্দশক্ত্যুত্তবে প্রভেদে পদ-প্রকাশতা যথা —

প্রাতুং ধনৈরর্থিজনস্ত বাজ্ঞাং দৈবেন সৃষ্টো যদি নাম নাস্মি ।

পথি প্রসন্নাপুধরস্তৃণাগঃ কূপোহথবা কিং ন জড়ঃ কৃতোহহম্ ॥

অত্র হি জড় ইতি পদং নিবিগ্লেহন বক্তৃদ্রাসমানাধিকরণতয়া প্রত্যুক্ত-মনুরণনরূপতয়া কূপসমানাধিকরণতাং স্বশক্ত্যা প্রতিপত্ততে ।

তস্মৈব বাক্যপ্রকাশতা যথা হর্ষচরিতে সিংহনাদবাক্যেষু — ‘বৃত্তেহ-স্মিন্নমহাপ্রলয়ে ধরণীধারণায়াধুমা ত্বং শেষঃ’ ।

পঞ্চমানতেতি ন সর্বশব্দার্থাত্মানুপপত্ত্যায়মর্থ আক্ষিপ্তো মন্তব্যঃ । সর্বেষাং ব্রহ্মাদিস্বা-বরাস্তানাং চতুর্দশানামপি ভূতানাং যা নিশা ব্যামোহজননী তদ্বদৃষ্টিঃ তস্তাং সংযমী জাগর্তি কথং প্রাপ্যেতেতি । ন তু বিষয়বর্জনমাত্রাদেব সংযমীতি যাবৎ । যদি বা সর্বভূতনিশায়াং মোহিহ্মাং জাগর্তি কথমিৎ হেয়েতি । যস্তাং তু মিথ্যাদৃষ্টৌ সর্বাণি ভূতানি জাগ্রতি অতিশয়েন সুপ্রবুদ্ধরূপাণি সা তস্তা রাত্রিরপ্রবোধবিষয়ঃ । তস্তাং হি চেষ্টায়াং নাসৌ প্রবুদ্ধঃ । এবমেব লোকোত্তরাচারব্যবস্থিতঃ পশুতি মন্ততে চ । তস্মৈবাস্তবহিষ্করণবৃত্তিচরিতাখা । অস্তস্ত ন পশুতি ন চ মন্তত ইতি । তদ্বদৃষ্টিপরেণ ভাব্যমিতি তাৎপৰ্যম্ । এবং চ পশুত ইত্যপি মূনেরিত্যপি চ ন স্বার্থমাত্রবিশ্রান্তম্ । অপি তু ব্যঙ্গ্য এব বিশ্রাম্যতি । যন্তচ্ছব্দয়োশ্চ ন স্বতন্ত্রার্থতেতি সর্ব এবায়মাত্মাভ্য-সহায়ঃ পদসমূহো ব্যঙ্গ্যপরঃ । তদাহ — অনেন হি বাক্যেনেতি । প্রতিপাত্ত ইতি শব্দত ইত্যর্থঃ । বিষময়িতো বিষময়তাং প্রাপ্তঃ । কেষাঞ্চিদ্রুক্ষুতিনামতিবিবেকিনাং বা । কেষাঞ্চিৎ স্মৃতিনামত্যন্তমবিবেকিনাং বা অতিক্রামতামৃতনির্গাণঃ । কেষাঞ্চিন্মি-শ্রকর্ষণাং বিবেকাবিবেকবতাং বা । বিষায়তময়ঃ । কেষামপি মূঢ়প্রাণ্যাণাং ধার্মা-প্রাপ্তযোগভূমিকারূঢ়ানাং বা অবিষায়তময়ঃ কালোহতিক্রামতীতি সম্বন্ধঃ । বিষায়ত-পদে চ লাবণ্যাদিশব্দবন্ধিকটলক্ষণারূপতয়া স্তব্ধঃ স্বসাধনয়োর্বর্তেতে, যথা — বিষং নিষমমৃতং কপিথমিতি । ন চাত্র স্তব্ধঃ স্বসাধনে তন্মাত্রবিশ্রান্তে, অপি তু স্বকর্তব্য-স্তব্ধঃ স্বপৰ্য্যবসিতে । ন চ তে সাধনে সর্বথা ন বিবক্ষিতে । নিঃসাধনয়োস্তয়ো-ভাবাং । তদাহ — সংক্রমিতবাচ্যাভ্যামিতি । কেষাঞ্চিদতি চাস্ত বিশেষে সংক্রান্তিঃ ।

এতদ্ধি বাক্যমভূরণনরূপমর্থাস্তরং শব্দশক্ত্যা স্মৃটমেব প্রকাশয়তি ।
অশ্চৈব কবিশ্রোত্রোক্তিমাত্রনিষ্পন্নশরীরস্তার্থশক্ত্যুদ্ভবে প্রভেদে পদ-
প্রকাশতা যথা হরিবিজয়ে —

চূতাকুরাবঅংসং ছণমপ্যসরমহঘ্ঘণমণহরসুরামোঅম্ ।

অসমপ্লিঅং পি গহিঅং কুসুমসরেণ মহুমা সলচ্ছিমুহম্ ॥

অত্র হাসমর্পিতমপি কুসুমশরেণ মধুমা সলক্ষ্যা মুখং গৃহীতমিত্য-
সমর্পিতমপীত্যেতদবস্থাভিধায়িপদমর্থশক্ত্যা কুসুমশরস্ত বলাৎকারং
প্রকাশয়তি ।

অতিক্রামতীত্যস্ত চ ক্রিয়ামাত্রসংক্রান্তিঃ । কাল ইত্যস্ত চ সর্বব্যবহারসংক্রান্তিঃ ।
উপলক্ষণার্থং তু বিষায়তগ্রহণমাত্রসংক্রমণং বৃত্তিকৃতা ব্যাখ্যাতম্ । তদাহ—বাক্য
ইতি ।

এবং কারিকাপ্রথমার্ধলক্ষিতাং চতুরং প্রকারানুদাহৃত্য দ্বিতীয়কারিকার্ব্বীকৃতান্
ষড়্ভূতান্ প্রকারান্ ক্রমেণোদাহরতি—বিবক্ষিতাভিধেয়ন্ত্যাদিনা । প্রাতুমিতি
পুরয়িতুম্ । ধনৈরিতি বহুবচমং যো যেনার্থী তস্য তেনেতি সূচনার্থম্ । অতএবার্ধি-
গ্রহণম্ । জনন্তেতি বাহুল্যেন হি লোকো ধনার্থী ন তু গুণৈকরূপকারার্থী । দৈবেনেতি ।
অশক্যপর্যায়যোগেনেত্যাঃ । অস্মীতি । অস্তো হি তাবদবশ্যং কশ্চিৎ সৃষ্টো ন
স্বহমিতি নিবেদঃ । প্রসন্নং লোকোপযোগি অস্তু ধারয়তীতি । কৃপোহথবেতি ।
লৌকৈরপ্যালক্ষ্যমাণ ইত্যর্থঃ । আত্মসমানাধিকরণতয়েতি । জড় কিংকর্তব্যাত্মা
ইত্যর্থঃ । অথ চ কৃপো জড়োহর্থিতা কস্য কীদৃশীত্যসম্ভবদ্বিবেক ইতি । অতএব
জড়ঃ শীতলো নির্বেদসন্তাপরহিতঃ । তথা জড়ঃ শীতজলযোগিতয়া পরোপকারসমর্থঃ ।
অনেন তৃতীয়ার্থেনাযং জড়শব্দস্তটাকার্থেন পুনরুক্ত্যর্থসম্বন্ধ ইত্যভিপ্রায়েণাহ—
কৃপসমানাধিকরণতামিতি । স্বশক্তোতি শব্দশক্ত্যুদ্ভবত্বং যোজয়তি । মহাপ্রলয়েতি ।
মহস্য উৎসবস্ত আসমন্তাৎ প্রলয়ো তত্র তাদৃশি শোকাকারণভূতে বৃন্তে ধরণ্যা রাজ্য-
ধুরায়া ধারণায়াস্বাসনায় ত্বং শেষঃ শিশুম্ভাঃ । ইতীয়াত পূর্ণে বাক্যার্থে কল্পাবসানে
ভূপীঠভারোদহনক্ষম একো নাগরাজ এব দিগ্ভক্তিপ্রভৃতিষপি প্রলীনেষিতার্থাস্তরম্ ।

চূতাকুরাবতংসং ক্ষণপ্রসরমহার্ষমনোহরসুরামোদম্ ।

মহার্ষেণ উৎসবপ্রসরেণ মনোহরসুরস্ত মন্থথদেবস্ত আমোদচমৎকারো যত্র তৎ ।
অত্র মহার্ষশব্দস্ত পরনিপাতঃ, প্রাক্কতে নিয়মাতাবাৎ । ছণ ইত্যুৎসবঃ ।

অত্রৈব প্রভেদে বাক্যপ্রকাশতা যথোদাহৃতং প্রাক্ 'সজ্জহি সুরহিমাসো' ইত্যাদি। অত্র সজ্জয়তি সুরভিমাসো ন তাবদর্পয়-
ত্যানঙ্গায় শরানিত্যয়ং বাক্যার্থঃ কবিপ্রৌঢ়োক্তিমাত্রনিষ্পন্নশরীরো
মন্থাথোন্মাত্ৰকদনাবস্থাং বসন্তসময়স্য সূচয়তি।

স্বতঃসম্ভবিশরীরার্থশক্ত্যুদ্ভবে প্রভেদে পদপ্রকাশতা যথা—

বাণিঅঅ হস্তিদস্তা কুন্তো অক্ষাণ বাধকিত্তী অ।

জাব লুলিআলঅমুহী ঘরম্মি পরিসক্কে অমুহা ॥

অত্র লুলিতালকমুখীত্যেতৎপদং ব্যাধবন্ধাঃ স্বতঃসম্ভাবিতশরীরার্থ-
শক্ত্যা সুরতক্রীড়াসক্তিং সূচয়ন্তুদীয়স্য ভর্তুঃ সততসন্তোগক্ষামতাং
প্রকাশয়তি।

তস্মৈব বাক্যপ্রকাশতা যথা—

সিহিপিঙ্ককল্পউরা বহুঅ বাহস্স গব্বিরী ভমই।

মুত্তাফলরইঅপসাহগাণ" মজ্জৈ সবত্তীণম্ ॥

অসমর্পিতমপি গৃহীতং কুসুমশরেণ মধুমাঙ্গলক্ষ্মীমুখম্ ॥

মুখং প্রারম্ভো বক্তুং চ। তচ্চ সুরামোদযুক্তং ভবতি। মধ্বারম্ভে কামশ্চিন্ত-
মাক্ষিপতীত্যেতাবানয়মর্থঃ কবিপ্রৌঢ়োক্ত্যর্থান্তরব্যাঞ্জকঃ সম্পাদিতঃ। অত্র কবি-
নিবন্ধবক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিশরীরার্থশক্ত্যুদ্ভবে পদবাক্যপ্রকাশতায়ামুদাহরণদ্বয়ং ন দত্তম্।
'প্রৌঢ়োক্তিমাত্রনিষ্পন্নশরীরঃ সম্ভবী স্বত' ইতি প্রাচ্যাকারিকায়্য ইয়তৈবোদাহৃতত্বম্
ভবেদিত্যভিপ্রায়েণ। তত্র পদপ্রকাশতা যথা—

সত্যং মনোরমাঃ কামাঃ সত্যং রম্যা বিভূতয়ঃ।

কিন্তু মস্তাদনাপাদভঙ্গলোলং হি জীবিতম্ ॥

ইত্যত্র কবিনা যো বিরাগী বক্তা নিবন্ধস্তৎপ্রৌঢ়োক্ত্যা জীবিতশব্দার্থশক্তিযূলত্বেন্দং
ধ্বনয়তি—সর্ব এবামী কামা বিভূতয়শ্চ স্বজীবিতমাত্রোপযোগিনঃ, তদভাবে হি
সত্ত্বিরপি তৈরসদ্রপতাপাতে, তদেব চ জীবিতং প্রাণধারণরূপত্বাৎ প্রাণবৃত্তে-
চাঞ্চল্যাদনাস্থাপদমিতি বিষয়েষু বরাকেষু কিং দোষোদ্‌ঘোষণদৌর্জন্তেন নিজমেব
জীবিত্যুপালভ্যম্, তদপি চ নিসর্গচঞ্চলমিতি ন সাধারণমিত্যেতাবতা গাঢ়ং বৈরাগ্য-
মিতি। বাক্যপ্রকাশতা যথা—'শিখারিণি' ইত্যাদৌ।

অনেনাপি বাক্যেন ব্যাধবধ্বাঃ শিখিপিচ্ছকর্ণপুরায়া নবপরিণীতায়ঃ
কস্মাশ্চিৎ সৌভাগ্যাতিশয়ঃ প্রকাশ্যতে । তৎসম্ভোগৈকরথো ময়ূর-
মাত্রমারণসমর্থঃ পতির্জাতম্ ইত্যর্থপ্রকাশনাং তদন্যাসাং চিরপরিণী-
তানাং মুক্তাফলরচিতপ্রসাধনানাং দৌর্ভাগ্যাতিশয়ঃ খ্যাপ্যতে । তৎ-
সম্ভোগকালে স এব ব্যাধঃ করিবরবধব্যাপারসমর্থঃ আসীদিত্যর্থ-
প্রকাশনাং ।

নমু ধ্বনিঃ কাব্যবিশেষ ইত্যুক্তং তৎ কথং তস্মৈ পদপ্রকাশতা ।
কাব্যবিশেষো হি বিশিষ্টার্থপ্রতিপত্তিহেতুঃ শব্দসন্দর্ভবিশেষঃ । তন্ত্ৰা-
বশ্চ পদপ্রকাশহেনোপপद्यতে । পদানাং স্মারকহেনাবাচকত্বাৎ ।
উচ্যতে—স্বাদেব দোষঃ যদি বাচকত্বং প্রয়োজকং ধ্বনিব্যবহারে স্মাৎ ।
ন ত্বেবম্ ; তস্মৈ ব্যঞ্জকত্বেন ব্যবস্থানাং । কিঞ্চ কাব্যানাং শরীরানামিব
সংস্থানবিশেষাবচ্ছিন্নসমুদায়সাধ্যাপি চারুত্বপ্রতীতিরদ্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং
ভাগেষু কল্প্যত ইতি পদানামপি ব্যঞ্জকত্বমুখেন ব্যবস্থিতো ধ্বনি-
ব্যবহারো ন বিরোধী ।

‘অনিষ্টস্মৈ ঋতির্যদ্বদাপাদয়তি দুষ্টতাম্ ।

ঋতিদুষ্টাদিষু ব্যক্তং তদ্বদিষ্টস্মৃতিগুণম্ ॥

বাগিজক ইন্দিদন্তাঃ কূতোহস্মাকং ব্যাঘ্রকৃতয়শ্চ ।

ষাবল্লিতালকমুখী গৃহে পরিষক্তে স্মৃষা ॥ ইতি ছায়া ।

সবিলম্বং চংক্রম্যতে । অত্র লুলিতেতি স্বরূপমাশ্রয়ে বিশেষণমবলিপ্ততয়া চ
ইন্দিদন্তাঃ পরিহরণং সম্ভাব্যমিতি বাক্যার্থস্য তাবত্যেব ন কাচিদনুপপত্তিঃ ।

শিহিপিল্পেতি । পূর্বমেব যোজিতা গাথা । নয়িতি । সমুদায় এব ধ্বনিরিত্যত্র
পক্ষে চোদ্যমেতৎ । তন্ত্ৰাবশ্যেতি । কাব্যবিশেষত্বমিত্যর্থঃ । অবাচকত্বাদিতি
যদ্বক্তং সোহয়মপ্রয়োজকো হেতুরিতি ছিলেন তাবদ্ব্যয়তি—স্বাদেব দোষ ইতি ।
এবং ছিলেন পরিহৃত্য বস্তুবৃত্তেনাপি পরিহরতি—কিং চেতি । যদি পরো ক্রিয়াং—
ন যয়া অবাচকত্বং ধ্বন্যভাবে হেতুকৃতং কিন্তুত্বং কাব্যম্ ধ্বনিঃ । কাব্যং চানা-
কাজ্জপ্রতিপত্তিকারি বাক্যং ন পদমিতি তত্রাহ—সত্যমেবম্, তথাপি পদং ন ধ্বনি-
রিত্যস্মাভিরুক্তম্ । অপি তু সমুদায় এব ; তথা চ পদপ্রকাশো ধ্বনিরিত্যিতি প্রকাশ-

পদানাং আরকহেহপি পদমাত্রাবভাসিনঃ ।

তেন ধ্বনেঃ প্রভেদেষু সর্বেষেবাস্তি রম্যতা ॥

বিচ্ছিত্তিশোভিনৈকেন ভূষণেনেব কামিনী ।

পদছোভেন সুকবেধ্বনিভাতি ভারতী ॥'

ইতি পরিকরল্লোকাঃ । —

যন্তুলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যো ধ্বনির্বর্ণপদাদিষু ।

বাক্যে সংঘটনায়াং চ স প্রবন্ধেহপি দীপ্যতে ॥ ২ ॥

তত্র বর্ণানামনর্থকত্বাদ্যোতকত্বমসম্ভবীত্যশঙ্ক্যেদমুচ্যতে —

শব্দৌ সরেফসংযোগ ঢকারশচাপি ভূয়সা ।

বিরোধিনঃ স্যুঃ শৃঙ্গারে তেন বর্ণা রসচূড়তঃ ॥ ৩ ॥

পদেনোক্তম্ । নহু পদস্য তত্র তথ্যবিধং সামর্থ্যমিতি কুতোইহং এব প্রতীতিক্রম ইত্যশঙ্ক্যাহ — কাব্যানামিতি । উক্তং হি প্রাথিবেককালে বিভাগোপদেশ ইতি ।

নহু ভাগেষু কথং সা চারুত্বপ্রতীতির্যোপপত্তিঃ শক্যা ? তানি হি আরকাণ্যেব । ততঃ কিম্ ? মনোহারিব্যঙ্গ্যার্থআরকত্বাদি চারুত্বপ্রতীতিনিবন্ধনত্বং কেন বার্থ্যতে । যথা ঋতিদ্বষ্টানাং পেলবাদিপদানামসভ্যপেলাঢ়র্থং প্রতি ন বাচকত্বম্ । অপি তু আরকত্বম্ । তদ্বশাচ্চ চারুত্বরূপং কাব্যং ঋতিদ্বষ্টম্ । তচ্চ ঋতিদ্বষ্টত্বময়ব্যক্তি-রেকাভ্যাং ভাগেষু ব্যবহাপ্যতে তথা প্রকৃতেইপীতি তদাহ — অনিষ্টশ্চেতি । অনিষ্টার্থআরকশ্চেত্যর্থঃ । দ্বষ্টতামিত্যচারুত্বম্ । গুণমিতি চারুত্বম্ । এবং দৃষ্টান্তম-ভিধায় পাদত্রয়েণ তুর্যেণ দাষ্টান্তিকার্থ উক্তঃ । অধুনোপসংহরতি — পদানামিতি । যত এবমিষ্টস্বতিচারুত্বমাবহতি তেন হেতুনা সর্বেষু প্রকারেষু নিরূপিতস্য পদমাত্রা-বভাসিনোইপি পদপ্রকাশস্তাপি ধ্বনেঃ রম্যতাস্তি আরকহেহপি পদানামিতি সম্বয়ঃ । অপিশব্দঃ কাকাক্ষিত্যয়েনোভয়ত্রাপি সম্বধ্যতে । অধুনা চারুত্বপ্রতীতৌ পদস্তায়ন-ব্যতিরেকৌ দর্শয়তি — বিচ্ছিত্তীতি ॥ ১ ॥

এবং কারিকায় ব্যাখ্যায় তদসংগৃহীতমলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যং প্রপঞ্চয়িতুমাহ — যদীতি । তুশব্দঃ পূর্বভেদেভ্যোইহং বিশেষত্বোতকঃ । বর্ণসমুদায়শ্চ পদম্ । তৎসমুদায়ো বাক্যম্ । সংঘটনা পদগতা বাক্যগতা চ । সংঘটিতবাক্যসমুদায়ঃ প্রবন্ধঃ ইত্যভি-প্রায়েণ বর্ণাদীনাং যথাক্রমমুপাদানম্ । আদিশব্দেন পদৈকদেশপদদ্বিতীয়াদীনাং

ত এব তু নিবেশ্যন্তে বীভৎসাদৌ রসে যদা ।

তদা তং দীপয়ন্ত্যেব তেন বর্ণা রসচ্যুতঃ ॥ ৪ ॥

শ্লোকদ্বয়েনান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বর্ণানাং দ্যোতকত্বং দর্শিতং ভবতি ।

পদে চালক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্ত দ্যোতনং যথা —

উৎকম্পিনী ভয়পরিস্ফলিতাংগুকাস্তা

তে লোচনে প্রতিদিশং বিধুরে ক্ষিপন্তী ।

ক্রুরেণ দারুণতয়া সহসৈব দন্ধা

ধূমাক্ষিতেন দহনেন ন বীক্ষিতাসি ॥

গ্রহণম্ । সপ্তম্যা নিমিত্তত্বমুক্তং । দীপ্যতেইবভাসতে সকলকাব্যাবভাসকতয়েতি
পূর্ববৎ কাব্যবিশেষত্বং সমর্থিতম্ ॥ ২ ॥

ভূয়সেতি প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে । তেন শকারো ভূয়সেত্যাদি ব্যাখ্যাতবাম্ ।
রেফপ্রধানসংযোগঃ কঁহুর্দ্দ ইত্যাদিঃ । বিরোধিন ইতি । পরুষা বৃত্তিবিরোধিনী
শৃঙ্গারস্তা । যতন্তে বর্ণা ভূয়সা প্রযুক্ত্যমানা ন রসাংশ্চ্যোতন্তি শ্রবন্তি । যদি বা তেন
শৃঙ্গারবিরোধিত্বেন হেতুনা বর্ণাঃ শব্দাদয়ো রসাচ্ছদ্বারাচ্যবন্তে তং ন ব্যঞ্জয়ন্তীতি
ব্যতিরেক উক্তঃ । অন্বয়মাহ — তএব স্থিতি । শাদয়ঃ । তমিতি বীভৎসাদিকং
রসম্ । দীপয়ন্তি দ্যোতয়ন্তি । কারিকাদ্বয়ং তাংপর্বেণ ব্যাচষ্টে — শ্লোকদ্বয়েনেতি ।
যথাংখ্যাপ্রসঙ্গপরিসারার্থং শ্লোকাভ্যামিতি ন কৃতম্ । পূর্বশ্লোকেণ হি ব্যতিরেক
উক্তো দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ । অস্মিন্ বিষয়ে শৃঙ্গারলক্ষণে শব্দাপ্রয়োগঃ স্তব্ধবিত্তমভি-
বাঙ্কতা ন কর্তব্য ইত্যেবংফলদ্বাহুপদেশস্ত কারিকাকারেণ পূর্বং ব্যতিরেক উক্তঃ ।
ন চ সর্বথা ন কর্তব্যোহপি তু বীভৎসাদৌ কর্তব্য এবেতি পশ্চাদন্বয়ঃ । বৃত্তিকারেণ
ত্বয়পূর্বকো ব্যতিরেক ইতি শৈলীমহুসতুর্মহয়ঃ পূর্বমুপাস্তঃ ।

এতদুক্তং ভবতি — যতপি বিভাবাহুতাব্যভিচারিপ্রতীতিসম্পদেব রসান্বাদে
নিবন্ধনম্, তথাপি বিশিষ্টশ্রুতিকশলসমর্থ্যমানান্তে বিভাবাদন্বস্তথা ভবন্তীতি
স্বসংবিশুদ্ধমদঃ । তেন বর্ণানামপি শ্রুতিসময়োপলক্ষ্যমাণার্থানপেক্ষ্যপি শ্রোত্রৈক-
গ্রাহ্যো হুপকরুষায়া স্বভাবো রসান্বাদে সহকার্যেব । অতএব চ সহকারিতামেবা-
ভিধাতুং নিমিত্তসপ্তমী কৃত্য বর্ণপদাদিষিতি । ন তু বর্ণৈরেব রসাভিব্যক্তিঃ
বিভাবাদিসংযোগাক্তি রসনিপত্তিরিত্যুক্তং বহুশঃ । শ্রোত্রৈকগ্রাহ্যোহপি চ স্বভাবো

অত্র হি তে ইত্যেতৎ পদং রসময়ত্বেন স্ফুটমেবাবভাসতে সঙ্গদয়ানাম্ ।
পদাবয়বেন দ্ব্যন্তনং যথা —

ব্রীড়াযোগান্নতবদনয়া সন্নিধানে গুরুগাং
বদ্ধোৎকম্পং কুচকলশয়োর্মহ্যমন্তনিগৃহ ।
তিষ্ঠেৎ যুক্তং কিমিব ন তয়া যৎ সমুৎসৃজ্য বাম্পং
ময্যাসক্তশ্চকিতহরিণীহারিনেত্রত্রিভাগঃ ॥

রসনিস্তান্দে ব্যাপ্রিয়ত এব. অপদগীতধ্বনিবৎ পুঙ্করবাণনিয়মিতবিশিষ্টজাতিকরণজ্ঞাত-
নুকরণশব্দশ্চ । পদে চেতি । পদে চ সতীত্বার্থঃ । তেন রসপ্রতীতিবিভাবাদেব ।
তে বিভাবাদয়ো যদা বিশিষ্টেন কেনাপি পদেনার্প্যমাণা রসচমৎকারবিধায়িনো
ভবন্তি তদা পদস্বেবাসৌ মহিমা সমর্প্যত ইতি ভাবঃ ।

অত্র হীতি । বাসবদত্তাদাহাকর্ণপ্রবুদ্ধশোকনির্ভরশ্চ বৎসরাজশ্চেদং পরিদেবিত-
বচনম্ । তত্র চ শোকো নামেষ্টজনবিনাশপ্রভব ইতি তস্মৈ জনস্মৈ য়ে লক্ষ্যপকটাক্ষ-
প্রভৃতয়ঃ পূর্বং রতিবিভাবতামবলম্বন্তে অ ত এবাত্যন্তবিনষ্টাঃ সন্ত ইদানীং স্মৃতিগোচর-
তয়া নিরপেক্ষভাবদ্ব্যপ্রাণং করুণমুদীপয়ন্তীতি স্থিতম্ । তে লোচনে ইতি তচ্ছব্দস্ত-
ল্লোচনগতসংবেদ্যাব্যাপদেদ্যানন্তগুণগণস্বরণাকারহোতকো রসস্তাসাধারণনিমিত্ততাং
প্রাপ্তঃ । তেন যৎ কেনচিচ্চোদিতং পরিহৃতং চ তন্মিথৈব । তথা হি চোদ্যম্—
প্রকান্ত পরামর্শকস্মৈ তচ্ছব্দস্মৈ কথময়িতি সামর্থ্যমিতি । উত্তরং চ—রসাবিষ্টোহত্র
পরাম্বষ্টেতি । তদ্রভয়মনুখানোপহতম্ । যত্র হৃদ্বদিশ্চমানধর্ম্মান্তরসাহিত্যযোগ্যধর্ম্মা-
যোগিত্বং বস্তুনো যচ্ছব্দেনাভিধায় তদুদ্বিগ্নধর্ম্মান্তরসাহিত্যং তচ্ছব্দেন নির্বাচ্যতে ।
যত্রোচ্যতে ‘যন্তদোনিত্যসম্বন্ধত্বম্,’ ইতি, তত্র পূর্বপ্রকান্তপরামর্শকত্বং তচ্ছব্দস্মৈ । যত্র
পুনর্নিমিত্তোপনতস্বরণবিশেষাকারসূচকত্বং তচ্ছব্দস্মৈ ‘স ঘট’ ইত্যাদৌ যথা, তত্র কা
পরামর্শকত্বকথ্যেত্যাস্তামলীকপরামর্শকৈঃ পণ্ডিতস্বচ্যৈঃ সহ বিবাদেন ।

উৎকম্পিনীত্যাदिना तदीयभयान्नभावोऽप्रेक्षणम् । मयाऽन्विर्वाहित प्रतिकार-
मिति शोकावेशश्च विभावः । ते इति सातिशयविलम्बेकयत्नरूपे अपि लोचने
विधुरे कान्दिशीकतया निर्लक्ष्ये क्षिपन्ती कञ्जातकासावार्थपूत्र इति तद्योर्लोचन-
योस्तदृशी चावस्थेति सूत्रायां शोकोद्दीपनम् । क्रुरेणेति । तस्यायं स्वभाव एव ।
किं कुरुतां तथापि च धुमेनाक्षीकृतो द्रष्टुममर्थ इति न तु सविवेकस्तदृशानुचित-
कारित्वं सद्भाव्यते, इति अर्थाभावात् तदीयं सौन्दर्यमिदानीं सातिशयशोकावेश-

ইত্যত্র ত্রিভাগশব্দঃ । বাক্যরূপশ্চালক্ষ্যক্রমব্যাক্যো ধ্বনিঃ শুদ্ধো-
হলঙ্কারসঙ্কীর্ণশ্চেতি দ্বিধা মতঃ । তত্র শুদ্ধশ্রোদাহরণং যথা রামাত্ম্য-
দয়ে — ‘কৃতককুপিঠৈঃ’ ইত্যাদি শ্লোকঃ । এতদ্বি বাক্যং পরস্পরাভুগাং
পরিপোষপ্রাপ্তং প্রদর্শয়ং সর্বত এব পরং রসতত্ত্বং প্রকাশয়তি ।

অলঙ্কারান্তরসঙ্কীর্ণো যথা — ‘স্মরনবনদীপূরেণোঢ়াঃ’ ইত্যাদি
শ্লোকঃ । অত্র হি রূপকেণ যথোক্তব্যঞ্জকলক্ষণাভুগতেন প্রসাধিতো
রসঃ স্মৃতরামভিব্যজ্যতে ।

অলক্ষ্যক্রমব্যাক্যঃ সংঘটনায়াং ভাসতে ধ্বনিরিত্যুক্তং তত্র সংঘটনা-
স্বরূপমেব তাবন্নিরূপ্যতে —

বিভাবতাং প্রাপ্তমিতি । তে শব্দে সতি সর্বোৎসবমর্থো নিবৃত্যঃ । এবং তত্র তত্র
ব্যাখ্যাতব্যম্ ।

ত্রিভাগশব্দ ইতি । গুরুজনমবধীৰ্য্যাপি সা মাং যথা তথাপি সাভিলাষমহ্ম্য-
দৈন্ত্যগর্বমন্ত্রং বিলোকিতবতীত্যেবং স্মরণেন পরস্পরহেতুকত্বপ্রাণপ্রবাসবিপ্রলম্বো-
দ্ধীপনং ত্রিভাগশব্দসন্নিধৌ ক্ষুটং ভাতীতি । বাক্যরূপশ্চেতি । প্রথমানির্দেশে-
নাব্যতিরেকনির্দেশস্তায়মভিপ্রায়ঃ । বর্ণপদতদ্ভাগাদিসু সংস্বেবালক্ষ্যক্রমো ব্যাক্যো
নির্ভাসমানোহপি সমস্তকাব্যব্যাপক এব নির্ভাসতে, বিভাবাদিসংযোগপ্রাণত্বাং ।
তেন বর্ণাদীনং নিমিত্তত্বমাত্রমেব, বাক্যং তু ধ্বনেনরলক্ষ্যক্রমস্তা ন নিমিত্ততামাত্রাণ
বর্ণাদিবদ্বপকারি, কিন্তু সমগ্রবিভাবাদিপ্রতিপত্তিব্যাপ্তত্বাদ্রসাদিময়মেব তন্নির্ভাসত
ইতি ‘বাক্য’ ইত্যেতং কারিকায়্যাং ন নিমিত্তসপ্তমীমাত্রম্, অপি ত্বনন্ত্র তাববিষয়ার্থ-
মপীতি । শুদ্ধ ইত্যর্থালঙ্কারেণ কেনাপ্যসংমিশ্রঃ ।

কৃতককুপিঠৈর্বাঙ্গাঙ্গুভিঃ সদৈন্ত্যবিলোকিতৈ

বনমপি গতা যস্ত প্রীত্যা ধৃতাপি তথাষয়া ।

নবজলধরশ্যামাঃ পশুন্নিশো ভবতীং বিনা

কঠিনহৃদয়ো জীবত্যেব প্রিয়ে স তব প্রিয়ঃ ।

অত্র তথা তৈষ্ঠৈঃ প্রকারৈর্যাত্রা ধৃতাপীতভুগাপরবশ্যেণ গুরুবচনোল্লঙ্ঘনমপি ত্বয়া
কৃতমিতি । প্রিয়ে প্রিয় ইতি পরস্পরজীবিতসর্বথাভিমানাঙ্গকো রতিস্থায়িতাব
উক্তঃ । নবজলধর্যেত্যোঢ়পূর্বপ্রাবৃণ্যজলদালোকনং বিপ্রলম্বোদ্ধীপনবিভাবত্বে-
নোক্তম্ । জীবত্যেবেতি । সাক্ষেপভাবতা একারণে কল্পণাবকাশনিরাকরণয়োক্তা ।

অসমাসা সমাসেন মধ্যমেন চ ভূষিতা ।

তথা দীর্ঘসমাসেতি ত্রিধা সংঘটনোদিতা ॥ ৫

কৈশিচং । তাং কেবলমনুচ্ছেদমুচ্যতে —

গুণানাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তী মাধুর্যাদীন ব্যনক্তি সা ।

রসান্ —

সা সংঘটনা রসাদীম্ ব্যনক্তি গুণাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তীতি । অত্র চ বিকল্প্য গুণানাং সংঘটনায়াশ্চক্যং ব্যতিরেকো বা । ব্যতিরেকহপি দ্বয়ী গতিঃ । গুণাশ্রয়া সংঘটনা, সংঘটনাশ্রয়া বা গুণা ইতি । তত্রৈক্যপক্ষে সংঘটনাশ্রয়গুণপক্ষে চ গুণানামভূতানাধেয়ভূতাবাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তী সংঘটনা রসাদীন ব্যনক্তীত্যয়মর্থঃ । যদা তু নানাভপক্ষে

সর্বত এবেতি । নাত্রান্ততমস্ত পদস্বাধিকং কিঞ্চিদ্রসব্যক্তিহেতুত্বমিত্যর্থঃ । রসতব-
মিতি । বিশ্লগন্তশৃঙ্গারায়তত্বমিতি ।

অন্নবনদীপূরেণোঢ়াঃ পুনর্ভূকসেতুভি

যদপি বিধুতাঃ তিষ্ঠন্ত্যারাদপূর্ণমনোরথাঃ ।

তদপি লিখিতপ্রৈষ্যারঙ্গৈঃ পরস্পরমুন্মুখা

নয়ননলিনীনালানীতং পিবন্তি রসং প্রিয়াঃ ॥

রূপকেণেতি । অন্ন এব নবনদীপূরঃ প্রাবৃষণ্যপ্রবাহঃ সরভসমেব প্রবৃদ্ধত্বাৎ তেনোঢ়াঃ
পরস্পরসান্মুখ্যমবুজ্জির্ভূতমেব নীতাঃ । অনন্তরং গুরব স্বপ্নপ্রভৃতয় এব সেতবঃ
ইচ্ছাপ্রসরোধকত্বাৎ । অথ চ গুরবোহলভ্যাঃ সেতবস্তে বিধুতাঃ প্রতিহেতেচ্ছাঃ ।
অত এবাপূর্ণমনোরথাস্তিষ্ঠন্তি । তথাপি পরস্পরোন্মুখতালক্ষণেনাগোহজ্ঞতাদাল্লোচন
স্বদেহে সকলবৃন্তিনিরোধাল্লিখিতপ্রায়ৈরনৈর্নয়নাশ্চেব নলিনীনালানি তৈরানীতং
রসং পরস্পরাভিলাষলক্ষণমাস্বাদয়ন্তি পরস্পরাভিলাষায়কদৃষ্টিচ্ছটামিশ্রীকায়ুক্ত্যাপি
কালমতিবাহয়ন্তীতি । নহু নাত্র রূপকং নির্বুঢ়ং হংসচক্রবাকাদিরূপেণ নায়ক-
যুগলশ্রারূপিতত্বাৎ । তে হি হংসাত্মা একনলিনীনালানীতসলিলপানকীড়াবিষ্-
কিতা ইত্যশঙ্ক্যাহ—যথোক্তব্যাঞ্জকেতি । উক্তং হি পূর্বম্—‘বিবক্ষাতংপরঞ্জন’
ইত্যাদৌ ‘নাতিনির্ব্বণেযিতা’ ইতি । প্রসাধিত ইতি । বিভাবাদিত্ত্বষণধারণে
রসোহপি প্রসাধিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩, ৪ ॥

গুণাশ্রয়সংঘটনাপক্ষঃ তদা গুণানামশ্রিত্য তিষ্ঠন্তী গুণপরতন্ত্রস্বভাবা-
ন তু গুণরূপৈবেত্যর্থঃ । কিং পুনরেষং বিকল্পনস্ত প্রয়োজনমিতি ?

অভিধীয়তে — যদি গুণাঃ সংঘটনা চেত্যেকং তত্ত্বং সংঘটনাশ্রয়া বা
গুণাঃ, তদা সংঘটনায়া ইব গুণানামনিয়তবিষয়ত্বপ্রসঙ্গঃ । গুণানাং হি
মাধুর্যপ্রসাদপ্রকর্ষঃ করুণবিপ্রলম্বশৃঙ্গারবিষয় এব । রৌদ্রাভূতাদি-
বিষয়মোজঃ । মাধুর্যপ্রসাদৌ রসভাবতদাভাসবিষয়াবেবেতি বিষয়-
নিয়মো ব্যবস্থিতঃ, সংঘটনায়াস্তু স বিঘটতে । তথা হি শৃঙ্গারেহপি
দীর্ঘসমাসা দৃশ্যতে রৌদ্রাদিষসমাসা চেতি ।

তত্র শৃঙ্গারে দীর্ঘসমাসা যথা — ‘মন্দারকুসুমরেণুপিঞ্জরিতালকা’
ইতি । যথা বা —

অনবরতনয়নজসলবনিপতনপরিমুখিততপত্রলেখং তে ।

করতলমিষগ্লমবকে বদনমিদং কং ন তাপয়তি ॥

ইত্যাদৌ । তথা রৌদ্রাদিষপাসমাসা দৃশ্যতে । যথা — ‘যো যঃ
শস্ত্রং বিভর্তি স্বভূজগুরুমদঃ’ ইত্যাদৌ । তন্মান্ন সংঘটনাস্বরূপাঃ, ন চ
সংঘটনাশ্রয়া গুণাঃ ।

নহু যদি সংঘটনা গুণানাং নাশ্রয়স্তৎকিমালম্বনা এতে পরিকল্প্য-
স্তাম্ । উচ্যতে — প্রতিপাদিতমেবৈষামালম্বনম্ ।

তমর্থমবলম্বন্তে যেহঙ্গিনঃ তে গুণাঃ স্মৃতাঃ ।

অঙ্গাশ্রিতাস্তুলঙ্কারা মন্তব্য্যাঃ কটকাদিবৎ ॥ ইতি ।

সংঘটনায়ামিতি ভাবে প্রত্যয়ঃ, বর্ণাদিবচ্চ নিমিত্তমাত্রৈ সপ্তমী । উক্তমিতি ।
কারিকায়াম্ । নিরূপ্যত ইতি । গুণেভ্যো বিবিজ্ঞতয়া বিচার্যত ইতি ষাৎ ।
রসানিতি কারিকায়ং দ্বিতীয়াদ্বিষ্টাং পদম্ । ‘রসাস্তন্নিয়মে হেতুরৌচিত্যং বক্তৃ-
বাচ্যয়োঃ’ ইতি কারিকার্বম্ । বক্তৃবচনেনাত্মর্থঃ সংগৃহীত ইতি দর্শয়তি — রসাদীনিতি ।
অত্র চেতি । অগ্নিন্নেব কারিকার্ধে । বিকল্পেনেদমর্থজাতং কল্পয়িতুং ব্যাখ্যাতুং
শক্যম্ কিং তদিত্যাং গুণানামিতি । ত্রয়ঃ পক্ষা য়ে সম্ভাব্যন্তে তে ব্যাখ্যাতুং শক্যাঃ ।
কথমিত্যাং — তত্রৈক্যপক্ষ ইতি । আশ্রয়ভূতানিতি । স্বভাবস্ত কল্পনয়া প্রতি-
পাদনার্থং প্রদর্শিতভেদস্ত স্বাশ্রয়বাচ্যক্লিষ্টাশ্রিতে শিংশপাশ্রয়ং বক্তৃত্বমিতি । আশ্রয়-

অথবা ভবন্তু পদাশ্রয়া এব গুণাঃ, ন চৈষামনুপ্রাসাদিতুল্যত্বম্ ।
যস্মাদনুপ্রাসাদয়োহনপেক্ষিতার্থশব্দধৰ্মা এব প্রতিপাদিতাঃ । গুণাস্ত-
ব্যঙ্গ্যবিশেষাবভাসিবাচ্যপ্রতিপাদনসমর্থশব্দধৰ্মা এব । শব্দধৰ্ম্মত্বং
চৈষামনুপ্রায়ত্বেহপি শরীরাত্মনামিব শৌৰ্যাদীনাম্ ।

নমু যদি শব্দাশ্রয়া গুণাস্তৎসংঘটনারূপত্বং তদাশ্রয়ত্বং বা তেষাং
প্রাপ্তমেব । ন হুসংঘটিতাঃ শব্দা অর্থ বিশেষপ্রতিপাত্তরসাত্মাশ্রিতানাং
গুণানামবাচকত্বাদাশ্রয়া ভবন্তি । নৈবম্ ; বর্ণপদব্যঙ্গ্যত্বস্তু রসাদীনাম্
প্রতিপাদিতত্বাৎ ।

অতুপগতে বা বাক্যব্যঙ্গ্যত্বে রসাদীনাম্ ন নিয়তা কাচিৎ সংঘটনা
তেষামাশ্রয়ত্বং প্রতিপত্ত্বত ইত্যনিয়তসংঘটনাঃ শব্দা এব গুণানাং
ব্যঙ্গ্যবিশেষানুগতা আশ্রয়াঃ । নমু মাধুর্যে যদি নাইমৈবমুচ্যতে তদুচ্য-
তাম্ ; ওজসঃ পুনঃ কথমনিয়তসংঘটনাশব্দাশ্রয়ত্বম্ । ন হুসমাসা
সংঘটনা কদাচিদোজস আশ্রয়তাং প্রতিপত্ত্বতে । উচ্যতে—যদি ন
প্রসিদ্ধিমাত্রগ্রহদূষিতং চেতস্তদত্রাপি ন ন ক্রমঃ । ওজসঃ কথমসমাসা
সংঘটনা নাশ্রয়ঃ । যতো রৌদ্রাদীন হি প্রকাশয়তঃ কাব্যস্ত দীপ্তিরোজ
ইতি প্রাক্ প্রতিপাদিতম্ । তচ্চৌজো যতুসমাসায়ামপি সংঘটনায়াং

ভূতানিতি সংঘটনায়া ধৰ্ম্মা গুণা ইতি ভট্টোক্তাদয়ঃ, ধৰ্ম্মাশ্চ ধৰ্ম্মাশ্রিতা ইতি
প্রসিদ্ধো মার্গঃ । গুণপরতন্ত্বেতি । অত্র নাধারাধেয়তাব আশ্রয়ার্থঃ । ন হি গুণেষু
সংঘটনা তিষ্ঠতীতি । তেন রাজাশ্রয়ঃ প্রকৃতিবর্গ ইত্যত্র যথা রাজাশ্রয়োচিত্যে-
নামাত্যাদিপ্রকৃতয় ইত্যয়মর্থঃ, এবং গুণেষু পরতন্ত্বত্বাবা তদায়ত্তা তন্মুখপ্রেক্ষণো
সংঘটনেত্যয়মর্থো লভ্যত ইতি ভাবঃ । সংঘটনায়া ইবেতি । প্রথমপক্ষে তাদাল্ল্যেন
সমানযোগক্ষেমত্বাদিতরত্র তু ধৰ্ম্মত্বেনেতি ভাবঃ । ভবত্বনিয়তবিষয়তেনাত্মাশ্রয়ত্বাৎ—
গুণানাং ইতি । হিশবস্ত্বশব্দার্থে । ন ত্বেবমুপপত্ততে, আপত্ততে তু ত্রায়বলাদিভ্যর্থঃ ।
স ইতি । যোঃত্বং গুণেষু নিয়ম উক্তোহসাবিত্যর্থঃ । তথাহি লক্ষ্যদর্শনমব-
হেতুত্বেনাহ—তথা ইতি ।

দৃশ্যত ইত্যুক্তং দর্শনস্থানমুদাহরণমাত্মজয়তি—তত্রোতি । নাত্র শৃঙ্গারঃ কশ্চিদি-
ত্যশঙ্ক্য দ্বিতীয়মুদাহরণমাহ যথা—বেতি । এষা হি প্রণয়কুপিতা নারিকাপ্রসাদ-

শ্রাস্তং কো দোষো ভবেৎ । ন চাচারুৎ সন্থদয়সংবেত্তমস্তি ।
তস্মাদনিয়তসংঘটনশব্দাশ্রয়ত্বে গুণানাং ন কাচিৎ ক্ষতিঃ । তেষাং তু
চক্ষুরাদীনামিব যথাস্বং বিষয়নিয়মিতস্ত ন কদাচিৎপ্রতিচারঃ । তস্মাদন্তে
গুণা অগ্ৰা চ সংঘটনা । ন চ সংঘটনামাশ্রিতা গুণা ইত্যেকং দর্শনম্ ।
অথবা সংঘটনারূপা এব গুণাঃ ।

যন্তু ক্তম্—‘সংঘটনাবদগুণানামপ্যনিয়তবিষয়ত্বং প্রাপ্নোতি । লক্ষ্যে
ব্যভিচারদর্শনাৎ’ ইতি । তত্রাপ্যেতদুচ্যতে—যত্র লক্ষ্যে পরিকল্পিত-
বিষয়ব্যভিচারস্তদ্বিরূপমেবাস্ত । কথমচারুৎ তাদৃশে বিষয়ে সন্থদয়া-
নাং নাবভাতীতি চেৎ ? কবিশক্তিরোহিতত্বাৎ । দ্বিবিধো হি দোষঃ
—কবেরব্যুৎপত্তিকৃতোহশক্তিকৃতশ্চ । তত্রাব্যুৎপত্তিকৃতো দোষঃ শক্তি-
তিরস্কৃতত্বাৎ কদাচিন্ন লক্ষ্যতে । যন্তুশক্তিকৃতো দোষঃ স ঋটিতি
প্রতীয়তে । পরিকরশ্লোকশ্চাত্ত—

‘অব্যুৎপত্তিকৃতো দোষঃ শক্ত্যা সংব্রিয়তে কবেঃ ।

যন্তুশক্তিকৃতস্তস্ত স ঋটিত্বভাসতে ॥’

নায়োক্তিনীয়কশ্চেতি । তস্মাদিতি । নৈতদ্ব্যাখ্যানদ্বয়ং কারিকয়াং যুক্তমিতি যাবৎ ।
কিমালম্বনা ইতি । শব্দার্থালম্বনত্বে হি তদলঙ্কারভ্যঃ কো বিশেষ ইত্যুক্তং চিরন্ত-
নৈরিতি ভাবঃ । প্রতিপাদিতমেবেতি । অস্বল্পগ্রন্থকৃতত্বার্থঃ । অথবেতি ।
নহেকাশ্রিতত্বাদেবৈক্যং, রূপস্ত সংযোগস্ত চৈক্যপ্রসঙ্গাৎ । সংযোগে দ্বিতীয়মপেক্ষা-
মিতি চেৎ—ইহাপি ব্যঙ্গ্যোপকারকবাচ্যাপেক্ষাস্তোবেতি সমানম্ । ন চায়ং মম
স্থিতঃ পক্ষঃ, অপি তু ভবত্বেষামবিবেকিনামভিপ্রায়েণাপি শব্দধর্মত্বং শৌর্যাদীনামিব
শরীরধর্মত্বম্ । অবিবেকী হি ঔপচারিকত্ববিভাগং বিবেক্তুমসমর্থঃ । তথাপি ন
কশ্চিদোষঃ ইত্যেবম্পরমেতদুক্তমিত্যেতদাহ—শব্দধর্মত্বমিতি । অগ্ৰাশ্রয়ত্বেন্দীতি ।
আত্মনিষ্ঠত্বেন্দীতিত্বার্থঃ ।

শব্দাশ্রয়া ইতি । উপচারেণ যদি শব্দেষু গুণাস্তদেদং তাৎপর্যম্—শৃঙ্গারাদিসমা-
ভিব্যঞ্জকবাচ্যপ্রতিপাদনসামর্থ্যমেব শব্দস্ত মাধুর্যম্ । তচ্চ শব্দগতং বিশিষ্টঘটনম্ভেব
লভ্যতে । অথ সংঘটনা ন ব্যতিরিক্তা কাচিৎ, অপি তু সংঘটিতা এব শব্দাঃ,
তদাশ্রিতঃ তৎসামর্থ্যমিতি সংঘটনাশ্রিতমেবেত্যুক্তং ভবতীতি তাৎপর্যম্ ।

তথা হি — মহাকবীনাং পুস্তমদেবতাবিষয়প্রসিদ্ধসম্ভোগশৃঙ্গারনিবন্ধ-
নাথনোচিত্যং শক্তিরস্কৃতত্বাৎ গ্রাম্যেহেন ন প্রতিভাসতে । যথা
কুমারসম্ভবে দেবীসম্ভোগবর্ণনম্ । এবমাদৌ চ বিষয়ে যথোচিত্যা-
ত্যাগস্তথাদর্শিতমেবাগ্রে । শক্তিরস্কৃতত্বং চান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম-
বসীয়তে । তথা হি শক্তিরহিতেন কবিনা এবংবিধে বিষয়ে শৃঙ্গার
উপনিবধ্যমানঃ স্ফুটমেব দোষেহেন প্রতিভাসতে । নহ্মস্মিন্ পক্ষে ‘যো
যঃ শস্ত্রং বিভর্তি’ ইত্যাদৌ কিমচারুত্বম্ ? অপ্রতীয়মানমেবারোপয়ামঃ ।
তস্মাদ্ গুণব্যতিরিক্তত্বে গুণরূপত্বে চ সংঘটনায়া অশ্রুতঃ কশ্চিন্নিয়ম-
হেতুর্বক্তব্য ইত্যুচ্যতে ।

তন্নিয়মে হেতুরোচিত্যং বক্তৃবাচ্যায়োঃ ॥ ৬ ॥

নহু শব্দধর্মত্বং শব্দৈকায়কত্বং বা তাবতাস্ত, কিময়ং মধ্যে সংঘটনানুপ্রবেশ-
ইত্যশঙ্ক্য স এব পূর্বপক্ষবাচ্যাহ—ন হীতি । অর্থবিশেষেই ন তু পদান্তরনিরপেক্ষশুদ্ধ-
পদবাচ্যোঃ সামান্ত্রোঃ প্রতিপাদ্য ব্যাক্য্য যে রসভাবতদাভাসতৎপ্রশমাস্তদাশ্রিতানাং
মুখ্যভয়া তন্নিষ্ঠানাং গুণানাং সংঘটনাঃ শব্দা আশ্রয়া ন ভবন্ত্যপচারণাপীতি ভাবঃ ।
অত্র হেতুঃ—অবাচকত্বাদিতি । ন হসংঘটনাঃ ব্যাক্য্যোপযোগিনিরাকাজ্ঞরূপং
বাচ্যমাছরিত্যর্থঃ । এতৎ পরিহরতি—নৈবমিতি । বর্ণব্যাক্য্যে হি যাবদ্রস উক্ত-
স্তাবদবাচকত্বাপি পদস্ত শ্রবণমাত্রাবসেয়েন স্বসৌভাগ্যেন বর্ণবদেব যত্রসম্ভাব্যাক্তি-
হেতুত্বং স্ফুটমেব ল্যত ইতি তদেব মাধুর্যাদীতি কিং সংঘটনয়া ? তথা চ পদব্যাক্য্যে
যাবদধ্বনিরুক্তস্তাবচ্ছবস্তাপি পদস্ত স্বার্থস্মারকত্বেনাপি রসসম্ভাব্যাক্তিযোগ্যার্থাবভাস-
কত্বমেব মাধুর্যাদীতি তত্রাপি কঃ সংঘটনয়া উপযোগঃ ।

নহু বাক্যব্যাক্য্যে ধ্বনৌ তর্হ্যবশ্তমহুপ্রবেষ্টব্যং সংঘটনয়া স্বসৌন্দর্য্যং বাচ্য-
সৌন্দর্য্যং বা, তন্না বিনা কুত ইত্যশঙ্ক্যাহ—অভ্যুপগত ইতি । বাশব্দোহপি শব্দার্থে,
বাক্যব্যাক্য্যেহেপি তাত্র যোজ্যঃ । এতদুক্তং ভবতি—অনুপ্রবিশতু তত্র সংঘটনা, ন
হি তস্তাঃ সন্নিধানং প্রত্যচক্ষ্যহে । কিন্তু মাধুর্য্যস্ত ন নিয়তা সংঘটনা আশ্রয়ো বা
স্বরূপং বা তন্না বিনা বর্ণপদব্যাক্য্যে রসাদৌ ভাবান্নামাধুর্য্যাদেঃ বাক্যব্যাক্য্যেহপি তাদৃশীং
সংঘটনাং বিহায়াপি বাক্য্যস্ত তত্ররসব্যঞ্জকত্বাৎ সংঘটনা সন্নিহিতাপি রসব্যক্ত্যব-
প্রযোজ্যিকৈতি । তস্মাদৌপচারিকত্বেহপি শব্দাশ্রয়া এব গুণা ইত্যুপসংলরতি—শব্দা
এবেতি । নহিতি । বাক্যব্যাক্য্যেহস্তপ্রায়োগেদং মন্তব্যমিতি কেচিৎ ।

তত্র বক্তা কবিঃ কবিনিবন্ধো বা, কবিনিবন্ধশ্চাপি রসভাবরহিতো রসভাবসম্বন্ধিতো বা, রসোহপি কথানায়কশ্রয়স্তদ্বিপক্ষাশ্রয়ো বা, কথানায়কশ্চ ধীরোদাত্তাদিভেদভিন্নঃ পূর্বস্তদনন্তরো বেতি বিকল্পাঃ । বাচ্যং চ ধ্বন্যাশ্রয়সাক্ষং রসাভাসাক্ষং বা, অভিনেয়ার্থমনভিনেয়ার্থং বা, উত্তমপ্রকৃত্যাশ্রয়ং তদিতরাশ্রয়ং বেতি বহুপ্রকারম্ । তত্র যদা কবিরপগতরসভাবো বক্তা তদা রচনায়াঃ কামচারঃ । যদাপি কবিনিবন্ধো বক্তা রসভাবরহিতস্তদা স এব ; যদা তু কবিঃ কবিনিবন্ধো বা বক্তা রসভাবসম্বন্ধিতো রসশ্চ প্রধানাশ্রিতত্বাদ্ ধ্বন্যাশ্রয়ত্বস্তদা নিয়মেনৈব তত্রাসমাসামধ্যসমাসে এব সংঘটনে । করুণবিপ্রলম্বশৃঙ্গারয়োস্ত্বসমাসেব সংঘটনা । কথয়িতি চেৎ ; উচ্যতে—রসো যদা প্রাধাত্তেন প্রতিপাদ্যস্তদা তৎপ্রতীতৌ ব্যবধায়ক্য বিরোধিনশ্চ সর্বাশ্রয়নৈব পরিহার্যাঃ । এবং চ দীর্ঘসমাসাসংঘটনাসমাসানামনেকপ্রকারসম্ভাবনয়া কদাচিৎসপ্রতীতিং ব্যবদধাতীতি তস্মাৎ নাত্যস্তমভিনিবেশঃ শোভতে ।

বয়ং তু ক্রমঃ—বর্ণপদব্যাক্যেহ্যপ্যোজসি রোদ্রাদিস্বভাবে বর্ণপদানামেকাকিনাং স্বসৌন্দর্যমপি ন তাদৃশুন্নীলতি তাবতাবস্তানি সংঘটনাক্তিতানি ন কৃতানীতি সামান্তো-
নৈবায়ং পূর্বপক্ষ ইতি । প্রকাশয়ত ইতি ‘লক্ষণহেত্বোঃ’ ইতি শত্ৰুপ্রত্যয়ঃ । রোদ্রাদি-
প্রকাশনালক্ষ্যমাণমোজ ইতি ভাবঃ । ন চেতি । চশব্দো হেতৌ । যস্মাৎ ‘যো
যঃ শত্রু’ ইত্যাদৌ না চারুত্বং প্রতিভাতি তস্মাদিত্যর্থঃ । তেষাস্বিতি গুণানাম্ ।
যথা স্বমিতি । ‘শৃঙ্গার এব পরমো মনঃপ্রফ্লাদনো রসঃ’ ইত্যাদিনা চ বিষয়নিয়ম
উক্ত এব । অথবেতি । রসাভিব্যক্তাবেতদেব সামর্থ্যং শব্দানাং যন্তথা তথা সংঘট-
নানর্থমিতি ভাবঃ ।

শক্তিঃ প্রতিভানং বর্ণনীয়বস্ত্ত্ববিষয়নূতনোল্লেখশালিত্বম্ ব্যুপস্তিস্তদ্ব্যপযোগিসমস্ত-
বস্ত্ত্বপৌৰ্ব্যপর্যপরামর্শকৌশলম্ । তস্মেতি কবেঃ । অনৌচিত্যমিতি । আশ্বাদয়িতৃণাং
যঃ চমৎকারাবিধাত্তত্তদেব রসসর্বস্বং আশ্বাদায়ত্ত্বাৎ । উত্তমদেবভাসস্তোগপরামর্শে
চ পিতৃসন্তোগ ইব লজ্জাতত্বাদিনা বশ্চমৎকারাবকাশ ইত্যর্থঃ । শক্তিতিরস্তুত-
ত্বাদিতি । সন্তোগোহপি হসৌ বর্ণিত্তন্তথা প্রতিভানবতা কবিনা যথা তত্রৈব
বিশ্রান্তং হৃদয়ং পৌৰ্ব্যপর্যপরামর্শং কর্তুং ন দদাতি যথা নির্ব্যাজপরাক্রমশ্চ পুরুষশ্চ-

বিশেষতোহভিনেয়ার্থে কাব্যে, ততোহন্যত্র চ বিশেষতঃ করুণবিপ্রলস্ত-
শৃঙ্গারয়োঃ। তয়োহি সুকুমারতরঙ্গাৎ স্বল্পায়ামপ্যস্বচ্ছতায়াং শব্দার্থয়োঃ
প্রতীতির্মহুরীভবতি। রসান্তরে পুনঃ প্রতিপাত্তে রৌদ্রাদৌ মধ্যম-
সমাসা সংঘটনা কদাচিদ্বীরোদ্ধতনায়কসম্বন্ধব্যাপারাত্ময়েণ দীর্ঘসমা-
সাপি বা তদাক্ষেপাবিনাভাবিরসোচিতবাচ্যাপেক্ষয়া ন বিগুণা ভবতীতি
সাপি নাত্যস্তং পরিহার্য। সর্বাশু চ সংঘটনাশু প্রসাদাখ্যো গুণো
ব্যাপী। স হি সর্বরসসাধারণঃ সর্বসংঘটনাসাধারণশ্চেতু্যুক্তম্। প্রসাদা-
তিক্রমে হুসমাসাপি সংঘটনা করুণবিপ্রলস্তশৃঙ্গারো ন ব্যনক্তি।
তদপরিত্যাগে চ মধ্যমসমাসাপি ন ন প্রকাশয়তি। তস্মাৎ সর্বত্র
প্রসাদোহনুসর্তব্যঃ; অতএব চ ‘যো যঃ শস্ত্রং বিভতি’ ইত্যাদৌ
যথোজসঃ স্থিতির্নেদ্যতে তৎপ্রসাদাখ্য এব গুণো ন মাধুর্যম্। ন
চচাক্ষুঃ; অভিপ্রেতরসপ্রকাশনাৎ। তস্মাদ্ গুণাব্যতিরিক্তত্বে গুণ-
ব্যতিরিক্তত্বে বা সংঘটনায়া যথোক্তাদৌচিত্যাধিষয়নিয়মোহস্তুতীতি তস্মা

বিষয়েইপি যুধ্যমানস্য তাবন্তশ্চিন্নবসরে সাধুবাদো বিতীৰ্যতে ন তু পৌৰ্বাপৰ্শপরামর্শে
তথাত্মাপীতি ভাবঃ। দর্শিতমেবেতি। কারিকারেণেতি ভূতপ্রত্যয়ঃ। বক্ষ্যতে হি
— ‘অনৌচিত্যাদৃতে নাশ্চদ্রসভঙ্গস্য কারণম্’, ইত্যাদি। অপ্রতীয়মানমেবেতি।
পূৰ্বাপরপরামর্শবিবেকশালিভিরপীতার্থঃ। গুণব্যতিরিক্তত্ব ইতি। ব্যতিরেকপক্ষে
হি সংঘটনায়া নিয়মহেতুরেব নাস্তি ঐক্যপক্ষেইপি ন রসো নিয়মহেতুরিত্যন্তো
বক্তব্যঃ।

তন্নিয়ম ইতি কারিকাবশেষঃ। কথং নয়তি স্বকর্তব্যাদ্ভাবমিতি কথানায়কো
যো নির্বহণে ফলভাগী। ধীরোদাত্তাদীতি। ধর্মযুদ্ধবীরপ্রধানো ধীরোদাত্তঃ।
বীররোদ্রপ্রধানো ধীরোদ্ধতঃ। বীরশৃঙ্গারপ্রধানো ধীরললিতঃ। দানধর্মবীরশাস্ত্র
প্রধানো ধীরপ্রশান্ত ইতি চহ্যারো নায়কাঃ ক্রমেণ সাত্তব্যারভটীকৈশিকীভারতী-
লক্ষণবৃত্তিপ্রধানাঃ। পূর্বঃ কথানায়কস্তদনন্তর উপনায়কঃ। বিকল্পা ইতি। বক্তৃত্বেন্দা
ইত্যর্থঃ। বাচ্যমিতি। ধ্বজাত্মা ধ্বনিষ্ণভাবো যো রসস্ত্যাজ্যং ব্যঞ্জকমিত্যর্থঃ।
অভিনেয়ো বাগঙ্গসঙ্গাহার্যৈরাভিযুখ্যং সাক্ষাৎকারপ্রায়াং নেয়োহর্থো ব্যাক্করূপো
ধ্বনিষ্ণভাবে যন্ত তদভিনেয়ার্থং বাচ্যম্। স এব হি কাব্যার্থম্ ইত্যুচ্যতে। তস্মৈব

অপি রসব্যঞ্জকত্বম্ । তস্মাচ্চ রসাভিব্যক্তিনিমিত্তভূতায়্য যোহয়-
মনস্তুরোকো নিয়মহেতুঃ স এব গুণানাং নিয়তো বিষয় ইতি গুণা-
শ্রয়েণ ব্যবস্থানমপ্যবিরুদ্ধম্ ।

বিষয়াশ্রয়মপ্যন্বদৌচিত্যং তাং নিষচ্ছতি ।

কাব্যপ্রভেদাশ্রয়তঃ স্থিতা ভেদাবতী হি সা ॥ ৭ ॥

বক্তৃবাচ্যাগতোচিত্যে সত্যপি বিষয়াশ্রয়মন্বদৌচিত্যং সংঘটনাং
নিষচ্ছতি । যতঃ কাব্যস্য প্রভেদা মুক্তকং সংস্কৃতপ্রাকৃতাপভ্রংশনিবদ্ধম্ ।
সন্দানিতকবিশেষককলাপককুলকানি । পর্যায়বন্ধঃ পরিকথা খণ্ডকথা-
সকলকথে সর্গবন্ধোহভিনেয়ার্থমাখ্যায়িকাকথে ইত্যেবমাদয়ঃ । তদা-
শ্রয়েণাপি সংঘটনা বিশেষবতী ভবতি । তত্র মুক্তকেষু রসবন্ধাভি-
নিবেশিনঃ কবেস্তদাশ্রয়মৌচিত্যম্ । তচ্চ দর্শিতমেব । অন্যত্র কামচারঃ ।

চাভিনয়েন যোগঃ । যদাহ মুনিঃ—‘বাগঙ্গস্বোপেতাং কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তি’
ইত্যাদি তত্র তত্র । রসাভিনয়নাস্তরীয়কতয়া তু তদ্বিতাবাদিরূপতয়া বচোংর্থো-
হভিনীয়ত ইতি বাচ্যমভিনেয়ার্থমিত্যেব যুক্ততয়া বাচো যুক্তিঃ । ন তত্র ব্যপ-
দেশিবদ্ভাবো ব্যাখ্যায়ঃ, যথাশ্চে । তদিত্যেতি । মধ্যমপ্রকৃত্যাশ্রয়মধ্যমপ্রকৃত্যাশ্রয়ং
চেতর্থঃ । এবং বক্তৃভেদাশ্রয়ভেদাংচ্চাভিধায় তদগতমৌচিত্যং নিয়ামকমাহ—
তত্রেতি । রচনায়া ইতি সংঘটনায়াঃ রসভাবহীনোৎপত্তাপসাদিরূদাসীনো-
ৎপত্তি বৃত্তান্ততয়া যত্বেপি প্রধানরসানুযায়েব, তথাপি তাবতি রসাদিহীন ইত্যুক্তম্ ।
স এবেতি কামচারঃ । এবং শুদ্ধবক্তৌচিত্যং বিচার্য বাচ্যৌচিত্যেন সহ তদেবাহ
যদা স্থিতি । কবির্যত্বেপি রসাবিষ্ট এব বক্তা যুক্তঃ । অন্যথা ‘স এব বীতরাগশ্চেৎ’
ইতি স্থিত্যা নীরসমেব কাব্যং স্ম্যৎ । তথাপি যদা যমকাদিচিত্রদর্শনপ্রধানোৎসর্গো
ভবতি, তদা ‘রসাদিহীন’ ইত্যুক্তম্ । নিয়মেন রসভাবসমমিতো ন তু কথঞ্চিদপি
তটস্থঃ । রসশ্চ ধ্বজান্নভূত এব ন তু রসবদলঙ্কারপ্রায়ঃ । তদাসমাসমধ্যাসমাসে
এব সংঘটনে, অন্যথা তু দীর্ঘসমাসাপীতোবাং যোজ্যম্ । তেন নিয়মশব্দস্য দ্বয়ো-
শ্চৈবকারয়োঃ পৌনরুক্ত্যমনাশঙ্কম্ । কথমিতি চেদिति । কিং ধ্বন্যসূত্রকারবচন-
মেতদिति ভাবঃ । উচ্যত ইতি । স্মারোপপত্ত্যেত্যর্থঃ । তৎপ্রতীতাবিতি । তদা-
স্বাদে যে ব্যবহারকা আশ্বাদবিঘ্নরূপাবিরোধিনশ্চ তদ্বিপরীতাশ্বাদময়া ইত্যর্থঃ ।
সম্ভাবনয়েতি । অনেকপ্রকারঃ সম্ভাব্যতে সংঘটনা তু সম্ভাবনায়্যং প্রযোক্তীতি

মুক্তকেষু প্রবন্ধেষু রসবন্ধাভিনিবেশিনঃ কবয়ো দৃশ্যন্তে । যথা
হুমরুকস্য কবেমুক্তকাঃ শৃঙ্গাররসশ্রুতিনঃ প্রবন্ধায়মানাঃ প্রসিদ্ধা এব ।
সন্দানিতকাদিষু তু বিকটনিবন্ধনৌচিত্যান্মধ্যমসমাসাদীর্ঘসমাসে এব
রচনে । প্রবন্ধাশ্রয়েষু যথোক্তপ্রবন্ধৌচিত্যমেবানুসর্তব্যম্ । পর্যায়বন্ধে
পুনরসমাসামধ্যমসমাসে এব সংঘটনে । কদাচিদর্থৌচিত্যাশ্রয়েণ দীর্ঘ-
সমাসায়ামপি সংঘটনায়াং পরুষা গ্রাম্যো চ বৃত্তিঃ পরিহর্তব্য । পরি-
কথায়াং কামচারঃ, তত্রৈতিবৃত্তমাত্রোপস্থাসেন নাত্যন্তং রসবন্ধাভি-
নিবেশাৎ । খণ্ডকথাসকলকথয়োস্তু প্রাকৃতপ্রসিদ্ধয়োঃ কুলকাদি-
নিবন্ধনভূয়স্তাদীর্ঘসমাসায়ামপি ন বিরোধঃ । যন্তৌচিত্যং তু যথা
রসমনুসর্তব্যম্ । সর্ববন্ধে তু রসতাৎপর্যে যথারসমৌচিত্যমনুযায়ী তু

দ্বৌ গিচৌ । বিশেষতোহভিনিয়র্থৈতি । অত্রুটিভেন ব্যঞ্জনেন তাবৎ সমাসার্থ-
ভিনয়ো ন শক্যঃ কত্বম্ । কাকাদয়োহন্তরপ্রসাদগানাদয়শ্চ । তত্র দুস্প্রযোজ্য
বহুতরসদেহপ্রসরা চ তত্র প্রতিপত্তির্ন নাট্যেহনুরূপা স্থাৎ । প্রত্যক্ষরূপস্বাতন্ত্র্য
ইতি ভাবঃ । অগ্রত্ব চেতি । অনভিনিয়র্থৈত্বপি । মহরীভবতীতি । আবাদো
বিদ্বিতত্বাৎ প্রতিহতত্ব ইত্যর্থঃ । তস্তা দীর্ঘসমাসসংঘটনায়াঃ য আক্ষেপন্তেন বিনা
যো ন ভবতি ব্যঙ্গ্যাভিভাষকস্তাদৃশো রসোচিতো রসব্যঞ্জকতয়োপাদীক্ষমানো
বাচ্যস্তস্য যাঁসাবপেক্ষা দীর্ঘসমাসসংঘটনাং প্রতি সা অবৈঙ্গ্যে হেতুঃ । নায়ক-
স্বাক্ষেপো ব্যাপার ইতি যদ্বাখ্যাৎ তন্ন শ্লিষ্যতীবেত্যলম্ । ব্যাপীতি । যা কাচিৎ
সংঘটনা সা তথা কর্তব্য, যথা বাচ্যে ঋটিতি ভবতি প্রতীতিরिति যাবৎ ।
উক্তমিতি । ‘সমর্পকত্বং কাব্যাস্ত যন্তু’ ইত্যাদিনা । ন ব্যনজীতি । ব্যঞ্জকস্য স্ববাচ্য-
শৈল্যপ্রত্যয়নাদিতি ভাবঃ । তদिति । প্রসাদস্বাপরিত্যাগে অভীষ্টত্বাদত্রার্থে
স্বকণ্ঠেনায়ব্যাতিরেকাবুক্তৌ । ন মাধুর্যমিতি । ওজোমাধুর্যায়োহতোত্তমভাবরূপত্বং
প্রাঙনিরূপিতমিতি তয়োঃ সঙ্করোহত্যন্তং শ্রুতিবাহ ইতি ভাবঃ । অভিপ্রেতেতি ।
প্রসাদেনৈব স রসঃ প্রকাশিতঃ ন ন প্রকাশিত ইত্যর্থঃ । তস্মাদিতি । যদি গুণাঃ
সংঘটনৈকরূপান্তথাপি গুণনিয়ম এব সংঘটনায়া নিয়মঃ । গুণাধীনসংঘটনা-
পক্ষেইপ্যেবম্ । সংঘটনাশ্রয়গুণপক্ষেইপি সংঘটনায়া নিয়ামকত্বেন যদ্বক্তৃব্যাচৌচিত্যঃ
হেতুত্বেনোক্তং তদুপাধীনমপি নিয়মহেতুরিতি পক্ষত্রয়েইপি ন কশ্চিদিদং ইতি
তাৎপর্যম্ ॥ ৫, ৬ ॥

কামচারঃ, দ্বয়োরপি মার্গয়োঃ সর্গবন্ধবিধায়িনাং দর্শনাদ্রসতাৎপর্যং
সাধীযঃ। অভিনেয়ার্থে তু সর্বথা রসবন্ধেহভিনিবেশঃ কার্যঃ।
আখ্যায়িকাকথয়োস্তু গত্তনিবন্ধনবাহুল্যাদগত্বে চ ছন্দোবন্ধভিন্নপ্রস্থান-
ত্বাদিহ নিয়মে হেতুরকৃতপূর্বোহপি মনাক্ ক্রিয়তে।

এতত্তথোক্তমৌচিত্যমেব তস্তা নিয়ামকম্।

সর্বত্র গত্তবন্ধেহপি ছন্দোনিয়মবর্জিতে ॥ ৮ ॥

যদেতদৌচিত্যং বক্তৃবাচ্যগতং সংঘটনায়া নিয়ামকমুক্তমেতদেব
গত্বে ছন্দোনিয়মবর্জিতেহপি বিষয়াপেক্ষং নিয়মহেতুঃ। তথা হত্রাপি

নিয়ামকান্তরমপ্যন্তীত্যাহ - বিষয়াশ্রয়মিতি। বিষয়শব্দেন সংঘাতবিশেষ উক্তঃ।
যথা হি সেনাত্যাকসংঘাতনিবেশী পুরুষঃ কাতরোহপি তদৌচিত্যাদনুগতয়েবাস্তে
তথা কাব্যব্যাক্যমপি সংঘাতবিশেষায়কসন্দানিতকাদিমধ্যনিবিষ্টং তদৌচিত্যেন
বর্ততে। মুক্তকং তু বিষয়শব্দেন যদুক্তং তৎসংঘাতাভাবেন স্বাতন্ত্র্যমাত্রং প্রদর্শয়িতুং
স্বপ্রতিষ্ঠিতমাকাশমিতি যথা। অপিশব্দেনেদমাহ - সত্যপি বক্তৃবাহৌচিত্যে
বিষয়ৌচিত্যং কেবলং তারতম্যভেদমাত্রব্যাপ্তম্, ন তু বিষয়ৌচিত্যেন বক্তৃবাচ্যো-
চিত্যং নিবার্যত ইতি। মুক্তকমিতি। মুক্তমন্তোনানালিঙ্গিতং তন্তু সংজ্ঞায়াং কম্।
তেন স্বতন্ত্রতয়া পরিসমাপ্তনিরাকাজ্জার্থমপি প্রবন্ধমধ্যাবর্ত্তি ন মুক্তকমিত্যুচ্যতে।
মুক্তকশৈব বিশেষণং সংস্কৃতেত্যাदि। ক্রমভাবিত্বার্থেব নির্দেশঃ। দ্বাত্যাং ক্রিয়া-
সমাপ্তৌ সন্দানিতকম্। ত্রিভির্বিশেষকম্। চতুর্ভিঃ কলাপকম্। পঞ্চপ্রভৃতিভিঃ
কুলকম্। ইতি ক্রিয়াসমাপ্তিক্রতা ভেদা ইতি দ্বন্দ্বেন নির্দিষ্টাঃ। অবাস্তরক্রিয়াসমাপ্তা-
বপি বসন্তবর্ণনাদিরেকবর্ণনীয়োদদেশেন প্রবৃত্তঃ পর্যায়বন্ধঃ একং ধর্ম্মাদিপুরুষার্থমুদ্दिष्ट
প্রকায়বৈচিত্র্যোপানন্তবৃত্তান্তবর্ণনপ্রকারা পরিকথা। একদেশবর্ণনা ঋণকথা। সকল-
ফলান্তেতিবৃত্তবর্ণনা সকলকথা। দ্বয়োরপি প্রাকৃতপ্রসিদ্ধত্বাদ্ দ্বন্দ্বেন নির্দেশঃ।
পূর্বেষাং তু মুক্তকাদীনাং ভাষায়ামনিয়মঃ। মহাকাব্যরূপঃ পুরুষার্থফলঃ সমস্তবস্ত-
বর্ণনাপ্রবন্ধঃ সর্গবন্ধঃ সংস্কৃত এব। অভিনেয়ার্থং দশরূপকং নাটিকাত্রোটকরাসক-
প্রকরণিকাভ্যন্তরপ্রপঞ্চসহিতমনেকভাষাব্যামিশ্ররূপম্। আখ্যায়িকোচ্ছাসাদিনা
বক্তৃপারবস্ত্রাদিনা চ মুক্তা। কথা তদ্বিরহিতা। উভয়োরপি গত্তবন্ধস্বরূপতয়া
দ্বন্দ্বেন নির্দেশঃ। আদিগ্রহণাচ্চম্পূঃ। যথাহ দণ্ডী - গত্তপত্তময়ী চম্পূঃ ইতি।
অন্তত্রেতি। রসবন্ধানভিনিবেশে।

যদা কবিঃ কবিনিবন্ধো বা বক্তা রসভাবরহিতস্তদা কামচারঃ। রসভাব-
সম্বন্ধে তু বক্তরি পূর্বোক্তমেবাসুসর্তব্যম্। তত্রাপি চ বিষয়োচিত্য-
মেব। আখ্যায়িকায়াং তু ভূম্না মধ্যমসমাসাদীর্ঘসমাসে এব সংঘটনে।
গদ্যস্ত বিকটবন্ধাশ্রয়েণ ছায়াবজ্জাৎ। তত্র চ তস্ত প্রকৃষ্টমাগজ্জাৎ।
কথায়াম্ তু বিকটবন্ধপ্রাচুর্যেহপি গদ্যস্ত রসবন্ধোক্তমৌচিত্যমসুসর্তব্যম্।

রসবন্ধোক্তমৌচিত্যং ভাতি সর্বত্র সংশ্রিতা।

রচনা বিষয়াপেক্ষং তত্ত্বু কিঞ্চিদ্ভিভেদবৎ ॥ ৯ ॥

অথবা পদ্যবদগদ্যবন্ধেহপি রসবন্ধোক্তমৌচিত্যং সর্বত্র সংশ্রিতা
রচনা ভবতি। তত্ত্বু বিষয়াপেক্ষং কিঞ্চিদ্ভিশেষবদ্ভবতি, ন তু সর্বা-
কারম্। তথা হি গদ্যবন্ধেহপ্যতিদীর্ঘসমাসা রচনা ন বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার-

ননু মুক্তকে বিভাবাদিসংঘটনা কথং যেন তদায়ত্তো রসঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যহ—
মুক্তকেদ্বিতি। অমরুৎকশ্চতি।

কথমপি কৃতপ্রত্যাপত্তৌ প্রিয়ে ঞ্জলিতোত্তরে

বিরহকুশল্য কৃদ্বা ব্যাজপ্রকল্পিতমশ্রুতম্।

অসহনসখীশ্রোত্রপ্রাপ্তিঃ বিশক্য্য সঙ্গভ্রমং

বিবলিতদৃশা শূন্তে গেহে সমুচ্ছ্বসিতং ততঃ ॥

ইত্যত্র হি শ্লোকে ক্ষুটেব বিভবাদিসম্পৎপ্রতীতিঃ। বিকটেতি। অসমাসান্নাং
হি সংঘটনায়াং মন্থররূপা প্রতীতিঃ সাকাক্ষ্য সতী চিরেণ ক্রিয়াপদং দূরবর্ত্যহুধাবন্তী
বাচ্যপ্রতীতাবেব বিশ্রান্তা সতী ন রসতত্ত্বচর্চণাযোগ্য স্তাদিতি ভাবঃ। প্রবন্ধা-
শ্রয়েদ্বিতি। সন্দানিতকাদিষু কুলকান্তেযু। যদি বা প্রবন্ধেহপি মুক্তকস্তাস্ত সন্তাবঃ,
পূর্বাপরনিরপেক্ষোপাধি হি যেন রসচর্চণা ক্রিয়তে তদেব মুক্তকম্। যথা—‘হামালিখ্য
প্রণয়কুপিताম্ ইত্যাদি শ্লোকঃ। কদাচিদিতি রৌদ্রাদিবিষয়ে। নাত্যন্তমিতি।
রসবন্ধে যো নাত্যন্তমভিনিবেশস্তস্তাদিতি সঙ্গতিঃ। বৃত্ত্যোচিত্যমিতি। পরুষোপনা-
গরিকাগ্রাম্যাণাং বৃত্তীনাংমৌচিত্যং যথাপ্রবন্ধং যথারসং চ। অগ্ৰথেনি কথামাত্র-
তৎপরে বৃত্তিষপি কামচারঃ। দ্বয়োরপীতি সপ্তমী কথাতাৎপরে সর্ববন্ধো যথা
ভট্টজয়ন্তকস্ত কাদম্বরীকথাসারম্। রসতাৎপর্যং যথা রবুৎশাদি। অগ্ৰে তু সংস্কৃত-
প্রাকৃতয়োর্দ্বয়োরিতি ব্যাচক্ষতে। তত্র তু রসতাৎপর্যং সাধীয় ইতি যদ্বক্তং তৎ
কিমপেক্ষয়েতি নেম্যার্থং স্তাৎ ॥ ৭ ॥

করুণয়োরাহ্যায়িকায়ামপি শোভতে । নাটকাদাবপ্যসমাসৈব রৌদ্র-
বীরাদিবর্ণনে । বিষয়াপেক্ষং হৌচিত্যং প্রমাণতোহপকৃষ্যতে প্রকৃষ্যতে
চ । তথা হ্যাহ্যায়িকায়ঃ নাত্যন্তমসমাসা স্ববিষয়েহপি নাটকাদৌ
নাতিদীর্ঘসমাসা চেতি সংঘটনাগ্না দিগমুসর্তব্য ।

ইদানীং অলক্ষ্যক্রমব্যক্ত্যা ধ্বনিঃ প্রবন্ধাত্মা রামায়ণমহাভারতাদৌ
প্রকাশমানঃ প্রসিদ্ধ এব । তস্মা তু যথা প্রকাশনং তৎ প্রতিপাद्यতে ।

বিভাবভাবানুভাবসঞ্চার্যৌচিত্যচারুণঃ ।

বিধিঃ কথাসরীরস্ত বৃত্তশ্রোত্রংপ্রেক্ষিতস্ত বা ॥ ১০ ॥

ইতিবৃত্তবশায়াতাং ত্যক্তাননুগুণাং স্থিতিম্ ।

উৎপ্রেক্ষ্যহ্যপ্যন্তরাভীষ্টরসোচিতকথোন্নয়ঃ ॥ ১১ ॥

সন্ধিসন্ধ্যঙ্গঘটনং রসাভিব্যক্ত্যপেক্ষয়া ।

ন তু কেবলয়া শাস্ত্রস্থিতিসম্পাদনেচ্ছয়া ॥ ১২ ॥

উদ্দীপনপ্রশমনে যথাবসরমন্তরা ।

রসস্তারক্বিশ্রান্তেরনুসন্ধানমঙ্গি নঃ ॥ ১৩ ॥

অলঙ্কৃতীনাং শক্তাবপ্যানুরূপোণ যোজনম্ ।

প্রবন্ধস্য রসাদীমাং ব্যঞ্জকহে নিবন্ধনম্ ॥ ১৪ ॥

প্রবন্ধোহপি রসাদীনাং ব্যঞ্জক ইতুঃক্ৰং তস্মা ব্যঞ্জকহে নিবন্ধনম্ ।

বিষয়াপেক্ষমিতি । গদ্যবন্ধস্ত ভেদা এব বিষয়ভেদানুসমুৎপাদ্যঃ ॥ ৮ ॥

স্থিতপক্ষস্ত দর্শয়তি—রসবন্ধোক্তমিতি । বৃত্তৌ চ বাশব্দোহষ্টৈশ্চ পক্ষস্ত স্থিতি-
ছোতকঃ । যথা

স্ত্রিয়ে নরপতিবহির্বিধং যুক্ত্য নিষেবিতম্ ।

স্বার্থায় যদি বা দুঃখসন্তারায়ৈব কেবলম্ ॥ ইতি ।

রচনা সংঘটনা । তর্হি বিষয়ৌচিত্যং সর্বথৈব ত্যক্তং নেত্যাহ—তদেব রসৌচিত্যং
বিষয়ং সহকারিতয়াপেক্ষ্য কিঞ্চিদ্বিভেদোহবাস্তরবৈচিত্র্যং বিদ্যতে যস্য সম্পাদ্যত্বেন
তাদৃশং ভবতি । এতদ্ব্যাচষ্টে তদ্বিতি । সর্বাকারমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ । অসমাসৈবেতি ।
সর্বজ্ঞেতি শেষঃ । তথা হি বাক্যাভিনয়লক্ষণে ‘চূর্ণপাতৈঃ প্রসন্নৈঃ’ ইত্যাদি মুনিরভ্য-
ধাৎ । অজ্ঞাপবাদমাহ—ন চেতি । নাটকাদাবিতি । স্ববিষয়েহপিতি সম্বন্ধঃ ॥ ৯ ॥

প্রথমং তাবদ্বিভাবানুভাবসঞ্চার্যোচিত্যচারুণঃ কথাসরীরন্ত বিধির্ষধা-
 যথং প্রতিপিপাদয়িষিতরসভাবাত্তপেক্ষয়া য উচিতো বিভাবো ভাবো-
 হনুভাবঃ সঞ্চারী বা তদৌচিত্যচারুণঃ কথাসরীরন্ত বিধির্ষাঙ্ককঙ্কে
 নিবন্ধনমেকম্ । তত্র বিভাবৌচিত্যং তাবৎ প্রসিদ্ধম্ । ভাবৌচিত্যং তু
 প্রকৃত্যৌচিত্যং । প্রকৃতির্হ্যুত্তমমধ্যমাধমভাবেন দিব্যমানুষাদিভাবেন
 চ বিভেদিনী । তাং যথাযথমনুশ্রুতাসঙ্কীর্ণঃ স্থায়ী ভার উপনিবধ্যমান
 ঔচিত্যভাগ্ ভবতি । অন্যথা তু কেবলমানুষাশ্রায়ণ দিব্যন্ত কেবল-
 দিব্যাশ্রয়েণ বা কেবলমানুষশ্রোংসাহাদয় উপনিবধ্যমানা অনুচিভা
 ভবন্তি । তথা চ কেবলমানুষশ্র রাজাদেবর্গনে সপ্তার্ণবলজ্বনাদিলক্ষণা
 ব্যাপারা উপনিবধ্যমানাঃ সৌষ্ঠবভূতোহপি নীরসা এব নিয়মেন
 ভবন্তি, তত্র স্বনৌচিত্যমেব হেতুঃ ।

ননু নাগলোকগমনাদয়ঃ সাতরাহনপ্রভৃতীনাং ক্ষয়ন্তে, তদলোক-
 সামান্যপ্রভাবাতিশয়বর্ণনে কিমনৌচিত্যং সর্বৌচিত্যভরণক্ষমাণাং ক্ষমা-
 ভুজামিতি । নৈতদস্তু ; ন বয়ং ক্রমো যৎপ্রভাবাতিশয়বর্ণনমনুচিতং
 রাজ্ঞাম্, কিং তু কেবলমানুষাশ্রয়েণ যোংপাণ্ডবস্তকথা ক্রিয়তে তন্ত্যং
 দিব্যমৌচিত্যং ন যোজনীয়ম্ । দিব্যমানুষায়াং তু কথায়ামুভয়ৌচিত্য-
 যোজনমবিরুদ্ধমেব । যথা পাণ্ডবাদিকথায়াম্ । সাতবাহনাদিষু তু

এবং সংঘটনায়াং চালক্ষ্যক্রমো দীপ্যত ইতি নির্ণীতম্ । প্রবন্ধে দীপ্যত ইতি
 তু নির্বিবাদসিদ্ধোৎপন্নমর্থ ইতি নাত্র বক্তব্যং কিঞ্চিদস্তু । কেবলং কবিসমুদয়ান্
 ব্যুৎপাদয়িতুং রসব্যাঞ্জে যেতিকর্তব্যতা প্রবক্ষ্য সা নিরূপ্যোত্যাশয়েনাহ—ইদানী-
 মিতি । ইদানীং তৎপ্রকারজাতং প্রতিপাণ্ডত ইতি সম্বন্ধঃ । প্রথমং তাবদ্বিভা
 প্রবক্ষ্য ব্যাঙ্ককঙ্কে যে প্রকারান্তে যে প্রকারান্তে ক্রমেণৈবোপযোগিনঃ । পূর্বং
 হি কথাপরীক্ষা । তত্রাধিকাবাপঃ ফলপর্যন্ততানয়নম্, রসং প্রাপ্তি জাগরণং, তদুচিত-
 বিভাবাদিবর্ণনেইলক্ষ্যরৌচিত্যমিতি । তৎক্রমেণ পঞ্চকং ব্যাচষ্টে—বিভাবেত্যাদিনা ।
 তদৌচিত্যেতি । শৃঙ্গারবর্ণনেচ্ছনা তাদৃশী কথা সংশ্লিষ্টায়া যস্যামৃত্যুমালাদেবী-
 ভাবশ্চ লীলাদেবরনুভাবশ্চ হর্ষধৃত্যাদেঃ সঞ্চারিণঃ ক্ষুট এব সন্ডাব ইত্যর্থঃ ।
 প্রসিদ্ধমিতি । লোকে ভরতশাস্ত্রে চ । ব্যাপার ইতি । তদ্বিশ্রোংসাহোপলক্ষণ-

যেষু বাবদপদানং জায়তে তেষু তাবদ্ব্যাক্রমভুগম্যমানমভুগুণেহেন প্রতি-
ভাসতে । ব্যতিরিক্তং তু তেষামেবোপনিবধ্যমানমভুচিতম্ । তদয়মত্র
পরমার্থঃ—

অনৌচিত্যাদৃতে নাগ্ৰহসভঙ্গস্য কারণম্ ।

প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্ত রসস্তোপনিষৎ পরা ॥

অতএব চ ভরতে প্রখ্যাতবস্তুবিষয়ং প্রখ্যাতোদাত্তনায়কং চ
নাটকস্তাবশ্যকর্তব্যতয়োপশ্রস্তম্ । তেন হি সায়কৌচিত্যানৌচিত্য-
বিষয়ে কবিনং ব্যামুহতি । যন্তুংপাণ্ডবস্ত নাটকাদি কুর্ধাত্তপ্রসিদ্ধানু-
চিতনায়কস্বভাববর্ণনে মহান্ প্রমাদঃ ।

নহু যত্নসাহাদিভাববর্ণনে কথঞ্চিদিব্যমানুষ্ঠাতৌচিত্যপরীক্ষা
ক্রিয়তে তৎ ক্রিয়তাম্, রত্যাদৌ তু কিং তয়া প্রয়োজনম্ ; রতীহি
ভারতবর্ষৌচিত্যে নৈব ব্যবহারেণ দিধ্যানামপি বর্ণনীয়েতি স্থিতিঃ ।
নৈবম্ ; তত্রৌচিত্যাদিক্রমেণ স্মৃতরাং দোষঃ । তথা হৃদমপ্রকৃত্যো-
চিত্যেনোত্তমপ্রকৃতেঃ শৃঙ্গারোপনিবন্ধনে কা ভবেন্নোপহাস্তাতা । ত্রিবি-
ধং প্রকৃত্যৌচিত্যং ভারতে বর্ষেহপ্যস্তি শৃঙ্গারবিষয়ম্ । যন্তুদিব্যমৌ-
চিত্যং তত্তত্রানুপকারকমেবেতি চেৎ—ন বয়ং দিব্যমৌচিত্যং শৃঙ্গার-
বিষয়মগ্রং কিঞ্চিদ্ ক্রমঃ । কিং তহি ? ভারতবর্ষবিষয়ে যথোত্তম-
নায়কেষু রাজাদিষু শৃঙ্গারোপনিবন্ধস্তথা দিব্যাশ্রয়োহপি শোভতে ।

মেতৎ । স্বাধৌচিত্যং হি ব্যাখ্যায়হোনাপক্রান্তং নানুভাবৌচিত্যম্ । সৌষ্ঠবভূতো-
হপীতি । বর্ণনামহিয়েত্যর্থঃ । তত্র স্থিতি নীরসত্বে । ব্যতিরিক্তং স্থিতি ।
অধিকমিত্যর্থঃ ।

এতদ্বক্তব্যং ভবতি—তত্র বিনেয়ানাং প্রতীতিখণ্ড না ন জায়তে তাদৃগ্বর্ণনীয়ম্ ।
তত্র কেবলমানুষস্য একপদে সপ্তার্ঘবলজনমসস্তাব্যমানতন্নানুতমিতি হৃদয়ে ক্ষুর-
দ্বপদেশ্য চতুর্বর্ণোপায়শ্যাপালীকতাং বুদ্ধ্যৌ নিবেশয়তি । রামাদেস্ত তথাবিধমপি
চরিতং পূর্বপ্রসিদ্ধিপূরুষপরিপচিতসম্প্রত্যায়োপারুঢ়মসত্যতত্ত্বা ন চকাস্তি । অতএব
তস্তাপি যদা প্রভাবান্তরমুৎপ্রেক্ষ্যতে তদা তাদৃশমেব । নহসস্তাবনাপদং বর্ণনীয়-
মিতি । তেন হীতি । প্রখ্যাতোদাত্তনায়কবস্তুত্বেন । ব্যামুহতীতি কি বর্ণোদয়মিতি ।

ন চ রাজাদিষু প্রসিদ্ধগ্রাম্যশৃঙ্গারোপনিবন্ধনং প্রসিদ্ধং নাটকাদৌ, তথৈব দেবেষু তৎ পরিহর্তব্যম্। নাটকাদেবভিনেয়ার্থত্বাদভিনেয়শ্চ চ সন্তোগশৃঙ্গারবিষয়স্তাসভ্যত্বান্তত্র পরিহার ইতি চেৎ—ন ; যত্নাভনয়-স্বৈবংবিষয়স্তাসভ্যতা তৎকাব্যসৈবংবিষয়শ্চ সা কেন নিবার্যতে ? তস্মাদভিনেয়ার্থেহনভিনেয়ার্থে বা কাব্যে যত্নতমপ্রকৃতে রাজাদেবরুস্তম-প্রকৃতিভিনায়িক্যভিঃ সহ গ্রাম্যসন্তোগবর্ণনং তৎপিত্রোঃ সন্তোগবর্ণন-মিব স্মরতামসভ্যম্। তথৈবোত্তমদেবতাদিবিষয়ম্।

ন চ সন্তোগশৃঙ্গারশ্চ সুরতলক্ষণ এবৈকঃ প্রকারঃ, যাবদন্তেহপি প্রভেদাঃ পরস্পরপ্রেমদর্শনাদয়ঃ সম্ভবন্তি, তে কস্মাদুত্তমপ্রকৃতিবিষয়ে ন বর্ণ্যন্তে ? তস্মাদুৎসাহবদ্রতাবপি প্রকৃত্যোচিত্যমনুসৰ্ত্তব্যম্। তথৈব বিস্ময়াদিষু। যদ্বৈবংবিধে বিষয়ে মহাকবীনাং প্যাসমীক্ষ্যকারিতা লক্ষ্যে দৃশ্যতে স দোষ এব। স তু শক্তিতিরস্কৃতত্বাভেদাৎ ন লক্ষ্যত ইত্যুক্ত-মেব। অনুভাবোচিত্যং তু ভরতাদৌ প্রসিদ্ধমেব।

ইয়ত্ত্ব্যচ্যতে—ভরতাদিবিরচিতাং স্থিতিং চানুবর্তমানেন মহাকবি-প্রবন্ধাংশ্চ পর্যালোচয়তা স্বপ্রতিভাং চানুসরতা কবিনাবহিতচেতসা ভূত্বা বিভাবাদৌচিত্যভ্রংশপরিত্যাগে পরঃ প্রযত্তো বিধেয়ঃ। ঔচিত্য-বতঃ কথাশরীরশ্চ বৃদ্ধস্তোৎপ্রেক্ষিতশ্চ বা গ্রহো ব্যঞ্জক ইত্যনেনৈতৎ

যস্মিতি কবিঃ। মহান্ প্রমাদ ইতি। তেনোৎপাদ্যবস্ত নাটকাদি ন নিরূপিতং মুনিনেতি ন কর্তব্যমিতি তাৎপর্যম্। আদিশব্দঃ প্রকারে, হিমাংসুঃ প্রসিদ্ধদেবচরিতশ্চ সঙগ্রহোইর্থঃ।

অগন্ত —‘উপলক্ষণমুক্তো বহুব্রীহিরিতি প্রকরণমত্রোক্তমি’ ত্যাহ ! ‘নাটকাদি ইতি বা পাঠঃ। তত্রাদিগ্রহণং প্রকারসূচকম্, তেন মুনিনিরূপিতে নাটকালক্ষণে ‘প্রকরণনাটকযোগাঙ্কং বস্ত নাটকো নূপতিঃ’ ইত্যত্র যথাসংখ্যেন ‘প্রখ্যাতো-দাতনূপতিনায়কত্বং বোদ্ধব্যমিতি ভাবঃ। কথং তর্হি সন্তোগশৃঙ্গারঃ কবিনা নিবধ্য-তামিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। তথৈবেতি। মুনির্নাপি স্থানে স্থানে প্রকৃত্যোচিত্য-মেব বিভাবানুভাবাদিষু বহুতরং প্রমাণীকৃতং ‘স্বৈর্যোগোত্তমমধ্যমাধমানাং নীচানাং সম্মুখো’ ইত্যাদি বদত।

প্রতিপাদয়তি—যদিতিহাসাদিষু কথাসু রসবতীষু বিবিধাসু সতীষুপি যন্তত্র বিভাবার্থোচিত্যবৎ কথাসরীরং তদেব গ্রাহং নেতরং। বৃত্তাদপি চ কথাসরীরাত্মংপ্রেক্ষিতে বিশেষতঃ প্রযত্নবতা ভবিতব্যম্। তত্র হনব-
ধানাং স্থলতঃ কবেরব্যুৎপত্তিসম্ভাবনা মহতী ভবতি।

পরিকরশ্লোকশ্চাত্র—

কথাসরীরমুৎপাত্তবস্তু কার্যং তথাতথা।

যথা রসময়ং সর্বমেব তৎ প্রতিভালতে ॥

তত্র চাত্ত্যপায়ঃ সমাখ্যিভাবার্থোচিত্যাসুরগম্। তচ্চ দর্শিতমেব।
কিঞ্চ—

সন্তি সিদ্ধরসপ্রখ্যা যে চ রামায়ণাদয়ঃ ॥

কথাস্রয়া ন তৈর্যোজ্যা। স্বেচ্ছা রসবিরোধিনী ॥

ইয়ংপ্রতি। লক্ষণস্তত্ত্বং লক্ষ্যপরিশীলনমদৃষ্টপ্রসাদোদিতত্বপ্রতিভাশালিত্বং চানু-
সর্তব্যমিতি সংক্ষেপঃ। রসবতীষিতানাদরে সপ্তমী। রসবৎ চাবিবেচকজ্ঞানাভি-
মানাভিপ্ৰায়েণ মন্তব্যম্। বিভাবার্থোচিত্যেণ হি বিনা কা রসবত্তা। কবেরিতি।
ন হি তত্রৈতিহাসবশাদেব ময়া নিবন্ধমিতি জাত্যন্তরমপি সম্ভবতি। তত্র চেতি।
রসময়ত্বসম্পাদনে। সিদ্ধেতি। সিদ্ধঃ আশ্বাদমাত্রাশেষো ন তু ভাবনীয়ো রসো
যেষু। কথানামাস্রয়া ইতিহাসাঃ, তৈরিতিহাসার্থেঃ তৈঃ সহ স্বেচ্ছা ন যোজ্যা।
সহার্থশ্চাত্র বিষয়বিষয়িতাব ইতি ব্যাচষ্টে—তেষ্যিতি সপ্তম্যা। স্বেচ্ছা তেষু ন
যোজ্যা, কথাস্রয়া যদি যোজ্যতে তৎপ্রসিদ্ধরসবিরুদ্ধা ন যোজ্যা। যথা রামস্তু
ধীরললিতত্বযোজনে ন নাটিকানায়কত্বং কচ্চিৎ কুর্বাদিতি ত্বতান্ত্রসমঞ্জসম্। যদু-
মিতি। রামাভ্যুদয়ে যশোবর্ণনা—‘স্থিতমিতি যথা শয্যাম্’। কালিদাসেতি।
রঘুবংশে অজাদীনং রাজ্ঞাং বিবাহাদিবর্ণনং নেতিহাসেসু নিরূপিতম্। হরিবিজয়ে
কান্তানুগমনাঙ্গেনে পারিজাতহরণাদিনিরূপিতমিতিহাসেস্বদৃষ্টমপি। তথার্জুনচরিতে-
হর্জুনস্তু পাতালবিজয়াদিবর্ণিতমিতিহাসাপ্রসিদ্ধম্। এতদেব যুক্তমিত্যাহ—কবি-
নেতি। সঙ্ঘীনামিতি। ইহ প্রভুসম্মিতেভ্যঃ ঋতিস্ব্যতিপ্রভৃতিভ্যঃ কর্তব্যমিদমিত্যা-
জ্ঞামাত্রপরমার্থেভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যো যে ন ব্যুৎপন্নাঃ, ন চাপ্যশ্চেদং বৃত্তমধুগ্ধাং কৰ্ম্মণ
ইত্যেবং যুক্তিযুক্তকর্মফলসম্বন্ধপ্রকটনকারিভ্যো মিত্রসম্মিতেভ্যঃ ইতিহাসশাস্ত্রেভ্যো

তেষু হি কথাশ্রয়েযু তাবৎ স্বৈচ্ছৈব ন যোজ্যা । যত্নক্ৰম্ — ‘কথামার্গে
ন চাল্লোহপ্যতিক্রমঃ ।’ স্বৈচ্ছাপি যদি যোজ্যা তদ্রসবিরোধিনী ন
যোজ্যা ।

ইদমপরং প্রবন্ধস্ত রসাভিব্যঞ্জকত্বে নিবন্ধনম্ । ইতিবৃত্তবশায়াতাং
কথঞ্চিদ্রসমানুগুণাং স্থিতিং ত্যক্ত্বা পুনরুৎপ্রেক্ষ্যাপ্যন্তরাভীষ্টরসোচিত-
কথোন্নয়ো বিধেয়ঃ যথা কালিদাসপ্রবন্ধেষু । যথা চ সর্বসেনবিরচিত্তে
হরিবিজয়ে । যথা চ মদীয় এবাজুনচরিতে মহাকাব্যে । কবিনা
কাব্যমুপনিবদ্ধতা সর্বাঙ্গনা রসপরতন্ত্রেণ ভবিতব্যম্ । তত্রৈতিবৃত্তে যদি

লব্ধব্যুৎপত্তয়ঃ, অথ চাবশ্যং ব্যুৎপাতাঃ প্রজ্ঞার্থসম্পাদনযোগ্যতাক্রান্তা রাজপুত্র-
প্রায়ান্তেষাং হৃদয়ানুপ্রবেশমুখেন চতুর্বর্গোপায়ব্যুৎপত্তিরাদেয়া । হৃদয়ানুপ্রবেশ-
রসাস্বাদময় এব । স চ রসচতুর্বর্গোপায়ব্যুৎপত্তিনান্তরীয়কবিতাবাদিসংযোগপ্রসাদো-
পনত ইত্যেবং রসোচিতবিভাবাহ্যপনিবন্ধে রসাস্বাদবৈবশ্যমেব স্বরসভাবিত্যাং ব্যুৎ-
পত্তৌ প্রযোজকমিতি প্রীতিরেব ব্যুৎপত্তেঃ প্রযোজিকা । প্রীতায়্যা চ রসস্তদেব
নাট্যাং নাট্যমেব বেদ ইত্যনুপাধ্যায়ঃ । ন চৈতে প্রীতিব্যুৎপত্তী ভিন্নরূপে এব,
দ্বয়োরপেক্যবিষয়দ্বাং । বিভাবাগৌচিতি্যমেব হি সত্যতঃ প্রীতেন্নিদানমিত্যসকুদ-
বোচ্যম্ । বিভাবাদীনাং তদ্রসোচিতানাং যথাস্বরূপবেদনং ফলপর্যন্তীভূততয়া
ব্যুৎপত্তিরিত্যচ্যতে । ফলং চ নাম যদদৃষ্টবশাদ্বেবতাপ্রসাদাদন্ততো বা জায়তে ।
ন চ তদ্রূপদেখ্যং, তত উপায়ে ব্যুৎপত্ত্যযোগাৎ । তেনোপায়ক্রমেণ প্রবৃত্তস্ত সিদ্ধিঃ
অনুপায়দ্বারেণ প্রবৃত্তস্ত নাশ ইত্যেবং নান্যকপ্রক্রিনাৎকগতত্বেনার্থানর্থোপায়ব্যুৎপত্তিঃ
কার্য্য । উপায়শ্চ কর্তৃত্বাশ্রয়মাণঃ পঞ্চাবস্থা ভজতে । তদ্ব্যবস্থাপনং স্বরূপাং কিঞ্চি-
দ্বচ্ছিন্নতাং, কার্য্যসম্পাদনযোগ্যতাং, প্রতিবন্ধোপনিপাতেনাশঙ্ক্যমানতাং, নিবৃত্ত-
প্রতিপক্ষতায়াং, বাধকবাধনেন স্বদৃঢ়ফলপর্যন্ততাম্ । এবমার্তিসহিষ্ণুনাং বিপ্রলম্ব-
ভীকুণাং প্রেক্ষাপূর্বকারিণাং তাবদেবং কারণোপাদানম্ । তা এবংবিধাঃ পঞ্চাবস্থাঃ
কারণগতা মুনিমোক্তাঃ :-

সংসাধ্যো ফলযোগে তু ব্যাপারঃ কারণস্ত যঃ ।

তস্তানুপূর্ব্যা বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চাবস্থাঃ প্রযোক্তৃভিঃ ॥

প্রারম্ভশ্চ প্রযত্নশ্চ তথা প্রাপ্তেঃ সন্তবঃ ।

নিয়তা চ ফলপ্রাপ্তিঃ ফলযোগশ্চ পঞ্চমঃ ॥ ইতি

রসানুগুণাং স্থিতিং পশ্যেত্তদেমাং ভঙ্ক্যাপি স্বতন্ত্রতয়া রসানুগুণং
কথাস্তরমুৎপাদয়েৎ । ন হি কবেরিতিবৃত্তমাত্রনির্বহণেন কিঞ্চিৎ প্রয়ো-
জনম্, ইতিহাসাদেব তৎসিদ্ধেঃ ।

রসাদিব্যঞ্জকত্বে প্রবন্ধস্ত চেদমন্ত্যমুখ্যং নিবন্ধনং যৎ সন্ধীনাং মুখ-
প্রতিমুখগর্ভাবমর্শনির্বহণাখ্যানাং তদঙ্গানাং চোপক্ষেপাদীনাং ঘটনং
রসাভিব্যক্ত্যপেক্ষয়া, যথা রত্নবল্যাম্ ; ন তু কেবলং শাস্ত্রস্থিতিসম্পাদ-

এবং যা এতাঃ কারণশ্চাবস্থান্তৎসম্পাদকং যৎকতুরিতিবৃত্তং পঞ্চধা বিভক্তম্ ।
ত এব মুখপ্রতিমুখগর্ভাবমর্শনির্বহণাখ্যা অর্থন্যমানঃ পঞ্চ সঙ্কয় ইতিবৃত্তখণ্ডাঃ, সন্ধীয়ন্ত
ইতি ক্কা । তেষামপি সন্ধীনাং স্বনির্বাছং প্রতি তথা ক্রমদর্শনাদবাস্তরভিন্না
ইতিবৃত্তভাগাঃ সঙ্ক্যানি — ‘উপক্ষেপঃ পরিকরঃ পয়িত্তসো বিলোভনম্’ ইত্যাদীনি ।

অর্থপ্রকৃতয়োৎপ্রেবাস্তভূতাঃ । তথা হি স্বায়ত্তসিদ্ধেবীজং বিন্দুঃ কার্যমিতি
তিস্রঃ । বীজেন সর্বব্যাপারাঃ বিন্দুনাহুসন্ধানং কার্ষেণ নির্বাছঃ সন্দর্শনপ্রার্থনা-
ব্যবসায়রূপা হোতান্তিস্রোত্বর্থসম্পাদ্যে কতুরঃ প্রকৃতয়ঃ স্বভাববিশেষাঃ । সচিবায়ত্ন-
সিদ্ধত্বে তু সচিবস্ত তদর্থমেব বা স্বার্থমেব বা স্বার্থমপি বা প্রবৃত্তয়েন প্রকীর্ত্তপ্রসিদ্ধ-
ত্বাভ্যাং প্রকরীপতাকাব্যাপদেস্তয়োভয়প্রকারসম্বন্ধী ব্যাপারবিশেষঃ প্রকরীপতাকা-
শব্দাভ্যামুক্ত ইতি । এবং প্রস্তুতফলনির্বহণান্ত্যাদিকারিকস্ত বৃত্তস্ত পঞ্চসঙ্কয়ং
পূর্বসঙ্কাজতা চ সর্বজনব্যুৎপত্তিদায়িনী নিবন্ধনীয়্য । প্রাসঙ্গিকে স্থিতিবৃত্তে নায়ং
নিয়ম ইত্যুক্তম্ ।

‘প্রাসঙ্গিকে পরার্থস্থান্ন হ্যেব নিয়মো ভবেৎ’

ইতি মুনির্ন । এবং স্থিতে রত্নাবল্যাং বীরললিতস্ত নারকস্ত ধর্ম্মাবিরুদ্ধসন্তোগ-
সেবায়ামনৌচিত্যাভাবাং প্রত্যুত ন-নিঃস্বথঃ স্যাদিতি স্লাঘ্যত্বাং পৃথ্বীরাজ্যমহাফলা-
স্তরাহুবন্ধিকম্বালাভফলোদ্দেশেন প্রস্তাবনোপক্রমে পঞ্চাপি সঙ্কয়োৎপ্রেবাস্তপঞ্চ-
সহিতাঃ সমুচিতসঙ্কাজপরিপূর্ণা অর্থপ্রকৃতিযুক্তা দর্শিতা এব । ‘প্রারম্ভেহস্মিন্-
স্বামিনো বুদ্ধিহেতৌ’ ইতি হি বীজাদেব প্রভৃতি ‘বিশান্তবিগ্রহকথঃ’ ইতি রাজ্যং
নির্জিতশক্ৰ’ ইতি চ বচোভিঃ ‘উপভোগসেবাবসরোৎসবম্’ ইত্যুপক্ষেপাং প্রভৃতি হি
নিরূপিতম্ । এতত্ত্ব সমস্তসঙ্কাজস্বরূপং তৎপাঠপৃষ্ঠে প্রদর্শ্যমানমতিতমাং গ্রহ-
গৌরবমাবহতি । প্রত্যেকেন তু প্রদর্শ্যমানং পূর্বাপরাস্ত্রসন্ধানবন্ধাতয়া কেবলং
সংমোহদায়ি ভবতীতি ন বিততম্ । অস্ত্যর্থস্ত যত্নাবধেয়ত্বেনেষ্টত্বাং স্বকর্থেন যো

নেচ্ছয়া । যথা বেগীসংহারে বিলাসাখ্যস্ত প্রতিমুখসঙ্ক্যঙ্গস্ত প্রকৃতরস-
নিবন্ধানন্তুগুণমপি দ্বিতীয়েহন্ধে ভরতমতানুসরণমাত্রৈচ্ছয়া ঘটনম্ ।
ইদং চাপরং প্রবন্ধস্ত রসব্যঞ্জকত্বে নিমিত্তং যদুদ্দীপনপ্রশমনে যথাবসর-
মন্তরা রসস্ত, যথা রত্নাবল্যামেব । পুনরারন্ধবিশ্রান্তে রসস্থান্ধিনোহনু-
সন্ধিশ্চ । যথা তাপসবৎসরাজে । প্রবন্ধবিশেষস্ত নাটকাদে যসব্যক্তি-
নিমিত্তমিদং চাপরমবগন্তব্যং যদলঙ্কৃতীনাং শক্তাবপ্যানুরূপোপযোগ্যোজনম্ ।

ব্যতিরেক উক্তো ‘ন তু কেবলয়া’ ইতি তস্যোদাহরণমাহ—নত্বিতি । কেবলশব্দ-
মিচ্ছাশব্দঞ্চ প্রযুজ্ঞানস্বায়মাশয়ঃ ভরতমুনিনা সঙ্ক্যঙ্গানাং রসাদ্ভূতমিতিবৃত্তপ্রশস্ত্যো-
পাদনমেব প্রয়োজনমুক্তম্—ন তু পূর্বরঙ্গাদ্ভবদৃষ্টসম্পাদনং বিঘ্নাদিবারণং বা ।
যথোক্তম্—

ইষ্টস্থানস্ত রচনা বৃত্তান্তস্থানপক্ষয়ঃ ।

রাগপ্রাপ্তিঃ প্রয়োগস্ত গুহ্যানাং চৈব গূহনম্ ॥

আশ্চর্যবদভিখ্যানং প্রকাশ্যানাং প্রকাশনম্ ।

অঙ্গানাং ষড়্ বিধং হেতদ্ দৃষ্টং শাস্ত্রে প্রয়োজনম্ ॥ ইতি ।

ততশ্চ—

সমীহা রতিভোগার্থা বিলাসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

ইতি প্রতিমুখসঙ্ক্যঙ্গবিলাসলক্ষণে । রতিভোগশব্দ আধিকারিকরসস্থায়িত্বাবো-
পব্যঞ্জকবিভাবাদুপলক্ষণার্থেইন প্রযুক্তঃ, যথা তদ্বং নাধিগতার্থম্ ইতি, প্রকৃতো হত্র
বীররসঃ । উদ্দীপন ইতি । উদ্দীপনং বিভাবাদিপরিশ্রুয়মায়া । যথা—‘অয়ং স রাজা
উদয়গো ত্তি’ ইত্যাদি সাগরিকায়্যাঃ । প্রশমনং বাসবদন্তাতঃ পলায়নে । পুনরু-
দ্দীপনং চিত্রফলকোন্নেথে । প্রশমনং স্তম্ভতাং প্রবেশো ইত্যাদি । গাঢ়ং হনবরত-
পরিমুদিতো রসঃ স্কুমারমালতীকুসুমবজ্রাটিতে্যেব স্নানিমবলম্বেত । বিশেষতস্ত
শৃঙ্গার । যদাহ মুনিঃ—

যদ্যমাভিনিবেশিত্বং যতশ্চ বিনিবার্যতে ।

দ্রলভত্বং যতো নার্যা কামিনঃ সা পরা রতিঃ ॥ ইতি ।

বীররসাদবপি যথাবসরমুদ্দীপনপ্রশমনাভ্যাং বিনা ষাটিতে্যেবাত্তফলকল্পে সাধ্যে
লক্ষে প্রকটীচিকীৰ্ষিত উপায়োপেয়তাবো ন প্রদর্শিত এব স্থাৎ । পুনরিত্তি । ইতিবৃ-
বশাদারকাশক্যমানপ্রায়া ন তু সর্বথৈবোপনতা বিশ্রান্তির্বিচ্ছেদো যন্ত স তথা ।

শক্তো হি কবিঃ কদাচিদলঙ্কারনিবন্ধনে তদাক্ষিপ্ততয়ৈবানপেক্ষিতরস-
বন্ধঃ প্রবন্ধমারভতে তত্পদদেশার্থমিদমুক্তম্ । দৃশ্যন্তে চ কবয়োহলঙ্কার-
নিবন্ধনৈকরসা অনপেক্ষিতরসাঃ প্রবন্ধেষু ।

কিঞ্চ—

অনুস্থানোপমায়াপি প্রাভেদা য উদাহৃতঃ ।

ধ্বনেনরশ্ম প্রবন্ধেষু ভাসতে সোহপি কেষুচিৎ ॥ ১৫ ॥

রসশ্চেতি । রসান্ধভূতস্ত কস্তাপীতি যাবৎ । তাপসবৎসরাজে হি বাসবদত্তাবিষয়ো
জীবিতসর্বথাতিমানায়া প্রেমবন্ধস্তদ্বিত্যাদিত্যাদিচিহ্নাৎ করুণবিপ্রলভ্যাদিভূমিকাং গৃহ্ণন্
সমস্তেতিবৃত্তব্যাপী । রাজ্যপ্রত্যাপত্তা হি সচিবনীতিমহিমোপনতয়া তদঙ্গভূতপদ্মা-
বতীলাভানুগতয়াগুপ্রাণ্যমানরূপা পরমামভিলষণীয়তমতাং প্রাপ্তা বাসবদত্তাবি-
গতিরেব তত্র ফলম্ । নির্বহণে হি প্রাপ্তা দেবী ভূতধাত্রী চ ভূয়ঃ সংবন্ধোৎকর্ষদর্শকেন'
ইত্যেবং দেবীলাভপ্রাধাত্যং নির্বাহিতম্ । ইয়তি চেতিবৃত্তবৈচিত্র্যচিত্রে ভিজি-
স্থানীয়ো বাসবদত্তাপ্রেমবন্ধঃ প্রথমমস্ত্রারস্তাং প্রভৃতি পদ্মাবতীবিবাহাদৌ, তশ্চৈব
ব্যাপারাত্ । তেন স এব বাসবদত্তাবিষয়ঃ প্রেমবন্ধঃ কথাবশাদাশঙ্ক্যমানবিচ্ছেদো-
ৎপাদ্যনুসংহিতঃ । তথা হি—প্রথমে তাবদন্ধে ক্ষুটং স এবোপনিবন্ধঃ তদ্বক্তে ন্দু-
বিলোকনেন দিবসো নীতঃ প্রদোষস্তথা তদগোষ্ঠৈব' ইত্যাদিনা, 'বন্ধোৎকর্ষমিদং
মনঃ কিমথবা প্রেমাঃসমাপ্তোৎসবম্' ইত্যাহেন । দ্বিতীয়েহপি 'দৃষ্টির্নামৃতবর্ষিণী
স্মিতমধুপ্রস্রাবি বক্ত্রং ন কিম্' ইত্যাদিনা স এব বিচ্ছিন্নোৎপাদ্যনুসংহিতঃ ।
ভতীয়েহপি

সর্বত্র জলিতেষু বেষ্মস্ব ভয়াদালীজনে বিদ্রুতে

শ্বাসোৎকম্পবিহস্তয়া প্রতিপদং দেব্যা পতন্ত্যা তথা ।

হা নাথেনি মুহু প্রলাপপরয়া দক্ষং বরাক্যা তয়া

শান্তেনাপি বয়ং তু তেন দহনেনাগ্রাপি দহ্যামহে ॥

ইত্যাদিনা । চতুর্থেহপি

দেবী স্বীকৃতমানসস্য নিয়তং স্বপ্নায়মানস্য মে

তদগোত্রগ্রহণাদিয়ং স্রবদনা যান্নাৎ কথং ন ব্যথাম্ ।

ইথং যন্ত্রণয়া কথম্ কথমপি ক্ষীণা নিশা জাগ্রতে

দাক্ষিণ্যোপহতেন সা প্রিয়তমা স্বপ্নেহপি নাসাদিতা ॥

অস্ত্র বিবক্ষিতাশ্রুপরাচ্যস্ত্র ধ্বনেনরহুরণনরূপব্যাক্ষ্যোহপি যঃ প্রভেদ
উদাহৃতো দ্বিপ্রকারঃ সোহপি প্রবক্ষেমু কেযুচিদ্যোততে । তদ্বথা
মধুমধনবিজয়ে । পাঞ্চজন্তোক্তিশু । যথা বা মমৈব কামদেবস্ত্র সহচর-
সমাগমে বিষমবাণলীলায়াম্ । যথা চ গৃধ্রগোমায়ুসংবাদাদৌ মহাভারতে ।

সুপ্তিঙ্ বচনসম্বন্ধৈস্তথা কারকশক্তিভিঃ ।

কৃতদ্বিতসমাসৈশ্চ ছোটোহলক্ষ্যক্রমঃ কচিৎ ॥ ১৬ ॥

ইত্যাদিনা । পক্ষেমেহপি সমাগমপ্রত্যাশয়া করুণে নিবৃন্তে বিপ্রলন্তেংকুরিতে,

তথাভূতে তস্মিন্ মুনিবচসি জাতাগসি ময়ি

প্রযত্নান্তগুণাং কৃষমুপগতা মে প্রিয়তমা ।

প্রসীদেতি প্রোক্তা ন খলু কুপিতেহ্যুক্তিমধুরং

সমুদ্ভিন্না পীতৈর্নয়নসলিলৈঃস্থাস্তি পুনঃ ॥

ইত্যাদিনা । ষষ্ঠেহপি ‘স্বংসম্প্রাপ্তিবিলোভিতেন সচিবৈঃ প্রাণা ময়া ধারিতাঃ’
ইত্যাদিনা । অলঙ্কৃতীনাংমিতি যোজনাপেক্ষয়া কর্মণি ষষ্ঠী । দৃশ্যন্তে চেতি । যথা
স্বপ্নবাসবদন্তাখ্যে নাটকে—

‘স্বঞ্চিতপক্ষকপাটং নয়নদ্বারং স্বরূপতাড়েন ।

উদঘাট্য সা প্রবিষ্টা হৃদয়গৃহং মে নৃপতনুজা ॥ ১৪ ॥ ইতি ।

ন কেবলং প্রবক্ষেন সাক্ষাদ্ব্যাক্ষ্যো রসো যাবৎ পারস্পর্যেণাপীতি দর্শয়িত্বনুপ-
ক্রমতে—কিঞ্চেতি । অনুমানোপমঃ—শব্দশক্তিমূলোহর্থশক্তিমূলশ্চ, যো ধ্বনে:
প্রভেদ উদাহৃতঃ স কেযুচিৎ প্রবক্ষেমু নিমিত্তভূতেষু ব্যঞ্জকেষু সংস্রব্য্যক্ত্য
স্থিতঃ সন্ । অশ্বেতি রসাদিধ্বনে: প্রকৃতশ্চ ভাসতে ব্যঞ্জকতয়েতি শেষঃ । বৃত্তি-
গ্রহোহিষ্যবমেব যোজ্যঃ ! অথ বানুমানোপমঃ প্রভেদ উদাহৃতো যঃ প্রবক্ষেমু ভাসতে
অস্ত্রাপি ‘ছোটোহলক্ষ্যক্রমঃ কচিৎ’ ইত্যুত্তরশ্লোকেন কারিকাবৃত্তো: সঙ্গতিঃ ।

এতদ্বক্তং ভবতি—প্রবক্ষেন কদাচিদহুরণনরূপব্যাক্ষ্যো ধ্বনিঃ সাক্ষাদ্ব্যজ্যতে স তু
রসাদিধ্বনৌ পর্যবস্তুতীতি । যদি তু স্পষ্টমেব ব্যাখ্যায়তে তদা গ্রহশ্চ পূর্বোত্তরশ্রা-
লক্ষ্যক্রমবিষয়শ্চ মধ্যে গ্রহোহয়মসঙ্গতঃ শ্রাৎ, নীরসত্বং চ পাঞ্চজন্তোক্ত্যাদীনামুক্তং
শ্রাদিত্যলম্ । লীলাদাতা শুধ্যুড়্ঢাসঅলমহিমগুল সশ্চিঅ অজ্জ ।

কীঅম্হণালাহরতুজ্জআই অঙ্গাখি ॥

ইত্যাদয়ঃ পাঞ্চজন্তোক্তয়ো কল্পিতবিপ্রলব্ধবাহুদেবশয়প্রতিভেদনাতিপ্রায়মভি-

অলক্ষ্যক্রমো ধ্বনেনায়া রসাদিঃ সুবিশেষৈস্তিঙ্ বিশেষৈর্বচন-
বিশেষৈঃ সম্বন্ধবিশেষৈঃ কারকশক্তিभिः কুদ্বিশেষৈস্তদ্ধিতবিশেষৈঃ
সমাসৈশ্চেতি । চশকান্নিপাতোপসর্গকালাদিभिः প্রযুক্তৈরভিব্যজ্যমানো
দৃশ্যতে । যথা —

নৃকারো হয়মেব মে যদরয়স্তত্রাপ্যসৌ তাপসঃ

সোহপ্যত্রৈব নিহন্তি রাক্ষসকুলং জীবত্যহো রাবণঃ ।

ধিক্ষিকৃচ্ছক্রেজিতং প্রবোধিতবতা কিং কুন্তকর্ণেন বা

স্বর্গগ্রামটিকাবিলুণ্ঠনবুখোচ্ছুনৈঃ কিমেতিভূঁ জৈঃ ॥

ব্যঞ্জয়ন্তি । সোহভিব্যক্তঃ প্রকৃতরসস্বরূপপর্যবসায়ী । সহচরাঃ বসন্তযৌবনমলয়া-
নিলাদয়ন্তৈঃ সহ সমাগমে ।

মিঅবহণ্ডিঅরোরোণিরক্কুসো অবিবেঅরহিআ বি ।

সবিণ বি তুমস্মি পুণোবন্তি অ অতন্তি পংমুস্মি ॥

ইত্যাদয়ো যৌবনশ্লোক্যন্তভিন্নজন্মভাবব্যঞ্জিকাঃ, স স্বভাবঃ প্রকৃতরসপর্যবসায়ী ।
যথা চেতি । শশানাবতীর্ণং পুত্রদাহার্থমুদ্যোগিনং জনং বিপ্রলকুং গৃধ্রো দিবা
শবশরীরভক্ষণার্থী শীঘ্রমেবাপসরত যুয়মিত্যাহ

অলং স্থিত্বা শশানেইন্দিন্ গৃধ্রগোমাযুসক্কুলে ।

কক্কালবহলে ঘোরে সর্বপ্রাণি ভয়ঙ্করে ॥

ন চেহ জীবিতঃ কচ্চিৎ কালধর্মমুপাগতঃ ।

প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যঃ প্রাণিনাং গতিরীদৃশী ॥

ইত্যাদ্যবোচৎ । গোমাযুস্ত নিশোদয়্যাবধি অমী তিষ্ঠন্ত, ততো গৃধ্রাদপহত্যাহং
ভক্ষয়িষ্যামীত্যভিপ্রায়েণাবোচৎ ।

আদিত্যোৎথয়ং স্থিতো যুঢ়াঃ স্নেহং কুরুত সাংপ্রতম্ ।

বহুবিদ্যো মুহূর্তোৎথয়ং জীবদপি কদাচন ॥

অমুং কনকবর্ণাভং বালমপ্রাপ্তযৌবনম্ ।

গৃধ্রবাক্যাৎ কথং বালান্ত্যক্ষ্যধ্বমবিশক্তিতাঃ ॥

ইত্যাদি । স চাভিপ্রায়ো ব্যক্তঃ শান্তরস এব পরিনিষ্ঠিততাং প্রাপ্তঃ ॥ ১৫ ॥
এবমলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্ত রসাদিধ্বনের্যেচপি বর্ণেভ্যঃ প্রভৃতি প্রবন্ধপর্যন্তে ব্যঞ্জকবর্ণে
নিরূপিতে ন নিরূপণীয়ান্তরমবশিষ্ট্যতে, তথাপি কবিসহৃদয়ানাং শিক্ষাং দাতুং পুনরপি

অত্র হি শ্লোকে ভূয়সা সর্বেষামপ্যেযাং স্ফুটমেব ব্যঞ্জকত্বং দৃশ্যতে । তত্র
‘মে যদরয়ঃ’ ইত্যনেন সুপ্-সম্বন্ধবচনানামভিব্যঞ্জকত্বম্ । ‘তত্রাপ্যসৌ
তাপসঃ’ ইত্যত্র তদ্ধিতনিপাতয়োঃ । ‘সোহপ্যত্রেব নিহন্তি রাক্ষসকুলং
জীবত্যহো রাবণঃ’ ইত্যত্র তিঙ্কারকশক্তীনাম্ । ‘ধিক্ধিক্ছক্ৰজিওম্’
ইত্যাদৌ শ্লোকাক্ষে কৃত্তদ্ধিতসমাসোপসর্গাণাম্ । এবংবিদস্য ব্যঞ্জক-
ভূয়স্তে চ ঘটমানে কাব্যস্ত সর্বাতিশায়িনী বন্ধচ্ছায়া সমুন্মীলতি । যত্র
হি ব্যঙ্গ্যাবভাসিমঃ পদস্বৈকস্বৈব তাবদাবির্ভাবস্তত্রাপি কাব্যে কাপি
বন্ধচ্ছায়া কিমুত যত্র তেষাং বহুনাং সমবায়ঃ । যথাত্রানন্তরোদিত-

স্বস্মদৃশায়ব্যতিরেকাবাশ্রিত্য ব্যঞ্জকবর্গমাহ — স্থপ্তিঙ্জিত্যাদি । বয়ং স্থিখমেতদনন্তরং
সবৃত্তিকং বাক্যং বুধ্যামহে । স্ববাদিভিঃ যোহনুস্থানোপমো ভাসতে বক্তৃত্তি-
প্রায়াদিরূপঃ অস্ত্যপি স্ববাদিভিব্যক্তস্থানুস্থানোপমশালক্ষ্যক্রমব্যাদ্যো দ্যোতায়ঃ ।
কচিদিতি পূর্বকারিকয়া সহ সংমীল্য সঙ্গতিরिति । সর্বত্র হি স্ববাদীনামভিপ্রায়-
বিশেষাভিব্যঞ্জকত্বমেব । উদাহরণে স ত্ত্বেতিব্যক্তোহভিপ্রায়ে যথাসং বিভাবাদিরূপ-
তাধারণেণ রসাদীদ্ব্যনক্তি ।

এতদ্বক্তং এবতি—বর্ণাদিভিঃ প্রবন্ধান্তঃ সাক্ষাৎ রসোহভিব্যজ্যতে বিভা-
বাদিপ্রতিপাদনদ্বारेण যদি বা বিভাবাদিব্যঞ্জনদ্বारेण পরস্পরয়েতি তত্র বন্ধস্বৈক্যতঃ
পরস্পরয়া ব্যঞ্জকত্বং প্রসঙ্গাদবুদ্ভম্ । অধুনা তু বর্ণপদাদীনামুচ্যত ইতি । তেন
বৃত্তাবপি ‘অভিব্যজ্যমান দৃশ্যতে’ ইতি । ব্যঞ্জকত্বং দৃশ্যত ইত্যাদৌ চ বাক্যশেষোহ-
ধ্যাহার্যঃ বিভাবাদিব্যঞ্জনদ্বারতয়া গারম্পর্যেণেত্যেবংরূপঃ । মমারয় ইতি । মমশত্রু-
সম্ভাবো নোচিত ইতিসম্বন্ধানৌচিত্যং ক্রোধবিভাবং ব্যনক্তি অরয় ইতি বহুবচনম্ ।
তপো বিগতে যন্তেতি পৌরুষকথাহীনত্বং তদ্ধিতেন মত্বখীয়েনাবিব্যক্তম্ । তত্রাপি-
শব্দেন নিপাতসমুদায়েনাত্যন্তাসম্ভাবনীয়ত্বম্ । মৎকর্তৃকা যদি জীবনক্রিয়া তদা
হননক্রিয়া তাবদনুচিতা । তস্তাং চ স কর্তা অপিশব্দেন মহশ্চমাত্রকম্ । অত্রৈবেতি
— মদধিষ্ঠিতো দেশোহধিকরণম্ । নিঃশেষেণ হত্বমানততয়া রাক্ষসবলং চ কর্মেতি
তদিদমসংভাব্যমানমুপনতমিতি পুরুষকারা সম্পত্তির্ধ্বজ্যতে তিক্কারকশক্তিপ্রতিপাদ-
কৈশ্চ শব্দৈঃ । রাবণ ইতি স্বর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যত্বং পূর্বমেব ব্যাখ্যাতম্ । ষিদ্ধিগিতি
নিতাতস্ত শত্রুং জিতবানিত্যাখ্যায়িকেষমিতি উপপদসমাসেন সহকৃতঃ স্বর্গেত্যাদি-
সমাসস্ত স্বপৌরুষানুস্মরণং প্রতি ব্যঙ্গকত্বম্ । গ্রামটিকেতি স্বাধিকৃতদ্ধিতপ্রয়োগস্ত

শ্লোকে । অত্র হি রাবণ ইত্যস্মিন্ পদেহর্থাস্তরসংক্রমিতবাচ্যেন ধ্বনি-
প্রভেদেনালঙ্কৃতেহপি পুনরনন্তরোক্তানাং ব্যঞ্জকপ্রকারাণামুদ্ভাসনম্ ।
দৃশ্যন্তে চ মহাঅনাং প্রতিভাবিশেষভাজাং বাহুল্যেনৈবংবিধা
বন্ধপ্রকারাঃ ।

যথা মহর্ষের্ব্যাসস্ত —

অতিক্রান্তমুখাঃ কালাঃ প্রতাপস্থিতদারুণাঃ

শ্বঃ শ্বঃ পাপীয়দিবসা পৃথিবী গত্যৌবনা ॥

অত্র হি কৃত্ত্বদ্ধিতবচনৈরলঙ্ক্যক্রমব্যঙ্গ্যঃ, ‘পৃথিবী গত্যৌবনা’ ইত্যনেন
চাত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যো ধ্বনিঃপ্রকাশিতঃ ।

স্ত্রীপ্রত্যয়সহিতস্বাবহমানাস্পদস্বঃ প্রতি, বিলুপ্তনশকে বিশক্স্য নির্দয়াবন্ধননং প্রতি
ব্যঞ্জকত্বম্ । বৃথাশব্দস্য নিপাতস্য স্বাঙ্গপৌরুষনিন্দাং প্রতি ব্যঞ্জকতা । ভূজৈরিত্তি
বহুবচনেন প্রত্যুত ভারমাত্রমেতদিত্তি ব্যাভ্যতে । তেন তিলশস্তিলশোহপি বিভজ্য-
মানেত্ব শ্লোকে সর্ব এবাংশো ব্যঞ্জকত্বেন ভাতীতি কিমত্বং । এতদর্থপ্রদর্শনস্য ফলং
দর্শয়তি—এবমিতি । একস্য পদশ্রেতি যদ্বক্তং তদ্বদাহবতি—যথাত্রেতি । অতিক্রান্তঃ
ন তু কদাচন বর্তমানতামবলম্বমানং স্বং যেষু তে কালা ইতি, সর্ব এব ন তু স্বং
প্রতি বর্তমানঃ স কোহপি কাললেশ ইত্যর্থঃ । প্রতীপানু্যপস্থিতানি বৃত্তানি প্রত্যা-
বর্তমানানি তথা দূরভাবিগুপি প্রত্যুপস্থিতানি নিকটতয়া বর্তমানানি ভবন্তি দারুণানি
দুঃখানি যেষু তে । দুঃখং বহুপ্রকারমেব প্রতিবর্তমানাঃ সর্বে কালাংশা ইত্যনেন
কালস্য তাবন্মিবেদমভিব্যঞ্জয়তঃ শাস্ত্রসব্যঞ্জকত্বম্ । দেশস্থাপ্যাহ—পৃথিবী শ্বঃ শ্বঃ
প্রাতঃ প্রাতর্দিনাদিনং পাপীয়দিবসাঃ পাপানাং সম্বন্ধিনঃ পাপিষ্ঠজনস্বামিকাঃ দিবসা
যন্তাং সা তথোক্তা । স্বভাবতঃ এব তাবৎকালো দুঃখময়ঃ তত্রাপি পাপিষ্ঠজনস্বামিক-
পৃথিবীলক্ষণদেশদোরাগ্ন্যাবিশেষতো দুঃখময় ইত্যর্থঃ । তথা হি শ্বঃ শ্বঃ ইতি দিনাদিনং
গত্যৌবনা বৃদ্ধস্ত্রীবদসম্ভাব্যমানসম্ভোগা গত্যৌবনতয়া হি যো যো দিবস আগচ্ছতি
স স পূর্বপূর্বাপেক্ষয়া পাপীয়ান্ নিকৃষ্টত্বাৎ । যদি বেদম্বনন্তোইয়ং শব্দো মুনিবৈং
প্রযুক্তো নিজন্তো বা । অত্যন্তেতি । সোহপি প্রকারোইষ্টবান্ধবতামেতীতি ভাবঃ ।
স্ববন্তশ্রেতি । সমুদিতথে তদাহরণং দন্তং ব্যস্তথে চোচ্যত ইতি ভাবঃ । তালৈরিত্তি
বহুবচনম্নেকবিধং বৈদগ্ধ্যং ধ্বনং বিপ্রলম্বোদ্ধীপকতামেতি ।

এষাং চ সুবাদীনাংমৈকেশঃ সমুদিতানাং চ ব্যঞ্জকঃ মহাকবীনাং
প্রবন্ধেষু প্রায়েন দৃশ্যতে । সুবস্তুস্ত্য ব্যঞ্জকঃ যথা —

তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈঃ কাস্তয়া নতিতো মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদঃ ॥

তিঙস্ত্য যথা —

অবসর রোউং চিঅ নিম্মিআই মা পুংস মে হঅচ্ছীইং
দংসংগমেত্তু স্ততেহিং জঁহি হিঅঅং তুহ ণ ণাঅম্ ॥

যথা বা — মা পত্নং রুক্মীও অবেহি বালঅ অহোসি অহিরীও ।

অন্ধেঅ গিরিচ্ছাওসুগ্ধখরং রকুখিদবং গো ॥

সম্বন্ধস্ত্য যথা —

অগ্নন্ত বচ্চ বালঅ ছা অস্তি কিং মং পুলোএসিএঅম্ ।

ভো জাআভীরুআণং তডং বিঅণ হোই ॥

কৃতকপ্রয়োগেষু প্রাকৃতেষু তদ্ধিতবিষয়ে ব্যঞ্জকত্বমাবেদ্যত এব ।
অবজ্ঞাতিশরে কঃ । সমাসানাং চ বৃত্ত্যোচিত্যেন বিনিয়োজনে ।
নিপাতানাং ব্যঞ্জকত্বং যথা —

অয়মেকপদে তয়া বিয়োগঃ প্রিয়য়া চোপনতঃ সুদুঃসহো মে ।

নববারিধরোদয়াদহোভির্ভবিতব্যং চ নিরাতপার্ধরম্যৈঃ ॥

অপসর রোদিতুমেব নির্ম্মিতে মা পুংসয় হতে অক্ষিণী মে ।

দর্শনমাত্রোন্মত্তাভ্যাং যাভ্যাং তব হৃদয়মেবংরূপং ন জ্ঞাতম্ ॥

উন্নতো হি ন কিঞ্চিজ্ঞানাতীতি ন কস্তাপ্যত্রাপরাধঃ দৈবেনেথমেব নির্ম্মাণং
কৃতমিতি । অপসর মা বৃথা প্রয়াসং কার্ষীঃ দৈবস্ত্য বিপরিবর্ত্তিতুমশক্যত্বাদিতি
তিঙস্ত্যো ব্যঞ্জকঃ তদন্তুগৃহীতানি পদান্তরাণ্যপীতি ভাবঃ ।

মা পত্নানং রুধঃ অপেহি বালক অপ্ৰৌঢ় অহো অসি অক্ষীকঃ ।

বয়ং পরতন্ত্রা যতঃ শূন্তগৃহং মামকং রক্ষণীয়ং বর্ত্ততে ॥

ইত্যত্রাপেহীতি তিঙস্তমিদং ধ্বনতি — স্বং তাবদপ্ৰৌঢ়ো লোকমধ্যে যদেবং
প্রকাশয়সি । অস্তি তু সঙ্কেতস্থানং শূন্তগৃহং তত্রৈবাগন্তব্যমিতি । ‘অন্তত্র ব্রজ

ইত্যত্র চশব্দঃ । যথা বা —

মুহুরঙ্গুলিসংবৃত্তাধরৌষ্ঠং প্রতিষেধাক্ষরবিক্রবাভিরামম্ ।

মুখমংসবিবর্তি পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কথমপ্যুন্নমিতং ন চুস্বিতং তু ॥

অত্র তুশব্দঃ । নিপাতানাং প্রসিদ্ধমপীহ ছোটকত্বং রসাপেক্ষয়োক্তমিতি
দ্রষ্টব্যম্ । উপসর্গাণাং ব্যঞ্জকত্বঃ যথা —

নীবারাঃ শুকগৰ্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরুণামধঃ

প্রস্নিদ্ধাঃ ক্ৰচিদিদুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ ।

বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দঃ সহস্তুে মৃগা

স্তোয়াধারপথাশ্চ বঙ্কলশিখানিগ্ৰনন্দলেখাক্ষিতাঃ ॥

ইত্যাদৌ । দ্বিত্রাণাং চোপসর্গাণামেকত্র পদে যঃ প্রয়োগঃ সোহপি
রসব্যক্ত্যনুগুণতয়েব নির্দোষঃ । যথা ‘প্রভ্রশ্যত্যান্তরীয়ত্বিষি তমসি
সমুদীক্ষ্য বীতাবৃতীন্দ্রাগজস্বন’ ইত্যাদৌ । যথা বা — ‘মনুস্মরন্ত্যা ।’
সমুপাচরন্তম্’ ইত্যাদৌ ।

নিপাতানামপি তথৈব । যথা — ‘অহো বতাসি স্পৃহণীয়বীৰ্যঃ’
ইত্যাদৌ । যথা বা —

যে জীবন্তি ন মান্তি যে স্ম বপুষি শ্রীত্যা প্রনৃত্যন্তি চ

প্রস্তুন্দিপ্রমদাশ্রবঃ পুলকিতা দৃষ্টে গুণিন্যজিতে ।

বালক’ অপ্ৰোচবুদ্ধে স্নাত্তীং মাং কিং প্রকর্ষণালোকয়ন্তেতৎ । ভো ইতি সৌম্ভু-
মাহ্বানম্ । জায়াভীকৃকাণাং সম্বন্ধিত্বমেব ন ভবতি । অত্র জায়াতো যে ভীরব-
স্তেষামেতৎস্থানমিতি দূরাপেতঃ সম্বন্ধ ইত্যনেন সম্বন্ধেনৈখ্যাতিশয়ঃ প্রচ্ছন্নকামিত্যাভি-
ব্যক্তঃ । কৃতকেতি কগ্রহণং তদ্ধিতোপলক্ষণার্থম্ । কৃতঃ কপ্রত্যয়প্রয়োগো যেসু
কাব্যবাক্যেষু যথা জায়াভীকৃকাণামিতি । যে হরসজ্জা ধর্মপত্নীষু প্রেমপরতন্ত্রান্তেষাঃ
কোইন্তো জগতি কুংসিতঃ শ্রাদিতি কপ্রত্যয়োৎসবজ্ঞাতিশয়ছোটকঃ । সমাসানাং
চেতি । কেবলানামেব ব্যঞ্জকত্বমাবেদ্যত ইতি সম্বন্ধঃ ।

চশব্দ ইতি জাতাবেকবচনম্ । দ্বৌচশব্দাবেবমাহতুঃ কাকতালীয়ত্বায়েন গওশ্চো-
পরি ফোট ইতিবত্ত্বিয়োগাশ্চ বর্ষাসময়শ্চ সমুপনতো এতদলং প্রাণহরণায় ।
অতএব রম্যপদেন স্তত্রামুদীপনবিভাবত্বমুক্তম্ । তুশব্দ ইতি । পশ্চাত্তাপসূচকসঃ

হা ধিক্‌ষ্টমহো ক যামি শরণং তেষাং জনানাং কৃতে
নীতানাং প্রলয়ং শঠেন বিধিনা সাধুদ্বিষঃ পুণ্যতা ॥

ইত্যাদৌ ।

পদপৌনরুক্ত্যং চ ব্যঞ্জকত্বাপেক্ষ্যৈব কদাচিৎ প্রযুক্ত্যমানং শোভা-
মাবহতি । যথা —

যদ্বন্ধনাহিতমতিবিল্‌চাটুগর্ভং

কার্যোন্মুখঃ খলজনঃ কৃতকং ব্রবীতি ।

তৎসাধবো ন ন বিদন্তি বিদন্তি কিন্তু

কর্তুং বৃথাপ্রণয়ময়ন্ত ন পারয়ন্তি ॥

ইত্যাদৌ । কালস্ত্র ব্যঞ্জকত্বং যথা —

সমবিসমণিবিসেসা সমস্ত ও মন্দমন্দসংআরা ।

অইরা হোহিস্তি পহা মনোরহাণঁপি ছল্লজ্যা ॥

[সমবিষমনির্বিশেষাঃ সমস্ততো মন্দমন্দসঞ্চারাঃ ।

অচিরান্তবিয়ন্তি পস্থানো মনোরথানাংপি ছল্লজ্যাঃ ॥

ইতিচ্ছায়া]

অত্র হচিরাদ্ভবিয়ন্তি পস্থান ইত্যত্র ভবিয়ন্তীত্যস্মিন্ পদে প্রত্যয়ঃ
কালবিশেষাভিধায়ী রসপরিপোষহতুঃ প্রকাশতে । অয়ং হি গাথার্থঃ

সন্ তাবস্ত্রাপরিচুষ্মনলাভেনাপি কৃতকৃত্যত্যা স্মাদিতি ধ্বনতীতি ভাবঃ । প্রসিদ্ধম-
পীতি । বৈয়াকরণাদিগৃহেয়ু হি প্রাকপ্রয়োগস্বাতন্ত্র্যপ্রয়োগাভাবাৎ ষষ্ঠ্যাগুশ্রবণাল্লিঙ্গ-
সংখ্যাবিরহাচ্চ বাচকবৈলক্ষণ্যেন দ্রোতকা নিপাতা ইত্যুদঘোষ্যত এবতি ভাবঃ ।
প্রকর্ণেণ স্নিদ্ধা ইতি প্রশঙ্গঃ প্রকর্ণং দ্রোতয়স্নিদ্ধদীফলানাং সরসত্বমাচক্ষাণ আশ্রমন্ত
সৌন্দর্য্যতিশয়ং ধ্বনতি । ‘তাপসস্ত ফলাবশেষবিষয়োহভিলাষাতিরেকো ধ্বন্ততে’
ইতি দ্বসৎ ; অভিজ্ঞানশাক্তুলে হি রাজ্ঞ ইয়মুক্তির্ন তাপসস্তেত্যলম্ । দ্বিত্বাণা-
মিত্যনেনাধিক্যং নিরস্যতি ! সম্যগ্‌চৈবিশেষেণেষ্টিতয়ে ভগবতঃ কৃপাতিশয়োহভি-
ব্যক্তঃ ।

মনুষ্যবৃত্ত্যা সমুপাচরন্তং শবুদ্বিসামান্যকৃতানুমানাঃ ।

যোগীশ্বরৈরপ্যস্ববোধমীশ স্বাং বোদ্ধুমিচ্ছন্ত্যবুধাঃস্বতর্কৈঃ ॥

প্রবাসবিপ্রলম্বশৃঙ্গারবিভাবতয়া বিভাব্যমানো রসবান্ । যথাত্র
প্রত্যয়াংশো ব্যঞ্জকস্তথা কচিৎ প্রকৃতাংশোহপি দৃশ্যতে । যথা —

তদেগহঃ নতভিত্তি মন্দিরমিদং লক্লাবগাহং দিবঃ

সা ধেনুর্জরতী চরন্তি করিণামেতা ঘনাভা ঘটঃ ।

স ক্ষুদ্রো মুসলধ্বনিঃ কলমিদং সঙ্গীতকং যোষিতা-

মাশ্চর্যং দিবসৈর্দ্বিজোহয়মিয়তীং ভূমিং সমারোপিতঃ ॥

অত্র শ্লোকে দিবসৈরিত্যস্মিন্ পদে প্রকৃতাংশোহপি দ্রোতকঃ ।
সর্বনাম্নাং ব্যঞ্জকত্বং যথানন্তরোক্তে শ্লোকে । অত্র চ সর্বনাম্নামেব
ব্যঞ্জকত্বং হৃদি ব্যবস্থাপ্য কবিনা ক্লেত্যাশিশব্দপ্রয়োগো ন কৃতঃ ।
অনয়া দিশা সহদয়ৈরশ্বেহপি ব্যঞ্জকবিশেষাঃ স্বয়মুৎপ্রেক্ষণীয়াঃ । এতচ্চ
সর্বং পদবাক্যরচনাতোতনোক্ত্যেব গতার্থমপি বৈচিত্র্যেণ ব্যুৎপত্তয়ে
পুনরুক্তম্ ।

নহু চার্চসামর্থ্যাক্ষেপ্য রসাদয় ইত্যুক্তম্, তথা চ সুবাদীনাং
ব্যঞ্জকত্ববৈচিত্র্য কথনমন্বিতমেব । উক্তমত্র পদানাং ব্যঞ্জকত্বোক্ত্যবসরে ।
কিঞ্চার্থবিশেষাক্ষেপ্যত্বেহপি রসাদীনাং তেবামর্থবিশেষাণাং ব্যঞ্জকশব্দা-

সমাগ্ভূতমুপাংশুরুহা আসমন্তাচ্চরন্তমিত্যেনৈ লোকানুজিহ্বক্ষাতিশয়ন্তদাচরতঃ
পরমেশ্বরস্ত ধ্বনিতঃ ।

তথৈবেতি । রসব্যঞ্জকত্বেন দ্বিজাণানপি প্রয়োগো নির্দোষ ইত্যর্থঃ । শ্লাখাতি-
শয়ো নির্বেদাতিশয়শ্চ অহো বতেতি হা বিগিতি চ ধ্বন্যতে । প্রসঙ্গাৎ পৌনরু-
ক্ত্যান্তরমপি ব্যঞ্জকমিত্যাহ—পদপৌনরুক্ত্যমিতি । পদগ্রহণং বাক্যাদেরপি যথা-
সম্ভবমুপলক্ষণম্ । বিদন্তীতি । ত এব হি সর্বং বিদন্তি স্তত্তরামিতি ধ্বন্যতে ।
বাক্যপৌনরুক্ত্যং যথা—‘পশু দ্বীপাদন্থআদপি’ ইতি বচনান্তরং ‘কঃ সন্দেহঃ দ্বীপাদন্থ-
আদপি’ ইত্যনেনেঙ্গিতপ্রাপ্তিরবিল্লিতৈব ধ্বন্যতে । ‘কিং কিম্ ? স্বস্থা ভবন্তি ময়ি
জীবতি’ ইত্যনেনামর্শাতিশয়ঃ । ‘সর্বক্ষিতিভূতাং নাথ দৃষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দরী’ ইত্যন্যা-
দাতিশয়ঃ ।

কালশ্চেতি । তিঙস্তপদানুপ্রবিষ্টশ্রুত্যর্থকলাপস্ত কালককালসংখ্যোপগ্রহরূপস্ত
মধ্যেঃস্বয়ব্যতিরেকাত্যাং সূক্ষ্মদৃশা ভাগগতমপি ব্যঞ্জকত্বং বিচার্যমিতি ভাবঃ ।

বিনাভাবিত্বাচ্ছা প্রদর্শিতং ব্যঞ্জকস্বরূপপরিজ্ঞানং বিভজ্যোপযুক্ত্যত এব।
শব্দবিশেষাণাং চাচ্ছত্র চ চারুত্বং যদ্বিভাগেনোপদর্শিতং তদপি তেষাং
ব্যঞ্জকত্বেনৈবাবস্থিতমিত্যবগম্যব্যম্ ।

যত্রাপি তৎ সম্প্রতি ন প্রতিভাসতে তত্রাপি ব্যঞ্জকে রচনাস্তরে
যদদৃষ্টং সৌষ্ঠবং তেষাং প্রবাহপতিতানাং তদেবাত্মাসাদপোদ্ধতানাম-
প্যবভাসত ইত্যবসাতব্যম্ । কোহুত্থা তুল্যে বাচকত্বে শব্দানাং
চারুত্ববিষয়ো বিশেষঃ স্মৃতাঃ । অত্র এবাসৌ সহৃদয়সংবেগ ইতি চেৎ,
কিমিদং সহৃদয়ত্বং নাম ? কিং রসভাবানপেক্ষকাব্যাপ্তিতসময়বিশেষা-
ভিজ্ঞত্বম্, উত রসভাবাদিময় কাব্যস্বরূপপরিজ্ঞাননৈপুণ্যম্ । পূর্বস্মিন্
পক্ষে তথাবিধসহৃদয়ব্যবস্থাপিতানাং শব্দবিশেষাণাং চারুত্বনিয়মো ন
স্মৃতাঃ পুনঃ সময়ান্তরেণাচ্ছত্রাপি ব্যবস্থাপনসম্ভবাৎ । দ্বিতীয়স্মিন্ পক্ষে
রসজ্ঞত্বৈব সহৃদয়ত্বমিতি । তথাবিধৈঃ সহৃদয়ৈঃ সংবেগো রসাদিসমর্পণ-
সামর্থ্যমেব নৈসর্গিকং শব্দানাং বিশেষ ইতি ব্যঞ্জকত্বাশ্রয়োব তেষাং
রসপরিপোষেতি । উৎপ্রেক্ষ্যমাণো বর্ষাসময়ঃ কম্পকারী কিমুত বর্তমান ইতি
ধ্বজতে । অংশাংশিকপ্রসঙ্গাদেবাহ—যথা ত্রেতি ।

দিবসার্থে হুজ্রাত্যস্তাসম্ভাব্যমানতামশ্রুত্বা ধ্বনতি । সর্বনামাং চেতি । প্রকৃতঃশস্য
চেত্যর্থঃ । তেন প্রকৃত্যংশেন সমুদয় সর্বনামব্যঞ্জকং দৃশ্যত ইত্যুক্তং ভবতীতি ন
পৌনরুক্ত্যম্ । তথা হি তদিতি পদং নতভিত্তীত্যেতৎ প্রকৃত্যংশসহায়ং সমস্তামঙ্গল-
নিধানভূতাং যুষকাত্মকীর্তনং ধ্বনতি । তদিতি হি কেবলমুচ্যমানে সমুৎকর্ষাতি-
শয়োৎপি সম্ভাব্যেত । ন চ নতভিত্তিশব্দেনাপ্যেতে দৌর্ভাগ্যায়তনবহুচকা বিশেষা
উক্তাঃ । এবং সা ধ্বজুরিত্যাংদাবপি যোজ্যম্ । এবংবিধে চ বিষয়ে অরণাকার-
গোতকতা তচ্ছব্দম্ । ন তু যচ্ছব্দসংবন্ধতেত্যুক্তং প্রাক্ । অত এবাত্র তদিদংশবাদিনা
শ্রুত্বাত্তত্ত্বয়োরত্যন্তবিরুদ্ধবিষয়তাস্থচনেনাশ্রবণবিভাবতা যোজিতা । তদিদংশব্যাগ-
ভাবে তু সর্বমঙ্গলং স্মাদিতি তদিদমংশয়োরেব প্রাণত্বং যোজ্যম্ । এতচ্চ দ্বিশঃ
সামন্ত্যং ত্রিশঃ সামন্ত্যমিতি ব্যঞ্জকমিত্যুপলক্ষণপরম্ । তেন লোষ্ট্রপ্রস্তারতায়োনা-
নন্তবৈচিত্র্যমুক্তম্ । যদ্ব্যক্ত্যন্ত্রেংপীতি । অতিবিক্ষিপ্ততয়া শিথিলবুদ্ধিসমাধানং ন
ভবেদিত্যভিপ্রায়েণ সংক্ষিপতি—এতচ্চেতি । বিজ্ঞাত্যভিধানেনংপি প্রয়োজনং
স্মারয়তি—বৈচিত্র্যোপেতি ।

মুখ্যং চারুত্বম্ । বাচকত্বাশ্রয়াণাস্তু প্রসাদ এবার্থাপেক্ষায়াং তেষাং বিশেষঃ । অর্থানপেক্ষায়াং ত্বনুপ্রাসাদিরেব । এবং রসাদীনাং ব্যঞ্জক-
স্বরূপমভিধায় তেষামেব বিরোধিরূপং লক্ষয়িতুমিদমুপক্রম্যতে —

প্রবন্ধে মুক্তকে বাপি রসাদীষন্দধুমিচ্ছতা ।

যত্নঃ কার্যঃ স্মৃতিনা পরিহারে বিরোধিনাম্ ॥ ১৭ ॥

প্রবন্ধে মুক্তকে বাপি রসভাবনিবন্ধনাং প্রত্যাদৃতমনাঃ কবিবিরোধি
পরিহারে পরাং যত্নমাদধীত । অত্থথা ত্বস্য রসময়ঃ শ্লোক একোহপি
সমাঙ্গন সম্প্রত্যতে । কানি পুনস্তানি বিরোধীনি যানি যত্নতঃ কবেঃ
পরিহর্ষব্যানীতুচ্যতে —

রিরোধিরসসম্বন্ধিবিভাবাদিপরিগ্রহঃ ।

বিস্তরেণাঘ্নিতস্তাপি বস্তুনোহন্যস্ত বর্ণনম্ ॥ ১৮ ॥

নব্বিতি । পূর্বং নির্ণীতমপ্যেতদবিস্মরণাখমধিকাভিধানার্থং চাক্ষিপ্তম্ । উক্ত-
মত্রেতি । ন বাচকত্বং ধ্বনিব্যবহারোপযোগি যেনাবাচকস্য ব্যঞ্জকত্বং ন স্তাৎ ইতি
প্রাগেবোক্তম্ । নহু ন গীতাদিবদ্রসাত্তি ব্যঞ্জকত্বং ইপি শব্দস্য অত্র ব্যাপারোহস্ত্যেব ;
স চ ব্যঞ্জনায়ৈবেতি ভাবঃ । এতচ্চাস্মাভিঃ প্রথমোদ্যোতে নির্ণীতচরম্ । ন
চেদমস্মাভিন্নপূর্বমুক্তমিত্যাহ — শব্দবিশেষাণাং চেতি । অত্থত্রেতি । ভাসববিবরণে ।
বিভাগেনেতি । অক্চন্দনাদয়ঃ শব্দাঃ শৃঙ্গারে চারবো বীভৎসে স্বচারব ইতি রসকৃত
এব বিভাগঃ । রসং প্রতি চ শব্দস্য ব্যঞ্জকত্বমেবেত্যুক্তং প্রাক্ ।

যত্রাপীতি । অক্চন্দনাশিখানাং তদানীং শৃঙ্গারাদিব্যঞ্জকত্বাভাবেইপি
ব্যঞ্জকত্বশক্তেভূয়সা দর্শনাত্তদধিবাসস্থন্দরীভূতমর্থং প্রতিপাদয়িতুং সামার্থ্যমস্তি ।
তথা হি — ‘তটীতারং তাম্যতি’ ইত্যত্র তটশব্দস্য পুংস্বনপুংসকত্বে অনাদৃত্য স্ত্রীত্বমেবা-
শ্রিতং সহদয়েঃ ‘স্ত্রীতি নামাপি মধুরং’ ইতি কৃত্বা । যথা বাস্বত্পাধ্যায়স্ত বিদ্বৎকবি-
সহদরচক্রবর্তিনো ভট্টেন্দুরাজস্য —

ইন্দীবরদ্যতি যদা বিয়য়ান্ন লম্ব

স্ব্যর্বিষ্ময়ৈকস্বহৃদোহস্ত যদা বিলাসাঃ ।

স্মান্নাম পুণ্যপরিণামবশান্তথাপি

কিং কিং কপোলতলকোমলকান্তিরিন্দুঃ ।

অকাণ্ড এব বিচ্ছিত্তিরকাণ্ডে চ প্রকাশনম্ ।

পরিপোষণং গতস্তাপি পৌনঃপুন্যেন দীপনম্ ।

রসস্ত স্তাদ্বিরোধায় বৃত্ত্যানৌচিত্যমেব চ ॥ ১৯ ॥

প্রস্তুতরসাপেক্ষয়া বিরোধী যো রসস্তস্ত সস্বন্ধিনাং বিভাবভাবানুভাবানাং পরিগ্রহো রসবিরোধহেতুকঃ সম্ভবনীয়ঃ । তত্র বিরোধিরসবিভাবপরিগ্রহো যথা শাস্ত্ররসবিভাবেষু তদ্বিভাবতয়ৈব নিরূপিতেষ্বনন্তরমেব শৃঙ্গারাদিবিভাববর্ণনে । বিরোধিরসভাবপরিগ্রহো যথা প্রিয়ং প্রতি প্রণয়কলহকুপিতাস্থ কামিনীষু বৈরাগ্যকথাভিরনুনে । বিরোধিরসানুভাবপরিগ্রহো যথা প্রণয়কুপিতায়াং প্রিয়ায়ামপ্রসীদন্ত্যাং নায়কস্ত কোপাবেশবিবশস্ত রৌদ্রানুভাববর্ণনে ।

অয়ং চাত্তো রসভঙ্গহেতুর্ঘণ্টপ্রস্তুতরসাপেক্ষয়া বস্তুনোহ্যস্ত কথঞ্চিদস্থিতস্তাপি বিস্তরেণ কথনম্ । যথা বিপ্রলম্বশৃঙ্গারে নায়কস্ত কস্তচিৎপরিগ্রহমুপক্রান্তে কবেৰ্যমকাণ্ডলঙ্কারনিবন্ধনরসিকতয়া মহতা

অত্র হিন্দীবরলক্ষ্যবিশয়সুহৃদ্বিলাসনামপরিণামকোমলাদয়ঃ শব্দাঃ শৃঙ্গারাব্যঞ্জনদৃষ্টশক্তয়োঃ পরঃ সৌন্দর্যমাবহন্তি । অবশ্যং চৈতদভ্যুপগন্তব্যমিত্যাহ কোংত্যথেতি ! অসংবেগস্তাবদসৌ ন যুক্ত ইত্যাহয়েনাহ—সহদয়েতি । পুনরিতি । অনিয়ন্ত্রিতপূকষেচ্ছায়তো হি সময়ঃ কথং নিয়তঃ স্তাৎ । মুখ্যং চারুত্বমিতি । বিশেষ ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । অর্থাপেক্ষায়ামিতি । বাচ্যাপেক্ষায়ামিত্যর্থঃ । অনুপ্রাসাদিরেবেতি । শব্দান্তরেণ সহ যা রচনা তদপেক্ষোঃসৌ বিশেষ ইত্যর্থঃ । আদিগ্রহণাচ্ছন্দগুণলঙ্কারাণাং সংগ্রহঃ । অতএব রচনয়া প্রসাদেন চারুত্বেন চোপবৃংহিতা এব শব্দাঃ কাব্যে যোজ্য ইতি তাৎপর্যম্ ॥ ১৫, ১৬ ।

রসাদীনাং যদ্যজ্ঞকং বর্ণনাদিপ্রবন্ধান্তং তস্ত স্বরূপমভিধায়েতি সম্বন্ধঃ । উপক্রম্যত ইতি । বিরোধিনামপি লক্ষণকরণে প্রয়োজনমুচ্যতে শকাহানত্বং নাম অনয়া কারিকয়া । লক্ষণং তু বিরোধিরসসম্বন্ধীত্যাদিনা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ননু 'বিভাবভাবানুভাবসংস্কারৌচিত্যচারুণঃ' ইতি যদ্বক্তং তত এব ব্যতিরেকমুখেনৈতদপ্যবগংসতে । মৈবম্, ব্যতিরেকেণ হি তদভাবমাত্রং প্রতীয়তে ন তু তদ্বিকল্পম্ । তদভাবমাত্রং চ ন তথা দৃশকং যথা তদ্বিকল্পম্ । পথ্যানুপযোগো হি

প্রবন্ধেন পর্বতাদিবর্ণনে। অয়ং চাপরো রসভঙ্গহতুরবগন্তব্যো। যদকাণ্ড
এব বিচ্ছিত্তিঃ রসস্ত্রাকাণ্ড এব চ প্রকাশনম্। তত্রানবসরে বিরামো
রসস্ত্রা যথা নায়কস্ত্রা কস্ত্রাচিং স্পৃহণীয়সমাগময়া নায়িকয়া কয়াচিং
পরাং পরিপোষপদবীং প্রাপ্তে শৃঙ্গারে বিদিতে চ পরস্পরানুস্রাগে
সমাগমোপায়ং চিস্তোচিতিং ব্যবহারমুৎসৃজ্য স্বতন্ত্রতয়া ব্যাপারান্তর-
বর্ণনে। অনবসরে চ প্রকাশনং রসস্ত্রা যথা প্রবৃত্তে প্রবৃত্তিবিধবীর-
সংক্ষয়ে কল্পসংক্ষয়কল্পে সংগ্রামে রামদেবপ্রায়স্ত্রাপি তাবন্নায়কস্ত্রানুপ-
ক্রান্তবিশ্রলস্ত্রশৃঙ্গারস্ত্রা নিমিত্তমুচিতমস্তুরেণৈব শৃঙ্গারকথায়ামবতার-
বর্ণনে। ন চৈবংবিধে বিষয়ে দৈবব্যামোহিতত্বং কথাপুরুষস্ত্রা পরিহারো
যতো রসবন্ধ এব কবেঃ প্রাধাণ্যেন প্রবৃত্তিনিবন্ধনং যুক্তম্। ইতিবৃত্ত-
বর্ণনং তত্ৰপায় এবৈতু্যক্তং প্রাক্ ‘আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্ন-
বাজ্ঞনঃ’ ইত্যাদিনা।

ন তথা ব্যাধিং জনয়তি যদ্বদপথ্যোপযোগঃ। তদাহ—যত্নত ইতি। ‘বিভাবে’-
ত্যাদিনা শ্লোকেন যদ্বক্তং তদ্বিরুদ্ধং বিরোধীত্যাদিনাৰ্ধশ্লোকেনাহ। ‘ইতিবৃত্তে’
ত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন যদ্বক্তং তদ্বিরুদ্ধং বিস্তরেণেতৰ্ধশ্লোকেনাহ। উদ্বীপনেতৰ্ধ-
শ্লোকোক্তস্ত্রা বিরুদ্ধমকাণ্ড ইত্যৰ্ধশ্লোকেন। রসস্ত্রো’তৰ্ধশ্লোকোক্তস্ত্রা বিরুদ্ধং
পরিপোষং গতস্ত্রোতৰ্ধশ্লোকেন। ‘অলঙ্কতীনামি’ত্যানেন যদ্বক্তং তদ্বিরুদ্ধমত্ৰাপি চ
বিরুদ্ধং বৃত্ত্যানোচিত্যমিত্যানেন। এতৎক্রমেন ব্যাচষ্টে—প্রস্তুতরসাপেক্ষয়েত্যাদিনা।
হাস্তশৃঙ্গারম্বোবীরাডুতয়ো। রৌদ্রকরুণম্বোৰ্ভয়ানকবীভংসম্বোৰ্ণ বিভাববিরোধ
ইত্যভিপ্রায়েণ শান্তশৃঙ্গারাবুপগন্তো, প্রশমরাগম্বোৰ্বিরোধো। বিরোধিনো রসস্ত্রা
যো ভাবো ব্যভিচারী তস্ত্রা পরিগ্রহঃ, বিরোধিনস্ত্রা যঃ স্থায়ী স্থায়িতয়া তৎপরি-
গ্রহোইসম্ভবীয় এব তদনুত্থানপ্রসঙ্গাৎ। ব্যভিচারিতয়া তু পরিগ্রহো ভবত্যেব।
অতএব সামান্যেন ভাবগ্রহণম্। বৈরাগ্যকথাভিরিতি বৈরাগ্যশব্দেন নির্বেদঃ শান্তস্ত্রা
যঃ স্থায়ী স উক্তঃ। যথা—‘প্রসাদে বর্তম্য প্রকটয় মুদং সন্ত্যজ রুধম্’ ইত্যাদ্যপ-
ক্রম্যার্থান্তরস্ত্রাসো ‘ন মুখ্য প্রত্যেতুং প্রভবতি গতঃ কালহরিণঃ’ ইতি। মনোগপি
নির্বেদানুপ্রবেশে সতি রতের্বিচ্ছেদঃ। জ্ঞাতবিষয়সত্ত্বে হি জীবিতসৰ্ব্বাভিমানং
কথং ভজেত। ন হি জ্ঞাতশক্তিকারজততবস্তদ্বপাদেয়ধিয়ং ভজতে ঋতে সং-

অতএব চেতিবৃত্তমাত্রবর্ণনপ্রাধাণ্যেহঙ্গাঙ্গিভাবরহিতরসভাবনি-
বন্ধেন চ কবীনাংমেবংবিধানি স্থলিতানি ভবন্তীতি রসাদিরূপব্যঙ্গ্যতাং
পর্যমৈবৈষাং যুক্তমিতি যত্নোহস্মাভিরারকো ন ধ্বনিপ্রতিপাদনমাত্রাভি
নিবেশেন। পুনশ্চায়মন্তো। রসভঙ্গহেতুরবধারণীয়ো যৎপরিপোষং
গতস্ত্যাপি রসস্য পোনঃপুণ্যেন দীপনম্। উভযুক্তো হি রসঃ
স্বসামগ্রীরূপরিপোষঃ পুনঃ পুনঃ পরামৃশ্যমানঃ পরিপ্লানকুসুমকল্পঃ
কল্পতে। তথা বৃত্তেব্যবহারস্য যদনৌচিত্যং তদপি রসভঙ্গহেতুরেব।
যথা নায়কং প্রতি নায়িকায়্যাঃ কস্তাশ্চিচ্ছচিতাং ভঙ্গিমন্তুরেণ স্বয়ং
সন্তোগাভিলাষকথনে। যদি বা বৃত্তীনাং ভরতপ্রসিদ্ধানাং কৈশিক্যা-
দীনাং কাব্যালঙ্কারান্তরপ্রসিদ্ধানাম্পনাগরিকাত্তানাং বা যদনৌচিত্যম-
বিষয়ে নিবন্ধনং তদপি রসভঙ্গহেতুঃ। এবমেবাং রসবিরোধিনামন্তেষাং
চানয়া দিশা স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতানাং পরিহারে সংকবিভিরবহিতৈর্ভবি-
তব্যম্। পরিকরশ্লোকশ্চাত্র—

বৃত্তিমাত্রাং। কথাভিরিতি বহুবচনং শান্তরসস্য ব্যভিচারিণো ধৃতিং মতিপ্রভৃতীন্
সংগৃহ্ণতি।

নবমুদলুপ্তঃ কথং বর্ণয়েৎ, কিমুত বিস্তরতঃ ইত্যাহ—কথঞ্চিদবহিতস্তেতি।
ব্যাপারান্তরেতি। যথা বৎসরাজচরিতে চতুর্থেৎক্ষে—রত্নাবলীনাং ধেময়মপ্যগৃহতো
বিজয়বর্মবৃত্তান্তবর্ণনে। অপি তাবদিতি শব্দাভ্যাং দুর্বোধনাদেস্তবর্ণনং দূরাপাস্তমিতি
বেগীসংহারে দ্বিতীয়াঙ্কমেবোদাহরণত্বেন ধ্বনতি। অতএব বক্ষ্যতি—‘দৈবব্যামো-
হিতধ্বমিতি। পূর্বং তু সঙ্গাঙ্গাভিপ্রায়েণ প্রত্যুদাহরণমুক্তম্। কথাপুরুষশ্চেতি
প্রতিনায়কশ্চেতি যাবৎ। অতএব চেতি। যতো রসবন্ধ এব মুখ্যঃ কবিব্যাপারবিষয়
ইতিবৃত্তমাত্রবর্ণনপ্রাধাণ্যে সতি যদঙ্গাঙ্গিভাবরহিতানাংবিচারিতগুণপ্রধানভাবানাং
রসভাবানাং নিবন্ধনং তন্নিমিত্তানি স্থলিতানি সর্বে দোষা ইত্যর্থঃ। ন ধ্বনিপ্রতি-
পাদনমাত্রেতি। ব্যঙ্গ্যোৎপেদো ভবতু যা বা ভূৎ কস্তত্রাভিনিবেশঃ? কাকদন্ত-
পরীক্ষাপ্রায়মেব তৎ স্মাদিতি ভাবঃ। বৃত্ত্যানৌচিত্যমেব চেতি বহুধা ব্যাচষ্টে—
তদপীত্যনেন। চশকং কারিকাগতং ব্যাচষ্টে। রসভঙ্গহেতুরেব ইত্যেনৈবকারস্য
কারিকাগতস্য ভিন্নক্রমত্বমুক্তম্। রসস্য বিরোধায়ৈবেত্যর্থঃ। নায়কং প্রতীতি।

মুখ্য। ব্যাপারবিষয়াঃ শ্লুকবীনাং রসাদয়ঃ ।
 তেষাং নিবন্ধনে ভাব্যে তৈঃ সদৈবাপ্রমাদিভিঃ ॥
 নীরসস্ত প্রবন্ধো যঃ সোহপশঙ্কো মহান্ কবেঃ ।
 স তেনাকবিরেব স্যাদন্তোনাস্বতক্ষণঃ ॥
 পূর্বে বিশৃঙ্খলগিরঃ কবয়ঃ প্রাপ্তকীর্তয়ঃ ।
 তান্ সমাশ্রিত্য ন ত্যাজ্যা নীতিরেষা মনীষিণঃ ॥
 বান্ধীকিব্যাসমুখ্যাশ্চ যে প্রখ্যাতাঃ কবীশ্বরাস্তাঃ ।
 তদভিপ্রায়বাহোহয়ং নাস্মাভির্দর্শিতো নয়ঃ ॥ ইতি ।
 বিবক্ষিতে রসে লব্ধপ্রতিষ্ঠে তু বিরোধিনাম ।
 বাধ্যানামঙ্গভাবং বা প্রাপ্তানামুক্তিরচ্ছলা ॥ ২০ ॥

অসামগ্র্যা লব্ধপরিপোষে তু বিবক্ষিতে রসে বিরোধিনাং
 বিরোধিরসান্ধনাং বাধ্যানামঙ্গভাবং বা প্রাপ্তানাং সতামুক্তিরদোষা ।
 বাধ্যত্বং হি বিরোধিনাং শক্যাভিভবত্বে সতি নানুত্থা । তথা চ তেষামুক্তিঃ
 প্রস্তুতরসপরিপোষায়ৈব সম্পত্ততে । অঙ্গভাবং প্রাপ্তানাং চ তেষাং
 বিরোধিত্বমেব নিবর্ততে । অঙ্গভাবপ্রাপ্তির্হি তেষাং স্বাভাবিকী
 সমারোপকৃত্য বা । তত্র যেষাং নৈসর্গিকী তেষাং তাবত্কৃত্যবিরোধ

নান্নকশ্চ হি ধীরোদাজাদিভেদভিন্নস্ত সর্বথা বীররসানুবেধেন ভবিতব্যমিতি তং প্রতি
 কাতরপুরুষোচিতমধৈর্ঘ্যযোজনং দৃষ্টমেব । তেষামিতি রসাদীনাম্ । তৈরিত্তি
 শ্লুকবিভিঃ । সোহপশঙ্ক ইতি দুর্ব্বশ ইত্যর্থঃ । নহু কালিদাসঃ পরিপোষং গতস্থাপি
 কল্পণস্ত রতিবিলাসেযু পৌনঃপুণেন দীপনমকার্ষীৎ, তং কোহয়ং রসবিরোধিনাং
 পরিহারনিবন্ধ ইত্যশঙ্ক্যাহ—পূর্ব ইতি । ন হি বশিষ্ঠাদিভিঃ কথঞ্চিদ্ যদি স্মৃতি-
 মার্গন্ত্যক্তন্তরয়মপি তথা ত্যজ্যামঃ । অচিন্ত্যাহেতুকস্বাদুপরিচরিতানামিতি ভাবঃ ।
 ইতি শব্দেন পরিকল্পনোকসমাপ্তিং সূচয়তি ॥ ১৯ ॥

এবং বিরোধিনাং পরিহারে সামান্ত্রেনোক্তে প্রতিপ্রসবং নিয়তবিষয়মাহ—
 বিবক্ষিত ইতি । বাধ্যানামিতি । বাধ্যত্বাভিপ্রায়েণাঙ্গত্বাভিপ্রায়েণ বেত্যর্থঃ ।
 অচ্ছলা নির্দোষেত্যর্থঃ । বাধ্যত্বাভিপ্রায়েণ ব্যাচষ্টে—বাধ্যত্বং ইতি । অঙ্গভাবাভি-
 প্রায়মুভয়থা ব্যাচষ্টে, তত্র প্রথমং স্বাভাবিকপ্রকারং নিরূপয়তি—তদাঙ্গানামিতি ।

এব। যথা বিপ্রলম্বশৃঙ্গারে তদঙ্গানাং ব্যাধ্যাঙ্গানাং তেষাঞ্চ তদঙ্গানা-
মেবাদোষো নাতদঙ্গানাম্। তদঙ্গত্বে চ সম্ভবত্যাপি মরণশ্রোপশ্রাসো
ন জ্যায়ান্। আশ্রয়বিচ্ছেদে রসস্তাত্ত্ববিচ্ছেদপ্রাপ্তেঃ। করুণস্ত তু
তথাবিধে বিষয়ে পরিপোষো ভবিষ্যতীতি চেৎ ন ; তস্তাপ্রস্তুতত্বাৎ
প্রস্তুতস্ত চ বিচ্ছেদাৎ। যত্র তু করুণরসশ্চৈব কাব্যার্থত্বং তত্রাবিরোধঃ।
শৃঙ্গারে বা মরণশ্রাদীর্ঘকালপ্রত্যাপত্তিসম্ভবে কদাচিত্ত্বপনিবন্ধো
নাত্যন্তবিরোধী। দীর্ঘকালপ্রত্যাপত্তৌ তু তস্তান্তরা প্রবাহবিচ্ছেদ
এবেত্যেবংবিধেতিবৃত্তোপনিবন্ধং রসবন্ধপ্রধানেন কবিনা পরিহর্ষব্যম্।
তত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠে তু বিবক্ষিতে রসে বিরোধিরসঙ্গানাং বাধ্যত্বেনোক্তাব
দোষো যথা—

কাকার্ষ্য শশলক্ষণঃ ক চ কুলং ভূয়োহপি দৃশ্যেত সা
দোষাণাং প্রশমায় মে শ্রুতমহো কোপেহপি কাস্তং মুখম্।
কিং বক্ষ্যন্ত্যপকল্যাণাঃ কৃতধিয়ঃ স্বপ্নেহপি সা দুর্লভা।
চেতঃ স্বাস্থ্যমুপৈহি কঃ খলু যুবা ধন্যোহধরং পাস্ততি ॥

নিরপেক্ষতাবতয়া সাপেক্ষতাববিপ্রলম্বশৃঙ্গারবিরোধিত্বপি করুণে যে ব্যাধ্যাদয়ঃ
সর্বথাক্ষত্বেন দৃষ্টাঃ তেষামিতি। তে হি করুণে ভবন্ত্যেব ত এব চ ভবন্তীতি। শৃঙ্গারে
তু ভবন্ত্যেব নাপি ত এবতি। অতদঙ্গানামিতি। যথালম্বোগ্রজুগ্মানামিত্যর্থঃ।
তদঙ্গত্বে চেতি। ‘সর্ব এব শৃঙ্গারে ব্যতিচারিণ ইত্যুক্তত্বাদি’তি ভাবঃ। আশ্রয়স্ত
দ্বীপুরুষান্নতরস্তাধিষ্ঠানস্তাণ্যে রতিরেবোচ্ছিন্নেত তস্তা জীবিতসর্বস্বাভিমানরূপ-
ত্বেনোভয়াধিষ্ঠানত্বাৎ। প্রস্তুতশ্চেতি। বিপ্রলম্বশ্চেত্যর্থঃ। কাব্যার্থত্বমিতি। প্রস্তুতত্ব-
মিত্যর্থঃ। নন্থেবং সর্ব এব ব্যতিচারিণ ইতি বিঘটিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—শৃঙ্গারে বেতি।
অদীর্ঘকালে যত্র মরণে বিশ্রান্তিপদবন্ধ এব নোৎপত্ততে তত্রাস্ত ব্যতিচারিত্বম্।
কদাচিদিতি। যদি তাদৃশীং ভঙ্গিং ঘটয়িতুং সূকবেঃ কৌশলং ভবতি। যথা—

তীর্থে তোয়ব্যতিকরতবে জঙ্ঘুকতাসরযো-

র্দেহস্থাসদমরণনালেখ্যমাসাচ্চ সত্যঃ।

পূর্বাকারাধিকচতুরয়া সঙ্গতঃ কান্ত্যাসৌ

লীলাগারেধরমত পুনর্নন্দনাভ্যন্তরেযু ॥

যথা বা পুণ্ডরীকস্ত মহাশ্বেতাং প্রতি প্রবৃত্তিনির্ভরানুরাগস্ত
দ্বিতীয়মুনিকুমারোপদেশবর্ণনে । স্বাভাবিক্যামঙ্গলাবপ্রাপ্তাবদোষো
যথা —

ভ্রমিমরতিমলসহৃদয়তাং শ্রলয়ং মূর্ছাং তমঃ শরীরসাদম্ ।

মরণং চ জলদভুজগজং প্রসহ কুরুতে বিষং বিয়োগিনীনাম্ ॥

ইত্যাদি । সমারোপিতায়ামপ্যবিরোধো যথা — ‘পাণ্ডুকামম্’ ইত্যাদৌ ।
যথা বা — ‘কোপাং কোমললোলবাহুলতিকাপাশেন’ ইত্যাদৌ । ইয়ং
চান্দ্রভাবপ্রাপ্তিরন্তা যদাধিকারিকত্বাং প্রধান একস্মিন্ বাক্যার্থে রসয়ো
র্ভাবয়োৰ্বা পরস্পরবিরোধিনোদ্ব্যয়োরঙ্গভাবগমনং তস্ম্যামপি ন দোষঃ ।
যথোক্তং ‘ক্ষিপ্তোহস্তাবলগ্ন’ ইত্যাদৌ । কথং তত্রাবিরোধ ইতি চেৎ,
দ্বয়োরপি তয়োরন্তপরত্বেন ব্যবস্থানাং । অন্তপরত্বেহপি বিরোধিনোঃ

অত্র স্মৃষ্টেব রতঙ্গতা মরণশ্চ । অত এব স্রবকবিনা মরণে পদবন্ধমাত্রং ন কৃতম্,
অনুভূমানত্বেনৈবোপনিবন্ধনাং । পদবন্ধনিবেশে তু সর্বথা শোকোদয় এবাতিপরিমিত-
কালপ্রত্যাপত্তিলাভেহপি ।

অথ দূরপরামর্শকসহৃদয়সামাজিকাভিপ্রায়েণ মরণশ্চাদীর্ঘকালপ্রত্যাপস্তেবদতো-
চ্যতে, হন্ত তাপসবৎসরাংজেহপি যৌগন্ধরায়ণাদিনীতিমার্গাকর্গনসংস্কৃতমতীনাং বাসব-
দস্তামরণবুদ্ধেবোভাবাং করুণশ্চ নামাপি ন স্মাদিত্যলমবান্তরেণ বহুনা । তস্মাদ্
দীর্ঘকালতাত্র পদবন্ধলাভ এবোতি মন্তব্যম্ । এবং নৈসর্গিকান্দতা ব্যাখ্যাতা ।
সমারোপিতত্বে তদ্বিপরীতেত্যাৰ্থলঙ্ঘ্যং স্বকণ্ঠেন ন ব্যাখ্যাতা ।

এবং প্রকারজয়ং ব্যাখ্যায় ক্রমেণোদাহরতি — তত্রোদ্যাদিনা — কাব্যার্থ্যমিতি ।
বিতর্ক ঔৎসুক্যেন যতিঃ স্মৃত্য শঙ্কা দৈন্তেন ধৃতিশ্চিন্তয়া চ বাধ্যতে । এতচ্চ
দ্বিতীয়োদ্যাতারম্ভ এবোক্তমস্মাভিঃ । দ্বিতীয়েতি । বিপক্ষীভূতবৈরাগ্যবিভাবান্তব-
ধারণেহপি হৃদ্যবিচ্ছেদত্বেন দার্দ্র্যমেবানুরাগশ্চোক্তং ভবতীতি ভাবঃ । সমারো-
পিতায়ামিতি । অঙ্গভাবপ্রাপ্তাবিতি শেষঃ ।

পাণ্ডুকামং বক্তুং হৃদয়ং সরসং তবালসং চ বপুঃ ।

আবেদয়তি নিতান্তং ক্ষেত্রিয়রোগং সধি হৃদন্তঃ ॥

অত্র করুণোচ্চৈত্যা ব্যাধিঃ শ্লেষভঙ্গ্য স্থাপিতঃ । কোপাদিত্তি বধেতি হন্তত ইতি

কথং বিরোধনিবৃত্তিরিতি চেৎ, উচ্যতে — বিরোধে বিরুদ্ধসমাবেশস্ত দুইত্বং
নানুবাদে । যথা —

এহি গচ্ছ পতোত্তিষ্ঠ বদ মৌনং সমাচর ।

এবমাশাগ্রহগ্রস্তৈঃ ক্রীড়ন্তি ধনিনোহর্ষিভিঃ ॥

ইত্যাদৌ । অত্র হি বিধিপ্ৰতিষেধয়োরনুতমানত্বেন সমাবেশে ন
বিরোধস্তথেষাপি ভবিষ্যতি । শ্লোকে হস্তিনীর্ঘাবিশ্রলন্তশৃঙ্গারকরণ-
বস্ত্রনোর্ন বিধীয়মানত্বম্ । ত্রিপুররিপুপ্রভাবাতিশয়স্ত বাক্যার্থত্বাত্তদঙ্গ-
ত্বেন চ তয়োর্ব্যবস্থানাং ।

ন চ রসেসু বিধ্যানুবাদব্যবহায়ে নাস্তীতি শক্যং বক্তুং । তেষাং
বাক্যার্থত্বেনাত্যুপগমাৎ । বাক্যার্থস্ত বাচ্যস্ত চ যৌ বিধানুবাদৌ তৌ
তদাক্ষিপ্তানাং রসানাং কেন বার্হেতে । যৈবা সাক্ষাৎ কাব্যার্থতা

চ রৌদ্রানুভাবানাং রূপকবলাদারোপিতানাং তদনির্বাহাদেবাঙ্গত্বম্ । তচ্চ পূর্বমে-
বোক্তং ‘নাতিনির্বহৈণেষিতা’ ইত্যত্রান্তরে । অহেতি । চতুর্থোৎসং প্রকার ইত্যর্থঃ ।
পূর্বং হি বিরোধিনঃ প্রস্তুতরসান্তরেংঙ্গতোক্তা, অধুনা তু ঘয়োবিরোধিনোর্বস্তুরেংঙ্গ-
ভাব ইতি শেষঃ । ক্ষিপ্ত ইতি । ব্যাখ্যাতমেতৎ ‘প্রধানেনংগত্র বাক্যার্থে’ ইত্যত্র ।
নহন্তপরদ্বৈতং স্বভাবো ন নিবর্ততে, স্বভাবকৃত এব চ বিরোধ ইত্যভিপ্রায়েণাহ—
অন্তপরদ্বৈতপীতি । বিরোধিনোরিতি । তৎস্বভাবয়োরিতি হেতুত্বাভিপ্রায়েণ
বিশেষণম্ । উচ্যত ইতি । অয়ং ভাবঃ—সামগ্রীবিশেষগতিত্বেন ভাবানাং
বিরোধাবিরোধৌ ন স্বভাবমাত্র নিবন্ধনৌ শীতোষ্ণয়োরাপি বিরোধাত্মবাং । বিধা-
বিত্তি । তদেব কুরু মা কাষীরিতি যথা । বিধিশব্দেনাত্ত্রৈকদা প্রাধান্যমুচ্যতে ।
অত এবাতিরাড্রে ষোড়শিনং গৃহন্তি ন গৃহন্তীতি বিরুদ্ধবিধির্বিপ্লবপর্যবসায়ীতি
বাক্যবিদঃ । অনুবাদ ইতি । অগ্গাঙ্গতায়ামিত্যর্থঃ । ক্রীড়াঙ্গত্বেন হত্র বিরুদ্ধা-
নামর্থানামভিধানমিতি রাজনিকটব্যবস্থিতাততায়িদয়ত্বায়েন বিরুদ্ধানামপ্যন্তমুখ-
প্রেক্ষিতাপরতন্ত্রীকৃতানাং শ্রোতেন ক্রমেণ স্বাঙ্গপরামর্শেইপ্যবিশ্রাম্যতাম্, কা কথা
পরম্পররূপচিন্তায়াং যেন বিরোধঃ স্তাৎ । কেবলং বিরুদ্ধবাদরূপাধিকরণস্থিত্যা যো
বাক্যীয় এষাং পাশ্চাত্যঃ সম্বন্ধঃ সম্ভাব্যতে স বিবর্তিতাম্ ।

নহু প্রধানতয়া ষষ্ঠাচ্যং তত্র বিধিঃ । অপ্রধানত্বেন তু বাচ্যেংছবাদঃ । ন চ

রসাদীনাং নাত্যুপগম্যতে, তৈস্তেষাং তন্নিমিত্ততা তাবদকশ্মভ্যুপ-
গন্তব্য। তথাপ্যত্র শ্লোকে ন বিরোধঃ যস্মাদনুগুমানাজ্জনিমিত্তোভয়-
য়সবস্তসহকারিণো বিধীয়মানাংশাস্তাববিশেষপ্রতীতিরূপত্বতে ততশ্চ
ন কশ্চিদিরোধঃ। দৃশ্যতে হি বিরুদ্ধোভয়সহকারিণঃ কারণং কার্য-
বিশেষোৎপত্তিঃ। বিরুদ্ধফলোৎপাদনহেতুত্বং হি যুগপদেকশ্চ কারণশ্চ
বিরুদ্ধং ন তু বিরুদ্ধোভয়সহকারিত্বং। এবংবিধবিরুদ্ধপদার্থবিষয়ঃ
কথমভিনয়ঃ প্রয়োক্তব্য ইতি চেৎ, অনুগম্যনৈবংবিধবাচ্যবিষয়ে যা
বার্তা সাত্ৰাপি ভবিষ্যতি। এবং বিধ্যনুবাদনয়াশ্রয়েণাত্র শ্লোকে
পরিহৃতস্তাবদিরোধঃ।

কিঞ্চ নায়কশ্চাভিনন্দনীয়োদয়শ্চ কশ্চচিৎ প্রভাবাতিশয়বর্ণনে
তৎপ্রতিপক্ষাণাং যঃ করুণো রসঃ স পরীক্ষকাণাং ন বৈকল্যমাদধাতি

রসশ্চ বাচ্যত্বং স্বয়ংব সোঢ়মিত্যাশঙ্কমানঃ পরিহরতি—ন চেতি। প্রধানা প্রধানত্ব-
মাত্রকৃতৌ বিধ্যনুবাদৌ, তৌ চ ব্যক্ত্যত্মায়ামপি ভবত এবতি ভাবঃ। মুখ্যতয়া চ
রস এব কাব্যাব্যাক্যার্থ ইত্যুক্তম্। তেনামুখ্যতয়া যত্র সৌখ্যস্তদ্রানুগুমানত্বং রসস্থাপি
যুক্তম্। যদি বানুগুমানবিভাবাদিসমাক্ষিপ্তদ্বাদ্রসস্থানুগুমানতা তদাহ—বাক্যার্থ-
শ্রেতি। যদি বা মা ভূদনুগুমানতয়া বিরুদ্ধয়োঃ রসয়োঃ সমাবেশঃ, সহকারিতয়া তু
ভবিষ্যতীতি সর্বথাবিরুদ্ধয়োয়ুক্তিযুক্তোৎপাদিত্যবো নাত্র প্রয়াসঃ কশ্চিদিতি দর্শয়তি
—মৈবেতি। তন্নিমিত্ততেতি। কাব্যার্থো বিভাবাদিনিমিত্তং যেষাং রসাদীনাং
তে তথা তেষাং ভাবস্ততা। অনুগুমানা যে হস্তক্ষেপাদয়ো রসাদভূতা বিভাবাদয়-
স্তন্নিমিত্তং যদ্বতয়ং করুণবিপ্রলস্তাত্মকং রসবস্ত রসসজাতীয়ং তৎসহকারী যশ্চ বিধীয়-
মানশ্চ শাস্ত্রবশরবক্ষিজনিতদ্বরিতদাহলক্ষণশ্চ তস্মাদ্ ভাববিশেষে প্রয়োলাঙ্কার-
বিষয়ে ভগবৎপ্রভাবাতিশয়লক্ষণে প্রতীতিরিতি সঙ্গতিঃ। বিরুদ্ধং যদ্বতয়ং বারিত্তে-
জোগতং শীতোষ্ণং তৎসহকারি যশ্চ তণ্ডুলাদেঃ কারণশ্চ তস্মাদ্ কার্যবিশেষশ্চ
কোমলভক্তকরণলক্ষণশ্চোৎপত্তিদৃশ্যতে। সর্বত্র হীথমেব কার্যাকারণভাবো বীজাঙ্ক-
রাদৌ নাস্তথা।

নহু বিরোধস্তর্হি সর্বত্রাকিঞ্চিকরঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিরুদ্ধফলেতি। তথা
চাছঃ—‘নোপাদানং বিরুদ্ধশ্চ’ ইতি। নন্যভিনেয়ার্থে কাব্যে যদিদৃশং বাক্যং
ভবেত্তদা যদি সমস্তাভিনয়ঃ ক্রিয়তে তদা বিরুদ্ধার্থবিষয়ঃ কথং যুগপদভিনয়ং কর্তুং

প্রত্যুত প্রীত্যতিশয়নিমিত্ততাং প্রতিপদ্যত ইত্যতস্তস্য কুষ্ঠশক্তিকহাস্ত-
দ্বিরোধবিধায়িনো ন কশ্চিদ্রোধঃ । তস্মাদ্বাক্যার্থীভূতস্য রসস্য ভাবস্য
বা বিরোধী রসবিরোধীতি বক্তুং শ্রীয়াং, ন বৃদ্ধভূতস্য কশ্চিৎ ।

অথবা বাক্যার্থীভূতস্ত্যপি কশ্চিৎ করুণরসবিষয়স্য তাদৃশেন
শৃঙ্গারবস্তুনা ভঙ্গিবিশেষাশ্রয়েণ সংযোজনং রসপরিপোষারৈব জায়তে ।
যতঃ প্রকৃতিমধুরাঃ পদার্থাঃ শোচনীয়তাং প্রাপ্তাঃ প্রাগবস্থাভাবিভিঃ
সংস্বর্ঘ্যমাণৈর্বিলাসৈরধিকতরং শোকাবশমুপজনয়ন্তি । যথা —

অয়ং স রশনোৎকর্ষী শীনস্তনবিমর্দনঃ ।

নাভ্যরুজঘনম্পর্শী নীবীবিশ্রংসনঃ করঃ ॥

ইত্যাদৌ । তদত্র ত্রিপুরযুবতীনাং শাস্তবঃ শরাগ্নিরার্জাপরাধঃ কামী
যথা ব্যবহরতি স্ম তথা ব্যবহৃতবানিত্যেনোপি প্রকারেণাস্ত্যেব

শক্য ইত্যশয়েনাশঙ্কমান আহ—এবমিতি । এতৎ পরিহরতি—অনুচমানেতি ।
অনুচমানমেবংবিধং বিরুদ্ধাকারং বাচ্যং যত্র তাদৃশো যো বিষয়ঃ ‘এহিগচ্ছ পতো-
স্তিষ্ঠ’ ইত্যাদিস্তত্র যা বার্তা সাত্ৰাপীতি ।

এতদ্বক্তব্যং ভবতি — ‘ক্ষিপ্তো হস্তাবলগ্ন’ ইত্যাদৌ প্রাধাত্মেন ভীতবিপ্লুতাদিদিষ্ট্য-
পপাদনক্রমেণ প্রাকরিককস্তাবদর্থঃ প্রদর্শয়িতব্যঃ । যতপ্যত্র করুণোৎপি পরাদ্বমেব
তথাপি বিপ্রলস্তাপেক্ষয়া তস্য তাবল্লিকটং প্রাকরিককটং মহেশ্বরপ্রভাবং প্রতি
সোপযোগ্যত্বাৎ । বিপ্রলস্তস্য তু কামীবেত্যুৎপ্রেক্ষোপমাবলেনায়তস্য দূরত্বাৎ ।
এবং চ সাত্মনেত্রোৎপলাভিরত্যন্তং প্রাধাত্মেন করুণোপযোগ্যভিনয়ক্রমেণ লেশতস্ত
বিপ্রলস্তস্য করুণেন সাদৃশ্যাৎ সূচনাং কৃত্বা । কামীবেত্যত্র যতপি প্রণয়কোপোচিতোহ-
ভিনয়ঃ কৃতস্তথাপি ততঃ প্রতীয়মানোৎপ্যসৌ বিপ্রলস্তঃ সমনন্তরাভিনীয়মানে
স দহতু হুরিতমিত্যাদৌ সাতোপাভিনয়সমর্থিতো যো ভগবৎপ্রভাবস্তত্রাজ্ঞতান্নাং
পর্যবন্তীতি, ন কশ্চিদ্রোধঃ । এতৎ বিরোধপরিহারমুপসংহরতি — এবমিতি ।

বিষয়ান্তরে তু প্রকারান্তরেণ বিরোধপরিহারমাহ—কিঞ্চেতি । পরীক্ষাকাণামিতি
সামাজিকানাং বিবেকশালিনাম্ । ন বৈরব্যমিতি । ন তাদৃশে বিষয়ে চিন্তাক্রতি-
রুৎপত্ততে করুণাস্বাদবিশ্রান্ত্যভাবাৎ । কিন্তু বীরস্য যোৎসৌ ক্রোধো ব্যভিচারিতাং
প্রতিপত্ততে তৎফলরূপোৎসৌ করুণরসঃ স্বাকরুণাভিভাবজনদ্বারেণ বীরাস্বাদাতিশয়

নির্বিরোধত্বম্। তস্মাত্তথা যথা নিরূপ্যতে তথা তথাত্ৰ দোষাভাবঃ।
ইখং চ—

ক্রামন্ত্যঃ ক্ষতকোমলাঙ্গুলিবলদ্রষ্টে: সদর্ভাঃ স্থলী:
পাদৈ: পাতিতয়াবকৈরিব পতদ্বাস্পান্বুধৌতাননা:।
ভীতা ভর্জকরাবলস্থিতকরাস্ত্বদৈরিনার্যোহধুমা
দাবাগ্নিঃ পরিতো ভ্রমন্তি পুনরপ্যুচ্ছদ্বিবাহা ইব ॥

ইত্যেবমাদীনাং সর্বেষামেব নির্বিরোধত্বমবগন্তব্যম্। এবং তাবদ্রসাদীনাং
বিরোধিরসাদিভিঃ সমাবেশাসমাবেশয়োবিষয় বিভাগো দর্শিতঃ।

এব পর্য্যবস্তুতি। যথোক্তম্—‘রৌদ্রশ্চ চৈব যৎ কর্ম স জ্ঞেয়ঃ করুণো রসঃ’ ইতি।
তদাহ—প্রীত্যতিশয়েতি। অত্রোদাহরণম্—

কুরবক কুচাঘাত ক্রীড়াশ্বখেন বিষুজ্যসে
বকুলবিটপিন্ অর্ভব্যং তে মুখাসবসেবনম্।
চরণঘটনাশৃঙ্খো যাস্তশ্চশোক সশোকতা-
মিতি নিজগুণত্যাগে যশ্চ দিবাং জগতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

ভাবশ্চ বেতি। তস্মিন্ রসে স্থায়িনো প্রধানভূতশ্চ ব্যভিচারিণো বা যথা
বিপ্রলম্বশৃঙ্খার ঔৎসুক্যশ্চ।

অধুনা পূর্বস্বিন্নেব শ্লোকে ক্ষিপ্ত ইত্যাদৌ প্রকারান্তরেণ বিরোধঃ পরিহরতি
অথবেতি। অয়ং চাত্র ভাবঃ—পূর্বং বিপ্রলম্বকরুণয়োরনুজ্ঞাপ্রভাবগমনান্নির্বিরোধ-
ত্বমুক্তম্। অধুনা তু স বিপ্রলম্বঃ করুণশ্চৈবাক্ষতাং প্রতিপন্নঃ কথং বিরোধীতি
ব্যবস্থাপ্যতে—তথা হি করুণো রসো নামেষ্টজনবিনিপাতাদেবিভাবাদিত্যুক্তম্।
ইষ্টতা চ নাম রমণীয়তাম্। ততশ্চ কামীবার্দ্ৰাপরাধ ইত্যং প্রেক্ষয়েদমুক্তম্।
শান্তবশরবহিচ্ছোঁতাভাবলোকনে প্রাক্তনপ্রণয়কলহবৃন্তান্তঃ অর্থমাণ ইদানীং বিধবন্ততয়া
শোকবিভাবতাং প্রতিপত্তে। তদাহ—ভঙ্গি বিশেষেতি। অগ্রাম্যতয়া বিভাবা-
হুভাবাদিরূপতাপ্রাপণয়া গ্রাম্যোক্তিরহিতয়েত্যর্থঃ। অত্রৈব দৃষ্টান্তমাহ—যথা
অয়মিতি। অত্র ভুরিপ্রবসঃ সমরভূবি নিপতিতং বাহুং দৃষ্টু। তৎকান্তানামেতদনু-
শোচনম্। রশনাং মেখলাং সন্তোগাবসরেষুর্দ্ধং কর্ণভীতি রসনোৎকর্ষী। অমুনা
বিরোধোদ্ধরণপ্রকারেণ বহুতরং লক্ষ্যমুপপাদিতং ভবভীত্যভিপ্রায়েণাহ—ইখং

ইদানীং তেষামেকপ্রবন্ধবিনিবেশনে ত্রায্যো যঃ ক্রমস্তং প্রতি-
পাদয়িতুমুচ্যতে —

প্রসিদ্ধেহপি প্রবন্ধানাং নানারসনিবন্ধনে ।

একো রসোহঙ্গীকর্তব্যস্তেষামুৎকর্ষমিচ্ছতা ॥ ২১ ॥

প্রবন্ধেষু মহাকাব্যাদিষু নাটকাদিষু বা বিপ্রকীর্তয়াজ্জিভাবেন
বহবো রসা উপনিবধ্যন্ত ইত্যত্র প্রসিদ্ধৌ সত্যামপি যঃ প্রবন্ধানাং
ছায়াতিশয়যোগমিচ্ছতি তেন তেষাং রসানামগ্রতমঃ কশ্চিদ্বিবক্ষিতো
রসোহঙ্গিহেন বিনিবেশয়িতব্য ইত্যয়ং যুক্ততরো মার্গঃ ।

চেতি । হোমাদ্বিধুমকৃতং বাম্পাশু যদি বা বন্ধুহৃৎযাগদ্বঃখোদ্ভবম্ । ভয়ং
কুমারীজনোচিতঃ সাধবসঃ । এবমিয়তাস্তভাবং প্রাপ্তানামুক্তিরচ্ছলেতি কারিকা-
ভাগোপযোগি নিরুপতমিত্যুপসংহরতি—এবমিতি । তাবদগ্রহণেন বক্তব্যান্তরম-
প্যস্তীতি সূচয়তি ॥ ২০ ॥

তদবাবতারয়তি—ইদানীমিত্যাদিনা । তেষাং রসানাং ক্রম ইতি যোজনা ।
প্রসিদ্ধেহপীতি ভরতমুনিপ্রভৃতিভিনিক্রপিতেহপীত্যর্থঃ । তেষামিতি প্রবন্ধানাম্ ।
মহাকাব্যাদিষুনাট্যাদিশব্দঃ প্রকারে । অনভিনেয়ান্ ভেদানাহ, দ্বিতীয়ত্বভিনেয়ান্ ।
বিপ্রকীর্তয়েতি নায়কপ্রতিনায়কপতাকাপ্রকরীনাযকাদিনিষ্ঠতয়েত্যর্থঃ । অঙ্গাদি-
ভাবেনেত্যেকনায়কনিষ্ঠহেন । যুক্ততর ইতি । যতপি সমবকারাদৌ পর্যায়বন্ধাদৌ
চ নৈকশ্রাদ্ধিৎ তথাপি নায়ুক্ততা তন্ত্রাপ্যেৎবিধৌ যঃ প্রবন্ধঃ তদুখা নাটকং
মহাকাব্যং বা তদ্বৎকৃষ্টতরমিতি তরশব্দস্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

নয়িতি । স্বয়ং লরূপরিপোষয়ে কথমঙ্গত্বম্? অলরূপরিপোষয়ে বা কথং
রসতমিতি রসত্বমঙ্গত্বং চাত্তোত্তবিরুদ্ধং তেষাং চাঙ্গদ্বাযোগে কথমেকশ্রাদ্ধিৎযুক্ত-
মিতি ভাবঃ । রসান্তরেতি । প্রস্তুতস্য সমস্তেতিবৃত্তব্যাপিনস্তত এব বিততব্যাপ্তিক-
ত্বেনাঙ্গিভাবোচিতস্য রসস্য রসান্তরৈরিতিবৃত্তব্যায়াতত্বেন পরিমিতকথ্যাকলব্যাপিভির্ষঃ
সমাবেশঃ সগুপবৃহৎ স তস্য স্থায়িত্বেনেতিবৃত্তব্যাপিতয়া ভাসমানস্য নাদিতামুপহন্তি,
অঙ্গিতাং পোষয়তোবেত্যর্থঃ ।

এতদ্বক্তং ভবতি—অঙ্গভূতাঙ্গপি রসান্তরাপি স্ববিভাবাদিসামগ্র্যা স্বাবস্থায়ং
যতপি লরূপরিপোষাণি চমৎকারগোচরতাং প্রতিপদন্তে । তথাপি স চমৎকারস্তাব-

ননু রসান্তরেষু বহুশু প্রাপ্তপরিপোষেষু সংস্রু কথমেকস্তাঙ্গিতা ন
বিরুদ্ধাত ইত্যশঙ্ক্যেদমুচ্যতে—

রসান্তরসমাবেশঃ প্রস্তুতস্ত যসস্ত যঃ ।

নোপহন্ত্যঙ্গিতাং সোহস্ত স্থায়িত্বেনাবভাসিনঃ ॥ ২২ ॥

প্রবন্ধেষু প্রথমতরং প্রস্তুতঃ সন্ পুনঃ পুনরনুসন্ধীয়মানত্বেন স্থায়ী যো
রসস্তস্ত সকলবন্ধব্যাপিনো রসান্তরৈরন্তরালবর্তিভিঃ সমাবেশো যঃ স
নাঙ্গিতামুপহন্তি এতদেবোপপাদয়িতুমুচ্যতে—

কার্যমেকং যথা ব্যাপি প্রবন্ধস্ত বিধীয়তে ।

তথা রসস্তাপি বিধৌ বিরোধো নৈব বিদ্যতে ॥ ২৩ ॥

সন্ধ্যাदिमयस्य प्रबन्धशरीरस्य यथा कार्यमेकमनुयायि व्यापकं कल्यते
न च तत्कार्यास्तुत्यैर्न सङ्कीर्यते, न च तैः सङ्कीर्यमाणस्तपि तस्य
प्राधान्यमपचीयते, तथैव रसस्त्याप्येकस्य सन्निवेशे क्रियमाणे विरोधो

ভ্যেব ন পরিতুষ্ট্য বিশ্রাম্যতি কিন্তু চমৎকারান্তরমনুধাবতি । সর্বত্রৈব হৃদ্যাঙ্গিতাবে-
হ্মমেবোদন্তঃ । যথাহ তত্রভবান্—

গুণঃ কৃতান্নসংস্কারঃ প্রধানং প্রতিপদ্যতে ।

প্রধানস্থোপকারে হি তথা জুয়সি বর্ততে ॥ ইতি ॥ ২২ ॥

উপপাদয়িতুমিতি । দৃষ্টান্তস্ত সমুচিতস্ত নিরূপণেনেতি ভাবঃ । ত্রায়েন
চৈতদেবোপপদ্যতে ; কার্যং হি ভাবদেকমেবাধিকারিকং ব্যাপকং প্রাসঙ্গিককার্যান্ত-
রোপক্রিয়মাণমবশ্যমঙ্গীকার্যম্ । তৎপৃষ্ঠবর্তিনীনাং নায়কচিত্তবৃত্তীনাং তদ্বলাদেবাঙ্গা-
ঙ্গিতাবঃ প্রবাহাপতিত ইতি কিমত্রাপূর্বমিতি তাৎপর্যম্ । তথ্যেতি ব্যাপিতয়া ।
যদি বা এবকারো ভিন্নক্রমঃ তথৈব তেনৈব প্রকারেণ কার্য্যাঙ্গিতাবরূপেণ
রসানামপি বলাদেবাসাবাপততীত্যর্থঃ । তথা চ বৃত্তৌ বন্ধ্যতি ‘তথৈবে’তি ।

কার্যমিতি । ‘স্বল্পমাত্রং সমুৎকৃষ্টং বহুশা যদিপূর্ণি’ ইতি লক্ষিতং বীজম্ ।
বীজাং প্রভৃতি ‘প্রয়োজনানাং বিচ্ছেদে যদবিচ্ছেদকারণং যাবৎ সমাপ্তিবন্ধং স তু
বিন্দুঃ’ ইতি বিন্দুরূপস্বার্থপ্রকৃত্যা নির্বহণপর্যন্তং ব্যাপ্নোতি তদাহ—অনুযায়ীতি ।
অনেন বীজং বিন্দুশ্চেত্যর্থপ্রকৃতী সঙ্গৃহীতে । কার্য্যান্তরৈরिति । ‘আগর্তাধাবিমর্শবা
পতাকা নিবিবর্ততে’ ইতি প্রাসঙ্গিকং যৎ পতাকালক্ষণার্থপ্রকৃতিনিষ্ঠং কার্য্যং যানি চ

ন কশ্চিৎ। প্রতু্যত প্রতু্যদিতবিবেকানামনুসন্ধানবতাং সচেত সাং
তথাবিধে বিষয়ে প্রহ্লাদাতিশয়ঃ প্রবর্ততে।

নহু যেষাং রসানাং পরস্পরাবিরোধঃ যথা—বীশৃঙ্গারয়ো শৃঙ্গার-
হাস্তয়ো রৌদ্রশৃঙ্গারয়ো বীরাভুতয়ো বীররৌদ্রয়ো রৌদ্রকরুণয়োঃ
শৃঙ্গারাদুতয়োৰ্বা ভত্র ভবজ্ঞান্দিভাবঃ। তেষাং তু কথং ভবেচ্ছেষাং
পরস্পরং বাধ্যবাধকভাবঃ। যথা—শৃঙ্গারবীভংসয়োবীরভয়ানকয়োঃ
শান্তরৌদ্রয়োঃ শান্তশৃঙ্গারয়োৰ্বা ইত্যাক্ষেদমুচ্যতে—

অবিরোধী বিরোধী বা রসোহঙ্গিনি রসান্তরে।

পরিপোষং ন নেতব্যস্তথা স্তাদবিরোধিতা ॥ ২৪ ॥

ততোহপুনব্যাপ্তিতয়া ত্রকরীলক্ষণানি কার্যাপি তৈরিত্যেবং পঞ্চানামর্থপ্রকৃतीনাং
বাক্যৈকবাক্যতয়া নিবেশ উক্তঃ। তথাবিধ ইতি। যথা তাপসবৎসরাজে।

এবমেনে ন্নোকেনাঙ্গিতায়াং দৃষ্টান্তনিক্রপণমিতিবৃত্তবলাপতিতৎ চ রসান্দি-
ভাবশ্চেতি দ্বয়ং নিরূপিতম্। বৃত্তিগ্রহোইপ্যুভয়াভিপ্রায়েণৈব নেয়ঃ। শৃঙ্গারেণ
বীরস্তাবিরোধো যুগ্মনয়পরাক্রমাদিনা কন্তারত্নলাভাদৌ। হাস্তস্ত তু স্পষ্টমেব
তদঙ্গত্বম্। হাস্তস্ত স্বয়মপুরুষার্থবভাবত্বেইপি সমধিকতররঞ্জনোৎপাদনেন শৃঙ্গারজ-
তয়েব তথাত্বম্। রৌদ্রস্তাপি তেন কথঞ্চিদবিরোধঃ। যথোক্তম্—‘শৃঙ্গারশ্চ তৈঃ
প্রসভং সেব্যতে’। তৈরিতি রৌদ্রপ্রভৃতিভিঃ রঞ্জনোদানবোদ্ধতমহুগ্নৈরিত্যর্থঃ।
কেবলং নায়িকাবিষয়মোগ্রাং তত্র পরিহর্তব্যম্। অসন্তাব্যপৃথিবীসন্মার্জনাদিজনিত-
বিস্ময়তয়া তু বীরাভুতয়োঃ সমাবেশঃ। যদাহ মুনিঃ—‘বীরস্ত চৈব যৎ কর্ম সোহভূতঃ
ইতি। বীররৌদ্রয়োৰ্বীরোদ্ধতে ভীমসেনাদৌ সমাবেশঃ ক্রোধোংসাহস্মোরবিরোধোং।
রৌদ্রকরুণয়োৰপি মুনিনৈবোক্তঃ।

‘রৌদ্রশ্চৈব চ যৎ কর্ম স জ্যেষ্ঠঃ করুণো রসঃ’ ইতি।

শৃঙ্গারাদুতয়োরিতি। যথা রত্নাবল্যামৈন্দ্রজালিকদর্শনে। শৃঙ্গারবীভংসয়োরিতি।
যয়োৰ্বি পরস্পরোন্মূলনান্নকতয়েবোদ্ভবস্তত্র কোংজ্ঞান্দিভাবঃ আলম্বননিমগ্নরূপতয়া
চ রতিরুক্তিষ্ঠিত ততঃ পলায়মানরূপতয়া জুগুপ্সেতি সমানাম্রয়ত্বেন তয়োরগোন্ত-
সংস্কারোন্মূলনত্বম্। ভয়োংসাহাবপ্যেবমেব বিরুদ্ধৌ বাচ্যৌ। শান্তস্তাপি তদজ্ঞান-
সমুখিতসমস্তসংসারবিষয়নির্বেদপ্রাণত্বেন সর্বতো নিরীহস্বভাবস্ত বিষয়াসক্তি-
জীবিতাভ্যাং রতিক্রোধাভ্যাং বিরোধ এব ॥ ২৩ ॥

অঙ্গিনি রসান্তরে শৃঙ্গারাদৌ প্রবন্ধব্যঙ্গ্যে সতি অবিরোধী বিরোধী বা
রসঃ পরিপোষণং ন নেতব্যঃ । তত্রাবিরোধিনো রসস্ত্যঙ্গিরসাপেক্ষ্যা-
ত্যন্তমাধিক্যং ন কর্তব্যমিত্যয়ং প্রথমঃ পরিপোষণপরিহারঃ । উৎকর্ষ-
সাম্যেহপি তয়োর্বিয়োধাসম্ভবাৎ । যথা —

একস্তো রুঅই পিআ অল্পস্তো সমরতূরনিঘাসো ।

ণেহেণ রণরসেণ অ ভডস্ দোলাইঅং হিঅঅম্ ॥

যথা বা —

কণ্ঠাচ্ছিত্ত্বাক্ষমালাবলয়মিব করে হারমাবর্তয়ন্তী

কৃতা পর্যঙ্কবন্ধং বিষধরপতিনা মেখলায়া গুণেন ।

মিথ্যামন্ত্ৰাভিজাপক্ষুরদধরপুটব্যঞ্জিতাব্যক্তহাসা

দেবী সন্ধ্যাভ্যসূয়াহসিতপশুপতিস্তত্র দৃষ্টা তু বোহবতাং ॥

অবিরোধী বিরোধী বেতি । বাগ্রহণশায়মভিপ্রায়ঃ— অঙ্গিরসাপেক্ষ্যা যন্ত
রসান্তরশ্চোৎকর্ষো নিবধ্যাহে তদা তদবিরুদ্ধোহপি রসো নিবন্ধশ্চোদ্যাবহঃ । অথ তু
যুক্তাঙ্গিনি রসেইঙ্গভাবতানয়েনোপপত্তির্ঘটিতে তদ্বিরুদ্ধোহপি রসো বক্ষ্যমাণেন বিষয়-
ভদাদিষোজনেনাপনিবধ্যমানো ন দোষাবহ ইতি বিরোধাবিরোধাবিকল্পিকরৌ ।
বিনিবেশনপ্রকার এব ত্ববধাতব্যমিতি । অঙ্গিনীতি সপ্তম্যানাদরে । অঙ্গিনং রস-
বিশেষমনাদৃত্য হৃদ্যত্যাঙ্গভূতো ন পোষণতব্য ইত্যর্থঃ । অবিরোধিতেতি ।
নির্দোষতেত্যর্থঃ । পরিপোষণপরিহারে জীন্ প্রকারানাহ—তত্রৈত্যাদিনা তৃতীয়
ইত্যন্তেন । ননু নূনত্বং কার্যমিতি বাচ্যে আধিক্যন্ত কা সম্ভাবনা যেনোক্তমাধিক্যং
ন কর্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাব উৎকর্ষসাম্য ইতি ।

একতো রোদিতি প্রিয়া অগ্নতঃ সমরতূর্যনির্ধোষঃ ।

স্নেহেন রণরসেন চ ভটন্ত দোলায়িতং হৃদয়ম্ ॥ ইতি ছায়া ।

রোদিতি প্রিয়েত্যতো রত্নাৎকর্ষঃ । সমরতূর্থেতি ভটন্তেতি চোৎসাহোৎকর্ষঃ ।
দোলায়িতমিতি তন্মোরনুনাবিকতয়া সাম্যমুক্তম্ । এতচ্ মুক্তকবিষয়মেব ভবতি
ন তু প্রবন্ধবিষয়মিতি কেচিদাহন্তুচাসং ; আধিকারিকেষ্বিতিবৃত্তেয়ু জিবর্গফলসম-
প্রাধান্ত্য সম্ভবাৎ । তথা হি—রত্নাবল্যাং সচিবায়ত্তসিদ্ধিহাতিপ্রায়েণ পৃথিবীরাজ্য-
লাভ আধিকারিকং ফলং কস্তায়ত্নলাভঃ প্রাসঙ্গিকং ফলং, নায়কাভিপ্রায়েণ তু

ইত্যত্র । অঙ্গিরসবিরুদ্ধানাং ব্যভিচারিণাং প্রাচুর্যেণানিবেশনম্
নিবেশনে বা ক্ষিপ্রেমব্যাঙ্গিরসব্যভিচার্যমুত্তিরিতি দ্বিতীয়ঃ । অঙ্গহেন
পুনঃ পুনঃ প্রত্যবেক্ষা পরিপোষঃ নীয়মানস্তাপ্যঙ্গভূতস্ত রসস্ত্রুতি
তৃতীয়ঃ । অনয়া দিশাশ্চেহপি প্রকারা উৎপ্রেক্ষণীয়াঃ । বিরোধিনস্ত
রসস্ত্রাঙ্গিরসাপেক্ষয়া কস্তচিন্মূনতা সম্পাদনীয়া । যথা শাস্ত্রেহঙ্গিনি
শৃঙ্গারস্ত শৃঙ্গারে বা শাস্ত্রস্ত । পরিপোষরহিতস্ত রসস্ত্র কথং রসত্বমিতি
চেৎ—উক্তমত্রাঙ্গিরসাপেক্ষয়েতি । অঙ্গিনো হি রসস্ত্র যাবান্
পরিপোষস্তাবান্তস্ত্র ন কর্তব্যঃ, স্বতস্ত্র সম্ভবী পরিপোষঃ কেন বার্যতে ।

বিপর্যয় ইতি স্থিতে মস্ত্রিবুদ্ধো নায়কবুদ্ধো চ স্বাম্যমাত্যবুদ্ধ্যক্ৰহাং ফলমিতি নীত্যা
একীক্ৰিয়মাণায়াং সমপ্রাধাত্যমেব পর্যবস্তুতি । যথোক্তম্—‘কবেঃ প্রধত্ত্বান্নেতৃণাং
যুক্তানাম্’ ইত্যলমবান্তরেণ বহনা ।

এবং প্রথমং প্রকারং নিরূপ্য দ্বিতীয়মাহ—অঙ্গীতি । অনিবেশনমিতি । অঙ্গভূতে
রস ইতি শেষঃ । নবেৎ নাসৌ পরিতুষ্টো ভবেদিত্যাশঙ্ক্য মতান্তরমাহ—নিবেশনে
বেতি । অতএব বাগ্রংগমুত্তরপক্ষদাঢ্যং সূচয়তি ন বিকল্পম্ । তথা চৈক এবাঙ্গ
প্রকারঃ । অত্থা তু দ্বৌ স্মাতাম্ । অঙ্গিনো রদস্ত্র যো ব্যভিচারী তস্ত্রানু-
বৃত্তিরনুসন্ধানম্ । যথা—‘কোপাং কোমললোল’ ইতি শ্লোকেহঙ্গিত্বাত্যাং রতাবঙ্গহেন
যঃ ক্রোধ উপনিবদ্ধস্তত্র বদ্ধ্বা দৃঢ়ঃ ইত্যমর্থস্ত্র নিবেশিতস্ত্র ক্ষিপ্রেমেব রুদত্যেতি
হসমিতি চ রতুচিতিষ্যোংস্ক্যাহর্ষানুসন্ধানম্ ।

তৃতীয়ং প্রকারমাহ—অঙ্গহেনেতি । অএ চ তাপসবৎশরাজে বৎসরাজস্ত্র
পদ্মাবতীবিষয়ঃ সম্ভোগশৃঙ্গার উদাহরণকর্তব্যঃ । অশ্চেংগীতি । বিভাবানুভাবানাং
চাপি উৎকর্ষো ন কর্তব্যোহাঙ্গিরসবিরোধিনাং নিবেশনমেব বা ন কার্যম্, কৃতমপি
চাঙ্গিরসবিভাবানুভাবৈরুপবৃংহণীয়ম্ । পরিপোষিতা অপি বিরুদ্ধরসবিভাবানুভাবা
অঙ্গং প্রতিজাগরয়িতব্য ইত্যাদি স্বয়ং শক্যমুৎপ্রেক্ষিতুম্ । এবং বিরোধ্যবিরোধি-
সাধারণং প্রকারমভিধায় বিরোধিবিষয়া সাধারণদোষপরিহারপ্রকারগতহেনেব
বিশেষান্তরমপ্যাহ—বিরোধিন ইতি । সম্ভবীতি । প্রধানাবিরোধিহেনেতি শেষঃ ।
এতচ্চেতি । উপকার্যোপকারকতাবো রমানাং নাস্তি স্বচমৎকারবিশ্রান্তত্বাং ; অত্থা
রসত্বাযোগাং, তদভাবে চ কথমঙ্গীকৃত্যেতি যেষাং মতং তৈরপি কস্তচিদ্রসস্ত্র
প্রকৃষ্টত্বং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যাপকত্বমত্বেবাং চান্নপ্রবক্ষ্যানুগামিষ্মভূতপগন্তব্যমিতিবৃত্তসম্ভট-

এতচ্চাপেক্ষিকং প্রকর্ষযোগিহ্মমেকস্ত রসস্ত বহুরসেষু প্রবন্ধেষু রস-
নামঙ্গাঙ্গিভাবমনভ্যুপগচ্ছতাপ্যশক্যপ্রতিক্ষেপমিত্যনেন প্রকারেণা-
বিরোধিনাং বিরোধিনাং চ রসানামঙ্গাঙ্গিভাবেন সমাবেশে প্রবন্ধেষু
স্বাদবিরোধঃ। এতচ্চ সবং যেষাং রসো রসান্তরস্ত ব্যভিচারী ভবতি
ইতি দর্শনং তন্মতেনোচ্যতে। মতান্তরে তু রসানাং স্থায়িনো ভাবা
উপচারাদ্রসশব্দেনোক্তান্তেষামঙ্গত্বং নির্বিরোধমেব।

নান্না এবান্তথানুপপত্তেঃ, ভূয়ঃ প্রবন্ধব্যাপকস্ত চ রসস্ত রসান্তরৈর্যদি ন কাচিৎ
সংগতিস্তদিতিবৃন্তস্তাপি ন স্থাং সঙ্গতিশ্চৈদয়মেবোপকার্যোপকারকভাবঃ। ন চ
চমৎকারবিশ্রান্তের্বিরোধঃ কশ্চিদতি সমনন্তরমেবোক্তং তদাহ—অনভ্যুপগচ্ছতাপীতি।
শব্দমাত্রাণোসৌ নাত্যুপগচ্ছতি। অকাম এবাত্যুপগময়িতব্য ইতি ভাবঃ। অগ্ন্ত
ব্যাচষ্টে—এতচ্চাপেক্ষিকমিত্যাদিগ্রহো দ্বিতীয়মতমতিপ্রত্য যত্র রসানামুপকার্যো-
পকারকতা নাস্তি, তত্রাপি হি ভূয়ো বৃত্তব্যাপ্তত্বমেবাদ্বিত্বমিতি। এতচ্চাসং; এবং
হি এতচ্চ সর্বমিতি সর্বশব্দেন য উপসংহার একপক্ষবিষয়ঃ মতান্তরেইপীত্যাদিনা চ
যো দ্বিতীয়পক্ষোপক্রমঃ সোইতীব দ্বঃশ্লিষ্ট ইত্যলং পূর্ববংশৈঃ সহ বহুনা সংলাপেন।
যেষামিতি। ভাবাধ্যায়সমাপ্তাবন্তি শ্লোকঃ—

বহুনাং সমবেতানাং রূপং যন্ত ভবেদ্বছ

স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ী শেষঃ সঞ্চারিণো মতাঃ ॥

ইতি। তত্রোক্তক্রমেণাধিকারিকেতিবৃত্তব্যাপিকা চিন্তবৃত্তিরবশ্যমেব স্থায়িত্বেন ভাতি
প্রাসঙ্গিকবৃত্তান্তগামিনী তু ব্যভিচারিতয়েতি রসমান্তাসময়ে স্থায়িব্যভিচারিভাবস্ত
ন কশ্চিৎবিরোধ ইতি কেচিৎব্যচক্ষিরে। তথা চ ভাণ্ডুরিরপি কিং রসানামপি
স্থায়িসঞ্চারিতান্তি ইত্যাক্ষিপ্যাত্যুপগমে নৈবোত্তরমবোচ্যাদমন্তীতি।

অগ্রে তু স্থায়িতয়া পঠিতস্তাপি রসস্ত রসান্তরে ব্যভিচারিত্বমন্তি, যথা ক্রোধস্ত
বীরে ব্যভিচারিতয়া পঠিতস্তাপি স্থায়িত্বমেব রসান্তপে, যথা তত্ত্বজ্ঞানবিভাবকস্ত
নির্বেদস্ত শান্তে; ব্যভিচারিণো বা সত এব ব্যভিচার্যন্তরাপেক্ষয়া স্থায়িত্বমেব, যথা
বিক্রমোর্বশ্রামুমান্দস্ত চতুর্থৈঃ ইত্যন্তমর্থমববোধয়িতুমঙ্গ শ্লোকঃ বহুনাং চিন্তবৃত্তি-
রূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যন্ত বহুলং রূপং যথোপলভ্যতে স স্থায়ী ভাবঃ। স চ
রসো রসীকরণযোগ্যঃ; শেষান্ত সঞ্চারিণঃ ইতি ব্যাচক্ষতে, ন তু রসানাং স্থায়ি-
সঞ্চারিভাবেনাঙ্গিতোক্তেতি। অত এবাগ্রে রসস্থায়ীতি বর্ত্ত্য সপ্তম্যা দ্বিতীয়

এবমবিরোধানাং বিরোধিনাং চ প্রবন্ধস্থেনাঙ্গিনা রসেন সমাবেশে
সাধারণমবিরোধোপায়ং প্রতিপাদ্যেদানীং বিরোধিবিষয়মেব তং প্রতি-
পাদয়িতুমিদমুচ্যতে ।

বিরুদ্ধৈকাক্ষয়ো যন্ত বিরোধী স্থায়িনো ভবেৎ ।

স বিভিন্নাশ্রয়ঃ কার্যস্তু পোষেৎপ্যদোষতা ॥ ২৫ ॥

একাধিকরণ্যবিরোধী নৈরন্তর্য্যবিরোধী চেতি দ্বিবিধো বিরোধী ।
তত্র প্রবন্ধস্থেন স্থায়িনাঙ্গিনা রসেনোচিত্যাপেক্ষয়া বিরুদ্ধৈকাক্ষয়ো
যো বিরোধী যথা বীরেণ ভয়ানকঃ স বিভিন্নাশ্রয়ঃ কার্যঃ । তস্য

বাস্তিতাদিসু গমিগাম্যাদীনাংমিতি সমাসং পঠন্তি । তদাহ—মতান্তরেংপীতি ।
রসশব্দেনেতি । ‘রসান্তরসমাবেশঃ প্রস্তুতস্য রসস্য যঃ’ ইত্যাদি প্রাক্তনকারিকানি-
বিষ্টেনেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

অথ সাধারণং প্রকারমুপসংহরনসাধারণমাত্ত্রয়তি—এবমিতি । তমিত্যবিরো-
ধোপায়ম্ । বিরুদ্ধেতি বিশেষণং হেতুগর্ভম্ । যন্ত স্থায়ী স্থায়ান্তরেণাসম্ভাব্যমানৈকা-
শ্রয়ত্বাবিরোধী ভবেৎতোংসাহেন ভয়ং স বিভিন্নাশ্রয়ত্বেন নায়কবিপক্ষাদিগামিত্বেন
কার্যঃ । তস্মেতি । তস্য বিরোধিনোংপি তৎসাক্ষ্যতস্য তথানিবন্ধস্য পরিপুষ্টতায়্যাঃ
প্রত্যুত নির্দোষতা নায়কোৎকর্ষাধানাং । অপরিপোষণস্ত দোষ এবেতি যাবৎ ।
অপিশব্দো ভিন্নক্রমঃ । এবমেব বৃত্তাবপি ব্যাখ্যানাং । ঐকাধিকরণ্যমেকাশ্রয়েণ
সম্বন্ধমাত্রম্ । তেন বিরোধী যথা—ভয়েনোংসাঃ, একাশ্রয়ত্বেংপি সন্তবতি
কশ্চিন্নিরন্তরত্বেন নির্ব্যবধানত্বেন বিরোধী, যথা মৃত্যু নিবেদঃ । প্রদর্শিতমিতি ।
‘সমুখিতে ধনুর্ধ্বনৌ ভয়বহে কিরীটিনো মহারূপপ্লবোংভবংপুরে পুরন্দরদ্বিষাম্’
ইত্যাদিনা ॥ ২৫ ॥

দ্বিতীয়স্তুেতি । নৈরন্তর্য্যবিরোধিনঃ । তদিতি । নির্বিরোধিত্বম্ । একাশ্রয়ত্বেন
নিমিত্তেন যো নির্দোষঃ ন বিরোধী কিন্তু নিরন্তরত্বেন নিমিত্তেন বিরোধমেতি স
তথাবিধিবিরুদ্ধরসদ্বয়্যাবিরুদ্ধেন রসান্তরেণ মধ্যে নিবেশিতেন যুক্তঃ কার্য ইতি
কারিকার্থঃ । প্রবন্ধ ইতি বাহুল্যাপেক্ষং, যুক্তকেংপি কদাচিদেবং ভবেদপি ।
যদক্ষ্যতি—‘একবাক্যস্থয়োংপি’ ইতি । যথেনি । তত্র হি—‘রাগস্তাপ্পদমিত্যেবমি
ন হি মে ধবসীতি ন প্রত্যয়ঃ’ ইত্যাদিনোপেক্ষেপাং প্রভৃতি পরার্থশরীরবিতরণস্বক-
নির্বংগপর্য্যন্তঃ শাস্তো রসস্তস্য বিরুদ্ধো মলম্ববতীবিষয়ঃ শৃঙ্গারস্তদ্বত্ন্যাবিরুদ্ধমভূত-

বীরশ্চ য আশ্রয়ঃ কথানায়কস্তদ্বিপক্ষবিষয়ে সন্নিবেশয়িতব্যঃ । তথা সতি চ তস্মৈ বিরোধিনোহপি যঃ পরিপোধঃ স নির্দোষঃ । বিপক্ষ-বিষয়ে হি ভয়াতিশয়বর্ণনে নায়কশ্চ । নয়পরাক্রমাদিসম্পৎ স্মৃতরা-মুত্তোতিতা ভবতি । এতচ্চ মদীয়েহজুনচরিতেহজুনশ্চ পাতালাবতরণ-প্রসঙ্গে বৈশিষ্ট্যেন প্রদর্শিতম্ ।

এবমৈকাধিকরণ্যবিরোধিনঃ প্রবন্ধস্থেন স্থায়িনা রসেনাক্রমভাব-গমনে নির্বিরোধিত্বং যথা তথা তদদর্শিতম্ । দ্বিতীয়শ্চ তু তৎপ্রতি-পাদয়িতুমুচ্যতে —

মন্তরীকৃত্য ক্রমপ্রসঙ্গস্তাবনাভিপ্ৰায়েণ কবিনা নিবন্ধঃ ‘অহো গীতমহো বাদিত্রম্’ ইতি । এতদর্থমেব ‘ব্যক্তিব্যঞ্জনধাতুনা’ ইত্যাদি নীরসপ্রায়মপ্যত্র নিবন্ধমভূতরসপরি-পোধকতয়াত্যন্তরসসত্যাবহমিতি ‘নির্দোষদর্শনাঃ কল্পকাঃ’ ইতি চ ক্রমপ্রসঙ্গো নিবন্ধঃ । যথাহ — ‘চিন্তাবৃত্তিপ্ৰসঙ্গপ্রসংখ্যানধনাঃ সংখ্যাঃ পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তক-প্রদঞ্জে’তি । অনন্তরং চ নিমিত্তনৈমিত্তকপ্রসঙ্গাগতো যঃ শেখরকবৃত্তান্তোদিত-হাস্তরসোপকৃতঃ শৃঙ্গারস্তস্মৈ বিরুদ্ধো যো বৈরাগ্যশমপোধকো নাগীশ্বকলেবরাহি-জালাবলোকনাদিবৃত্তান্তঃ স মিত্রাবসোঃ প্রবিষ্টশ্চ মলয়বতীনির্গমনকারিণঃ ‘সংসর্পস্তিঃ সমন্তাৎ’ ইত্যাদি কাব্যোপনিবন্ধক্ৰোধভ্যভিচায়ুপকৃতবীররসান্তরিতো নিবেশিতঃ ।

নহু নান্ত্যেব শান্তো রসঃ তস্মৈ তু স্থায্যেব নোপদিষ্টো মুনিনেতাশঙ্ক্যাহ — শান্তশ্চেতি । তৃফানাং বিষয়াভিলাষাণাং যঃ ক্ষয়ঃ সর্বতো নিবৃত্তিরূপো নির্বেদঃ তদেব স্থখং তস্মৈ স্থায়ীভূতস্মৈ যঃ পরিপোধো রসমানতাকৃতস্তদেব লক্ষণং যস্মৈ স শান্তো রসঃ । প্রতীয়ত এবতি । স্বানুভবেনাপি নিবৃত্তভোজনাত্তশেষবিষয়েচ্ছা-প্রসঙ্গকালে সম্ভাব্যত এব ।

অন্তে তু সর্বচিন্তাবৃত্তিপ্ৰশম এবাস্ত স্থায়ীতি মন্যন্তে । তৃফাসম্ভাবস্ত প্রসঙ্গ্য-প্রতিষেধরূপে চেতোবৃত্তিহাভাবেন ভাবস্বাভোগাৎ । পর্যুদাসে হৃদয়ংপক্ষ এবায়ম্ । অন্তে তু —

স্বং স্বং নিমিত্তমাসাচ্চ শান্তান্তাবঃ প্রবর্ততে ।

পুনর্নিমিত্তাপায়ে তু শান্ত এব প্রলীয়তে ॥

ইতি ভরতবাক্যং দৃষ্টবন্তঃ সর্বরসসামান্যস্বাভাবং শান্তমাত্রাকাণা অহুপজাত বিশেষান্ত-রচিন্তবৃত্তিরূপং শান্তস্ত স্থায়ীভাবং মন্যন্তে । এতচ্চ নাতীবাঋৎপক্ষাদ্ দূরম্ ।

একাত্ম্যে নিৰ্দোষো নৈরন্তৰ্য্যে বিরোধবান্ ।

রসান্তরব্যবধিনা রসো ব্যঙ্গ্যঃ স্মেধসা ॥ ২৬ ॥

যঃ পুনরেকাধিকরণে নিৰ্বিরোধো নৈরন্তৰ্য্যে তু বিরোধী স রসা-
স্তরব্যবধানেন প্রবন্ধে নিবেশয়িতব্যঃ । যথা শান্তশৃঙ্গারো নাগানন্দে
নিবেশিতৌ । শান্তশ্চ তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্ত যঃ পরিপোষন্তুল্লক্ষণে রসঃ
প্রতীয়ত এব । তথা চোক্তম্—

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্ ।

তৃষ্ণাক্ষয়সুখশ্চৈতে নারহতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥

প্রাগভাবপ্রধ্বংসাবাক্তস্ত বিশেষঃ । যুক্তশ্চ প্রধ্বংস এব তৃষ্ণানাম্ । যথোক্তম্—
'বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ' ইতি । প্রলীয়ত এবেতি । মুনির্নাশ্যদীক্ৰিয়ত এব 'কচিচ্ছমঃ'
ইত্যাদি বদতা । ন চ তদীয়া পর্যন্তাবস্থা বর্ণনীয়া যেন সর্বচেষ্টোপরমাদত্বাবা-
ভাবেনাপ্রতীয়মানতা স্যাৎ । 'শৃঙ্গারাদেব ফলভূমাববর্ণনীয়তৈব পূর্বভূমৌ তু 'তস্য
প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাং । তচ্ছিত্রেয়ু প্রত্যয়ান্তরাগি সংস্কারেভ্যঃ' ইতি শূদ্রধ্বন্যিত্যা
চিত্রাকারা যমনিয়মাদিচেষ্টা রাজ্যধুরোধনাদিলক্ষণা বা শান্তস্তাপি জনকাদেদৃষ্টে-
বেত্যত্বাবসস্তাবাদমনিয়মাদিমধ্যসস্তাব্যমানভূয়োব্যভিচারিসস্তাবাচ্চ প্রতীয়ত এব ।

নহু ন প্রতীয়তে নাস্ত বিভাবেঃ সন্তীতি চেৎ—ন ; প্রতীয়ত এব তাবদসৌ ।
তস্য চ ভবিতব্যমেব প্রাক্তনকুশলপরিপাকপরমেশ্বরানুগ্রহাধ্যাত্মরহস্যশাস্ত্রবীতরাগ-
পরিশীলনাদিভির্বিভাবৈরিতীয়তৈব বিভাবানুভাবব্যভিচারিসস্তাবঃ স্থায়ী চ দর্শিতঃ ।
নহু তত্র হৃদয়সংবাদাভাবাদ্রশ্তমানতৈব নোপপন্না । ক এবমাহ স নাস্তীতি, যতঃ
প্রতীয়ত এবোক্তম্ ।

নহু প্রতীয়তে সর্বস্য স্খাৎস্পাদং ন ভবতি । তর্হি বীতরাগাণাং শৃঙ্গারো ন স্খাৎ
ইতি সোহপি রসস্বাচ্চাবতামিতি তদাহ—বদি নামেতি । নহু ধর্ম্যপ্রধানোহসৌ
বীর এবেতি সস্তাবয়মান আহ—ন চেতি । তস্মেতি বীরস্ত । অভিমানময়ত্বেনেতি ।
উৎসাহো হৃদয়েবংবিধ ইত্যেবং প্রাণ ইত্যর্থঃ । অস্ত চেতি শান্তস্ত । তদ্যোচেতি
ঈহাময়ত্বনিরীহত্বাভ্যামত্যন্তবিরুদ্ধয়োঃপীতি চশকার্থঃ । বীররৌদ্রয়োস্ত্যন্তবিরোধো-
হপি নাস্তি । সমানং রূপং চ ধর্ম্যার্থকামার্জনোপযোগিত্বম্ ।

নধেবং দম্যবীরো ধর্ম্যবীরো দানবীরো বা নাসৌ কশ্চিৎ, শান্তশ্চৈবেদং নামান্তর-
করণম্ । তথা হি মুনিঃ—

যদি নাম সর্বজনানুভবগোচরতা তস্মৈ নাস্তি নৈতাবতাসাবলোকসাম্যায়
মহানুভাবচিন্তবৃত্তিবিশেষঃ প্রতিক্ষেপ্তুং শক্যঃ। ন চ বীরে তস্মাস্ত-
ভাবঃ কতুং যুক্তঃ। তস্মাভিমানময়ত্বেন ব্যবস্থাপনাৎ। অস্ম চাহঙ্কার-
প্রশমৈকরূপতয়া স্থিতেঃ। তয়োশ্চৈবংবিধবিশেষসম্ভাবেষপি যত্নৈক্যং
পরিকল্প্যতে তদ্বীররৌদ্ৰয়োরাপি তথা প্রসঙ্গঃ। দয়াবীরাদীনাং চ
চিন্তবৃত্তিবিশেষাণাং সর্বাকারমহঙ্কাররহিতত্বেন শাস্তুরসপ্রভেদত্বম্,
ইতরথা তু বীরপ্রভেদত্বমিতি ব্যবস্থাপ্যমানে ন কশ্চিদ্ধিরোধঃ। তদেব-
মস্তি শাস্তো রসঃ। তস্ম চাবিরুদ্ধরসব্যবধানেন প্রবন্ধে বিরোধিরস-
সমাবেশে সত্যপি নির্বিরোধত্বম্। যথা প্রদর্শিতে বিষয়ে। এতদেব
স্থিরীকতু'মিদমুচ্যতে—

রসাস্তুরাস্তুরিতয়োরেকবাক্যস্থয়োরাপি।

নিবর্ততে হি রসয়োঃ সমাবেশে বিরোধিতা ॥ ২৭ ॥

দানবীরং ধর্মবীরং যুদ্ধবীরং তথৈব চ।

রসবীরমপি প্রাহ ব্রহ্মা ত্রিবিধসম্মিতম্ ॥

ইত্যাগমপুরঃসরং ত্রৈবিধ্যমেবাভ্যধাৎ। তদাহ—দয়াবীরাদীনাঞ্চৈতাদিগ্রহণেন।
বিষয়জুগুপ্সারূপত্বাদীভংসেহন্তর্ভাবঃ শক্যতে। সা স্বস্ম ব্যভিচারিণী ভবতি ন তু
স্থায়িতামেতি, পর্যন্তনির্বাহে তস্মা যুলত এব বিচ্ছদাৎ। আধিকারিকত্বেন তু শাস্তো
রসো ন নিবন্ধব্য ইতি চন্দ্রিকাকারঃ। তচ্চেহাস্মাভিন্নি পর্যালোচিতং, প্রসঙ্গান্তরাৎ।
মৌক্ষফলত্বেন চায়ং পরমপুরুষার্থনিষ্ঠত্বাৎ সর্বরসেভ্যঃ প্রধানতমঃ। স চায়মস্বদ্ব-
পাধ্যায়ভট্টভৌতেন কাব্যকৌতুকে, অস্মাভিচ্ছ তদ্বিবরণে বহুতরকৃতনির্ণয়পূর্বপক্ষ-
সিদ্ধান্ত ইত্যলংবহুনা ॥ ২৬ ॥

স্থিরীকতু'মিতি। শিষ্যবুদ্ধাবিত্যর্থঃ। অপিশব্দেন প্রবন্ধবিষয়তয়া সিন্ধোৎসন্নমর্থ
ইতি দর্শয়তি—ভুরেয়িতি। বিশেষণৈরতীব দূরাপেতত্বমসম্ভাবনাস্পদমুক্তম্। স্বদেহা-
নিত্যনেন দেহত্বাভিমানাদেব তাদাস্ম্যসম্ভাবনানিষ্পত্তেরেকাশ্রয়ত্বমস্তি, অত্রথা বিভিন্ন-
বিষয়ত্বাৎ কো বিরোধঃ। নহু বীর এবাত্ম রসো শৃঙ্খারো ন বীভৎসঃ। কিঞ্চ
রতিজুগুপ্সে হি বীরং প্রতি ব্যাভিচারীভূতে। ভবত্বৈবম্, তথাপি প্রকৃতোদাহরণতা
তাবদ্বপপন্ন। তদাহ—তদঙ্গয়োর্তাবেতি। তয়োরাঙ্গে তৎস্থায়িত্বাবিত্যর্থঃ।
বীররসেতি। 'বীর্যঃ স্বদেহান্' ইত্যাदिনা তদীয়োৎসাহাত্মবগত্যা কর্তৃকর্মণোঃ সমস্ত-

রসাস্তরব্যবহিতয়োরেকপ্রবন্ধস্থয়োবিরোধিতা নিবর্তত ইত্যত্র ন
কাচিদ্ভ্রান্তিঃ । যস্মাদেকবাক্যস্থয়োরপি রসয়োরুক্তয়া নীত্যা বিরুদ্ধতা
নিবর্ততে । যথা —

ভূরেণুদিক্কাঙ্গবপারিজাতমালারজোবাসিতবাহুমধ্যাঃ ।

গাঢ়ঃ শিবাভিঃ পরিরভ্যমাণান্ সুরাঙ্গনান্গিষ্টভূজাস্তরালাঃ ।

সশোণিতৈঃ ক্রব্যভূজাং সুরস্ভিঃ পঙ্কেঃ খগানামুপবীজ্যমানান্ ।

সংবীজিতাশ্চন্দনবারিসেকৈঃ সুগন্ধিভিঃ কল্ললতাহুকুলৈঃ ॥

বিমানপর্যঙ্কতলে নিষণ্ণাঃ কুতূহলাবিষ্টতয়া তদানীম্ ।

নির্দিষ্ট্যমানাং ললনাদুলীভির্বাঁরাঃ স্বদেহান্ পতিতানপশ্যন্ ॥

ইত্যাদৌ । অত্র হি শৃঙ্গারবীভৎসয়োস্তদঙ্গয়োৰ্বা বীররসব্যবধানেন
সমাবেশো ন বিরোধী ।

বিরোধমবিরোধং চ সর্বত্রৈথং নিরূপয়েৎ ।

বিশেষতস্ত শৃঙ্গারে স্কুমারতমো হ্যসৌ ॥ ২৮ ॥

যথোক্তলক্ষণানুসারেণ বিরোধাবিরোধৌ সৰ্বেষু রসেষু প্রবন্ধেহুত্র চ
নিরূপয়েৎ সহৃদয়ঃ ; বিশেষতস্ত শৃঙ্গারে । স হি রতিপরিপোষাত্মকত্বা
দ্রতেশ্চ স্বল্লেনাপি মিমিত্তেন ভঙ্গসম্ভবাৎ স্কুমারতমঃ সৰ্বেভ্যো
রসেভ্যো মনাগপি বিরোধিসমাবেশং ন সহতে ।

স্ববধানাতিশয়বান্ রসে তত্রৈব সংকবিঃ ।

ভবেত্তস্মিন্ প্রমাদো হি ঋটিভ্যেবোপলক্ষ্যতে ॥ ২৯ ॥

তত্রৈব চ রসে সৰ্বেভ্যোহপি রসেভ্যঃ সৌকুমার্যাতিশয়যোগিনি
কবিরবধানবান্ প্রযত্বান্ শ্রীয়াৎ । তত্র হি প্রমাণতস্তস্ত্র সহৃদয়মধ্যে
ক্ষিপ্রেমবাত্তানবিষয়তা ভবতি । শৃঙ্গাররসো হি সংসারিণাং
নিঃস্রমেনাশ্রুতববিষয়ত্বাৎ সর্বরসেভ্যঃ কমনীয়তয়া প্রধানভূতঃ ।

বাক্যার্থানুযায়িতয়া প্রতীতিরিতি মধ্যপাঠ্যাবেহপি স্ততরাং বীরস্য ব্যবধায়কভেতি
ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

অগুত্র চেতি মুক্তকাদৌ । স হি শৃঙ্গারঃ স্কুমারতম ইতি শব্দকঃ । স্কুমারস্তাব-
দ্রসজাতীয়ঃ ততোহপি করুণস্ততোহপি শৃঙ্গার ইতি তমপ্রত্যয়ঃ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

এবং চ সতি —

বিনেয়ানুস্মৃখীকর্তৃং কাব্যশোভার্থমেব বা ।

তদ্বিরুদ্ধরসসম্পর্শস্তদঙ্গানাং ন দৃশ্যতি ॥ ৩০ ॥

শৃঙ্গারবিরুদ্ধরসসম্পর্শঃ শৃঙ্গারাজানাং যঃ স ন কেবলমবিরোধলক্ষণ যোগে সতি ন দৃশ্যতি যাবদ্বিনেয়ানুস্মৃখীকর্তৃং কাব্যশোভার্থমেব বা ক্রিয়মাণে ন দৃশ্যতি । শৃঙ্গাররসাদৈরুস্মৃখীকৃতাঃ সন্তো হি বিনেয়াঃ সুখং বিনয়োপদেশান্ গৃহ্ণন্তি । সদাচারোপদেশরূপা হি নাট্যাদি গোষ্ঠী বিনেয়জনহিতার্থমেব মুনিভিরবতারিতা ।

এবং চেতি । যতোহসৌ সর্বদংবাদীত্যর্থঃ । তদিতি । শৃঙ্গারস্ত বিরুদ্ধা যে শান্তাদয়স্তেষুপি তদঙ্গানাং শৃঙ্গারাজানাং সম্বন্ধী স্পর্শো ন দৃষ্টঃ । তন্মা ভঙ্গ্যা রসান্তরগতা অপি বিভাবানুভাবাতা বর্ণনীয়্য যন্মা শৃঙ্গারাজ্ঞভাবমুপাগমন্ । যথা মমৈব স্তোত্রে —

হ্যং চন্দ্রচূড়ং সহসা স্পৃশন্তী প্রাণেশ্বরং গাঢ়বিয়োগতপ্তা ।

সা চন্দ্রকান্তাকৃতিপুত্রিকেব সংবিদ্বিলীয়াপি বিলীয়তে মে ॥

ইত্যত্র শান্তবিভাবানুভাবানামপি শৃঙ্গারভঙ্গ্যা নিরূপণম্ । বিনেয়ানুস্মৃখী কর্তৃং যা কাব্যশোভা তদর্থং নৈব দৃশ্যতীতি সম্বন্ধঃ । বাগ্রহণেন পক্ষান্তরমুচ্যতে । তদেব ব্যাচষ্টে — ন কেবলমিতি । বাশব্দশ্চৈতদ্ব্যাখ্যানম্ । অবিরোধলক্ষণং পরিপোষ-পরিহারাদি পূর্বোক্তম্ । বিনেয়ানুস্মৃখীকর্তৃং যা কাব্যশোভা তদর্থমপি বা বিরুদ্ধ-সমাবেশঃ ন কেবলং পূর্বোক্তৈঃ প্রকারৈঃ, ন তু কাব্যশোভা বিনেয়ানুস্মৃখীকরণ-মন্তরেণান্তে, ব্যবধানাব্যবধানেনাপি লভ্যেতে যথাস্থৈর্য্যাক্ষাতে । স্বমিতি । রঞ্জনাপুরঃসরমিত্যর্থঃ । নহু কাব্যং ক্রীড়ারূপং ক চ বেদাদিগোচরা উপদেশকথা ইত্যশঙ্ক্যাহ — সদাচারেতি । মুনিভিরিতি — ভরতাদিভিরিত্যর্থঃ । এতচ্চ প্রভু-মিত্রসম্মিত্যেভ্যঃ শাস্ত্রেতিহাসেভ্যঃ প্রীতিপূর্বকং জায়াসম্মিত্যেভ্যঃ নাট্যকাব্যগতং ব্যুৎপত্তিকারিত্বং পূর্বমেব নিরূপিতমস্মাভিরিতি ন পুনরুক্তভয়াদিহ লিখিতম্ ।

নহু শৃঙ্গারাজ্ঞভাবাঙ্গ্যা যদ্বিভাবাদিনিরূপণমেতাবতৈব কিং বিনেয়ানুস্মৃখীকারঃ । ন ; অস্তি প্রকারান্তরং, তদাহ — কিং চেতি । শোভাতিশয়মিতি । অলঙ্কার-বিশেষমুপমাপ্রভৃতিং পুষ্যতি স্তম্ভরীকরোত্তীত্যর্থঃ । যথোক্তম্ — ‘কাব্যশোভান্নাঃ কর্তারো ধর্ম্মা গুণান্তদতিশয়হেতবলঙ্কারা’ ইতি । মন্তাবনেতি । অত্র হি শান্ত-

কিঞ্চ শৃঙ্গারস্ত সৰলজনমনোহরাভিরামত্বাদঙ্গসমাবেশঃ কাব্যে
শোভাতিশয়ঃ পুষ্যতীত্যানেনাপি প্রকারেণ বিরোধিনি রসে শৃঙ্গারঙ্গ-
সমাবেশো ন বিরোধী । ততশ্চ

সত্যং মনোরমা রামাঃ সত্যং রম্যা বিভূতয়ঃ ।

কিন্তু মত্তাঙ্গনাপাঙ্গভঙ্গলোলং হি জীবিতম্ ॥

ইত্যাদিষু নাস্তি রসবিরোধদোষঃ ।

বিজ্ঞায়েৎ রসাদীনাং বিরোধবিরোধয়োঃ ।

বিষয়ঃ শ্লকবিঃ কাব্যং কুর্বনুহতি ন কচিৎ ॥ ৩১ ॥

ইখমেনানন্তরোক্তেন প্রকারেণ রসাদীনাং রসভাবতদাভাসানাং
পরস্পরং বিরোধস্তাবিরোধস্ত চ বিষয়ঃ বিজ্ঞায় শ্লকবিঃ কাব্যবিষয়ে
প্রতিভাতিশয়যুক্তঃ কাব্যং কুর্বন কচিনুহতি ।

এবং রসাদিষু বিরোধাবিরোধনিক্রপণস্তোপযোগিত্বং প্রতিপাদ্য
ব্যঞ্জকবাচ্যাচকনিক্রপণস্তাপি তদ্বিষয়স্ত তৎপ্রতিপাদ্যতে —

বাচ্যানাং বাচকানাং চ যদৌচিত্যেন যোজনম্ ।

রসাদিবিষয়েনৈতৎ কর্ম মুখ্যং মহাকবেঃ ॥ ৩২ ॥

বিভাবে সর্বস্থানিত্যে বর্ণ্যমানে ন কশ্চিদিভাবস্ত শৃঙ্গারভঙ্গ্যা নিবন্ধঃ কৃতঃ, কিন্তু
সত্যমিতিপরহৃদয়ানুপ্রবেশনোক্তম্ ; ন খল্লীকবৈরাগ্যকৌতুকরুচিং প্রকটয়ামঃ,
অপি তু যস্ত ক্রুতে সর্বমভ্যর্থ্যতে তদেবেদং চলমিতি ; তত্র মত্তাঙ্গনাপাঙ্গভঙ্গস্ত
শৃঙ্গারং প্রতি সন্তাব্যমানবিভাবানুভাবভেদাঙ্গস্ত লোলতায়ামুপমানতোক্তেতি
প্রিয়তমাকটাক্ষো হি সর্বস্থানিলালয় ইতি চ তৎপ্রীত্য প্রবৃতিমান্ গুড়জিহ্বিকয়া
প্রসক্তানুপ্রসক্তবস্ততৎসংবেদনেন বৈরাগ্যে পর্যাবস্তুতি বিনেয়ঃ ॥ ৩০ ॥

তদেতদ্ব্যসংহরনস্তোক্তস্ত প্রকরণস্ত ফলমাহ — বিজ্ঞায়েৎখমিতি ॥ ৩১ ॥

রসাদিষু রসাদিবিষয়ে ব্যঞ্জকানি যানি বাচ্যানি বিভাবাদীনি বাচকানি চ
স্বপ্তিগুণাদীনি তেষাং যনিক্রপণং তস্মেতি । তদ্বিষয়স্মেতি । রসাদিবিষয়স্ত । তদিত্তি
উপযোগিত্বম্ । মুখ্যমিতি । ‘আলোকাখী’ ইত্যত্র যদ্বক্তং তদেবোপসংহৃতম্ ।
মহাকবেরিত্তি সিদ্ধবৎফলনিক্রপণম্ । এবং হি মহাকবিত্বং নাগ্ৰথৈতর্যঃ । ইতিবৃক্ত-
বিশেষাণামিতি । ইতিবৃক্তং হি প্রবন্ধবাচ্যং তস্ত বিশেষাঃ প্রাপ্তক্কাঃ — ‘বিভাব-

ব্যচ্যানামিতিবৃত্তবিশেষাণাং বাচকানাং চ তদ্বিশয়াণাং রসাদি-
বিষয়েণোচিতেন যদ্ব্যজ্ঞনমেতন্মহাকবেমুখ্যং কর্ম । অয়মেব হি
মহাকবেমুখ্যো ব্যাপারো যদ্রসাদীনেব মুখ্যতয়া কাব্যার্থীকৃত্য
তদ্ব্যক্ত্যনুগুণত্বেন শব্দানামর্থানাং চোপনিবন্ধনম্ ।

এতচ্চ রসাদিতাৎপর্যেণ কাব্যনিবন্ধনং ভরতাদাবপি সুপ্রসিদ্ধ-
মেবেতি প্রতিপাদয়িতুমাংহ —

রসাদনুগুণত্বেন ব্যবহারোহর্থশব্দয়োঃ ।

ঔচিত্যবানুস্তা এতা বৃত্তয়োঃ দ্বিবিধাঃ স্থিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্যবহায়ে হি বৃত্তিরিত্যুচ্যতে । তত্র রসানুগুণ ঔচিত্যবানুচ্য-
শ্রয়ো যো ব্যবহারস্তা এতাঃ কৈশিক্যাচ্চা বৃত্তয়ঃ । বাচকাত্মশ্রয়াশ্চোপ-
নাগরিকাত্মাঃ । বৃত্তয়ো হি রসাদিতাৎপর্যেণ সন্নিবেশিতাঃ কামপি
নাট্যশ্চ কাব্যশ্চ চ চ্ছায়ামাবহন্তি । রসাদয়ো হি দ্বয়োৱপি তয়োৰ্জীব-
ভূতাঃ । ইতিবৃত্তাদি তু শরীরভূতমেব ।

ভাবানুভাবসম্বন্ধাৰ্থোচিত্যচাকরণঃ । বিধিঃ কথাসরীরশ্চ ইত্যাদিনা । কাব্যার্থী-
কৃত্যেতি । অত্থা লৌকিকশাস্ত্রীরব্যাক্যার্থেভ্যঃ কঃ কাব্যার্থশ্চ বিশেষঃ । এতচ্চ
নির্ণীতমাত্মোক্তোক্তে—‘কাব্যশাস্ত্রা স এবাং’ ইত্যত্রান্তরে ॥ ৩২ ॥

এতচ্চেতি । যদন্যাত্মিকরূপমিত্যর্থঃ । ভরতাদাবিত্যাদিগ্রহণাদলঙ্কারশাস্ত্রেণ
পর্যায়াত্মা বৃত্তয় ইত্যুক্তং ভবতি । দ্বয়োৱপি তয়োৱিতি । বৃত্তিলক্ষণয়োর্ব্যবহারয়ো-
রিত্যর্থঃ । জীবভূতা ইতি । ‘বৃত্তয়ঃ কাব্যমাতৃকাঃ’ ইতি ক্রবাণেন মুনিরা রসো-
চিত্যেতিবৃত্তসম্বন্ধপ্রণোপদেশেন রসশ্চৈব জীবিতবৃত্তম্ । ভাসনাদিভিঃ—

স্বানুকাব্যরসোন্নিশ্চয়ং বাক্যার্থমুপভুক্তমেব ।

প্রথমালীচমধবঃ পিবন্তি কটুভেষজম্ ॥

ইত্যাদিনা রসোপযোগজীবিতঃ শব্দবৃত্তিলক্ষণো ব্যবহার উক্তঃ । শরীরভূত-
মিতি । ‘ইতিবৃত্তং হি নাট্যশ্চ শরীরম্’ ইতি মুনিঃ । নাট্যং চ রস এবৈত্যুক্তং প্রাক ।

গুণগুণিব্যবহাঃ ইতি । অত্যন্তসম্মিশ্রিতয়া প্রতিভাসনার্হ্মধর্মিব্যবহারো যুক্তঃ ।
ন স্থিতি । ক্রমশাসংবেদনাদিতি ভাবঃ । প্রথমেতি । ‘শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেনৈব
ন বেগতে’ ইত্যাদিনা প্রতিপাদিতমদঃ ।

অত্র কেচিদাহুঃ—‘গুণগুণিব্যবহারো রসাদীনামিতিবৃত্তাদিভিঃ সহ যুক্তঃ, ন তু জীবশরীরব্যবহারঃ । রসাদিময়ং হি বাচ্যং প্রতিভাসতে ন তু রসাদিভিঃ পৃথগ্ভূতম্’ ইতি । অত্রোচ্যতে—যদি রসাদিময়মেব বাচ্যং যথা গৌরত্বময়ং শরীরম্ । এবং সতি যথা শরীরে প্রতিভাসমানে নিয়মেনৈব গৌরত্বং প্রতিভাসতে সর্বশ্চ তথা বাচ্যেন সইব রসাদয়োহপি সহৃদয়স্তাসহৃদয়স্তা চ প্রতিভাসেরন । ন চৈবম্ ; তথা চৈতৎ প্রতিপাদিতমেব প্রথমোদ্যোতে ।

স্থান্নতম্ ; রত্নানামিব জাত্যঙ্ঘ্র প্রতিপত্ত্বিবেশেষতঃ সংবেদ্যং বাচ্যা-নাং রসাদিরূপত্বমিতি । নৈবম্ ; যতো যথা জাত্যঙ্ঘ্রে প্রতিভাসমানে রত্নে রত্নস্বরূপানতিরিক্তত্বমেব তস্য লক্ষ্যতে তথা রসাদীনামপি বিভাবানুভাবাদিরূপবাচ্যাব্যতিরিক্তত্বমেব লক্ষ্যেত । ন চৈবম্ ; ন হি বিভাবানুভাবব্যভিচারিণ এব রসা ইতি কস্মদচিদবগমঃ । অতএব চ বিভাবাদিপ্রতীত্যবিনাভাবিনী রসাদীনাং প্রতীতিরिति তৎপ্রতীত্যোঃ কার্য্যকারণভাবেন ব্যবস্থানাং ক্রমোহবশ্যস্তাবী । স তু লাঘবান্ন প্রকাশ্যতে ‘ইত্যলক্ষ্যক্রম্য এব সন্তো ব্যঙ্গ্যা রসাদয়ঃ’ ইত্যুক্তম্ ।

ননু শব্দ এব প্রকরণাত্তবচ্ছিন্নো বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ সর্বমেব প্রতীতি-মুপজনয়তীতি কিং তত্র ক্রনকল্পনয়া । ন হি শব্দস্য বাচ্যপ্রতীতিপরামর্শ

ননু যদস্য ধর্মরূপং তত্তৎপ্রতিভানে সর্বশ্চ নিয়মেন ভাতীত্যনৈকান্তিকমেতৎ । মাণিক্যধর্মো হি জাত্যঙ্ঘ্রলক্ষণে বিশেষো ন তৎপ্রতিভাসেহপি সর্বশ্চ নিয়মেন ভাতীত্যাশঙ্কতে—স্বাদিতি । এতৎ পরিহরতি—নৈবমিতি । এতদ্বুক্তং ভবতি—অত্যন্তোন্মগ্নস্বভাবত্বে সতি তদ্ব্যবহাদিতি বিশেষণমস্মাভিঃ কৃতম্ । উন্মগ্নরূপতা চ ন রূপবজ্জাত্যঙ্ঘ্রস্য, অত্যন্তলীনস্বভাবত্বাৎ । রসাদীনাং চোন্মগ্নতাস্ত্যেবেত্যেবং কেচিদেতৎ গ্রহ্মনৈয়ুঃ । অস্বদগুরবত্বাচ্—অত্রোচ্যত ইত্যানেদেদমুচ্যতে—যদি রসাদয়ো বাচ্যানাং ধর্মাস্তথা সতি যৌ পক্ষৌ রূপাদিসদৃশা স্যামাণিক্যগতজাত্যঙ্ঘ্র-সদৃশা বা । ন তাবৎ প্রথমঃ পক্ষঃ, সর্বান্ প্রতি তথানবভাসাৎ । নাপি দ্বিতীয়ঃ, জাত্যঙ্ঘ্রবদনতিরিক্তত্বেনাপ্রকাশনাৎ । এষ চ হেভুরাগেহপি পক্ষে সঙ্গচ্ছত এব । তদাহ—স্থান্নতমিত্যাদিনা ন চৈবমিত্যন্তেন । এতদেব সমর্থয়তি—ন হীতি ।

এব ব্যঞ্জকত্বে নিবন্ধনম্। তথা হি গীতাदिशब्देभ्योऽपि रसाभि-
व्यक्तिरस्ति। न च तेषामन्तरा वाच्यपरामर्शः।

অত্রাপি ক্রমঃ— প্রকরণাশ্রবচ্ছেদেন ব্যঞ্জকত্বং শব্দানামিত্যনুমত-
মেবৈতদস্মাকম্। কিন্তু তদ্ব্যঞ্জকত্বং তেষাং কদাচিৎ স্বরূপবিশেষ-
নিবন্ধনং কদাচিৎবাচকশক্তিनिवন্ধनम्। তত্র যেষাং বাচক শক্তিनिवন্ধनং
তেষাং যদি বাচ্যপ্রতীতিमन्तुरेणैव স্বরূপপ্রতীत्या নিম্পন্নং তদ্ববেশ্ন
তর্হি বাচকशक्तिनिवন্ধनम्। अथ तन्निवন্ধनं तन्नियमेनैव वाच्यवाचक-
भावप्रतीत्यान्तरकालतः व्याख्यप्रतीतेः प्राप्नुमेव।

স তু ক্রমো যদি লাঘবান্ন লক্ষ্যতে তৎ কিং ক্রিয়তে। যদি চ
বাচ্যপ্রতীতিमन्तुरेणैव প্রকরণাশ্রবচ্ছিন্নशब्दमात्रसाध्या रसादिप्रतीतिः

অতএব চেতি। যতো ন বাচ্যধর্মদ্বেন রসাদীনাং প্রতীতিঃ, যতশ্চ তৎপ্রতীতো
বাচ্যপ্রতীতিঃ সর্বথানুপযোগিনী তত এব হেতোঃ ক্রমেণাবশ্তং ভাব্যং, সহভূতয়ো-
রূপকারাযোগাৎ। স তু সহৃদয়ভাবনাভ্যাসান্ন লক্ষ্যতে অথথা তু লক্ষ্যোতাপীত্ব্যক্তং
প্রাক্। যত্মাপি প্রতীতিবিশেষাশ্চৈব রস ইত্যুক্তিঃ, প্রাক্তম্যাপি ব্যপদেশিবহাদ্রসাদী-
নাং প্রতীতিরিত্যেবমন্ত্রজ।

নহু ভবন্ত বাচ্যাদতিরিক্তা রসাদয়স্তত্রাপি ক্রমো ন লক্ষ্যত ইতি তাবৎস্মৈ-
বোক্তম্। তৎকল্পনে চ প্রমাণং নাস্তি। অস্বয়ব্যতিরেকাভ্যামর্থপ্রতীনিমন্তরণে
রসপ্রতীত্ব্যদয়স্ত পদবিরহিতস্বরালাপগীতাদৌ শব্দমাত্রোপযোগকৃতস্ত দর্শনাৎ।
ততশ্চৈকস্মৈব সামগ্র্যা সর্হৈব বাচ্যং ব্যখ্যাতিমতং চ রসাদি ভাতীতি বচনব্যঞ্জন-
ব্যাপারদ্বয়েন ন কিঞ্চিদিতি তদাহ—নস্বিতি। যত্রাপি গীতশব্দানামর্থোহস্তি তত্রাপি
তৎপ্রতীতিরনুপযোগিনী গ্রামরাগানুসারেণাপহতিতবাচ্যানুসারতয়া রসোদয়-
দর্শনাৎ। ন চাপি সা সর্বত্র ভবন্তী দৃশ্যতে, তদেতদাহ—ন চেতি। তেষামিতি
গীতাदिशब्दानाम। आदिशब्देन बाधविलपितशब्दादयो निर्दिष्टाः। अनुमतमिति।
'यत्रार्थः शब्दो वा' इति ह्यवोचमिति भावः। न तर्हीति। ततश्च गीतवदेवार्थावगमं
विनैव रसावभासः आत्वं काव्यशब्देभ्यः, न चैवमिति वाचकशक्तिरपि तत्रापेक्षणीया ;
सा स वाचानिर्दिष्टेवेति प्राक्वाच्ये प्रतिपत्तिरित्यापगतव्याम्। तदाह—अथेति।
उदिति वाचकशक्तिः। वाच्यवाचकभावेति। सैव वाचकशक्तिरित्याद्यते।

এতদ্ব্যক্তং ভবতি—যা ভূষাচ্য রসাদিব্যঞ্জকম্ অন্ত শব্দাদেব তৎপ্রতীতিস্তথাপি

শ্রীভদ্রদনবধারিতপ্রকরণানাং বাচ্যবাচকভাবে চ স্বয়মব্যুৎপন্নানাং প্রতিপত্ত্বনাং কাব্যমাত্রপ্রবণাদেবাসৌ ভবেৎ। সহভাবে চ বাচ্য-প্রতীতেরনুপপযোগঃ, উপযোগে বা ন সহভাবঃ। যেসামপি স্বরূপ-বিশেষপ্রতীতিনিমিত্তং ব্যঞ্জকত্বং যথা গীতাदिशब्दानाং তেষামপি স্বরূপপ্রতীতেব্যঙ্গ্যপ্রতীতেষ্চ নিয়মভাবী ক্রমঃ। তন্তু শব্দস্য ক্রিয়া-পৌৰ্ব্বাপৰ্যমনন্তসাধ্যতৎফলঘটনাস্বাস্ত্যভাবিনীষু বাচ্যেনাবিরোধিহুভি-ধেয়ান্তরবিলক্ষণে রসাদৌ ন প্রতীয়তে।

কচিৎ লক্ষ্যত এব যথানুরণনরূপব্যঙ্গ্যপ্রতীতিষু। তত্রাপি কথমিতি চেতুচ্যতে—অর্থশক্তিমূলানুরণনরূপব্যঙ্গ্যে ধ্বনৌ তাবদাভি-ধেয়স্য তৎসামর্থ্যাক্ষিপ্তস্য চার্হস্যভিধেয়ান্তরবিলক্ষণতয়াত্যন্তবিলক্ষণে

তেন স্ববাচকশক্তিস্তস্য কতব্যাত্মাং সহকারিতয়াবস্থাপেক্ষণীয়েত্যায়াতং বাচ্য-প্রতীতে: পূর্বভাবিত্বমিতি। নহু গীতশব্দবদেব বাচকশক্তিরত্রাপ্যনুপযোগিনী, যন্তু কচিচ্ছ তেইপি কাব্যে রসপ্রতীতির্ন ভবতি তত্রোচিত: প্রকরণাবগমাদি: সহকারী নাস্তীত্যশঙ্ক্যাহ—যদি চেতি। প্রকরণাবগমো হি ক উচ্যতে? কিং বাক্যান্তর-সহায়ত্বম্? অথ বাক্যান্তরাণাং সম্বন্ধিবাচ্যম্। উভয়পরিজ্ঞানেইপি ন ভবতি প্রকৃত-বাক্যার্থাবেদনে রসোদয়ঃ। স্বয়মিতি। প্রকরণমাত্রমেব পরেণ কেনচিত্তেবাং ব্যাখ্যাতমিতি ভাবঃ। ন চাস্বয়ব্যতিরেকবতীং বাচ্যপ্রতীতিমপহুত্যা দৃষ্টসঙ্ধা-ভাবৌ শরণত্বেনাপ্রিতৌ মাংসর্ঘ্যাদধিকং কিঞ্চিৎ পুষ্টীত ইত্যভিপ্রায়ঃ।

নবন্ত বাচ্যপ্রতীতেরূপযোগঃ ক্রমাশ্রয়েণ কিং প্রয়োজনম্, সহভাবমাত্রমেব অনুপযোগ একসামগ্র্যধীনতালক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সহেতি। এবং ছ্যপযোগ ইতি অনুপকারকে সংজ্ঞাকরণমাত্রং বস্তুশৃণুং স্মাদিতি ভাবঃ। উপকারিণো হি পূর্বভাবি-তেতি হুয়াপ্যঙ্গীকৃতমিত্যাহ—যেয়ামিতি। তদৃষ্টান্তেনৈব বয়ং বাচ্যপ্রতীতেরপি পূর্বভাবিতাং সমর্থয়িষ্যাম ইতি ভাবঃ। নহু সংশ্চেৎক্রমঃ কিং ন লক্ষ্যত ইত্যশঙ্ক্যাহ—তদ্বিতি। ক্রিয়াপৌৰ্ব্বাপৰ্যমিত্যানেন ক্রমস্য স্বরূপমাহ—ক্রিয়েতে ইতি। ক্রিয়ে বাচ্যব্যঙ্গ্যপ্রতীতী যদি বাভিধাব্যাপারো ব্যঞ্জনাপৰপার্থাযো ধ্বননব্যাপারশ্চেতি ক্রিয়ে তন্মো: পৌৰ্ব্বাপৰ্যং ন প্রতীয়তে। ক্লেত্যাহ—রসাদৌ বিষয়ে। কীদৃশী? অভি-ধেয়ান্তরাস্তদভিধেয়বিশেষাধিলক্ষণে সৰ্বথৈবানভিধেয়ে অনেন ভবিতব্যং তাবৎ ক্রমেণেতুক্তম্। তথা বাচ্যেনাবিরোধিনি, বিরোধিনি তু লক্ষ্যত এবৈত্যর্থঃ।

যে প্রতীতি তয়োরশক্যনিহবো নিমিত্তনিমিত্তিভাব ইতি স্মৃটমেব তত্র পৌৰ্বাপার্যম্ । যথা প্রথমোদ্যোতে প্রতীয়ামানার্থসিদ্ধার্থমুদাহৃতাসু গাথাসু । তথাবিধে চ বিষয়ে বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োরত্যন্তবিলক্ষণত্বাদ্যেব একস্ম প্রতীতিঃ সৈবেতরস্তেতি ন শক্যতে বক্তৃম্ । শব্দশক্তিমূলানু-
রণনরূপব্যঙ্গ্যে তু ধ্বনৌ—

গাবো বঃ পাবনানাং পরমপরিমিতাং প্রীতিমুৎপাদয়ন্ত

ইত্যাদাবর্থদ্বয়প্রতীতৌ শাক্যামর্থদ্বয়স্তোপমানোপমেয়ভাবপ্রতী-
তিরূপমাচকপদবিরহে সত্যর্থসামর্থ্যাদাক্ষিপেতি, তত্রাপি সুলক্ষম-
মভিধেয়ব্যঙ্গ্যালঙ্কারপ্রতীত্যোঃ পৌৰ্বাপার্যম্ ।

কুতো ন লক্ষ্যতে ইতি নিমিত্তসপ্তমীনির্দিষ্টং হেতুস্তরগর্ভং হেতুমাং— আশুভাবিনী-
শিতি । অনন্তসাধ্যতৎফলঘটনাসু ঘটনাঃ পূৰ্বং মাধুৰ্যাদিলক্ষণাঃ প্রতীপাদিতা গুণ-
নিরূপণাবসরে তাচ্চ তৎফলাঃ রসাদিপ্রতীতিঃ ফলং যাসাম্, তথা অনন্তস্তদেব সাধ্যং
যাসাম্, ন হোজোঘটনায়াঃ করুণাদিপ্রতীতিঃ সাধ্যা ।

এতদ্বক্তং ভবতি—যতো গুণবতি কাব্যেৎসঙ্গীর্ণবিষয়তয়া সজ্জটনা প্রযুক্তা ততঃ
ক্রমো ন লক্ষ্যতে । নহু ভবদেবং সজ্জটনানাং স্থিতিঃ, ক্রমস্ত কিং ন লক্ষ্যতে অত
আহ—আশুভাবিনীযু বাচ্যপ্রতীতিকালপ্রতীক্ষণেন বিনৈব ঝটিতে্যব তা রসাদীনু
ভাবয়ন্তি তদাস্বাদং বিদধতীত্যর্থঃ । এতদ্বক্তং ভবতি—সজ্জটনাব্যঙ্গ্যত্বাদ্রসাদীনা-
মহুপযুক্তেৎপ্যর্থবিজ্ঞানে পূৰ্বমেবোচিতসজ্জটনাশ্রবণ এব যত আশ্রিত্বো রসাস্বাদস্তেন
বাচ্যপ্রতীত্যন্তরকালভবেন পরিস্ফুটাস্বাদযুক্তোইপি পশ্চাদ্ভংগপন্নত্বেন ন ভাতি ।
অভ্যস্তে হি বিষয়েৎবিনাভাবপ্রতীতিক্রম ইথমেব ন লক্ষ্যতে । অভ্যাসো হুয়মেব
ষৎপ্রণিধানাদিনাপি বিনৈব সংস্কারস্ত বলবত্তাং সর্দৈব প্রবৃত্তংসুতয়া অবস্থাপনমিত্যেবং
যত্র ধুমস্তত্রাগ্নিরিতি হৃদয়স্থিতত্বাদ্ব্যাপ্তেঃ পক্ষধর্মজ্ঞানমাত্রমেবোপযোগি ভবতীতি
পরামর্শস্থানমাক্রমতি, ঝটিত্বংপন্নো হি ধুমজ্ঞানে তদ্ব্যাপ্তিস্বত্বাপক্কতে তদ্বিজাতীয়-
প্রণিধানাহুসরণাদিপ্রতীত্যন্তরানুপ্রবেশবিরহাদাশুভাবিগ্নামগ্নিপ্রতীতৌ ক্রমো ন
লক্ষ্যতে তদ্বদিহাপি । যদি তু ব্যাচ্যাবিরোধী রসো ন স্মাহুচিতা চ ঘটনা ভবেত্ত-
ল্লক্ষেতৈব ক্রম ইতি ।

চন্দ্রিকাকারস্ত পঠিতমহুপঠতীতি জ্ঞায়েন গজনিমীলিকয়া ব্যাচচক্ষে—তস্ম শব্দস্ত
ফলং তদ্বা ফলং বাচ্যব্যঙ্গ্যপ্রতীত্যঙ্গকং তস্ম ঘটনা নিষ্পাদনা যতোইনন্তসাধ্যা শব্দ-

পদপ্রকাশশব্দশক্তিমূলানুরণনরূপব্যঙ্গ্যেহপি ববনৌ বিশেষণ-
পদস্তোভয়ার্থসম্বন্ধযোগ্যস্ত যোজকং পদমন্তরেণ যোজনমশাকমপ্যার্থাদ-
বস্থিতমিত্যত্রাপি পূর্ববদভিধেয় তৎসামর্থ্যাক্ষিপ্তালঙ্কারমাত্রপ্রতীত্যোঃ
সুস্থিতমেব পৌৰ্বাপর্যম্। আর্থ্যাপ চ প্রতিপত্তিস্তথাবিধে বিষয়ে
উভয়ার্থ্যাসম্বন্ধযোগ্যশব্দসামর্থ্যপ্রসাবিতেতি শব্দশক্তিমূলা কল্যাতে।
অবিবক্ষিতবাচ্যস্ত তু ববনেঃ প্রসিদ্ধস্ববিষয়বৈমুখ্যপ্রতীতিপূর্বকমেবার্থা-
ন্তরপ্রকাশনমিতি নিয়মভাবী ক্রমঃ। তত্রাবিবক্ষিতবাচ্যত্বাদেব বাচ্যেন
সহ ব্যঙ্গ্যস্ত ক্রমপ্রতীতিবিচারো ন কৃতঃ। তস্মাদভিধানাভিধেয়-
প্রতীত্যোরিব বাচ্যব্যঙ্গ্যপ্রতীত্যোনিমিত্তনিমিত্তিভাবান্নিয়মভাবী ক্রমঃ।
স তুজ্ঞযুক্ত্যা কচিল্লক্ষ্যতে কচিন্ন লক্ষ্যতে।

তদেবং ব্যঙ্গকমুখেন ধ্বনিপ্রকারেষু নিরূপিতেষু কশ্চিদ্ ক্রয়াৎ—
কিমিদং ব্যঙ্গকত্বং নাম ব্যঙ্গ্যার্থপ্রকাশনম্, ন হি ব্যঙ্গকত্বং ব্যঙ্গ্যত্বং
চাৰ্থ্যস্ত ব্যঙ্গকসিদ্ধাবীনং ব্যঙ্গ্যত্বম্, ব্যঙ্গ্যাপেক্ষয়া চ ব্যঙ্গকত্বসিদ্ধিরি-

ব্যাপ্যারেকজন্তেতি। ন চাত্রাৰ্থসতত্বং ব্যাখ্যানে কিঞ্চিৎপশ্চাম ইত্যন্তং পূর্ববৎশ্চেঃ
সহ বিবাদেন বহুনা।

যত্র তু সজ্জটনাব্যঙ্গ্যত্বং নাস্তি তত্র লক্ষ্যত এবত্যাহ—কচিহিতি। তুল্যে
ব্যঙ্গ্যত্বে কুতো ভেদ ইত্যশঙ্কতে—তত্রাপীতি। স্মৃটেমেবেতি।

অবিবক্ষিতবাচ্যস্ত পদবাক্যপ্রকাশতা।

তদন্তস্তানুরণনরূপব্যঙ্গ্যস্ত চ ধ্বনেঃ ॥

ইতি হি পূৰ্বং বৰ্ণসংঘটনাদিকং নাস্তি ব্যঙ্গকত্বেনোক্তমিতি ভাবঃ। গাথাশ্চিতি।
'ভম ধম্মিঅ' ইত্যাদিকাস্থ। তাশ্চ তত্রৈব ব্যাখ্যাতাঃ। শাক্যামিতি। শাক্যাম-
পীত্যর্থঃ। উপমাবাচকং যথোবাচি। অর্থসামর্থ্যাদিতি। বাক্যার্থসামর্থ্যাদিতি ষাৎ।

এবং বাক্যপ্রকাশশব্দশক্তিমূলং বিচার্য পদপ্রকাশং বিচারয়তি—পদপ্রকাশেতি।
বিশেষণপদন্তেতি। জড় ইত্যস্ত। যোজকমিতি। কূপ ইতি চ অহমিতি চোভয়-
সমানাধিকরণতয়া সংবলনম্। অভিধেয়ং চ তৎসামর্থ্যাক্ষিপ্তং চ তয়োঃলঙ্কার-
মাত্রয়োঃ। যে প্রতীতী তয়োঃ পৌৰ্বাপর্যং ক্রমঃ। সুস্থিতং সুলক্ষিতমিত্যর্থঃ।
মাত্রগ্রহণেন রসপ্রতীতিস্তত্রাপ্যলক্ষ্যক্রমেবেতি দর্শয়তি। নহেবমার্থত্বং শব্দশক্তি-

ত্যাগোক্তসংশ্রাদব্যবস্থানম্ । নহু বাচ্যব্যতিরিক্তস্য ব্যঙ্গ্যস্য সিদ্ধিঃ
প্রাগেব প্রতিপাদিতা তৎসিদ্ধাধীনা চ ব্যঞ্জকসিদ্ধিরিতি কঃ পর্য্যায়-
যোগাবসরঃ । সত্যমেবৈতৎ ; প্রাপ্তক্যুক্তিভির্বাচ্যব্যতিরিক্তস্য বস্তুনঃ
সিদ্ধিঃ কৃতা, স হর্থো ব্যঙ্গ্যতয়ৈব কস্মাদ্ব্যপদিষ্ঠতে । যত্র চ প্রাধান্যে-
নানবস্থানং তত্র বাচ্যতয়ৈবাসৌ ব্যপদেশুং যুক্তঃ, তৎপরত্বাদ্ব্যাক্যস্য ।
অতশ্চ তৎপ্রকাশিনো ব্যাক্যস্য বাচকত্বমেব ব্যাপারঃ । কিং তস্য
ব্যাপারাস্তরকল্পনয়া ? তস্মাত্তাৎপর্য্যবয়ো যোহর্থঃ স তাবশ্যুখ্যতয়া
বাচ্যঃ । যা তন্তুরা তথাবিধে বিষয়ে বাচ্যাস্তরপ্রতীতিঃ সা তৎপ্রতীতে-
রূপায়মাত্রং পদার্থপ্রতীতিরিব ব্যাক্যার্থপ্রতীতেঃ ।

অত্রোচ্যতে—যত্র শব্দঃ স্বার্থমভিধানোহর্থাস্তুরমবগময়তি তত্র
যন্তস্য স্বার্থাভিধায়িত্বং যচ্চ তদর্থাস্তুরাবগমহেতুত্বং তয়োর্বিশেষো

মূলত্বং চেতি বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—আর্থ্যপীতি । নাত্র বিরোধঃ কশ্চিদিতি ভাবঃ ।
এতচ্চ বিতত্য পূর্বমেব নির্ণীতমিতি ন পুনরুচ্যতে । স্ববিষয়েতি । অক্ষশব্দাদেক-
পহতচ্ছুকাদিঃ সো বিষয়ঃ, তত্র যদৈমুখ্যমনাদর ইত্যর্থঃ । বিচারো ন কৃত ইতি ।
নামধেয়নিরূপণদ্বায়েণেতি শেষঃ । সহভাবস্য শক্তিভূমত্ৰায়ুক্তত্বাদিতি ভাবঃ । এবং
রসাদয়ঃ কৈশিকাদীনামিতিবৃত্তভাগরূপাণাং বৃত্তীনাং জীবিতমূপনাগরিকাতানাং চ
সর্বস্তাত্তোভয়স্তাপি বৃত্তিব্যবহারস্য রসাদিনিয়ন্ত্রিতবিষয়ত্বাদিতি যৎ প্রস্তুতং তৎ
প্রসঙ্গেন রসাদীনাং বাচ্য্যতিরিক্তত্বং সমর্থায়িত্বং ক্রমো বিচারিত ইত্যেতদ্ব্যপসংহরতি
—তত্বাদিতি । অভিধানস্য শব্দরূপস্য পূর্বং প্রতীতিস্ততোহভিধেয়স্য । যদাহ তত্র
ভবান্ —

‘বিষয়ত্বমনাপন্নৈঃ শব্দৈর্নর্থঃ প্রকাশ্যতে’ ইত্যাদি ।

‘অতোহনির্জাতরূপত্বাৎ কিমাহেত্যভিধীয়তে’ ইত্যত্রাপি চাবিনাভাববৎ সময়-
স্তাভ্যন্তত্বাৎ ক্রমো স লক্ষ্যেতাপি ।

উদ্যোতারম্ভে যদ্বস্তং ব্যঞ্জনমুখেন ধ্বনেঃ স্বরূপং প্রতিপাদ্যত ইতি তদিদানী-
মুপসংহরন্যজ্ঞকভাবে প্রথমোদ্যোতে সমর্থিতমপি শিষ্টানামেকপ্রবট্টকেন হৃদি নিবে-
শয়িত্বং পূর্বপক্ষমাহ—তদেবমিতি । কশ্চিদিতি । মীমাংসকাদিঃ । কিমিদমিতি ।
ব্যক্ষমাণশ্চোদকস্তাভিপ্রায়ঃ । প্রাগেবেতি । প্রথমোদ্যোতে অভাববাদনিরাকরণে ।
অতশ্চ ন ব্যঞ্জকসিদ্ধ্যা তৎসিদ্ধির্যেনাত্তোক্তাশ্রয়ঃ শঙ্ক্যত, অপি তু হেতুস্তদ্বৈলম্ব্য

বিশেষো বা । ন তাবদবিশেষঃ ; যস্মান্তৌ ধৌ ব্যাপারৌ ভিন্নবিষয়ে
 ভিন্নরূপৌ চ প্রতীয়েতে এব । তথা হি বাচকত্বলক্ষণো ব্যাপারঃ শব্দস্ত
 স্বার্থবিষয়ঃ গমকত্বলক্ষণস্ত্বর্থাস্তরবিষয়ঃ । ন চ স্বপরব্যবহারো বাচ্য-
 ব্যঙ্গ্যয়োৰপহোত্বং শক্যঃ, একস্ত সম্বন্ধিত্বেন প্রতীতেরপরস্ত সম্বন্ধি-
 সম্বন্ধিত্বেন । বাচ্যো হর্থঃ সাক্ষাচ্ছব্দস্ত সম্বন্ধী তদিতরস্ত্বভিধেয়সামর্থ্যা-
 ক্ষিপ্তঃ সম্বন্ধিসম্বন্ধী । যদি চ স্বসম্বন্ধিত্বং সাক্ষাত্তস্ত স্মাতদার্থাস্তয়ত্ব-
 ব্যবহায় এব ন স্মাতং । তস্মাদ্বিষয়ভেদস্তাবত্তয়োৰ্য্যাপারয়োঃ সুপ্রসিদ্ধঃ
 রূপভেদোহপি প্রসিদ্ধ এব । ন হি যৈবাভিধানশক্তিঃ সৈবাবগমন-
 শক্তিঃ । অবাচকস্তাপি গীতশব্দাদে রসাদিলক্ষণার্থাবগমদর্শনাৎ ।
 অশব্দস্তাপি চেষ্টাদেবর্থবিশেষপ্রকাশনপ্রসিদ্ধেঃ । তথা হি ‘ত্রীড়া-
 যোগান্নতবদনয়া’ ইত্যাদিশ্লোকে চেষ্টাবিশেষঃ সূকবিনার্থপ্রকাশনহেতুঃ
 প্রদর্শিত এব । তস্মাদ্বিন্নবিষয়ত্বাভিন্নরূপত্বাচ্চ স্বার্থাভিধায়িত্বমর্থাস্তরা-
 বগমহেতুত্বং চ শব্দস্ত যন্তয়োঃ স্পষ্ট এব ভেদঃ । বিশেষশ্চেন্ন তর্হীদা-
 নীমবগমনস্তাভিধেয়সামর্থ্যাক্ষিপ্তস্তার্থাস্তরস্ত বাচ্যত্বব্যপদেশ্যতা । শব্দ-
 ব্যাপারগোচরত্বং তু তত্শাস্মাভিরিণ্যত এব, তত্ত্ব ব্যঙ্গ্যত্বেনৈব ন

সাধিতত্বাদিত্যি ভাবঃ । তদাহ—তৎসিদ্ধীতি । স দ্বিতী । অস্বসৌ দ্বিতীয়োহর্থঃ ।
 তস্ত যদি ব্যঙ্গ্য ইতি নাম কৃতম্, বাচ্য ইত্যপি কস্মান্ন ক্রিয়তে ? ব্যঙ্গ্য ইতি বা
 বাচ্যাভিন্নতস্তাপি কস্মান্ন ক্রিয়তে ? অবগম্যমানত্বেন হি শব্দার্থত্বং তদেব বাচকত্বম্ ।
 অভিধা হি যৎপর্যন্তা তত্রৈবাভিধায়কত্বমুচিতম্, তৎপর্যন্ততা চ প্রধানীভূতে
 তস্মিন্নর্থ ইতি ঘূর্ণাভিধিক্তং ধ্বনৈর্যদ্রুপং নিরূপিতং, তত্রৈবাভিধাব্যাপারেণ ভবিতুং
 যুক্তম্ । তদাহ—যত্র চেতি । তৎপ্রকাশিন ইতি । তদ্যঙ্গ্যাত্মিত্বং প্রকাশয়ত্যবশ্যং
 যদাকং তস্মেতি । উপায়মাত্রমিত্যেনে সাধারণ্যোক্ত্যা ভাট্টং প্রাভাকরং বৈয়াকরণঞ্চ
 পূর্বপক্ষং সূচয়তি । ভাট্টমতে হি—

বাক্যার্থমিত্যে তেবাং প্রবৃত্তৌ নাস্তরীয়কম্ ।

পাকে জালেব কাষ্ঠানাং পদার্থপ্রতিপাদনম্ ॥

ইতি শব্দাবগর্তেঃ পদার্থৈস্তাৎপর্যেণ যোহর্থ উৎখাপ্যতে স এব বাক্যার্থঃ, স এব চ
 বাচ্য ইতি । প্রাভাকরদর্শনেহপি দীর্ঘদীর্ঘো ব্যাপারো নিমিষ্তিনি বাক্যার্থে,

বাচ্যত্বেন। প্রসিদ্ধাভিধানান্তরসম্বন্ধযোগ্যত্বেন চ তন্ত্যর্থান্তরশ্চ
প্রতীতেঃ শব্দান্তরেণ স্বার্থাভিধায়িনা যদ্বিষয়ীকরণং তত্র প্রকাশনো-
ক্তিरेব যুক্তা।

ন চ পদার্থবাক্যার্থস্থায়ো বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ। যতঃ পদার্থপ্রতীতি-
রসত্বেবেতি কৈশ্চিদ্ধিহস্তিরাস্থিতম্। যৈরপ্যসত্যত্বমস্তা নাভ্যুপেয়তে
তৈর্বাক্যার্থপদার্থয়োর্ঘটতদুপাদানকারণস্থায়োহভ্যুপগন্তব্যঃ। যথা হি
ঘটে নিম্পন্নে তদুপাদনকারণানাং ন পৃথগুপলভ্যস্তথৈব বাক্যে তদর্থ-
বা প্রতীতে পদতদর্থানাং তেষাং তদা বিভক্ততয়োপলভ্যে বাক্যার্থ

পদার্থানাং তু নিমিত্তভাবঃ পারমার্থিক এব। বৈয়াকরণানাং তু সৌপারমার্থিক
ইতি বিশেষঃ। এতচ্চাস্মাভিঃ প্রথমোদ্যোত এব বিতত্য নির্ণীতমিতি ন
পুনরায়শ্চ তে গ্রন্থযোজনৈব তু ক্রিয়তে। তদেতন্মতজ্ঞয়ং পূর্বপক্ষে যোজ্যম্।

অত্রৈতি পূর্বপক্ষে। উচ্যত ইতি সিদ্ধান্তঃ। বাচকত্বং গমকত্বং চ স্বরূপতো
ভেদেঃ। স্বার্থেইর্থান্তরে চ ক্রমেণেতি বিষয়তঃ। নহু তস্মাচ্ছেদসৌ গম্যতেইর্থঃ
কথং তর্হ্যুচ্যতেইর্থান্তরমিতি। নো চেৎ স তস্য কশ্চিদিতি কো বিষয়ার্থঃ ইত্য-
শঙ্ক্যাহ—ন চেতি। ন সাদিতি। এবকারো ভিন্নক্রমঃ, নৈব সাদিত্যর্থঃ। যাবতা
ন সাক্ষাৎ সম্বন্ধিত্বং তেন যুক্ত এবার্থান্তরব্যবহার ইতি বিষয়ভেদ উক্তঃ। নহু
ভিন্নেইপি বিষয়ে অক্ষশব্দাদেবইর্থস্ত এক এবাভিধানলক্ষণো ব্যাপার ইত্যশঙ্ক্য
রূপভেদগুণপাদয়তি—রূপভেদোইপীতি। প্রসিদ্ধমেব দর্শয়তি—ন হীতি। বিপ্রতি-
পন্নং প্রতি হেতুমাং—আবাচকত্বাপীতি। যদেব বাচকত্বং তদেব গমকত্বং যদি
সাদবাচকত্বং গমকত্বমপি ন স্যাৎ, গমকত্বেনৈব বাচকত্বমপি ন স্যাৎ। ন চৈতদ্ব্য-
মপি গীতশব্দে শব্দব্যতিরিক্তে চাধোবক্তৃত্বকুচকম্পনবাপ্পাবেশাদৌ তন্ত্যাবাচকত্বাপ্য-
গমকারিত্বদর্শনাদবগমকারিণোইপ্যবাচকত্বেন প্রসিদ্ধত্বাদিতি তাৎপর্যম্। এতদুপ-
সংহরতি—তস্মাভিন্নেতি। ন তর্হীতি। বাচ্যত্বং হুভিধাব্যাপারবিষয়তা ন তু
ব্যাপারমাত্রবিষয়তা, তথাস্থে তু সিদ্ধসাধনমিত্যেতদাহ—শব্দব্যাপারেতি।

নহু গীতাদৌ মা ভূদ্বাচকত্বমিহ স্বার্থান্তরেইপি শব্দস্য বাচকত্বমেবোচ্যতে, কিং হি
তদ্বাচকত্বং সঙ্কোচ্যত ইত্যশঙ্ক্যাহ—প্রসিদ্ধেতি। শব্দান্তরেণ তন্ত্যর্থান্তরশ্চ যদ্বিষয়ী-
করণং তত্র প্রকাশনোক্তিरेব যুক্তা ন বাচকত্বোক্তিঃ শব্দস্য, নাপি বাচ্যত্বোক্তিরর্থশ্চ
তত্র যুক্তা, বাচকত্বং হি সমন্বয়বাদব্যবধানেন প্রতিপাদকত্বম্, যথা তস্মৈব শব্দস্য

বুদ্ধিরেব দূরীভবেৎ । ন হ্বেষ বাচ্যব্যঙ্গয়োর্ন্যায়াঃ, ন হি ব্যাঙ্গে
প্রতীয়মানে বাচ্যবুদ্ধিদূরীভবতি, বাচ্যাবভাসাবিনাভাবেন তস্মৈ প্রকাশ
নাৎ । তস্মাদ ঘটপ্রদীপত্য়ায়ন্তয়োঃ যথৈব হি প্রদীপদ্বারেণ ঘটপ্রতীতা-
বুৎ পল্লয়াং ন প্রদীপপ্রকাশো নিবর্ততে তদ্ব্যঙ্গপ্রতীতৌ বাচ্যাবভাসঃ ।
যন্তু প্রথমোদ্যোতে ‘যথা পদার্থদ্বারেণ’ ইত্যাহ্যুক্তং তদুপায়ত্বমাত্রাৎ
সাম্যবিবক্ষয়া ।

নহেবং যুগপদর্থদ্বয়যোগিত্বং বাক্যস্য প্রাপ্তং তদ্বাবে চ তস্মৈ
বাক্যতৈব বিঘটতে, তস্মা ঐক্যার্থলক্ষণত্বাৎ ; নৈষ দোষঃ ; গুণপ্রধান-
ভাবেন তয়োর্বাবস্থানাং । ব্যাঙ্গ্যস্য হি কচিৎ প্রাধান্যং বাচ্যস্যোপসর্জন-

স্বার্থে ; তদাহ—স্বার্থাভিধায়িনেতি । বাচ্যত্বং হি সময়বলেন নির্বাবধানং প্রতি-
পাদত্বং যথা তত্ত্বার্থস্য শব্দান্তরং প্রতি তদাহ—প্রসিদ্ধেতি । প্রসিদ্ধেন বাচকতয়া-
ভিধানান্তরেণ যঃ সম্বন্ধো বাচ্যত্বং তদেব তত্র বা যতোগ্যত্বং তেনোপলক্ষিতস্য । ন
চৈবংবিধং বাচকত্বমর্থং প্রতি শব্দশ্বেহাস্তি, নাপি তং শব্দং প্রতি তস্যার্থস্রোত্বরূপং
বাচ্যত্বম্ । যদি নাস্তি তর্হি কথং তস্য বিষয়ীকরণমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রতীতেরিতি ।
অথ চ প্রতীয়তে সোহর্থো ন চ বাচ্যবাচকত্বব্যাপারেণেতি বিলক্ষণ এবাসৌ ব্যাপার-
ইতি যাবৎ ।

নহেবং মা ভূবাচকশক্তিস্তথাপি তাৎপর্যশক্তির্ভবিষ্যতীত্যশঙ্ক্যাহ—ন চেতি ।
কৈশ্চিদ্বিতি বৈয়াকরণৈঃ । যৈরপীতি তটপ্রভৃতিভিঃ । তমেব ত্য়াং ব্যাচষ্টে
যথাহীতি । তদুপাদানকারণানামিতি । সমবায়িকারণানি কপালানি অনন্বোক্ত্যা
নিরূপিতানি । সৌগতকাপিলমতে তু যতপ্যুপাদাতব্যবটকালে উপাদানানাং ন সম্ভা
একত্র ক্ষণক্ষয়িদ্ধেন পরত্র তিরোভূতত্বেন তথাপি পৃথক্তয়া নান্যপলন্ত ইতীত্যত্যাশে
দৃষ্টান্তঃ । দূরীভবেদিতি । অর্থৈকত্বশ্রাবাদিতি ভাবঃ । এবং পদার্থবাক্যার্থ-
ত্য়াং তাৎপর্যশক্তিসাধকং প্রকৃতে বিষয়ে নিরাকৃত্যভিমতাং প্রকাশশক্তিং সাধয়ি-
ত্বং তদ্বচিতং প্রদীপঘটত্য়াং প্রকৃতে যোজয়মাহ—তস্মাদিতি । যতোহসৌ পদার্থ-
বাক্যার্থত্য়ায়ো নেহ যুক্তস্তত্যাং, প্রকৃতং ত্য়াং ব্যাকরণপূর্বকং দাষ্ট্যান্তিকে যোজয়তি—
যথৈব হীতি । নহু পূর্বমুক্তম্—

যথা পদার্থদ্বারেণ বাক্যার্থঃ সম্প্রতীয়তে ।

বাক্যার্থপূর্বিকা তদ্বৎপ্রতিপত্তস্য বস্তুনঃ ॥

ভাবঃ কচিদ্ধ্যাত্ম প্রাধান্যমপরস্ত গুণভাবঃ। তত্র ব্যঙ্গ্যপ্রাধাণে ধ্বনিরিত্যুক্তমেব ; বাচ্যপ্রাধাণে তু প্রকারান্তং নির্দেশ্যতে। তস্মাৎ স্থিতমেতৎ—ব্যঙ্গ্যপরেহেপি কাব্যস্ত ন ব্যঙ্গ্যস্তাবিধেয়ত্বমপি তু ব্যঙ্গ্যত্বমেব। কিঞ্চ ব্যঙ্গ্যস্ত প্রাধাণেনাবিবক্ষ্যাং বাচ্যত্বং তাবদ্ব-
দ্ভিনাভূতপগন্তবমতৎপরত্বাচ্ছদস্ত। তদস্তি তাবদ্ব্যং শব্দানাং কশ্চি-
দ্বিময় ইতি। যত্রাপি তস্ত প্রাধান্যং তত্রাপি কিমিতি তস্ত স্বরূপ-
মপহু যতে। এবং তাবদ্বাচকত্বাদন্যদেব ব্যঞ্জকত্বম্ ; ইতশ্চ বাচকত্বা-
দ্ব্যঞ্জকত্বাত্ত্বং যদ্বাচকত্বং শব্দৈকাত্ম্যমিতরন্তু শব্দাত্ম্যমর্থাত্ম্যং চ
শব্দার্থয়োর্দ্বয়োরপি ব্যঞ্জকত্বস্ত প্রতিপাদিতত্বাং।

গুণবৃত্তিসূচপচারেণ লক্ষণয়া চোক্তয়াশ্রয়াপি ভবতি। কিন্তু
ততোহপি ভবতি ব্যঞ্জকত্বং স্বরূপতোবিষয়তশ্চ ভিত্তিতে। রূপভেদ-
স্তাবদয়ম্—যদমুখ্যতয়া ব্যাপারো গুণবৃত্তিঃ প্রসিদ্ধা। ব্যঞ্জকত্বং তু
মুখ্যতয়েব শব্দস্ত ব্যাপারঃ। ন হর্থাদ্যন্ত্রয়প্রতীতির্থা তস্তা অমুখ্যত্বং
মনাগপি লক্ষ্যতে।

ইতি তৎ কথং স এব গ্রাম ইহ যদ্বেন নিরাকৃত ইত্যশঙ্ক্যাহ—যদ্বিতি। তদ্বিতি।
ন তু সর্বথা সাম্যেনেতর্থঃ। এবমিতি। প্রদীপবৎত্বগপভূত্বাবভাসপ্রকারেণেতর্থঃ।
তস্তা ইতি বাক্যতয়াঃ। ঐক্যার্থ্যলক্ষণমর্থৈকত্বাদ্বি বাক্যমেকমিত্যুক্তম্। সন্ধুৎ
শ্রুতো হি শব্দো যত্রৈব সময়স্থতিং করোতি স চেদনেইবাগমিতঃ তদ্বিমব্যাপারা-
ভাবাং সময়স্বরণানাং বহুনাং যুগপদযোগাং কোহর্থভেদস্তাবসরঃ। পুনঃ শ্রুতস্ত
ন্বতো বাপি নাসাবিতি ভাবঃ। তস্মোরিতি বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ। তত্রৈতি। উভয়োঃ
প্রকারবোধার্থ্যাগত্যা প্রথমঃ প্রকার ইত্যর্থঃ। প্রকারান্তরমিতি। গুণীভূতব্যঙ্গ্য-
সংজ্ঞিতম্। ব্যঙ্গ্যত্বমেবেতি প্রকাশ্যত্বমেবেত্যর্থঃ।

ননু যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি ব্যঙ্গ্যস্ত প্রাধাণে বাচ্যত্বমেব জ্ঞাযাম্, তর্হ্য-
প্রাধাণে কিং যুক্তং ব্যঙ্গ্যত্বমিতি চেৎ সিদ্ধো নঃ পক্ষঃ, এতদাহ—কিঞ্চৈতি। ননু
প্রাধাণে মা ভূদ্ব্যঙ্গ্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্রাপীতি। অর্থান্তরত্বং সম্বন্ধিসম্বন্ধিত্বমরূপ-
যুক্তসময়ত্বমিতি ব্যঙ্গ্যতয়াং নিবন্ধনং, তচ্চ প্রাধাণেইপি বিহত ইতি স্বরূপমহেয়-
মেবেতি ভাবঃ। এতদ্ব্যপসংহরতি—এবমিতি। বিষয়ভেদেন স্বরূপভেদেন চেত্যর্থঃ।

অয়ং চাত্তঃ স্বরূপভেদঃ যদৃগুণবৃত্তিরমুখ্যত্বেন ব্যবস্থিতং বাচকত্বমে-
বোচ্যতে । ব্যঞ্জকত্বং তু বাচকত্বাদত্যন্তং বিভিন্নমেব । এতচ্চ প্রতি-
পাদিতম্ । অয়ং চাপরো রূপভেদো যদৃগুণবৃত্তৌ যদার্থোহর্থাস্তরমুপ-
লক্ষয়তি । তদোপলক্ষণীয়ার্থাঙ্কমা পরিণত এবাসৌ সম্পত্ততে । যথা
‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’ ইত্যাদৌ । ব্যঞ্জকত্বমার্গে তু যদার্থোহর্থাস্তরং ত্রোতয়তি
তদা স্বরূপং প্রকাশয়ন্তেবাসাবশ্যস্ত প্রকাশকঃ প্রতীয়তে প্রদীপবৎ ।
যথা—‘লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী’ ইত্যাদৌ । যদি চ
যত্রাতিরস্কৃতস্বপ্রতীতিরর্থোহর্থাস্তরং লক্ষয়তি তত্র লক্ষণাব্যবহারঃ
ক্রিয়তে, তদেবং সতি লক্ষণৈব মুখ্যঃ শব্দব্যাপার ইতি প্রাপ্তম্ । যস্মাৎ
প্রায়েণ বাক্যানাং বাচ্যব্যতিরিক্ততাৎপর্যবিষয়ার্থাবভাসিতত্বম্ ।

তাবদिति বক্তব্যান্তরমাসূত্রয়তি । তদেবাহ—ইতশ্চেতি । অনেন সামগ্রীভেদাৎ
কারণভেদোহপ্যস্তুীতি দর্শয়তি । এতচ্চ বিতত্য ধ্বনিলক্ষণে ‘যত্রার্থঃ শব্দো বা’
ইতি বাগ্রহণম্, ‘ব্যঙ্গ্যঃ ইতি দ্বির্বচনং চ ব্যাচক্ষাগৈরস্মাভিঃ প্রথমোদ্যোত এব
দর্শিতমिति পুনর্ন বিস্তার্যতে ।

এবং বিষয়ভেদাৎ স্বরূপভেদাৎ কারণভেদাচ্চ বাচকত্বানুখ্যাৎ প্রকাশকত্বস্ত
ভেদং প্রতিপাদ্যোভয়াশ্রয়ত্বাবিশেষাত্তর্হি ব্যঞ্জকত্বগৌণত্বয়োঃ কো ভেদ ইত্যশঙ্ক্যা-
মুখ্যাদপি প্রতিপাদয়িতুমাহ ঙুণবৃত্তিরिति । উভয়াশ্রয়াপীতি শব্দার্থাশ্রয়া । উপচার-
লক্ষণয়োঃ প্রথমোদ্যোত এব বিভজ্ঞা নির্ণীতং স্বরূপমिति ন পুনর্নিষ্যতে । মুখ্যত-
য়েবেতি অস্থলদগতিত্বেনেত্যর্থঃ । ব্যঙ্গ্যত্বয়মिति । বস্তুলক্ষারসস্বকম্ । বাচকত্ব-
মেবেতি । তত্রাপি হি তথৈব সময়োপযোগোহস্ত্যেবেত্যর্থঃ । প্রতিপাদিতমिति ।
ইদানীমেব । পরিণত ইতি । স্তেন রূপেণানির্ভাসমান ইত্যর্থঃ ।

কীদৃশ ইতি যথো বা ন বা প্রকারান্তরাভাবাৎ । মুখ্যত্বে বাচকত্বমুখ্যত্বা
ঙুণবৃত্তিঃ, ঙুণো নিমিত্তং সাদৃশ্যানি তদ্ব্যাপিকা বৃত্তিঃ শব্দস্য ব্যাপারো ঙুণবৃত্তিরिति
ভাবঃ । মুখ্য এবাসৌ ব্যাপারঃ সামগ্রীভেদাচ্চ বাচকত্বাদ্যতিরিচ্যত ইত্যভি-
প্রায়েণাহ—উচ্যত ইতি । এবমস্থলদগতিত্বাৎ কথঞ্চিদপি । সময়ানুপযোগাৎ
পৃথগাভাসমানত্বাচ্ছেতি ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ প্রকাশকত্বত্বৈত্তদ্বিপরীতরূপত্রয়াচ্চ ঙুণবৃত্তেঃ
স্বরূপভেদং ব্যাখ্যায় বিষয়ভেদমপ্যাহ—বিষয়ভেদোহপীতি । বস্তুমাত্রং ঙুণবৃত্তেরপি
বিষয় ইত্যভিপ্রায়েণ বিশেষয়তি—ব্যঙ্গরূপাবচ্ছিন্নমिति । ব্যঞ্জকত্বস্ত বো বিষয়ঃ স

নহু ত্বৎপক্ষেইপি যদার্থো ব্যাক্যত্রয়ং প্রকাশয়তি তদা শব্দস্ত কী-
দৃশো ব্যাপারঃ। উচ্যতে—প্রকরণাত্তবচ্ছিন্নশব্দবশেনৈবাব্যর্থস্ত তথাবিধং
ব্যঞ্জকত্বমিতি শব্দস্ত তত্রোপযোগঃ কথমপহু্যতে। বিষয়ভেদোইপি
গুণবৃত্তিব্যঞ্জকত্বয়োঃ স্পষ্ট এব। যতো ব্যঞ্জকত্বস্ত রসাদয়োহলঙ্কার-
বিশেষা ব্যাক্যরূপাবচ্ছিন্নং বস্তু চেতি ত্রয়ং বিয়য়ঃ। তত্র রসাদিপ্রতীতি
গুণবৃত্তিরিতি ন কেনচিৎস্থ্যতে ন চ শক্যতে বক্তুম্। ব্যাক্যালঙ্কার-
প্রতীতিরপি তথৈব। বস্তুচাকরুত্বপ্রতীতয়ে স্বশব্দানভিধেয়ত্বেন যৎ-
প্রতিপিপাদয়িতুমিচ্ছ্যতে তদ্বাক্যম্। তচ্চ ন সর্বং গুণবৃত্তেर्वিষয়ঃ প্রসিদ্ধ্য-
হুরোধাভ্যামপি গোণানাং শব্দানাং প্রয়োগদর্শনাৎ। তথোক্তং প্রাক্
যদপি চ গুণবৃত্তেर्वিষয়স্তদপি চ ব্যঞ্জকত্বাহু প্রবেশেন। তস্মাদ্ গুণবৃত্তে-
রপি ব্যঞ্জকত্বাত্যন্তবিলক্ষণত্বম্। বাচকত্বগুণবৃত্তিবিলক্ষণস্তাপি চ তস্ত
তদ্বভয়াশ্রয়ত্বেন ব্যবস্থানম্।

ব্যঞ্জকত্বং হি কচিদ্বাচকত্বাশ্রয়েণ ব্যবতিষ্ঠতে, যথা বিবক্ষতাশ্রয়প-
বাচ্যে ধ্বনৌ। কচিৎ গুণবৃত্ত্যাশ্রয়েণ যথা অবিবক্ষিতবাচ্যে ধ্বনৌ।

গুণবৃত্তেন বিবয়ঃ অন্তঃ তস্যা বিষয়ভেদো যোজ্যঃ। তত্র প্রথমং প্রকারমাহ—
তত্রৈতি। ন চ শক্যত ইতি। লক্ষণাসানগ্র্যাস্তত্রাবিহতমানত্বাদিতি হি পূর্বমেবোক্তম্।
তথৈবেতি। ন তত্র গুণবৃত্তিষু ক্তেত্যর্থঃ। বস্তুনো যৎপূর্বং বিশেষণং কৃতং তদ্ব্যাচষ্টে
—চাকরুত্বপ্রতীত্য ইতি। ন সর্বমিতি। কিঞ্চিৎ ভবতি যথা ‘নিঃস্বাসাক্ষ ইবাদর্শঃ
ইতি। যদুক্তম্—‘কস্তুচিৎ ধ্বনিভেদস্ত সা তু স্মারুপলক্ষণম্’ ইতি। প্রসিদ্ধিতো
লাবণ্যাদয়ঃ শব্দাঃ, বৃত্তাহুরোধব্যবহারাহুরোধাদে: ‘বদতি বিসিনীপত্রশয়নম্’
ইত্যেবমাদয়ঃ। প্রাগিতি। প্রথমোদ্যোতে ‘রূঢ়া যে বিষয়েঃগুত্ৰ’ ইত্যত্রান্তরে।
ন সর্বমিতি যথাস্থাভির্ব্যাখ্যাৎ তবা স্মৃটয়তি—যদপি চেতি। গুণবৃত্তেরিতি পঞ্চমী
অগ্নেনতরুপোপজীবকত্বেন চ তদিতরস্মাদিত্যানেন পর্যায়েণ বাচকত্বাদ্ গুণবৃত্তেচ
দ্বিত্বাদপি ভিন্নং ব্যঞ্জকত্বমিত্যুপপাদয়তি—বাচকত্বেতি। চোৎবধারণে ভিন্নক্রমঃ,
অপিশকোইপি ন কেবলং পূর্বোক্তো হেতুকলাপো যাবত্তদ্বভয়াশ্রয়ত্বেন মুখ্যোপ-
চারাশ্রয়ত্বেন যদ্যবস্থানং তদপি বাচকগুণবৃত্তিবিলক্ষণত্বেবেতি ব্যাপ্তিঘটনম্। তেনাঙ্কং
তাৎপর্যার্থঃ—তদ্বভয়াশ্রয়ত্বেন ব্যবস্থানান্তদ্বভয়বৈলক্ষণ্যমিতি।

তদ্ব্যভাষ্যশ্রয়ত্বপ্রতিপাদনায়ৈব চ ধ্বনেঃ প্রথমতরং দ্বৌ প্রভেদাবুপগন্তৌ। তদ্ব্যভাষ্যশ্রিত্বাচ্চ তদেকরূপত্বং তস্মৈ ন শক্যতে বক্তুং। যস্মান্ন তদ্ব্যচকৈত্বকরূপমেব, কচিল্লক্ষণাশ্রয়েণ বৃত্তেঃ। ন চ লক্ষণৈকরূপ-
মেবান্যত্র বাচকত্বাশ্রয়েণ ব্যবস্থানাং। ন চোভয়ধর্মত্বেনৈব তদেকৈক-
রূপং ন ভবতি। যাবদ্ব্যচকত্বলক্ষণাদিরূপরহিতশব্দধর্মত্বেনাপি।
তথা হি গীতধ্বনীনামপি ব্যঞ্জকত্বমস্তি রসাদিবিষয়ম্। ন চ তেষাং
বাচকত্বং লক্ষণা বা কথঞ্চিল্লক্ষ্যতে। শব্দাদন্যত্রাপি বিষয়ে ব্যঞ্জকত্বস্য
দর্শনাদ্ব্যচকত্বাদিশব্দধর্মপ্রকারত্বমযুক্তং বক্তুং। যদি চ বাচকত্বলক্ষণা-
দীনাং শব্দপ্রকারাণাং প্রসিদ্ধপ্রকারবিলক্ষণত্বেহপি ব্যঞ্জকত্বং প্রকারত্বেন
পরিকল্প্যতে, তচ্ছব্দশ্রেণ্যেব প্রকারত্বেন কস্মান্ন পরিকল্প্যতে। তদেবং
শব্দে ব্যবহারে ত্রয়ঃ প্রকারাঃ—বাচকত্বং গুণবৃত্তির্ব্যঞ্জকং চ। তত্র
ব্যঞ্জকত্বে যদি ব্যঙ্গ্যপ্রাধাত্যং তদা ধ্বনিঃ, তস্মৈ চাবিবক্ষিতবাচ্যো

এতদেব বিভজ্যতে—ব্যঞ্জকত্বং হীতি। প্রথমতরমিতি। প্রথমোদ্যোতে ‘স চ’
ইত্যাদিনা গ্রহেণ। হেতুস্তরমপি স্থচয়তি—ন চেতি। বাচকত্বগৌণত্বোভয়বৃত্তান্ত-
বৈলক্ষণ্যাদিতি স্থচিতো হেতুঃ। তমেব প্রকাশয়তি—তথা হীত্যাদিনা। তেষামিতি।
গীতাдиशब्दानां। হেতুস্তরমপি স্থচয়তি—শব্দাদন্যত্রৈতি। বাচকত্বগৌণত্বাভ্যা-
মন্তদ্ব্যঞ্জকত্বং শব্দাদন্যত্রাপি বর্তমানত্বাৎ প্রমেয়ত্বাদিবদिति হেতুঃ স্থচিতঃ। নন্যত্রা-
বাচকে যদ্ব্যঞ্জকত্বং তদ্বৎ বাচকত্বাদেবৈলক্ষণম্, বাচকে তু যৎ ব্যঞ্জকত্বং তদবিলক্ষণ-
মেবান্তিত্যাসঙ্ক্যাহ—যদীতি। আদিপদেন গৌণং গৃহ্যতে। শব্দশ্রেণ্যেবেতি। ব্যঞ্জকত্বং
বাচকত্বমিতি যদি পর্যায়া কল্প্যতে তর্হি ব্যঞ্জকত্বং শব্দ ইত্যপি পর্যায়াত্বাৎ কস্মান্ন
কল্প্যতে, ইচ্ছায়া অব্যাহতত্বাৎ। ব্যঞ্জকত্বস্য তু বিবিক্তং স্বরূপং দর্শিতং তদ্বিশ্বাস্তরে-
কথং বিপর্যস্তাত্ম। এবং হি পর্বতগতো ধুমোহনগ্নিজোহপি স্তাদিতি ভাবঃ।
অধুনোপপাদিতং বিভাগমুপসংহরতি—তদেবমিতি। ব্যবহারগ্রহেণ সমুদ্রঘোষাদীন্
বুদন্ততি।

ননু বাচকত্বরূপোপজীবকত্বাদ্ গুণবৃত্ত্যাহুজীবকত্বাদিতি চ হেতুদ্বয়ং যদ্ব্যজ্ঞং তদ-
বিবক্ষিতবাচ্যভাগে সিদ্ধং ন ভবতি তস্মৈ লক্ষণৈকশরীরত্বাদিত্যভিপ্রায়েণোপক্রমতে-
—অন্যো ক্রয়াদিতি। যদপি চ তস্মৈ তদ্ব্যভাষ্যশ্রয়েণ ব্যবস্থানাদিতি ক্রবত্যঃ

বিবক্ষিতাশ্রপরাচ্যশ্চেতি হৌ প্রভেদাবমুক্তান্তৌ প্রথমতরং ভৌ
সবিস্তরং নির্ণীতো ।

অন্তো ক্রয়াৎ—নহু বিবক্ষিতাশ্রপরাচ্যে ধ্বনৌ গুণবৃত্তিতা
নাস্তীতি যদুচ্যতে তদ্ব্যক্তম্ । যস্মাদ্বাচ্যবাচকপ্রতীতিপূর্বিকা যত্রার্থা-
ন্তরপ্রতিপত্তিস্তত্র কথং গুণবৃত্তিব্যবহারঃ, ন হি গুণবৃত্তৌ যদা নিমিস্তেন
কেনচিদ্ধিষয়াস্তরে শব্দ আরোপ্যতে । অত্যন্ততিরস্কৃতস্বার্থঃ যথা—
‘অগ্নির্মাণবকঃ’ ইত্যাদৌ, যদা বা স্বার্থমংশেনাপরিত্যজংস্তৎসম্বন্ধদ্বারেন
বিষয়াস্তরমাক্রামতি, যথা—‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’ ইত্যাদৌ । তদাবিবক্ষিত-
বাচ্যত্বমুপপত্ততে । অতএব চ বিবক্ষিতাশ্রপরাচ্যে ধ্বনৌ বাচ্যবাচ-
কযোদ্ধায়োরপি স্বরূপপ্রতীতিরর্থাবগমনং চ দৃশ্যত ইতি ব্যঞ্জকত্ব-
ব্যবহারো যুক্ত্যনুরোধী । স্বরূপং প্রকাশয়ন্তেব পরাবভাসকো ব্যঞ্জক
ইত্যাচ্যতে, তথাবিধে বিষয়ে বাচকত্বশ্চৈব ব্যঞ্জকত্বমিতি গুণবৃত্তি-
ব্যবহারো নিয়মেনৈব ন শক্যতে কর্ত্তম্ ।

নির্ণীতচরমৈবৈতৎ, তথাপি গুণবৃত্তেরবিবক্ষিতবাচ্যশ্চ চ হ্রস্বরূপং বৈলক্ষণ্যং যঃ
পশুতি তং প্রত্যাক্ষানিবারণার্থেইয়মুপক্রমঃ । অতএবাভেদশ্যাদীকরণপূর্বকময়ং
দ্বিতীয়ভেদাক্ষেপঃ । বিবক্ষিতাশ্রপরাচ্য ইত্যাদিনা পরাভ্যুপগমশ্চ স্বাদীকারী
দর্শ্যতে । গুণবৃত্তিব্যবহারাবাবে হেতুং দর্শয়িতুং তস্মা এব গুণবৃত্তস্তাবদ্ভাস্তং
দর্শয়তি—ন হীতি । গুণতয়া বৃত্তির্ভাপ্যারো গুণবৃত্তিঃ । গুণেন নিমিস্তেন সাদৃশ্যাদিনা
চ বৃত্তিঃ অর্থান্তরবিষয়েইপি শব্দশ্চ সামান্যিকরণ্যমিতি গোণং দর্শয়তি । যদা বা
স্বার্থমিতি লক্ষণং দর্শয়তি । অনেন ভেদদ্বয়েন চ স্বীকৃতমবিবক্ষিতবাচ্যভেদদ্বয়-
কমিতি সূচয়তি । অতএব অত্যন্ততিরস্কৃতস্বার্থশব্দেন বিষয়াস্তরমাক্রামতি চেত্যনেন
শব্দেন তদেব ভেদদ্বয়ং দর্শয়তি—অতএব চেতি । যত এব ন তত্রোক্তহেতুবলাদ্
গুণবৃত্তিব্যবহারো গ্রাহ্যন্তত ইত্যর্থঃ । যুক্তিং লোকপ্রসিদ্ধিরূপমবাধিতাং দর্শয়তি—
স্বরূপমিতি । উচ্যত ইতি প্রদীপাদিঃ, ইন্দ্রিয়াদেশস্ত করণদ্বায়মব্যঞ্জকত্বং প্রতীত্যাৎপত্তৌ ।

এবমভ্যুপগমং প্রদর্শ্যাক্ষেপং দর্শয়তি—অবিবক্ষিতেতি । তুশব্দঃ পূর্বস্বাধিশেষ-
দ্রোতয়তি । তস্মেতি । অবিবক্ষিতবাচ্যশ্চ যৎপ্রভেদদ্বয়ং তস্মিন্ গোণলক্ষণিকত্ব-
ল্লকং প্রকারদ্বয়ং লক্ষ্যতে নির্ভাস্তত ইত্যর্থঃ । এতৎপরিরহতি—অয়মপীতি । গুণ-

অবিবক্ষিতবাচ্যস্ত ধ্বনিগুণবৃত্তে: কথং ভিত্ততে । তস্মৈ প্রভেদদ্বয়ে: গুণবৃত্তিপ্রভেদদ্বয়রূপতা লক্ষ্যত এব যতঃ । অয়মপি ন দোষঃ যস্মাদবিবক্ষিতবাচ্যো ধ্বনিগুণবৃত্তিমার্গাশ্রয়োহপি ভবতি ন তু গুণ-বৃত্তিরূপ এব । গুণবৃত্তির্হি ব্যঞ্জকত্বশূন্যাপি দৃশ্যতে । ব্যঞ্জকত্বং চ যথোক্তচারুত্বাহতুং ব্যঙ্গ্যং বিনা ন ব্যবতিষ্ঠতে । গুণবৃত্তিস্ত বাচ্য-ধর্ম্মাশ্রয়েণৈব ব্যঙ্গ্যমাত্রাশ্রয়েণ চাভেদোপচাররূপা সম্ভবতি, যথা তীক্ষ্ণহৃদয়স্মির্মাণবকঃ, আছন্দাদকত্বাচ্চন্দ্র এবাস্থা মুখমিত্যাদৌ । যথা চ ‘প্রিয়ে জনে নাস্তি পুনরুক্তম্’ ইত্যাদৌ । যাপি লক্ষণরূপা গুণবৃত্তিঃ সাপ্যপলক্ষণীয়ার্থসম্বন্ধমাত্রাশ্রয়েণ চারুরূপব্যঙ্গ্যপ্রতীতিং বিনাপি সম্ভবত্যেব, যথা – মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতাদৌ বিষয়ে । যত্র তু সা চারু-রূপব্যঙ্গ্যপ্রতীতিহেতুস্তত্রাপি ব্যঞ্জকত্বানুপ্রবেশেনৈব বাচকত্ববৎ । অসম্ভবিনা চার্ধেন যত্র ব্যবহারঃ যথা – সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীম্’ ইত্যাদৌ তত্র চারুরূপব্যঙ্গ্যপ্রতীতিরেব প্রয়োজিকেতি তথাবিধেহপি

বৃত্তেযো মার্গঃ প্রভেদদ্বয়ং স আশ্রয়ো নিমিত্ততয়া প্রাক্কক্ষ্যানিবেশী যন্তেত্যর্থঃ । এতচ্চ পূর্বমেব নির্ণীতম্ । তাদ্রপ্যাভাবে হেতুমাহ – গুণবৃত্তিরিতি । গৌণ-লাক্ষণিকরূপোভয়ী অপীত্যর্থঃ । ননু ব্যঞ্জকত্বেন কথং শূন্যা গুণবৃত্তির্ভবতি, যত পূর্বমেবোক্তম্ –

মুখ্যাং বৃত্তিং পরিত্যজ্য গুণবৃত্ত্যর্থদর্শনম্ ।

যদ্বাদিশ ফলং তত্র শব্দো নৈব স্থলদ্যতি: ॥ ইতি ।

ন হি প্রয়োজনশূন্য উপচারঃ প্রয়োজনাংশনিবেশী চ ব্যঞ্জনব্যাপার ইতি ভবন্তি-রেবাভ্যধায়ীত্যাশঙ্ক্যাভিমতং ব্যঞ্জকত্বং বিশ্রান্তিস্থানরূপং তত্র নাস্তীত্যাহ – ব্যঞ্জকত্বং চেতি । বাচ্যধর্মেতি । বাচ্যবিধয়ো যো ধর্ম্মোহভিধাব্যাপারস্তস্তাশ্রয়েণ তদ্রূপ-বৃহণ্যেত্যর্থঃ । শ্রুতার্থাপত্তাবিবার্থান্তরস্তাভিধেয়ার্থোপপাদান এব পর্য্যবসানাদিতি-ভাবঃ । তত্র গৌণস্রোদাহরণমাহ – যথেনি । দ্বিতীয়মপিপ্রকারং, ব্যঞ্জকত্বশূন্য-নিদর্শয়িতুংপুণ্যক্রমতে – যাপীতি । চারুরূপং বিশ্রান্তিস্থানং, তদভাবে স ব্যঞ্জকত্ব-ব্যাপারো নৈবোন্মীলতি, প্রত্যাবৃত্ত্য বাচ্য এব বিশ্রান্তে: ক্ষণদৃষ্টনষ্টদিব্যবিভব-প্রাকৃতপুরুষবৎ ।

বিষয়ে গুণবৃত্তৌ সত্যামপি ধ্বনিব্যবহার এব যুক্ত্যনুরোধী। তস্মাদ-
বিবক্ষিতবাচ্যে ধ্বনৌ দ্বয়োরপি প্রভেদয়োর্ব্যঞ্জকত্ববিশেষাবিশিষ্টা
গুণবৃত্তির্ন তু তদেকরূপা সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদিনী প্রতীয়মানা প্রতীতিহেতু
ত্বাদ্বিষয়াস্তরে তদ্রূপশূন্যায় দর্শনাৎ। এতচ্চ সর্বং প্রাক্ স্মৃতিতমপি
স্মৃতিতরপ্রতীতিয়ে পুনরুক্তম্।

অপি চ ব্যঞ্জকত্বলক্ষণে যঃ শব্দার্থয়োৰ্ধর্মঃ স প্রসিদ্ধসম্বন্ধানুরোধীতি
ন কস্মচিদ্ধিমতিবিষয়তামহঁতি। শব্দার্থয়োৰ্হি প্রসিদ্ধো যঃ সম্বন্ধো
বাচ্যবাচকভাবাখ্যস্তমনুরূদ্ধান এব ব্যঞ্জকত্বলক্ষণে ব্যাপারঃ সামগ্র্য-
স্তরসম্বন্ধান্কার্দোপাধিকঃ প্রবর্ততে। অতএব বাচকত্বান্তস্ত বিশেষঃ।
বাচকত্বং হি শব্দবিশেষস্ত নিয়ত আত্মা ব্যুৎপত্তিকালাদারভ্য তদবিনা-
ভাবেম তস্ত প্রসিদ্ধত্বাৎ। স ত্বনিয়তঃ, উপাধিকত্বাৎ। প্রকরণাত্ব-
চ্ছেদেন তস্ত প্রতীতিরেতরথা ত্বপ্রতীতেঃ। ননু যত্ননিয়তস্তৎ কিং
তস্ত স্বরূপপরীক্ষয়া। নৈষ দোষঃ; যতঃ শব্দাত্মনি তস্তানিয়তত্বম্, ন
তু স্বে বিষয়ে ব্যঙ্গ্যলক্ষণে। লিঙ্গত্বায়াশ্চাস্ত্য ব্যঙ্গকভাবস্ত্য লক্ষ্যতে,

ননু যত্র ব্যঙ্গ্যার্থে বিশ্রান্তিস্তত্র কিং কর্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যত স্থিতি। অস্তি
তত্রাপরো ব্যঞ্জনব্যাপারঃ পরিস্ফুট এবৈত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তং পরাক্কীকৃতমেবাহ—বাচক-
ত্ববদिति। বাচকত্বে হি ত্বয়ৈবাক্কীকৃতো ব্যঞ্জনব্যাপারঃ প্রথমং ধ্বনিপ্রভেদমপ্রত্যা-
চক্ষাণেনেতি ভাবঃ। কিঞ্চ বস্ত্তরে মুখ্যে সম্ভবতি সম্ভবদেব বস্ত্তরং মুখ্যমেবারো-
প্যতে বিষয়াস্তরমাত্রতত্ত্বারোপব্যবহার ইতি জীবিতমুপচারস্ত, স্ববর্ণপুষ্পাণং তু
মূলত এবাসম্ভবাত্তদুচয়নস্ত তত্র ক আরোপব্যবহারঃ; ‘স্ববর্ণপুষ্পাং পৃথিবীম্’
ইতি হি স্মাদারোপঃ, তস্মাদত্র ব্যঞ্জনব্যাপার এব প্রধানভূতো নারোপব্যবহারঃ, স
পরং ব্যঞ্জনব্যাপারানুরোধিতয়োত্তিষ্ঠতি। তদাহ—অসম্ভবিনেতি। প্রযোজ্যিকেতি।
ব্যঙ্গ্যমেব হি প্রয়োজনরূপং প্রতীতিবিশ্রামস্থানমারোপিতে ত্বসম্ভবতি প্রতীতি-
বিশ্রান্তিরাশঙ্কনীয়াপি ন ভবতি। সত্যামপীতি। ব্যঞ্জনব্যাপারসম্পত্তয়ে লক্ষণমাত্র-
মবলম্বিতায়ামিতি ভাবঃ। তস্মাদিতি। ব্যঞ্জকত্বলক্ষণে যো বিশেষস্তেনাবিশিষ্টা
অবিদ্যমানং বিশিষ্টং বিশেষো ভেদনং যস্তাঃ ব্যঞ্জকত্বং ন তস্তা ভেদে ইত্যর্থঃ। যদি
বা ব্যঞ্জকত্বলক্ষণেন ব্যাপারবিশেষেণাবিশিষ্টা ত্বক্ ত্বত্বা বা আসমত্তাদ্যাপ্তা।

যথা লিঙ্গত্বমাশ্রয়েশ্বনিয়তাবভাসম্, ইচ্ছাধীনত্বাৎ ; স্ববিষয়াব্যভিচারি
চ । তথৈবেদং যথা দর্শিতং ব্যঞ্জকত্বম্ । শব্দাশ্রয়ান্নিরতত্বাদেব চ তস্ম
বাচকত্বপ্রকারতা ন শক্যা কল্পয়িতুম্ । যদি হি বাচকত্বপ্রকারতা তস্ম
ভবেত্তচ্ছব্দাশ্রয়নি নিয়ততাপি স্যাদ্বাচকত্ববৎ । স চ তথাবিধ ঔপাধিকো
ধর্মঃ শব্দানামৌৎপত্তিকশকার্থসম্বন্ধবাদিনা বাক্যতত্ত্ববিদা পৌরুষা-
পৌরুষেষয়োর্বাক্যয়োবিশেষমভিদধতা নিয়মেনাভ্যুগগন্তব্যঃ, তদনভ্যু-
পগমে হি তস্ম শব্দার্থসম্বন্ধনিত্যত্বে সত্যপ্যপৌরুষেষয়োরৌরুষেষয়ো-
র্বাক্যয়োর্থপ্রতিপাদনে নির্বিশেষত্বং স্যাত্ । তদভ্যুপগমে তু পৌরুষে-
য়াণাং বাক্যানাং পুরুষেচ্ছান্নুবিধানসমারোপিতৌপাধিকব্যাপারান্তরা-
ণাং সত্যপি স্বাভিধেয়সম্বন্ধাপরিত্যাগে মিথ্যার্থতাপি ভবেৎ ।

দৃশ্যতে হি ভাবানামপরিত্যক্তস্বস্বভাবানামপি সামগ্র্যন্তরসম্পাত
সম্পাদিতৌপাধিকব্যাপারান্তরাণাং বিরুদ্ধক্রিয়ত্বম্ । তথা হি — হিম-
মযুখপ্রভৃतीনাং নির্বাণিতসকলজীবলোকং শীতলত্বমুদ্বহতামেব প্রিয়া-
বিরহদহনদহমানমানসৈর্জনৈরালোক্যমানানাং সতাং সন্তাপকারিত্বং

তদেকেতি । তেন ব্যঞ্জকত্বলক্ষণেন সইহকং রূপং যশ্চাঃ সা তথাবিধা ন ভবতি ।
অবিবক্ষিতবাচ্যে ব্যঞ্জকত্বং গুণবৃত্তে: পৃথক্ চারুপ্রতীতিহেতুত্বাৎ বিবক্ষিতবাচ্যানিষ্ঠ-
ব্যঞ্জকত্ববৎ, ন হি গুণবৃত্তেচারুপ্রতীতিহেতুত্বমন্তীতি দর্শয়তি — বিষয়াত্তর ইতি ।
অগ্নির্বটুরিত্যাদৌ । প্রাগিতি প্রথমোদ্যোতে ।

নিয়তস্বভাবাচ্চ বাচ্যবাচকত্বাদৌপাধিকত্বেনানিয়তং ব্যঞ্জকত্বং কথং ন ভিন্ন-
নিমিত্তমিতি দর্শয়তি — অপি চেতি । ঔপাধিক ইতি । ব্যঞ্জকত্ববৈচিত্র্যং যৎ
পূর্ববৃত্তং তৎকৃত ইত্যর্থঃ । অতএব সময়নিয়মিতাদভিধাব্যাপারাদ্বিলক্ষণ ইতি
যাবৎ । এতদেব স্মৃটয়তি । অত এবেতি । ঔপাধিকত্বং দর্শয়তি — প্রকরণাদীতি ।
কিং তস্মেতি । অনিয়তত্বাগতাক্রচি কল্লোত পারমার্থিকং রূপং নাস্তীতি ; ন চাবস্তনঃ
পরীক্ষোপপত্ত ইতি ভাবঃ । শব্দাশ্রয়ীতি । সঙ্কেতাস্পদে পদস্বরূপমাত্র ইত্যর্থঃ ।
আশ্রয়েষিতি । ন হি ধূমে বহ্নিগমকত্বং সদাতনম্, অগ্নগমকত্বস্ত বহ্নগমকত্বস্ত চ
দর্শনাৎ । ইচ্ছাধীনত্বাদিতি । ইচ্ছাত্র পক্ষধর্মত্বজিজ্ঞাসাব্যাপ্তিসমুখ্যাপ্রভৃতিঃ ।
স্ববিষয়েতি । স্বয়িন্ বিষয়ে চ গৃহীতে ত্রৈরূপ্যাদৌ ন ব্যভিচারিত । ন কস্মচিধি-

প্রসিদ্ধমেব । তস্মাৎ পৌরুষেয়াণাং বাক্যানাং সত্যপি নৈসর্গিকেহর্থ
সম্বন্ধে মিথ্যার্থঃ লমর্থয়িতুমিচ্ছতা বাচকত্বব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদ্রূপমৌ
পাধিকং ব্যক্তমেবাভিধানীয়ম্ । তচ্চ ব্যঞ্জকত্বাদৃতে মান্ত্যং । ব্যঙ্গ্য-
প্রকাশনং হি ব্যঞ্জকত্বম্ । পৌরুষেয়াণি চ বাক্যানি প্রাধাত্তেন পুরুষাভি-
প্রায়মেব প্রকাশয়ন্তি । স চ ব্যঙ্গ্য এব ন ত্বভিধেয়ঃ তেন সহাভিধানস্ত
বাচ্যবাচকভাবলক্ষণসম্বন্ধাভাবাৎ । নম্বনেন ত্রায়েন সর্বেষামেব লৌকি-
কানাং বাক্যানাং ধ্বনিব্যবহারঃ প্রসক্তঃ । সর্বেষামপ্যনেন ত্রায়েন
ব্যঞ্জকত্বাৎ । সত্যমেতৎ ; কিন্তু বক্তৃভিপ্রায়প্রকাশনেন যদ্যঞ্জকত্বং
তৎ সর্বেষামেব লৌকিকানাং বাক্যানামবিশিষ্টম্ । তত্ত্ববাচকত্বান্ন
ভিগতে । ব্যঙ্গ্যং হি তত্র নাস্তরীয়কতয়া ব্যবস্থিতম্ । ন তু বিবক্ষিতত্বেন ।
যস্ত তু বিবক্ষিতত্বেন ব্যঙ্গ্যস্ত স্থিতিঃ তদ্যঞ্জকত্বং ধ্বনিব্যবহারস্ত
প্রয়োজকম্ ।

মতিমেতীতি যদুক্তং তৎ স্মৃতিয়তি--স চেতি । ব্যঙ্গকত্বলক্ষণ ইত্যর্থঃ । ঔৎপত্তিকেতি ।
জন্মান দ্বিতীয়ো ভাববিকারঃ সত্তারূপঃ সামীপ্যালক্ষ্যতে বিপরীতলক্ষণাতো বাহুৎ-
পত্তিঃ, ক্রুঢ়া বা ঔৎপত্তিকশব্দো নিত্যপর্যায়ঃ তেন নিত্যং যঃ শব্দার্থয়োঃ শক্তিলক্ষণং
সংবন্ধমিচ্ছতি জৈমিনেয়ন্তেনেত্যর্থঃ । নির্বিশেষত্বমিতি । ততশ্চ পুরুষদোষানু-
প্রবেশস্তাকিঞ্চৎকরত্বান্তম্বিবন্ধনং পৌরুষেয়েষু বাক্যেষু যদপ্রমাণ্যং তন্ন সিধ্যৎ ।
প্রতিপত্তুরেব হি যদি যথা তথা প্রতিপত্তিস্তিহি বাক্যস্ত ন কচ্চিদপরাধ ইতি কথম-
প্রমাণ্যম্ । অপৌরুষেয়ে বাক্যেহপি প্রতিপত্তদৌরাত্ম্যান্তথা স্তাৎ ।

নহু ধর্মাস্তরাভ্যুপগমেহপি কথং মিথ্যার্থতা, ন হি প্রকাশকত্বলক্ষণং স্বধর্মং জহাতি
শব্দ ইত্যশঙ্ক্যাহ—দৃশ্যত ইতি । প্রাধাত্তেনেতি । যদাহ—এবময়ং পুরুষো বেদেতি
ভবতি প্রত্যয়ঃ ন ত্বেবময়মর্থঃ ইতি । তথা প্রমাণান্তরদর্শনমত্র বাধ্যতে, ন তু
শাক্ষোহয়ম ইত্যনেন পুরুষাভিপ্রায়ানুপ্রবেশাদেবাস্ল্যগ্রবাক্যাদৌ মিথ্যার্থত্বমুক্তম্ ।
তেন সহেতি । অনিয়ততয়া নৈসর্গিকত্বাভাবাদিতি ভাবঃ । নাস্তরীয়কতয়েতি ।
গামানয়েতি ঋতেহ্যভিপ্রায়ে ব্যক্তে তদভিপ্রায়বিশিষ্টোহর্থ এবাভিপ্রেতানয়নাদি-
ক্রিয়াযোগ্যো ন ত্বভিপ্রায়মাত্রাৎ কিঞ্চিৎ কৃত্যমিতি ভাবঃ । বিবক্ষিতত্বেনেতি ।
প্রাধাত্তেনেত্যর্থঃ । যস্ত স্থিতিঃ । ধ্বন্যদাহরণেষিতি ভাবঃ । কাব্যবাক্যেভ্যো হি

যজ্ঞভিপ্রায়বিশেষরূপং ব্যঙ্গ্যং শব্দার্থাভ্যাং প্রকাশতে তদ্ব্যবতি-
বিক্রিতং তাৎপৰ্যেণ প্রকাশ্যমানং সৎ । কিন্তু তদেব কেবলমপরিমিত
বিষয়স্ত ধ্বনিব্যবহারস্ত ন প্রযোজকমব্যাপকত্বাৎ । তথা দর্শিতভেদত্রয়-
রূপং তাৎপৰ্যেণ দ্রোতমানমভিপ্রায়রূপমনভিপ্রায়রূপং চ সর্বমেব
ধ্বনিব্যবহারস্ত প্রযোজকমিতি যথোক্তব্যঞ্জকত্ববিশেষে ধ্বনিলক্ষণে
নাতিব্যাপ্তির্ন চাব্যাপ্তিঃ । তস্মাদ্ব্যাক্যতত্ত্ববিদাং মতেন তাবদ্ব্যঞ্জকত্বলক্ষণঃ
শাক্যো ব্যাপারো ন বিরোধী প্রত্যুতানুগুণ এব লক্ষ্যতে । পরিনিশ্চিত-
নিরপভ্রংশশব্দব্রহ্মণাং বিপশ্চিতাং মতমাশ্রিত্যেব প্রবৃত্তোহয়ং ধ্বনি-
ব্যবহার ইতি যৈঃ সহ কিং বিরোধাবিরোধৌ চিন্ত্যেতে । কৃত্রিমশব্দার্থ-
সম্বন্ধবাদিনাং তু বুদ্ধিবিদামনুভবসিদ্ধ এবাং ব্যঞ্জকভাবঃ শব্দানামর্থ-
স্তরাণামিবা বিরোধেচিতি ন প্রতিক্ষেপ্যপদবীমবতরতি ।

বাচকত্বে হি তার্কিকাণাং বিপ্রতিপত্তয়ঃ প্রবর্তন্তাম্, কিমিদং

ন নয়নানয়নাদ্ব্যপযোগিনী প্রতীতিরভ্যর্থ্যতে, অপি তু প্রতীতিবিশ্রান্তিকারিণী, সা
চাভিপ্রায়নিষ্ঠেব নাভিপ্রেতবস্তপৰ্যবসানা ।

নস্বেবমভিপ্রায়শ্চৈব ব্যঙ্গ্যত্বাং ত্রিবিধং ব্যঙ্গ্যমিতি বহুভুং তৎ কথমিত্যাহ—
যদ্বিতি । এবং মীমাংসকানাং নাত্র বিমতিযুক্তেতি প্রদর্শ্য বৈয়াকরণানাং নৈবাত্র
সাস্তীতি দর্শয়তি— পরিনিশ্চিতেন । পরিতঃ নিশ্চিতং প্রমাণেন স্থাপিতং নিরপভ্রংশং
গলিতভেদপ্রপঞ্চতয়া অবিদ্যাসংস্কাররহিতং শব্দাখ্যং প্রকাশপরামর্শস্বভাবং ব্রহ্ম ব্যাপক
ত্বেন বৃহদ্বিশেষশক্তি নির্ভরতয়া চ বৃংহিতং বিশ্বনির্মাণশক্তি স্বরূপাচ বৃংহণম্ যৈরिति ।
এতদ্বক্তং ভবতি— বৈয়াকরণস্তাবদ্ভ্রূপদেনাত্মাং কিঞ্চিদিচ্ছন্তি তত্র কা কথ্য বাচকত্ব-
ব্যঞ্জকত্বয়োঃ, অবিদ্যাপদে তু তৈরপি ব্যাপারান্তরমভ্যুপগতমেব । এতচ্চ প্রথমোদ্যোতে
বিতত্যা নিরূপিতম । এবং ব্যাক্যবিদাং পদবিদাং চাবিমতিবিষয়ত্বং প্রদর্শ্য মাণতত্ত্ব-
বিদাং তার্কিকাণামপি ন যুক্তাত্র বিমতিরिति দর্শয়িতুমাং— কৃত্রিমেনি । কৃত্রিমঃ
সঙ্কেতমাত্রস্বভাবঃ পরিকল্পিতঃ শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধ ইতি যে বদন্তি নৈমায়িকসৌগতাদয়ঃ ।
যথোক্তম্— ‘ন সাময়িকত্বাচ্ছব্দার্থপ্রত্যয়শ্চে’তি । তথা শব্দাঃ সঙ্কেতিতং প্রাহুরिति ।
অর্থান্তরাণামিতি । দীপাদীনাম্ । ননুতত্ত্বেন দ্বিচ্ছন্দাঃপি সিদ্ধং তচ্চ বিমতিপদমিত্যা-
শঙ্ক্যাহ— অবিরোধেচিতি । অবিদ্যমানো বিরোধো বিরোধো বাধকাত্মকো দ্বিতীয়েন

স্বাভাবিকং শব্দানামাহোষিৎ সাময়িকমিত্যাচ্চাঃ। ব্যঞ্জকত্বং তু তৎপৃষ্ঠ-
ভাবিনি ভাবান্তরসাধারণে লোকপ্রসিদ্ধ এবানুগম্যমানে কো বিমতী-
নামবসরঃ। অলৌকিকে হুত্থে তর্কিকানাং বিমতয়ো নিখিলাঃ প্রবর্তন্তে
ন তু লৌকিকে। ন হি নীলমধুরাদিশেষলোকে স্ত্রিয়গোচরে বাধার-
হিতে তত্বে পরস্পরং বিপ্রতিপত্তা দৃশ্যন্তে। ন হি বাধারহিতং নীলং
নীলমিতি ক্রবল্পপরেণ প্রতিষিধ্যতে নৈতন্নীলং পীতমেতদिति। তথৈব
ব্যঞ্জকত্বং বাচকানাং শব্দানামবাচকানাং চ গীতধ্বনীনামশব্দরূপাণাং চ
চেষ্টাদীনাম্ যৎ সর্বেষামনুভবসিদ্ধমেব তৎ কেনাপহু্যতে। অশব্দ-
মর্থং রমণীয়ং হি সূচয়ন্তো ব্যাহারাস্তথা ব্যাপারা নিবন্ধাশ্চানিবন্ধাশ্চ
বিদগ্ধপরিষৎসু বিবিধা বিভাব্যন্তে। তানুপহাস্তাতামাশ্রয়ঃ পরিহরন্
কোহতিসন্দ্বীত সচেতাঃ ক্রয়াৎ, অন্ত্যতিসন্ধানাবসরঃ ব্যঞ্জকত্বং
শব্দানাং গমকত্বং তচ্চ লিঙ্গত্বমতশ্চ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিলিঙ্গপ্রতীতিরেবেতি
লিঙ্গিলিঙ্গভাব এব তেষাং ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবো নাপরঃ কশিচৎ।
অতশ্চৈতদবশ্যমেব বোদ্ধব্যং যস্মাদুক্তপ্রায়াপেক্ষয়া ব্যঞ্জকত্বমি-
দানীমেব ত্বয়া প্রতিপাদিতং বক্তৃত্বপ্রায়াশ্চানুমেয়রূপ এব।

জ্ঞানেন যশ্চ তেনানুভবসিদ্ধশ্চাবাধিতশ্চেত্যং। অনুভবসিদ্ধং ন প্রতিক্ষেপ্যং যথা
বাচকত্বম্।

নহু তত্রাপ্যেষাং বিমতিঃ। নৈতৎ; ন হি বাচকত্বং সা বিমতিঃ, অপি তু
বাচকত্বস্য নৈসর্গিকত্বক্ৰিমত্বাদৌ তদাহ—বাচকত্বং হীতি। নত্বেবং ব্যঞ্জকত্ব-
স্তাপি ধর্ম্যান্তরমুখেন বিপ্রতিপত্তিবিষয়তাপি সাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্যঞ্জকত্বং স্থিতি।
ভাবান্তরেতি। অক্ষিনিকোচাদে: সাক্ষেতিকত্বং চক্ষুরাদিকস্থানাদির্বোধ্যতেতি দৃষ্টা
কামনস্ত সংশয়ঃ শব্দস্তাভিধেয়প্রকাশনে ব্যঞ্জকত্বং তু যাদৃশমেকরূপং ভাবান্তরমু
তাদৃগেব প্রকৃতেইপীতি নিশ্চিতকরূপে কঃ সংশয়স্তাবকাশ ইত্যর্থঃ। নৈতন্নীলমিতি
নীলে হি ন বিপ্রতিপত্তিঃ, অপি তু প্রাধানিকমিদং পারমাণবমিদং জ্ঞানমাত্রমিদং
তুচ্ছমিদমিতি তৎসংষ্টাবলৌকিক্য এব বিপ্রতিপত্তয়ঃ। বাচকানামিতি। ধ্বন্যদা-
হরণেষু স্থিতি ভাবঃ। অশব্দমিতি। অভিধাব্যাপারোণাস্পৃষ্টমিত্যর্থঃ। রমণীয়মিতি।
যদ্যোপায়মানত্বম্ভব স্বন্দরী ভবতীত্যনেন ধ্বন্যমানত্বায়মসাধারণপ্রতীতিলাভঃ

অত্রোচ্যতে—নম্বেবমপি যদি নাম স্মৃতাং কিং নশ্চিন্নম্। বাচক-
গুণবৃত্তিব্যতিরিক্তো ব্যঞ্জকত্বলক্ষণঃ শব্দব্যাপারোহস্তীত্যস্মাভিরভ্যুপ-
গতম্। তস্মৈ চৈবমপি ন কাচিৎ ক্ষতিঃ। তন্নি ব্যঞ্জকত্বং লিঙ্গত্বমস্তু
অন্যদ্বা। সর্বথা প্রসিদ্ধশব্দপ্রকারবিলক্ষণত্বং শব্দব্যাপারবিষয়ত্বং চ
তস্মাস্তীতি নাস্ত্যাবাবয়োবিবাদঃ। ন পুনরয়ং পরমার্থো যদ্যপ্যকত্বং
লিঙ্গত্বমেব সর্বত্র ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিশ্চ লিঙ্গিপ্রতীতিরেবেতি।

যদপি স্বপক্ষসিদ্ধয়েহস্মদুক্তমনুদিতং ত্বয়া বক্তৃভিপ্রায়স্য ব্যঙ্গ্যত্বেনা-
ভ্যুপগমাত্ত্বং প্রকাশনে শব্দামাং লিঙ্গত্বমেবেতি তদেতত্ত্বাস্মাভিরভি-
হিতং তদ্বিভজ্য প্রতিপাত্তে শ্রয়তান্—দ্বিবিধো বিষয়ঃ শব্দানাম্—
অনুমেয়ঃ প্রতিপাত্তশ্চ। তত্রানুমেয়ো বিবক্ষালক্ষণঃ। বিবক্ষা চ
শব্দাস্বরূপপ্রকাশনেচ্ছা শব্দনর্থপ্রকাশনেচ্ছা চেতি দ্বিপ্রকারা।
তত্রাত্মা ন শব্দব্যবহারাজ্ঞম্। সা হি প্রাণিত্বমাত্রপ্রতিপত্তিফলা
দ্বিতীয়া তু শব্দবিশেষাবধারণাবসিতব্যবহিতাপি শব্দকরণব্যবহার-
নিবন্ধনম্। তে তু দেহ্যানুমেয়ো বিষয়ঃ শব্দানাম্। প্রতিপাত্তস্ত
প্রয়োক্তৃর্থপ্রতিপাদনসমীহাবিষয়ীকৃতোহর্থঃ।

প্রয়োজনমুক্তম্। নিবন্ধাঃ প্রসিদ্ধাঃ। তানিতি ব্যবহারান্। কঃ সচেতা অতি-
সন্দর্ভীত নাদ্রিয়েতেত্যর্থঃ। লক্ষণে শব্দাদেশঃ আত্মনঃ কৰ্ম্মভূতস্য যোপহসনীয়তা
তস্মাঃ পরিহারেণোপলক্ষিতস্তাং পরিজীহীষুঁরিত্যর্থঃ। অস্তীতি। ব্যঞ্জকত্বং নাপহু যতে
তত্ত্বতিরিক্তং ন ভবতি অপি তু লিঙ্গিলিঙ্গত্বাব এবায়ম্। ইদানীমেবেতি।
জৈমিনীয়মতোপক্ষেপে।

যদি নাম স্মৃতি। প্রৌঢ়বাদিতয়াভ্যুপগমেইপি স্বপক্ষস্তাবয় সিধ্যতীতি
দর্শয়তি—শব্দেতি। শব্দস্য ব্যাপারঃ সন্ বিষয়ঃ শব্দব্যাপারবিষয়ঃ, অন্যে তু শব্দস্য
যো ব্যাপারস্তস্য বিষয়ো বিশেষ ইত্যাহঃ। ন পুনরिति। প্রদীপালোকাদৌ লিঙ্গি-
লিঙ্গত্বাবশূতোহপি হি ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকত্বাবোহস্তীতি ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকত্বাবশু লিঙ্গিলিঙ্গত্বাবো-
হব্যাপক ইতি কথং তাদান্যম্। বিষয় ইতি। শব্দ উচ্চারিতে যাবতি প্রতিপত্তিস্তা-
বাবিষয় ইত্যুক্তঃ। তত্র শব্দপ্রযুক্তা অর্থপ্রতিপাদয়িষা চেত্যাভ্যাপি বিবক্ষানুমেয়া
তাবৎ। যস্ত প্রতিপাদয়িষায়াং কৰ্ম্মভূতোহর্থস্তত্র শব্দঃ করণত্বেন ব্যবহৃতঃ ন

স চ দ্বিবিধঃ—বাচ্যো ব্যঙ্গ্যশ্চ । প্রযোক্তা হি কদাচিৎ স্বশব্দে-
নার্থং প্রকাশয়িতুং সমীহতে কদাচিৎ স্বশব্দানভিধেয়ত্বেন প্রয়োজনা-
পেক্ষয়া কদাচিৎ । স তু দ্বিবিধোহপি প্রতিপাদ্যো বিষয়ঃ শব্দানাং ন
লিঙ্গিতয়া স্বরূপেণ প্রকাশতে, অপি তু কৃত্রিমোণাকৃত্রিমেণ বা সম্বন্ধা-
স্তুরেণ । বিবক্ষাবিষয়ত্বং হি তস্মাদর্থস্ত শব্দৈর্লিঙ্গিতয়া প্রতীয়তে ন তু
স্বরূপম্ । যদি হি লিঙ্গিতয়া তত্র শব্দানাং ব্যাপারঃ স্ত্যাত্তচ্ছকার্থে
সম্যঙ্মিথ্যাভাদি বিবাদা এব ন প্রবর্তেত্ন ধূমাদিলিঙ্গানুমিতানুমেয়ান্ত-
রবৎ । ব্যঙ্গ্যশ্চার্থো বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্ততয়া বাচ্যবচ্ছকস্য সম্বন্ধী
ভবত্যেব । সাক্ষাদসাক্ষান্তাবো হি সম্বন্ধস্ত্যপ্রয়োজকঃ । বাচ্যবাচক-
ভাবাশ্রয়ত্বং চ ব্যঞ্জকত্বস্য প্রাগেব দর্শিতম্ । তস্মাদ্বক্তৃভিপ্রায়রূপ এব
ব্যঙ্গ্যে লিঙ্গিতয়া শব্দানাং ব্যাপারঃ । তদ্বিষয়ীকৃতে তু প্রতিপাদ্যতয়া ।
প্রতীয়মানে তস্মিন্নভিপ্রায়রূপে চ বাচকত্বেনৈব ব্যাপারঃ সম্বন্ধাস্তুরেণ
বা । ন তাবদ্বাচকত্বেন যথোক্তং প্রাক্ । সম্বন্ধাস্তুরেণ ব্যঞ্জকত্বমেব ।
ন চ ব্যঞ্জকত্বং লিঙ্গরূপমেব আলোকাদিষত্থা দৃষ্টত্বাৎ । তস্মাৎ

দ্ব্যবহুমেয়ঃ, তদ্বিষয়া হি প্রতিপাদয়িষ্যেব কেবলমহুমীয়তে । ন চ তত্র শব্দস্ত
করণত্বৈব লিঙ্গশ্চেতিকর্তব্যতা পক্ষধর্ম্মত্বগ্রনাদিকা সান্তি, অপি ত্বন্যেব সঙ্কেত-
ক্ষুরণাদিকা তন্ন তত্র শব্দো লিঙ্গম্ । ইতিকর্তব্যতা চ দ্বিধা—একত্বাভিধাব্যাপারঃ
করোতি দ্বিতীয়য়া ব্যঞ্জনাব্যাপারম্ । তদাহ—তত্রৈত্যাদিনা । কদাচিদিতি ।
গোপনকৃতসৌন্দর্যাদিলাভাতিসন্ধানাদিকয়েত্যর্থঃ । শব্দার্থ ইতি । অহুম্যানং হি
নিশ্চয়স্বরূপমেবেতি ভাবঃ । উপাধিত্বেনেতি । বক্তৃচ্ছা হি বাচ্যাদেরর্থস্ত বিশেষণত্বেন
ভাতি । প্রতিপাদ্যশ্চেতি । অর্থাদ্যাক্ষ্য । লিঙ্গিত্ব ইতি । অহুমেয়ত্ব ইত্যর্থঃ ।
লৌকিকৈরেবেতি । ইচ্ছায়াং লোকো ন বিপ্রতিপত্তত্বার্থে তু বিপ্রতিপত্তিমানেনব ।

নহু যদা ব্যঙ্গ্যার্থঃ প্রতিপন্নস্তদা সত্যত্বনিশ্চয়োহস্তাহুমানাদেব প্রমাণান্তরাৎ
ক্রিয়ত ইতি পুনরপ্যহুমেয় এবাসৌ । যৈবম্ ; বাচ্যস্ত্যপি হি সত্যত্বনিশ্চয়োহহু-
মানাদেব । যদাহুঃ—

‘আপ্তবাদাবিসংবাদসামান্যাদত্র চেদহুমামতা’ ইতি ।

ন চৈতাবতা বাচ্যস্ত্য প্রতীতিরাহুমানিকী কিন্তু তদগতস্ত্য ততোইধিকস্ত্য সত্যত্বস্ত্য

প্রতিপাত্তো বিষয়ঃ শব্দানাং ন লিঙ্গিহেন সম্বন্ধী বাচ্যবৎ । যো হি
লিঙ্গিহেন তেবাং সম্বন্ধী যথা দর্শিতো বিষয়ঃ স ন বাচ্যহেন প্রতীযতে,
অপি তূপাধিহেন । প্রতিপাত্তস্ত চ বিষয়স্ত লিঙ্গিহে তদ্বিষয়াণাং
বিপ্রতিপত্তীনাং লৌকিকৈরেব ক্রিয়মাণানামভাবঃ প্রসজ্যেতেতি ।
এতচ্চোক্তমেব ।

যথা চ বাচ্যবিষয়ে প্রমাণাস্তুরানুগমেন সম্যক্ত্বপ্রতীতৌ কচিৎ
ক্রিয়মাণায়াং তস্ত প্রমাণাস্তুরবিষয়হে সত্যপি ন শব্দব্যাপ্যরবিয়তাহা-
নিস্তদ্ব্যক্ত্যস্ত্যপি । কাব্যবিষয়ে চ ব্যক্ত্যপ্রতীতীনাং সত্যাসত্যনিরূপণস্তা-
প্রয়োজকত্বমেবেতি তত্র প্রমাণাস্তুরব্যাপারপরীক্ষোপহাসায়ৈব
সম্পদ্যতে । তস্মাল্লিঙ্গিপ্রতীতিরেব সর্বত্র ব্যক্ত্য প্রতীতিরिति ন
শক্যতে বক্তৃম্ ।

যত্ননুমেয়রূপব্যক্ত্যবিষয়ঃ শব্দানাং ব্যঞ্জকত্বং তদধ্বনিব্যবহারস্তা-
প্রয়োজকম্ । অপি তু ব্যঞ্জকত্বলক্ষণঃ শব্দানাং ব্যাপার ঔৎপত্তিকশব্দার্থ-
সম্বন্ধবাদিনাপ্যভূপগন্তব্য ইতি প্রদর্শনার্থমুপস্থতম্ । তন্নি ব্যঞ্জকত্বং
কদাচিল্লিঙ্গিহেন কদাচিদ্রূপাস্তুরেণ শব্দানাং বাচকানাং বাচকানাং চ
সর্ববাদিভিরপ্রতিক্ষেপ্যমিত্যয়মস্মাভির্যত্ন আরব্ধঃ । তদেবং গুণবৃত্তি-
বাচকত্বাদিত্যঃ শব্দপ্রকারেভ্যো নিয়মেনৈব তাবদ্বিলক্ষণং ব্যঞ্জকত্বম্ ।
তদন্তঃপাতিত্বেহপি তস্ত হঠাদভিধীয়মানে তদ্বিশেষস্ত ধ্বনৈর্যৎ

তদ্ব্যক্ত্যেহপি ভবিষ্যতি । এতদাহ—যথা চেত্যাদিনা । এতচ্চাত্ম্যপগম্যোক্তং ন
ত্বনেন নঃ প্রয়োজনমিত্যাঃ । কাব্যবিষয়ে চেতি । অপ্রয়োজকত্বমিতি । ন হি
তেবাং বাক্যানামগ্নিষ্টোমাদিবাক্যবৎ সত্যার্থপ্রতিপাদনদ্বারেণ প্রবর্তকত্বায় প্রামাণ্য-
মধিষ্ঠ্যতে, প্রীতিমাত্রপর্ববসায়িত্বাৎ । প্রীতেরেব চালৌকিকচমৎকাররূপায়া ব্যুৎ-
পত্ত্যক্ত্যাৎ । এতচ্চোক্তং বিতত্যা প্রাক্ । উপহাসায়ৈবেতি । নায়ং সহদয়ঃ কেবলং
শুকতকৌপক্রমকর্কশহৃদয়ঃ প্রতীতিং পরামর্ষ্টুং নালমিত্যেয উপহাসঃ ।

নযেবং তর্হি মা ভূগত্র যত্র ব্যঞ্জকতা তত্র তত্রানুমানত্বম্ ; যত্র যত্রানুমানত্বং
তত্র তত্র ব্যঞ্জকত্বমিতি কথমপহৃত ইত্যশঙ্ক্যাহ—যত্ননুমেয়েতি । তদ্ব্যঞ্জকত্বং ন
ধ্বনিলক্ষণমভিপ্রায়ব্যতিরিক্তবিষয়াব্যাপারাদিতি ভাবঃ । নম্বভিপ্রায়বিষয়ং যত্নজকত্ব-

প্রকাশনং বিপ্রতিপত্তিনিরাসায় সহৃদয়ব্যুৎসয়ে বা তৎক্রিয়মাণমনতি-
সঙ্কেয়মেব । ন হি সামান্যমাত্রলক্ষণেনোপযোগিবিশেষলক্ষণানাং
প্রতিক্ষেপঃ শক্যঃ কর্তৃম্ । এবং হি সতি সত্ত্বামাত্রলক্ষণে কৃতে সকল-
সদ্বস্তলক্ষণানাং পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গঃ । তদেবম্—

বিমতিবিষয়ো য আসীন্মনীষিণাং সততমবিদিতসতত্বঃ ।

ধনিসংজ্ঞিতঃ প্রকারঃ কাব্যস্য ব্যঞ্জিতঃ সোহয়ম্ ॥

প্রকারোহন্তো গুণীভূতব্যঙ্গ্যঃ কাব্যস্য দৃশ্যতে ।

যত্র ব্যঙ্গ্যাম্বয়ে বাচ্যচারুত্বং স্তাৎ প্রকর্ষবৎ ॥ ৩৪ ॥

ব্যঙ্গ্যোহর্থো ললনালাবণ্যপ্রথ্যো যঃ প্রতিপাদিতস্তস্য প্রাধাত্তে ধনি-
রিত্যুক্তম্ । তস্য তু গুণীভাবেন বাচ্যচারুত্বপ্রকর্ষে গুণীভূতব্যঙ্গ্যো নাম
কাব্যপ্রভেদঃ প্রকল্প্যতে । তত্র বস্তুমাত্রস্য ব্যঙ্গ্যস্য তিরস্কৃতবাচ্যেভ্যঃ
প্রতীয়মানস্য কদাদিবাচ্যরূপবাক্যার্থাপেক্ষয়া গুণীভাবে সতি গুণীভূত-
ব্যঙ্গ্যতা । যথা—

মহুমানৈকযোগক্ষেমং তচ্চেন্ন প্রযোজকং ধনিব্যবহারস্য তহি কিমর্থং তৎপূর্বমুপ-
ক্ষিপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অপি স্থিতি । এতদেব সংক্ষিপ্য নিরূপয়তি—তদ্বিতি । যতএব
হি কচিদনুমানেনাভিপ্রায়াদৌ কচিং প্রত্যক্ষেন দীপালোকাদৌ কচিং কারণভেন
গীতধ্বন্যাদৌ কচিদভিধয়া বিবক্ষিত্যাশ্রপরে ক'চদ্ গুণবৃত্তা অবিবক্ষিতবাচ্যেহনুগৃহ-
মাণং ব্যঞ্জকত্বং দৃষ্টং তত এব তেভ্যঃ সর্বভ্যো বিলক্ষণমস্য রূপং নঃ সিধ্যতি তদাহ—
তদেবমিতি ।

নহু প্রসিদ্ধস্য কিমর্থং রূপসঙ্কেচঃ ক্রিয়তে অভিধাব্যাপারগুণবৃত্ত্যাদেঃ । তথৈব
সামগ্র্যন্তরনিপাত্যতদ্বিশিষ্টং রূপং তদেব ব্যঞ্জকত্বমুচ্যতামিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদন্তঃপাতি-
ত্বেইপীতি । ন বয়ং সংজ্ঞানিবেশনাদি নিষেধাম ইতি ভাবঃ । বিপ্রতিপত্তিস্তাদু-
শিষ্যেষো নাস্তীতি ব্যুৎপত্তিঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞাননিরাসঃ । ন হীতি । উপযোগিষু বিশেষে
যানি লক্ষণানি তেষাম্ । উপযোগিপদেনানুপযোগিনাং কাকদন্তাদীনাং ব্যুৎপাদঃ ।
এবং হীতি । ত্রিপদার্থসঙ্করী সন্তেত্যনেনৈব দ্রব্যগুণকর্মণাং লক্ষিতত্বাচ্ছ তিস্থত্যা-
র্বেদধনুর্বেদপ্রভৃतीনাং সকললোকযাত্রোপযোগিনামনারম্ভঃ স্যাদিতি ভাবঃ । বিমতি-
বিষয়ত্বে হেতুঃ—অবিদিতসতত্ব ইতি । অত এবাধুনাত্র ন কশ্চিদ্ধিমতিরিত্যেতদ্ব্য-
ক্কাং প্রভৃতি প্রতিপাদয়িতুম্—আসীৎ ইত্যুক্তম্ ॥ ৩৫ ॥

এবং যাবন্ধনেনাশীল্যং রূপং ভেদোপভেদসহিতং যচ্চ ব্যঞ্জকভেদমুখেন রূপং তৎ সর্বং প্রতিপাদ্য প্রাণভূতং ব্যঙ্গব্যঞ্জকভাবমেকপ্রঘটকেন শিষ্যবুদ্ধৌ বিনিবেশয়িতুং ব্যঞ্জকবাদস্থানং রচিতমিতি ধ্বনিং প্রতি যদুক্তব্যং তদুক্তমেব। অধুনা তু গুণীভূতোহ-
প্যল্যং ব্যঙ্গ্যঃ কবিবাচঃ পবিত্রয়তীত্যমুনা দ্বারেন তশ্চৈবাল্লভ্যং সমর্থয়িতুমাং—প্রকার ইতি। ব্যঙ্গ্যেনাশয়্যো বাচ্যশ্চোপস্কার ইত্যর্থঃ। প্রতিপাদিত ইতি। ‘প্রতীক্ষমানং পুনরন্তদেব’ ইত্যত্র। উক্তমিতি। ‘ষত্রার্থঃ শব্দো বা’ ইত্যত্রান্তরে ব্যঙ্গ্যং চ বঙ্গাদিত্রয়ং তত্র বস্তনো ব্যঙ্গ্যন্ত য়ে ভেদা উক্তান্তেষাং ক্রমেণ গুণভাবং দর্শয়তি—
তত্রৈতি। লাবণ্যেতি। অভিলাষবিশ্বয়গর্ভেয়ং কশ্চচিৎকরণশ্চোক্তিঃ। অত্র দিক্শব্দেন পরিপূর্ণতা, উৎপলশব্দেন কটাক্ষচ্ছটাঃ, শশিশব্দেন বদনং, দ্বিরদকুন্তটী-
শব্দেন স্তনযুগলং, কদলিকাণ্ডশব্দেনোক্ষযুগলং মৃণালদণ্ডশব্দেন দোমুগ্মমিতি ধ্বন্যতে।
তত্র চৈবাং স্বার্থস্ত সর্বথারূপপত্তেরক্ষশব্দোক্তেন শ্রায়েন তিরস্কৃতবাচ্যত্বম্। স চ
প্রতীক্ষ্যমোহপ্যর্থবিশেষঃ ‘অপরেব হি কেয়ং’ ইত্যুক্তিগভীকৃতং বাচ্যেহংশে চারুত্ব-
চ্ছায়াং বিধত্তে, বাচ্যশ্চৈব স্বাশ্লোমজ্জনয়া নিমজ্জিতব্যাক্যজাতস্ত হৃদয়স্থেদ্যবভান্যং।
হৃদয়ত্বং চাত্মাসম্ভব্যমানসমাগমসকললোকসারভূতকুবলয়াদিতাববগতাত্তিস্থভগ-
কাধিকরণবিশ্রান্তিলক্ষসমুচ্চয়রূপতয়া বিশ্বয়বিভাবনাপ্রাপ্তিপূরস্কারেণ ব্যঙ্গ্যার্থোপ-
স্কৃতস্ত তথা বিচিত্রৈশ্চ বাচারূপোমজ্জনেনাভিলাষাদিবিভাবত্বাৎ। অতএবেয়তি
যদপি বাচ্যস্ত প্রাধান্যং, তথাপি রসধ্বনৌ তস্তাপি গুণতেতি সর্বস্ত গুণীভূতব্যঙ্গ্যন্ত
প্রকারে মন্তব্যম্। অতএব ধ্বনরেবাল্লভ্যমিত্যুক্তচরং বহুশঃ।

অন্তে তু জলক্ৰীড়াবতীর্ণতরণীজনলাবণ্যদ্রবহৃদরীকৃতনদীবিষয়েয়মুক্তিরিতি
সহৃদয়াঃ, তত্রাপি চোক্তপ্রকারেণৈব যোজনা। যদি বা নদীসমিধৌ স্নানাবতীর্ণ-
যুবতীবিষয়া। সর্বথা তাবদিশ্বয়মুখেনৈয়তি ব্যাপ্যাদ গুণতা ব্যঙ্গ্যন্ত। উদাহৃত-
মিতি। এতচ্চ প্রথমোদ্যোত এব নিরূপিতম্। অমুরাগশব্দস্ত চাভিলাষে তদ্রূপকৃত্ব-
লক্ষণয়া লাবণ্যশব্দবৎ প্রবৃন্তিরিত্যভিপ্রায়েণাত্তিরস্কৃতবাচ্যত্বমুক্তম্। তশ্চৈবেতি।
বস্তমাত্রস্ত। রসাদীতি। আদিশব্দেন ভাবাদয়ঃ রসবচ্ছব্দেন প্রেমশ্চিপ্রভৃতয়োহ-
লঙ্কারা উপলক্ষিতাঃ।

নবমার্থং প্রধানভূতস্ত রসাদেঃ কথং গুণীভাবঃ গুণীভাবে বা কথমচারুত্বং ন
শ্রাদিত্যাশঙ্ক্য প্রত্যুত হৃদরতা ভবতীতি প্রসিদ্ধদৃষ্টান্তমুখেন দর্শয়তি—তত্র চেতি।
রসাবদালঙ্কারবিষয়ে। এবং বস্তনো রসাদেচ্চ গুণীভাবং প্রদর্শালঙ্কারান্ননোহপি
তৃতীয়স্ত ব্যঙ্গ্যপ্রকারস্ত তৎ দর্শয়তি—ব্যঙ্গ্যালঙ্কারশ্চেতি। উপমাদেঃ ॥ ৩৪ ॥

লাবণ্যসিদ্ধুরপরৈব হি কেয়মত্র
যত্রোৎপলানি শশিনা সহ সম্পূবস্তে ।
উন্মজ্জতি দ্বিরদকুস্তুতটি চ যত্র
যত্রাপরে কদলিকাণ্ডমৃণালদণ্ডাঃ ॥

অতিরস্কৃতবাচ্যোভ্যোহপি শব্দেভ্যঃ প্রতীয়মানস্য ব্যঙ্গ্যস্য কদাচিদ্ধাচ্য-
প্রাধাণেন কাব্যচারুত্বাপেক্ষয়া গুণীভাবে সতি গুণীভূতব্যঙ্গ্যতা, যথো-
দাহতমু—‘অনুরাগবতী সন্ধ্যা’ ইত্যেবমাদি। তস্মৈব স্বয়মুক্ত্যা
প্রকাশীকৃতত্বেন গুণীভাবঃ, যথোদাহতমু—‘সঙ্কেতকালমনসম্’ ইত্যাদি।
রসাদিরূপব্যঙ্গ্যস্য গুণীভাবো রসবদলঙ্কারে দর্শিতঃ ; তত্র চ তেষামা-
ধিকারিকব্যাপেক্ষয়া গুণীভাবো বিবহনপ্রবৃত্তভূত্যানুযায়িরাজবৎ ।
ব্যঙ্গ্যালঙ্কারস্য গুণীভাবে দীপকাদিবিষয়ঃ । তথা—

প্রসন্নগম্ভীরপদাঃ কাব্যবন্ধাঃ সুখাবহাঃ ।

যে চ তেষু প্রকারোহয়মেব যোজ্যঃ স্মমেধসা ॥ ৩৫ ॥

যে চৈতেহপরিমিতস্বরূপা অপি প্রকাশমানাস্তথাবিধার্থরমণীয়াঃ সন্তো
বিবেকিনাং সুখাবহাঃ কাব্যবন্ধাস্তেষু সর্বেষেষেবায়ং প্রকারো গুণীভূত-
ব্যঙ্গ্যো নাম যোজনীয়ঃ । যথা—

এবং প্রকারত্রয়স্যপি গুণীভাবং প্রদর্শ্য বহুতরলক্ষ্যব্যাপকতাস্থেতি দর্শয়িতুমাহ
—তথ্যেতি । প্রসন্নানি প্রসাদগুণযোগাদগম্ভীরানি চ ব্যঙ্গ্যার্থাক্ষেপকত্বাৎ পদানি
যেষু । সুখাবহা ইতি চারুত্বহেতুঃ । তত্রায়মেব প্রকার ইতি ভাবঃ । স্মমেধসেতি ।
যস্মৈতং প্রকারং তত্র যোজয়িতুং ন শক্ত স পরমলীকসহৃদয়ভাবনামুকুলিতলোচনো-
ক্ত্যোপসর্জনীয়ঃ স্বাদৃশিতি ভাবঃ ।

লক্ষ্মীঃ সকলজনভিলাষভূমির্হিতা । জামাতা হরিঃ যঃ সমস্তভোগাপবর্গদান-
সততোত্তমী । তথা গৃহিণী গঙ্গা যন্তাঃ সমভিলষণীয়ে সর্বস্বিন্ বস্ত্রপহত উপায়-
ভাবঃ । অমৃতমৃগাক্ষৌ চ স্ত্রী, অমৃতমিহ বাক্ষণী তেন গঙ্গাস্নানহরিচরণারাবণা-
দ্যপায়শতালঙ্কারা লক্ষ্ম্যাচ্ছন্দোদয়পানগোষ্ঠ্যপভোগলক্ষণং মুখাৎ ফলমিতি
ত্রৈলোক্যসারভূততা প্রতীয়মানা সতী অহো কুটুং মহাদধৈরিত্যহোশঙ্কাচ্চ
গুণীভাবমুভবতি ॥ ৩৫ ॥

লচ্ছী তুহিদা জামাউও হরী তংস ধরিনিআ গজ্জা ।

আমিঅমিঅক্কা অ সুআ অহো কুড্ডুস্বং মহোঅহিণো ॥

বাচ্যালঙ্কারবর্গোহয়ং ব্যঙ্গ্যাংশানুগমে সতি ।

প্রায়েণৈব পরাং ছায়াং বিভল্লক্ষ্যে নিরীক্ষ্যতে ॥ ৩৬ ॥

বাচ্যালঙ্কারবর্গোহয়ং ব্যঙ্গ্যাংশালঙ্কারস্ত বস্তুমাত্রশ্চ বা যথাযোগমমু-
গমে সতি ছায়াতিশয়ং বিভল্লক্ষণকারৈরেকদেশেন দর্শিতঃ । স তু
তথারূপঃ প্রায়েণ সর্বএব পরীক্ষ্যমাণো লক্ষ্যে নিরীক্ষ্যতে । তথা হি -
দীপকসমাসোক্ত্যাদিবদন্তেহপ্যালঙ্কারাঃ প্রায়েণ ব্যঙ্গ্যালঙ্কারান্তরবস্তুস্তর-
সংস্পর্শিনো দৃশ্যন্তে । যতঃ প্রথমং তাবদতিশয়োক্তিগর্ভতা সর্বালঙ্কারেষু
শক্যক্রিয়া । কুঠৈব চ সা মহাকবিভিঃ কামপি কাব্যচ্ছবিং পুষ্পতি,
কথং হুতিশয়যোগিতা স্ববিষয়ৌচিত্যেন ক্রিয়মাণা সতী কাব্যেনোৎ-
কর্ষমাবহেৎ । ভামহেনাপ্যতিশয়োক্তিলক্ষণে যদুক্তম্ -

সৈষা সর্কৈব বক্রোক্তির্নয়নার্থো বিভাব্যতে ।

যত্নোহস্তাং কবিনা কার্যঃ কোহলঙ্কারোহনয়া বিনা ॥ ইতি

এবং নিরলঙ্কারেযুস্তানত্যাং তুচ্ছতয়েব ভাসমানমমুনান্তঃসারেণ কাব্যং পবিজী-
কৃতমিত্যুত্থালঙ্কারস্থাপ্যেনৈব রম্যতরঙ্গমিতি দর্শয়তি-বাচ্যেতি । অংশঙ্ক-
মাত্রত্বম্ । একদেশেনেতি । একদেশবিবর্তিরূপকমনেন দর্শিতম্ ।

তদঙ্গমর্থঃ - একদেশবিবর্তিরূপকে -

‘রাজহংসৈরবীজ্যন্ত শরদৈব সরোন্মূপাঃ’

ইত্যত্র হংসানাং যচ্চামরত্বং প্রতীয়মানং তন্মূপা ইতি বাচ্যেত্বার্থে গুণতাং
প্রাপ্তমলঙ্কারকারণ্যবদেব দর্শিতং তাবদমুনা দ্বারোণ সূচিতোৎসবং প্রকার ইত্যর্থঃ ।
অন্তে ত্বেকদেশেন বাচ্যভাগবেচিত্র্যমাট্রেণেত্যনুত্তিমমেব ব্যাচক্ষিরে । ব্যঙ্গ্যং
যদলঙ্কারান্তরং বস্তুগুণং চ সংস্পৃশন্তি যে স্বাঙ্গনঃ সংস্কারায়ান্নিসৃজীতি তে তথা ।
মহাকবিভিরিতি । কালিদাসাদিভিঃ । কাব্যশোভোৎ পুষ্পতীতি যদুক্তং তত্র
হেতুমাং - কথং হীতি । হিশকো হেতৌ । অতিশয়যোগিতা কথং নোৎকর্ষমাবহেৎ
কাব্যে নান্ত্যেবাসৌ প্রকার ইত্যর্থঃ । স্ববিষয়ে যদৌচিত্যং তেন চেষ্টদৃশ্যস্থিতেন
তামতিশয়োক্তিঃ কবিঃ কল্পোতি । যথা ভট্টেন্দুরাজশ্চ -

তত্রাতিশয়োক্তিৰ্মলঙ্কারমধিতিষ্ঠতি কবিপ্রতিভাবশাস্তস্য চারু-
হাতিশয়যোগোহন্যস্য ত্বলঙ্কারমাত্রতৈবেতি সর্বালঙ্কারশরীরস্বীকরণ
যোগ্যত্বেনাভেদোপচারাৎ সৈব সর্বালঙ্কাররূপেত্যয়মেবার্থোহব-
গন্তব্যঃ। তস্যাশ্চালঙ্কারাস্তুরসঙ্কীর্ণং কদাচিৎ বাচ্যত্বেন কদাচি-
দ্ব্যঙ্গ্যত্বেন। ব্যঙ্গ্যত্বমপি কদাচিৎ প্রাধাত্বেন কদাচিদ্ গুণভাবেন।
তত্রাত্তে পক্ষে বাচ্যালঙ্কারমার্গঃ। দ্বিতীয়ে তু ধ্বনাবস্তুভাবঃ। তৃতীয়ে
তু গুণীভূতব্যঙ্গ্য রূপতা।

যদ্বিশ্ময় বিনোদিতেষু বহুশো নিঃস্বেমনী লোচনে
যদগাত্ৰাণি দরিদ্রতি প্রতিদিনং লুনাঞ্জিনীনাংলবং।
দূৰ্বাকাণ্ডবিড়ম্বকচ্চ নিবিড়ো যৎপাণ্ডিমা গণ্ডয়োঃ
কৃষ্ণে যুনি সযৌবনাস্থ বনিতাস্থেযৈব বেদস্থিতিঃ ॥

অত্র হি ভগবতো মন্থথবপুষঃ সৌভাগ্যবিষয়ঃ সম্ভাব্যত এবায়মতিশয় ইতি
তৎকাব্যে লোকোত্তরৈব শোভোল্লসতি। অনৌচিত্যেন তু শোভা লীয়েত এব
যথা—

অল্লং নির্মিতমাকামশমনালোচ্যৈব বেদসা।

ইদমেবংবিধং ভাবি ভবত্যাঃ স্তনজ্জন্তুগম্ ॥ ইতি ॥

নবতিশয়োক্তিঃ সর্বালঙ্কারেষু ব্যঙ্গ্যত্বাত্তর্জনীনৈবাস্ত ইতি যদ্বক্তং তৎ কথম্?
যতো ভামহোহতিশয়োক্তিং সর্বালঙ্কারসামান্যরূপামবাदीৎ। স চ সানাত্মং শব্দা-
দিশেষপ্রতীতে: পৃথগ্ভূততয়া পশ্চাত্তনত্বেন চকাস্তীতি কথমন্ত্য ব্যঙ্গ্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ
—ভামহেনেতি। ভামহেনাপি যদ্বক্তং তত্রায়মেবার্থোহবগন্তব্য ইতি দূরেণ সম্বন্ধঃ।
কিং তদ্বক্তম্—সৈবেতি। য়াতিশয়োক্তির্লক্ষিতা সৈব সর্বা বক্রোক্তিরলঙ্কার-
প্রকারঃ সর্বঃ।

‘বক্রাভিধেয়শব্দোক্তিরিষ্টা বাচামলঙ্কৃতিঃ।

ইতি বচনাৎ। শব্দস্য হি বক্রতা অভিধেয়স্য চ বক্রতা লোকোত্তীর্ণেন রূপেণা-
বস্থানমিত্যয়মেবাসাবলঙ্কারস্তভাবঃ; লোকোত্তরতৈব চাতিশয়ঃ, তেনাতিশয়োক্তিঃ
সর্বালঙ্কারসামান্যম্। তথা হি—অনয়া অতিশয়োক্ত্যা, অর্থঃ সকলজনোপভোগ-
পুৰাণীকৃতোহপি বিচিত্রতয়া ভাব্যতে। তথা প্রমোদোত্তানাদিঃ বিভাবতাং নীয়তে।
বিশেষেণ চ ভাব্যতে রসময়ীক্লিয়তে, ইতি তাবভেনোক্তং, তত্র কোহসাবর্থ

অয়ং চ প্রকারোহন্তেযামপ্যালঙ্কারাণামস্তি, তেষাং তু ন সর্ববিষয়ঃ । অতিশয়োক্তেস্ত সর্বালঙ্কারবিষয়োহপি সম্ভবতীত্যং বিশেষঃ । যেষু চালঙ্কারেষু সাদৃশ্যমুখেন তদ্ব্যপ্রতিলম্ব্য যথা রূপকোপমাতুল্যযোগিতা-নিদর্শনাদিষু তেষু গম্যানানধর্মমুখেনৈব যং সাদৃশ্যং তদেব শোভাতি-শয়শালি ভবতীতি তে সর্বৈহপি চারুত্বাতিশয়যোগিনঃ সন্তো গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যস্যৈব বিষয়াঃ । সমাসোক্ত্যাক্ষেপপর্যায়োক্তাদিষু তু গম্যমানাংশা-বিনাভাবেনৈব তদ্ব্যবস্থানাদ্ গুণীভূতব্যঙ্গ্যতা নিব্বিবাদেব । তত্র চ গুণীভূতব্যঙ্গ্যতায়ামলঙ্কারাণাং কেষাঞ্চিদলঙ্কারবিশেষগর্ভতায়াং নিয়মঃ । যথা ব্যাজস্ততেঃ প্রেয়োলঙ্কারগর্ভত্বে । কেষাঞ্চিদলঙ্কারমাত্রগর্ভতায়াং নিয়মঃ । যথা সন্দেহাদীনামুপমাগর্ভত্বে । কেষাঞ্চিদলঙ্কারাণাং পরস্পর-গর্ভতাপি সম্ভবতি । যথা দীপকোপময়োঃ । তত্র দীপকমুপমাগর্ভত্বেন প্রসিদ্ধম্ । উপমাপি কদাচিদ্দীপকচ্ছায়ানুযায়িনী । যথা মালোপমা । তথা হি ‘প্রভামহত্যা শিখয়েব দীপঃ’ ইত্যাদৌ স্ফুটেব দীপকচ্ছায়া লক্ষ্যতে ।

ইত্যত্রাহ—অভেদোপচারাং সৈব সর্বালঙ্কাররূপেতি । উপচারে নিমিত্তমাহ—সর্বালঙ্কারেতি । উপচারে প্রয়োজনমাহ—অতিশয়োক্তিরিত্যাদিনা অলঙ্কারমাত্র-তৈবেত্যন্তেন । মুখ্যার্থবোধোপপ্যত্বৈব দর্শিতঃ কবিপ্রতিভাবশাদিত্যাদিনা ।

অয়ং ভাবঃ—যদি তাবদতিশয়োক্তেঃ সর্বালঙ্কারেষু সামান্তরূপতা সা তর্হি তাদান্যপার্যবসায়িনীতি তদ্ব্যতিরিক্তো নৈবালঙ্কারো দৃশ্যত ইতি কবিপ্রতিভানং ন সত্রোপেক্ষণীয়ং স্ম্যৎ । অলঙ্কারমাত্রং চ ন কিঞ্চিদ্ দৃশ্যেত । অথ সা কাব্যজীবিত-ত্বেনেৎখং বিবক্ষিতা, তথাপ্যনোচিত্যেনাপি নিবধ্যমানা তথা স্ম্যৎ । ঔচিত্যবতো জীবিতমিতি চেৎ ঔচিত্যনিবন্ধনং রসভাবাদিমুক্ত্যু নাত্যং কিঞ্চিদস্তীতি তদেবস্তুর্ধামি-মুখ্যং জীবিতমিত্যভ্যুপগম্যং ন তু সা । এতেন যথাহঃ কেচিং—ঔচিত্যঘটিত-সুন্দরশকার্থমগ্নে কাব্যে কিমগ্নেন ধ্বনিবাস্তবভূতেনেতি তে স্ববচনমেব ধ্বনিসম্ভাবা-ভ্যুপগমসাক্ষিভূতং মন্তমানাঃ প্রত্যুক্তাঃ । তস্মান্মুখ্যার্থবাহুপচারে চ নিমিত্ত-প্রয়োজনসম্ভাবাদভেদোপচার এবায়ম্ । ততশ্চোপপন্নমতিশয়োক্তের্ব্যাক্যত্বমিতি । যদ্রুতমলঙ্কারান্তরখীকরণং তদেব ত্রিধা বিভজ্যতে—তস্মাশ্চেতি । বাচ্যত্বেনেতি ।

তদেবং ব্যঙ্গ্যাংশসংস্পর্শে সতি চারুত্বাতিশয়যোগিনো রূপকাদয়ো-
-হলঙ্কারাঃ সর্বএব গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্তা মাৰ্গাঃ । গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্বঞ্চ তেষাং
তথাজাতীয়ানাং সৰ্বেষামেবোক্তানুকৃতানাং সামান্যম্ । তল্লক্ষণে সৰ্ব
এবৈতে সুলক্ষিতা ভবন্তি । একৈকস্য স্বরূপবিশেষকথনে ন তু
সামান্যলক্ষণরহিতেন প্রতিপাদপাঠেনেব শব্দা ন শক্যন্তে তদ্বতো
নিষ্ঠীতুম্, আনন্ত্যাৎ । অনন্তা হি বাহ্যিকল্লাস্তংপ্রকারা এব চালঙ্কারাঃ ।
গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্তা চ প্রকারান্তরেণাপি ব্যঙ্গ্যার্থানুগমলক্ষণেন বিষয়ত্ব
মন্ত্যেব । তদয়ং ধ্বনিনিয়ন্দরূপো দ্বিতীয়োহপি মহাকবিবিষয়োহতি-
-রমণীয়ো লক্ষণীয়ঃ সহৃদয়ৈঃ । সৰ্বথা নাস্ত্যেব সহৃদয়হৃদয়হারিণঃ
কাব্যস্ত স প্রকারো যত্র ন প্রতীয়মানার্থসংস্পর্শেন সৌভাগ্যম্ । তদিদং
কাব্যরহস্যং পরমিতি সুরিভির্ভাবনীয়ম্ ।

মুখ্যা মহাকবিগিরামলকৃতিভূতামপি ।

প্রতীয়মানচ্ছায়ৈষা ভূষা লজ্জিব যোষিতাম্ ॥ ৩৭ ॥

অনয়া সুপ্রসিক্তোহপার্থঃ কিমপি কামনীয়কমানীয়তে । তত্থা —

বিশ্রস্তোথা মন্থাজ্জাবিধানে যে মুগ্ধাঙ্ক্যাঃ কেহপি লীলাবিশেষাঃ ।

অক্ষুণ্ণাস্তে চেতসা কেবলেন স্থিত্বৈকান্তে সন্ততং ভাবনীয়াঃ ॥

ইতাত্র কেহপীত্যেনে ন পদেন বাচ্যমস্পর্শমভিধতা প্রতীয়মানং বস্তুক্লিষ্ট-
মনস্তমর্পয়তা কা ছায়া নোপপাদিতা ।

সাপি বাচ্য ভবতি । যথা — ‘অপরৈব হি কেয়মত্র’ ইতি । অত্র রূপকেহপ্যতিশয়ঃ
শব্দস্পৃগেব । ‘অস্ত ত্রৈবিধ্যস্তা বিষয়বিভাগমাহ—তত্রৈতি । তেষু প্রকারেষু মধ্যে
য আচঃ প্রকারস্তস্মিন্ ।

নব্বতিশয়োক্তিरेব চেদেবভূতা তং কিমপেক্ষয়া প্রথমং তাদদিতি ক্রমঃ সূচিত
ইত্যশঙ্ক্যাহ—অয়ং চেতি । যোহতিশয়োক্তো নিরূপিতোহলঙ্কারান্তরেংপ্যনু-
প্রবেশ্যল্লকঃ । নয়েবমপি প্রথমমিতি কেনাশয়েনোক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তেষামিতি ।
এবমলঙ্কারেষু তাবদ্ব্যঙ্গ্যস্পর্শোহন্তীত্যুক্ত্য তত্র কিং ব্যঙ্গ্যত্বেন ভাতীতি বিভাগ
ব্যুৎপাদয়তি—যেষু চেতি । রূপকাদীনাং পূর্বমেবোক্তং স্বরূপম্ । নিদর্শনাস্ত
‘কিয়ংইব তদর্থস্তা বিশিষ্টশ্লোপদর্শনম্ । ইষ্টা নিদর্শনে’তি । উদাহরণম্—

অয়ং মনদ্ব্যতির্ভাস্তানন্তং প্রতি যিযাসতি ।

উদয়ঃ পতনায়ৈতি স্ত্রীমতো বোধয়ন্নরান্ ॥

প্রেয়োলঙ্কারেতি । চাটুপর্ষবসায়িত্বাভ্যন্তাঃ । সা চোদাহতৈব দ্বিতীয়োদ্যোতোহ-
 আভিঃ । উপমাগর্ভস্থ ইতুপমাশব্দেন সর্ব এব তদ্বিশেষা রূপকাদয়ঃ, অথর্বোপমাং
 সর্বসামান্যমিতি তেন সর্বমাক্ষিপ্তমেব । ক্ষুটেবেতি । ‘তয়া স পূতশ্চ বিভূষিতশ্চ’
 ইত্যেতেন দীপস্থানীয়েন দীপনাদীপকমত্রাহুপ্রবিষ্টং প্রতীয়মানতয়া, সাধারণধর্মাবি-
 শানং হেতুহুপমায়াং স্পষ্টেনাভিধাপ্রকারেণৈব । তথাজাতীয়ানামিতি । চারুজ্যোতি-
 শম্ববতামিত্যর্থঃ । স্থলক্ষিতা ইতি যৎ কিলৈষণং তদ্বিনিমুক্তং রূপং ন তৎকাব্যোহ-
 ভ্যর্থনীয়ম্ । উপমা হি ‘যথা গোস্তথা গবয়ঃ’ ইতি । রূপকং ‘খলবালী যুপ’ ইতি ।
 শ্লেষঃ ‘দ্বির্বচনেচাঁতি তস্ত্রায়কঃ । যথাসংখ্যং ‘তুদীশলাতুরে’তি । ‘দীপকং গামশ্বম্’
 ইতি । সসন্দেহঃ ‘স্বাগুর্বা স্ত্যাং’ ইতি । অপহুতিঃ ‘নেদং রজতম্’ ইতি । পর্যায়োক্তং
 ‘পীনো দিবা নাস্তি’ ইতি । তুল্যযোগিতা ‘স্বাক্ষোরিচ্চ’ ইতি । অপ্রস্তুতপ্রশংসা
 সর্বাণি স্তত্রাপকানি, যথা পদসংস্ত্রায়ামন্তবচনম্—‘অন্তত্র সংস্ত্রাবিধৌ প্রত্যয়গ্রহণে
 তদন্তবিধিন্’ ইতি । আক্ষেপশোভয়ত্র বিভাষাহ বিকল্পায়কবিশেষাভিধিংসয়া
 ইষ্টশ্যাপি বিধেঃ পূর্বং নিষেধনাং প্রতিষেধেন সমীকৃত ইতি জ্ঞায়াং । অতিশয়োক্তিঃ
 ‘সমুদ্রঃ কুণ্ডিকা’ বিস্কো্য বর্দ্ধিতবানকর্ব্বস্বাগৃহাং’ ইতি এবমন্ত্যং ।

ন চৈবমাদি কাব্যোপযোগীতি, গুণীভূতব্যঙ্গ্যাতৈবাত্রালঙ্কারতয়াং মর্মভূতা
 লক্ষিতাঃ তান্ সূহু লক্ষয়তি । যয়া স্পূর্ণং কুড়া লক্ষিতাঃ সংগৃহীতা ভবন্তি, অত্রথা
 দ্ববশমব্যাপ্তির্ভবেৎ । তদাহ—একৈকশ্চেতি । ন চাতিশয়োক্তিবিক্রোক্ত্যুপমাদীনাং
 সামান্তরূপস্বং চারুতাহীনানামুপপত্ততে, চারুতা চেতদায়ত্তেতোতদেব গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্বং
 সামান্তলক্ষণম্ । ব্যঙ্গ্যস্ত চ চারুস্বং রসাভিব্যক্তিব্যোগ্যতায়কম্, রসস্ত স্বান্ননৈব
 বিশ্রান্তিধায় আনন্দায়কত্বমিতি নানবস্থা কাচিদিতি তাৎপর্যম্ । অনন্তা হীতি ।
 প্রথমোদ্যোত এব ব্যাখ্যাতমেতৎ ‘বায়িকল্পানামানন্ত্যাং’ ইত্যত্রান্তরে ।

নহু সর্বেষলঙ্কারেষু নালঙ্কারান্তরং ব্যঙ্গ্যং চকাস্তি ; তৎ কথং গুণীভূতব্যঙ্গ্যেন
 লক্ষিতেন সর্বেষাং সংগ্রহঃ । মৈবম্ ; বস্ত্রমাত্রং বা রসো বা ব্যঙ্গ্যং সদগুণীভূতং
 ভবিষ্যতি তদেবাহ—গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্ত চেতি । প্রকারান্তরেণ বস্ত্ররসায়নোপলক্ষিতস্ত ।

যদি বেথমবতরগিকা—নহু গুণীভূতব্যঙ্গ্যেনালঙ্কারা যদি লক্ষিতান্তি লক্ষণং
 বক্তব্যং কিমিতি নোক্তমিত্যাশঙ্কাহ—গুণীভূতেতি । বিষয়ত্বমিতি লক্ষণীয়ত্বমিতি
 শাবৎ । কেন লক্ষণীয়ত্বং ধ্বনিব্যতিরিক্তো যঃ প্রকারো ব্যঙ্গ্যত্বেনার্থানুগমো নাম

অর্থাস্তরগতিঃ কাক্কা যা চৈষা পরিদৃশ্যতে ।

সা ব্যঙ্গ্যস্ত গুণীভাবে প্রকারমিমমাত্রিতা ॥ ৩৮ ॥

যা চৈষা কাক্কা কচিদর্থাস্তরপ্রতীতিদৃশ্যতে সা ব্যঙ্গ্যস্ত্যর্থস্ত গুণীভাবে সতি গুণীভূতাব্যঙ্গলক্ষণং কাব্যপ্রভেদমাশ্রয়তে । যথা—স্বস্থা ভবন্তি ময়ি জীবতি ধার্তারাদ্ভাঃ’ । যথা বা—

আম অসইও পরম পইবএণ তুএ মলিণিঅং সীলম্ ।

কিং উণ জণস্ জাঅ বব চন্দিলং তং ণ কামেমো ॥

তদেব লক্ষণং তেনেত্যর্থঃ । ব্যঙ্গ্যে লক্ষিতে তদগুণীভাবে চ নিরূপিতে কিম্ভদন্ত লক্ষণং ক্রিয়তামিতি তাৎপর্যম্ । এবং ‘কাব্যস্ত্যাহা ধ্বনিঃ’ ইতি নির্বাছোপসংহরতি— তদয়মিত্যাদিনা সৌভাগ্যমিত্যন্তেন । যৎ প্রাপ্তস্তং সকলসংকবিকাব্যোপনিষদুত-মিতি তন্ন প্রভারগমাত্রমর্থবাদরূপং মন্তব্যমিতি দর্শয়িতুম্—তদিদমিতি ॥ ৩৬ ॥

মুখ্যা ভূষেতি । অলঙ্কৃতিভূতামপি শব্দাদলঙ্কারশূন্যানামপীত্যর্থঃ । প্রতীয়মান-কৃতা ছায়া শোভা, সা চ লঙ্কারদৃশী গোপনাসারসৌন্দর্যপ্রাণত্যাং । অলঙ্কারধারিণী-নামপি নান্যিকানাং লঙ্কা মুখ্যং ভূষণম্ । প্রতীয়মানা ছায়া অন্তর্মদনোত্তেজজহদয়-সৌন্দর্যরূপা যয়া, লঙ্কা হন্তরুদ্ভিন্নমাদ্ব্যবিকারজুগোপয়িতারূপা মদনবিজ্ঞপ্তিব । বীতরাগাণাং যতীনাং কোপীনাং সারগেহপি ত্রপাকলঙ্কাদর্শনাং । তথা হি কস্তাপি কবে:—‘কুরঙ্গীবান্ধনি’ ইত্যাদি শ্লোকঃ । তথা প্রতীয়মানস্ত প্রিয়তমাভিলাষা-নাথনমানপ্রভূতে: ছায়া কান্তিঃ যথা । শৃঙ্গাররসতরঙ্গিণী হি লঙ্কাবরুদ্ভা নির্ভরতয়া তাংস্তান্ বিলাসান্নেত্রগাত্রবিকারপরম্পরারূপান্ প্রসৃত ইতি গোপনাসারসৌন্দর্য-লঙ্কাবিজ্ঞপ্তিতমেতদिति ভাবঃ ।

বিশ্রান্তেতি । মন্বথাচার্যেণ ত্রিভুবনবন্দ্যমানশাসনেন অতএব লঙ্কাসাধবধ্বংসিনা দত্তা যেয়মলঙ্ঘনীয়াজ্ঞা তদনুষ্ঠানেৎবশকর্তব্যে সতি সাধবলঙ্ঘ্যত্যাগেন বিশ্রান্ত-সন্তোগকালোপনতাঃ, মুদ্ধাক্ষ্যা ইতি অকৃতকসন্তোগপরিভাবনোচিতদৃষ্টিপ্রসর-পবিত্রিতা যেহন্তে বিলাসা গাত্রনেত্রবিকার্যঃ, অত এবাঙ্ক্ষণাঃ । নবনবরূপতয়া প্রতিক্ষণযুগ্মিযন্তস্তে, কেবলেনাগ্রজ্যাব্যাগ্রেণৈকান্তাবস্থানপূর্বং সর্বেন্দ্রিয়োপসংহারেণ ভাবয়িতুং শক্যা অর্হা উচিতাঃ । যতঃ কেহপি নাগ্নেনোপায়েন শক্যনিরূপণাঃ ॥ ৩৭ ॥

গুণীভূতব্যঙ্গ্যশ্লোদাহরণান্তয়মাহ—অর্থাস্তরেতি । ‘কক লৌল্যে’ ইত্যন্ত ধাতোঃ কাকুশব্দঃ । তত্র হি সাকাজ্জনিকাজ্জাদিক্রমেণ পঠ্যমানোইসৌ শব্দঃ প্রকৃতার্থাতি-

শব্দশক্তিরেব হি স্বাভিধেয়সামর্থ্যাক্ষিপ্তকাকুসহায়। সত্যর্থবিশেষপ্রতি-
পত্তিহেতুর্ন কাকুমাত্রম্ । বিষয়াস্তরে স্বেচ্ছাকৃতাত্ কাকুমাত্রান্তথা-
বিধার্থপ্রতিপত্ত্যসম্ভবাৎ । স চার্থঃ কাকুবিশেষসহায়শব্দব্যাপারোপা-
রুঢ়োহপ্যর্থসামর্থ্যলভ্য ইতি ব্যঙ্গ্যরূপ এব । বাচকত্বানুগমেনৈব তু
যদা তদ্বিশিষ্টবাচ্যপ্রতীতিস্তদা গুণীভূতব্যঙ্গ্যতয়া তথাবিধার্থত্বোতিনঃ
কাব্যস্ত ব্যপদেশঃ । ব্যঙ্গ্যবিশিষ্টবাচ্যাভিধায়িনো হি গুণীভূতব্যঙ্গ্যতম্ ।

প্রভেদস্তাস্ত্র বিষয়ো যশ্চ যুক্ত্যা প্রতীয়তে ।

বিধাতব্যা সহদয়ৈর্ন তত্র ধ্বনিযোজনা ॥ ৩৯ ॥

সঙ্কীর্ণো হি কশ্চিদ্ ধ্বনেণ গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্ত চ লক্ষ্যে দৃশ্যতে মার্গঃ ।
তত্র যস্ত যুক্তিসহায়তা তত্র তেন ব্যপদেশঃ কর্তব্যঃ । স সর্বত্র ধ্বনি-
রাগিণা ভবিতব্যম্ । যথা—

পত্যাঃ শিরশ্চন্দ্রকলামেন স্পৃশেতি সখ্যা পরিহাসপূর্বম্ ।

সা রঞ্জয়িত্বা চরণৌ কৃতাশীর্মাল্যেন তাং নির্বচনং জঘান ॥

বিক্রমপি বাঙ্কুতীতি লৌল্যমস্ত্যভিবীষ্যতে । যদি বা ঈষদর্থে কুশদন্তস্ত কাদেশঃ ।
তেন হৃদয়স্ববস্ত্রপ্রতীতেরীষভূমিঃ কাকুঃ তয়া যাংখ্যান্তরগতিঃ স কাব্যবিশেষ ইমং
গুণীভূতব্যঙ্গ্যপ্রকারমাশ্রিতঃ । অত্র হেতুর্ব্যঙ্গ্যস্ত তত্র গুণীভাব এব ভবতি । অর্থা-
ন্তরগতিশব্দেনাত্র কাব্যমেবোচ্যতে । ন তু প্রতীতেরত্র গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্বং বক্তব্যং,
প্রতীতিদ্বारेণ বা কাব্যস্ত নিরূপিতম্ ।

অন্তে ব্রাহ্মঃ—ব্যঙ্গ্যস্ত গুণীভাবোৎপাদকঃ প্রকারঃ অল্পথা তু তত্রাপি ধ্বনিব্রমেবেতি ।
তচ্চাসং ; কাকুপ্রয়োগে সর্বত্র শব্দস্পৃষ্টত্বেন ব্যঙ্গ্যস্তোন্মীলিতস্ত্যপি গুণীভাবাৎ,
কাকুর্হি শব্দস্যেব কাশ্চন্দ্রশব্দেন স্পৃষ্টং ‘গোপৈব্যং গদিতঃ সলেশম্’ ইতি, ‘ইস্মেন্ত্রা-
পিতাকুতম্’ ইতিবহুদৈবনৈবানুগৃহীতম্ । অতএব ‘ভম ধস্মিঅ’ ইত্যাদৌ কাকুযোজনে
গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্বেন ব্যক্তোক্তত্বেন তদাভিমানালোকস্ত । স্বস্থা ইতি, ভবন্তি ইতি,
ময়ি জীবতি ইতি, ধান্তরাষ্ট্রা ইতি চ সাকাজ্জদীপ্তগদদতারপ্রশমনোদীপনচিত্রিতা
কাকুরসজ্ঞাব্যোংয়মর্থোৎসাহত্যাং চিত্তচেত্যাং ব্যঙ্গ্যমর্থঃ স্পৃশন্তী তেনৈবোপকৃতা
সতী ক্রোধানুভাবরূপতাং ব্যঙ্গ্যোপকৃতস্ত বাচ্যশ্চৈবাবধেষ্টে । আমেতি ।

যথা চ—

প্রায়চ্ছতোচ্চৈঃ কুসুমানি মানিনী বিপক্ষগোত্রং

দয়িতেন লম্বিতা ।

ন কিঞ্চিদুচে চরণেন কেবলং লিলেখ

বাস্পাকুললোচনা ভুবম্ ॥

ইত্যএ নির্বচনং জঘান' 'ন কিঞ্চিদুচে' ইতি প্রতিষেধমুখেন
ব্যঙ্গ্যস্বার্থস্রোক্ত্যা কিঞ্চিদ্বিষয়ীকৃতত্বাদ্ গুণীভাব এব শোভতে । যদা

আম অসত্যঃ উপরম পতিব্রতে ন ত্বয়া মলিনিতং শীলম্ ।

কিং পুনর্জনস্ম জায়েব নাপিতং তং ন কাময়ামহে ॥

ইতিছায়া। আম অসত্যো ভবামঃ ইত্যভ্যুপগমকাকুঃ সাকাজ্জোপহাসা। উপরমেতি
নিরাকাজ্জতয়া সূচনগর্ভা। পতিব্রতে ইতি দীপ্তস্মিতযোগিনী। ন ত্বয়া মলিনিতং
শীলমিতি সগদগদাকাজ্জা। কিং পুনর্জনস্ম জায়েব মন্থথাকীকৃত্য, চন্দিলং নাপিত-
মিতি পামরপ্রকৃতিং ন কাময়ামহে ইতি নিরাকাজ্জগদাপোপহাসগর্ভা। এষা হি
কয়াচিমাপিভাহুরক্তয়া কুলবধা দৃষ্টাবিনয়ায়া উপহাসমানায়াঃ প্রতুপহাসাবেশ-
গর্ভোক্তিঃ কাকুপ্রধানৈবেতি। গুণীভাবং দর্শয়িতুং শব্দস্পৃষ্টতাং তাবৎ সাধয়তি—
শব্দশক্তিরেবেত্যাদিনা। নম্বেবং ব্যঙ্গ্যত্বং কথমিত্যশঙ্ক্যাহ—স চেতি। অধুনা
গুণীভাবং দর্শয়তি—বাচকত্বেন। বাচকত্বংগমো গুণত্বং ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবস্ম ব্যঙ্গ্য-
বিশিষ্টবাচ্যপ্রতীত্য তত্রৈব কাব্যস্ম প্রকাশকত্বং কল্যাতে; তেন চ তথা ব্যপদেশ
ইতি কাকুযোজনায়্যং সর্বত্র গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্বৈব। অত এব 'মথুয়ামি কৌরবশতং সমরে
ন কোপাং' ইত্যাদৌ বিপরীতলক্ষণং য আছন্তে ন সম্যকুপরামৃশুঃ। যতোহত্রো-
চ্চারণকাল এব 'ন কোপাং' ইতি দীপ্ততারগদগদসাকাজ্জক্ষাকুলবলান্নিষেধস্ম
নিষিধ্যমানত্বৈব যুধিষ্ঠিরাভিমতসঙ্কিমার্গাক্ষমারূপত্বাভিপ্রায়েণ প্রতিপত্তিরিতি মুখ্যা-
র্থবাধাচতুসরগবিদ্বাভাবাং কো লক্ষণায়া অবকাশঃ। 'দর্শে যজ্ঞেত' ইত্যত্র তু তথা-
বিধকার্কাহ্মাপায়াত্তরাভাবাভবতু বিপরীতলক্ষণা ইত্যলমবাস্তুরেণ বহন। ৩৮ ॥

অধুনা সন্ধীর্গঃ বিষয়ং বিভজতে—প্রভেদশ্চেতি। যুক্তোক্তি। চারুত্বপ্রতীতির-
বাত্র যুক্তিঃ। পত্ন্যরীতি। অনেনেতি। অলক্তকোপরক্তস্ম হি চন্দ্রমসঃ পরভাগ-
লাভোহনবরতপাদপতনপ্রসাদনৈর্বিদ্যা ন পত্ন্যরীতি যথেষ্টানুবর্তিণ্যা ভাব্যমিতি
চোপদেশঃ। শিরোধৃত্য যা চন্দ্রকলা তামপি পরিভবেতি সপত্নী লোকাপজয় উক্তঃ।

বাক্রোক্তিং বিনা ব্যক্ত্যোহর্থস্তাৎপৰ্যেণ প্রতীয়তে তদা তস্ম্য প্রাধান্যম্ ।
যথা ‘এবং বাদিনি দেবর্ষৌ’ ইত্যাদৌ । ইহ পুনরুক্তিৰ্ভঙ্গ্যাস্তীতি বাচ্য-
স্তাপি প্রাধান্যম্ । তস্মান্নাত্মানুরণনরূপব্যক্ত্যধ্বনিব্যাপদেশো বিধেয়ঃ ।

প্রকারোহয়ং গুণীভূতব্যক্ত্যোহপি ধ্বনিরূপতাম্ ।

যন্তে রসাদিতাৎপৰ্যপৰ্যালোচনয়া পুনঃ ॥ ৪০ ॥

গুণীভূতব্যক্ত্যোহপি কাব্যপ্রকারো রসভাবাদিতাৎপৰ্যালোচনে
পুনর্ধ্বনির্যেব সম্পত্ততে । যথাত্রৈবানন্তরোদাহতে শ্লোকদ্বয়ে ।

যথা চ—

দুরারাধা রাধা সুভগ যদনেনাপি মৃজত-

স্তবৈতৎ প্রাণেশজঘনবসনেনাশ্রু পতিতম্ ॥

কঠোরং স্ত্রীচেতস্তদলমুপচারৈবিরম হে

ক্রিয়াৎকল্যাণং বো হরিরনুনয়স্বেবমুদিতঃ ॥

এবং স্থিতে চ ‘শ্রদ্ধারো হয়মেব’ ইত্যাদিশ্লোকনির্নিষ্টানাং পদানাং
ব্যঙ্গ্যবিশিষ্টবাচ্যপ্রতিপাদনেহপ্যেতদ্ব্যাক্যার্থীভূতরসাপেক্ষয়া ব্যঞ্জকত্ব-

নিবচনমিতি । অনেন লজ্জাবহির্হর্ষেৰ্যাসাধ্বসসৌভাগ্যাভিমানপ্রভৃতি যতপি
ধ্বজতে, তথাপি তন্নিবচনশব্দার্থস্য কুমারীজনোচিতস্তাপ্রতিপত্তিলক্ষণস্বার্থস্তোপস্কার-
কতাং কেবলমাচরতি । উপলব্ধত্বার্থঃ শৃঙ্গারাদ্ব্যক্ত্যমেতীতি ।

প্রাধিক্ষতেতি । উচ্চৈরিতি । উচ্চৈর্ধানি কুহুমানি কান্তয়া স্বয়ং গ্রহীতুমশক্য-
ত্বাচ্চাচিতানীতার্থঃ । অশ্রুপাধ্যায়ান্ত হততমানি পুষ্পাণি অমুকে, গৃহাণ গৃহাণেতু-
চৈস্তারস্বরেণাদরাতিশয়ার্থং পৃচ্ছত । অতএব লভিতেতি । ন কিঞ্চিদিতি ।
এবংবিধেষু শৃঙ্গারাবসরেষু তামেবায়াং অন্নতীতি মানপ্রদর্শনমেবাত্ন ন ধুক্ৰমিতি
সাতীশয়মতু্যসস্তারো ব্যঙ্গ্যবচননিষেধশ্চৈব বাচ্যস্ত সংস্কারঃ । তদ্বক্ষ্যতি—উক্তি-
ৰ্ভঙ্গ্যাস্তীতি । তস্মেতি ব্যঙ্গ্যস্ত । ইহেতি পতুরিত্যাদৌ । বাচ্যস্তাপীতি । অপ-
শব্দো ভিন্নক্রমঃ । প্রাধান্যমপি ভবতি বাচ্যস্ত, রসাতপেক্ষয়া তু গুণতাপীত্যাৰ্থঃ ।
অতএবোপসংহারে ধ্বনিশব্দস্ত বিশেষণযুক্তম্ ॥ ৩৯ ॥

এতদেব নির্বাহয়ন্ কাব্যাত্মকং ধ্বন্যেব পরিদীপয়তি--প্রকার ইতি । শ্লোকদ্বয়-
ইতি তুল্যাচ্ছায়াং যদ্বদহতং পতুরিত্যাদি তদ্রেতি, দ্বয়শব্দাদেবংবাদিনীতাস্তানব-

মুক্তম্। ন তেষাং পদানামর্থাস্তরসংক্রমিতবাচ্যধ্বনিভ্রমো বিধাতব্যঃ, বিবক্ষিতবাচ্যত্বান্তেষাম্। তেষু হি ব্যঙ্গ্যবিশিষ্টং বাচ্যস্তু প্রতীয়তে ন তু ব্যঙ্গ্যরূপপরিণতত্বম্। তস্মাদ্বাক্যং তত্র ধ্বনিঃ, পদানি তু গুণীভূতব্যঙ্গ্যানি। ন চ কেবলং গুণীভূতব্যঙ্গ্যাশ্চেব পদাণ্ডলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনেৰ্যজ্ঞকানি যাবদর্থাস্তরসংক্রমিতবাচ্যানি ধ্বনিপ্রভেদরূপাণ্যপি। যথাত্রৈব শ্লোকে রাবণ ইত্যস্তু প্রভেদাস্তররূপব্যঞ্জকত্বম্। যত্র তু বাক্যে রমাদিতাৎপর্যং নাস্তি গুণীভূতব্যঙ্গ্যৈঃ পদৈরুদ্ভাসিতেহপি তত্র গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যত্বেব সমুদায়ধর্মঃ। যথা —

রাজানমপি সেবন্তে বিষমমগ্নুপযুঞ্জতে।

রমন্তে চ সহ স্ত্রীভিঃ কুশলাঃ খলু মানবাঃ ॥

ইত্যাদৌ। বাচ্যব্যঙ্গয়োঃ প্রাধান্যপ্রাধান্যবিবেকে পরঃ প্রযত্নো বিধাতব্যঃ, যেন ধ্বনিগুণীভূতব্যঙ্গ্যায়োরলঙ্কারাণাং চাসঙ্কীর্ণো বিষয় এব স্ফুজাতো ভবতি। অত্থা তু প্রসিদ্ধালঙ্কারবিষয় এব ব্যামোহঃ প্রবর্ততে। যথা —

কাশঃ। দুরারাদেতি। অকারণকুপিতা পাদপতিতে যয়ি ন প্রদীদসি অহো দুরারাদাসি মা রোদীরিত্যুক্তিপূর্বং প্রিয়তমং শ্রুণি মার্জয়তি ইয়মস্তা অভ্যুপগম-গর্ভোক্তিঃ। প্রিয়য়া যঃ স্বসন্তোগভৃষণবিহীনঃ ক্ষণমপি মোক্তুং ন পার্ষসে। অনেনা-পীতি। পশ্চেদং প্রত্যক্ষেণেত্যাৰ্থঃ। তদেব চ যদেবমাদৃতং যৎ লজ্জাদিত্যাগেনাপোষং ধার্যতে। যজ্ঞত ইত্যনেন হি প্রত্যুত শ্রোতঃসহস্রবাহী বাম্পো ভবতি। ইয়চ্চ ত্বং হতচেতনো যন্মাং বিশ্বিত্য তামেব কুপিতাং মত্সে। অত্থা কথমেবং কুর্য্যঃ। পতিতমিতি। গত ইদানীং রোদনাবকাশোহপীত্যাৰ্থঃ। যদি তূচ্যতে ইয়তাপ্যাদরেণ কিমিতি কোপং ন মুশসি, তৎ কিং ক্রিয়তে কঠোরস্বভাবং স্ত্রীচেতঃ। স্ত্রীতি হি প্রেমাভযোগাধস্তবিশেষমাত্রমেতৎ; তস্মৈ চৈব স্বভাবঃ, আশ্রয়ি চৈতৎ — স্কুমারহৃদয়া বোষিত ইতি ন কিঞ্চিদজ্জসারাদিকমাসাং হৃদয়ং যদেবং বিধবৃত্তান্তসাক্ষাৎকারেইপি সহস্রধা ন দলতি। উপচারৈরিতি। দাক্ষিণ্যপ্রযুক্তৈঃ। অনুনয়েষিতি বহুবচনেন বান্ধ্বং বারমস্তু বহুবল্লভশ্চেনমেব স্থিতিরिति সৌভাগ্যাতিশয় উক্তঃ। এবমেব ব্যঙ্গ্যার্থ-সারো বাচ্যং ভূষয়তি। তন্তু বাচ্যং ভূষিতং সদীৰ্ঘ্যাবিপলম্ভাজ্জয়মেতীতি। যন্ত

লাবণ্যদ্রবিণব্যয়ো ন গণিতঃ ক্লেশো মহান্ স্বীকৃতঃ

স্বচ্ছন্দস্য সুখং জনস্য বসতঃ চিস্তানলো দীপিতঃ ।

এষাপি স্বয়মেব তুল্যরমণাভাবাদ্রাকী হতা

কোহর্থশ্চতসি বেধসা বিনিহিতস্তদ্ব্যাস্তল্লুং তদ্বতা ॥

ইত্যত্র ব্যাজস্ততিরলঙ্কার ইতি ব্যাখ্যায়ি কেনচিত্তন্ন চতুরশ্রম্ ; যতোহস্তভিধেয়শ্চৈতদলঙ্কারস্বরূপমাত্রপৰ্য্যবসায়িত্বে ন স্প্লিষ্টতা । যতো ন তাবদয়ং রাগিণঃ কস্তাচিদ্বিকল্পঃ । তস্য ‘এষাপি স্বয়মেব তুল্য-রমণাভাবাদ্রাকী হতা’ ইত্যেবংবিধোক্ত্যনুপপত্তেঃ । নাপি নীরোগস্ত ; তশ্চৈবংবিধবিকল্পপরিহারৈকব্যাপারত্বাৎ । ন চায়ং শ্লোকঃ কচিৎ প্রবন্ধ ইতি জ্ঞায়তে, যেন তৎপ্রকরণানুগতার্থতাস্ত্ পরিকল্প্যতে ! তস্মাদ-প্রস্তুতপ্রশংসেয়ম্ । যস্মাদনেন বাচ্যেন গুণীভূতান্ননা নিঃসামান্তগুণাব-লোপাধাতাস্ত্ নিজমহিমোৎকর্ষজনিতসমৎসরজনজ্ঞরস্ত্ বিশেষজ্ঞমাত্মনো ন কঞ্চিদেবাপরং পশ্যতঃ পরিদেবিতমেতদিতি প্রকাশ্যতে । তথা চায়ং ধর্মকীর্তেঃ শ্লোক ইতি প্রসিদ্ধিঃ । সম্ভাব্যতে চ তশ্চৈব । যস্মাৎ —

ত্রিষপি শ্লোকেষু প্রতীয়মানৈশ্চ রসাদ্ভং ব্যাচষ্টে স্ম । স দেবং বিক্রীত্ব তদ্যাত্ৰোৎ-সবমকাষীৎ । এবং হি ব্যাঙ্গ্যস্ত যা গুণীভূততা প্রকৃতা সৈব সমূলং ক্রুটোৎ । রসা-দিব্যতিরিক্তস্য হি ব্যাঙ্গ্যস্ত রসাদ্ভাবযোগিত্বমেব প্রাধান্যং নান্যৎ কিঞ্চিদিত্যলং পূর্ববংশৈঃ সহ বিবাদেন ।

এবং স্থিত ইতি । অনন্তরোক্তেন প্রকারেণ ধ্বনিগুণীভূতব্যাঙ্গ্যয়োবিভাগে স্থিতে সতীত্যর্থঃ । কারিকাগতমপি শব্দং ব্যাখ্যাতুমাহ — ন চেতি । এষ চ শ্লোকঃ পূর্বমেব ব্যাখ্যাত ইতি ন পুনর্লিখ্যতে । যত্র দ্বিতি । যতপি চাত্র বিষয়নির্বেদায়কশান্তরস-প্রতীতিরস্তি তথাপি চমৎকারোৎসবং বাচ্যানিষ্ঠ এব । ব্যাঙ্গ্যং ত্বসম্ভাব্যবিপরীত-করিত্বাদি তশ্চৈবানুযায়ি, তচ্চাপিশব্দাভ্যামুভয়তো যোজিতাভ্যং চশব্দেন স্থানজ্ঞয়-যোজিতেন খলুশব্দেন চোভয়তো যোজিতেন মানবশব্দেন স্পৃষ্টমেবেতি গুণীভূতম্ । বিবেকদর্শনা চেয়ং নিকূপযোগীতি দর্শয়তি — বাচ্যব্যাক্যয়োঁরিতি । অলঙ্কারাণাং চেতি । যত্র ব্যাঙ্গ্যং নাস্ত্যেব তত্র তেষাং শুদ্ধানাং প্রাধান্যম্ । অগ্ৰথা দ্বিতি । যদি প্রযত্নবতা ন ভূয়ত ইত্যর্থঃ ।

অন্যাবসিতাবগাহনমনন্বধীশক্তিনা-

প্যদৃষ্টপৰমার্থতত্ত্বমধিকাভিযোগৈরপি ।

মতং মম জগত্যলক্সদৃশ প্রতিগ্রাহকং

প্রযাস্ততি পয়োনিধেঃ পয় ইব স্বদেহে জরাম্ ।

ইত্যনেনাপি শ্লোকে নৈবং বিধোহভিপ্রায়ঃ প্রকাশিত এব ।

অপ্রস্তুতপ্রশংসায়াক্ষ যদ্বাচ্যং তস্মাৎ কদাচিদ্বিবক্ষিতত্বং, কদাচিদ্বিবক্ষিতত্বং কদাচিদ্বিবক্ষিতাবিবক্ষিতত্বমিতি ত্রয়ী বন্ধুচ্ছায়া । তত্র বিবক্ষিতত্বং যথা —

পরার্থে যঃ পীড়ামনুভবতি ভঞ্জেহপি মধুরো

যদীয়ঃ সর্বেষামিহ খলু বিকারোহপ্যভিমনতঃ ।

ন সম্প্রাপ্তো বুদ্ধিঃ যদি স ভ্রূশমক্ষেত্রপতিতঃ

কিমিন্ক্ষৌর্দোযোহসৌ ন পুনরগুণায়া মরুভুবঃ ॥

যথা বা মমৈব —

অমী যে দৃশ্যশ্চে ননু সুভগরূপাঃ সফলতা

ভবতোযাং যস্য ক্ষণমুপগতানাং বিষয়তাম্ ।

নিরালোকে লোকে কথমিদ্‌মহো চক্ষুরধুন!

সমং জাতং সর্বৈর্ন সমমথবাত্তৈরবয়বৈঃ ।

ব্যঙ্গ্যপ্রকারন্ত যো ময়া পূর্বমুৎপ্রেক্ষিতস্তস্মাৎ সন্নিধৌ মেব ব্যামোহস্বাণত্বমিত্যেব-
কারাভিপ্রায়ঃ । দ্রবিণশব্দেন সর্বস্য প্রায়ত্বমনেকস্বকৃত্যোপযোগিত্বমুক্তম্ । গণিত
ইতি । চিরেণ হি যো ব্যয়ঃ সম্প্রসূতে ন তু বিদ্যাদিব ঝটিতি তত্রাবশ্যং গণনয়া
ভবিতব্যম্ । অনন্তকালনির্মাণকারিণোহপি তু বিধের্ন বিবেকলেশোহপ্যুদভূদিতি
পরমস্মাপ্রেক্ষাবত্বম্ । অতএবাহ—ক্লেশো মহানিতি । স্বচ্ছন্দশ্চেতি । বিশৃঙ্খলশ্চে-
ত্যর্থঃ । এষাপীতি । যন্তয়ঃ নির্মীয়তে তদেব চ নিহন্তব্য ইতি মহদৈশমপিশব্দেনৈ-
বকারেণ চোক্তম্ । কোইর্থ ইতি । ন স্বাঙ্গনো ন লোকস্ত ন নির্মিতশ্চেত্যর্থঃ ।
তশ্চেতি । রাগিণো হি বরাহী হতেতি রূপগতালিঙ্গিতমমঙ্গলোপহতং চাহুচিতং
বচনম্ । তুল্যরমণাভাবাদিতি স্বাঙ্গন্ত্যন্তমহুচিতম্ । আঙ্গন্ত্যপি তদ্রূপাসম্ভাবনায়
রাগিতায় চ পশুপ্রায়ত্বং স্মাৎ ।

অনয়োহি দ্বয়োঃ শ্লোকয়োরিক্ষুচক্ষুষী বিবক্ষিতস্বরূপে এব ন চ
প্রস্তুতে । মহাশূণ্যাবিষয়পতিতত্বাদপ্রাপ্তপরাভাগশ্চ কশ্চচিৎ স্বরূপ-
মুপবর্ণয়িতুং দ্বয়োৱপি শ্লোকয়োস্তাৎপৰ্যেণ প্রস্তুতত্বাৎ । অবিবক্ষিতত্বং
যথা —

কস্ত্বং ভোঃ কথয়ামি দৈবহতকং মাং বিদ্ধি শাখোটকং

বৈরাগ্যাদিব বক্ষি, সাধু বিদিতং কস্মাদিদং কথ্যতে ।

বামেনাত্র বটস্তমধ্বগজনাঃ সৰ্বস্বনা সেবত

ন চ্ছায়াপি পৰোপকারকারিণী মার্গস্থিতশ্যাপি মে ॥

ন হি বৃক্ষবিশেষেণ সহোক্তিপ্রত্যুক্তী সম্ভবত ইত্যবিবক্ষিতাভি-
ধেয়েনৈবানেন শ্লোকেন সমৃদ্ধাসংপুরুষসমীপবর্তিনো নির্ধনশ্চ কশ্চ-
চিন্মনস্বিনঃ পরিদেবিতং তাৎপৰ্যেণ বাক্যার্থীকৃতমিতি প্রতীয়তে ।

বিবক্ষিতত্বাবিবক্ষিতত্বং যথা —

উল্লহজাআএঁ অসোহিনীএ ফলকুসুমপত্তরহিআএ ।

বেরীএঁ বইং দেস্তো পামর হো ওহসিজ্জিহসি ।

অত্র হি বাচ্যার্থো নাত্যন্তং সম্ভবী ন চাসম্ভবী । তস্মাদ্বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ
প্রাধান্যপ্রাধান্যে যত্নতো নিরূপণীয়ে ।

নহু চ রাগিণোহপি কুতশ্চিৎ কারণাৎ পরিগৃহীতকতিপয়কালত্রতশ্চ বা রাবণ-
প্রায়শ্চ বা সীতাদিবিষয়ে দ্ব্যন্তপ্রায়শ্চ বাহনিজ্জাতজাতিবিশেষে শকুন্তলাদৌ কিমিয়ং
স্বসৌভাগ্যাভিমানগৰ্ভা তৎস্তুতিগৰ্ভা চোক্তিন্ ভবতি । বীতরাগশ্চ বা অনাদি-
কালান্তররাগবাসনাবাসিততয়া মধ্যস্থত্বেনাপি তাং বস্ততস্তথা পশ্যতো নেয়মুক্তিঃ ন
সম্ভাব্যা । ন হি বীতরাগো বিপর্যস্তান্ ভাবান্ পশ্যতি ন হ্যশ্চ বীণাকণিতং কাকর-
টিতকল্পং প্রতিভাতি । তস্মাৎ প্রস্তুতানুসারেণোভয়শ্যাপীষ্মুক্তিরূপপদ্যতে । অপ্রস্তুত-
প্রশংসায়ামপি হ্যপ্রস্তুতঃ সম্ভবনৈবার্থো বক্তব্যঃ, ন হি তেজসীধমপ্রস্তুতপ্রশংসা
সম্ভবতি—অহো ধিক্ তে কাৰ্ক্ষ্যমিতি সা পরং প্রস্তুতপন্নতয়েতি নাত্রাসম্ভব
ইত্যশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । নিঃসাম্যন্তেতি নিজমহিমৈতি বিশেষজ্ঞমিতি পরিদেবিত-
মিত্যেতৈশ্চতুর্ভির্বাচ্যার্থৈঃ ক্রমেণ পাদচতুষ্টয়শ্চ তাৎপর্যং ব্যাখ্যাতম্ । নন্বত্রাপি
কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথা চেতি । নহু কিমিয়তেত্যাশঙ্ক্যাহ তদাশয়েন

প্রধানগুণভাবাভ্যাং ব্যঙ্গ্যশ্চৈবং ব্যবস্থিতে ।

কাব্যে উভে ততোহনুজ্ঞতচ্চিত্রমভিধীয়তে ॥ ৪১

চিত্রং শব্দার্থভেদেন দ্বিবিধং চ ব্যবস্থিতম্ ।

তত্র কিঞ্চিচ্ছব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমতঃপরম্ ॥ ৪২ ॥

ব্যঙ্গ্যস্তার্থশ্চ প্রাধাণ্যে ধ্বনিসংজ্ঞিতকাব্যপ্রকারঃ গুণভাগে তু গুণীভূতাব্যঙ্গ্যতা । ততোহনুজ্ঞসভাবাদিভাংপর্যরহিতং ব্যঙ্গ্যার্থবিশেষ-প্রকাশনশক্তিশূন্যং চ কাব্য কেবলবাচ্যবাচকবৈচিত্র্যমাত্রাশ্রয়েণোপ-নিবন্ধমালেখ্যপ্রখ্যং যদাভাসতে তচ্চিত্রম্ । ন তন্মুখ্যং কাব্যম্ । কাব্যানুকরো হ্যসৌ । তত্র কিঞ্চিচ্ছব্দচিত্রং যথা ছন্দরযমকাদি ।

নির্বিবাদতদীয়ল্লোকোপিতেনাস্তাশয়ং সংবাদয়তি—সঙ্গীতাত ইতি । অবগাহনমধ্য-বসিতমপি ন যত্র আস্তাং তস্তা সম্পাদনম্ । পরমং যদর্থতত্ত্বং কৌস্তভাদিভ্যোহপ্যুত্তমম্, অলঙ্কারপ্রয়ত্বপরীক্ষিতমপি ন প্রাপ্তং সদৃশং যস্ত তথাভূতং প্রতিগ্রাহমেকৈকো গ্রাহো জলচরঃ প্রাণী ঐরাবতৌচৈঃশ্রবোধনন্তরিপ্রায়ো যত্র তদলঙ্কসদৃশপ্রতিগ্রাহকম্ ।

এবংবিধ ইতি । পরিদেবিতবিষয় ইত্যর্থঃ । ইয়তি চার্থে অপ্ৰস্তুতপ্রশংসোপ-মালক্ষণমলঙ্কারদ্বয়ম্ । অনন্তরং তু স্বাঙ্গনি বিশ্বয়ধামতয়াভূতে বিশ্রান্তিঃ । পরন্তু চ শ্রোতৃজনস্তাত্যাদরাস্পদতয়া প্রযত্নগ্রাহতয়া চোৎসাহজননেনৈবংভূতমত্যন্তোপাদেয়ং সংকতিপয়সমুচিতজনানুগ্রাহকং কৃতমিতি স্বাঙ্গনি কুশলকারিত্যপ্রদর্শনয়া ধর্মবীর-স্পর্শনে বীররসে বিশ্রান্তিরিতি মন্তব্যম্ । অথথা পরিদেবিতমাত্রাণে কিং কৃতং স্তাৎ । অপ্রেক্ষপূর্বকারিত্বমাত্মজ্ঞাবেদিতং চেৎ কিং ততঃ স্বার্থপরার্থাসন্তবাদিত্যলং বহুনা ।

ননু যথাস্থিতস্বার্থস্তাসঙ্গতো ভবত্বপ্রস্তুতপ্রশংসা, ইহ তু সঙ্গতিরন্তোবেত্যাশঙ্ক্য সঙ্গতাবপি ভবত্যেবৈবেতি দর্শয়িতুমুপক্রমতে—অপ্ৰস্তুতেতি । নশ্চিতি । যৈরিতং জয়দুঃখিতমিত্যর্থঃ । যস্ত চক্ষুষো বিষয়তাং ক্ষণং গতানামেষাং সফলতা ভবতি তদিদং চক্ষুরিতি সঙ্গতঃ । আলোকো বিবেকোহপি । ন সমমিতি । হস্তো হি পরস্পর্শাদানাদাবগুপযোগী । অবয়বৈরिति । অতিতুচ্ছপ্রায়ৈরিত্যর্থঃ । অপ্রাপ্তঃ পর উৎকৃষ্টো ভাগোহর্থলভাত্মকঃ স্বরূপপ্রথনলক্ষণো বা যেন তস্ত । কথ্যমানীত্যাদি-প্রত্যুক্তিঃ । অনেন পদেনেদমাহ—অকথনীয়মেতৎ শ্রয়মাণং হি নির্বেদায় ভবতি, তথাপি তু যদি নির্বন্ধন্তংকথ্যামি বৈরাগ্যাদিতি । কাকা দৈবহতকমিত্যাদিনা চ

বাচ্যচিত্রং ততঃ শব্দচিত্রাদন্যদ্ব্যঙ্গ্যার্থসংস্পর্শরহিতম্ প্রাধান্যেন বাক্যার্থ-
তয়া স্থিতং রসাদিতাৎপর্যরহিতমুৎপ্রেক্ষাদি ।

অথ কিমিদং চিত্রং নাম যত্র ন প্রতীয়মানার্থসংস্পর্শঃ । প্রতীয়-
মানো হর্থস্থিভেদঃ প্রাক্ প্রদর্শিতঃ । তত্র যত্র বস্তুলঙ্কারাস্তুরং বা ব্যঙ্গ্যং
নাস্তি স নাম চিত্রস্ত কল্যাতাং বিষয়ঃ । যত্র তু রসাদীনামবিষয়ত্বং স
কাব্যপ্রকারো ন সম্ভবত্যেব । যস্মাদবস্তুসংস্পর্শিতা কাব্যস্ত নোপপত্ততে ।
বস্তু চ সর্বমেব জগদ্ গতমবশ্যং কস্তচিত্রসস্ত্য ভাবস্ত্য ব্যঙ্গ্যত্বং প্রতিপত্ততে
অন্ততো বিভাবতেন । চিত্তবৃত্তিবিশেষা হি রসাদয়ঃ, ন চ তদস্তি বস্তু
কিঞ্চিৎ চিত্তবৃত্তিবিশেষমুপজনয়তি তদনুৎপাদনে বা কবিবিষয়তৈব
তস্ত্য ন স্ত্যাং কবিবিষয়শ্চ চিত্রতয়া কশ্চিন্নিরূপ্যতে ।

অত্রোচ্যতে—

সুচিতং তে বৈরাগ্যমিতি যাবৎ । সাধুবিদিতমিত্যন্তরম্ । কস্মাদিতি বৈরাগ্যে
হেতুপ্রশং । ইদং কথ্যত ইত্যাদিসনির্বেদস্বরূপোপক্রমঃ কথং কথমপি নিরূপনীয়-
তয়োত্তরম্ । বামেনেতি । অনুচিতেন কুলাদিনোপলক্ষিত ইত্যর্থঃ । বট ইতি ।
ছায়াভাবকরণাদেব ফলদানাদিশূণ্ধ্যাক্ষরকঙ্কর ইত্যর্থঃ । ছায়াপীতি । শাখোটকো
হি শ্মশানাগ্নিজালালীঢ়লতাপল্লবাদিস্তরুবিশেষঃ ।

অত্রাবিবক্ষ্যমাং হেতুমাং—ন ইতি । সমৃদ্ধো যোঃসংপুরুষঃ । ‘সমৃদ্ধসংপুরুষ’
ইতি পাঠে সমৃদ্ধেন ঋদ্ধিমাংসে সংপুরুষো ন তু গুণাদিনোঁত ব্যাখ্যেয়ম্ । নাত্যন্ত-
মিতি । বাচ্যভাবনিয়মো নাস্তি নাস্তীতি ন শক্যং বক্তুং, ব্যঙ্গ্যস্ত্যপি ভাবাদিতি
তাৎপর্যম্ । তথা হি উৎপত্তজাতায়া ইতি ন তথাকুলোদ্ভুতায়ঃ । অশোভনায়া
ইতি লাবণ্যরহিতায়াঃ । ফলকুসুমপত্ররহিতায়া ইত্যেবস্ত্যপি কাচিং পুত্রিণী বা
ভ্রাতাদিপক্ষপরিপূর্ণতয়া সম্বন্ধিবর্গপোষিতা বা পরিরক্ষ্যতে । বদর্যা বৃন্তিঃ দদংপামর
ভোঃ, হসিষ্ঠসে সর্বলোকৈরিতি ভাবঃ । এবমপ্রস্তুতপ্রশংসাং প্রসঙ্গতো নিরূপ্য
প্রকৃতমেব যম্মিরূপণীয়ং তদ্ব্যসংহরতি—ভস্মাদিতি । অপ্রস্তুতপ্রশংসায়ামপি লাবণ্যে-
ত্যত্র শ্লোকে যস্মাদ্ব্যামোহো লোকস্ত্য দৃষ্টন্ততো হেতুরিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

এবং ব্যঙ্গ্যস্বরূপং নিরূপ্য সর্বথা যন্তচ্ছ্রুং তত্র কা বার্ভেতি নিরূপয়িতুমাহ—
প্রধানেন্ত্যগ্নিনা । কারিকাত্বেন । শব্দচিত্রমিতি । যমকচক্রবক্ষাদিচিত্রতয়া

সত্যং ন তাদৃক্কাব্যপ্রকারোহস্তি যত্র রসাদীনামপ্রতীতিঃ । কিন্তু যদা রসভাবাদিবিবক্ষাশৃণুঃ কবিঃ শব্দালঙ্কারমর্থালঙ্কারং বোপনিবন্ধাতি তদা তদ্বিবক্ষাপেক্ষয়া রসাদিশৃণুত্বার্থস্ত পরিকল্প্যতে । বিবক্ষোপারুঢ় এব হি কাব্যো শব্দানামর্থঃ । বাচ্যসামর্থ্যবশেন চ কবিরিবক্ষাবিরহেহপি তথাবিধে বিষয়ে রসাদিপ্রতীতিভবন্তী পরিতুর্বলা ভবতীত্যনেনাপি তথাবিধে বিষয়ে রসাদিপ্রতীতিভবন্তী পরিতুর্বলা ভবতীত্যনেনাপি নীরসঙ্ঘং পরিকল্প্য চিত্রবিষয়ো ব্যবস্থাপ্যতে । তদিদমুক্তম্—

রসভাবাদিবিষয়বিবক্ষাবিরহে সতি ।

অলঙ্কারনিবন্ধো যঃ স চিত্রবিষয়ো মতঃ ॥

রসাদিষু বিবক্ষা তু স্মাত্তাৎপর্যবতী যদা ।

তদা নাস্ত্যেব তৎকাব্যং ধ্বনৈর্ঘত্র ন গোচরঃ ॥

এতচ্চ চিত্রং কবীনাং বিশৃঙ্খলগিরাং রসাদিতাৎপর্যমনপেক্ষ্যৈব কাব্য-
প্রবৃত্তিদর্শনাদস্মাভিঃ পরিকল্পিতম্ । ইদানীন্তনানং তু ন্যায়ো কাব্য-
নয়ব্যবস্থাপনে ক্রিয়মাণে নাস্ত্যেব ধ্বনিব্যতিরিক্তঃ কাব্যপ্রকারঃ ।
যতঃ পরিপাকবতাং কবীনাং রসাদিতাৎপর্যাবিরহে ব্যাপার এব ন

প্রসিদ্ধমেব তত্তুল্যমেবার্থচিত্রং মন্তব্যমিতি ভাবঃ । আলেখ্যপ্রখ্যমিতি । রসাদি-
জীবরহিতং মুখ্যপ্রকৃতিরূপং চেত্যর্থঃ ।

অথ কিমিদমিতি আক্ষেপে বক্ষ্যমাণ আশয়ঃ । অত্রোত্তরম্—যত্র নেতি ।
আক্ষেপ্তা স্বাভিপ্রায়ঃ দর্শয়তি—প্রতীয়মান ইতি । অবস্তমংস্পর্শিতেতি । কচটত-
পাদিবগ্নিরর্থকঙ্কং দশদাড়িমাদিবদসংবন্ধার্থঙ্কং বেত্যর্থঃ ।

নহু মা ভূত কবিরিষয় ইত্যশঙ্ক্যাহ—কবিরিষয়শ্চেতি । কাব্যরূপতয়া যদপি
ন নির্দিষ্টস্তথাপি কবিগোচরীকৃত এবাসৌ বক্তব্যঃ । অগ্রস্ত বাহুকিবৃত্তান্ততুল্যস্তে-
হাভিধানাহোগাং কবেশ্চৈদগোচরো নুনমুনা প্রীতির্জনয়িতব্যো সা চাবশ্যং বিতা-
বাহুভাবব্যভিচারিপর্যবসায়িনীতি ভাবঃ । কিংঙ্কিতি ।

বিবক্ষা তৎপরত্বেন নাস্তি ত্বেন কথঞ্চন ।

ইত্যাদির্বোহলঙ্কারনিবেশনে সমীক্ষাপ্রকার উক্তস্তং যদা নাহুসরতীত্যর্থঃ ।
রসাদিশৃণুতেতি । নৈব তত্র রসপ্রতীতিরস্তি যথা পাকানভিজ্ঞানুদবির্গৃহীতে মাংস-

শোভতে। রসাদিতাৎপর্ষে চ নাস্ত্যেব তদ্বস্ত্ব যদভিমতরসাস্ত্রতাং
নীয়মানং ন প্রাপ্তগী ভবতি। অচেতনা অপি হি ভাবা যথাযথমুচিরস-
বিভাবতয়া চেতনবৃত্তাস্ত্রযোজনয়া বা ন সন্ত্যেব তে যে যাস্তি ন
রসাস্ত্রতাম্। তথা চেদমুচ্যতে—

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজ্ঞাপতিঃ।

যথাষ্ট্রৈ রোচতে বিশ্বং তথৈদং পরিবর্ততে ॥

শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জ্ঞাতং রসময়ং জগৎ।

স এব বীতরাগশ্চেন্নীরসং সর্বমেব তৎ ॥

ভাবানচেতনানপি চেতনবচেতনানচেতনবৎ।

ব্যবহারয়তি যথেষ্টং সুকবিঃ কাব্যে স্বতন্ত্রতয়া ॥

তস্মান্নাস্ত্যেব তদ্বস্ত্ব যৎ সর্বাশ্রনা রসতাৎপর্যবতঃ কবেস্তদিচ্ছয়া তদভি
মতরসাস্ত্রতাং ন ধত্তে। তথোপনিবধ্যমানং বা ন চারুত্বাতিশয়ং
পুষ্যতি। সর্বমেতচ্চ মহাকবীনাং কাব্যেষু দৃশ্যতে। অস্মাভিরপি
শ্বেষু কাব্যপ্রবন্ধেষু যথাযথং দর্শিতমেব। স্থিতে চৈবং সর্ব এব
কাব্যপ্রকারো ন ধ্বনিধর্মতামতিপততি রসাচ্ছপেক্ষায়াং কবেণ্ডুগীভূত-
ব্যঙ্গ্যলক্ষণোহপি প্রকারসুদঙ্গতামবলম্ব্যত ইত্যুক্তং প্রাক্। যদা তু
চাটুষ্ট দেবতাস্ত্বতিষু বা রসাদীনামঙ্গতয়া ব্যবস্থানং হৃদয়বতীষু চ

পাকবিশেষে। নহু বস্তুসৌন্দর্যাদবশ্যং ভবতি কদাচিত্ত্বাশ্রদোংকুশলকৃত্যায়ামপি
শিখরিণ্যামিবেত্যাশঙ্ক্যাহ—বাচ্যেত্যাदि। অনেকাপীতি। পূর্বং সর্বথা তজ্জুগত্বমুক্ত-
মধুনা তু দৌর্বল্যমিত্যপি শঙ্ক্যাহাঃ। অঙ্গকৃত্যয়াং চ শিখরিণ্যামহো শিখরিণীতি ন
তজ্জ্ঞানোচ্চমংকারঃ অপি তু দধিগুড়মরিচং চৈতদসমঙ্গসম্বোজিতমিতি বক্তারো
ভবন্তি। উক্তমিতি। ময়ৈবেত্যর্থঃ।

অলঙ্কারাণাং শব্দার্থগতানাং নিবন্ধ ইত্যর্থঃ। নহু ‘তচ্চিহ্নমভিধীয়তে’ ইতি
কিমেনোপদিষ্টেন। অকাব্যরূপং হি তদ্বিতি কথিতম্। হেয়তয়া তদ্ব্যপদিষ্টত
ইতি চেৎ—ঘটে কৃতে কবিন্ ভবতীত্যেতদপি বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্য কবিভিঃ খলু তৎ-
কৃতমতো হেয়তয়োপদিষ্টত ইভ্যেতন্নিক্রপয়তি—এতচ্চেত্যাদিনা। পরিপাকবতা-
মিতি। শব্দার্থবিষয়ো রসোচিত্যলক্ষণঃ পরিপাকো বিদ্যতে যেষাম্।

সপ্রজ্ঞকগাথাশ্চ কাস্মুচিদ্ভাষ্যবিশিষ্টবাচ্যে প্রাধান্যং তদপি গুণীভূত-
ব্যাঙ্গ্যশ্চ ধ্বনিনিষ্পন্দভূতত্বমেবেত্যুক্তং প্রাক্। তদবেমিদানীন্ত ন
কবিকাব্যনয়োপদেশে ক্রিয়মাণে প্রাথমিকানাং ভাষ্যার্থানাং যদি পরং
চিত্ৰেণ ব্যবহারঃ, প্রাপ্তপরিণতীনাং তু ধ্বনির্যেব কাব্যমিতি স্থিত-
মেতৎ। তদয়মত্র সংগ্রহঃ—

যস্মিন্ রসো বা ভাবো বা তাৎপর্যেণ প্রকাশতে।

সংবৃত্ত্যাভিহিতৌ বস্তু যত্রালঙ্কার এব বা ॥

কাব্যধ্বনি ধ্বনির্ব্যাঙ্গ্যপ্রাধান্যৈকনিবন্ধনঃ।

সর্বত্র তত্র বিষয়ী জ্ঞেয়ঃ সহদয়ৈর্জনৈঃ ॥

সগুণীভূতব্যাঙ্গ্যঃ সালঙ্কারৈঃ সহ প্রভেদঃ সৈঃ।

সঙ্করসংসৃষ্টিভ্যাং পুনরপ্যুত্থোততে বহুধা ॥ ৪৩ ॥

তস্মৈ চ ধ্বনেঃ স্বপ্রভেদৈর্গুণীভূতব্যাঙ্গ্যেন বাচ্যালঙ্কারৈশ্চ সঙ্করসং-
সৃষ্টিব্যবস্থায়াম্ ক্রিয়মাণায়াম্ বহুপ্রভেদতা লক্ষ্যে দৃশ্যেতে। তথা হি
স্বপ্রভেদসংকীর্ণঃ, স্বপ্রভেদসংসৃষ্টো গুণীভূতব্যাঙ্গ্যসঙ্কীর্ণো গুণীভূতব্যাঙ্গ্য-

যৎপদানি ত্যজন্ত্যেব পরিবৃত্তিসংস্কৃতাম্।

ইত্যপি রসোচিত্যশরণমেব বক্তব্যমগ্ৰথ। নির্হেতুকং তৎ। অপার ইতি।
অনাত্ত ইত্যর্থঃ। যথাক্রটি পরিবৃত্তিমাং—শৃঙ্গারীতি। শৃঙ্গারোক্তবিভাবানুভাব-
ব্যতিচারিচৰ্ণাক্রপপ্রতীতিময়ো ন তু জীব্যসনীতি মন্তব্যম্। অতএব ভরতমুনিঃ—
'কবেরত্ত্বগতং ভাবং' 'কাব্যার্থান্ ভাবয়তি' ইত্যাদিষু কবিশব্দমেব যুর্ধাভিযুক্ততয়া
প্রযুক্তে। নিরূপিতং চৈতদ্রসকপনির্ণয়বসরে। জগদিতি। তদ্রসনিমজ্জনা-
দিত্যর্থঃ। শৃঙ্গারপদং রসোপলক্ষণম্। স এবতি। যাবদ্রসিকো ন ভবতি
তদা পরিদৃশ্যমানোহংগ্যং ভাববর্ণো যস্তপি স্বধ্বঃসমোহমাধ্যাত্ম্যাত্মং লৌকিকং
বিতরতি, তথাপি কবিবর্ণনোপারোহং বিনা লোকাতিক্রান্তরসাস্বাদভূবং নাধিশেত
ইত্যর্থঃ। চাক্রহাতিশরং যন্ন পুঙ্খাতি তন্নাত্যেবেতি সম্বন্ধঃ। ধ্বনিতি। বিষম-
বাণলীলাদিষু। হৃদয়বতীষিতি। 'হিঅমূলিঅ' ইতি প্রাকৃত-কবিগোষ্ঠ্যাং
প্রসিদ্ধাশ্চ। ত্রিবর্ণোপারো পেষকুশলাশ্চ সপ্রজ্ঞকাঃ সহদয়া উচ্যন্তে। তদ্ গাথা
যথা ভট্টেশ্বরাজশ্চ—

সংসৃষ্টো বাচ্যালঙ্কারান্তরসঙ্কীর্ণো বাচ্যালঙ্কারান্তরসংসৃষ্টঃ সংসৃষ্টালঙ্কার-
সঙ্কীর্ণঃ সংসৃষ্টালঙ্কারসংসৃষ্টশ্চেতি বহুধা ধ্বনিঃ প্রকাশতে ।

তত্র স্বপ্রভেদসংকীর্ণং কদাচিদনুগ্রাহানুগ্রাহকভাবেন । যথা—
'এবং বাদিনি দেবর্ষো' ইত্যাদৌ । অত্র হর্থশক্ত্যন্তবানুরণনরূপব্যঙ্গ্য-
ধ্বনিপ্রভেদেনালক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনিপ্রভেদোহনুগ্রহমাণঃ প্রতীয়তে । এবং
কদাচিৎ প্রভেদদ্বয়সম্পাত সন্দেহেন । যথা—

খণপাল্গিআ দে অর এসা জাআএঁ কিংপি দে ভগিদা ।

রুঅই পড়োহরবলহীধরন্নি অণুগিজ্জউ বরাই ॥

(ক্ষণপ্রাধুনিকা দেবর এষা জায়য়া কিমপি তে ভনিতা ।

রোদিতি শৃণুবলভীগৃহেহনুনীয়তাং বরাকী । ইতিচ্ছায়া)

অত্র হনুনীয়তামিত্যেতৎ পদমর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যাৎসেব বিবক্ষিতা-
ন্যপরবাচ্যাৎসেব চ সম্ভাব্যতে । ন চান্যতরপক্ষনির্ণয়ে প্রমাণমস্তু । এক-

— লঙ্ঘিঅগঅণা ফলহীলআওহোত্ততি বটঅন্তীঅ ।

হালি অন্স আসিসং পালিবেসবতুঅ বিগিঠবিআ ॥

অত্র লঙ্ঘিতগগনা কার্পাসলতা ভবন্তি হালিকশ্মাশিষং বর্ষয়ন্ত্যা প্রাতিবেশক-
বধূকা নিবৃতিং প্রাপিতা ইতি চৌর্যসন্তোগাভিলাষিণীমিত্যেনেব ব্যঙ্গ্যেন বিশিষ্টঃ
বাচ্যমেব স্তন্দরম্ ।

গোলাকচ্ছ কুড্ধে তরেণ জম্বুস্ব পচমাণাস্থ ।

হলিঅবহুআ নিঅসই জম্বুরসরন্তঅং সিঅঅম্ ॥

অত্র গোদাবরীকচ্ছলতাগহনে ভরেণ জম্বুফলেষু পচ্যমানেষু । হালিকবধূঃ পরিধন্তে
জম্বুফলসরন্তং নিবসমিতি স্বরিতচৌর্যসন্তোগসম্ভাব্যমানজম্বুফলসরন্তত্বপরভাগনিহ-
বনং গুণীভূতব্যঙ্গ্যমিত্যলং বহুনা ।

ধ্বনিরেব কাব্যমিতি । আগ্নাশ্বিনোরভেদ এব বস্ততো ব্যুৎপত্তয়ে তু বিভাগঃ
কৃত ইত্যর্থঃ । বাগ্রহণাত্তদাভাসাদে: পূর্বোক্তস্ত গ্রহণম্ । সংবৃত্যেতি । গোপ্য-
মানতত্ত্বা লক্ষ্যসৌন্দর্যমিত্যর্থঃ । কাব্যধ্বনীতি । কাব্যমার্গে । বিষয়ীতি । ১ জিবিধস্ত
ধ্বনে কাব্যমার্গে বিষয় ইতি যাবৎ ॥ ৪১, ৪২ ॥

এবং শ্লোকদ্বয়েন সংগ্রহার্থমভিধায় বহুপ্রকারত্বপ্রদর্শিকাং পঠতি—সগুণীতি ।

ব্যঞ্জকানুপ্রবেশেন তু ব্যঙ্গ্যত্বমলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্য স্বপ্রভেদাস্তুরাপেক্ষয়া
বাহুল্যেন সম্ভবতি । যথা — ‘স্নিগ্ধশ্যামল’ ইত্যাদৌ । স্বপ্রভেদসংসৃষ্টং
চ যথা পূর্বোদাহরণ এব । অত্র হার্থাস্তুরসংক্রমিতবাচ্যস্তাত্যন্ততিরস্কৃত-
বাচ্যস্য চ সংসর্গঃ । গুণীভূতব্যঙ্গ্যসংকীর্ণং যথা — ‘অকারো হয়মেব
মে যদরয়ঃ’ ইত্যাদৌ । যথা বা —

কর্তা দ্যুতচ্ছলানাং জতুময়শরণোদীপনঃ সোহভিমানী

কৃষাকেশোত্তরীয়ব্যাপনয়নপটুঃ পাণ্ডবা যস্য দাসাঃ ।

রাজা দুঃশাসনাদেগুঁরুরনুজশতশ্রাদ্ধরাজস্য মিত্রং

কাস্তে হুর্যোধনোহসৌ কথয়ত ন কৃষা দ্রষ্টুমভ্যাগতো স্বঃ ॥

অত্র হালক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্য বাক্যার্থীভূতস্য ব্যঙ্গ্যবিশিষ্টবাচ্যাভিধায়িভিঃ
পদৈঃ সম্মিশ্রিতা । অতএব চ পদার্থাশ্রয়ত্বং গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য বাক্যার্থা-
শ্রয়ত্বং চ ধ্বনেঃ সঙ্কীর্ণতায়ামপি ন বিরোধঃ স্বপ্রভেদাস্তুরবৎ । যথা
হি ধ্বনিপ্রভেদাস্তুরাণি পরস্পরং সঙ্কীর্ণস্তে পদার্থবাক্যার্থাশ্রয়ত্বেন চ ন
বিরুদ্ধানি ।

সহ গুণীভূতব্যঙ্গ্যেন সহালঙ্কারৈর্ঘে বর্তন্তে যে ধ্বনেঃ প্রভেদান্তে: সঙ্কীর্ণতয়া সংসৃষ্টা
বানন্তপ্রকারো ধ্বনিরिति তাৎপর্যম্ । বহুপ্রকরতাং দর্শয়তি — তথা ইতি । স্বভে-
দৈগুণীভূতব্যঙ্গ্যেনালঙ্কারৈঃ প্রকাশ্যত ইতি ত্রয়ো ভেদাঃ । তত্রাপি প্রত্যেকং
সঙ্করণং সংসৃষ্টা চেতি ষট্ । সংকরণস্যপি ত্রয়ঃ প্রকারাঃ অনুগ্রাহানুগ্রাহকভাবেন
সন্দেহাস্পাদত্বেনৈকপদানুপ্রবেশেনেতি দ্বাদশ ভেদাঃ । পূর্বং চ যে পঞ্চত্রিংশত্তেদা
উক্তান্তে গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্যপি মন্তব্যঃ । স্বপ্রভেদাস্তাবন্তোলঙ্কার ইত্যেকসম্পত্তিঃ ।
তত্র সংকরণত্রেয়ং সংসৃষ্টা চ গুণনে যে শতে চতুরশীত্যধিকে । তাবতা পঞ্চত্রিংশতো
মুখ্যভেদানাং গুণনে সপ্তসহস্রাণি চত্বারি শতানি বিংশত্যধিকানি ভবন্তি । অলঙ্কারা-
ণামানন্ত্যাবসংখ্যত্বম্ ।

তত্র ব্যাপ্তপ্তয়ে কতিপয়ভেদেষু দাহরণানি দিংশুঃ স্বপ্রভেদানাং কারিকায়ামত-
পদার্থত্বেন প্রধানতযোক্তহাস্তদাশ্রয়ণ্যেব চত্বারুদাহরণাত্মাহ — তত্রোতি । অনুগ্রহমাণ
ইতি । লঙ্কয়া হি প্রতীতয়া । অভিলাষহৃৎকারোইত্রানুগ্রহতে ব্যভিচারীভূতত্বেন ।
ক্ষণ উৎসবস্তত্র নিমন্ত্রণেনানীতা হে দেবর ! এষা তে জায়য়া কিমপি ভণিতা

কিং চৈকব্যঙ্গ্যাশ্রয়ত্ব তু প্রধানগুণভাবো বিরূধ্যতে ন তু ব্যঙ্গ্য-
ভেদাপেক্ষয়া ততোপ্যস্তু ন বিরোধঃ । অয়ং চ সংকরসংস্থিতিব্যবহারো
বহু নামেকত্র বাচ্যবাচকভাব ইব ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবেহপি নির্বিরোধ এব
মস্তব্যঃ । যত্র তু পদানি কানিচিদবিবক্ষিতবাচ্যাশ্রয়রূপনরূপব্যঙ্গ্য-
বাচ্যানি বা তত্র ধ্বনিগুণীভূতব্যঙ্গ্যয়োঃ সংস্থিতিত্বম্ । যথা — ‘তেষাং
গোপবধূবিলাসসুহৃদাম্’ ইত্যাদৌ । অত্র হি বিলাসসুহৃদাং ‘রাধারহঃ-
সাক্ষিণাম্’ ইত্যেতে পদে ধ্বনিপ্রভেদরূপে ‘তে’ ‘জানে’ ইত্যেতে চ
পদে গুণীভূতব্যঙ্গ্যরূপে ।

বাচ্যালাঙ্কারসঙ্কীর্ণত্বমলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যাপেক্ষয়া রসবতি সালঙ্কারে
কাব্যে সর্বত্র সুব্যবস্থিতম্ । প্রভেনাস্তুরাণামপি কদাচিৎ সঙ্কীর্ণত্বং
ভবত্যেব । যথা মমৈব —

রোদিতি । পড়োহরে শূন্যে বলভীগ্রহেহনুনীয়তাং বরাকী । সা তাবদেবরাহুরজ্ঞা
তজ্জায়য়া বিদিতবৃত্তান্তয়া কিমপ্যুক্তোত্যোক্তিস্তদ্বৃত্তান্তং দৃষ্টবত্যা অগ্ন্যস্তদেবর-
চৌয়কামিগ্নাঃ । তত্র তব গ্রহিণ্যয়ং বৃত্তান্তো জ্ঞাত ইত্যুভয়তঃ কলহায়িতুমিচ্ছন্ত্যে-
বমাহ । তত্রার্থান্তরে সন্তোগেনৈকান্তোচিতেন পরিতোষ্যতামিত্যেবংরূপে বাচ্যস্তু
সংক্রমণম্ । যদি বা ত্বং তাবদেতস্ত্যামেবাহুরজ্ঞ ইতীর্ষ্যাকোপতাৎপর্যাদনুনয়নমগ্নপরং
বিবক্ষিতম্ । এষা তবেদানীমুচিতমগ্নইগ্নীয়ং প্রেমাঙ্গদমিত্যনুনয়ো বিবক্ষিতঃ, বয়ং
ত্বিদানীং গর্হণীয়াঃ সংবৃত্তা ইত্যেতৎপরতয়া উভয়থাপি চ স্বাভিপ্রায়প্রকাশনাদেকত-
রনিশ্চয়ে প্রমাণাভাব ইত্যুক্তম্ । বিবক্ষিতস্য হি স্বরূপস্থৈষ্যাগ্নপরত্বম্, সংক্রান্তিস্ত
তশ্চৈতদ্ভ্রূপতাপত্তিঃ । যদি বা দেবরাহুরজ্ঞায়া এব তং দেবরমগ্নয়া সহাবলোকিত-
সন্তোগবৃত্তান্তং প্রতীয়ুক্তিঃ, দেবরৈত্যামন্ত্রণাং । পূর্বব্যাখ্যানেন তু তদপেক্ষয়া
দেবরৈত্যামন্ত্রণং ব্যাখ্যাতম্ । বাহুল্যেনেতি । সর্বত্র কাব্যে রসাদিতাৎপর্যং তাবদন্তি
তত্র রসধ্বনের্ভাবধ্বনৈশ্চৈকেন ব্যঞ্জকেনাভিবাঞ্জনং স্নিগ্ধস্থামলোভ্যত্র বিশ্রলস্তৃষ্ণারস্তু
তদ্যভিচারিণশ্চ শ্যোকাবেগান্ননশ্চর্বাণীকৃত্যং । এবং ত্রিবিধং সংকরং ব্যাখ্যায় সংস্থি-
ত্বাদাহরতি — স্বপ্রভেদেতি । অত্র হীতি । লিপ্তশব্দাদৌ তিরস্কৃত্যো বাচ্যঃ, রামাদৌ
তু সংক্রান্ত ইত্যর্থঃ ।

এবং স্বপ্রভেদং প্রতি চতুর্ভেদাহুদাহৃত্য গুণীভূতব্যঙ্গ্যং প্রত্যাধাহরতি — গুণীভূ-

তেতি। অত্র হীতুদাহরণদ্বয়েইপি। অলক্ষ্যক্রমব্যাক্যশ্চেতি। রৌদ্রস্ত ব্যাক্য-
বিশিষ্টেত্যেনেণ গুণতা ব্যাক্যশ্চোক্তা। পদৈরিত্যুপলক্ষণে তৃতীয়া। তেন তদুপ-
লক্ষিতো যোইর্থো ব্যাক্যগুণীভাবেন বর্ততে তেন সংমিশ্রতা সংকীর্ণতা। সা চানু-
গ্রাহানুগ্রাহকভাবেন সন্ধেহযোগেনৈকব্যঞ্জকানুপ্রবেশেন চেতি যথাসম্ভবমুদাহরণদ্বয়ে
যোজ্যা। তথা হি—মে যদরয় ইত্যাদিভিঃ সৰ্বৈরেব পদার্থৈঃ কর্তেত্যাদিভিঃ
বিভাবাদিরূপতয়া রৌদ্র এবানুগ্রহতে।

কর্তেত্যাদৌ চ প্রতিপদং প্রত্যবান্তরবাক্যং প্রতি সমাসং চ ব্যাক্যমুৎপ্রেক্ষিতুং
শক্যমেবেতি ন লিখিতম্। পাণ্ডবা যস্ত দাসা ইতি তদীয়োক্ত্যনুকায়ঃ। তত্র
গুণীভূতব্যাক্যতাপি যোজয়িতুং শক্যা, বাচ্যশ্চৈব ক্রোধোদীপকত্বাৎ। দাসৈশ্চ কৃত-
কৃত্যৈ স্বাম্যবশ্যং দ্রষ্টব্য ইত্যর্থশক্ত্যানুরণনরূপতাপি। উভয়থাপি চারুত্বাদেকপক্ষগ্রহে
প্রমাণাভাবঃ। একব্যঞ্জকানুপ্রবেশস্ত তৈরেব পদৈঃ গুণীভূতস্য ব্যাক্যস্য প্রধানীভূতস্য
চ রসস্য বিভাবাদিদ্বারতয়্যাবিভাজনাৎ। অতএব চেতি! যতোংত্র লক্ষ্যে দৃশ্যতে
তত ইত্যর্থঃ।

ননু ব্যাক্যং গুণীভূতং প্রধানং চেতি বিরুদ্ধমেব তদদৃশ্যমানমপ্যুক্তত্বাৎ শ্রদ্ধেয়-
মিত্যাশঙ্ক্য ব্যাক্যকভেদান্তাবন্ন বিরোধ ইতি দর্শয়তি—অতএবেতি। স্বেতি।
স্বপ্রভেদান্তরাপি সন্ধীর্ণতয়া পূর্বমুদাহৃতানীত তাত্ত্বৈব দৃষ্টান্তয়তি। তদেব ব্যাচষ্টে
—যথা হীতি। তথাত্রাপীত্যাধ্যাহারোংত্র কর্তব্যঃ। ‘তথা হি’ ইতি বাপাঠঃ।

ননু ব্যাক্যকভেদাৎ প্রথমভেদয়োঃ পরিহারোংস্ত একব্যঞ্জকানুপ্রবেশে তু কিং
বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্য পারমার্থিকং পরিহারমাহ—কিঞ্চেতি। ততোংতীতি। যতোংত্র-
দ্যাক্যং গুণীভূতমন্তচ্চ প্রধানমিতি কো বিরোধঃ। ননু বাচ্যালঙ্কারবিষয়ে শ্রতোংয়ং
সংকরাদিব্যবহারো ন তু ব্যাক্যবিষয় ইত্যশঙ্ক্যাহ—অয়ং চেতি। মন্তব্য ইতি।
মননে প্রতীত্যা ভথা নিশ্চয়ঃ উভয়ত্রাপি প্রতীতেরেব শরণত্বাদিতি ভাবঃ। এবং
গুণীভূতব্যাক্যসংকরভেদাংস্ত্রানুদাহৃত্য সংসৃষ্টিমুদাহরতি—যত্র তু পদানীতি। কানি-
চিদিত্যেনেণ সংকরাবকাশং নিরাকরোতি। সুহৃচ্ছব্দেন সাক্ষিছব্দেন চাবিবক্ষিত-
বাচ্যো ধ্বনিঃ ‘তে’ ইতি পদেনাসাধারণগুণগণোহভিব্যাক্তোইপি গুণত্বমবলম্বতে,
বাচ্যশ্চৈব অরণ্য প্রাধাণেন চারুত্বহেতুত্বাৎ। ‘জানে’ ইত্যনেনোৎপ্রেক্ষ্যমাণানন্ত-
র্ধর্মব্যঞ্জকেনাপি ব্যাচমেবোৎপ্রেক্ষণরূপং প্রধানীক্রিয়তে। এবং গুণীভূতব্যাক্যেইপি-
চহারো ভেদা উদাহৃতাঃ।

অধুনালঙ্কারগতাংস্তান্দর্শয়তি—বাচ্যালঙ্কারেতি। ব্যাক্যত্বে স্বলঙ্কারাগমুক্ত-

যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা

দৃষ্টিৰ্হা পরিনিষ্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী ।

তে হে অপ্যবলস্য বিশ্বমনিশং নির্বর্ণরন্তো বয়ং

শ্রাস্তা নৈব চ লক্ষ্মক্লিশয়ন ত্তুক্তিতুল্যং সুখম্ ॥

ইত্যত্র বিরোধালঙ্কারেণার্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যস্য ধ্বনিপ্রভেদস্য সঙ্কীর্ণ-
ত্বম্ ।

ভেদাষ্টক এবান্তর্ভাব ইতি বাচ্যশব্দশাস্ত্রঃ । কাব্য ইতি এবংবিধমেব হি কাব্যং
ভবতি । স্ব্যাবস্থিতমিতি । ‘বিবক্ষা তৎপরত্বেন’ ইতি দ্বিতীয়োদ্যোতমূলোদাহ-
রণেভ্যঃ সংকরত্রয়ং সংসৃষ্টিশ্চ লভ্যত এব । ‘চলাপাদ্ভাং দৃষ্টিম্’ ইত্যত্র হি রূপক-
ব্যতিরেকস্য প্রাথ্যাত্ম্যাত্ম্য শৃঙ্গারানুগ্রাহকত্বং স্বভাবোক্তেঃ শৃঙ্গারস্ত চৈকানুপ্রবেশঃ ।
‘উপ্তই জায়া’ ইতি গাথায়াং পামরস্বভাবোক্তি র্হা ধ্বনির্বেতি প্রকরণগতভাবে এক-
তরগ্রাহকং প্রমাণং নাস্তি ।

যদ্যপ্যলঙ্কারো রসমবশমমুগ্ধহাতি, তথাপি ‘নাতিনির্বহগৈষিতা’ ইতি যদভি-
প্রায়োগোক্তং তত্র সংকরাসম্ভবাং সংসৃষ্টিরেবালঙ্কারেণ রসধ্বনেঃ । যথা — ‘বাহুল-
তিকাপাশেন বন্ধা দৃঢ়ম্’ ইত্যত্র । প্রভেদান্তরাণামপীতি । রসাদিধ্বনিব্যতিরিক্তা-
নাম্ । ব্যাপারবতীতি । নিষ্পাদনপ্রাণো হি রস ইত্যুক্তম্ । তত্র বিভাবাদি-
যোজনাল্লিকা বর্ণনা, ততঃ প্রভৃতি ঘটনাপর্যন্তা ক্রিয়া ব্যাপারঃ, তেন সততযুক্তা ।
রসানিতি । রসমানতাসারান্ স্থায়িত্বাবান্ রসয়িতুং রসমানতাপত্তিযোগ্যান্
কর্তুম্ । কাচিদিতি লোকবার্তাপতিতবোধাবস্থাভ্যাগেনোন্নীলন্তী । অতএব ‘তে
কবয়ঃ বর্ণনাযোগাং তেবাম্ । নবেতি । ক্ষণে ক্ষণে নূতনৈনুতনৈর্বেচিচৈত্র্যৈর্জগন্তা-
সুত্রয়ন্তি । দৃষ্টিরিতি । প্রতিভারূপা, তত্র দৃষ্টিচাক্ষুষং জ্ঞানং ষাড্ভাবাদি রসয়তীতি
বিরোধালঙ্কারোহন্ত এব নবা । তদমুগ্ধহীতশ্চ ধ্বনিঃ, তথা হি চাক্ষুষং জ্ঞানং
নাবিবক্ষিতমত্যন্তমসম্ভবাতাবাৎ । ন চান্তপরম্ অপি স্বর্থাত্তরে ঐন্দ্রিয়কবিজ্ঞানা-
ভ্যাসোল্লসিতে প্রতিভানলক্ষণেহর্থং সংক্রান্তম্ । সংক্রমণে চ বিরোধোহনুগ্রাহক
এব । তদ্বক্ষ্যতি — ‘বিরোধালঙ্কারেণ’ ইত্যাদিনা । যা চৈবংবিধা দৃষ্টিঃ পরিনিষ্ঠি-
তোহচলঃ অর্থবিষয়ে নিশ্চেতবো বিষয়েউন্মেষো যন্তাঃ । তথা পরিনিষ্ঠিতে লোক-
প্রসিদ্ধেইত্থে ন তু কবিবদপূর্বশ্লিষ্টার্থে উন্মেষো যন্তাঃ স । বিপশ্চিতামিদ্ভং বৈপশ্চিতী ।
তে অবলম্ব্যেতি । কবীনামিতি বৈপশ্চিতীতি বচনেন নাহং কবিন্ পণ্ডিত ইত্যাল্ল-

বাচ্যালঙ্কারসংস্ফষ্টং চ পদাপেক্ষ্যৈব । যত্র হি কানিচিৎ পদানি
বাচ্যালঙ্কারভাঞ্জি কানিচিচ্চ ধ্বনিপ্রভেদযুক্তানি । যথা —

দীর্ঘাকুর্বন্ পটুমদকলং কুজিতং সারসানাং

প্রত্যাষেষু স্মৃতিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ ।

যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ

সিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচার্টুকারঃ ।

নোহনৌদ্ধত্যং ধ্বজতে । অনাস্মীয়মপি দরিদ্রগৃহ ইবোপকরণতয়াগত আহুতমে-
তন্ময়া দৃষ্টিদ্বয়মিত্যর্থঃ । তে দে অপীতি । ন হে কয়া দৃষ্ট্যা সম্যঙ্নিবৰ্ণনং নির্বহতি ।
বিশ্বমিত্যশেষম্ । অনিশমিতি । পুনঃপুনরনবরুম্ । নির্বৰ্ণয়ন্তো বর্ণনয়া, তথা
নিশ্চিতার্থং বর্ণয়ন্তঃ ইদমিথমিতি পরামর্শানুমানাদিনা নির্ভজ্য নির্বৰ্ণনং কিমত্র সারং
স্বাদিতি তিলশস্তিলশো বিচয়নম্ । যচ্চ নির্বৰ্ণ্যতে তৎ খলু মধ্যো ব্যাপার্যমাণয়া
মধ্যো চার্খবিশেষেষু নিশ্চিতোন্মেষয়া নিশ্চলয়া দৃষ্ট্যা সম্যঙ্নিবৰ্ণিতং ভবতি ।
বয়মিতি । মিথ্যাতব্দদৃষ্ট্যাহরণব্যাসনি ইত্যর্থঃ । শ্রান্ত ইতি । ন কেবলং সারং ন
লক্ণং যাবৎ প্রত্যুত খেদঃ প্রাপ্ত ইতি ভাবঃ । চন্দ্রস্তশব্দস্বার্থে । অন্ধিশয়নেতি ।
যোগনিদ্রয়া স্বপ্নত এব সারস্বরূপবেদী স্বরূপাবস্থিত ইত্যর্থঃ । শ্রান্তস্ত শয়নস্থিতং
প্রতি বহমানো ভবতি । তন্তুজীতি । স্বমেব পরমাত্মস্বরূপো বিশ্বাসারন্তস্ত ভক্তিঃ
শ্রদ্ধাতিপূর্বকউপাসনাক্রমজন্তদাবেশন্তেন তুল্যঃ পি ন লক্ষ্যস্তাং তাবত্তজ্জাতীয়ম্ ।

এবং প্রথমমেব পরমেশ্বরভক্তিভাজঃ কুতূহলমাত্রাবলম্বিতকবিপ্রামাণিকোভয়বৃত্তেঃ
পুনরপি পরমেশ্বরভক্তিবিশ্রান্তিরেব যুক্তেতি মহানন্তেষমুক্তিঃ । সকলপ্রমাণপরি-
নিশ্চিতদৃষ্টাদৃষ্টবিষয়বিশেষজং যৎ স্বং, যদপি বা লোকোত্তরং রসচর্চণাশ্লকং ততঃ
উভয়তোহপি পরমেশ্বরবিশ্রান্ত্যানন্দঃ প্রকৃশ্যতে । তদানন্দবিপ্ৰেক্ষাতাবভাসো হি
রসাস্বাদ ইত্যুক্তং প্রাগস্মাভিঃ । লৌকিকং তু স্বং ততোহপি নিকৃষ্টপ্রায়ং বহুতর-
হুঃখানুভবাদিতি তাৎপর্যম্ । তত্রৈব দৃষ্টিশব্দাপ্রেক্ষ্যৈকপদানুপ্রবেশঃ । দৃষ্টিমবলম্ব্য
নির্বৰ্ণনমিতি বিরোধালঙ্কারো বাস্তবিত্যম্, অল্পপদভ্রাসেন দৃষ্টিশব্দোহত্যন্ততিরস্কৃত-
বাচ্যো বাস্ত ইত্যেকতরনিশ্চয়ে নাস্তি প্রমাণম্, প্রকারদ্বয়েনাপি হৃদহাৎ । ন চ
পূর্বজ্ঞাপ্যেবং বাচ্যম্ । নবাশঙ্কেন শব্দশক্ত্যানুরণনতয়া বিবোধস্ত সর্বথাবলম্বনাৎ ।

এবং সংকরণং ত্রিবিধমুদাহৃত্য সংস্ফষ্টমুদাহরতি বাচেতি । সকলবাক্যে হি
যত্নলঙ্কারোহপি ব্যাক্যার্থোহপি প্রধানং তদানুগ্রাহ্যানুগ্রাহকত্বসংকরণত্বভাবে ত্বসক্তি-

অত্র হি মৈত্রীপদমবিবক্ষিতবাচ্যো ধ্বনিঃ । পদাস্তুরেধলঙ্কারাস্তুরাণি ।
সংস্থলঙ্কারাস্তুরসঙ্কীর্ণো ধ্বনির্যথা—

দন্তক্ষতানি করজৈশ্চ বিপাটিতানি
প্রোত্তিরসান্দ্রপুলকে ভবতঃ শরীরে ।
দন্তানি রক্তমনসা মৃগরাজবধবা
জাতস্পৃহৈর্মুনিভিরপ্যবলোকিতানি ॥

রিত্যলঙ্কারেণ বা ধ্বনিনা বা পর্যায়েণ দ্ব্যভ্যামপি বা যুগপৎ পদবিশ্রান্তাভ্যাম্
ভাব্যমিতি ত্রয়ো ভেদাঃ । এতদাভীকৃত্য সাধারণমাহ—পদাপেক্ষয়েবেতি । যত্রানু-
গ্রাহানুগ্রাহকভাবং প্রত্যাক্ষ্যাপি নাবতরতি তৎ তৃতীয়মেব প্রকারমুদাহতুঁমুপক্রমতে
—যত্র হীতি । যস্মাদত্র কানিচিদলঙ্কারভাঞ্জি কানিচিদ্ ধ্বনিযুক্তানি, যথা দীর্ঘা-
কুব্ধনিত্যজ্ঞেতি । তথাবিধপদাপেক্ষয়েব বাচ্যলঙ্কারসংস্থষ্টদ্ব্যমত্যাভ্যাম্ পূর্বগ্রহেন
সম্বন্ধঃ কর্তব্যঃ । অত্র হীতি । অত্রত্যো হিশব্দো মৈত্রীপদমিত্যন্তানন্তরং যোজ্য
ইতি গ্রহসঙ্গতিঃ ।

দীর্ঘীকুব্ধনিত্যি । সিপ্রাবাতেন হি দূরমপ্যসৌ শব্দো নীয়তে, তথা স্নকুমারপবন-
স্পর্শজাতহর্ষাঃ চিরং কুজন্তি, তৎকুজন্তি চ বাতান্দোলিতসিপ্রাতরঙ্গজমধুরশব্দমিশ্রং
ভবতীতি দীর্ঘত্বম্ । পাটুতি । তথাসৌ স্নকুমারো বায়ুর্থেন তজ্জঃ শব্দঃ সারস-
কুজিতমপি নাভিভবতি প্রত্যুত তৎ সত্রক্ষচারী তদেব দীপয়তি । ন চ দীপনং
তদীয়মল্পযোগি যতন্তুদেন কলং মধুরমাকর্ণনীয়ম্ । প্রত্যাষেধিতি । প্রভাতস্য
তথাবিধসেবাবসরত্বম্ । বহুবচনং সদৈব তত্রৈষা হৃদতেতি নিরুপয়তি শ্ফুটিতাহন্ত-
বর্তমানমকরন্দভরেণ । তথা শ্ফুটিতানি বিকশিতানি নয়নহারীণি যানি কমলানি
তেষাং য আমোদন্তেন যা মৈত্রী অভ্যাসাঙ্গাবিয়েগপরস্পারানুকূল্যাভাস্তেন কষায়
উপরন্তো মকরন্দেন চ কষায়বর্ণীকৃতঃ । স্ত্রীণামিতি । সর্বস্য তথাবিধস্য ত্রৈলোক্য-
সারভূতস্য য এবং করোতি সুরতরুতাং গ্লানিং তাস্তি হরতি, অথচ তদ্বিষয়াং গ্লানিং
পুনঃ সন্তোগাভিলাষোদীপনেন হরতি ।

ন চ প্রসহপ্রভূততয়াংগি ঙ্গানুকুলো হৃদ্যস্পর্শঃ হৃদয়ান্তভূতশ্চ । প্রিয়তমে
তদ্বিষয়ে প্রার্থনার্থং চাটুনি কারয়তি । প্রিয়তমোহপি তৎপবনস্পর্শপ্রবুদ্ধসন্তোগাভি-
লাষঃ । প্রার্থনার্থং চাটুনি করোতীতি তথা কার্যত ইতি পরস্পরাহুয়াগপ্রাণ-
শৃঙ্গারসসর্বস্বভূতোহসৌ পবনঃ । যুক্তং চৈতন্তস্য যতঃ সিপ্রাপন্নিচিতোহসৌ বাত

অত্র হি সমাসোক্তিসংসৃষ্টেন বিয়োধালঙ্কারেণ সঙ্কীর্ণশালক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্য
ধ্বনেঃ প্রকাশনম্ । দয়াবীরস্য পরমার্থতো বাক্যার্থীভূতত্বাৎ । সংসৃষ্টা-
লঙ্কারসংসৃষ্টত্বং চ ধ্বনৈর্যথা —

অধিগপওঅরসিএসু পহিঅসামাইএসু দিঅহেসু ।

সোহই পসারিঅগিআণং গচ্চিঅং মোরবন্দাণম্ ॥

অত্র হ্যাপমারূপকাভ্যাং শব্দশক্ত্যুদ্ভবানুরণনরূপব্যঙ্গ্যস্য ধ্বনেঃ সং-
সৃষ্টত্বম্ ।

ইতি নাগরিকো ন ভবিদন্ধো গ্রাম্যপ্রায় ইত্যর্থঃ । প্রিয়তমোইপি রত্যন্তেইঙ্গানুকূলঃ
সংবাহনাদিনা প্রার্থনার্থং চাটুকর এবমেব সুরতগানি হরতি । কৃজিতং চানন্দী-
করণবচনাদি মধুরধ্বনিতং দীর্ঘীকরোতি । চাটুকরণাবসরে চ স্মৃতিতং বিকসিতং
যৎকমলকান্তিধারিবদনং তস্য যামোদমৈত্রী সহজসৌরভপরিচয়স্তেন কথায় উপরক্তো
ভবতি । অন্ধেষু চাতুৰ্য্যষ্টিকপ্রয়োগেষুহুকূলঃ । এবং শব্দরূপগন্ধস্পর্শা যত্র হৃদ্যা যত্র
চ পবনোইপি তথা নাগরিকঃ স তবাবশ্যমভিগন্তব্যো দেশ ইতি মেঘদূতে মেঘং
প্রতি কামিন ইয়মুক্তিঃ । উদাহরণে লক্ষণং যোজয়তি — মৈত্রীপদমিতি । হিশকো-
হনন্তরং পঠিতব্য ইত্যুক্তমেব । অলঙ্কারান্তরাগীতি । উৎপ্রেক্ষাষভাবোক্তিরূপ-
কোপমাঃ ক্রমেণেত্যর্থঃ । এবমিয়তা

গুণীভূতব্যঙ্গ্যৈঃ সালঙ্কারৈঃ স্বপ্রভেদৈঃ যৈঃ ।

সংকরসংসৃষ্টিভ্যাম্ ।

ইত্যেতদন্তঃ ব্যাখ্যায়োদাহরণানি চ নিরূপ্য ‘পুনরপি’ ইতি যৎ কারিকাভাগে
পদদ্বয়ং তস্যার্থং প্রকাশয়ন্ত্যুদাহরণদ্বারেণৈব — সংসৃষ্টেত্যাদি । পুনঃ-শব্দশাস্ত্রমর্থঃ —
ন কেবলং ধ্বনেঃ স্বপ্রভেদাদিভিঃ সংসৃষ্টিসংকরো বিবক্ষিতো যাবত্তেষামন্তোত্তমপি
স্বপ্রভেদানাং স্বপ্রভেদৈর্গুণীভূতব্যঙ্গ্যেন বা সঙ্কীর্ণানাং সংসৃষ্টানাং চ ধ্বনীনাম্
সঙ্কীর্ণত্বং সংসৃষ্টত্বং চ দুর্লক্ষ্যমিতি বিস্পষ্টোদাহরণং ন ভবতীত্যভিপ্রায়েণালঙ্কারস্থা-
লঙ্কারেণ সংসৃষ্টস্য সঙ্কীর্ণস্য বা ধ্বনৌ সংকরসংসর্গো প্রদর্শনীয়ো ।

তদস্মিন্ ভেদচতুষ্টয়ে প্রথমং ভেদমুদাহরতি — দন্তক্ষতানীতি । বোধিসত্ত্ব
অকিশোরভক্ষণপ্রবৃত্তাং সিংহীংপ্রতি নিজশরীরং বিতীর্ণবতঃ কেনচিচ্চাটুকং ক্রিয়তে ।
প্রোভুতঃ সাল্লঃ পুলকঃ পরার্থসম্পত্তিজেনানন্দভরণে যত্র । রক্তে ক্লধিরে মনোহ-
ভিলাষো যস্থাঃ, অনুরক্তং চ মনো যস্থাঃ । মুনয়শোদ্ধোদিতমদনাবেশাশ্চেতি,

এবং ধ্বনেঃপ্রাভেদাঃপ্রভেদাভেদাশ্চ কেন শক্যন্তে ।

সংখ্যাভূং দিঙ্ মাত্রং তেষামিদমুক্তমস্মাভিঃ ॥ ৪৪ ॥

অনন্তা হি ধ্বনেঃ প্রকারাঃ সহস্রদয়ানাং ব্যুৎপত্তয়ে তেষাং দিঙ্-
মাত্রং কথিতম্ ।

ইত্যুক্তলক্ষণো যো ধ্বনির্বিবেচ্যঃ প্রযত্নতঃ সন্তিঃ ।

সংকাব্যং কতুর্ বা জ্ঞাতুং বা সম্যগভিযুক্তৈঃ ॥ ৪৫ ॥

উক্তস্বরূপধ্বনিনিরূপণনিপুণা হি সংকবয়ঃ সহস্রদয়াশ্চ নিয়তমেব
কাব্যবিষয়ে পরাং প্রকর্ষপদবীমাসাদয়ন্তি ।

বিবোধঃ । জাতস্পৃহৈরিতি চ বয়মপি কদাচিদেবং কারুণিকপদবীমধিরোক্ষ্যামস্তদা
সত্যতো মুনয়ো ভবিষ্যাম ইতি মনোৱাজ্যযুক্তৈঃ । সমাসোক্তিঞ্চ নায়িকাবৃন্তান্ত-
প্রতীতেঃ । দয়াবীরশ্চেতি । দয়াপ্রযুক্তত্বাদত্র ধর্ম্মশ্চ ধর্ম্মবীব এব দয়াবীরশব্দে-
নোক্তঃ । বীরশ্চাত্র রসঃ, উৎসাহশ্চৈব স্থায়িত্বাদিতি ভাবঃ দয়াবীরশব্দেন বা শান্তং
ব্যপদিশতি । সোহত্র রসঃ সংস্থাপনকারেণাহুগৃহ্যতে । সমাসোক্তিমহিষা হয়মর্থঃ
সম্পদ্যতে—যথা কশিন্মনোরথশতপ্রাথিতপ্রৈয়দীসন্তোগাবসরে জাতপুলকস্তথা স্বং
পরার্থসম্পাদনায় স্বশরীরদান ইতি করুণাতিশয়োহনুভাববিভাবসম্পদোদ্বীপিতঃ ।

দ্বিতীয়ং ভেদমুদাহরতি—সংস্থেতি । অভিনবং হৃদয়ং পয়োদানাং মেঘানাং
রসিতং যেযু দিবসেষু । তথা পথিকান্ প্রতি শ্রামায়িতেষু মোহজনকত্বাদ্রাত্রিরূপ-
তামার্চরতবৎস্ত । যদি বা পথিকানাং শ্রামায়িতং হৃৎস্বপ্নেশেন শ্রামিকা যেভ্যঃ ।
শোভতে প্রসারিতগ্রীবাণাং ময়ূরবৃন্দানাং নৃত্যম্ । অভিনয়প্রয়োগরসিকেষু পথিক-
সামাজিকেযু সংস্থ ময়ূরবৃন্দানাং প্রসারিতগীতানাং প্রকৃষ্টসারণানুসারীগীতানাং তথা
গ্রীবারেচকায় প্রসারিতগ্রীবাণাং নৃত্যং শোভতে । পথিকান্ প্রতি শ্রামা ইবাচরন্তীতি
ক্যচ্ । প্রত্যয়েন লুপ্তোপমা নির্দিষ্টা । পথিকসামাজিকেষু কর্ম্মধারয়ন্ত স্পষ্টত্বা-
দ্রূপকম্ । তাভ্যাং ধ্বনেঃ সংসর্গ ইতি গ্রন্থকারশাসন্যঃ । অত্রৈবোদাহরণেইচ্ছা-
ভেদদ্বয়মুদাহৃতুং শক্যমিত্যাশয়েনোদাহরণান্তরং ন নন্তম্ । তথা হি—ব্যাভ্রাদেৱা-
কৃতিগগন্থে পথিকসামাজিকেষুতাপমারূপকাভ্যাং সন্দেহাস্পদত্বেন সন্ধীর্ণাভ্যামভিনয়-
প্রয়োগে, অভিনবপ্রয়োগে চ রসিকেষু প্রসারিতগীতানামিতি যঃ শব্দশক্ত্যুদ্ভবস্তশ্চ
সংসর্গমাত্রমহুগ্রাহত্বাভাবাৎ । ‘পহিঅসামাইএহু’ ইত্যত্র হু পদে সন্ধীর্ণাভ্যাং

অক্ষুটক্ষুরিতং কাব্যতত্ত্বমেতত্ত্বখোদিতম্ ।

অশক্লুবন্তিৰ্য্যাকতুং রীতয়ঃ সম্প্রবর্তিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

এতদধ্বনিপ্রবর্তনেন নির্ণীতং কাব্যতত্ত্বমক্ষুটক্ষুরিতং সদশক্লুবন্তিঃ
প্রতিপাদয়িতুং বৈদৰ্ভী গোড়ী পাকালী চেতি রীতয়ঃ প্রবর্তিতাঃ ।
রীতিলক্ষণবিধায়িনাং হি কাব্যতত্ত্বমেতৎ ক্ষুটতয়া মনাক্ষু সুরিতমাসী-
দিতি লক্ষ্যতে তদত্র ক্ষুটতয়া সম্প্রদর্শিতেনাশ্চেন রীতিলক্ষণেন ন
কিঞ্চিৎ ।

শব্দতত্ত্বাশ্রয়াঃ কাশ্চিদর্থতত্ত্বযুজোহপরাঃ ।

বৃত্তয়োহপি প্রকাশন্তে জ্ঞাতেহস্মিন্ কাব্যলক্ষণে ॥ ৪৭ ॥

অস্মিন্ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাববিবেচনময়ে কাব্যলক্ষণে জ্ঞাতে সতি যাঃ
কাশ্চিৎ প্রসিদ্ধা উপনাগরিকাভ্যাঃ শব্দতত্ত্বাশ্রয়া বৃত্তয়ো যাশ্চার্থতত্ত্ব-
সম্বন্ধাঃ কৈশিক্যাদয়স্তাঃ সম্যগীতিপদবীমবতরন্তি । অথথা তু তাসাম-
দৃষ্টার্থানামিব বৃত্তীণামশ্রদ্ধেয়ত্বমেব শ্রান্নানুভবসিদ্ধত্বম্ । এবং ক্ষুটতয়ৈব
লক্ষণীয়ং স্বরূপমশ্রদ্ধবনেঃ । যত্র শব্দানামর্থানাং চ কেযাঞ্চিৎ প্রতি-
পত্ত্বিবেশেষসংবেদ্যং জাত্যত্বমিব রত্নবিশেষানাং চারুত্বমনাথোয়মবভাসতে

তাভ্যামুপমারূপকাভ্যাং শব্দশক্তিমূল্যত্বেনেঃ সন্ধীর্ণত্বমেকব্যঞ্জকানুপ্রবেশাদিতি
সন্ধীর্ণালঙ্কারসংসৃষ্টঃ । সন্ধীর্ণালঙ্কারসন্ধীর্ণশ্চেত্যপি ভেদদ্বয়ং মন্তব্যম্ ॥ ৪৩ ॥

এতদ্ব্যপসংহরতি এবমিতি । স্পষ্টম্ ॥ ৪৪ ॥

অথ ‘সহৃদয়মনঃপ্রীত্যে’ ইতি যৎ স্মৃতিতং তদিদানীং ন শব্দমাত্রমপি তু নিবৃত্য-
মিত্যাশয়েনাই—ইত্যুক্তেতি । যঃ প্রযত্নতো বিবেচ্যঃ অস্মাভিশোক্তলক্ষণো ধ্বনি-
য়েতদেব কাব্যতত্ত্বং যথোদিতেন প্রপঞ্চনিরূপণাদিনা ব্যাকতুঁ মশক্লুবন্তিরলঙ্কারৈঃ
রীতয়ঃ প্রবর্তিতা ইত্যন্তরকারিকয়া সম্বন্ধঃ । অথো তু যচ্ছব্দস্থানে ‘অয়ম্’ ইতি
পঠন্তি । প্রকর্ষপদবীমিতি । নির্মাণে বোধে চেতি ভাবঃ । ব্যাকতুঁ মশক্লুবন্তিরিত্যত্র
হেতুঃ—অক্ষুটং কৃষা ক্ষুরিতমিতি । লক্ষ্যত ইতি । রীতির্হি গুণেদেব পর্যবসিতা ।
যদাহ—বিশেষো গুণাশ্চ গুণাশ্চ রসপর্যবসায়িন এবেতি হুঙ্কং প্রাগ্গুণনিরূপণে
‘শৃঙ্গার এব মধুরঃ’ ইত্যুক্তেতি । ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

প্রকাশত ইতি । অনুভবসিদ্ধতাং কাব্যজীবিতত্বং প্রযাপ্তীত্যর্থঃ । রীতিপদবী-

কাব্যে তত্র ধ্বনিব্যবহার ইতি যল্লক্ষণং ধ্বনেকরূচ্যতে কেনচিদ্ভদযুক্তমিতি
নাভিধেয়তামহীতি । যতঃ শব্দানাং স্বরূপাশ্রয়স্তাবদক্লিষ্টত্বে সত্যপ্রযুক্ত-
প্রয়োগঃ । বাচকশ্রয়স্ত প্রসাদো ব্যঞ্জকত্বং চেতি বিশেষঃ । অর্থানাং
চ স্ফুটত্বেনাবভাসনং ব্যঙ্গ্যপরত্বং ব্যঙ্গ্যাংশবিশিষ্টত্বং চেতি বিশেষঃ ।

তৌ চ বিশেষৌ ব্যাখ্যাভুং শক্যেতে ব্যাখ্যাতৌ চ বহুপ্রকারম্ ।
তদ্ব্যতিরিক্তানাথ্যেয়বিশেষসম্ভাবনা তু বিবেকাবসাদভাবমূলৈব ।
যস্মাদনাথ্যেয়ত্বং সর্বশব্দাগোচরত্বেন ন কস্মচিৎ সম্ভবতি । অন্ততোহ-
নাথ্যেয়শব্দেন তস্মাভিধানসম্ভবাৎ । সামান্যসম্পর্শবিকল্পশব্দাগো-
চরত্বে সতি প্রকাশমানত্বং তু যদাথ্যেয়ত্বমুচ্যতে কচিৎ তদপি কাব্য-
বিশেষাণাং রত্নবিশেষাণামিব ন সম্ভবতি । তেষাং লক্ষণকারৈর্য্যা-
কৃতরূপত্বাৎ । রত্নবিশেষানাং চ সামান্যসম্ভাবন্যেব মূল্যস্থিতিপরি-
কল্পনাদর্শনাচ্চ । উভয়েষামপি তেষাং প্রতিপত্ত্ববিশেষসংবেদনমন্ত্যেব ।

মিতি । তদ্বদেব পর্যবসায়িত্বাৎ । প্রতীতিপদবীমিতি বা পাঠঃ । নাগরিকয়া
হুপমিতেত্যুপ্রাস বৃত্তিঃ শৃঙ্গারাদৌ বিশ্রাম্যতি । পরুবেতি দীপ্তেযু রৌদ্রাদিনু ।
কোমলেতি হাস্তাদৌ । তথা—‘বৃত্তয়ঃ কাব্যমাতৃকাঃ’ ইতি যদ্বক্তং মুনির্না তত্র
রসোচিত এব চেষ্টাবিশেষো বৃত্তিঃ । যদাহ—

কৈশিকী লক্ষনেপথ্যা শৃঙ্গাররসসম্ভবা ইত্যাদি ।

ইয়ত ‘তস্মাভাবং জগদ্রপরে ইত্যাদাবভাববিকল্পেযু ‘বৃত্তয়ো রীতয়শ্চ গতাঃ শ্রবণ-
গোচরং, তদতিরিক্তঃ কোহয়ং ধ্বনি’রিতি । তত্র কথঞ্চিদভ্যুপগমঃ কৃতঃ কথঞ্চিচ্চ
দুষণং দত্তমস্ফুটস্ফুরিতমিতি বচনেন । ‘ইদানীং বাচাং স্থিতমবিষয়ে’ ইতি যদুচে
তত্ত্ব প্রথমোদ্যোতে দুষিতমপি দুষয়তি সর্বপ্রপঞ্চকথনে হি অসম্ভাব্যমেবানাথ্যেয়ত্ব
মিত্যভিপ্রায়েণ । অক্লিষ্টত্ব ইতি ঐতিকষ্টাঘতাব ইত্যর্থঃ । অপ্রযুক্তস্য প্রয়োগ
ইত্যপোনরুক্ত্যম্ । তাবিতি শব্দগতোহর্থগতশ্চ । বিবেকস্তাবসাদো যত্র তস্মা
ভাবো নির্বিবেকত্বম্ । সামান্যস্পর্শী যো বিকল্পস্ততোযঃ শব্দঃ দৃষ্টান্তেইপি অনাথ্যেয়-
ত্বং নাস্তীতি দর্শয়তি—রত্নবিশেষাণাং চেতি ; নহু সর্বেণ তস্ম সংবেদত ইত্যশঙ্ক্যা-
ভ্যুপগমেনৈবোত্তরয়তি—উভয়েষামিতি । রত্নানাং কাব্যানাং চ । নহু নার্থং শব্দাঃ
স্পৃশন্ত্যপীতি । অনির্দেশস্য বেদকমিত্যাদৌ কথমনাথ্যেয়ত্বং বহুনাযুক্তমিতি চেদব্রাহ

বৈকটিকা এব হি রত্নতত্ত্ববিদঃ, সহৃদয়া এব হি কাব্যানাং রসজ্ঞা ইতি কস্মাত্র বিপ্রতিপত্তিঃ ।

যত্বনির্দেশ্যং সর্বলক্ষণবিষয়ং বৌদ্ধানাং প্রসিদ্ধং তত্ত্বমতপরীক্ষায়াং গ্রন্থান্তরে নিরূপয়িষ্যামঃ । ইহ তু গ্রন্থান্তরশ্রবণলবপ্রকাশনং সহৃদয়-বৈমনস্তপ্রদায়ীতি ন প্রকিয়তে । বৌদ্ধমতেন বা যথা প্রত্যক্ষাদিলক্ষণং তথাস্মাকং ধ্বনিলক্ষণং ভবিষ্যতি । তস্মাল্লক্ষণান্তরস্তাঘটনাদশকার্থত্বাচ্চ তস্মোক্তমেব ধ্বনিলক্ষণং সাধীযঃ । তদিদমুক্তম্—

অনাখ্যেয়াংশভাসিত্বং নির্বাচ্যার্থতয়া ধ্বনেঃ ।

ন লক্ষণং, লক্ষণং তু সাধীয়োহস্ত যথোদিতম্ ॥

ইতি শ্রীরাজানকানন্দবধনাচার্যবিরচিত্তে ধ্বন্যালোকে তৃতীয় উদ্যোতঃ ॥

—যদ্বিতি । এবং হি সর্বভাববৃত্তান্ততুল্য এব ধ্বনিরिति ধ্বনিস্বরূপমনাখ্যেয়মিত্যভি-ব্যাপকং লক্ষণং স্তাদিতি ভাবঃ । গ্রন্থান্তর ইতি বিনিশ্চয়টীকায়াং ধর্মোত্তরাং যা বিবৃতিরমুনা গ্রন্থকৃতা কৃতা তত্রৈব তদ্ব্যাখ্যাতম্ । উক্তমিতি । সংগ্রহার্থং মমৈ-বেত্যর্থঃ । অনাখ্যেয়াংশভাসো বিদ্যতে যস্মিন্ কাব্যে তস্য ভাবস্তন্ম লক্ষণং ধ্বনেরিতি সম্বন্ধঃ । অত্র হেতুঃ—নির্বাচ্যার্থতয়েতি । নির্বিভজ্য বক্তুং শক্যত্বাদিত্যর্থঃ । অগ্রস্ত ‘নির্বাচ্যার্থতয়া’ ইত্যত্র নিসো নঞর্থকং পরিকল্প্যানাখ্যেয়াংশভাসিদ্ধেয়ং হেতুরিতি ব্যাচষ্টে. তন্তু ক্লিষ্টম্ । হেতুশ্চ সাধ্যাবিশিষ্ট ইত্যুক্তব্যাকথানমেবেতি শিবম্ ।

কাব্য্যালোকে প্রথাং নীতান্ ধ্বনিভেদান্ পরামুশং ।

ইদানীং লোচনং লোকান্ কৃতার্থান্ সংবিধাস্ততি ॥

আহুত্রিতানাং ভেদানাং ক্ষুটতাপত্তিদায়িনীম্ ।

ত্রিলোচনপ্রিয়াং বন্দে মধ্যমাং পরমেশ্বরীম্ ॥

ইতি শ্রীমহামাহেশ্বরীচার্যবর্ষাভিনবগুপ্তোন্নীলিতে সহৃদয়ালোকলোচনে ধ্বনি-সঙ্কেতে তৃতীয়ঃ উদ্যোতঃ ।

চতুর্থ উদ্যোতঃ

এবং ধ্বনিং সপ্রপ্রঞ্চং বিপ্রতিপত্তিনিরাসার্থং ব্যুৎপাত্ত তদ্ব্যুৎপাদনে-
প্রয়োজনান্তরমুচ্যতে—

ধ্বনৈর্যঃ সপ্তগীভূতব্যাঙ্গ্যস্তাধ্বা প্রদর্শিতঃ ।

অনেনানন্ত্যমায়াতি কবীনাং প্রতিভাশুণঃ ॥ ১ ॥

য এষ ধ্বনৈর্গীভূতব্যাঙ্গ্যস্ত চ মার্গঃ প্রকাশিতস্তস্ত ফলাস্তরং কবি-
প্রতিভানন্ত্যম্ । কথমিতি চেৎ—

অতো হস্ততমেনাপি প্রকারেণ বিভূষিতা ।

বাণী নবত্বমায়াতি পূর্বার্থাশ্রয়বতাপি ॥ ২ ॥

অতো ধ্বনৈরুক্তপ্রভেদমধ্যাদন্যতমেনাপি প্রকারেণ বিভূষিতা সতী
বাণী পুরাতনকবিনিবন্ধার্থসংস্পর্শবতাপি নবত্বমায়াতি । তথা হবি-
বক্ষিতবাচ্যস্ত ধ্বনৈঃ প্রকারদ্বয়সমাশ্রয়ণেন নবত্বং পূর্বার্থানুগমেহপি
যথা—

স্মিতং কিঞ্চিন্মুগ্ধং তরলমধুরো দৃষ্টিবিভবঃ

পরিষ্পন্দো বাচামভিনববিলাসোর্মিসরসঃ ।

গতানামারম্ভঃ কিসলয়িতলীলাপরিমলঃ

স্পৃশস্ত্যাস্তারুণ্যং কিমিব হি ন রম্যং মৃগদৃশঃ ॥

কৃত্যপঞ্চকনিবাহযোগেহপি পরমেশ্বরঃ ।

নাশ্রোপকরণাপেক্ষে যথা তাং নোমি শাক্ষরীম্ ॥

উদ্যোতান্তরসঙ্গতিং বিরচয়িতুং বৃত্তিকার আহ—এবমিতি । প্রয়োজনান্তরমিতি ।
যতপি ‘সহদয়মনঃ প্রীতয়’ ইত্যনেন প্রয়োজনং প্রাগেবোক্তং, তৃতীয়োদ্যোতাবধৌ চ
সংকাব্যং কতুং বা জ্ঞাতুং বেতি তদেবেষং ক্ষুটাকৃতং, তথাপি ক্ষুটতরীকতুর্মিদানীং
যত্নঃ । যতন্ত স্পষ্টরূপত্বেন বিজ্ঞায়তে, অতোহস্পষ্টনিরূপিতাং স্পষ্টনিরূপণমন্ত্যৈব
প্রতিভাতীতি প্রয়োজনান্তরমিত্যুক্তম্ । অথবা পূর্বোক্তয়োঃপ্রয়োজনয়োঃসম্ভবং

ইত্যস্ত,

সবিভ্রমস্মিতোদ্ভেদা লোলাক্ষ্যঃ প্রস্থলদৃগিরঃ ।

নিতস্থালসগামিষ্ঠ্যঃ কামিষ্ঠ্য কস্ত ন প্রিয়াঃ ॥

ইত্যেবমাদিষু শ্লোকেষু সংস্বপি তিরস্কৃতবাচ্যধ্বনিসমাশ্রয়েণাপূর্ব্বমেব
প্রতিভাসতে । তথা —

যঃ প্রথমঃ প্রথমঃ স তু তথা হি হতহস্তিবহলপললাশী ।

স্বাপদগণেষু সিংহঃ সিংহঃ কেনাধরীক্রিয়তে ॥

ইত্যস্ত,

স্বতেজঃক্ৰীতমহিমা কেনাশ্চেনাতিশয্যতে ।

মহন্তিরপিমাতঙ্গৈঃ সিংহঃ কিমভিভূয়তে ॥

ইত্যেবমাদিষু শ্লোকেষু সংস্বপ্যর্থাস্তরসঙ্ক্রমিতবাচ্যধ্বনিসমাশ্রয়েণ
নবত্বম্ । বিবক্ষিতাশ্রুপরবাচ্যস্থাপ্যুক্তপ্রকারসমাশ্রয়েণ নবত্বং যথা —

নিদ্রাকৈতবিনঃ প্রিয়স্ত বদনে বিদ্যস্ত বক্ত্রং বধুঃ

বোধত্রাসনিরুদ্ধচুস্বনরসাপ্যাভোগলোলং স্থিতা ।

বৈলক্ষ্যাদিমুখীভবেদিতি পুনস্তস্থাপ্যানারম্ভিণঃ

সাকাজ্ঞপ্রতিপত্তি নাম হৃদয়ং যাতং তু পারং রতেঃ ॥

বিশেষোহভিধীয়তে ; কেন বিশেষেণ সংকাব্যকরণমস্ত প্রয়োজনং, কেন চ সংকাব্য-
বোধ ইতি বিশেষো নিরূপ্যতে । তত্র সংকাব্যকরণে কথমস্ত ব্যাপার ইতি পূর্ব্বং
বক্তব্যং নিশ্চাদিতস্ত জ্ঞেয়ত্বাদিতি তদ্ব্যচ্যতে — ধ্বনেষ ইতি ॥ ১ ॥

নমু ধ্বনিভেদাৎ প্রতিভানামনন্ত্যমিতি ব্যাধিকরণমেতদিত্যভিপ্রায়েণাশঙ্কতে
— কথমিतीতি ।

অত্রোত্তরম — অতো হীতি । আসতাবদহবঃ প্রকারাঃ, একেনাপোষং ভবতীত্য-
পিশকার্থঃ । এতদ্বক্ত্রং ভবতি — বর্ণনীয়বস্তুনিষ্ঠঃ প্রজ্ঞাবিশেষঃ প্রতিভানং, তত্র
বর্ণনীয়স্ত পারিমিত্যাদাত্তকবিনৈব স্পৃষ্টতাং সর্বস্ত তদ্বিশয়ং প্রতিভানং তজ্জাতীয়মেব
স্তাৎ । ততশ্চ কাব্যমাপি তজ্জাতীয়মেবেতি ব্রষ্ট ইদানীং কবিপ্রয়োগঃ, উক্তবৈচিত্র্যেণ
তু তত এবার্থা নিরবধয়ো ভবন্তীতি তদ্বিশয়াণাং প্রতিভানামানন্ত্যমুপপন্নমিতি ।

ইত্যাদেঃ শ্লোকস্ত,

শূন্যং বাসগৃহং বিলোক্য শয়নাছুথায় কিঞ্চিচ্ছনৈ
 নিদ্রাব্যাজমুপাগতস্ত স্মৃতিরং নির্বণ্য পত্ন্য মুখম্ ।
 বিস্রব্ধং পরিচুস্ম্য জাতপুলকামালোক্য গণ্ডস্থলীং
 লজ্জানম্রমুখী প্রিয়েণ হসতা বালা চিরং চুস্মিতা ।

ইত্যাদিষু শ্লোকেষু সৎষপি নবত্বম্ । যথা বা — ‘তরঙ্গক্রভঙ্গা’ ইত্যাদি
 শ্লোকস্ত ‘নানান্তিভ্রমন্তুঃ’ ইত্যাদি শ্লোকাপেক্ষয়াশ্চত্বম্ ।

যুক্ত্যাহনয়ানুসর্তব্যো রসাদির্বহুবিস্তরঃ ।

মিথোহপ্যনন্ততাং প্রাপ্তঃ কাব্যমার্গো যদাশ্রয়াৎ ॥ ৩ ॥

নহু প্রতিভানন্ত্যস্ত কিং ফলমিতি নির্ণেতুং বাণী নবত্বমায়াতীতাক্তং, তেন বাণীনাং
 কাব্যাক্যাক্যাক্যনাং তাবদ্ব্যবস্থামায়াতীতি । তচ্চ প্রতিভানন্ত্যে সত্বাপপত্ততে, বাচ্যার্থা-
 নন্ত্যে তচ্চ ধ্বনিপ্রদাদিতি ।

তত্র প্রথমমত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যাহ্বয়মাহ — স্বিতমিতি । মুগ্ধমধুরবিভবসরসকিসলয়ি-
 তপরিমলস্পর্শনাত্ম্যত্বতিরস্কৃতানি । তৈরনাহতমৌন্দর্য্যসর্বজনবাল্লভ্যাক্ষীণপ্রসর-
 ত্বসতাপপ্রশমনতর্পকহৃদসৌকুমার্য্যসার্বকালিকতৎসংস্কারানুবৃত্তিহয়ত্নাভিলষণীয়সঙ্গতহানি
 ধ্বন্যমানানি যানি, তৈঃ স্বিতাদেঃ প্রসিদ্ধস্তার্থস্ত স্ববিবরবেদোবিহিতধর্মব্যতিরেকেণ
 ধর্মাস্তরপাত্রতা যাবৎক্রিয়তে, তাবদন্তদপূর্বমেব সম্পদ্যত ইতি সর্বত্রোতি মন্তব্যম্ ।
 অশ্বেতি অপূর্বত্বমেব ভাসত ইতি দুরেণ সম্বন্ধঃ । সর্বত্রৈবাস্ত নবত্বমিতি সঙ্গতিঃ ।
 দ্বিতীয়ঃ প্রথমশব্দোৎখাত্তরেহনপাকরণীয়প্রাধানত্বসাধারণত্বাদিব্যাক্যধর্মাস্তরে সংক্রান্তং
 স্বার্থং ব্যনক্তি । এবং সিংহোশব্দোৎপি বীরত্বানপেক্ষত্ববিশ্বয়নীয়ত্বাদৌ ব্যাক্যধর্মাস্তরে
 সঙ্ক্রান্তং স্বার্থং ধ্বনতি ।

এবং প্রথমস্ত ধৌ ভেদাবুদাহৃত্য দ্বিতীয়স্তাপ্যুদাহত্বমাহ্বয়তি — বিবক্ষিতেতি ।
 নিদ্রায়াং কৈতবী কৃতকসুপ্ত ইত্যর্থঃ । বদনে বিহ্বস্ত বক্তৃমিতি । বদনস্পর্শজমেব
 তাবদ্ব্যবস্থা স্তব্ধং ত্যক্তুন্ন পারয়তীতি । অতএব প্রিয়শ্বেতি । বধুঃ নবোঢ়া ।
 বোধক্রাসেন প্রিয়তমপ্রবোধভয়েন নিরুদ্ধো হঠাৎ প্রবর্তমানঃ প্রবর্তমানোহপি
 কথঞ্চিং কথঞ্চিং ক্ষণমাত্রকৃতশূন্যনাভিলাষো যথা । অতএব আভোগেন পুনঃ
 পুনর্নিদ্রাবিচারনির্বর্ণনয়া বিলোলং ক্রুড়া স্থিতা, ন তু সর্বথৈব চুস্মান্নিবর্তিতুং শক্লো-

বহুবিস্তারোহয়ং রসভাবতদাভাসতৎপ্রশমনলক্ষণো মার্গো যথাস্বং
বিভাবানুভাবপ্রভেদকলনয়া যথোক্তং প্রাক্ । স সর্ব এবানয়া যুক্ত্যানু-
সর্তব্যঃ । যন্ত রসাদেরাশ্রয়াদয়ং কাব্যমার্গঃ পুরাতনৈঃ কবিভিঃ সহস্র-
সংখ্যৈরসংখ্যৈর্বা বহুপ্রকারং ক্ষুণ্ণত্বান্নিথোহপ্যনন্ততামেতি । রসভাবা-
দীনাং হি প্রত্যেকং বিভাবানুভাবব্যভিচারিসমাশ্রয়াদপরিমিতত্বম্ ।
তেষাং চৈকৈকপ্রভেদাপেক্ষয়াপি তাবজ্জগদ্বৃত্তমুপনিবধ্যমানং সুকবি-
ভিস্তদ্বিচ্ছাবশাদন্যথা স্থিতমপ্যন্যথৈব বিবর্ততে । প্রতিপাদিতং চৈত-
চ্চিহ্নবিচারাবসরে । গাথা চাত্র কৃতৈব মহাকবিনা —

তীত্যর্থঃ । এবংভূতৈষা যদি ময়া পরিচূষ্যতে, তদ্বিলক্ষ্য বিমুখীভবেদিতি তস্মাপি
প্রিয়ন্ত পরিচূষনবিষয়ে নিরারম্ভন্ত । হৃদয়ং সাকাজ্জপ্রতিপত্তি নামেতি । সাকাজ্জা
সাত্তিলাষা প্রতিপত্তিঃ স্থিতির্ব্যস্ত তাদৃশং রুহরুহিকাকদর্থিতং ন তু মনোরথসম্পত্তি-
চরিতার্থং, কিন্তু রতে: পরস্পরজীবিতসর্ব্বাভিমানরূপায়াঃ, পরনিবৃত্তে: কেনচিদপ্যনু-
ভবেনালকাবগাহনান্নাঃ পারজতমিতি পরিপূর্ণীভূত এব শৃঙ্গারঃ । দ্বিতীয়শ্লোকে তু
পরিচূষনং সম্পন্নং লজ্জা স্বশব্দেনোক্তা । তেনাপি সা পরিচূষিতেতি ষট্‌পি পোষিত
এব শৃঙ্গারঃ, তথাপি প্রথমশ্লোকে পরস্পরাভিলাষপ্রদরনিরোধপরস্পরাপর্যবসান-
সম্ভবেন যা রতিরুক্তা সোভয়োয়্যপ্যেকস্বরূপচিন্ত্যত্বপ্রবেশমাচক্ষণা রত্তিং স্তত্রাং
পোষয়তি ॥ ২ ॥

এবং মৌলং ভেদচতুষ্টয়মুদাহৃত্যলক্ষ্যক্রমভেদেধতিদেশমুখেন সর্বোপভেদ-
বিষয়ং নির্দেশং করোতি যুক্ত্যানয়েতি । অনুসর্তব্য ইতি । উদাহর্তব্য ইত্যর্থঃ ।
যথোক্তমিতি ।

তস্মাদ্ভান্যং প্রভেদা য়ে প্রভেদাঃ স্বগতাশ্চ য়ে ।

তেষামানন্ত্যমন্তোস্তসম্বন্ধপরিকল্পনা ॥

ইত্যত্র । প্রতিপাদিতং চৈতদিতি । চশব্দোইপিষদ্বার্থে ভিন্নক্রমঃ । এতদপি
প্রতিপাদিতং ‘ভাবানচেতনানপি চেতনবচেনানচেতনবদি’ত্যত্র । অতথাস্থিতনপি
বহিস্তথাসংস্থিতানি বেতি । ইবশব্দেন একতরত্র বিশ্রান্তিযোগাভাবাদেব স্তত্রাং
বিচিত্ররূপানিত্যর্থঃ । হৃদয় ইতি । প্রধানতমে সমস্তভাবকনকনিকষহান ইত্যর্থঃ ।
নিবেশয়তি যন্ত যন্ত হৃদয়মস্তি, তস্য তস্য অচলতয়া তত্র স্থাপয়তীত্যর্থঃ । অতএব

অতহট্টএ বি তহসটিএ ক্ব হিঅঅস্মি জা নিবেসেই ।

অথবিসেসে সা জঅই বিকড়কইগোঅরা বাণী ॥

(অতথাস্থিতানপি তথাসংস্থিতানিবি হৃদয়ে যা নিবেশয়তি ।

অর্থবিশেষান্ সা জয়তি বিকটকবিগোচরা বাণী ॥ ইতি ছায়া)

তদিত্থং রসভাবাচ্ছায়েণ কাব্যার্থানামানন্ত্যং সুপ্রতিপাদিতম্ । এত-
দেবোপপাদয়িতুমুচ্যতে —

দৃষ্টপূর্বা অপি হৃথ্যাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ ।

সর্বৈ নবা ইবাভাস্তি মধুমাস ইব ক্রমাঃ ॥ ৪ ॥

তথা হি বিবক্ষিতান্ত্রপরবাচ্যশ্চৈব শব্দশক্ত্যুদ্ভবানুরণনরূপব্যঙ্গ্যপ্রকার-
সমাপ্তয়েণ নবত্বম্ । যথা — ‘ধরণীধারণায়াধুনা স্বঃ শেষঃ’ ইত্যাদেঃ ।

শেষো হিমগিরিস্তং চ মহান্তো গুরবঃ স্থিরাঃ ।

যদলঙ্ঘিতমর্ধাদাশ্চলন্তীং বিভ্রতে ভুবম্ ॥

ইত্যাদিষু সংস্পৃশি । তস্মৈবার্থশক্ত্যুদ্ভবানুরণনরূপব্যঙ্গ্যসমাপ্তয়েণ
নবত্বম্ । যথা — ‘এবংবাদিনি দেবর্ষৌ’ ইত্যাদি শ্লোকস্ত ।

তে প্রসিক্কার্থেভ্যোইহা এবৈত্যর্থবিশেষাসঃসম্পদ্যন্তে । হৃদয়নিবিষ্টা এব চ তথা
ভবন্তি নাগ্ৰথৈতার্থঃ । সা জয়তি পরিচ্ছিন্নশক্তিভ্যঃ প্রজাপতিভ্যোইপ্যুৎকর্ষণ
বর্ততে । তৎপ্রসাদাদেব কবিগোচরৌ বর্ণনীয়ৌইর্থৌ বিকটৌ নিঃসীমা
সম্পদ্যতে ॥ ৩ ॥

প্রতিভানাং বাণীনাঞ্চানন্ত্যং ধ্বনিকৃতমিতি যদহুস্তিগ্নযুক্তং, তদেব কারিকয়া
ভঙ্গ্যা নিরূপ্যত ইত্যাহ — উপপাদয়িতুমিতি । উপপত্ত্যা নিরূপয়িতুমিত্যর্থঃ । যত-
পর্য্যাপ্ত্যনন্ত্যমাত্রৈ হেতুর্বৃত্তিকারণোক্তং, তথাপি কারিকাকারণে নোক্ত ইতি ভাবঃ ।
যদি বা উচ্যতে সংগ্রহশ্লোকোইয়মিতি ভাবঃ । অত এবাস্ত শ্লোকস্ত বৃত্তিগ্রহে
ব্যাখ্যানং ন কৃতম্ ।

দৃষ্টপূর্বা ইতি । বহিঃপ্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণৈঃ প্রাক্তনৈশ্চ কবিত্তিরিত্যুভয়ধা
নৈয়ম্ । কাব্যং মধুরমাসংস্থানীয়ম্, স্পৃহাং লজ্জামিতি, রাগবতামুৎকলিকা ইতি চ ।
শব্দস্পৃষ্টেইত্থে কা হৃদত ।

কৃতে বরকথালাপে কুমার্য্যঃ পুলকোদগমৈঃ ।

সূচয়ন্তি স্পৃহামন্তর্লজ্জয়াবনতাননাঃ ॥

ইত্যাदिषু সংস্বর্থশক্ত্যুদ্ভবানুরণনরূপব্যঙ্গ্যস্ত কবিপ্রৌঢ়াক্তিনির্মিতশরী-
রত্বেন নবত্বম্ । যথা ‘সজ্জেই সুরহিমাসো —’ ইত্যাদেঃ ।

সুরভিসময়ে প্রবৃত্তে সহসা প্রাচুর্ভবন্তি রমণীয়াঃ ।

রাগবতামুৎকলিকাঃ সইব সহকারকলিকাভিঃ ॥

ইত্যাदिषু সংস্বপ্যপূর্বতমেব ।

অর্থশক্ত্যুদ্ভবানুরণনরূপব্যঙ্গ্যস্ত কবিনিবদ্ধবক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিমাত্র-
নিষ্পন্নশরীরত্বেন নবত্বম্ যথা — ‘বাণিঅঅ হখিদম্ভা’ ইত্যাদিগাথার্থস্ত ।

করিণীবৈধব্যকরো মম পুত্রো এককাণ্ডবিণবাই ।

হঅসোম্মাএঁ তহ কহো জহ কণ্ডকরণ্ডঅং বহই ॥

(করিণীবৈধব্যকরো মম পুত্র এককাণ্ডবিনিপাতী ।

হতসু যয়া তথা কৃতো যথা কাণ্ডকরণ্ডকং বহতি ॥ ইতিচ্ছায়া)

এতানি চোদাহরণানি বিতত্য পূর্বমেব ব্যাখ্যাতানীতি কিং পুনরুক্ত্য সত্যপি
প্রাক্তনকবিস্পৃষ্টে নূতনত্বং ভবত্যেবৈতৎপ্রকারানুগ্রহাদিত্যেতাংবতি তাৎপর্যং হি
গ্রন্থস্থাদিকম্ভাষ্যং । করিণীবৈধব্যকরো মম পুত্রঃ একেন কাণ্ডেন বিনিপাতনসমর্থঃ
হতসু যয়া তথা কৃতো যথা কাণ্ডকরণ্ডকং বহতীত্যন্তান এবান্নমর্থঃ, গাথার্থস্থানালীট-
তৈবেতি সম্বন্ধঃ ॥ ৪ ॥

অত্যন্তগ্রহণেন নিরপেক্ষভাবতয়া বিপ্রলস্তাশঙ্কাং পরিহরতি । বৃষ্ণীগাং পরস্পর-
ক্ষয়ঃ, পাণ্ডবানামপি মহাপথক্লেশেনানুচিতা বিপত্তিঃ, কৃষ্ণস্তাপি ব্যাধাদ্বিধ্বংস ইতি
সর্বস্তাপি বিরসমেবাবসানমিতি । মুখ্যতয়েতি । যদপি “ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ
মোক্ষে চে” ত্যুক্তং, তথাপি চম্বারশ্চকারা এবমাহুঃ — যদপি “ধর্ম্মার্থকামানাং সর্বস্বং
তাদৃগ্ নাস্তি যদন্তত্র ন বিদ্যতে, তথাপি পর্যন্তবিরসয়মত্রৈবাবলোক্যতাম্ । মোক্ষে তু
যদ্রপং তস্য সারতাত্রৈব বিচার্যতামিতি ।

যথায়থেতি । লোকৈস্তন্ত্র্যমাণং যত্নেন সম্পাদমানক্ষমার্থকামতৎসাধনলক্ষণং
বস্ত্ততত্ত্বাভিমতমপি । যেন যেনার্জনরক্ষণক্ষমাদিনা প্রকারেণ । অসারবস্ত্তুচ্ছেদ-
ন

এবমাদিধ্বৰ্ণেষু সংস্থপ্যনালীঢ়তৈব ।

যথা ব্যঙ্গ্যভেদসমাশ্রয়েণ ধ্বনেঃ কাব্যার্থানাং নবত্বমুৎপত্ততে, তথা ব্যঞ্জকভেদসমাশ্রয়েণাপি । তত্ত্ব গ্রন্থবিস্তরভয়ান্ন লিখ্যতে স্বয়মেব সহদয়ৈরভূহম্ । অত্র চ পুনঃ পুনরুক্তমপি সারতয়েদমুচ্যতে —

ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবেহস্মিষ্মিবিধে সম্ভবত্যপি ।

রসাদিময় একস্মিন্ কবিঃ স্রাদবধানবান্ ॥ ৫ ॥

অস্মিন্নর্থানন্ত্যাহেতৌ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবে বিচিত্রং শব্দানাং সম্ভবত্যপি কবিরপূর্বার্থলাভার্থী রসাদিময় একস্মিন্ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবে যত্নাদবদধীত । রসভাবতদাভাসরূপে হি ব্যঙ্গ্যে তদ্ব্যঞ্জকেষু চ যথানির্দিষ্টেষু বর্ণপদ-ব্যাক্যরচনাপ্রবন্ধেষু বহিতমনসঃ কবেঃ সর্বমপূর্বং কাব্যং সম্পত্ততে । তথা চ রামায়ণমহাভারতাদিষু সংগ্রামাদয়ঃ পুনঃ পুনরভিহিতা অপি নবনবাঃ প্রকাশন্তে । প্রবন্ধে চাক্ষু রস এক এবোপনিবধ্যমানোহর্থ-বিশেষলাভং ছায়াতিশয়ং চ পুষ্যতি । কস্মিন্নিবেতি চেৎ—যথা

জালাদিবৎ । বিপর্ষেতি । প্রহৃত বিপরীতং সম্পত্ততে । আন্তান্ত্র্য স্বরূপচিন্ত্যর্থঃ । তেন তেন প্রকারেণ অত্র লোকতন্ত্ৰে । বিরাগো জায়ত ইত্যনেন তদ্বজ্ঞানোথিতং নির্বেদং শান্তরসস্থায়িনং সুচয়তা তস্মৈব চ সর্বত্রসারস্বপ্রতিপাদনে প্রাধান্ত-মুক্তম্ ।

নহু শৃঙ্গারবীরাদিচমৎকারোৎপি তত্র ভাতীত্যাশঙ্ক্যাহ — পারমার্থিকেতি । ভোগাভিনিবেশিনাং লোকবাসনাবিষ্টানামাঙ্গভূতেইপি রসে তথাভিমানঃ, যথা শরীরে প্রমাতৃত্বাভিমানঃ প্রমাতৃত্বোদগায়তনমাত্রোৎপি । কেবলেষ্মিতি । পরমেশ্বর-ভক্ত্যুৎপকরণেষু তু ন দোষ ইত্যর্থঃ । বিভূতিষু রাগিণো গুণেষু চ নিবিষ্টমিযৌ মা ভূতেতি সম্বন্ধঃ । অগ্র ইতি । অতুক্রমণ্যনন্তরং যো ভারতগ্রন্থঃ তদ্রোত্যাঃ । নহু বহুদেবোপত্যং বাহুদেব ইত্যুচ্যতে, ন পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা মহাদেব ইত্যশঙ্ক্যাহ — বাহুদেবাদিসংজ্ঞাভিধেয়ধ্বনেতি ।

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্নাং প্রপত্ততে ।

বাহুদেবসঃ সর্বম্

ইত্যাদৌ অংশিরূপম্বেতৎ সংজ্ঞাভিধেয়মিতি নির্ণীতং তাৎপর্যম্ । নির্ণীতশ্চেতি ।

রামায়ণে যথা বা মহাভারতে । রামায়ণে হি করুণো রসঃ স্বয়মাদি-
কবিনা সূত্রিতঃ ‘শোকঃ শ্লোকস্লামাগতঃ’ ইত্যেবংবাদিনা । নিবৃত্তশ্চ
স এব সীতাত্যস্তবিয়োগপর্যন্তমেব স্বপ্রবন্ধমুপরচয়তা । মহাভারতেহপি
শাস্ত্ররূপং কাব্যচ্ছায়ায়িনি বৃষ্টিপাণ্ডববিরসাবসানবৈমনশ্চদায়িনীং
সমাশ্রিতমুপনিবন্ধতা মহামুনিনা বৈরাগ্যজননতাৎপর্যং প্রাধাত্তেন
স্বপ্রবন্ধস্ত দর্শয়তা মোক্ষলক্ষণঃ পুরুষার্থঃ শাস্তো রসশ্চ মুখ্যতয়া বিবক্ষা-
বিষয়েভেন সূচিতঃ । এতচ্চাংশেন বিবৃতমেবাত্মৈব্যাখ্যাবিধায়িভিঃ ।
স্বয়মেব চৈতদ্ভদ্রদীর্ঘং তেনোদীর্ণমহামোহমগ্নমুজ্জিহীর্ষতা লোকমতি-
বিমলজ্ঞানালোকদায়িনা লোকনাথেন—

শব্দা হি নিত্য্য এব সন্তোহনন্তরং কাকতালীয়বশান্তথা সঙ্কেতিতা ইত্যুক্তম্—
“ঋগ্বেদকবৃষ্টিকুরুভ্যশ্চে”ত্যত্র ।

শাস্ত্রনয় ইতি । তত্রাস্বাদযোগ্যভাবে পুরুষণার্থ্যত ইত্যয়মেব ব্যপদেশঃ
সাদরঃ, চমৎকারযোগে তু রসব্যপদেশ ইতি ভাবঃ । এতচ্চ গ্রহকারেণ তবালোকে
বিত্যোক্তমিহ বৃত্ত্য ন মুখ্যোৎসবসর ইতি নাস্মাভিস্তদ্বর্শিতম্ । স্তত্রামেবেতি
যদ্বক্তং তত্র হেতুমাং—প্রসিক্ষিচ্ছেতি । চশব্দো যস্মাদর্থে । যত ইয়ং লোকিকী
প্রসিক্ষিন্নাদিস্ততো ভগবদ্যাসপ্রভৃতীনাংপ্যয়মেবাস্বশকাভিধানে আশয়ঃ, অতথা হি
ক্রিয়াকারকসম্বাদৌ ‘নারায়ণং নমস্কৃত্যে’ত্যাদিশব্দার্থনিরূপণে চ তথাবিধ এব তস্ম
ভগবত আশয় ইত্যত্র কিং প্রমাণমিতি ভাবঃ । বিদম্ববিদ্বৎগ্রহণেন কাবানয়ে
শাস্ত্রনয় ইতি চাত্মতম্ । রসাদিময় এতন্মিন্ কবিঃ স্তাদবধানবানিতি । যদ্বক্তং,
তদেব প্রসঙ্গাগতভারতসম্বন্ধনিরূপণানন্তরমুপসংহরতি—তস্মাৎ স্থিতমিতি । অত
ইতি । যত এবং স্থিতং অত এবেদমপি যল্লক্ষ্যে দৃশ্যতে, তদুপপন্নমতথা তদুপপন্ন-
মেব, ন চ তদুপপন্নম্ ; চারুত্বেন প্রতীতেঃ । তস্মাৎশ্চৈতদেব কারণং রসাত্মগুণার্থ-
ত্বমেবেত্যাশয়ঃ । অলঙ্কারান্তরেতি । অন্তরশব্দো বিশেষবাচী । যদি বা দিৎসিতে
উদাহরণে রসবদলঙ্কারস্ত বিচরমানত্বাত্তদপেক্ষ্যালঙ্কারান্তরঃ শব্দঃ ।

নমু মৎস্রকচ্ছপদর্শনাং প্রতীকমানং যদেকচুলকে জলনিধিসন্নিধানং ততো
মুর্নোহাশ্রয়প্রতিপত্তিরিতি ন রসাত্মগুণেনার্থেন ছায়াপোষিতেতাশঙ্ক্যাহ—অত্র ইতি ।
নষেবং প্রতীকমানং জলনিধিদর্শনমেবাদতৃত্বাত্মগুণং ভবস্থিতি রসাত্মগুণোহত্র বাচ্যোহর্থ
ইত্যশ্বিন্নংশে কথমিদমুদাহরণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রোতি । ক্ষুণ্ণ ইতি পুনঃ পুনর্বর্ণন-

যথা যথা বিপর্ষেতি লোকতত্ত্বমসারবং ।

তথা তথা বিরাগোহত্র জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ।

ইত্যাদি বহুশঃ কথয়তা । ততশ্চ শাস্ত্রো রসো রসান্তরৈর্মোক্ষলক্ষণঃ পুরুষার্থঃ পুরুষার্থান্তরৈস্তত্ত্বপসর্জনত্বেনানুগম্যমানোহঙ্গিহেন বিবক্ষা-বিষয় ইতি মহাভারততাত্পর্যং সুব্যক্তমেবাবভাসতে । অঙ্গাঙ্গিভাবশ্চ যথা রসানাং তথা প্রতিপাদিতমেব ।

পারমার্থিকান্তস্তদ্ব্যনপেক্ষয়া শরীরশ্চৈবাক্ততস্ত রসস্ত পুরুষার্থস্ত চ স্বপ্রাধান্যেন চারুত্বমপ্যবিরুদ্ধম্ । নহু মহাভারতে যাবাদ্বিবক্ষাবিষয় সোহনুক্রমণ্যাং সর্ব এবানুক্রান্তো ন চৈতত্ত্ব দৃশ্যতে, প্রত্যুত সর্ব-পুরুষার্থপ্রবোধেতত্ত্বং সর্বরসগর্ভত্বং চ মহাভারতস্ত তস্মিন্দেবেশ স্বশব্দনিবেদিতত্বেন প্রতীয়তে । অত্রোচ্যতে—সত্যং শাস্ত্রস্যৈব রস-স্বাঙ্গিত্বং মহাভারতে মোক্ষস্ত চ সর্বপুরুষার্থেভ্যঃ প্রাধান্যমিত্যেতন্ন স্বশব্দাভিধেয়ত্বেনানুক্রমণ্যাং দর্শিতম্, দর্শিতং তু ব্যঙ্গ্যত্বেন—

ভগবান্নাসুদেবশ্চ কীর্ত্যতেহত্র সনাতনঃ’

ইত্যশ্বিন্বাক্যে । অনেন হ্রয়মর্থো ব্যঙ্গত্বেন বিবক্ষিতো যদত্র মহাভারতে পাণ্ডবাদিচরিতং যৎ কীর্ত্যতে তৎ সর্বমবসানবিরসমবিদ্যা-প্রপঞ্চরূপঞ্চ, পরমার্থসত্যস্বরূপস্ত ভগবান্ বাসুদেবোহত্র কীর্ত্যতে । তস্মান্নাস্বিন্বেব পরমেশ্বরে ভগবতি ভবত ভাবিতচেতসো, মা ভূং বিভূতিষু

নিরূপণাদিনা যৎপিষ্টাপিষ্টদ্বাদতিনির্ভিন্নস্বরূপমিত্যর্থঃ । বহুতরলক্ষ্যাব্যাপককৈত-দিতি দর্শয়তি—ন চেতাদিনা । রথ্যায়ান্ধলাগ্রেণ কাকতালীয়েন প্রতিলগ্ন-সাম্মুখ্যেন স পার্থেইত্য়পি সুভগ তস্তা যেনাত্তিক্রান্তঃ । রসপ্রতীতিরिति । পরস্পরহেতুকশৃঙ্গারপ্রতীতিঃ । অস্বার্থস্ত রসানুগুণং ব্যতিরেকদ্বারেণ দ্রুত্বতি—সাহামিত্যাদিনা ।

‘ধ্বনৈর্ব্যঃ ষঃ গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্বাক্ষরা প্রদর্শিত’

ইত্যুদ্যোতারস্তে যঃ শ্লোকঃ তত্র ধ্বনৈরধ্বনা কবীনাং প্রতিভাগুণোৎপত্তো ভবতীত্যেব ভাগো ব্যাখ্যাত ইত্যুপসংহরতি—তদেবমিত্যাদিনা । গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্তে-ত্যমুং ভাগং ব্যাচষ্টে—গুণীভূতেত্যাদিনা । ত্রিপ্রভেদো বহুলক্ষ্যরসায়না যো ব্যাঙ্গ্যঃ

নিঃসারাস্থ রাগিণো গুণেষু বা নয়বিনয়পরাক্রমাধিমীষু কেবলেষু
কেষুচিৎ সর্বাঙ্গনা প্রতিনিবিষ্টমিযঃ । তথা চাত্রে — পশ্যত নিঃসারতাং
সংসারশ্চেত্যমুমেবার্থং ত্যোতয়ন্ ক্ষুটমেবাবভাসতে ব্যঞ্জকশস্যমুগ্ধহী-
তশ্চ শব্দঃ । এবংবিধমেবার্থে গভীকৃতং সন্দর্শয়ন্তো অনন্তরল্লোকা
লক্ষ্যন্তে — ‘স হি সত্যম্’ ইত্যাদয়ঃ ।

অয়ং চ নিগূঢ়রমণীয়োহর্থো মহাভারতাবসানে হরিবংশাবর্ণনেন
সমাপ্তিং বিদধতা তেনৈব কবিবেদসা কৃষ্ণদ্বৈপায়নেন সম্যক্ ক্ষুটীকৃতঃ ।
অনেন চার্ধেন সংসারাতীতে তত্ত্বান্তরে ভক্ত্যতিশয়ং প্রবর্তয়তা সকল
এব সাংসারিকো ব্যবহারঃ পূর্বপক্ষকৃতো গ্ৰাক্ষেণ প্রকাশতে । দেবতা-
তীর্থতপঃ প্রভৃতীনাং চ প্রভাবাতিশয়বর্ণনং তস্মৈব পরব্রহ্মণঃ প্রাপ্ত্য-
পায়ত্বেন তদ্বিভূতিহেনৈব দেবতাবিশেষাণামন্তোষাৎ । পাণ্ডবাদি-
চরিতবর্ণনস্তাপি বৈরাগ্যজননতাৎপর্যাদবৈরাগ্যস্ত চ মোক্ষমূলত্বান্মো-
ক্ষস্ত চ ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন মুখ্যতয়া গীতাдиষু প্রদর্শিতত্বাৎ পরব্রহ্ম-
প্রাপ্ত্যুপায়ত্বমেব । পরম্পরয়া বাসুদেবাদিসংজ্ঞাভিধেয়ত্বেন চাপরিমিত-
শক্ত্যাস্পদং পরং ব্রহ্ম গীতাदिপ্রদেশান্তরেষু তদভিধানত্বেন লব্ধপ্রসিদ্ধি
মাধুরপ্রাচুর্ভাবানুকৃতসকলস্বরূপং বিবক্ষিতং ন তু মাধুরপ্রাচুর্ভাবাংশ
এব, সনাতনশব্দবিশেষিতত্বাৎ । রামায়ণাদিষু চানয়া সংজ্ঞয়া
ভগবন্তু ত্যস্তরে ব্যবহারদর্শনাৎ । নির্ণীতশ্চায়মর্থঃ শব্দতত্ত্ববিস্তিরেব ।

তস্ম যাপেক্ষা বাচ্যে গুণীভাবঃ তয়েত্যর্থঃ । তত্র সৰ্বে যে ধ্বনিভেদান্তেষাং গুণী
ভাবাদানন্ত্যমিতি তদাহ—অতিবিস্তরেতি । স্বয়মিতি । তত্র বস্তুনা ব্যাক্যেন
গুণীভূতেন নবত্বং সত্যপি পুরাণার্থস্পর্শে যথা মমৈব—

ভাববিহলরথং ককমলসরণাগআগআগঅখ্যাণ ।

ধ্বনমন্তং বিগদিষ্টা বিস্ফামকহেত্তি জুস্তমিগম্

অত্র ভ্রমনবরতমর্থাস্ত্যজসীতি ঔদার্যলক্ষণং বস্তু ধ্বজমানং বাচ্যস্তোপস্কারকং
নবত্বন্দদাতি, সত্যপি পুরাণকবিস্পৃষ্টেহর্থঃ ! তথাহি পুরাণী গাথা—

চাইঅগকরপরম্পরসঞ্চারণে অগিস্‌সংসরীরা ।

অথথা কিবণসরংথা স্বপ্নাপথ্যাস্ববংতীব ।

তদেবমনুক্রমণীনির্দিষ্টেন বাক্যেন ভগদ্ব্যতিরেকিনঃ সর্বস্বাস্ত্রাস্ত্রা-
 নিত্যতাং প্রকাশয়তা মোক্ষলক্ষণ এবৈকঃ পরঃ পুরুষার্থঃ শাস্ত্রনয়ে,
 কাব্যনয়ে চ তৃষ্ণাক্ষয়সুখপরিপোষলক্ষণঃ শাস্ত্রে রস মহাভারতস্ত্রা-
 স্ত্রিহেন বিবক্ষিত ইতি সুপ্রতিপাদিতম্ । অত্যন্তসারভূতত্বাচ্চায়মর্থো
 ব্যঙ্গ্যত্বেনৈব দর্শিতো ন তু বাচ্যত্বেন । সারভূতো হর্থঃ স্বশব্দানভি-
 ধেরত্বেন প্রকাশিতঃ সূত্ররামেব শোভামাবহতি । প্রসিদ্ধিশ্চেয়মন্ত্যেব
 বিদগ্ধবিদ্বৎপরিষৎসু যদভিমততরং বস্তু ব্যঙ্গ্যত্বেন প্রকাশ্যতে ন সাক্ষা-
 চ্ছব্দবাচ্যত্বেন । তস্মাৎ স্থিতমেতৎ—অঙ্গিভূতরসাত্মাশ্রয়েণ কাব্যে
 ক্রিয়মাণে নবার্থলাভো ভবতি বন্ধচ্ছায়া চ মহতী সম্পদ্বত ইতি ।
 অতএব চ রসানুগুণার্থবিশেষোপনিবন্ধমলঙ্কারান্তরবিবাহেহপি ছায়াতি-
 শয়যোগি লক্ষ্যে দৃশ্যতে যথা—

মুনির্জয়তি যোগীন্দ্রো মহাত্মা কুন্তসন্ধবঃ ।

যেনৈকচুলকে দৃষ্টৌ তৌ দিবৌ মৎস্যকচ্ছপৌ ॥

ইত্যাদৌ । অত্র হৃদুতরসানুগুণমেকচুলকে মৎস্যকচ্ছপদর্শনং ছায়াতি-
 শয়ং পুষ্যতি । তত্র হোকচুলকে সকলজলধিসন্নিধানাদপি দিব্যমৎস্য-
 কচ্ছপদর্শনমক্ষুণ্ণহৃদুতরসানুগুণতরম্ । ক্ষুণ্ণং হি বস্তু লোকপ্রসিদ্ধ্য-

অলঙ্কারেণ ব্যঙ্গ্যেন বাচ্যোপস্কারে নবত্বং যথা মমৈব—

বসন্তমন্তালিপরম্পরোপমাঃ কচাস্তবাসন্ কলরাগবৃদ্ধয়ে ।

শ্মশানভূভাগপরাগভাস্মরাঃ কথন্তদেতেন মনাগ্ বিরক্তয়ে ॥

অত্র হ্যাক্ষেপেণ বিভাবনয়া চ ধ্বজমানাত্যাং বাচ্যমুপস্কৃতমিতি নবত্বং সত্যপি
 পুরাণার্থযোগিহে । তথাহি পুরাণশ্লোকঃ—

স্তুত্বাকামমাৎসর্যং মরণাচ্চ মহত্ত্বম্ ।

পঞ্চৈতানি বিবৰ্ধন্তে বার্ষর্কে বিদ্বষামপি ॥ ইতি ।

ব্যঙ্গ্যেন রসেন গুণীভূতেন বাচ্যোপস্কারেণ নবত্বং যথা মমৈব—

জরা নেয়ং যুগ্মি ক্রবময়মসৌ কালভুজগঃ

ক্রোধাক্ষুণ্ণকাবৈঃ ক্ষুটগরলফেনান্ প্রকিরতি ।

দ্রুতমপি নাশ্চর্চকারি ভবতি । ন চাক্ষুঃ বস্তৃপনিবধ্যমানমদ্রুতরসশ্চৈ-
বানুগুণং যাবদ্রসান্তরস্থাপি । তদ্ যথা —

সিজ্জই রোমঞ্চিজ্জই নেবই রথাতুলাগ্গপড়িলগ্গো ।

সোপাসো অজ্জ বি সুহঅ জ্জেনাসি বোলীণো ॥

এতদগাথার্থান্ধাব্যমানাত্মা রসপ্রতীতিভবতি, সা ত্বাং স্পৃষ্ট্বা স্থিতি
রোমাঞ্চতে বেপতে ইত্যেবংবিধাদর্থাৎ প্রতীয়মানান্মনাগপি নো
জায়তে ।

তদেবং ধ্বনিপ্রভেদসমাশ্রয়েণ যথা কাব্যার্থানাং নবত্বং জায়তে
তথা প্রতিপাদিতম্ । গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্থাপি ত্রিভেদব্যঙ্গ্যাপেক্ষয়া যে
প্রকারান্তঃসমাশ্রয়েণাপি কাব্যবস্তুনাং নবত্বং ভবত্যেব । তত্ত্বতিবিস্তার-
কারীতি নোদাহৃতং সহদয়ৈঃ স্বয়মুৎপ্রেক্ষণীয়ম্ ।

তদেনং সংপত্তত্যথ চ স্থিতিম্ভূতহৃদয়ঃ ।

শিবোপায়ম্বেচ্ছন্ বত বত সুধীরঃ খলু জনঃ ॥

অত্রাভূতেন ব্যঞ্জন বাচ্যমুপকৃতং শান্তরসপ্রতিপত্ত্যঙ্গদ্বাচ্চাক্ষু ভবতীতি নবত্বং
সত্যপ্যস্মিন্ পুরাণম্লোকে জরাজীর্ণশরীরস্য বৈরাগ্যং যন্ন জায়তে, তন্নুং হৃদয়ে
যত্নাদৃট্মান্তীতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫ ॥

সংস্বপীত্যাদি কারিকায়্য উপস্কারঃ । ত্রীন্ পাদান্ স্পষ্টান্নত্বা তুর্যং পাদং
ব্যাখ্যাতুং পঠতি — যদীতি । বিদ্যমানো হৃদো প্রতিভাণ্ড উক্তরীত্য ভূয়ান্ ভবতি,
ন ত্ব্যন্তাসন্নৈবেত্যর্থঃ । তস্মিন্মিতি । অনন্তীভূতে প্রতিভাণ্ডে । ন কিঞ্চিদেবেতি ।
সর্বং হি পুরাণকবিনৈব স্পৃষ্টমিতি কিমিদানীং বর্ণ্যং, যত্র কবেবর্ণনাব্যাপারঃ স্তাৎ ।
ননু যত্রপি বর্ণ্যমপূর্বমাস্তি, তথাপ্যুক্তিপরিপাকগুণবটনাচাপরপর্যায়বন্ধচ্ছায়া নবনবা
ভবিষ্যতি । যন্নিবেশনে কাব্যান্তরাণাং সংরম্ভ ইত্যশঙ্ক্যাহ — বন্ধচ্ছায়াপীতি ।
অর্থদ্বয়ং গুণীভূতব্যঙ্গ্যং প্রধানভূতং ব্যঙ্গ্যং চ । নেদীয় ইতি । নিকটতরং হৃদয়ান্ন-
প্রবেশি ন ভবতীত্যর্থঃ অত্র হেতুমাহ — এবং হি সতীতি । চতুরত্বং সমাসসংঘটনা ।
মধুরম্মপারুণ্যম্ । তথাবিধানামিতি । অপূর্ববন্ধচ্ছায়াযুক্তানামপি পরোপনিবন্ধার্থ-
নিবন্ধনে পরকৃতকাব্যদ্ব্যবহার এব আদিত্যর্থশ্চাপূর্বমশ্রয়ণীয়ম্ । কবনীয়ং কাব্যং
তস্মা ভাবঃ কাব্যত্বং, ন ত্বয়ং ভাবপ্রত্যয়ান্তাং ভাবপ্রত্যয় ইতি শঙ্কিতব্যম্ ॥ ৬ ॥

ধ্বনেরিখং গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্ত চ সমাশ্রয়াৎ ।

ন কাব্যার্থবিরামোহস্তি যদি স্ম্যং প্রতিভাগুণঃ ॥ ৬ ॥

সংস্থপি পুরাতনকবিপ্রবন্ধেষু যদি স্ম্যং প্রতিভাগুণঃ, তস্মিংস্ত্বমতি ন
কিঞ্চিদেব কবের্বস্ত্বস্তি । বন্ধুচ্ছায়াপার্থদ্বয়ানুরূপশব্দসম্মিলনবিশৌহর্থপ্রতি-
ভানানাভাবে কথমুপপত্ততে । অনপেক্ষিতার্থবিশেষাক্ষররচনৈব বন্ধুচ্ছা-
য়েতি নেদং নেদীয়ঃ সহৃদয়ানাং । এবং হি সত্যর্থানপেক্ষচতুরমধুর-
বচনরচনায়ামপি কাব্যব্যপদেশঃ প্রবর্তেত । শব্দার্থয়োঃ সাহিত্যেন
কাব্যত্বে কথং তথাবিধে বিষয়ে কাব্যব্যবস্থেতি চেৎ — পরোপনিবন্ধার্থ-
বিরচনে যথা তৎকাব্যব্যবহারস্তথা তথাবিধানাং কাব্যসন্দর্ভানাং ।

ন চার্থানন্ত্যং ব্যঙ্গ্যার্থাপেক্ষ্যৈব যাবদ্বাচ্যার্থাপেক্ষ্যাপীতি প্রতি-
পাদয়িতুমুচ্যতে —

অবস্থাদেশকাদিবিশেষৈরপি জায়তে ।

আনন্ত্যমেব বাচ্যস্ত শুদ্ধস্তাপি স্বভাবতঃ ॥ ৭ ॥

প্রতিপাদয়িতুমিতি । প্রসঙ্গাদিতি শেষঃ । যদি বা বাচ্যতাবদ্বিবিধব্যঙ্গ্যোপযোগি
তদেব চেনন্তং তৎকালাদেবব্যঙ্গ্যানন্ত্যং ভবতীত্যভিপ্রায়েণেদং প্রকৃতমেবোচ্যতে ।
শুদ্ধস্তেতি । ব্যঙ্গ্যবিষয়ো যো ব্যাপারঃ তৎস্পর্শং বিনাপ্যনন্ত্যং স্বরূপমাত্রেনৈব পশ্চাত্তু
তথা স্বরূপেণানন্তং সদ্যঙ্গ্যং ব্যনক্তীতি ভাবঃ । ন তু সর্বথা তত্র ব্যঙ্গ্যং নাস্তীতি
মন্তব্যমাত্মভূততদ্রূপাভাবে কাব্যব্যবহারহানেঃ ; তথা চোদাহরণেষু রসধ্বনেঃ
সদ্যবোধেস্ত্যেব । আদিগ্রহণং ব্যাচষ্টে — স্বালক্ষণ্যেতি । স্বরূপেত্যর্থঃ । যথা রূপ-
স্পর্শয়োস্তীত্রেকাবস্থায়োরেকদ্রব্যনিষ্ঠয়োরেককালয়োশ্চ ।

ন চ তেষাং ঘটতেহবধিঃ, ন চ তে দৃশ্যন্তে কথমপি পুনরুক্তাঃ ।

যে বিভ্রমা প্রিয়াণামর্থ্য বা স্তববিবাগীনাং ॥

চকারাভ্যামতিবিস্ময়ঃ সূচ্যতে । কথমপীতি । প্রযত্নেনাপি বিচার্যমানং পৌনরু-
ক্ত্যং ন লভ্যমিতি যাবৎ । প্রিয়াণামিতি । বহুবল্লভো হি স্তবগো রাধাবল্লভ-
প্রায়স্তান্তাঃ কামিনীঃ পরিভোগস্বভগমুপভূক্তানোহপি ন বিভ্রমপৌনরুক্ত্যং পশুতি
তদা । এতদেব প্রিয়াত্বমুচ্যতে, যদাহ — ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতায়ুর্পেতি তদেব রূপং
রমণীয়তায় ইতি ।

শুদ্ধস্থানপেক্ষিতব্যঙ্গ্যস্থাপি বাচ্যস্থানন্ত্যমেব জায়তে স্বভাবতঃ । স্বভাবো হয়ং বাচ্যানাং চেতনানামচেতনানাং চ যদবস্থাভেদাদ্দেশ-
ভেদাং কালভেদাং স্থালক্ষণ্যভেদাচ্চানন্ততা ভবতি । তৈশ্চ তথা-
ব্যবস্থিতৈঃ সন্তিঃ প্রসিদ্ধানেকস্বভাবানুসরণরূপয়া স্বভাবোক্ত্যাপি
তাবত্বপনিবধ্যমানৈর্নিরবধিঃ কাব্যার্থঃ সম্পদ্যতে । তথা হাবস্থাভেদান্ন-
বদ্যং যথা—ভগবতী পার্বতী কুমারসম্ভবে ‘সর্বোপমাঙ্গব্যাসমুচ্চয়েন’
ইত্যাদিভিরুক্তিভিঃ প্রথমমেব পরিসমাপিতরূপবর্ণনাপি পুনর্ভগবতঃ
শম্ভোলোচনগোচরমায়াস্তু ‘বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী’ মন্থথোপকরণ-
ভূতেন ভঙ্গ্যস্তুরেণোপবর্ণিতা । সৈব চ পুনর্নবোদ্বাহসময়ে প্রসাধ্যমানা
‘তাং প্রাণ্ডমুখীং তত্র নিবেশয় তদ্বীম্’ ইত্যাদ্যুক্তিভিনর্নবেনৈব প্রকারেণ
নিরূপিতরূপসৌষ্ঠবা । ন চ তে তস্ম কবেরেকত্রৈবাসকৃতকৃতা বর্ণন-
প্রকারা অপুনরুক্ত্যেন বা প্রতিভাসন্তে । দর্শিতমেব চৈতদ্বিমবাণ-
লীলায়াম্—

এ অ তাপ ঘড়ই ওহী এ অ তে দীসন্তি কহ বি পুনরুত্তা ।

জে বিত্তমা পিআণং অথা বা সুকইবাণীগন ॥

অয়মপরশ্চাবস্থাভেদপ্রকারো যদচেতনানাং সর্বেষাং চেতনং
দ্বিতীয়ং রূপমভিমানিহপ্রসিদ্ধং হিমবদগঙ্গাদীনাম্ । তচ্ছোচিতচেতন-
বিষয়স্বরূপযোজনয়োপনিবধ্যমানমশ্রুদেব সম্পদ্যতে । যথা কুমারসম্ভব
এব পর্বতস্বরূপস্ম হিমবতো বর্ণনং, পুনঃ সপ্তর্ষিপ্রিয়োক্তিষু চেতনতৎ-
স্বরূপাপেক্ষয়া প্রদর্শিতং তদপূর্বমেব প্রতিভাতি । প্রসিদ্ধশ্চায়াং সংকবী-

প্রিয়াণামিতি চাসংসারং প্রবহদ্রপো যোঃয়ং কান্তানাং খিভ্রমবিশেষঃ স নবনব
এব দৃশ্যতে । ন হ্যসাবগিচয়নাদিবদন্ততঃ শিক্ষিতঃ, যেন তৎসাদৃশ্যং পুনরুক্ততাং
গচ্ছেৎ । অপি তু নিসর্গোদ্ভিগমানমদনাকুরবিকাসমাত্রস্তদিতি নবনবদ্বম্ । তদ্বৎ
পরকীয়শিক্ষানপেক্ষনিজপ্রতিভাশুণনিশ্চন্দ্রভূতং কাব্যার্থ ইতি ভাবঃ ।

তাবদিতি । উত্তরকালস্ত ব্যঙ্গ্যস্পর্শনেন বিচিত্রতাং পরাং ভজ্ঞতান্নাম, তাবতি
তু স্বভাবেনৈব সা বিচিত্রেতি তাবচ্ছন্দস্তাভিপ্রায়ঃ । তন্নিমিত্তানাঞ্চেতি । স্বভূ-
মাল্যাদীনাম্ । স্বেতি । স্বাহুভূতপরাহুভূতানাং যৎসামাশ্র্যতদেব বিশেষান্তরহি-

নাং মার্গঃ । ইদং চ প্রস্থানং কবিব্যুৎপত্তয়ে বিষমবাণলীলায়াং সপ্রপঞ্চ
দর্শিতম্ । চেতনানাঞ্চ বাল্যাণ্ডবস্থাভিরন্থং সংকবীনাং প্রসিদ্ধমেব ।
চেতনানামবস্থাভেরেপ্যবাস্তবস্থাভেদান্নানাত্মম্ । যথা কুমারীণাং
কুসুমশরভিন্নহৃদয়ানামন্থাসাং চ । তত্রাপি বিনীতানামবিনীতানাং চ ।
অচেতনানাং চ ভাবানামারম্ভাণ্ডবস্থাভেদভিন্নানামেকৈকশঃ স্বরূপমুপ-
নিবধ্যমানন্ত্যমেবোপযাতি । যথা—

হংসানাং নিনদেষু যৈঃ কবলিতৈরাসজ্যতে কুঞ্জতা ।

মন্থাঃ কোহপি কষায়কণ্ঠলুঠনাদাঘর্ষরো বিভ্রমঃ ।

তে সম্প্রত্যকঠোরবাণবধুদন্তাঙ্কুরস্পর্ধিনো

নির্যাতাঃ কমলাকরেসু বিসিনীকন্দাগ্রিমগ্রন্থয়ঃ ॥

এবমন্থত্রাপি দিশা নয়ান্নুসর্তব্যম্ ।

দেশভেদান্নানাত্মমচেতনানাং তাবৎ । যথা বায়ুনাং নানাदिदेश-
চারিণামন্থেবামপি সলিলকুসুমাদীনাং প্রসিদ্ধমেব । চেতনানামপি
মানুষ্যপশুপক্ষিপ্ৰভৃतीনাং গ্রামারণ্যসলিলাদিসমেধিতানাং পরস্পরং
মহাদ্বিশেষঃ সমুপলক্ষ্যত এব । স চ বিবিচ্য যথাযথমুপনিবধ্যমানস্তথৈ
বানন্ত্যমায়াতি । তথাহি—মানুষ্যাণামেব তাবদিগ্দেশাভিন্নানাং যে
ব্যবহারব্যাপারাদিসু বিচিত্রা বিশেষান্তেষাং কেনাস্তঃ শক্যতে গন্তুম্,

তন্তুন্নাত্ৰং তন্তুপ্রায়েণ । ন হি তৈ রিতি কাবাতিঃ । এতচ্চাত্যন্তাসংভাবনার্থমুক্তম্ ।
প্রত্যক্ষদর্শনৈঃপি হি—

শব্দাঃ সংকেতিতং প্রাচর্য্যবহারায় স স্মৃতঃ ।

তদা স্থলক্ষণং নাস্তি সঙ্কেতস্তেন তত্র নঃ ॥

ইত্যাদিযুক্তিভিঃ সামান্যমেব স্পৃশ্যতে । কিমিতি । অসংবেগমানমর্থপৌনরুক্ত্যাং
কথং প্রাকরণিকৈরঙ্গীকার্যমিতি ভাবঃ । তমেব প্রকটয়তি—ন চেদिति । উক্তি
হীতি । পর্যায়মাত্রতৈব যদ্ব্যক্তিবিশেষস্তৎপর্যায়ান্তরৈরবিকলং তদর্থোপনিবন্ধে
অপৌনরুক্ত্যাভিমানো ন ভবতি । তন্মাদ্বিশিষ্টবাচ্যপ্রতিপাদকেনৈবোক্তের্বিশেষ
ইতি ভাবঃ । গ্রাহবিশেষেতি গ্রাহঃ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈর্যো বিশেষঃ তন্ত যো অভেদঃ ।

তেনায়মর্থঃ—পদানান্তাবৎসামান্যে বা তদ্বতি বাইপোহে বা যত্র কুত্রাপি বস্তুনি

বিশেষতো ঘোষিতাম্ । উপনিবধ্যতে চ তৎসর্বমেব সুকবিভির্ঘথা-
প্রতিতম্ । কালভেদাচ্চ নানাঙ্কম্ । যথতু ভেদাদ্বিধোমসলিলাদীনা-
মচেতনানাম্ ।

কালভেদাচ্চ নানাঙ্কম্ । যথতু ভেদাদ্বিধোমসলিলাদীনা মচেত-
নানাম্ । চেতনানাং চোৎসুক্যাদয়ঃ কালবিশেষাশ্রয়িণঃ প্রসিদ্ধা এব ।
স্বালক্ষণ্যপ্রভেদাচ্চ সকলজগদগতানাং বস্তুনাং বিনিবন্ধনং প্রসিদ্ধমেব ।
তচ্চ যথাবস্থিতমপি তাবতুপনিবধ্যমানমনন্ততামেব কাব্যার্থস্থাপাদয়তি ।

অত্র কেচিচ্চাক্ষরীন্ — যথা সামান্যাত্মনা বস্তুনি বাচ্যতাং প্রতিপত্ত্বন্তে
ন বিশেষাত্মনা ; তানি হি স্বয়মবুভূতানাং সুখাদীনাং তন্নিমিত্তানাং চ
স্বরূপমন্ত্রারোপয়ন্তিঃ স্বপরানুভূতরূপসামান্যমাত্রাশ্রয়োগোপনিবধ্যন্তে
কবিভিঃ । ন হি তৈরতীতমনাগতং বর্তমানঞ্চ পরিচিতিদিস্বলক্ষণং
যোগিভিরিব প্রত্যক্ষীক্রিয়তে ; তচ্ছানুভাব্যানুভবসামান্যং সর্বপ্রতি-
পত্তৃসাধারণং পরিমিতত্বাৎ পুরাতনানামেব গোচরীভূতম্, তস্মা বিষয়ত্বা-
নুপপত্তেঃ ।

অতএব স প্রকারবিশেষো যৈরন্ততনৈরভিনবত্বেন প্রতীয়তে তেযাম-
ভিমানমাত্রমেব ভণিতিকৃতং বৈচিত্র্যমাত্রমাত্রাস্তীতি ।

তত্রোচ্যতে — যত্নজং সামান্যমাত্রাশ্রয়েণ কাব্যপ্রবৃত্তিস্তস্ত চ পরি-
মিতত্বেন প্রাগেব গোচরীকৃতত্বান্নাস্তি নবত্বং কাব্যবস্তুনামিতি, তদযুক্তম্ ;
যতো যদি সামান্যমাত্রমাশ্রিত্য কাব্যং প্রবর্ততে কিংকৃতস্তহি মহাকবি-
নিবধ্যমানং কাব্যার্থানামতিশয়ঃ । বাল্লীকিব্যতিরিক্তস্ত্রাণ্ডস্ত কবিব্য-
পদেশ এব বা সামান্যব্যতিরিক্তস্ত্রাণ্ডস্ত কাব্যার্থস্ত্রাভাবাৎ, সামান্যস্ত
চাদিকবিনৈব প্রদর্শিতত্বাৎ । উক্তিবৈচিত্র্যান্নৈষ দোষ ইতি চেৎ —

সময়ঃ, কিমনেন বাদান্তরেন ? বাক্যান্তদ্বিশেষঃ প্রতীয়ত ইতি কস্তাত্র বাদিনো
বিমতিঃ । অদ্বিত্যভিধানতদ্বিপৰ্যয়সংসর্গভেদাদিবাক্যার্থপক্ষেষু সর্বত্র বিশেষত্বা-
প্রত্যাহ্বয়ত্বাৎ । উক্তিবৈচিত্র্যঞ্চ ন পর্যায়মাত্রকৃতমিত্যুক্তম্ । অগন্তু যৎ প্রত্যা-
শ্রাকং পক্ষসাধকমিত্যাহ — কিঞ্চেতি । পুনরिति । ত্বয় ইত্যর্থঃ । উপমা হি নিন্ত,

কিমিদমুক্তিবৈচিত্র্যম্ ? উক্তির্হি বাচ্যবিশেষপ্রতিপাদি বচনম্ । তদ্বৈ-
চিত্র্যে কথং ন বাচ্যবৈচিত্র্যম্ বাচ্যবাচকয়োরবিনাভাবেন প্রযুক্তোঃ ।
বাচ্যানাং চ কাব্যে প্রতিভাসমানানাং যদ্রূপং তত্ত্ব গ্রাহ্যবিশেষাভেদে-
নৈব প্রতীয়তে । তেনোক্তিবৈচিত্র্যবাদিনা বাচ্যবৈচিত্র্যমনিচ্ছতাপ্য-
বশ্তমেবাভ্যুপগন্তব্যম্ । তদয়মত্র সংক্ষেপঃ—

বাল্মীকিব্যাতিরিক্তস্ত যথোকস্থাপি কস্তচিৎ ।

ইস্থতে প্রতিভার্থেষু তত্ত্বদানন্ত্যমক্ষয়ম্ ॥

কিঞ্চ, উক্তিবৈচিত্র্যং যৎকাব্যানবধৌ নিবন্ধনমুচ্যতে তদস্মৎপক্ষানুগুণ-
মেব । যতো যাবানয়ং কাব্যার্থানন্ত্যভেদহেতুঃ প্রকারঃ প্রাদর্শিতঃ স
সর্ব এব পুনরুক্তিবৈচিত্র্যাঙ্গিত্বতামাপদ্যতে । যশ্চায়মুপমানৈবাদির-
লঙ্কারবর্গঃ প্রসিদ্ধঃ স ভগিতিবৈচিত্র্যাঙ্গপনিবধ্যমানঃ স্বয়মেবানবধির্ধত্তে
পুনঃ শতশাখতাং । ভগিতিশ্চ স্বভাষাভেদেন ব্যবস্থিতা সতী প্রতি-
ন্যতভাষাগোচরার্থ বৈচিত্র্যানিবন্ধনং পুনরপরং কাব্যার্থানামানন্ত্য-
মাপাদয়তি । যথা মমৈব—

প্রতিম, ছল, প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়, তুল্য, সদৃশভাসাদিভির্বিচিত্রাভিক্রান্তিভি-
র্বিচিত্রীভবত্যেব । বস্তুত এতাসামুক্তীনামর্থবৈচিত্র্যস্ত বিত্তমানত্বাৎ । নিয়মেন
ভানযোগাঙ্গি নিভষণঃ, তদনুকারতয়া তু প্রতিমশব ইত্যেবং সর্বত্র বাচ্যং কেবলং
বালোপযোগি কাব্যটীকাপরিশীলনদোরাগ্ন্যাদেয়ু পর্যায়ত্বম্ ইতি ভাবঃ । এব-
মর্থানন্ত্যমলঙ্কারানন্ত্যঞ্চ ভগিতিবৈচিত্র্যান্ডবতি । অত্থাপি চ তত্ত্বতো ভবতীতি
দর্শয়তি—ভগিতিশ্চেতি । প্রতিনিয়তায় ভাষায় গোচরো বাচ্যো যোর্থন্তৎকৃতং
যদ্বৈচিত্র্যে তন্নিবন্ধনং নিমিত্তং যস্ত, অলঙ্কারাণাং কাব্যার্থানাঞ্চানন্ত্যস্ত । তৎকর্ম-
ভূতং ভগিতিবৈচিত্র্যং কর্তৃভূতমাপাদয়তীতি সম্বন্ধঃ । কর্মণো বিশেষণচ্ছলেন
হেতুর্দর্শিতঃ ।

মম মম ইতি ভগতো ব্রজতি কালো জনস্ত ।

তথাপি ন দেবো জনার্দনো গোচরো ভবতি ননমঃ ॥

মধুমথন ইতি ষোড়শবরতং ভগতি, তস্ত কথম্ দেবো মনোগোচরো ভবতীতি
বিরোধালঙ্কারচ্ছায়া । সৈন্ধবভাষয়া মহমহ ইত্যনয়া ভগিত্যা সমুন্মেষিতা ॥ ৭ ॥

মহমহ ইত্তি ভগন্তউ বজ্জদি কালো জগম্ম ।

তোই ৭ দেউ জণাদণ গোঅরী ভোদি মণসো ॥

ইথং যথা যথা নিরূপ্যতে তথা তথা ন লভ্যতেহন্তঃ কাব্যার্থানাম্ ।

ইদং তুচ্যতে—

অবস্থাদিবিভিন্নানাং বাচ্যানাং বিনিবন্ধনম্ ।

যৎপ্রদর্শিতং প্রাক্ ন তচ্ছক্যমপোহিতুম্ ॥

ভূম্নৈব দৃশ্যতে লক্ষ্যে তত্ত্ব ভাতি রসপ্রয়াং ॥ ৮ ॥

তদিদমত্র সংক্ষেপেণাভিধীয়তে সংকবীনাযুপদেশায়—

রসভাবাদিসম্বন্ধা যতৌচিত্যানুসারিণী ।

অস্বীয়তে বস্তুগতিদেশকাদিভেদিনী ॥ ৯ ॥

তৎ কা গণনা কবীনাং শ্রেয়াঃ পরিমিতশক্তীনাং ।

বাচম্পতিসহস্রাণাং সহস্রৈরপি যত্নতঃ ।

নিবন্ধা সা ক্ষয়ং নৈতি প্রকৃতির্জগতামিব ॥ ১০ ॥

যথা হি জগৎপ্রকৃতিরতীতকল্পপরম্পরাবিভূতবিচিত্রবস্তুপ্রপঞ্চা সতী

পুনরিদানীং পরিক্ষীণা পরপদার্থনির্মাণশক্তিরিতি ন শক্যতেহভিধাতুম্ ।

তদ্বদেবেয়ং কাব্যস্থিতিরনন্তাভিঃ কবিমতিভিরূপভূক্তাপি নেদানীং পরি-

হীয়তে, প্রত্যুত নবনবাভিব্যুৎপত্তিভিঃ পরিবৰ্ধতে । ইথং স্থিতেহপি—

সংবাদাস্ত ভবন্ত্যেব বাহুল্যেন সুমেধসাম্ ।

স্থিতং হেতুং সংবাদিগ্ন এব মেধাবিনাং বুদ্ধয়ঃ । কিন্তু—

নৈকরূপতয়া সর্বৈব তে মন্তব্য্য বিপশ্চিতা ॥ ১১ ॥

অবস্থাদিবিভিন্নানাং বাচ্যানাং বিনিবন্ধনম্ ।

ভূম্নৈব দৃশ্যতে লক্ষ্যে তত্ত্ব ভাতি রসপ্রয়াং ॥

ইতি কারিকা । অতস্ত গ্রন্থো মধ্যোপস্কারঃ ॥ ৮ ॥

অত্র তু পাদত্রয়স্বার্থমনুগ্ৰ চতুর্থপাদার্থোৎপূৰ্ণতয়া বিধীয়তে । তদিত্যাদি

শক্তীনামিত্যন্তং কারিকায়োর্মধ্যোপস্কারঃ । দ্বিতীয়কারিকায়ান্তর্গতং পাদং ব্যাচষ্টে—

যথা হীতি ॥ ৯, ১০ ॥

সংবাদা ইতি কারিকায়্য অর্থং নৈকরূপতয়েতি দ্বিতীয়ম্ ॥ ১১ ॥

কথমিতি চেৎ—

সংবাদো হৃদ্যসাদৃশ্যং তৎপুনঃ প্রতিবিম্ববৎ ।

আলেখ্যাকারবন্তু ল্যদেহিবচ্চ শরীরিণাম্ ॥ ১২ ॥

সংবাদো হি কাব্যার্থস্তোচ্যতে যদন্তেন কাব্যবস্তুনা সাদৃশ্যম্ । তৎ-
পুনঃ শরীরিণাং প্রতিবিম্ববদলেখ্যাকারবৎ তুল্যদেহিবচ্চ ত্রিধা ব্যবস্থি-
তম্ । কিঞ্চিদ্বি কাব্যবস্তু বস্তুস্তরশ্চ শরীরিণঃ প্রতিবিম্বকল্পম্, অগ্ন্যত্না-
লেখ্যপ্রথম, অগ্ন্যত্নল্যেন শরীরিণা সদৃশম্ ।

তত্র পূর্বমনন্তায় তুচ্ছায় তদনন্তরম্ ।

তৃতীয়ং তু প্রসিদ্ধায় নান্তসাম্যং ত্যজেৎ কবিঃ ॥ ১৩ ॥

তত্র পূর্বং প্রতিবিম্বকল্পং কাব্যবস্তু পরিহর্তব্যং স্মৃতিনা । যতস্তদন-
ন্তায় তাত্ত্বিকশরীরশূন্যম্ । তদনন্তরমালেখ্যমগ্ন্যসাম্যং শরীরান্তর-

কিমিৎ রাজ্যস্তেতাভিপ্ৰায়েণাশঙ্কতে—কথমিতি চেদिति । অত্রোত্তরম্—

সংবাদো হৃদ্যসাদৃশ্যংপুনঃ প্রতিবিম্ববৎ ।

আলেখ্যাকারবন্তু ল্যদেহিবচ্চ শরীরিণাম্ ॥

ইত্যনয়া কারিকয়া । এষা ষণ্ডীকৃত্য বৃত্তো ব্যাখ্যাতা । শরীরিণামিত্যয়ঞ্চ
শব্দঃ প্রতিবাক্যং দ্রষ্টব্য ইতি দর্শিতম্ । শরীরিণ ইতি । পূর্বমেবপ্রতিলক্ষ্যরূপতয়া
প্রধানভূতশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তত্র পূর্বমনন্তায় তুচ্ছায় তদনন্তরম্ ।

তৃতীয়স্ত প্রসিদ্ধায় নান্তসাম্যন্ত্যজেৎ কবিঃ ॥

ইতি কারিকা । অনন্ত্যঃ পূর্বোপনিবন্ধকাব্যাদান্না স্বভাবো যশ্চ তদনন্তায় যেন
রূপেণ ভাতি তৎপ্রাক্‌বিস্পৃষ্টমেব, যথা যেন রূপেণ প্রতিবিম্বং ভাতি, তেন রূপেণ
বিম্বমেবৈতৎ । স্বয়ন্ত তৎ কৌশলমিত্যত্রাহ—তাত্ত্বিকশরীরশূন্যমিতি । ন হি তেন
কিঞ্চিদপূর্বমুৎপ্রেক্ষিতং প্রতিবিম্বমপ্যেবমেব । এবং প্রথমং প্রকারং ব্যাখ্যায় দ্বিতীয়ং
ব্যাচষ্টে—তদনন্তরত্বীতি । দ্বিতীয়মিত্যর্থঃ । অন্তেন সাম্যং যশ্চ তন্তথা । তুচ্ছাশ্চেতি ।
অন্যকারে হৃদ্যকার্যবুদ্ধিরেব চিত্রপুস্তকাদাবিব ন তু সিন্দূরাদিবুদ্ধিঃ ক্ষুরতি, সাপি চ
ন চাক্রদ্বায়েতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

যুক্তমপি তুচ্ছাশ্বহেন ত্যক্তব্যম্ । তৃতীয়ং তু বিভিন্নকমনীয়শরীর-
সম্ভাবে সতি সংবাদমপি কাব্যবস্তু ন ত্যক্তব্যং কবিনা । ন হি শরীরী
শরীরিণাশ্চেন সদৃশোহপ্যেক এবেতি শক্যতে বক্তুম্ ।

এতদেবোপপাদয়িতুমুচ্যতে —

আশ্বনোহশ্বস্য সম্ভাবে পূর্বস্থিতানুযায্যপি ।

বস্তু ভাতিতরাং তস্যাঃ শশিচ্ছায়মিবাননম্ ॥ ১৪ ॥

তদ্ব্যস্ত সারভূতস্ত্যশ্বনঃ সম্ভাবেহশ্বস্য পূর্বস্থিতানুযায্যপি বস্তু ভাতি-
তরাম্ । পুরাণরমণীয়চ্ছায়ানুগৃহীতং হি বস্তু শরীরবৎ পরাং শোভাং
পুষ্পতি । ন তু পুনরুক্ত্যেনাবভাসতে । তস্যাঃ শশিচ্ছায়মিবাননম্ ।

এবং তাবৎ সংবাদাসাং সমুদায়রূপাণাং বাক্যার্থানাং বিভক্তাঃ
সীমানাঃ । পদার্থরূপাণাং চ বস্তুস্তরসদৃশানাং কাব্যবস্তুনাং নাস্ত্যেব
দোষ ইতি প্রতিপাদয়িতুমুচ্যতে —

অক্ষরাদিবচনেব যোজ্যতে যত্র বস্তুরচনা পুরাতনী ।

নূতনে ক্ষুরতি কাব্যবস্তুনি ব্যক্তমেব খলু সা ন দৃশ্যতি ॥ ১৫ ॥

এতদেবেতি তৃতীয়স্য রূপস্তাত্যাজ্যম্ ।

আশ্বনোহশ্বস্য সম্ভাবে পূর্বস্থিতানুযায্যপি ।

বস্তু ভাতিতরাস্তস্যাঃ শশিচ্ছায়মিবাননম্ ॥

ইতি কারিকা ঋগীকৃত্য বৃন্তৌ পঠিতা । কেয়ুচিং পুস্তকেযু কারিকা অশ্বগীকৃত্য
এব দৃশ্যন্তে । আশ্বন ইত্যস্য শব্দস্য পূর্বপঠিতাত্যামেব তদ্ব্যস্ত সারভূতশ্চেতি চ
পদাভ্যামর্থো নিরূপিতঃ ॥ ১৪ ॥

সংবাদানামিতি পাঠঃ । সংবাদানামিতি তু পাঠে বাক্যার্থরূপাণাং সমুদায়ানাং
যে সংবাদাঃ তেষামিতি বৈষয়িকরণেন সঙ্গতিঃ । বস্তুশব্দেন একো বা দ্বৌ বা
ত্রয়ো বা চতুরাদয়ো বা পদানামর্থঃ । তানি ত্রিভিঃ । অক্ষরাগি চ পদানি চ ।
তান্ত্বেবেতি । তেনৈব রূপেণ যুক্তানি মনোগপ্যরূপতামাগতানীত্যর্থঃ । এবমক্ষরা-
দিরচনৈবেতিদৃষ্টান্তভাগং ব্যাখ্যায় দাষ্ট্যান্তিকে যোজয়তি — তথৈবেতি । শ্লেষাদি-
ময়ানীতি শ্লেষাদিশব্দাবানীত্যর্থঃ । সদ্ভূতেজস্বিগুণদ্বিজাদয়ো হি শব্দাঃ পূর্বপূর্বৈরপি

ন হি বাচস্পতিনাপ্যক্ষরাণি পদানি বা কানিচিদপূর্বাণি ঘটয়িতুং
শক্যন্তে তানি তু তাহ্নেবোপনিবন্ধানি ন কাব্যাদিষু নবতাং বিরুধ্যন্তি ।
তথৈব পদার্থরূপাণি শ্লেষাদিময়ানুত্বর্থতদ্বানি । তস্মাৎ—

যদপি তদপি রম্যং যত্র লোকস্ত কিঞ্চিং

স্মুরিতমিদমিতীযং বুদ্ধিরভ্যাজ্জিহীতে ।

স্মুরণেয়ং কাচিদিতি সহদয়াণাং চমৎকৃতিরূপপ্ৰত্যতে ।

অনুগতমপি পূর্বচ্ছায়য়া বস্তু তাদৃক্—

স্বকবিরূপনিবন্ধমিন্দ্যতাং নোপযাতি ॥ ১৬ ॥

তদনুগতমপি পূর্বচ্ছায়য়া বস্তু তাদৃক্ তাদৃক্ষং স্বকবিবিবক্ষিতব্যঙ্গ্যবা-
চ্যার্থসমর্পণসমর্থশব্দরচনারূপয়া বন্ধচ্ছায়য়োপনিবন্ধমিন্দ্যতাং নৈব
যাতি । তদিথং স্থিতম্—

প্রত্যয়স্তাং বাচো নিমিত্তবিবিধার্থামৃতরসা

ন সাদঃ কর্তব্য কবিভিরনবত্বে স্ববিষয়ে ।

সন্তি নবাঃ কাব্যার্থাঃ পরোপনিবন্ধার্থ বিরচনে ন কশ্চিৎ কবেশ্বর্গ ইতি
ভাবয়িত্বা ।

কবিসহস্রৈঃ শ্লেষচ্ছায়য়া নিবধ্যন্তে, নিবন্ধাশ্চন্দ্রাদয়শ্চোপমানহেন । তথৈব পদার্থ-
রূপাণীত্যত্র নাপূর্বাণি ঘটয়িতুং শক্যন্তে ইত্যাদি বিরুধ্যন্তীত্যেবমন্তং প্রাক্তনং
বাক্যমভিসন্ধানীয়ম্ ॥ ১৫ ॥

‘লোকস্তে’তি ব্যাচষ্টে—সহদয়ানামিতি । চমৎকৃতিরিতি । আশ্বাদপ্রধানা
বুদ্ধিরিত্যর্থঃ । ‘অভ্যাজ্জিহীতে’ ইতি ব্যাচষ্টে—উৎপত্ত ইতি । উদেহীত্যর্থঃ ।
বুদ্ধেরেবাকারং দর্শয়তি—স্মুরণেয়ং কাচিদিতি ।

যদপি তদপি রম্যং যত্র লোকস্ত কিঞ্চিং—

স্মুতিতমিদমিতীযং বুদ্ধিরভ্যাজ্জিহীতে ।

অনুগতমপি পূর্বচ্ছায়য়া বস্তু তাদৃক্—

স্বকবিরূপনিবন্ধমিন্দ্যতাং নোপযাতি ॥

ইতি কারিকা খণ্ডীকৃত্য পঠিতা ॥ ১৬ ॥

পরস্বাদানেচ্ছাবিরতমনসো বস্ত্র স্কববেঃ

সরস্বত্যৈবৈষা ঘটয়তি যথেষ্টং ভগবতী ॥ ১৭ ॥

পরস্বাদানেচ্ছাবিরতমনসঃ স্কববেঃ সরস্বত্যৈষা ভগবতী যথেষ্টং ঘটয়তি বস্ত্র । যেষাং স্কববীনাং প্রাক্তনপুণ্যাভ্যাসপরিপাকবশেন, প্রবৃত্তিস্তেষাং পরোপরচিতার্থপরিগ্রহনিঃস্পৃহাণাং স্বব্যাপারোন কচি-
ছপযুজ্যতে । সৈব ভগবতী সরস্বতী স্বয়মভিমতমর্থমাবির্ভাবয়তি ।
এতদেব হি মহাকবিজ্ঞং মহাকবীনামিত্যোম্ ।

স্ববিষয় ইতি । স্বয়ভাংকালিকত্বেনাশ্রুত ইত্যর্থঃ । পরস্বাদানেচ্ছ্যেত্যাদি দ্বিতীয়ং
শ্লোকার্থং পূর্বোপস্কারেণ সহ পঠতি—পরস্বাদানেচ্ছাবিরতমনসো বস্ত্র স্কববেরিত্তি
তৃতীয়ঃ পাদঃ । কৃতঃ স্বল্পপূর্বমানয়ামীত্যাশয়েন নিকৃৎগোপঃ পরোপনিবন্ধবস্ত্রপজীবকো
বা স্মাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সরস্বত্যৈবেতি । কারিকায়্যাং স্কববেরিত্তি জাতাবেকবচন-
মিত্যভিপ্রায়েণ ব্যাচষ্টে—স্কববীনামিতি । এতদেব স্মৃষ্টয়তি—প্রাক্তনেত্যাদিনা
তেষামিত্যন্তেন । আবির্ভাবয়তীতি । নূতনমেব স্বজতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ইতীতি । কারিকাতদ্বৃ্ত্তিনিরূপণপ্রকারেণেত্যর্থঃ । অক্লিষ্টা রসাত্ময়েণ উচিতা
যে গুণালঙ্কারান্ততো যা শোভা তাং বিভর্তি কাব্যম্ । উজ্জানমপ্যক্লিষ্টঃ কালোচিতো
যো রসঃ সেকাদিকৃতঃ তদাশ্রয়স্বত্বং তা যো গুণানাং সৌকুমার্যচ্ছায়াবদ্ধ-
সৌগন্ধ্যপ্রভৃতীনামলঙ্কারঃ পর্যাপ্ততাকারণং তেন চ যা শোভা তাং বিভর্তি ।
যস্মাদিত্তি কাব্যখ্যাভুজানাং । সর্বং সমীহিতমিতি । ব্যুৎপত্তিকীর্ত্তিপ্ৰীতিলক্ষণ-
মিত্যর্থঃ ।

এতচ্চ সর্বং পূর্বমেব বিততোক্তমিতি শ্লোকার্থমাত্রং ব্যাখ্যাতম্ । স্কৃতিভিরিত্তি ।
যে কষ্টোপদেশোনাপি বিনা তথাবিধফলভাজঃ তৈরিত্যর্থঃ । অখিলসৌখ্যধাম্নীতি
অখিলং দুঃখলেশোনাপ্যনুবিদ্ধং যৎ সৌখ্যং তস্য ধাম্নি একায়তন ইত্যর্থঃ । সর্বথা
প্রিয়ং সর্বথা চ হিতং দুর্লভং জগতীতি ভাবঃ । বিবুধোজানাং নন্দনম্ । স্কৃতীনাম্
কৃতজ্যোতিষ্টোমাদীনামেব সমীহিতাসাদননিমিত্তম্ । বিবুধাশ্চ কাব্যতত্ত্ববিদঃ ।
দর্শিত ইতি । স্থিত এব সন্ প্রকাশিতঃ, অপ্ৰকাশিতস্ত হি কথং ভোগ্যত্বম্ ।
কল্পতরুণা উপমানং যস্য তাদৃগ্ মহিমা যশ্চেতি বহুব্রীহিগর্ভো বহুব্রীহিঃ । সর্বসমী-
হিতপ্রাপ্তির্হি কাব্যে তদেকায়ত্ত্বাৎ । এতচ্চোক্তং বিস্তরতঃ ॥

ইত্যক্লিষ্টরসাত্রয়োচিতগুণালঙ্কারশোভাভূতো

যস্মাদ্বস্ত্র সমীহিতং স্কৃতিভিঃ সর্বং সমাসাভূতে ।

কাব্যাত্বেহখিলসৌখ্যধাম্নি বিবুধোক্তানে ধ্বনির্দর্শিতঃ

সোহয়ং কল্লনরূপমানমহিমা ভোগ্যোহস্ত ভব্যাত্মনাম্ ॥

সংকাব্যতত্ত্বনয়বত্ৰ চিরপ্রসুপ্ত

কল্লং মনঃসু পরিপক্বধিয়াং যদাসীৎ ।

সংকাব্যতত্ত্বনয়বত্ৰ চিরপ্রসুপ্ত-

কল্লং মনঃ সু পরিপক্বধিয়াং যদাসীৎ ।

তদ্যাকরোংসহদয়োদয়লাভহেতোঃ

ইতি সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনোপসংহারঃ । ইহ বাহুল্যেন লোকো লোকপ্রসিদ্ধ্যা সম্ভাবনাপ্রত্যয়বলেন প্রবর্ততে । স চ সম্ভাবনাপ্রত্যয়ো নামশ্রবণশাং প্রসিদ্ধান্ত-
তদীয়সমাচারকবিস্ববিদ্বাদিসমুদয়শ্রবণেন ভবতি । তথাহি—ভর্তৃহরিণেদং কৃতম্—
যস্যায়মোদার্যমহিমা যস্যান্নিহ্নাত্তে । এবংবিধঃ সারো দৃশ্যতে তস্যায়ং শ্লোক-
প্রবন্ধস্তস্মাদদরণীয়মেতদিতি লোকঃ প্রবর্তমানো দৃশ্যতে । লোকশ্চাবশ্যং প্রবর্তনীয়ঃ
তচ্ছাস্ত্রোদিতপ্রয়োজনসম্পত্তয়ে । তদনুগ্রাহশ্রোতৃজনপ্রবর্তনাদ্বাদ্ গ্রহকারাঃ স্বনাম-
নিবন্ধনং কুর্বন্তি, তদভিপ্রায়েণাহ—আনন্দবর্ধন ইতি । প্রথিতশব্দেনৈতদেব প্রথিতং
তত্ত্বং তদেব নামশ্রবণং কেষাক্ষিনিবৃত্তিং করোতি, তন্মাৎসর্যবিজুস্তিতং নাত্র গণনীয়ম্,
নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনাদেব হি শ্রুতাং কোহপি রাগাক্ষো যদি নিবর্ততে কিমেতাবতা
প্রয়োজনমপ্রয়োজনমপ্যবশ্যং বক্তব্যমেব স্যাৎ । তস্মাদর্থিনাং প্রবৃত্ত্যঙ্গনাম প্রসিদ্ধম্ ।

স্টুটীকৃতার্থবৈচিত্র্যবহিঃপ্রসরদায়িনীম্ ।

তুর্যাং শক্তিমহং বন্দে প্রত্যক্ষার্থনির্দর্শিনীম্ ॥

আনন্দবর্ধনবিবেকবিকাসিকাব্যালোকার্থতত্ত্বটনাদনুমেয়সারম্ ।

যং প্রোন্মিষং সকলসদ্বিষয়প্রকাশি ব্যাপার্যতাভিনবগুণ্তবিলোচনং তৎ ॥

ত্রীসিদ্ধিচেলচরণান্দপরাগপূতভট্টেন্দুরাজমতিসংস্কৃতবুদ্ধিলেশঃ ।

বাক্যপ্রমাণপদবেদিগুরুঃ প্রবন্ধসেবারসো ব্যরচয়দ্ ধ্বনিবস্তুর্ত্তিম্ ॥

সজ্জনান্ কবিরসৌ ন যাচতে হ্লাদনায় শশভূৎ কিমর্থিতঃ ।

নৈব নিন্দতি খলানুভূত্বঃ ধিক্তোহপি ন হি শীতলোহনলঃ ॥

তদ্যাকরোং সহদয়োদয়লাভহেতো
রানন্দবর্দ্ধন ইতি প্রথিতাভিধানঃ ॥

ইতি শ্রীরাজানকানন্দবর্ধনাচার্যবিরচিতে ধ্বন্যালোকে চতুর্থ উদ্যোতঃ
সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ ॥

বস্তুতঃ শিবময়ে হৃদি ক্ষুটং সর্বতঃ শিবময়ংবিরাজতে ।
নাশিবং ক্লেচন কশ্চিচ্ছয়ঃ তেন বঃ শিবময়ী দশা ভবেৎ ॥
ইতি মহামাহেশ্বর্যভিনবগুপ্তবিরচিতে কাব্যালোকলোচনে

চতুর্থ উদ্যোতঃ
সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ॥



শ্রীমদানন্দবর্কনাচার্য্যপ্রণীত

ধ্বন্যালোক

শ্রীমৎ আচার্য্য অভিনবগুণবিরচিত লোচননামা ব্যাখ্যাসম্বিত ।
প্রথম উদ্দ্যোত ।

মধুরিপু স্বেচ্ছায় সিংহযুষ্টি ধারণ করিয়াছিলেন । ওঁহার যে নির্মল
শোভাময় নখসমূহের দ্বারা চন্দ্রের রূপ বিনির্মিত হইয়াছে ও যাহারা
শরণাগতের দুঃখহরণকারী সেই নখসমূহ তোমাদিগকে ত্রাণ করুক ।

সরস্বতীর যে তত্ত্ব কোনপ্রকার উপাদান কারণের অপেক্ষা না করিয়াই
অপূর্ব বস্তুর সৃষ্টি ও বিস্তারসাধন করে, যাহা পাষণ্ডতুল্য জগৎকে নিজরসগুণে
সারযুক্ত করে, যাহা প্রথমে কবিত্ত্বপ্রতিভা ও পরে বাক্যরচনা—ইহাদের ক্রমিক
প্রসারের দ্বারা রসময় হইয়া জগৎকে প্রকাশিত করে, সরস্বতীর সেই তত্ত্ব বিজয়
লাভ করে । তাহাকে “কবিসহৃদয়”-আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে ॥

ভট্টেন্দ্ররাজের চরণকমল সন্নিধানে আমি বাস করিয়াছি ; আমি হৃদয়গ্রাহী
শাস্ত্র শ্রুত আছি ; আমার নাম অভিনবগুণ । নিজের লোচনের নিয়োজনের
দ্বারা আমি গ্রন্থকারের বক্তব্য প্রতিধ্বনিত করিয়া মানবসমাজে কাব্যালোক
যৎকিঞ্চিৎও স্ফুট করিতেছি ॥

পরমেশ্বরের অবিচ্ছিন্ন জ্ঞতির দ্বারা বৃত্তিকার নিজে চরিতার্থতা লাভ
করিলেও তিনি ব্যাখ্যাতা ও শ্রোতাদের অভীষ্ট ব্যাখ্যা শ্রবণের বিষয়ীন
ফললাভের জন্ত সমুচিত আশীর্ব্বাদ রচনার দ্বারা তাঁহাদিগকে পরমেশ্বরবিষয়ে
অভিমুখী করিতেছেন—স্বেচ্ছেনি ॥ মধুরিপু নখগুলি তোমাদিগকে
অর্থাৎ ব্যাখ্যাতা ও শ্রোতাদিগকে ত্রাণ করুক, কারণ তাঁহারা ই সঙ্কোচনের
পক্ষে উপযুক্ত । ‘যুগ্ম’-শব্দের অর্থ সঙ্কোচনাত্মক । ‘ত্রাণ’-শব্দের প্রয়োগ ও

কাব্যের আত্মা ধ্বনি ইহা পণ্ডিতেরা পূর্বে বলিয়াছেন।
অপরে তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। অন্যে তাহাকে
ভাস্ক বা লাক্ষণিক অর্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অভীষ্টলাভের সহায়কতাবোধক ; তাহাও তদ্বিরোধী বিদ্বৎ অপসারণ প্রভৃতির
দ্বারা হইয়া থাকে। জ্ঞানেরদ্বারা এইটুকুমাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে। ভগবান্
নিত্য উত্তমশীল ; তাঁহার উৎসাহ বা কৰ্ম্মপ্রচেষ্টা মোহবিরহিত নিশ্চয়াত্মিক।
বুদ্ধিসম্বিত হইয়া প্রতীত হওয়ায় তাঁহার বীররস ধ্বনিত হইতেছে। নথ
প্রহরণস্বরূপ এবং প্রহরণরূপ করণের সাহায্যে রক্ষণকাৰ্য্য করণীয় বটে।
এখানে নথগুলি ভগবান্ হইতে অভিন্ন বলিয়া কর্ত্তরূপে ব্যবহৃত হওয়ায়
তাহাদের সাতিশয় শক্তিশালিতা স্মৃতিত হইয়াছে। পরমেশ্বরকে যে বাহিরের
কোন করণের অপেক্ষা রাখিতে হয় না তাহাও ধ্বনিত হইয়াছে। মধুবিপুর
—ইহার দ্বারা কথিত হইয়াছে যে তিনি সৰ্ব্বদাই জগতের ত্রাস অপসারণ
করিতে উদ্যত। কিরূপ মধুরিপুর?—যিনি স্বেচ্ছায়—কৰ্ম্মফলের দ্বারা বা
অন্তের ইচ্ছায় নহে—সিংহমুক্তি ধারণ করিয়াছিলেন। বরং বিশিষ্ট দানব হনন্
ব্যাপারে তথাবিধ ইচ্ছা পরিগ্রহের ঔচিত্যবশতঃই যিনি সিংহরূপ স্বীকার
করিয়াছিলেন। তাঁহার কিরূপ নথসমূহ?—শরণাগতের ক্লেশ যাহারা ছেদন
করে ; নথসমূহের ছেদকত্ব উচিতই ; কিন্তু নথের দ্বারা ক্লেশের ছেদন অসম্ভব
হইলেও তদীয় নথ স্বেচ্ছায় নিম্নিত বলিয়া তৎসম্পর্কে ইহা সম্ভবই। অথবা,
ত্রিজগৎকণ্টক হিরণ্যকশিপু বিশ্বের ক্লেশকর অতএব প্রপন্নব্যক্তিদের অর্থাৎ
ভগবান্ যাহাদের একমাত্র শরণ তাহাদের পক্ষে সে-ই বস্তুতঃ আশ্রিত বা ক্লেশের
কারণ বলিয়া মুষ্টিমান্ আশ্রিত্বরূপ। তাহাকে যে নথসমূহ বিনাশ করিয়াছে
তাহাদের দ্বারা আশ্রিত উচ্ছিন্ন হইয়াছে। সুতরাং সেই বিনাশক অবস্থায়ও
ভগবানের পরম কারুণিকত্ব কথিত হইয়াছে। অপিচ সেই নথসমূহ স্বচ্ছ
অর্থাৎ স্বচ্ছতাগুণ বা নির্মলতাগুণ সমন্বিত ; স্বচ্ছ, মুহু প্রভৃতি শব্দ মুখ্যতঃ
ভাববাচকই ; নিজেদের শোভার দ্বারা অর্থাৎ বক্রমনোরমকাঙ্ক্ষার দ্বারা চন্দ্র
অক্ষমতার জন্ত আয়াসিত অর্থাৎ খেদযুক্ত হইয়াছে। আয়াসন বা খেদসঞ্চারের
দ্বারা নথসম্মিধানে চন্দ্রের শোভাহীনতার প্রতীতি ও অমনোরমত্ব প্রতীতি
ধ্বনিত হইতেছে ; নথের খেদসঞ্চার করিবার ক্ষমতা সুপ্রসিদ্ধই ; সেই কাজই
নরহরির নথসমূহের দ্বারা লোকোত্তররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অপিচ তদীয়

কেহ কেহ বলিয়াছেন তাহার তত্ত্ব অনির্করচনীয়। তাই
সহদয়ব্যক্তির মনঃপ্রীতির জন্য আমরা তাহার স্বরূপ
বলিতেছি। ১ ॥

স্বচ্ছতা ও বক্রতা দেখিয়া বালচন্দ্র নিজের মধ্যে খেদ অনুভব করিতেছে :—
“আমাদের স্বচ্ছতা ও বক্রতা তুলনীয়; কিন্তু তথাপি ইহারা শরণাগতের
আশ্রি নিবারণে কুশল; আগি তাহা পারিনা।” এইভাবে ব্যতিরেক অলঙ্কারও
ধ্বনিত হইয়াছে। আরও বলা যাইতে পারে :—“পূর্বে আমি একাই
অসাধারণ নিখিলতা ও মনোরম আকারের জন্ত সকল লোকের অভিলষণীয়
হিলাম। আজ নখসমূহ দশটি বালচন্দ্রের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে
এবং তাহারা সস্তাপ-পীড়া বিনাশ করিতেও তৎপর। ইহাদিগকেই
মানবসমাজ বালচন্দ্রের মর্যাদা দান করিয়া অবলোকন করিতেছে। তাই
উৎপ্রেক্ষা ও অপকৃতিধ্বনিও আছে। এইভাবে মদীয় আচার্য্য বস্তু, অলঙ্কার
এবং রসভেদে তিনরকমের ধ্বনির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অভিধেয়ের স্বরূপ
প্রধানভাবে বলার সঙ্গে সঙ্গে তৎসামর্থ্যের দ্বারা প্রয়োজনের প্রয়োজন ও
তৎসম্বন্ধীয় প্রয়োজন অপ্রধানভাবে প্রকাশ করিবার জন্য এই আদিবাক্য
বলা হইতেছে—কাব্যাত্ম্যোক্তি। কাব্যাত্ম্যাত্ম্যের নৈকট্যের জন্য বৃথ
শব্দের দ্বারা সেইরূপ লোকদিগকে বুঝিতে হইবে যাহাদের উদ্দেশ্যে কাব্যের
আত্মা বোঝান হয়। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—কাব্যাত্ম্যবিস্তারিত।
‘তত্ত্ব’-শব্দের দ্বারা ‘আত্ম্য’-শব্দের অর্থ বিবৃত করিয়া দেখাইতেছেন যে, ইহা
কাব্যের সারাংশ এবং অপর শব্দের দ্বারা ইহাকে বোঝান অসম্ভব। ‘ইতি’-
শব্দের দ্বারা দেখান যাইতেছে যে ‘ধ্বনি’-শব্দ নিজের দ্বারাই নিজেকে প্রকাশ
করিতে পারে। এই ‘ধ্বনি’-শব্দের অর্থ বিবাদের বিষয় হওয়ায় নিশ্চিত
রূপে ইহার কোন অর্থ সংযোগ করা যায়না। ইহা বিবৃত করিয়া বলিতেছেন
—সংজ্ঞিত ইতি। বস্তুত ইহা যে মাত্র সংজ্ঞা হিসাবেই বলা হইল তাহা
নহে। প্রকৃতপক্ষেই সমস্তের সারভূত এমন পদার্থ আছে যাহা শুধু ‘ধ্বনি’-
শব্দবাচ্য। অত্যাধা পণ্ডিতগণ তাহার কথা বলিতেন না, এই অভিপ্রায়ই
বিবৃত করিতেছেন—তত্ত্ব সহদয়ঃ—ইত্যাদির দ্বারা। এইভাবে যোজনা
করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত—‘ইতি’-শব্দের ক্রম ভঙ্গ করিয়া অর্থ করিলে
(কাব্যাত্ম্য আত্ম্য ইতি) একটি বাক্যার্থ বুঝাইবে। যেমন—“কাব্যের আত্ম্য—

বুধ বা পণ্ডিত বলিতে কাব্যতত্ত্বজ্ঞদিগকে বুঝাইতেছে। কাব্যের আত্মা ধ্বনি—তঁাহাদের দ্বারা এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পরম্পরাক্রমে যাহা পূর্বের সম্যকভাবে স্নাত অর্থাৎ প্রকটিত হইয়াছে তাহা সহৃদয়ব্যক্তির মনের কাছে প্রকাশিত হইতে থাকিলেও সেই অনন্তিহবাদীদের এই সকল প্রকারভেদ থাকা সম্ভব। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, “কাব্যের তো শব্দার্থময় শরীর।

এই বলিয়া যে ধ্বনিরূপ বিষয় সম্প্রদায় ক্রমে কথিত হইয়াছে। ধ্বনির দ্বারা যদি ‘ধ্বনি’-শব্দ মাত্রই বুঝায় তবে “ধ্বনিসংজ্ঞিত অর্থ” এই কথা বলার সঙ্গতি কি? ঐরূপ হইলে, “ধ্বনি শব্দই কাব্যের আত্মা” এই কথাই বলা হইয়া পড়িত, যেমন “গো”—এই শব্দ অমুক ব্যক্তি বলিতেছে”—এইখানে হয়। অবশ্য “কাব্যের আত্মা ধ্বনি”—এই কথা মানিয়া লইলে বিরোধের স্থান যে না থাকে তাহা নহে। বরং ধর্মী থাকিলেই ধর্ম মাত্রের দ্বারা বিরোধের উদ্ভব হইবে। সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে অধিক বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তির বিরক্তি উৎপাদন করিয়া লাভ নাই। একজন পণ্ডিত ব্যক্তির ভুল হইলে তাহা মাত্র একজন পণ্ডিতেরই ভ্রান্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সেইরূপ ভুল হইবে ইহা মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। সেই জন্য ‘পণ্ডিতগণ’ এই বহুবচনের প্রয়োগ করা হইল। ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—পরম্পরেষতি। অভিপ্রায় এই যে বিশিষ্ট পুস্তকে ইহা সন্নিবেশিত না হইয়া থাকিলেও পণ্ডিত সমাজ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে এইরূপ বলিয়াছেন। বহুসংখ্যক পণ্ডিত অনাদরণীয় বস্তু আদরের সহিত নির্দেশ করিবেন—এমন হইতে পারে না। অথচ তঁাহারা আদরের সহিত ইহা বলিয়াছেন। তাই বলিতেছেন—সম্যগান্নাতপূর্ব ইতি। ‘পূর্ব’-এই কথার দ্বারা বলিতেছেন যে ইহা এখানেই যে প্রথম সম্ভাবিত হইল তাহা নহে। স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—(সম্) সম্যকরূপে (আ) চতুর্দিক বিবেচনা করিয়া স্নাত অর্থাৎ প্রকটিত। তত্ত্বোক্তি। বাস্তবিক পক্ষে যাহার অধিগমনের জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া উচিত তাহার অস্তিত্বের অভাবের সম্ভাবনা কোথায়? অতএব কি করি? ভাবার্থ এই যে ধ্বনির অস্তিত্বে অনিশ্চাসীদের মূর্থতা অনন্ত। এই অভাববাদীদের কি কি সংশয় তাহা আমরা শুনি নাই। তাহার সম্ভাবনা উপস্থাপিত করিয়া থণ্ডন করা হইবে। এই জন্যই পরোকর (অতীতের)

তাহার শব্দগত চাক্ষুণ্যের হেতু হইতেছে অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কার—ইহা তো প্রসিদ্ধই। অর্থগত চাক্ষুণ্যের হেতু হইতেছে উপমাদি অর্থালঙ্কার। মাধুর্য্যাদি যে সকল গুণ বর্ণ ও সংঘটনাকে আশ্রয় করে তাহারাও প্রতীত হইয়া থাকে। উপনাগরিকাদি যে সকল বৃত্তি কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহারাও ইহাদিগের হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে এবং তাহারাও শ্রবণগোচর হইয়াছে। বৈদর্ভী প্রভৃতিও তদনতিরিক্ত

প্রয়োগ। ভবিষ্যৎ বস্তুর খণ্ডন তো যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ তাহা উৎপন্নই হয় নাই। যদি প্রথমে উঠে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই বুদ্ধির দ্বারা আরোপিত হইয়া খণ্ডিত হইতেছে তদন্তরে বলা যায় যে বুদ্ধিতে যাহা আরোপিত হইতেছে তাহা আর ভবিষ্যতের বিষয় নহে। অতএব অতীত কালের উন্মেষের জ্ঞান, পরোক্ষত্ব বুঝাইবার জ্ঞান এবং বিশিষ্ট অণুভূতন (Present Perfect tense) না বোঝাইবার জ্ঞান ‘জগদুঃ’-এই লিট্ প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যার জন্যই দোষকে সম্ভাবিত করিয়া তাহার খণ্ডনরীতি প্রকাশ করিবেন। একেবারে অসম্ভব বস্তুর সম্ভাবনা যুক্তিগত নহে; সম্ভবেরই সম্ভাবনা হইয়া থাকে। নচেৎ সম্ভাবনারও শেষ নাই, তাহার খণ্ডনেরও শেষ নাই। সুতরাং যে সকল সম্ভাবনার কথা অভিহিত হইবে তাহাদের সমর্থনের জ্ঞান পূর্বেই বলিতেছেন—সম্ভব হয়। সম্ভাব্য হয়—এইরূপ বলিলে পুনরুক্তিই হইবে। সম্ভবের সম্ভাবনা নাই। বরং তাহা বর্তমান হইয়া পরিস্ফুট হইয়া আছে; তাই বর্তমানের দ্বারা নির্দেশ করা হইতেছে। যাহার মূলে কোন বস্তু নাই এইরূপ সম্ভাবনার দাবা যাহার সম্ভাবনা করা হয় তাহা খণ্ডনের অতীত এইরূপ প্রথমে উঠিবে এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—বিকল্পা ইতি। এমন কোন বস্তু নাই যাহা হইতে এই সম্ভাবনা হইতে পারে। ইহারা সংশয় নাস্তই। তত্ত্ব বুদ্ধিতে না পারাহেতু ইহারা স্মৃতি হইয়াও থাকে। অতএব ‘আচক্ষীরন’—ইত্যাদিতে যে সম্ভাবনামূলক লিঙ্ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার শক্তি অতীত পরমার্থ বুঝাইতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যেমন—“শরীরের ভিতরে যাহা আছে তাহা যদি নাকি বাহিরে থাকিত, তবে দণ্ড গ্রহণ করিয়া মাছুষ কুন্তর ও কাককে বারণ করিত।” এইখানে যদি শরীরের অবস্থিতি দৃষ্ট হইত, তাহা হইলে এইরূপ করিতে দেখা যাইত—এইরূপ সম্ভাবনা অতীতেরই বিষয়। আর যদি এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা

এবং তাহাদের কথাও শোনা গিয়াছে। এই সকলের ব্যতিরিক্ত এই ধ্বনি আবার কি? অণু কেহ কেহ হয়ত বলেন, “ধ্বনি নামক কোন বস্তু নিশ্চয়ই নাই। কারণ কাব্যের যে সকল প্রস্থান পরস্পরাক্রমে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা হইতে বিভিন্ন যদি কোন কাব্য প্রকার নাই হইত, তবেই বা কি হইত? এখানেও ঐ একই অর্থ। এইরূপ অগ্রাসঙ্গিক আলোচনার বাহ্যলো কোন লাভ নাই। ধ্বনি বিষয়ে বিরোধ-স্থল প্রধানতঃ তিনটিই যথা—সঙ্কেত অনুসারে শব্দ অর্থ প্রতিপাদন কবে বলিয়া বাচ্যব্যতিরিক্ত কোন ব্যঙ্গ্য অর্থ থাকে না। যদি বা থাকে তাহা অভিধাশক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে এবং শব্দ হইতে যে অর্থ জ্ঞান যায় তাহার শক্তির দ্বারা তাহা বলপূর্বক আকৃষ্ট হয় বলিয়া তাহাকে ভক্তি বা লাক্ষণিক অর্থ বলা হয়। যদি অভিধাশক্তির দ্বারা তাহা আক্ষিপ্ত নাই হয় তবে তাহার কথা কিছুই বলা যায় না, যেমন স্বামিসঙ্গস্থে অনভিজ্ঞ কুমারীরা স্বামিসঙ্গস্থ জ্ঞানিতে পারে না। সুতরাং এই তিনটিই হইল প্রধান প্রধান প্রকার ভেদ। ইহাব মধ্যে যাহারা ধ্বনির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন তাহাদের মধ্যেও তিন শ্রেণী আছে। কাব্য লৌকিক ও বৈদিক শাস্ত্রের অতিরিক্ত সৌন্দর্য্যশালী শব্দার্থময় বস্তু। শব্দ ও অর্থের গুণ ও অলঙ্কারগুলিই শব্দ ও অর্থের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে। অতএব এই গুণ ও অলঙ্কারব্যতিরিক্ত কাব্যের সৌন্দর্য্যবিধায়ক এমন কোন বিষয় নাই যাহা আমরা গণনা করি নাই। এই হইল একটি প্রকার। যাহা আমরা গণনা করি নাই তাহা শোভাকারীই নহে—ইহা দ্বিতীয় প্রকার। আর যদি শোভাকারী হইয়াই থাকে তাহা হইলে হয় কথিত গুণ অথবা কথিত অলঙ্কারের অন্তর্ভূত হইবে? নূতন নামকরণে আর কতটুকু পাণ্ডিত্য হইল? হয়ত ইহা গুণ বা অলঙ্কারের অন্তর্ভূত হইলেও ইহার কিঞ্চিৎ নৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই স্তূহ বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়া এই নূতন নামমাত্র দেওয়া হইয়াছে। কারণ উপমা প্রভৃতির প্রকার ভেদ অসংখ্য। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা গুণ ও অলঙ্কারের ব্যতিরিক্ত কিছু হইল না। তাহা হইলে এই অণু নাম আবিষ্কার করিয়া এমন কি করা হইল? কল্পনার সাহায্যে এইরূপ নামান্তর-করণ সম্ভব। মাত্র যমক ও উপমাই শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার ভরতমূনি প্রভৃতি প্রাচীনরা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অণু আলালঙ্কারিক-

থাকে তাহার মধ্যে কাব্যস্থ থাকিতে পারে না। যে শব্দার্থময় সঙ্গদয় ব্যক্তির হৃদয় আহ্লাদিত করে তাহাই কাব্যস্থের লক্ষণ। ঐ সকল প্রসিদ্ধ প্রস্থান ব্যতিরিক্ত অল্প কোন মার্গের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। ধ্বনির নিয়মে অভিলষিত কোন কোন সঙ্গদয় ব্যক্তিকে পরিকল্পনা করিয়া তাহার প্রসিদ্ধি হেতু ধ্বনিতে কাব্যস্থ আরোপ করিলেও তাহা সকল বিদ্বান লোকের মনঃপূত হইবে না।

গণ তাহারই বিস্তার সাধন ও বিভিন্ন দিক্ প্রদর্শন মাত্র করিয়াছেন। “কর্মণ্যান্”—এই সূত্রের কুন্তকারাদি উদাহরণ শ্রবণান্তে নগরকারাদি উদাহরণ উৎপ্রেক্ষিত হয়। ইহাতে আত্মপ্রশংসার কি আছে? এই বিষয়েও এইরূপই হইয়া থাকে। তৃতীয় প্রকারের অনন্তিবাদীদের এই অভিমত। এইভাবে এক সংশয়ই ত্রিধা বিভক্ত হয়। আরও দুইটি আছে। সর্বসমেত এই পাঁচ রকমের সংশয় বা বিকল্প সম্ভব—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। শব্দার্থরীরং তাবৎ—ইত্যাদির দ্বারা তাহাই ক্রমে বলিতেছেন। ‘তাবৎ’—শব্দের দ্বারা দেখাইতেছেন যে কাহারও এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, শব্দ ও অর্থ তো ধ্বনি নহে। ধ্বনি যদি তাহাদেরই সংজ্ঞামাত্র হয় তাহা হইলেই কি উপকার হইবে? যদি বলা যায় শব্দ ও অর্থের যে চারুত্ব আছে তাহাই ধ্বনি তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে চারুত্ব দ্বিবিধ—যাহা নিম্নের রূপমাত্রে অবস্থিত ও যাহা পদের সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া আছে। শব্দের স্বরূপমাত্রে যে চারুত্ব আছে তাহা শব্দালঙ্কার হইতে পাওয়া যায়। পদসংঘটনাজ্ঞিত যে চারুত্ব তাহার উৎপত্তি হয় শব্দগুণ হইতে। এইরূপে অর্থের চারুত্ব যদি স্বরূপমাত্রে আশ্রিত হয় তাহা হইলে তাহা উপমাদি হইতে উৎপন্ন হইবে। অর্থের যে চারুত্ব পদসংঘটনায় পর্য্যবসিত হয় তাহা অর্থগুণের অন্তর্ভূত। অতএব ধ্বনি গুণ ও অলঙ্কার ব্যতিরিক্ত নূতন কিছু নহে। সংঘটনান্বিত্য ইতি। শব্দ ও অর্থের সংঘটনা বৃদ্ধিতে হইবে। যাহা গুণ ও অলঙ্কারব্যতিরিক্ত তাহা চারুত্বকারী হয় না। যেমন নিত্য ও অনিত্যদোষ—চ্যুতসংস্কৃতি (ব্যাকরণ দৃষ্টতা) ও দ্ব্যপ্রাযাতা—গুণালঙ্কারব্যতিরিক্ত এবং তাহার চারুত্বের হেতুও নহে। ধ্বনি চারুত্বের হেতু। যদি তাই হয় তবে তাহা গুণালঙ্কারব্যতিরিক্ত নহে। এই ব্যতিরেকী সিদ্ধান্তের হেতু প্রমাণিত হইল। আপত্তি হইবে যে বৃত্তি ও রীতি গুণালঙ্কারব্যতিরিক্ত

অথচ তাহারা চারুত্বের হেতু। সেইরূপ ধ্বনিও গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তও বটে, চারুত্বহেতুও বটে। তাহা হইলে উল্লিখিত ব্যতিরেকী সিদ্ধান্তের ব্যাপ্তি * অসিদ্ধ হয়। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—তদনতিরিক্তবৃত্ত ইতি। বৃত্তি ও রীতি যে গুণালঙ্কার হইতে বিভিন্ন ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। দীপ্ত, মন্থণ ও মধ্যম বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগী বলিয়া পরুষত্ব, ললিতত্ব ও মধ্যমত্ব এই তিন প্রকারের স্বরূপ বিবেচনা করিবার জগ্ন অমুপ্রাসের তিন প্রকার ভেদ কথিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অমুপ্রাস বর্তমান আছে তাই ইহার। বৃত্তি (অধিকরণে ক্রি)। বলা হইয়াছে—“এই তিন বৃত্তিতে সঙ্গাতীয় ব্যঞ্জনবর্ণের বিজ্ঞাস করিয়া কবির। পৃথক্ পৃথক্ অমুপ্রাস ইচ্ছা করেন।” পৃথক্ পৃথক্ ইতি। পরুষামুপ্রাসবহুল বৃত্তির নাম নাগরিকা। মন্থণামুপ্রাসবহুল বৃত্তির নাম উপনাগরিকা, ললিতা। অর্থাৎ বিদম্বা নাট্যিকার সহিত যাহা উপমিত হইতে পারে—এইভাবে উপনাগরিকা। মধ্যম অর্থাৎ অকোমল এবং অপরুষ। অতএব বৈদম্ব্যহীন স্বভাব, অমুকুমার অথচ অপরুষ গ্রাম্য রমণীর সঙ্গে সাদৃশ্যের জগ্ন এই তৃতীয় বৃত্তিকে গ্রাম্যবৃত্তি বলা হইয়াছে। সুতরাং বৃত্তিরূপ জ্ঞাতি হইতেই অমুপ্রাস সম্ভূত হইয়া থাকে। এখানে বর্তমানত্বের অর্থ বৈশেষিক দর্শনের অমুযায়ী নহে। বৈশেষিক দর্শনের অমুসারে জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিমান্ বর্তমান থাকিতে পারে না। এখানে তাহার মধ্যে বর্তমান বলিলে বৃত্তিতে হইবে তাহার দ্বারা অমুগৃহীত অথবা তাহার দ্বারা বিশেষিত হইতেছে। যেমন কেহ বলেন—“লোকান্তর গান্ধীর্ঘ্যে পৃথিবীপালকেরা বর্তমান থাকেন।” অতএব বৃত্তিগুলি অমুপ্রাস হইতে অতিরিক্ত নহে। অর্থাৎ অমুপ্রাস অপেক্ষা বৃত্তিতে অধিক কোন ব্যাপার নাই। ব্যাপার-বাচক বৃত্তিশব্দের উল্লেখের অভিপ্রায় এই যে যেহেতু বৃত্তি ও অমুপ্রাসের ব্যাপারে কোন ভেদ নাই, সেইজগ্ন বৃত্তির পৃথক্ স্বরূপ অমুমেষ্য নহে। এই অনতিরিক্তত্বের বা অতিরিক্তের জগ্ন ভামহাদি আলঙ্কারিকেরা পৃথক্ভাবে বৃত্তির উল্লেখ করেন নাই। উদ্ভূতাঙ্গি আলঙ্কারিকেরা ইহার প্রয়োগ করিলেও ইহার দ্বারা অমুপ্রাসের অধিক কোন অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—গতাঃ শ্রবণগোচরমিতি। রীতয়শ্চেতি। এইভাবে যোজনা করিতে হইবে—অমুপ্রাস হইতে অনতিরিক্ত হইলেও তাহার। শ্রবণগোচর

হইয়াছে। ‘তৎ’-শব্দের দ্বারা এখানে মাধুর্যাদি গুণ বৃদ্ধিতে হইবে। যেমন গুড়মরিচাদির পরস্পর মিশ্রিত হইবার শক্তি থাকায় তাহাদের সম্মিলনে পানক বা সরবতের সৃষ্টি হয় সেইরূপ সমুচিত চিত্তবৃত্তিতে অপিত হইয়া মাধুর্যাদি গুণের দীপ্ত ললিত কোমল বর্ণনীয় বিষয়ে গৌড়, বিদর্ভ ও পাঞ্চাল দেশে লোকের স্বভাব প্রচুরভাবে প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহারাই ত্রিবিধ রীতি বলিয়া কথিত হয়। জাতিমান্ হইতেই জাতির উদ্ভব; জাতি অগ্নি কিছু নহে। অবয়বী হইতেই অবয়ব; অগ্নি কিছু নহে। বৃত্তি ও রীতি গুণ ও অলঙ্কার হইতে অতিরিক্ত নহে। সুতরাং এই যে ব্যতিরেকী সিদ্ধান্ত ইহা সিদ্ধই হইল। তাই বলিতেছেন—তদ্ব্যতিরিক্ত কোহং ধ্বনিরিতি। ইহা চারুত্বস্থান নহে, কারণ ইহার শব্দ ও অর্থময় রূপ নাই। ইহা চারুত্বের হেতুও নহে, কারণ ইহা গুণ ও অলঙ্কার হইতে পৃথক। কাব্যকে অথওভাবে আশ্বাদন করিতে হইবে। বিভেদবুদ্ধির দ্বারা অল্পপ্রাণিত হইয়া যদি কেহ ইহাকে বিভক্ত করিয়া বিচার করে তাহা হইলেও ধ্বনিশব্দবাচ্য কোন অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায় না। ‘নাম’ শব্দের দ্বারা ইহাই বলিতেছেন। আপত্তি হইতে পারে—ইহা শব্দার্থ স্বভাববিশিষ্ট বস্তু না হউক; ইহা তাহাদের চারুত্বের হেতুও না হউক। তথাপি ইহা গুণালঙ্কারের অতিরিক্তই হইল। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অগ্নি ইতি। হউক এই রকম। তথাপি তুমি যে প্রকারে লক্ষণ করিতে চাহ সেইরূপ কোন ধ্বনি নাই। উহাকে কাব্যেরই সম্পর্কিত করিয়া বলা উচিত। ইহা কাব্যের গীত-নৃত্যাবাদি স্থানীয় কোন কিছু নহে। যাহা কবনীয় অর্থাৎ প্রতিভা হইতে উৎখিত রচনা তাহা কাব্য; তাহার ভাব কাব্যত্ব। নৃত্যগীতাদি কবনীয় নহে, তাহারা প্রতিভাসমুদ্ভূত রচনা নহে। প্রসিদ্ধেতি। প্রসিদ্ধ প্রস্থান অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ এবং তৎসম্বন্ধীয় গুণ ও অলঙ্কার। প্রতিষ্ঠন্তে অর্থাৎ (পণ্ডিতগণ) পরস্পরাক্রমে যে মার্গ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কাব্যপ্রকারশ্রেতি। তুমি বলিয়াছ, “ধ্বনি কাব্যের আত্মা”। সুতরাং কাব্যপ্রকাররূপেই এই মার্গ তোমার অভিপ্রেত। প্রশ্ন হইবে, তাহা কেন কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না? এইজন্য বলিতেছেন—সহৃদয়েতি। মার্গশ্রেতি। অর্থাৎ নৃত্যগীতাদি ও অঙ্গিসঙ্কোচনাদির দ্বারা। তদ্বিত্তি। সহৃদয় ইত্যাদি বাক্য কাব্যের লক্ষণ অর্থাৎ সহৃদয়ব্যক্তির হৃদয়ের আত্মাদকারী শব্দার্থময়ত্ব। আপত্তি হইতে পারে যাহারা সেইরূপ অপূর্ণ বস্তুকে কাব্যরূপে জানেন তাহারাই তো সহৃদয়; তাহারা যে অল্পমোদন করেন

ইহাই তো কাব্যের লক্ষণ এবং সেই লক্ষণ উক্ত প্রসিদ্ধ প্রস্থানের অতিরিক্ত পদার্থেরই হইবে। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—ন চেতি। কেহ খড়্গ লক্ষণ করিতেছি বলিয়া বলিতে পারেন—ইহা দৈর্ঘ্যপ্রস্থসম্বন্ধিত; ইহাকে ভাল করিয়া মুড়িয়া রাখা যায়, ইহা সর্বদেহাচ্ছাদক, সূকুমার ও তন্তুবৈচিত্র্যময়, সঙ্কোচন ও বিস্তারযোগ্য, ছেদনকর্তৃস্থহীন অথচ স্বেচ্ছা এবং উৎকৃষ্ট। ইহাতে অপর কেহ যদি আপত্তি করিয়া বলেন, বস্ত্রই এইরূপ বস্ত্র, খড়্গ নহে, তখন তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—আমার মতে ইহাই খড়্গ। এই বিষয়টি সেইরূপ। প্রসিদ্ধ বস্ত্রেরই লক্ষণ করা যাইতে পারে, কল্লিতের নহে। তাই বলিতেছেন—সকলবিদ্বদ্বিতি। বিদ্বান্‌ব্যক্তিরাজ হইতে তাঁহারাই হইবেন যাহারা ধর্মের নিয়মে অভিজ্ঞ—‘সকল’-শব্দের দ্বারা এই আশঙ্কা নিরাকরণ করিতেছেন। এইভাবে নূতনরকমের সহৃদয়ত্ব কল্পনা করিয়া বিতর্ক করিলেও কিছুই করা হইল না। তাহা হইলে শুধু উন্নততাই বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। ধর্ম বিষয়ে যিনি নাকি এইরূপ অভিপ্রায় পোষণ করেন তাঁহার মত এইভাবে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—তোমার মতে যাহা কাব্যের প্রাণ তাহাই ধর্ম। সেই প্রাণ প্রসিদ্ধপ্রস্থানাতিরিক্ত পদার্থ, কারণ আলঙ্কারিকেরা তাহার কথা বলেন নাই। স্তবরাং তাহা কাব্য নহে—ইহাই লোকপ্রসিদ্ধি। সেই ব্যক্তির এই সকল কথাই স্ববিরোধী। যদি সেই পূর্বপক্ষবাদী তাহাকে কাব্যের অল্পপ্রাণক বলিয়াই স্বীকার করিয়া লয়ন তাহা হইলে যেহেতু ইহা প্রাচীন পণ্ডিতগণ কর্তৃক উল্লিখিত হয় নাই, সেইজগুই প্রকৃতপক্ষে ইহার লক্ষণ করা উচিত। স্তবরাং যে অর্থ এখানে অভিপ্রেত তাহা পূর্বোক্ত অনন্তিস্ব-বাদীর মতের অনুরূপই। আপত্তি হইতে পারে—ইহা চারুত্বের হেতু হউক এবং শব্দার্থগুণালঙ্কারের অন্তর্ভুক্তও হউক, তথাপি “ইহা ধর্ম”-এই ভাষার দ্বারা কাব্যের প্রাণকে কেহ বর্ণনা করেন নাই। এই আশঙ্কা করিয়া তৃতীয় অনন্তিস্ববাদের অবতারণা করিতেছেন—পুনরপ ইতি। কামনীয়কমিতি—কমনীয়ের কর্ম অথবা চারুত্ববোধের হেতুতা। যেহেতু বৈচিত্র্যের সংখ্যা করা যায় না তাই আমরা হয়ত এমন কোন বৈচিত্র্য দেখিয়াছি যাহা অল্প-প্রাসাদি অলঙ্কার বা মাধুর্যাদি গুণের উক্ত লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হয় না। এই আশঙ্কা স্বীকার করিয়া লইয়া পরিহার করিতেছেন—বাঞ্ছিতানামিতি। ‘বক্তি’ অর্থাৎ বলে বা প্রকাশ করে, এইভাবে বাক্‌ শব্দকে বুঝায়। বলা হয় এই ভাবে ধরিলে বাক্‌ অর্থকে বুঝায়। ইহার দ্বারা বলা হয় এইরূপ ব্যাখ্যা

আবার কেহ কেহ ধ্বনির অনন্তিত্বের কথা অগ্ৰভাবে বলিতে পারেন, “ধ্বনি নামক অপূৰ্ণ বস্তুর কোন সম্ভাবনাই তো নাই। যেহেতু ইহা কমনীয়তাকে অতিক্রম করিয়া চলেনা তাই ইহা কথিত চারুত্ব হেতুগুলিরই অন্তর্গত। তাহাদের কোন একটির নূতন নামমাত্র করিতে গেলে যেটুকু বলা হইয়া থাকিতে পারে তাহা যৎকিঞ্চিৎমাত্র। অপিচ যেহেতু বক্তব্যের বৈচিত্র্য অনন্ত তাই ইহা সম্ভব যে প্রসিদ্ধ কাব্যসৌন্দর্য্যবিধায়ীরা ইহার কোনএকটি সামান্য প্রকার দেখাইয়া যান নাই। সেই অতি সূক্ষ্মপ্রকারলেশকে “ধ্বনি, ধ্বনি” বলিয়া

করিলে বাক অভিব্যাপারকে বুঝায়। তন্মধ্যে শব্দ ও অর্থের বৈচিত্র্য অনন্ত-প্রকারের। অভিধার বৈচিত্র্যপ্রকারও অসংখ্য। প্রকারলেশ ইতি। সেই বৈচিত্র্যবিশেষ চারুত্বের হেতু; তাহা গুণ বা অলঙ্কার। সেই চারুত্ব হেতুর লক্ষণ সর্বসাধারণে প্রযোজ্য এইভাবে তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। যেহেতু বলা হইয়াছে—কাব্যশোভাবিধায়ক যে সমস্ত ধর্ম তাহারাই গুণ, তাহাদের আতিশয্যের হেতু অলঙ্কার। আরও—বাচ্য-বাচকের বিচিত্ররূপে প্রকাশনই বাক্যের অলঙ্কার। ধ্বনিধ্বনিরিত্তি পুনরুক্তির দ্বারা সম্বন্ধ স্থচনা করিয়া আদর দেখাইতেছেন—নূত্নত ইতি। যাহারা ধ্বনির লক্ষণ করেন, যাহারা সেই অল্পসারে কাব্য রচনা করেন এবং যে সকল পাঠক ও শ্রোতা তাহা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইবেন। তাহার্থ এই—ধ্বনি শব্দে অত্যধিক অল্পরাগের হেতুটি কি? এষাদশেতি। নিজের দর্প এবং পরের কৃত প্রশংসা। বাথিকল্পাঃ—“বাথিকল্পনামানন্ত্যাং”—পদের বাথিকল্পের দ্বারা কবিপ্রতিভার সেই প্রকারভেদ বুঝাইতেছে যাহা বাক্য প্রবৃত্তির হেতু। অতএব ধ্বনি প্রবাদ মাত্র—অনন্তিত্ববাদীদের ইহাই সর্বসম্মত উপসংহার। যেহেতু ইহা শোভার হেতু গুণ ও অলঙ্কার হইতে ব্যতিরিক্ত নহে; আবার যেহেতু গুণ ও অলঙ্কার হইতে ব্যতিরিক্ত হইলে ইহা শোভার হেতু নহে; এবং যেহেতু শোভার হেতু হইলেও আদরণীয় হয় না, সেই জন্ত। এই যে অনন্তিত্ব সম্ভাবনা যাহার খণ্ডন করা হইতেছে তাহা একেবারে নির্মূল নহে; তাই বলিতেছেন—তথা চাণ্ডোনেতি। গ্রন্থকারের সমকালবর্তী মনোরথনামক কবি কর্তৃক বিরচিত। যেহেতু ইহা অলঙ্কারযুক্ত নহে তাই ইহা মনোরঞ্জন করিতে পারে না।

কেহ কেহ এইরূপ অলীক ধারণা পোষণ করিতে পারেন যে তাঁহারা সমুদয়ই লাভ করিয়াছেন এবং সেই আনন্দে চক্ষু বজিয়া নৃত্য করিতে পারেন। অত্যাশ্রয় মহাত্মারা অলঙ্কার প্রভেদ সহস্র প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাই ধ্বনি প্রবাদ মাত্র। ইহার সূক্ষ্ম-বিচারযোগ্য কোন তত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারা যায় না। তাই জনৈক কবি শ্লোক রচনা করিয়াছেন :—

ইহার দ্বারা অর্থালঙ্কারের অভাব বলা হইয়াছে। ব্যুৎপন্ন রচিতং চনৈব—ইহার দ্বারা শব্দালঙ্কারের অভাব সূচিত হইয়াছে। বক্রোক্তি—উৎকৃষ্ট পদসংঘটনা, তচ্ছূন্যম্—‘তৎ’পদের দ্বারা শব্দ, অর্থ ও তাহাদের গুণদিগকে বুঝাইতেছে। বক্রোক্তিশূন্য শব্দের দ্বারা সর্ব অলঙ্কার প্রযোজ্য লক্ষণের অভাবের দ্বারা সর্ব অলঙ্কারের অভাব বুঝিতে হইবে—এইরূপ কেহ কেহ বলেন। তাঁহারা পুনরুক্তি দোষ পরিহার করিতে পারেন নাই। অধিক বলা নিম্প্রয়োজন। প্রীত্যোতি। গতাহুগতিকের প্রীতিতে। স্বমতিনেতি। মূৰ্খ ব্যক্তি প্রশ্ন করিলে দ্রুতকী কটাক্ষাদির দ্বারা উত্তর দিয়া তাহার স্বরূপ যথেষ্ট প্রকাশ করিবে। এইভাবে অনন্তিত্ববাদীদের সংশয়গুলি শৃঙ্খলা ক্রমে আসিয়াছে। ইহার পরম্পর অসংবদ্ধ নহে। তৃতীয় অনন্তিত্ববাদ বলার উপক্রমকালে পুনঃশব্দের প্রয়োগের ইহাই অভিপ্রায় যে উপসংহারে ইহাদের মতের সঙ্গতি আছে। অনন্তিত্ববাদ সম্ভাবনা মাত্র; তাই অতীত কালের প্রয়োগ করা হইয়াছে। ভক্তিবাদ অবিচ্ছিন্নধারা অলঙ্কার পুস্তকে লিখিত হইতেছে এই অভিপ্রায়ে ভাক্তমাংস :—“এই নিত্যপ্রবৃত্তবর্তমানের দ্বারা ইহার কবা অভিহিত কবা হইতেছে। পদের অর্থ ইহার ভজনা করে, সেবা করে অর্থাৎ প্রসিক্তভাবে উৎপ্রেক্ষিত কবে—এই জগুই ইহার নাম ভক্তি অর্থাৎ অভিধেয়ের সাহচর্য্যে সাক্ষ্যাদি সম্বন্ধ কখনরূপ দর্ম্ম। তাহা হইতে যাঁহা আগত তাহাই ভাক্ত বা লাক্ষণিক অর্থ। এই জগু বলা হয়—“লক্ষণা পাঁচ-প্রকাব। তাহা অভিধেয়ের দ্বাবা সাক্ষ্য, সামীপ্য, সমবায়, বৈপরীত্য ও ক্রিয়া সংযোগ বুঝায়।” গুণসমুদায় বিশিষ্ট শব্দের তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি কোন অর্থকে বিভক্ত করিয়া দেয় বলিয়া ইহা ভক্তি। তাহা হইতে আগত বলিয়া ভাক্ত, গৌণ অর্থ। সামীপ্য, তীক্ষ্ণতা প্রতিপাদ্য সম্পর্ক বিশেষের প্রতি প্রকৃতিশয্য ভক্তি। তাহাকে প্রয়োজনরূপে উদ্দেশ্য করিয়া তাহা হইতে

“যেখানে অলঙ্কারযুক্ত বা মনঃপ্রহ্লাদী কোন বস্তু নাই, যাহা নৈপুণ্য-ময় বাক্যের দ্বারা রচিত হয় নাই, যাহা বক্রোক্তিশূন্যও বটে—মুখ্য সেই কাব্যকেই ধ্বনিসমম্বিত বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। মতিমান ব্যক্তি যদি ধ্বনির স্বরূপ সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন করে, তবে সে কি বলে তাহা আমরা জানিনা।”

আগত বলিয়া ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ ও লাক্ষণিক অর্থ এবং মুখ্য অর্থের ভঙ্গ অথবা ভক্তি অতএব মুখ্যার্থের বাধা, নিমিত্ত ও প্রয়োজন এই তিনের অস্তিত্ব উপচারের কারণ এই কথাই বলা হইল। কাব্যাত্ম্যনাং গুণবৃত্তিরিতি। সমানাধিকরণের অন্তরালে ভাবার্থ এইঃ—যদিও অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনি প্রভেদে নিঃস্বাপাক্ষ ইবাদর্শঃ” (২।১) ইত্যাদি দৃষ্টান্তে উপচারের প্রয়োগ হইয়াছে তথাপি সেই উপচারের আত্মা ধ্বনি নহে। কারণ উপচার ব্যতিরেকেও ধ্বনির অস্তিত্ব দেখা যায়, যেমন বিবক্ষিতাশ্রয়বাক্য ধ্বনি প্রভেদাদিতে। অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিপ্রভেদেও উপচারই হয়, ধ্বনি হয় না—ইহা পরে বলিব। গ্রন্থকারও সেইরূপ বলিবেন—ভাক্ত অর্থ ও এই ধ্বনি ভিন্ন বলিয়া ইহার। একরূপ হইতে পারে না। অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তিদোষের জন্ত ভাক্ত্য ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে না।” আবার ইহাও বলিবেন, “ভাক্ত্য কোন কোন ধ্বনি প্রভেদের উপলক্ষণ হইতে পারে।” গুণ হইতেছে সামীপ্যাদি ধর্ম, তীক্ষ্ণ প্রভৃতিও। সেই সকল উপায়ের দ্বারা যাহার অর্থের অর্থাস্তরে বৃত্তি বা প্রকাশ হয় অথবা সেই সকল উপায়ের দ্বারা যেখানে শব্দের ব্যাপার ব্যক্ত হয় তাহার নাম গুণবৃত্তি। ইহা শব্দ অথবা অর্থ। অথবা গুণের দ্বারা যাহার বর্ত্তন তাহাই গুণবৃত্তি অর্থাৎ অমুখ্য অভিধা ব্যাপার। এইরূপ বলা হইল—যাহা ধ্বনন করে বা যাহা ধ্বনিত হয় অথবা যাহার দ্বারা ধ্বনন হয় তাহাই যদি ধ্বনি হয় তাহা হইলে ইহা শব্দ ও অর্থের উপচার-সংবলিত প্রয়োগের অতিরিক্ত আর কিছু নহে। মুখ্য অর্থ অভিধা; তাহা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে সেই অমুখ্য অর্থই ধ্বনি, কারণ মুখ্য ও অমুখ্য এই দুই রাশি বাদ দিলে তৃতীয় কোন রাশি নাই। কে ইহা বলিয়াছে যে গৌণ অর্থই ধ্বনি?—এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যত্বপি চেতি। অতো বেতি। গুণ ও অলঙ্কারের প্রকার বুঝাইতেছে। দর্শয়তেতি। ভট্টোক্তটবামনাদি কঙ্ক।

অন্তে ইহাকে শব্দের ভাস্কর (লাক্ষণিক) অর্থ বলিয়া উল্লেখ করেন। এই ধ্বনিসংজ্ঞিত কাব্যাত্মা শব্দের গোণীবৃত্তি—অন্তে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন। যদিও ধ্বনি শব্দের দ্বারা কাব্যলক্ষণ-কারীরা শব্দের গোণীবৃত্তি বা অশ্রু কোন প্রকারের কথা প্রকাশ করেন নাই তথাপি যিনি কাব্যে শব্দের গোণীবৃত্তির ব্যবহার দেখাইয়াছেন তিনি ধ্বনিমার্গ কিঞ্চিৎমাত্র স্পর্শ করিয়াছেন, কিন্তু সম্যকভাবে তাহার লক্ষণ করেন নাই। ইহা পরিকল্পনা করিয়াই বলা হইয়াছে, অন্তে ইহাকে ভাস্কর বা গোণীবৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করেন।

ভামহ বলিয়াছেন, “শব্দ, ছন্দ ও অভিধান নিমিত্তক অর্থ।” এখানে শব্দ হইতে অভিধানের যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভট্টোক্তট বলিয়াছেন, “শব্দের অভিধান হইতেছে অভিধাব্যাপার দ্বারা মুখ্য ও গোণ হই প্রকারের।” বামনও বলিয়াছেন, “সাদৃশ্য সন্ধ হইতে যে লাক্ষণিক অর্থ পাওয়া যায় তাহা বক্রোক্তি।” মনাকম্পৃষ্ট ইতি। তাঁহারা ধ্বনির অংশমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন। যে সমস্ত পাঠক যেমন লিখিত আছে তাহাই পড়িয়া ধান, ঋহারা ধ্বনির স্বরূপ বিচার করিতে অক্ষম, বিচার করেনও নাই; বরং ইহার নিন্দা করিয়াছেন। নারিকেল না ভাঙ্গিলে তাহার স্বরূপ জানা যায় না। ইহাদের কাছে ধ্বনি অভয় নারিকেলের ন্যায়। ইহারা যেমন শুনিয়াছেন তেমন গ্রহণ করিয়াছেন, সম্যক বিচার করেন নাই। অতএব বলিতেছেন—পরিকল্পিবমুক্তমিতি। যদি এইভাবে যোজনা করা না হয় তাহা হইলে “ধ্বনিমার্গ স্পৃষ্ট হইয়াছে”—পূর্বপক্ষবাদীর এই সকল কথাই বিবৃদ্ধ হইয়া পড়ে। শালীনবুদ্ধ ইতি। অগ্রগল্ভমতি ব্যক্তির। এই যে তিন শ্রেণীর সমালোচক ইহাদের বুদ্ধির ভব্যতায় উত্তরোত্তর ক্রম দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর সমালোচকগণ ধ্বনির অস্তিত্বে সম্পূর্ণ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। মধ্যমশ্রেণীর সমালোচকগণ তাহার স্বরূপ জানিয়াও তাহাকে সন্দেহের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়াছেন। তৃতীয় শ্রেণী স্বরূপকে আচ্ছন্ন করিতেছেন না, তথাপি তাঁহারা স্বরূপের লক্ষণ করিতে সক্ষমেন না। সুতরাং এইরূপে ইহাদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি, সন্দেহ ও অজ্ঞানের প্রাপত্ত রহিয়াছে। তেনেতি। সংশয়মূলক যে কোন একটি বাক্যার্থই ধ্বনি নিরূপণের কারণ

আবার কোন কোন লক্ষণ-করণ-কুশলী-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির। বলিয়াছেন যে ধ্বনির তত্ত্ব অনির্বচনীয়, তাহা শুধু সহৃদয়হৃদয় সংবেদ্য। অতএব এই সকল নানা বিরুদ্ধ মত আছে বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তির মনোরঞ্জনের জন্ত আমরা তাহার স্বরূপ বলিতেছি। সেই ধ্বনির স্বরূপ সকল সংকবির কাব্যের প্রাণস্বরূপ এবং অতিরমণীয়। যে সকল প্রাচীন কাব্যলক্ষণবিধায়ীদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম তাঁহাদের বুদ্ধিও ইহার রহস্য উন্মীলন করিতে পারে নাই। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি সমস্ত লক্ষণীয় কাব্যে ইহার সুপরিচিত ব্যবহার সহৃদয় ব্যক্তির। দেখিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের মনে আনন্দ প্রতিষ্ঠা লাভ করুক—এই উদ্দেশ্যে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। একবচনের ইহাই সার্থকতা। এবং বিধাস্ববিমতীহিত্তি—নিষ্কারণে সম্পূর্ণ। ইহাদের মধ্যে যে কোন প্রকারের সন্দেহই হউক তাহার জন্তই ধ্বনির স্বরূপ বলিতেছি। ধ্বনি-স্বরূপ অভিধেয়; ধ্বনি ও তদ্বিষয়ক শাস্ত্রের মধ্যে অভিধান ও অভিধেয়রূপ সম্বন্ধ এবং বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে ব্যুৎপাদক ও ব্যুৎপাদ্যরূপ সম্বন্ধ। বিবাদ নিরসনের দ্বারা তাহার স্বরূপ জ্ঞান এখানকার প্রয়োজন এবং শাস্ত্র ও প্রয়োজনের মধ্যে সাধ্য-সাধনরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে ইহাই বলা হইল। সংশয়ের নিরসনসহ ধ্বনির স্বরূপ জ্ঞান হইল শ্রোতৃসম্পর্কিত প্রয়োজন। এই জ্ঞানের প্রয়োজন প্রীতি : এই প্রীতির প্রতিপাদক হইল “সহৃদয় মনঃ প্রীত্যে” অংশটি। এই অংশের ব্যাখ্যার জন্ত বলিতেছেন—তত্ত্বহীতি। অর্থাৎ সংশয়গ্রস্তের। ধ্বনি স্বরূপের লক্ষণ ঐহারা নিরূপণ করিবেন তাঁহাদের মনে শাস্তিময় আনন্দ প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। এই আনন্দের অপর নাম চমৎকার। অপর পক্ষীয়েরা ঐহারা বিপধ্যাস বা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছেন তাহারা এই প্রতিষ্ঠাকে উন্মূলিত করিতে পারেন নাই; তাই ইহা স্থির। এই প্রয়োজন সম্পাদনের জন্তই তাহার (ধ্বনির) স্বরূপ প্রকাশিত হইতেছে—ইহাই আলোচনার সঙ্গতি। প্রয়োজন সম্পাদক বস্তুর প্রতি প্রযোক্তার মনে প্রেরণা জাগাইয়া তোলে বলিয়াই প্রয়োজন শব্দ অগ্ন্যর্থতা (সার্থকতা) লাভ করে। এই আশয়েই “প্রীত্যে তৎস্বরূপং

জন্মঃ”—ইহাকে একবাক্যরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। “ধ্বনির স্বরূপ”— এই শব্দ ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া পূর্বে যে পাঁচটি সংশয়ের প্রকাশ করা হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার খণ্ডনের সূচনা করিতেছেন—‘সকল’ ইত্যাদির দ্বারা। ‘সকল’ ও ‘সংকবি’-শব্দের দ্বারা “কোনও প্রকার লেশ” এই সম্ভাবনা নিরাকরণ করিতেছেন। অতিরমণীয়মিতি—ইহার দ্বারা ভাক্ত বা গোণ অর্থ হইতে ব্যতিরিক্তত্বের কথা বলিতেছেন। “বালকটি সিংহ”, “গঙ্গায় ঘোষবসতি”—ইহাদের মধ্যে কোন রমণীয়তা নাই। ‘অপূর্ব সমাখ্যা মাত্র করণে’ ইত্যাদিতে যে আপত্তি উঠান হয়েছিল তাহা ‘উপনিষদ্ভূত’—এই শব্দের দ্বারা নিরাকৃত হইল। ‘অণীয়সীভিঃ’—এই শব্দের দ্বারা সূচনা করিয়াছেন যে ধ্বনি গুণ ও অলঙ্কারের অন্তর্ভূত নহে। ‘তৎসময়াহুঃ পাতিনঃ’—এই শব্দের দ্বারা সঙ্কেতাত্মবর্ত্তিতার যে শঙ্কা করা হইয়াছিল ‘অথচ’ ইত্যাদির দ্বারা সেই শঙ্কাকে নিরবকাশ করিতেছেন। ‘রামায়ণ মহাভারত’ শব্দের দ্বারা দেখাইতেছেন যে আদি কবি হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পণ্ডিত ব্যক্তিরাই ইহার আদর করিয়াছেন। “বাচাংস্থিতমবিষয়ে”—এই এই বাক্যাংশের মধ্যে যে আপত্তি রহিয়াছে তাহা ‘লক্ষ্যতাং’—শব্দের দ্বারা পরাস্ত করিতেছেন। ইহার দ্বারা লক্ষণ করা হয় তাই ইহা লক্ষ অর্থাৎ লক্ষণ। লক্ষের দ্বারা অর্থাৎ লক্ষণের দ্বারা নিরূপণ করেন যাহারা তাঁহাদের—ইহাই তাৎপর্য। সহৃদয়ানামিতি। কাব্যাত্মশীলনের অভ্যাসবশতঃ হৃদয় মুকুর অতিশয় স্বচ্ছ হওয়ায় যাহারা বর্ণনীয় বিভাবাদি বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতা বা তন্ময়তা লাভ করিতে পারেন তাঁহারাই সহৃদয়। তাঁহারাই নিজেদের মধ্যে কবিরূপের সঙ্গে মিলন অল্পভব করেন বা এই মিলনের ভজন করেন। যেমন বলা হইয়াছে—“যে বিভাবাদি বিষয়ক অর্থ হৃদয়সংবাদী অর্থাৎ যাহা এক হৃদয়ের সঙ্গে অপর হৃদয়ের মিলন ঘটাইতে পারে তাহার ভাব অর্থাৎ ভাবনা বা চর্চণাই রসাত্তিব্যক্তি। ঐরূপ বিষয়ের দ্বারা শরীর সেইভাবে পরিব্যাপ্ত হয় যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ অগ্নি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। আনন্দ ইতি। রসচর্চণাত্মা আনন্দের প্রাধান্ত দেখাইতে যাওয়া প্রমাণ করিতেছেন যে রসধর্মই সর্বত্র আনন্দের মুখ্যতম কারণ। সুতরাং ইহা যে বলা হইয়াছে—“ধ্বনি নামে যে ব্যক্তনাত্মক আর এক কাব্যব্যাপার আছে তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলেও তাহা কাব্যের অংশ মাত্র। সমগ্র-রূপ নহে।”—সেই মত পণ্ডিত হইয়া গেল।

সেই বিষয়ে আবার ধ্বনিরই লক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া ভূমিকা রচনা করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ বলা হইতেছে—

সহৃদয় ব্যাক্ত যে অর্থকে মানিয়া লয়েন এবং যাহা কাব্যের আত্মা বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তাহার দুইটি প্রভেদ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—একটি বাচ্য অপরটি প্রতীয়মান। ২।

কাব্যে অভিধা, ভাবনা ও চর্যগামূলক যে তিনটি অংশ আছে তন্মধ্যে রস-চর্যগাই যে কাব্যের প্রাণ তৎসম্পর্কে আপনি বিরোধিতা করিবেন না, কারণ আপনিই বলিয়াছেন—“কাব্যে রসমিতা সকলেই শুধু অধিকারী, কিন্তু সকল বোদ্ধা বা নিয়োগপাত্রেই * নহেন।” অংশমাত্র—(পূর্বলোকের) এই পদের দ্বারা যদি বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনিই অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে প্রমাণিতকেই পুনরায় প্রমাণ করা হয়। আর যদি সেইখানে রসধ্বনি অভিপ্রেত হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত ব্যাখ্যা স্বীয় সিদ্ধান্ত, লক্ষ্যবস্তুর প্রসিদ্ধি এবং সহৃদয় ব্যক্তির অনুভবের বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। কাব্যরচনায় কবির কীর্তির দ্বারাও প্রীতিই সম্পাদিত হয়। যেহেতু বলা হইয়াছে—“কীর্তি স্বর্গফলা বলিয়া কথিত হইয়াছে।” ইত্যাদি। যদিও শ্রোতৃবর্গের জ্ঞানলাভ ও প্রীতিলভ উভয়ই হয় তথাপি তন্মধ্যে প্রীতিই প্রধান। তাই বলা হইয়াছে—“উৎকৃষ্ট কাব্যসেবন ধর্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষে এবং কলাসমুদায়ে বিচক্ষণতা দান করে এবং কীর্তি ও প্রীতি সম্পাদন করে।” কীর্তি ও প্রীতির উল্লেখ করা হইলেও সেখানে প্রীতিই প্রধান। তাহা না হইয়া কাব্য যদি কেবল ব্যুৎপত্তিহেতুই হইত তাহা হইলে প্রভুসদৃশ বেদাদি, মিত্রসদৃশ ইতিহাসাদি এই সকল ব্যুৎপত্তিহেতু শাস্ত্র হইতে কাব্যের কি পার্থক্য থাকিত? অথচ কাব্যের বৈশিষ্ট্যই হইল এই যে ইহা কাহ্নাসদৃশ। অতএব আনন্দই প্রধান বলিয়া কথিত হইয়াছে। চতুর্বর্গের ব্যুৎপত্তিরও আনন্দই চরম ও মুখ্য ফল। আনন্দ আবার গ্রন্থ-কারেরও নাম। সুতরাং সেই আনন্দবর্দ্ধনাচাৰ্য্য এই শাস্ত্রের দ্বারা সহৃদয় হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ দেবতামন্দিরে দেবতার গ্রায় অবিনশ্বর স্থিতি লাভ করুক; যেহেতু কথিত হইয়াছে—“সংকাব্যরচয়িতারা স্বর্গারোহণ করিলেও তাঁহাদের কাব্যময় স্নন্দর দেহ নিরাতঙ্কে বাঁচিয়া থাকে।” সহৃদয়ের মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ইহার মন সেইরূপই। এই গ্রন্থকার নিশ্চয়ই সহৃদয়-

* বেদাঙ্গিশাস্ত্রে বাঁহারা

কাব্যের শরীর গুণালঙ্কার প্রভৃতির জ্ঞান লালিত্যময় এবং তাহার মধ্যে সমুচিত রসের সন্নিবেশ হইয়াছে। এই জ্ঞানই ইহা সৌন্দর্য্যময়। ইহার সাররূপ যে অর্থ, যাহা সহৃদয় ব্যক্তির কাছে মর্যাদা পায় তাহার দুইটি প্রভেদ—বাচ্য ও প্রতীয়মান।

চক্রবর্তী—ইহাই ভাবার্থ। যেমন—“যুদ্ধে পরমার্জুনেরই প্রতিষ্ঠা হয়।” গ্রন্থের শেষে দেখাইব যে নিজের নামের প্রকাশ শ্রোতৃবর্গের গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি জাগাইবার হেতু, কারণ ইহা তাহাদের মনে সম্ভাবনা ও বিশ্বাস উৎপাদন করে। এইভাবে গ্রন্থকার, কবি ও শ্রোতার প্রয়োজন কথিত হইল। ১ ॥

“ধ্বনিস্বরূপ বলিতেছি”—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করার পর “বাচ্য ও প্রতীয়মান নামক অর্থের দুই প্রভেদ আছে”, কারিকায় এই কথা বলার কি সঙ্গতি আছে? এই আশঙ্কা করিয়া সঙ্গতি দেখাইবার জ্ঞান অবতরণিকা করিতেছেন—তত্রৈতি। এবং বিধ অভিধা ও প্রয়োজন স্বীকৃত হইলে। ভূমি বা ভিত্তির মত সেইজ্ঞান ভূমিকা। যেমন নূতন কিছু নিষ্কাগ করিবার ইচ্ছা করিলে ভূমিই পূর্বে বিরচিত হয় সেইরূপ প্রতীয়মানার্থ্য ধ্বনিস্বরূপ যেখানে নিরূপণযোগ্য সেইখানে নির্বিবাদসিদ্ধ বাচ্য অভিধানই হইল ভিত্তিস্বরূপ। কারণ বাচ্যাতিরিক্ত প্রতীয়মান অংশ তাহার পশ্চাতেই উল্লিখিত হইয়াছে।

বাচ্যের সঙ্গে প্রতীয়মানকে যে সমান প্রাধান্য দিয়া গণনা করা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য হইল ইহা প্রতিপাদন করা যে বাচ্যের জ্ঞান প্রতীয়মানকেও কিছুতেই গোপন করা যায় না। “সঃ সমান্যাতপূর্ব্বঃ”—ইহার দ্বারা যে ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাই ‘স্বতো’-পদের দ্বারা দৃঢ়ীভূত করিতেছেন। “শকার্ধ্যশরীরং কাব্যম্” (কাব্য শকার্ধ্যবিশিষ্টশরীরসম্পন্ন)—এইরূপ যে কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ‘শরীর’-শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়াই তদন্তপ্রাণক কোনও আত্মাকে নিশ্চয়ই থাকিতে হইবে। সেই শব্দ ও অর্থের মধ্যে শব্দই শুধু শরীরভাগরূপে সন্নিবিষ্ট হয়। শরীরের স্থূলত্ব, ক্লশত্বাদি ধর্ম্ম সকলেই বুঝিতে পারে, সেইরূপ শব্দের ধর্ম্মও সর্বজনসংবেদ্য। অর্থ কিন্তু সকলজনসংবেদ্য হয় না। আবার শুধু অর্থ আছে বলিয়াই তাহার দ্বারা কাব্যসংজ্ঞাও হয় না। কারণ লৌকিক ও বৈদিকবাক্যে অর্থ থাকিলেও তাহাদিগকে কাব্য নাম দেওয়া হয় না। তাই বলা হইতেছে—সহৃদয়স্বাক্ষর ইতি। সেই এক অর্থকেই বিচারক্ষম ব্যক্তির বিভাগবুদ্ধির দ্বারা দুই

তন্মধ্যে বাচ্য অর্থ প্রসিদ্ধ। অগ্ৰ্য্য লেখকেরা উপমাদি নানা প্রকারের দ্বারা তাহার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অগ্ৰ্য্য লেখকেরা অর্থাৎ কাব্যের সৌন্দর্য্যবিধায়ীরা।

তাই বিস্তারিত করিয়া এখানে তাহার কথা বলা হইল না। ৩

কিন্তু প্রয়োজন মত কেবল তাহা উল্লেখ করা হইল।

মহাকবিদের বাণীতে কিন্তু আর একটি বস্তু আছে যাহার নাম প্রতীয়মান অর্থ। তাহা রমণীর লাবণ্যের মত চির-পরিচিত অঙ্গসৌষ্ঠব হইতে পৃথক্ভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ৪

শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই—কাব্যের অর্থ ও লৌকিকাদি শাস্ত্রের অর্থ—ইহাদের রূপ যদি ভুলাই হয় তাহা হইলে কোন একটি বিশেষ অর্থের (অর্থাৎ কাব্যার্থের) প্রতিই বা সহৃদয় ব্যক্তিগণ ভ্রাম্য দেখাইয়া থাকেন কেন? অতএব এই কাব্যার্থের বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই কিছু আছে। প্রতীয়মান অংশেরই সেই বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া বিচারবুদ্ধিশালীরা তাহাকে কাব্যের আত্মা বলিয়া ব্যবস্থাপনা করেন। কাব্যার্থের সংমিশ্রণ হেতু যাহাদের চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে তাহারাই এই পৃথক্-করণে আপত্তি করেন, যেমন চার্লসপন্থীর আত্মার পৃথক্-অস্তিত্বে আপত্তি করিয়া থাকেন। অতএব একবচনান্ত ‘অর্থ’-শব্দের দ্বারা আরম্ভ করিয়া ‘সহৃদয়ভ্রাম্য’ এই বিশেষণের দ্বারা কারণ দেখাইয়া বিভাগবুদ্ধির দ্বারা তাহার দুই অংশ বা ভেদ আছে এই কথা বলিলেন। ইহার দুইটিই যে কাব্যের ‘আত্মা’ তাহা নহে। কাব্যাত্মা—কারিকাগত এই ‘কাব্য’-শব্দকে বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাখ্যা করিবার জন্ত বলিতেছেন—কাব্যান্ত্র হীতি। ‘ললিত’-শব্দের দ্বারা গুণ ও অলঙ্কারের সহায়কত্ব বুঝাইলেন। রসবিষয়ই যে ঐচ্ছিত্যের নিয়ামক হইয়া থাকে ইহা দেখাইয়া রসদর্শনই যে কাব্যাত্মা তাহা ‘উচিত’-শব্দের দ্বারা সূচিত করিলেন। তাহার (সেই রসের) অভাবে কিসের অপেক্ষায়ই বা এই ঐচ্ছিত্যনামা বস্তু উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইয়া থাকে? ঘোষার্থ ইতি—‘যৎ’-শব্দের দ্বারা নির্ণীত বিষয়ের পুনরুল্লেখের ইহাই সার্থকতা। যে অপরেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ‘তন্ত’—ইত্যাদির দ্বারা ইহা দেখাইতেছেন যে তাহার দুই অংশ থাকায় প্রতীয়মানের অস্তিত্ব স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত।

সুতরাং কেহ কেহ যে বলিয়াছেন, “যেহেতু ধ্বনি সৌন্দর্যের হেতু সেইজগৎ ইহা গুণ ও অলঙ্কার ব্যতিরিক্ত নহে” ধ্বনি কাব্যের আত্মস্বরূপ বলিয়া এই অনুমানের হেতু অসিদ্ধ, * ইহা দেখান হইল। আত্মা দেহের চারুত্বহেতু হয় না। যদি এইরূপ হয়ও তাহা হইলেও বাচ্য অর্থে এই হেতু একান্ত-ভাবে প্রয়োগ করা যায় না। যাহা অলঙ্কার তাহা অলঙ্কার্য হইতে পারে না। যাহা গুণী তাহা গুণ হইতে পারে না। এই জগৎও (কেবল ভূমিকার জগৎ নহে) বাচ্যাংশের প্রস্তাবনা করা হইল। এই জগৎই বলিবেন—“বাচ্য প্রসিদ্ধঃ” ইতি। ২ ॥

তত্রৈতি। দুই অংশ থাকিলেও। প্রসিদ্ধ ইতি। যাহা স্বীলোকেব মুখ, উদ্যান, চন্দ্রোদয় প্রভৃতির মত লৌকিকই। উপমাাদি প্রভৃতির দ্বারা তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়া বিবৃত হইয়াছে,—এইভাবে যোজনা করিতে হইবে। বৃত্তিতে ‘কাব্যালঙ্কারবিধায়িত্বঃ’র দ্বারা কারিকাগত ‘অষ্টৈঃ’ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ততো নেহ প্রতন্ততে—‘প্রতন্ততে’-শব্দে ‘প্র’ উপসর্গের ত্রোতনা এই যে অজ্ঞাত বস্তু বিস্তারিতভাবে কথিত হইবে। এই বিশেষ অংশেব প্রতিষেদের দ্বারা কেবল অবশিষ্টাংশ সূচিত হইতেছে। ‘কেবলম্’ ইত্যাদির দ্বারা ইহা দেখাইতেছেন। ৩ ॥

অন্তদেব বস্তুতি। পুনঃ শব্দ বাচ্য অর্থ হইতে পার্থক্যের দ্বোতক। বাচ্যাতিরিক্ত এবং সারভূত। মহাকবীনাগমিতি। এই বহুবচনেব দ্বারা অশেষ বিষয়ে ব্যাপকত্বের কথা বলিতেছেন। যে প্রতীয়মানের কথা বলা হইবে তাহার দ্বারা অন্তপ্রাপ্তিও যে কাব্য তাহা বচনা করিবার ক্ষমতা ইহাদের আছে। এই জগৎই ইহারা মহাকবি বলিয়া আখ্যাত হইলেন। যাহা এইরূপ তাহাই প্রতিভাত হয়। যাহা একেবারেই অস্তিত্বহীন তাহা এইভাবে প্রতিভাত হইতে পারে না। শুদ্ধিতে যে বস্তুত্বের ভ্রম হইত সেইখানেও একেবারে অস্তিত্বহীন পদার্থের প্রকাশমানত্ব নাই। ইহাব দ্বারা প্রমাণিত হয় যাহাদের অস্তিত্ব বা সত্তা আছে সেই সমুদায়েরই প্রকাশ হয়, প্রকাশমানত্ব হইতে অস্তিত্বের বোধ হয়। অতএব এই কথাই বলা হইতেছে যে যাহা প্রকাশিত হয় তাহার অস্তিত্ব আছে। সুতরাং ইহাট প্রয়োগার্থ—প্রসিদ্ধ বাচ্য অর্থ ধর্মী। তাহা তদ্ব্যতিরিক্ত প্রতীয়মানের সঙ্গে যুক্ত থাকে; কারণ তাহার মধ্য দিয়াই সে প্রকাশিত হয় যেমন লাবণ্যযুক্ত

* আত্মস্বরূপ ‘ধ্বনি’তে দেহবস্তুর চারুত্ব থাকিতে পারে না।

আবার প্রতীয়মান নামে বাচ্য হইতে বিভিন্ন একবস্ত্ত মহাকবিদের বাণীতে রহিয়াছে। সেই যে বস্ত্ত তাহা সহৃদয় ব্যক্তির কাছে সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ইহা রমণীর লাবণ্যের মত সেই সকল অবয়ব হইতে পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন রমণীদিগের লাবণ্য সকল অবয়ব হইতে অতিরিক্ত অল্প কিছু; তাহাকে পৃথক করিয়া বর্ণনা করিতে হয় এবং তাহা অবয়বতিরিক্ত তত্ত্ব হিসাবেই সহৃদয় ব্যক্তির নয়নের অন্তত্মরূপ হইয়া প্রতিভাত হয় সেই অর্থও সেইরূপ। পরে দেখান হইবে যে সেই অর্থের নানা প্রভেদ আছে; তাহা বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত বস্ত্তমাত্র অথবা অলঙ্কার অথবা রসাদি। সকল প্রকারের মধ্যেই তাহা বাচ্য অর্থ হইতে বিভিন্ন।

রমণীর সঙ্গে লাবণ্য প্রতিভাত হয়। ‘প্রসিদ্ধ’ শব্দের দুইটি অর্থ—ইহা সকলের বোধগম্য এবং ইহা অলঙ্কৃত হয়। যন্তুদিত্তি। যৎ এবং তৎ—এই দুই নাম সন্মুখ্য ইহাই দেখাইতেছে যে দৃষ্টান্ত (লাবণ্য) এবং দার্ষ্টান্তিক (প্রতীয়মান অর্থ) ইহাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না এবং ইহাদের একটিকে (লাবণ্যকে) যে দেখাভিন্ন বলিয়া এবং অপরটিকে (প্রতীয়মান অর্থকে) যে বাচ্যাভিন্ন বলিয়া ভ্রম হয় তাহা পরস্পরের সংমিশ্রণজনিত। এইরূপ দেখাইবার উদ্দেশ্যই হইল ইহা ছোতনা করা যে লাবণ্য ও প্রতীয়মান অর্থের প্রাণই চমৎকার বা আনন্দ। ইহাই ‘কিমপি’-ইত্যাদির দ্বারা বিস্তারিতরূপে বিবৃত করিতেছেন। লাবণ্য অবয়বসংস্থানের দ্বারা অভিযুক্ত হয়; কিন্তু ইহা অবয়বের অতিরিক্ত নূতন একটি ধর্মই বটে। ইহা অবয়বের নির্দোষতা বা অবয়বে অলঙ্কারসংযোগমাত্র নহে। কারণ প্রভৃতি যে সকল দোষ পৃথকভাবে দৃষ্টিগোচর হয় সেই সকল দোষ যাহার নাই এইরূপ রমণী সালঙ্কারা হইলেও ইনি লাবণ্যহীন। আবার ইনি সেইরূপ না হইয়াও লাবণ্যমৃতজ্যোৎস্নাময়ী—সহৃদয় ব্যক্তির এইরূপ বাক্য ব্যবহার করেন। আচ্ছা, লাবণ্য তো অবয়বতিরিক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু সেই প্রতীয়মান যে কি তাহাই তো আমাদের জানা নাই; ব্যতিরিক্তত্বের প্রসিদ্ধি তো দূরে থাকুক। যে ভাসমানকে তাহার অস্তিত্ব স্বীকৃতির হেতু বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে এইভাবে তাহাই অসিদ্ধ বলিয়া

প্রথম প্রভেদ এই যে তাহা বাচ্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত। কখনও কখনও দেখা যায় যে বাচ্যে বিধি থাকিলেও তাহা প্রতিষেধরূপে অভিব্যক্ত হয়। যথা—

“হে ধার্মিক, তুমি নিশ্চিত হইয়া ভ্রমণ কর। আজ সেই গোদাবরী-তীরস্থিত লতাকুঞ্জবাসী কুকুর সেই দৃপ্তসিংহের দ্বারা নিহত হইয়াছে।”

মনে হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়াই গ্রন্থকার “সৌহর্থ” ইত্যাদির দ্বারা তাহার স্বরূপ অভিহিত করিয়াছেন। ‘সর্কেষু চ’ ইত্যাদির দ্বারা বাচ্য হইতে ইহার ব্যতিরিক্তত্বের প্রসিদ্ধির কথা পরে প্রমাণ করিবেন। প্রতীয়মানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইলে তাহার দুইটি প্রভেদ মানিতে হইবে—লৌকিক ও কেবলমাত্র কাব্যব্যবহারগোচর। যাহা লৌকিক তাহা কখনও কখনও স্বশব্দবাচ্য হয়। ‘বস্তু’ শব্দের দ্বারা বলা হইতেছে যে সেই লৌকিক প্রতীয়মান বিধি নিষেধাদি অনেক প্রকারের হইতে পারে। এই লৌকিক প্রতীয়মানও দুই প্রকারের। কোন কোন প্রতীয়মান অর্থ পূর্বে (বাচ্য অবস্থায়) কোন বাক্যার্থের মধ্যে উপমাদিক্রমে অলঙ্কারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইদানীং (ব্যাক্য অবস্থায়) আর অলঙ্কার বলিয়া প্রতিভাত হয় না। কারণ বাচ্য অবস্থায় ইহার যে গৌণতা ছিল এখন আর তাহা নাই। পূর্বে যে ইহা অলঙ্কারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল এক্ষণে সেই স্থিতির উদ্দীপক বলিয়া ইহা ব্রাহ্মণশ্রমণ গ্রাযবলে * অলঙ্কারধ্বনি নামে অভিহিত হইতেছে। যাহাতে এই অলঙ্কারত্ব নাই তাহা বস্তুমাত্র বলিয়া কথিত হয়। এই অংশে ‘মাত্র’-শব্দ গ্রহণের দ্বারা ইহার অলঙ্কারধ্বনিত্ব নিরাকৃত হইল। তাহাই রস যাহা স্বপ্নেও কখনও স্বশব্দ (রস প্রভৃতি শব্দ) বাচ্য নহে এবং লৌকিক ব্যবহারের অন্তর্গত (পুল্লঙ্গাদিজনিত হর্থত্বলা) নহে। অপিচ, যে সমস্ত বিভাব ও অন্তর্ভাব শব্দের দ্বারা সমপিত হয় এবং যাহারা হৃদয়ের সহিত মিলনবশতঃ সৌন্দর্য্যময় হইয়া উঠে, সেই সকল বিভাব ও অন্তর্ভাবের উপযোগী যে রতি প্রভৃতি বাসনা যাহাবা পূর্ব হইতেই (জন্মাবধি) হৃদয়ে নিবিষ্ট হইয়া আছে তাহারা উদ্বোধিত হয় বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তির চিত্ত রসচর্চণার যোগ্যতা লাভ করে। সহৃদয় ব্যক্তির নিজের চিত্তের মধ্যে ইহাদের যে আনন্দময় চর্চণাত্মক ব্যাপার তাহারা আনন্দ্যমান (রসমান) হয় বলিয়াই উহার নাম

* ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ শ্রমণ হইলেও পূর্ব জাতি স্মরণবশতঃ ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হয়।

রস। তাহার নাম রসধ্বনি এবং তাহা একমাত্র কাব্যব্যাপারের গোচর। তাহাই ধ্বনি এবং মুখ্য বলিয়া তাহাই কাব্যের আত্মা। ভট্টনায়ক যে বলিয়াছেন, “ইহা অংশমাত্র ; ইহা সন্থ নহে।” তাহা হয়ত বা বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনির বিরুদ্ধে আপত্তি হিসাবে উত্থাপিত হইতে পারে। রসধ্বনিকে তিনিই কাব্যের আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন কারণ রসচর্চনা (ভোগীকরণ) পূর্ববস্তী দুই অংশ—অভিধা ও ভাবনা—অতিক্রম করে তিনি এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি রসধ্বনিতে যাইয়া পরিসমাপ্তি লাভ করে—ইহা আমরাও যথাস্থানে বলিব। এখানে এই পর্যন্ত থাকুক। বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তমিতি—এই সামান্য লক্ষণ তিন প্রকার ধ্বনিতেই পরিব্যাপ্ত হয় অর্থাৎ তিন প্রকারের ধ্বনিই বাচ্য অর্থের শক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত হয়। যদিও ধ্বনন শব্দেরই ব্যাপার তথাপি অর্থের সামর্থ্যের সহকারিতা থাকায় এবং সেই সহকারিতা বিনষ্ট না হওয়ায় ধ্বনি সর্বত্রই বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয়। শব্দশক্তিমূলক অমুরণরূপ ব্যঙ্গ্যেও অর্থসামর্থ্য হইতেই প্রতীয়মানের অবগতি হয় ; শব্দশক্তি কেবল অর্থসামর্থ্যের সহকারিতা করিয়া থাকে—ইহা পরে বলিব। দূরং বিভেদবানিতি। বিধি ও নিষেধ যে পরস্পরবিরোধী ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। এই জ্ঞান প্রথমেই এই দুইটির উদাহরণ দিতেছেন—‘ভ্রম ধার্মিক’ ইত্যাদি।’ কোন রমণীর প্রিয়সম্মিলনের সঙ্কেতস্থান তাহার প্রাণ-স্বরূপ ; জনৈক ধার্মিকের সঞ্চরণে সেইখানে অন্তরায়ের সৃষ্টি-হইয়াছিল এবং যে পল্লবকুসুম গোপনতাব সৃষ্টি করে তাহা অবচিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছিল। সঙ্কেতস্থানকে ধার্মিকের সঞ্চরণ হইতে রক্ষা করিবার জ্ঞান এই উক্তি। এখানে যে ভ্রমণের বিধি তাহা অমুজ্ঞা বা নিয়োগসূচক নহে। ভ্রমণ স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু কুকুরের ভয়ে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া নিষেধের অভাব হইয়াছে অথবা বাধা দূরীকৃত হইয়াছে। ইহাই ভ্রমণ বিধির অর্থ। এখানে লোটের প্রয়োগ অতিসর্গপ্রাপ্তকালসম্বন্ধী অর্থাৎ বাধার দূরীকরণের পর যথেষ্ট ভ্রমণ সম্ভব। ভাব ও অভাব পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া ইহার যুগপৎ বাচ্য হইতে পারে না, একটির পর একটিও বাচ্য হইতে পারে না। একটি অর্থের বিরতির পর আরেকটি বাচ্য হইবে এমনও হইতে পারে না। “অভিধাশক্তি শুধু বিশেষণকে (গোত্রপ্রভৃতি) বুঝাইতেই শক্তি হারািয়া ফেলে, তাহা কোন ব্যক্তিকে (গবাদিকে) বুঝাইতে পারে না।” ইহার দ্বারা বলা হইয়াছে যে কোনও

অর্থের অবগতির বিরাম হইলে অপর একটি অর্থের উদ্ভব অভিধাশক্তির দ্বারা সম্ভব হয় না। তবে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে ‘দৃশ্য’, ‘ধাত্মিক’ ও ‘তদ্’—ইহাদের অর্থ অসম্ভব বলিয়া অর্থের বাধা রহিয়াছে। এই বিরোধের জ্ঞাত এবং বক্তৃতির বিবক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অভিহিতাশ্রয়বাদীদের মতানুসারে বিপরীতলক্ষণার দ্বারা তাৎপর্যশক্তিই—যাহা অর্থ করিতেই নিজের শক্তি হারাইয়া ফেলে নাই—বাক্যের মধ্যে যে নিষেধাত্মক ভাব (ভ্রমণ কবিও না) আছে তাহার প্রতীতি আনয়ন করে। সুতরাং এই অর্থ শব্দশক্তিমূলকই। “এই জীলোকটি এইরূপ বলিয়াছে”—এখানে এইরূপ ব্যবহার হইয়াছে। তাই এখানে বাচ্যাতিরিক্ত অর্থ কোন অর্থ নাই। এই যুক্তি ঠিক নহে। এখানে শব্দের তিনটি ব্যবহার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। পদের সাধারণ, সাধারণ অর্থে অভিধার ব্যাপার। কোন একটি সঙ্কেতকে অপেক্ষা করিয়া অর্থ বুঝাইবার শক্তির নামই অভিধাশক্তি। অভিধার সঙ্কেত বা নির্দেশ পদের সাধারণ অর্থে প্রযোজ্য; তাহার কোন বিশেষ অংশ থাকিলে অভিধা তাহাব সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে। বিশেষাংশের অনন্ত সম্ভাব্যতা রহিয়াছে এবং কোন একটি বৈশিষ্ট্য নিয়তভাবে প্রয়োগ করা যায় না। শব্দসমূহের পরস্পর অর্থ করিয়া বাক্যের বিষয়রূপ গ্রহণে তাৎপর্যশক্তির প্রয়োগ করা হয়, কারণ ‘শব্দের সাধারণ লক্ষণ বিচার করিয়া যদি দেখা যায় যে কোন একটি অর্থ গ্রহণ না করিলে বাক্যের অর্থ সিদ্ধ হয় না, তবে তাহাই বিশেষ অর্থকে প্রতিপন্ন করিয়া থাকে।’—ইহাই নিয়ম। অর্থের দ্বিতীয় কক্ষা অর্থাৎ তাৎপর্যশক্তির দ্বারা বিচার করিলে এই বাক্যে, “তুমি ভ্রমণ কর” এই বিধি অপেক্ষা আব কিছু প্রতীত হয় না, কারণ তাৎপর্যশক্তির দ্বারা অর্থ মাত্র প্রতিপন্ন হয়। ‘গঙ্গায় ঘোষ বসতি’, ‘বালকটি সিংহ’ প্রভৃতিতে অর্থ করিতে করিতেই অযৌক্তিকতার জ্ঞাত বাধা উপস্থিত হয়। এখানে বলা হইতেছে যে তোমার ভ্রমণ নিষেধকারী সেই কুকুর সিংহ কর্তৃক নিহত হইয়াছে। সুতরাং ভ্রমণ নিষেধের যে কারণ ছিল তাহার অভাবের জ্ঞাত তোমার ভ্রমণ এখন সম্ভব এইরূপ অর্থ কোন ক্ষতি নাই। তাই এখানে মুখ্য অর্থের বাধা শব্দনীয় নহে; এখানে বিপরীত লক্ষণার অবসর নাই। যদিও বিপরীত লক্ষণাই হয়, তাহা হইলেও এই বিপরীত লক্ষণা দ্বিতীয়স্থান অর্থাৎ তাৎপর্যশক্তিতে থাকিয়া হইবে না। তাহা হইলে ইহাই ঠাড়াইল, মুখ্য অর্থের বাধা হইলে লক্ষণার কল্পনা করা যায়। বিরোধপ্রতীতিই মুখ্য অর্থের বাধা। এখানে

পদার্থগুলির স্ববিরোধিতা নাই। যদি বল পরম্পর বিরোধিতা আছে, তাহা হইলেও অম্বয়ে সেই লক্ষণামূলক বিরোধ-প্রতীতি হওয়া উচিত; অম্বয় প্রতিপন্ন না হইলে বিরোধের প্রতীতি হয় না। আবার অম্বয়ের প্রতিপত্তি অভিধা-শক্তির দ্বারা হয় না। পদার্থের জ্ঞানের পরই তাহার (অভিধার) শক্তি ক্ষীণ হওয়ায় এবং তৎপর তাহার আর কোন কার্যকারিতা না থাকায় তাৎপর্য-শক্তির দ্বারাই অম্বয়-প্রতিপত্তি হয়। এখন প্রশ্ন হইবে যে এইরূপ যুক্তিতে “অঙ্গুলীর অগ্রভাগে একশত হাতী” এই জাতীয় বাক্যও অম্বয়প্রতীতি হইতে পারে। কেনই বা হইবেনা? “দশদাড়িম” প্রভৃতি বাক্যে যেমন সমুদায়ের কোন অদ্বিত অর্থ হয়না, এইখানে সেইরূপ নহে। কিন্তু শুদ্ধিকায় রজতভ্রমের মত এই অম্বয় প্রত্যক্ষাদি অল্প প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া সেই অর্থের প্রতিপাদক বাক্য অপ্রামাণ্য হয়। “বালকটি সিংহ”—এখানে দ্বিতীয় কক্ষ্যানিবিষ্ট তাৎপর্যশক্তির দ্বারা যে অম্বয় প্রতিপন্ন হইল তাহার বাদক প্রকটিত হইলে তদনন্তর অভিধা ও তাৎপর্যশক্তিব্যতিরিক্ত লক্ষণা নামক তৃতীয়শক্তি জাগ্রত হয় যাহা বাদকশক্তিকে নষ্ট করিতে সমর্থ। আচ্ছা, এইভাবে দেখিলে তো “বালকটি সিংহ” এই বাক্য কাব্যরূপত্ব পাইবে, কারণ ধ্বননলক্ষণযুক্ত কাব্যাত্মা যে এখানেও আছে তাহা শীঘ্রই বলা হইবে। তর্ক হিসাবে তবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে ঘটেও জীবের মত ব্যবহার থাকিবে কারণ আত্মা সর্বব্যাপী; তাই তাহা ঘটেও থাকিবে। যদি বলা হয় বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন শরীরের আত্মায়ই সজীব প্রাণীর মত ব্যবহার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, যে কোন শরীর সম্বন্ধে ইহা খাটেনা, তবে বলিব যে গুণ ও অলঙ্কারের ঔচিত্যের দ্বারা সৌন্দর্য্যশালী শব্দার্থময় শরীরের ধ্বননরূপ আত্মা থাকিলে, সেই আত্মায় কাব্যরূপতা পাওয়া যাইবে। সুতরাং আত্মা সারহীন ঘটের সঙ্গে যুক্ত হইলেও যেমন নিজে অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়না, কাব্যাত্মাও সেইরূপ। লক্ষণাস্থলে ধ্বনির অস্তিত্ব দেখাইয়া কখনও বলা যাইবে না যে ভক্তি বা ভাক্ত অর্থই ধ্বনি। ভক্তি হইতেছে লক্ষণার ব্যাপার যাহা অর্থের তৃতীয় কক্ষ্যায় নিবিষ্ট থাকে। ধ্বননব্যাপার রহিয়াছে চতুর্থ কক্ষ্যায়। তিনের সম্মিলনে যে লক্ষণার প্রবর্তন হয় ইহা তো আপনারাও স্বীকার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে মধ্যার্থবাধা নির্ভর করে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাস্তরের উপরে। সামীপ্যাদি সম্বন্ধ যাহা নিমিত্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে তাহাও তো প্রমাণাস্তরের দ্বারাই জানা যায়। এই যে ঘোষবনতির অতিপবিত্রত্ব, শীতলত্ব,

সেব্য্য প্রভৃতি প্রয়োজন যাহা প্রমাণান্তরের দ্বারা সিদ্ধ হয় না এবং যাহা অল্প শব্দের দ্বারা বাচ্য নহে অথবা বালকের যে পরাক্রমাতিশয়াশালিত্ব—এই সমস্তই শব্দেরই ব্যাপার। (যদি বল ইহা অমুমানসাপেক্ষ তাহা হইলে উত্তর এই :—) তাহার (গঙ্গার) সামীপ্য হইতে তাহার পবিত্রত্বাদি ধর্ম্যের যে অমুমান তাহা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না অথবা যদি বল যে বালক সিংহ-শব্দবাচ্য তাহাও প্রমাণসিদ্ধ নহে। তারপর যেখানে যেখানে এইরূপ (লাক্ষণিক) শব্দের প্রয়োগ হয় (সিংহ, গঙ্গা), সেইখানে সেইখানে তাহার ধর্ম্য (পরাক্রম-শালিত্ব, পবিত্রত্ব) ইত্যাদি অমুমিত হইবে যদি এইরূপ তর্ক উত্থাপিত হয় তবে প্রশ্ন এই এখানে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ দেখাইতে যে মৌলিক প্রমাণান্তরের প্রয়োজন তাহার অভাব রহিয়াছে।

ইহা স্মৃতিও নহে ; কারণ যেখানে পূর্ব অমুভূতি না থাকে সেইখানে স্মৃতির সংযোগ হয় না এবং স্মৃতির যদি কোন নিয়ামক স্বীকার করা না হয় তাহা হইলে ইহা বক্তার বিবক্ষিত বা অবিবক্ষিত এইরূপ কোন নিশ্চিত নির্দেশ থাকে না। অতএব এই সকল ব্যাপার শব্দেরই। এই ব্যাপার অভিধায়ক নহে, কারণ সেইরূপ কোন সঙ্কেত নাই। ইহা তাৎপর্য্যাত্মকও নহে, কারণ অমুয় প্রতীতিতেই তাৎপর্য্যশক্তির ক্ষয় হইয়া যায়। ইহা লক্ষণাত্মকও নহে, পূর্ব কথিত হেতু বশতঃই (মুখ্যার্থের বাধার অভাবের জ্ঞা) এখানে শব্দের অর্থবোধক গতি স্থলিত হয় নাই। যদি স্বীকার করি যে শব্দের গতি স্থলিত হইয়াছে তাহা হইলে বলিতে হইবে যে মুখ্য অর্থের বাধাই এখানে গতিস্থলনের প্রয়োজন। এইভাবে অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়ে। অতএব কেহ যে ইহাকে লক্ষিতলক্ষণা নাম দিয়াছেন তাহা ব্যসন মাত্র। সুতরাং অভিধা, তাৎপর্য্য, লক্ষণা—এই তিনের অতিরিক্ত ইহা শব্দের চতুর্থ এক ব্যাপার বলিয়া জানিতে হইবে। ধ্বনন, ছোতন, ব্যঞ্জন, প্রত্যায়ন, অবগমন প্রভৃতি পর্য্যায়ের শব্দের দ্বারা ইহার সংজ্ঞা নিরূপিত হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সেইজ্ঞা গ্রন্থকার পরে বলিবেন “মুখ্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গুণবৃত্তির দ্বারা অর্থপ্রকাশ করা হয়, এই প্রক্রিয়ায় যে ফল উদ্দেশ্য করা হয় সেইখানে শব্দের অর্থ স্থলিত হয় না।” (১১১৭) সুতরাং মানিতে হইবে যে সঙ্কেতানুসারে বাচ্যের অবগমনশক্তি অভিধাশক্তি। এই শব্দের এই অর্থ ছাড়া অল্প কোন অর্থদ্বারা বাক্যের অর্থ করা সম্ভব নহে এই উপলক্ষিকে সহায় করিয়া যে শক্তির দ্বারা অর্থের অববোধন হয় তাহার নাম তাৎপর্য্যশক্তি। মুখ্য অর্থের

বাধা প্রভৃতির সহকারিতা অহুসারে যে অর্থপ্রতিভাসনশক্তি কার্য্যকরী হয় তাহার নাম লক্ষণশক্তি। এই শক্তির দ্বারা যে অর্থগমন হয় তাহা হইতে সঞ্চারিত, তাহার প্রকাশের দ্বারা পবিত্রিত এবং প্রতিপত্তার প্রতিভা হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত অর্থগমনশক্তিই ধ্বনন ব্যাপার। ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটি শক্তির ব্যাপারকে হীন করিয়া প্রাধান্য লাভ করে বলিয়াই ইহা কাব্যের আত্মা—এই অভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে যে যদিও (সঙ্কেতস্থানকে মুক্ত করা রূপ) প্রয়োজন ইহার বিষয় তথাপি নিষেধের প্রতীতির দ্বারা ইহা সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহা নিষেধরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীনেরা এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া আমরাও এই বিপরীত লক্ষণার কথা বলিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে লক্ষণা নাট, কারণ বিধিরূপ বাচ্য অর্থ অত্যন্তভাবে আচ্ছন্ন হয় নাই এবং অল্প কোন অর্থে তাহা সংক্রমিতও হয় নাই। লক্ষণা শক্তির ব্যাপার অর্থশক্তিমূলকও নহে। লক্ষণা ও ধ্বনির সহকারীও বিভিন্ন; তাই ইহাদের শক্তির প্রভেদ স্পষ্টই, যেমন যেখানে ব্যাপ্তিজ্ঞান ও স্মৃতির সাহায্যে বক্তার বিবক্ষা জানা যায় সেইখানে এই শব্দেরই অহুমান বিধায়ক ব্যাপার হইয়া থাকে। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সবিবক্ষক বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। অভিহিতাশ্রয়বাদীরা এই যুক্তি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। “যাহা বুঝাইতে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহাই শব্দের অর্থ,” —অস্বিতাভিধানবাদীরা ইহাই হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া বলেন যে অভিধা ব্যাপারই শব্দের মত ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া পড়ে। কিন্তু এই যে দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হওয়া ইহাকে কেমন করিয়া একটি ব্যাপার মাত্র বলা যাইতে পারে? কারণ ইহার বিষয় তো বিভিন্ন। যদি বলা হয় এখানে একাধিক ব্যাপার, তবে বলিব যে, এই যে অনেক প্রভেদবিশিষ্ট ব্যাপার বিষয় ও সহকারীর ভেদের জন্ত ইহা এক-জাতীয় হয় না এইরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। যে বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা শব্দের ক্রিয়া গ্রহণ করা হয় তাহারা একজাতীয় ব্যাপারেই একটি অর্থ গ্রহণ করিয়া পুনরায় আর একটি অর্থ গ্রহণ করিবে এই রূপ প্রণালী বৈশেষিকেরা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। যদি স্বীকার কর যে এই কার্য্য এক শ্রেণীর নহে তাহা হইলে তো আমাদের মতই গ্রহণ করা হইল। আবার যদি বলা হয় যে এই যে চতুর্থকক্ষ্যানিবিষ্ট অর্থ তাহা বাক্যের দ্বারা খুবই শীঘ্র অভিহিত হয় এই জাতীয় দীর্ঘদীর্ঘত্বই বিবক্ষিত হইয়াছে তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে যে যদি অভিধামূলক সঙ্কেতই না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেমন করিয়া

সংস্কৃত প্রতীতি হইবে? যদি বলা হয় নিমিত্তই (পদের অর্থই) সংস্কৃত থাকে, এই যে নৈমিত্তিক অর্থ (বাক্যের অর্থ) ইহা সংস্কৃতনিরপেক্ষ, তাহা হইলে বলিব, মীমাংসক মহাশয়ের বলিবার ভঙ্গীটা একবার দেখ! এই যে অর্থাৎ চতুর্থকক্ষ্যানিবিষ্ট নৈমিত্তিক বাক্যার্থ তাহাই প্রথমে প্রতীতি পথে অবতীর্ণ হয় তাহাব পশ্চাতে পদার্থগুলি নিমিত্তভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়—এই কথা বলিলে মনে হয় উক্ত মীমাংসক তাহাব প্রপোত্রের নৈমিত্তিক হইতে পাবেন। আবও যে বলা হইয়া থাকে—পূৰ্ণপদের পদার্থেব সংস্কৃতগ্রহণেব দ্বাবা সংস্কৃত হৃদয় ব্যক্তির কাছেই বাক্যের অর্থেব শীঘ্র প্রতীতি হয় ইহা তো বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখাই যায়; এই জগুই পদার্থ বাক্যার্থের নিমিত্ত। তত্বত্রে আমরা বলিব এই যুক্তিতে চতুর্থ কক্ষ্যানিবিষ্ট অর্থপ্রতীতির উপযোগী কিছুই বলা হইল না। আব যদি বলা হয় পদের পূৰ্ণ হইতেই কোন সংস্কৃত থাকে তাহাও ঠিক নহে, কাবণ অস্থিত হইয়াই পদের অর্থেব প্রয়োগ হইয়া থাকে। যদি বলা হয় যে কোন শব্দকে নানা অগ্ৰায়ব মনো বসুটীয়া আবার তাহা হইতে উঠাইলে তাহার সংস্কৃতিত অর্থ পাওয়া যায়তে পারে, তাহা হইলে বলিব যে সংস্কৃত পদের অর্থ মাত্রই প্রযুক্ত হয় এই কথা মানিয়া লইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে বিশেষ অর্থেব প্রতীতি পবেই আসে। আবার বলা যায়—তাৎপর্য্য প্রতীতি সংস্কৃত মস্তেই আসে এইরূপ তো দেখাই যায়, তাহার কি কবি? আমাদের উক্তব এই যে, আমবাও তো ইহা অস্বীকার কবি না; যে হেতু আমবাও বলিব, “সেইরূপ বাহারা সচেতা, বাহাদের মনে অর্থ সহজে প্রতিভাসিত হয়, বাহাবা ব্যাখ্যার্থের প্রতি বিমুগ্ধ, তাহাদের কাছে ব্যঙ্গ্য অর্থ খুব সহজে প্রকাশিত হয়।” (১১২) অভ্যস্ত বিষয়ে সজাতীয় অর্থাৎ ব্যাখ্যার্থের অঙ্গ পদের অর্থ এবং তাহাব বিকল্পবর্ণনার উদয় হয় না বলিয়া ব্যাপ্তি, সংস্কৃত ও স্মৃতির ক্রম লক্ষিত হয় না; সেইরূপ সেই ব্যঙ্গ্য অর্থ ক্রম সম্ভাবিত হইলেও সাতিশয় স্বল্পশীলনের জগু তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব অবশ্যই আশ্রয়ণীয়। যদি নিমিত্ত ও নৈমিত্তিকভাব গ্রহণ না করা যায় তাহা হইলে মুখ্য অর্থ হইতে গৌণ ও লাক্ষণিক অর্থকে পৃথক্ কবার প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত হইবে। মীমাংসাদর্শনে শ্রুতিলিঙ্গাদি যে ছয়টি প্রমাণের কথা আছে তন্মধ্যে পশ্চাৎ-উল্লিখিত প্রমাণ পূর্বে উল্লিখিত প্রমাণ হইতে দুর্বল—ইহা মানিয়া লওয়া হয়। নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব না থাকিলে এই পারদৌর্ভল্য প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত হইবে।

কখনও কখনও বাচ্যে প্রতিষেধ থাকিলে বিধিরূপ প্রতিভাত হয়।
যেমন—

“এইখানে শান্তুড়ী শয়ন করেন অথবা নিদ্রায় নিমগ্ন হয়েন ;
এইখানে আমি শয়ন করি। তুমি দিনের বেলায় ভাল করিয়া দেখিয়া
রাখ। হে রাতকানা পথিক, তুমি আমাদের শয়্যায় শয়ন করিও না।”

নিমিত্ততার বৈচিত্র্যের দ্বারা এই সকল প্রক্রিয়া সমর্থিত হয়। আর যদি
নিমিত্ততার বৈচিত্র্য মানিয়াই লইলে তাহা হইলে আমাদের প্রতি ঈর্ষ্যা
করিয়া লাভ কি? যে সকল বৈয়াকরণেরা বাক্য ও অর্থকে অবিভক্ত মনে
করিয়া তাহাকে স্ফোটরূপে কল্পনা করেন তাঁহারাও নিত্য স্ফোটের ক্ষেত্র
ছাড়িয়া অবিজ্ঞ বা সাংসারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে
অনুসরণ করেন। এইসব প্রক্রিয়া উত্তীর্ণ হইলে যে সবই এক অবৈত
পরমেশ্বর তাহা ‘তত্ত্বালোক’-গ্রন্থের প্রণেতা আমাদের শাস্ত্রকারের জানাই
আছে। অতএব এই কথা এই পর্য্যন্তই।

ভট্টনায়ক বলিয়াছেন, “এখানে দৃষ্টসিংহাদিপদপ্রয়োগে ও ধাত্বিকপদ-
প্রয়োগে ভয়ানক রসের যে আবেশ হইয়াছে তদ্বারাই নিষেধের অবগতি
হইতেছে। সেই ধাত্বিকের ভীকৃত্য বা সিংহের বীরত্ব—ইহাদের প্রকৃতির
নিয়ম জানা ব্যতিরেকে অল্প আর কোন প্রকারে নিষেধের অবগতি হয় না।
স্বতরাং কেবল অর্থসামর্থ্য হইতেই নিষেধাবগতির নিমিত্ত পাওয়া যাইবে না।”
ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—কে বলিয়াছে যে বক্তা ও বোদ্ধার বৈশিষ্ট্যের
জ্ঞান ছাড়া এবং শব্দগতধ্বননব্যাপার ব্যতিরেকে নিষেধের অবগতি হয়?
আমরাও বলিয়াছি যে বক্তা ও বোদ্ধার প্রতিভার সহকারিত্ব ছোতনা বা
ব্যঞ্জনার প্রাণ স্বরূপ। ভয়ানক রসের আবেশ তো কেহ নিবারণ করিতেছে
না, কারণ ভয়ের উৎপত্তি হইলেই ভয়ানক রসের অবগতি হইয়া থাকে।
প্রতিপত্তা বা বোদ্ধার রসাবেশ রসের অভিব্যক্তির দ্বারাই হইয়া থাকে।
এবং রস ব্যঞ্জনার বিষয়ই হইয়া থাকে। রস শব্দের দ্বারা বাচ্য হইয়া থাকে
একথা তিনিও বলেন নাই। স্বতরাং রস ব্যাখ্যাই বটে। প্রতিপত্তারও
রসাবেশ নিয়ত নহে। এমন কোন নিশ্চিত নিয়ম নাই যে এই সজ্জন ব্যক্তি
ভীকৃধাত্বিক সদৃশ হইবেন।

কোন বিশেষ প্রতিপত্তাকে যদি সহকারী বলিয়া কল্পনা করা হয় তাহা হইলে

বক্তা ও প্রতিপক্ষের প্রতিভাপ্রাণিতধ্বনন ব্যাপারকে সহ করিতে আপত্তি কি ? অপিচ কেহ যদি বস্তু ধ্বনির খণ্ডন করিয়া তদনুগৃহীত রসধ্বনির সমর্থন করেন তাহা হইলে খুব সূত্ৰভাবেই একধ্বনির ধারা অপর ধ্বনির ধ্বংস হইল ! ইহা আমাদের পক্ষে ভালই, যেমন কেহ বলেন, “দেবতার ক্রোধ বরের তুল্য।” এই সমস্তের দ্বারা যদি রসেরই প্রাধান্য বলা হয় তাহা হইলে তাহাতে কে আপত্তি করিবে ? যদি কেহ বলেন যে ইহাকে বস্তুধ্বনির উদাহরণ মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না, তাহা হইলে কাব্যের উদাহরণের জ্ঞান এখানে দুই প্রকার ধ্বনির অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া যাক। ইহাতে কি দোষ ? যদি রসানুপ্রবেশ স্বীকার না করিলে তৃপ্তি না হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে এখানে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়দর্পণে ভয়ানক রস থাকেনা। এখানে সন্তোষাভিলাষের উদ্দীপন-বিভাবরূপ সন্ধেতস্থানের উল্লেখ আছে বলিয়া এবং উপযুক্ত কাকু (স্বাঘাত) প্রভৃতি অন্তর্ভাবের সংশ্লিষ্ট হইয়াছে বলিয়া শৃঙ্গাররসের অনুপ্রবেশ হইয়াছে। রস অলৌকিক ; দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা বোঝা যায়না। বিদ্রি ও নিষেধ বিভিন্ন বস্তু এবং তাহাদেব প্রভেদ নিবিবাদে সিদ্ধ। তাহাই প্রথমে দেখাইবার জ্ঞান বস্তুধ্বনির উদাহরণ হিসাবে এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ কব। হইতেছে। যিনি ধ্বনিবাখ্যান করিতে যাঁইয়া তাৎপর্যশক্তি বা বক্তাব ইচ্ছা-সূচকত্বকেই ধ্বননব্যাপার বলিয়া নির্দেশ করেন তিনি আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করতে পারেন না। বলাই হইয়াছে, “মানুষে মানুষে রুচির প্রভেদ।” এইসব বিষয়ে গ্রন্থের শেষে যথাযথ প্রকাশ করিব। এইখানে এই পর্য্যন্ত। ভ্রমেতি। তোমাকে স্বাধীনতা দেওয়া হইল, তুমি যথেষ্ট ভ্রমণ করিতে পার ; তোমার ভ্রমণকাল উপস্থিত। দাম্বিকেরি। কুস্তমাদি সংগ্রহের জ্ঞান তোমাব ভ্রমণ সঙ্গতই বটে। বিস্রমকঃ ইতি। যেষেতু শঙ্কার কারণ রহিত হইয়াছে তাই। ১. ইতি—যে তোমার দেহলতাকে ভয়ে কম্পিত করিয়াছিল। অশ্বেতি। তোমার ভাগ্যের খুব উন্নতি দেখা যাউতেছে। মারিত ইতি। তাহার পুনরুত্থান হইবে না। তেনেতি। পরস্পর কানাকানিতে তুমিও শুনিয়াছ যে সেই সিংহ গোদাবরীতীরস্থিত বনে বাস করে। সন্ধেতস্থানের গোপনতা রক্ষার জ্ঞান পূর্বে সখীর দ্বারা সিংহের কথা দাম্বিককে শোনান হইয়াছিল। এখন সেই সিংহ দৃষ্ট হইয়া গহন হইতে নির্গত হইয়াছে। ভাবার্থ এই যে প্রসিদ্ধ সুবিস্তীর্ণ গোদাবরীতীরে আমার গমনই এখন কথামাত্র

কখনও কখনও বাচার্থে বিধি থাকিলে ব্যঙ্গ্য অর্থে কোনটাই প্রকাশিত হয় না। যেমন—

“তুমি চলিয়া যাও। আমার একার ভাগ্যেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ও ক্রন্দন থাকুক। তোমার দাক্ষিণ্য আজ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহার বিরহে তোমারও যেন এ দশা না ঘটে।”

পর্যাবসিত হইয়াছে। তোমার লতাগহনেপ্রবেশের যদি শঙ্কা থাকে তবে কথাই নাই।

অত্যা ইতি। মহ ইতি—নিপাতের অর্থ অনেক প্রকার হইয়া থাকে। এখানে ‘আমাদের দুইজনের’ এইরূপ বুঝাইতেছে, কেবল ‘আমার’ নহে। বিশেষ বচন অর্থাৎ দ্বিবচনেব প্রয়োগ কবিলে তাহা শঙ্কাকারী হইবে এবং তাহা হইলে প্রচ্ছন্ন অর্থের উপলব্ধি হইবে না। জনৈক প্রোষিতভূক্তা তরুণীকে দেখিয়া দর্শী পথিক কামভাবাপন্ন হইয়াছে। এই নিষেধের দ্বারা বঙ্গী তাহাকে স্বীয় মনোভাব বুঝাইতেছে। এখানে এই নিষেধের অভাবই বিধি। যে নিমগ্নরূপ বিধিতে অগ্রবৃত্তকে প্রবৃত্ত করা হয় ইহা সেই জাতীয় নহে কারণ এইভাবে নিজের অহুরাগ প্রকাশ করিয়া অভিমান খণ্ডন এখানে প্রাসঙ্গিক হইবে না। সুতরাং ‘রাত্র্যঙ্ক’-পদের দ্বারা সমুচিত সময়ে নাগকের মনের কামাকুলতা ধ্বনিত হইতেছে। তাহা ও তাহার অভাব সাক্ষাৎ-বিরুদ্ধ। তাই বাচ্য হইতে ব্যঙ্গের প্রভেদ ক্ষুণ্ণ হইয়া একটি হইয়াছে। ভট্টনায়ক বলিয়াছেন, ‘অহম্’-শব্দ অভিনয়বিশেষসহকারে উচ্চারিত হইয়া নায়িকার হৃদয়ের অবস্থা জানাইতেছে। সুতরাং ইহা সাক্ষাৎভাবে শব্দেরই অর্থ। কিন্তু এখানে ‘অহম্’-এই শব্দের ইহা সাক্ষাৎ অর্থ নহে। এই সমগ্র বাক্য ধ্বননেরই বাপার: কাকুসহকারে উচ্চারণ তাহারই সহায়ক এবং ইহা তাহারই ভূষণ। অন্তেষি—চেষ্টা করিয়া অনিভূতসন্তোষ পরিহার করিতে হইবে। যদিও তুমি মদনের শরে বিদ্ধ হইয়াছ এবং যদিও তোমাকে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে তথাপি কি করি? দিনটাই অভিশপ্ত, অনৌচিত্যের জগৎ ইহা অতি কুংসিত। প্রাকৃত্তে পুংলিঙ্গ ও নপুংসকের ব্যবহারে কোন নিশ্চিত নিয়ম নাই। তবে তোমাকে সর্বথা উপেক্ষা করা উচিত নহে। আমি যে এখানেই আছি তাহা তুমি দেখিয়া রাখ, আমি অস্ত্র চলিয়া যাইতেছি না। তাই পরস্পরের মুখ অবলোকন করিয়া দিনটা

কখনও কখনও বাচ্যার্থে প্রতিবেশ থাকিলে ব্যঙ্গ্য অর্থে বিধি বা নিষেধ কোনটিই থাকে না। যেমন—

“আমি প্রার্থনা করি তুমি প্রসন্ন হইয়া নিবৃত্ত হও ; হে সুন্দরি, তোমার মুখচন্দ্রমার জ্যোৎস্নালোকে অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে। হে হতাশে, তুমি অগ্নি অভিসারিকাদের বিপ্লব ঘটাইবে।”

কাটাইব। রাত্রি একটু হইলেই তুমি আমার শয্যায় গড়াইয়া পড়িও না ; ববং চুপে চুপে আসিও। নিকটে শব্দস্বরূপ যে কণ্টক রহিয়াছে তাহার নিদ্রা আসিল কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া তাহার পর আসিও—ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। ব্রজ মমৈব ইতি—তুমি চলিয়া যাও—এখানে এইরূপ বিধি দেওয়া হইতেছে। তুমি যে ভুল করিয়া অগ্নিনায়িকা সন্তোষ করিয়াছ তাহা নহে, গাঢ় অনুবাগ হইতেই করিয়াছ। তোমার মুখের রংই অগ্নি রকমের হইয়াছে, ভুল কবিয়া তাহার নামও তোমার মুখ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। তুমি পূর্বে আমার প্রতি অনুবাগ দেখাইতে ; সেই দাক্ষিণ্য সেইরূপই যেন আছে—এইভাবে দেখাইতে তুমি এখানে আছ। স্তবরাং তুমি সর্বপ্রকারেই শঠ। এখানে খণ্ডিত। নায়িকার তীর জ্বালাময় অভিপ্রায় প্রতীত হইতেছে। এখানে ঘাইও না বলিয়া কোন নিষেধ নাই ; অগ্নি কোন নিষেধের দ্বারা “যাও”—এইরূপ বিধিও দেওয়া হইতেছে না।

দে—প্রার্থনায় নিপাতন। আ—“তাবৎ”—একের অর্থ বুঝাইতেছে। স্তবরাং অর্থ হইল এই—তুমি যে কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহা হইতে নিবৃত্ত হও। এইভাবে বোঝা ঘাইতেছে বলিয়া নিষেধই বাচ্য। নায়িকা গৃহে আসিয়া দেখিল যে নায়কের মুখ হইতে অগ্নি নায়িকার নাম ভুলক্রমে বাহির হইয়াছে। ইহা ও এতাদৃশ অগ্নি অপরাধ দেখিয়া নায়কের নিকট হইতে সে ফিরিয়া ঘাইতে প্রবৃত্ত হইলে নায়ক চাটুবাচ্য বলিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতেছে—তুমি ফিরিয়া যাইয়া যে কেবল আমার ও তোমার নিজের শান্তির বিপ্লব করিবে তাহা নহে, অগ্নি নায়িকাদেরও। স্তবরাং তোমার লেশমাত্র স্খলিত হইবে না। তাই তুমি আশাহত। চাটুবাচ্যের দ্বারা নায়কের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে, ইহাই ব্যঙ্গ্য। যদি এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করা যায় যে সখীর দ্বারা উপদ্রষ্ট হইয়াও সেই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া নায়িকা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে সখী তাহাকে ইহা বলিতেছে, তাহা হইলে

কোথাও বা ব্যঙ্গ্য অর্থের বিষয় বাচ্য অর্থের বিষয় হইতে একেবারে বিভিন্ন হইয়া ব্যবস্থাপিত হয়। যেমন—

“স্ত্রীর অধর ত্রণযুক্ত দেখিলে কাহার বা ক্রোধ না হয় ? ভ্রমরযুক্ত পদ্ম আজ্ঞাণ করা তোমার স্বভাব। তাই বারণ করিলেও তুমি শোন নাই ; এখন তাহার ফল ভোগ কর।”

বাচ্য হইতে বিভিন্ন প্রতীয়মানের আরও অনেক প্রভেদ সম্ভব হইতে পারে। তাহাদের একটি দিক্‌মাত্র এখানে দেখান হইল। পরে সবিস্তারে দেখান হইবে যে দ্বিতীয় প্রভেদও (অলঙ্কার ধ্বনি) বাচ্য অর্থ হইতে পৃথক্। তৃতীয় যে প্রভেদ তাহা রসাদি লক্ষণাক্রান্ত এবং তাহা বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত অর্থ দাঁড়ায় এই—কেবল যে স্বীয় বিষয়ই করিবে তাহা নহে ; লঘুতার জন্ত নিজেই অনাদরের পাত্র করিয়া এবং তজ্জন্ত হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবার সময় মুখকান্তির দ্বারা অল্প অভিসারিকাদেরও বিয় করিবে। এই যে সখীর অভিপ্রায়রূপ চাটুবাচ্য ইহাই ব্যঙ্গ্য। “তুমি যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিয়া যাইতেছ তাহা হইতে নিবৃত্ত হও (নায়ক পক্ষে) এবং তোমার প্রিয়তমের গৃহে যে যাইতেছ তাহা হইতে নিবৃত্ত হও (সখী পক্ষে)।” —এখানে উভয় ব্যাখ্যায়ই বাচ্যাঙ্কে চিত্ত বিশ্রাম লাভ করে বলিয়া ব্যঙ্গ্য গোণ হইয়াছে এবং গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের প্রকারভেদ প্রেয় (সখী পক্ষে) ও রসবদ্ (নায়ক পক্ষে) অলঙ্কারেরই ইহা উদাহরণ হইয়া দাঁড়ায়, ধ্বনির নহে। সুতরাং এখানে ভাবার্থ এই—কোন রমণী বেগে প্রণয়ীর কাছে অভিসার করিতে গেলে তাহার নিজের গৃহে আগমনোন্মুখী নায়ক যেন না জানিয়া তৎপ্রতি এই শ্লোক বলিতেছে। অতএব “হতাশে”—ইত্যাদি বাক্যাংশে অন্তরঙ্গ প্রণয়বচনের সাহায্যে সে নিজের পরিচয় দিতেছে। অন্তরও বিয় করিবে, কিন্তু নিজের যে ঈপ্সিত লাভ হইবে এমন প্রত্যাশা কোথায় ? সুতরাং হয় আমার গৃহে আইস না হয় চল দুইজনেই তোমার গৃহে যাই। অতএব উভয়ই নায়কের চাটুবাচ্যাত্মক অভিপ্রায় ব্যঙ্গ্য হইয়াছে। অন্তে কেহ কেহ বলিয়াছেন—“ইহা অভিসারিকার প্রতি উদাসীন সহৃদয়ব্যক্তির উক্তি।” “হতাশে” প্রভৃতিতে যে আমন্ত্রণ বাক্য উক্ত হইয়াছে তাহা এই ব্যাখ্যায় যুক্তিযুক্ত হয় কিনা তাহার বিচার সহৃদয় ব্যক্তিরাই

করিবেন। ধার্মিক, পাঙ্ক ও প্রিয়তমাভিসারিকার সম্পর্কিত বিষয়ের ঐক্য থাকিলেও বাচ্য ও ব্যাক্যের স্বরূপের ভেদের জ্ঞান তাহাদের অর্থের বিভিন্নতা প্রতিপন্ন হইল। এখন দেখাইতেছেন যে বিষয়ভেদের জ্ঞানও ব্যাক্য অর্থ বাচ্য অর্থ হইতে বিভিন্ন হয়—কচিৎবাচ্যাদিতি। ব্যবস্থাপিত ইতি। বিষয়ভেদ ও বিচিত্ররূপে অবস্থিত থাকে এবং সহৃদয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক ইহা যথাযথ ব্যবস্থাপিত হইতে পারে। কহু বেতি। যে ঈর্ষা প্রবণ নহে তাহারও দেখিয়াই রোষ হয়। নিজে প্রিয়তমার অধর ত্রণযুক্ত না করিলেও অদৃষ্ট বশতঃ কোন কারণে এইরূপ হইয়া থাকিবে ইহা দেখিয়া। সন্মমরপদ্যাত্মাণীনে—চরিত্রগত অভ্যাস কোন উপায়েই নিবারণ করা যায় না। বারিতে—বারণে যে বাম অর্থাৎ বারণ করিলে যে অগ্রাহ্য করে। সহস্বেদানীং—এখন তিরস্কার-পরম্পরা সহ কর। এখানে ভাবার্থ এই :—জনৈক্য অবিনীতা নায়িকা কোনস্থানে অচ্য নায়কের সংস্পর্শে আসিয়া খণ্ডিতাধরা হইয়াছে। ঘটনাচক্রে তাহারই নিকটে পার্শ্ববর্তী স্থানে তাহার স্বামী আসিয়া পড়িয়াছে। এই স্বামীকে যেন দেগিতে পার নাই এমন ভান করিয়া কোন চতুরা সখী এই কথা বলিতেছে যাহাতে নায়িকা অবিনীতা বা অসতী বলিয়া কথিত না হইতে পারে। সহস্বেদানীমিতি—যাহা বাচ্য হইল তাহা অসতীনায়িকাবিষয়ক। ভক্তসম্পর্কে তাহার কোন অপরাধ নাই এই আবেদন ব্যাক্য। সহস্ব—ইহাও ভক্তবিষয়ক ব্যাক্যেব অন্তর্গত। প্রিয়তম কর্তৃক গভীরভাবে তিরস্কৃত হইলে সখী তাহার ঈর্ষাচারকে গোপন করিতেছে। প্রতিবেশী নায়ক সম্পর্কে আশঙ্কা অলৌকিক, স্বামীকে এইরূপ বোঝান হইতেছে। ইহাই ব্যাক্য। তাহার সপত্নী তাহার দুষ্করিত্রতা ও তিরস্কারে প্রকৃষ্ট হইবে। এই ভাবে শব্দের সাহায্যে নায়িকার সৌভাগ্যাতিশয-খ্যাপন সপত্নীবিষয়ক ব্যাক্য। সপত্নী-মধ্যে ইহার দ্বারা আমি ছোট হইয়া গেলাম, নিজের এইরূপ অগৌরব গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। বরং এই প্রচ্ছাদনে তোমার গৌরবই বুঝাইবে। তাই ‘সহস্ব’—শোভা পাইও; নায়িকাবিষয়ে এই সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন ব্যাক্য। আত্ম তোমার (প্রণয়ীর) গোপন অমুরাগিণী হৃদয়েবরীকে এইভাবে বাচাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু যে দৃষ্টদর্শন প্রকটিত হইয়া পড়ে তাহা পুনরায় করা সম্ভব হইবে না—গোপন প্রণয়ীকে এইভাবে সতর্ক করা হইতেছে। তদ্বিষয়ে ইহাই ব্যাক্য। আমি এইভাবে ইহা গোপন করিয়াছি—উদাসীন বিদগ্ধ লোককে সখী নিজের বৈদগ্ধ্য খ্যাপন করিতেছে। ইহাই উদাসীনলোকবিষয়ক ব্যাক্য।

হইয়াই প্রকাশিত হয় ; কিন্তু তাহা সাক্ষাৎভাবে শব্দব্যাপারের বিষয় নহে। তাই তাহা বাচ্য হইতে বিভিন্নই বটে। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই—তাহার (রসাদির) বাচ্যত্ব দুইভাবে হইতে পারে—তাহা শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের দ্বারা নিবেদিত হইতে পারে অথবা বিভাবাদি প্রতিপাদনের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে। প্রথম পক্ষ সত্য হইলে (অর্থাৎ শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের দ্বারাই যদি ঐ ঐ রসের নিবেদন হয়) যেখানে এই সকল শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের দ্বারা রস নিবেদিত হয় নাই সেইখানে রসের প্রতীতি না হওয়ারই প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। কিন্তু সর্বত্র রস এইসকল স্বশব্দের দ্বারা নিবেদিত হয় না। যেখানে তাহা হয় সেইখানেও

‘ব্যবস্থাপিত’-শব্দের দ্বারা এই সকল কথা বলা হইয়াছে। অগ্র ইতি। দ্বি উদ্যোতে, অসংলক্ষ্যক্রমবাক্য প্রথম প্রকার ; দ্বিতীয় প্রকারে বাক্য ক্রমে লক্ষিত হয়।” (২।৪)—দ্বিতীয় উদ্যোতে বিবক্তিতান্ত্রপরবাচ্য ধ্বনির দ্বিতীয় প্রভেদের বর্ণনাবসবে দেখান হইবে। তাই বিনিবিশেষায়ক এবং তদন্তরায়াক রূপ সংকলিত করিয়া বস্তুধ্বনিব সংক্ষেপে বর্ণনা করা সহজ ; কিন্তু অলঙ্কার-ধ্বনির এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সহজ নহে, কারণ অলঙ্কার বহুবিধ। তাই বলা হইয়াছে—সম্প্রপঞ্চ ইতি। তৃতীয়স্থিতি। ‘তু’ শব্দ অন্যান্য প্রভেদ হইতে ব্যতিরেকের সূচনা করে। বস্তু ও অলঙ্কার শব্দের দ্বারাই অভিধেয় ; কিন্তু রস ও ভাব, তাহাদের আভাস ও তাহাদের প্রশম—এই সকল বিষয় কদাচ শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতে পারে না। আশ্রয়মানতাই তাহাদের প্রাণ এবং তদ্বারাই তাহার প্রতিভাত হয়। সেখানে ধ্বননব্যাপার ছাড়া অন্য কোন ব্যাপার কল্পনা করার উপায় নাই, যেহেতু শব্দার্থের গতি স্থলিত হয় নাই বলিয়া মুখ্যার্থবাধা প্রভৃতি লক্ষণার কারণ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। স্থায়ী চিত্তবৃত্তি যদি ঐচ্ছিত্যের সহিত আশ্রয়মান হইতে থাকে তাহা হইলে তদ্বারা রসের উদ্ভব হয় ; ব্যভিচারী চিত্তবৃত্তির ঐচ্ছিত্যময় আশ্রয়ন হইলে তদ্বারা ভাবের সৃষ্টি হয় ; চিত্তবৃত্তি যেখানে অসুচিতভাবে আশ্রয়িত হয় সেইখানে হয় আভাস, যেমন সীতাতে রাবণের রতি। অবশ্য, “শব্দার হইতেই হাস্যের উৎপত্তি”—এই বচন হইতে এখানে (রাবণের সীতায় রতিতে) যদিও হাস্যরসের উদ্ভব হইতে পারে তথাপি এই রস সামাজিকদের মনে পড়ে উত্তিত

বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রতিপাদনের দ্বারাই রসসমূহের প্রতীতি হইয়া থাকে। শৃঙ্গারাদি শব্দের দ্বারা রসপ্রতীতি কেবল সমর্থিত হয়; ঐ সকল শব্দের দ্বারা উহা সৃষ্ট হয় না। কারণ বিষয়ান্তরে ঐ সকল শব্দের দ্বারা রসপ্রতীতি হয় এইরূপ দেখা যায় না। যে কাব্যে কেবল শৃঙ্গারাদি শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে অথচ বিভাবাদি প্রতিপন্ন হয় নাই

হয়। তন্ময়ত্ব অবস্থায় রতীই আশ্রয় হয়। সুতরাং “আমার কর্ণে তোমার নাম প্রবেশ করিলে তাহা আমার পক্ষে দূর হইতে আকর্ষণকারী মোহমন্দের জ্ঞায় হয়।”— ইত্যাদিতে পৌরীপাধ্যক্রমের বিচারকে অবধারণ করিয়া লইলে শৃঙ্গাররূপতা প্রতিভাত হয়। তাই ইহা শৃঙ্গারভাসমাত্র। তাহার অঙ্গের নাম ভাবাভাস। যে চিত্তবৃত্তি রসের ব্যঞ্জনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে যেহেতু তাহার প্রশান্তি বিশেষভাবে হৃদয়কে আক্লান্দিত করে সেই জ্ঞাত ভাবপ্রশম ‘ভাব’শব্দের মধ্যে সংগৃহীত হইয়া থাকিলেও ইহাকে পৃথকভাবে গণনা করা হইল। যেমন—“দম্পতি এক শয়নে শুইলেও পরস্পরের প্রতি পরাশ্রয় হইয়া একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডনাদি কাণ্ড্য না করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সময় কাটাইতেছিল। হৃদয়ে অমুনয়ের ভাব উপস্থিত থাকিলেও তাহারা মান রক্ষা করিয়াই ছিল। কিন্তু ক্রমে পরস্পরের অপাঙ্গনিক্ষেপ মিশ্রিত হওয়ার জ্ঞাত তাহাদের মানকলি ভগ্ন হইয়াই গেল এবং তাহারা সহান্ত্রে ও সবেগে কণ্ঠলগ্ন হইল।” এখানে দৈর্ঘ্যারোষাত্মক মানের প্রশম। “তোমার পুত্র হইয়াছে।”—এই কথা শুনিতে লোকের মনে যে হর্ষ উপস্থিত হয় এইরূপ রসাদিবিষয়ক অর্থ সেই জাতীয় নহে। লক্ষণার দ্বারাও এই অর্থ পাওয়া যায় না। বরং সহৃদয় ব্যক্তির অপরের হৃদয়ের সঙ্গে সম্মিলিত হইবার শক্তির বলে বিভাব-অল্পভাবের প্রতীতি হইলে যে তন্ময়তা ঘটে সেই অবস্থায় রসমান বা আশ্রয়মান হয় বলিয়াই ইহা রস। রসমানতাই ইহার প্রাণস্বরূপ; ইহা স্বয়ংসিদ্ধ পার্থিব সূত্র হইতে বিভিন্ন জাতীয়। এইভাবেই ইহা পরিষ্কৃত হয়। তাই বলিতেছেন—প্রকাশত ইতি। অতএব অর্থের দ্বারা সহকৃত শব্দের ধ্বননই ব্যাপার। বিভাবাদিবিষয়ক অর্থ পুত্রজন্মহর্ষের অল্পরূপ উপায়ে সেই চিত্তবৃত্তির সৃষ্টি করে না। তাই ইহা জননাতিরিক্ত (পুত্রজন্ম প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত) ব্যাপার। অর্থের এই ব্যাপারও ধ্বনন বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে। স্বশব্দেতি। শৃঙ্গারাদিশব্দের দ্বারা অভিধা

ব্যাপারের সংযোগবশতঃ যে অর্থ নিবেদন করা হয়। বিভাবাদীতি। তাৎপর্যশক্তি দ্বারা। রসের সার রসমানতা। শৃঙ্গারাদি শব্দ ও এই রসমানতা—ইহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ নাই তাহা অস্বয়ী (positive) ও ব্যতিরেকী (negative) যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিবার পর অহরূপ যুক্তির দ্বারা দেখাইতেছেন যে ধ্বননেরই রসপ্রতিপাদন ক্ষমতা আছে—ন চ সর্বত্রৈতি। যেমন ভট্টেন্দুরাজের নিম্নলিখিত শ্লোকে—“যে সকল বিষয় পূর্বে বেশ ভাল করিয়া দেখা হইয়াছে চোখ দুইটি থাকিয়া থাকিয়া যে তাহাদের প্রতি চঞ্চল হইয়া উঠে, ছিন্নপদ্মের মুণালের মালের মত অঙ্গগুলি যে বিশীর্ণ হইতেছে, গণ্ডের নিবিড় পাতুরতা যে দূর্ব্বাকাণ্ডকে বিড়ম্বিত করিতেছে—রুক্ষ প্রণয়ী হইলে যুবতী রমণীদের এইরূপই ভূষণ রচনা হয়।” এইখানে অহুতাবের ও বিভাবের অবগতির পরই তত্ত্বমীভবনের সহযোগে রসাত্মক অর্থ স্মরিত হয়। সেই বিভাব ও অহুতাবের অহরূপ চিন্তাবৃত্তির বাসনার দ্বারা সহৃদয়ের চিন্তাবৃত্তি অহুরঞ্জিত হয়; সেই চেতনার যে আনন্দময় চৰ্ণণ তাহার বিষয় যে অর্থ তাহার নাম রস। যদিও অভিলাষ, চিন্তা, ঐশ্বর্য্য, নিদ্রা, ধৃতি, মানি, আলস্য, শ্রম, স্থিতি, বিতর্ক প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হয় নাই তবুও এই অর্থ স্মরিতই হইয়াছে। এইভাবে ব্যতিরেকের (স্বশব্দ প্রয়োগ ব্যতিরেকে রসপ্রতীতি হওয়ার) দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অস্বয়ের অভাব দেখাই-তেছেন অর্থাৎ যেখানে শৃঙ্গারাদি শব্দের উপস্থিতিতে রসপ্রতীতি হয় সেই-খানেও অন্য কারণে রসপ্রতীতি হইয়া থাকে—যত্রাপীতি। তদ্বিতি। শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের দ্বারা রসের পরিবেষণ। প্রতিপাদনমুখেনেতি। শব্দপ্রযুক্ত বিভাবাদির প্রতিপত্তির দ্বারা। সা কেবলমিতি। যেমন,—“রুক্ষ দারবতীতে গেলে তিনি কালিন্দীতীরস্থিত যে বহুললতা কম্পিত করায় উহা আনত হইয়াছিল সেই বহুললতাকে আলিঙ্গন করিয়া উৎকণ্ঠিত রাধা বাপগদগদ স্বরে চীৎকার করিয়া এমন গান করিয়াছিলেন যে নদীর অভ্যন্তরস্থিত জল-চরেরাও সবেগে সেই গানের প্রতিধ্বনি করিয়া গান করিয়াছিল।” এখানে বিভাব ও অহুতাব স্পষ্টভাবে প্রতীত হইতেছে। উৎকণ্ঠা চৰ্ণগাগোচর হইয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। ‘সোৎকণ্ঠা’ শব্দ নূতন কিছু করিতেছে না; শুধু সিন্ধুকেই সাধিত করিতেছে। ‘উৎকম্’—এই পদের দ্বারা যে অহুতাব কথিত হইয়াছে ‘সোৎকণ্ঠা’—শব্দের প্রয়োগের দ্বারা তাহারই সমর্থন করা হইয়াছে। সুতরাং এই অহুতাব বা সমর্থনও

সেইখানে রসের অস্তিত্ব একেবারেই দেখা যায় না। দ্বিতীয় কারণ এই যে শৃঙ্গারাদি স্বশব্দ না থাকিলেও কেবল বিশিষ্ট বিভাবাদি হইতেই রসের প্রতীতি হয়। কিন্তু শৃঙ্গারাদি শব্দ যাহারা নিজেরাই নিজেদের অভিধান তাহারাই রসের প্রতীতি আনয়ন করিতে পারে না। স্তবরাং অম্বয়ী (positive) ও ব্যতিরেকী (negative) দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে রসাদি অভিধেয়ের সামর্থ্যের দ্বারা ই আক্ষিপ্ত হয়। তাহা একেবারেই অভিধেয় বা বাচ্য নহে। তাই প্রমাণিত হইল যে তৃতীয় প্রভেদও বাচ্য হইতে বিভিন্ন। বাচ্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার যে প্রতীতি হয় তাহা পরে দেখান হইবে।

সেই অর্থই কাব্যের আত্মা। এই ভাবেই পুরাকালে আদিকবির ক্রৌঞ্চমিথুনবিয়োগজনিত শোক শ্লোকত্ব বা কাব্যত্ব লাভ করিয়াছিল। ৫॥

নিরর্থক নহে। যদি পুনরায় (সোৎকণ্ঠা শব্দেব প্রয়োগ না করিয়া) 'অভূতাব প্রতীপাদন করা হইত তাহা হইলে কেবল যে পুনরুক্তি দোষই হইত তাহা নহে; তজ্জগা তন্নয়ত্বাবও নষ্ট হইয়া যাইত। ইহা যে হয় নাই তৎসম্পর্কিত হেতু বলিতেছেন - বিময়াস্তুর ইতি। 'বিশ্রম্য' ইত্যাদি। যাহাব (স্বশব্দ) অভাব থাকিলেও যাহা (রস-প্রতীতি) হয় তাহা তৎকৃত নহে। ইহাদিগকে (শৃঙ্গারাদি স্বশব্দকে) বিময়াস্তুরে যে দেখা যায় না তাহা দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন—ন ইতি। 'কেবল' শব্দের অর্থ পরিষ্কৃত করিয়া বলিতেছেন—বিভাবাদীতি। কাব্য ইতি। তোমার মতে 'কাব্য' শব্দ উচ্চারণ করিলেই কাব্য হয়। মনোগীতি। শৃঙ্গার, হাস্য, কৰুণ, রোদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত—নাটো এই আট প্রকারের রস প্রসিদ্ধ। এইভাবে শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের সঙ্গে রসাদির সম্বন্ধের অভাব ব্যতিরেক ও অধ্যয়নক যুক্তির দ্বারা দেখাইয়া তাহাই উপসংহারে বলিতেছেন—'যতশ্চ' ইত্যাদির দ্বারা আরম্ভ করিয়া 'কথঞ্চিৎ' শব্দে শেষ করা হইয়াছে। শব্দের রসসমনন কার্যে বিভাবাদি অভিধাই সহকারিশক্তি-রূপ সামর্থ্য। (অভিধেয় সামর্থ্য—অভিধেয়ই সামর্থ্য; কথ্যবারয় সমাস) পুত্রজন্মের কথা শুনিয়া যে হয় হয় তাহার মধ্যে জগজ্জনক বা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ

কাব্য নানাবিধ বিশিষ্ট বাচ্য বাচক রচনা সমূহের দ্বারা ঐশ্বর্য্যবান্ ; সেই প্রতীয়মান অর্থই তাহার সারভূত। নিম্নতসহচরীবিরহের জন্ত কাতর হইয়া ক্রোঞ্চ যে ক্রন্দন করিয়াছিল তাহা হইতে যে শোকের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা শ্লোকহে পরিণত হইল।

আছে। কেহ দিবায় ভোজন না করিয়া পীনদেহ হইলে অসুস্থমান করিতে হইবে যে সে রাত্রিতে ভোজন করে। অভিধার যে শক্তির দ্বারা রসধ্বননব্যাপার সম্ভাবিত হয় তাহা উৎপাদন ও অসুস্থমান ব্যতিরিক্ত। এই ব্যাপারে অভি-
বেয়ের যে সানর্থ্য (যগী তৎপুরুষ) অর্থাৎ গুণালঙ্কার বিশিষ্ট ও রসাহুযায়ী সমুচিত বাচকের সমন্বয়ের। এই ভাবেই শব্দ ও অর্থের ধ্বননই ব্যাপার। এই
রূপে দুইটি পক্ষের অবতারণা করিয়া প্রথমটি (শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের দ্বারা
রসের নিবেদন) দূষিত হইল : দ্বিতীয়টি (বিভাবাদি) কথঞ্চিৎ দূষিত ও
কথঞ্চিৎ অঙ্গীকৃত হইল। যদি অভিধাশক্তির দ্বারা জগজ্জনক ভাব বা
কার্য্যধারণভাব এবং অসুস্থমান শক্তি বোঝান হয় তাহা হইলে ইহা দূষিত
হইল। আর যদি ধ্বননের উদ্দেশ্যে এই শক্তি নিয়োজিত হয় তাহা হইলে
ইহাকে স্বীকার করা হইল। যে এখানেও বলে যে তাৎপর্য্যশক্তিই ধ্বনন-
ব্যাপার সে বস্তুতত্ত্ববেদী নহে। বিভাব ও অসুস্থমান-প্রতিপাদক বাক্যে
তাৎপর্য্যশক্তি অস্বয় প্রদর্শন করিয়াই পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ কোন্ শব্দের ও
কোন্ অর্থের মধ্যে কি সম্পর্ক বা প্রভেদ থাকিবে ইহাই তাহার বিষয়। যে
রসসুস্থমানতা বা আনন্দসুস্থমানতা রসের সারভূত তাহা ইহার বিষয়ীভূত নহে।
এই বিষয়ে অধিক বলা নিম্প্রয়োজন। 'ইতি' শব্দ হেতুবাচক। এই হেতুতে
তৃতীয় (রসধ্বনি) প্রকারও বাচ্য হইতে বিভিন্ন—এই ভাবেই যোজনা করিতে
হইবে। সন্দেহেবিত। 'ইব' শব্দের দ্বারা দেখাইতেছেন যে ক্রম থাকিলেও
তাহা লক্ষিত হয় না—অত্র ইতি। দ্বিতীয় উদ্যোতে। ৪ ॥

এই ভাবে “প্রতীয়মানং পুনরুদ্যেব”—ইত্যাদির দ্বারা ধ্বনিস্বরূপ ব্যাখ্যাত
হইয়াছে। এখন প্রচলিত ইতিকথার অবলম্বন করিয়া প্রতীয়মানের কাব্যাত্মক
দেখাইতেছেন—কাব্যাত্মক। স এবেতি প্রতীয়মান অর্থের সূচনামাত্রই
তৃতীয় রসধ্বনিই গৃহীত হইবে—ইহাই বক্তব্য। প্রচলিত ইতিকথা এবং
আমরা যে গ্রন্থ আবৃত্ত করিয়াছি তাহার যুক্তি—উভয়েরই বলে
এইরূপ হইবে। তাই রসই বস্তুতঃ আত্মা। বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি

পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে শোক করুণরসের স্থায়ী ভাব এবং তাহা প্রতীয়মানরূপ অর্থাৎ বাচ্যাতিরিক্ত। প্রতীয়মানের অল্প প্রভেদ (বস্তু ও অলঙ্কার) দেখিলে দেখা যাইবে যে তাহাও রস ও ভাবের দ্বারাই উপলব্ধিত হয়, কারণ রসাদিরই প্রাধান্য থাকে।

সর্বথা রসেই পর্যাবসিত হয়। ইহারা উভয়েই বাচ্য হইতে উৎকৃষ্ট এই অভিপ্রায়েই “কাব্যের আত্মা ধ্বনি” এইরূপ সাধারণ ভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। সহচরীহননের জন্য ক্রৌঞ্চমিথুনের ভঙ্গ হওয়ায় এবং সাহচর্য্য ধ্বংসের জন্য যে শোক উদ্ভিত হইয়াছে তাহাই (করুণ) রসের স্থায়ী ভাব। যেহেতু নিহত ক্রৌঞ্চীর সঙ্গে আর সম্পর্কের সম্ভাবনা নাই, তাই ইহা বিপ্রলম্বশৃঙ্গারোচিত রতিস্থায়ী ভাব হইতে স্বতন্ত্র। বিপত্তীক ক্রৌঞ্চরূপ বিভাবকে অবলম্বন করিয়া এবং হতযাজনিত ক্রন্দনাদি অন্তঃভাবের আত্মদানের জন্য ক্রমে হৃদয়ের সম্মিলন ও তন্ময়ত্ব হওয়ায় সেই স্থায়ীভাব করুণরসরূপতা প্রাপ্ত হইল। ইহা যে রস বলিয়া প্রতিপন্ন হইল তাহার লক্ষণ এই যে ইহা লৌকিক শোক হইতে পৃথক এবং নিজের চিত্তবৃত্তির যে বিগলিত অবস্থায় ইহা আত্মাদিত হইতেছে তাহাই ইহার একমাত্র সারবস্তু। পরিপূর্ণ কুন্ত হইতে যেমন জল উছলিয়া পড়ে তেমনি চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক নিঃশব্দিতার জন্য বিলাপবাক্য ক্ষরিত হয়; চিত্তবৃত্তির এই ব্যঙ্গকত্বভাবানুসারে—কোন সঙ্কেতানুসারে নহে—স্থায়ী ভাব সমুচিত ছন্দোবৃত্তাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া শ্লোকরূপ প্রাপ্ত হইল:—হে নিষাদ, তুমি শাখত-কালের মধ্যেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না, যেহেতু ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে তুমি বধ করিয়াছ—যে কামের দ্বারা মোহিত হইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে ইহা মূনির শোক নহে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে সেই দুঃখে তিনিও দুঃখিত হইতেন এবং এইভাবে রস কাব্যের আত্মা হইতে পারিতনা। দুঃখসম্প্রাপ্ত ব্যক্তির এইরূপ দশা (কাব্য রচনা প্রবৃত্তি) দেখা যায় না। এই উচ্ছলনপ্রবণতার জন্য চর্চণযোগ্য শোক-স্থায়ীভাবাত্মক সেই করুণরসই কাব্যের সারভূত আত্মা হইয়া থাকে। ইহা অপূর্ণ কোন শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না। ‘হৃদয়দর্পণে’ ইহাই বলা হইয়াছে—“কবি যতক্ষণ পর্য্যন্ত রসের দ্বারা পূর্ণ না হইতেছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি রসকে পরের আত্মাযোগ্য করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন না।”

অগম ইতি—ছন্দের প্রয়োজনে ‘অ’-র আগম হইয়াছে। স এবতি—‘এব-
কারের দ্বারা বলিতেছেন যে অন্ত কোন আত্মা নাই। সুতরাং ভট্টনায়ক যে
বলিয়াছেন—“যাহা শব্দপ্রাধান্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা (বেদাদি) শাস্ত্র বলিয়া
সংজ্ঞিত হইয়াছে, ইহা অগ্ন্যাগ্নি বিজ্ঞা হইতে পৃথক্। যাহা অর্থতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত
হইয়াছে তাহাকে আখ্যান বলা হইয়াছে। এই দুই বিষয়কেই—অর্থাৎ শব্দ ও
অর্থকে গৌণ করিয়া যেখানে ব্যাপার প্রাধান্য লাভ করে তাহাই কাব্যব্যবহার।”
তাহার এই মত খণ্ডিত হইয়া গেল। যে ব্যাপারের কথা তিনি বলিয়াছেন
তাহা যদি ধ্বননাত্মক ও রসসম্ভাবযুক্ত হয় তাহা হইলে নূতন কিছু বলা হইল
না। আর যদি অভিধাকেই ব্যাপার বলিয়া বলা হইয়া থাকে তাহা হইলে
তাহার যে প্রাধান্য হয় না ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট
করিয়া বলিতেছেন—বিবিধেতি। বিবিধ অর্থাৎ যে যে রস ব্যঞ্জনায়োগ্য
তাহার আশুকুল্যে বিচিত্র করিয়া; বাচকের রচনায়ও যাহা প্রাচুর্য্যসম্বিত
হইয়া চারুত্ব লাভ করিয়াছে অর্থাৎ শব্দার্থগুণালঙ্কারসংযুক্ত। সুতরাং সর্বত্র
ধ্বনি থাকিলেও সর্বত্রই কাব্যব্যবহার হইবে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে
সর্বত্র আত্মা থাকিলেও সজীব প্রাণীর মত ব্যবহার কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।
অতএব “তাহা হইলে সর্বত্রই তো কাব্যব্যবহার হইবে” ‘হৃদয়দর্পণে’
এই যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে তাহার আর অবকাশ রহিল না।
নিহতসহচরীতি—ইহার দ্বারা ক্রৌঞ্চরূপ বিভাবের কথা বলা হইল। ‘আক্রান্ত’
শব্দের দ্বারা অসুভাব কথিত হইল। প্রসঙ্গ হইতে পারে, যদি শোকের চর্ষণা
হইতেই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়া থাকে, তবে কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে
প্রতীয়মান অর্থই কাব্যের আত্মা। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—শোকো-
হীতি। যে করুণরস শোকচর্ষণাত্মক, শোক তাহারই স্থায়ী ভাব। শোক স্থায়ী
ভাবের যে সকল বিভাব এবং অসুভাব তাহাদের যথায়োগ্য আত্মাত্মনাত্মক
চিন্তবৃত্তিই রস। গৌণ প্রয়োগ বলেই বলা হইল যে স্থায়ী
ভাব রসস্থ প্রাপ্ত হইল, যেহেতু সজ্জন ব্যক্তি প্রথমে চিন্তবৃত্তিসমূহকে
নিজের মধ্যে অসুভব করেন, তৎপর অপরের মধ্যে অসুমান করেন
এবং সংস্কারক্রমে ইহার সজ্জনসম্মিলনের বাহন হইয়া চর্ষণার উপযোগী
হয়। আপত্তি হইতে পারে যে, যেখানে প্রতীয়মানকে কাব্যের আত্মা
আখ্যা দেওয়া হইয়াছে সেইখানে উহা ত্রিভেদবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিপাদিত
হইয়াছে; ইহা যে একমাত্র রসস্বরূপ এমন কথা বলা হয় নাই। কিন্তু বর্তমান

মহাকবিদের বাণী সেই মধুর অর্থবস্ত্র নিঃস্যান্ধিত করিয়া তাঁহাদের উজ্জ্বল অলোকসামান্য প্রতিভাবৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত করে। ৬ ॥

বস্তুতঃ নিঃস্যান্ধিত করিয়া মহাকবিদের বাণী তাহার অসামান্য প্রতিভাবৈশিষ্ট্য পরিস্ফুরিত করিয়া অভিব্যক্ত করে। এই জন্তই এই অতিবিচিত্র কবিপরম্পরাবাহী সংসারে কালিদাস প্রভৃতি দুই তিন বা পাঁচজন কবি মহাকবি বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

প্রতীয়মান অর্থের অস্তিত্ব প্রতিপাদন সম্পর্কে অত্র প্রমাণ এই :—

শুধু শব্দানুশাসন ও অর্থানুশাসনের জ্ঞানের দ্বারা ইহা জানা যায় না। যাহারা কাব্যার্থতত্ত্ববিদ কেবল তাঁহারাই ইহা জানেন। ৭ ॥

প্রণালী অনুসরণ করিলে রসই কাব্যের আত্মা হইয়া পড়ে। এই আপত্তি আশঙ্কা কবিরা তাহা স্বীকার করিয়াই উত্তর দিতেছেন—প্রতীয়মানসূচ্যে। অপর প্রভেদ বস্তু ও অলঙ্কারাত্মক। স্থায়ী ভাব চর্কণায় পর্যাবসিত হইলে যে রসপ্রতিষ্ঠা হয় বাভিচারী ভাব তাহা লাভ করিতে পারে না। ইহা সফারী বলিয়া নিজেব মনো স্থাগ্নিদলাভ করিতে না পারিলেও কাব্যের অমুপ্রাণক হয়। তাই ভাবগ্রহণের দ্বারা বাভিচারী ভাবও দৃষ্টিতে হইবে। যথা—“নারিকী নখাগ্রের দ্বারা নখ খুটিয়া, চঞ্চল বেগে বলয় ঘুরাইয়া, নূপুরের ঈষৎ মন্দ্রিত শিঞ্জন করিয়া পায়ের দ্বারা মাটিতে আঁচড় দিতেছে।” লজ্জা বাভিচারী ভাবই ইহার প্রাণ। রস ও ভাব শব্দদ্বয়ের দ্বারা তাহাদের আভাস ও প্রশম সংগৃহীত হইয়াছে; যেহেতু অবাচ্যের অংশে ইহাদের পার্থক্য থাকিলেও ইহারা মূলতঃ এক। প্রাপ্তান্তাদিত। রসে পর্যাবসিত হওয়ার জন্ত; কিন্তু বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি নিজেদেব মনো পরিসমাপ্তি লাভ করে না তথাপি অত্র যে বাচ্যার্থ থাকে তাহা ইহাতে পার্থক্য প্রকাশ করে বলিয়া গৌণ অর্থে ইহাদিগকে কাব্যের প্রাণ বলিয়া বলা হইল—ইহাই ভাবার্থ। ৫ ॥

এইভাবে চিরাগত কিংবদন্তীকে আশ্রয় করিয়া প্রতীয়মানের কাব্যাত্মক প্রদর্শন করিয়া দেখাইতেছেন যে ইহা নিজের অমুভূতির মনোও সিদ্ধ—

কেবল শব্দ ও অর্থের নিয়ম জানা হইলে সেই অর্থ জানা হয় না, যেহেতু যাঁহারা কাব্যের অর্থতত্ত্ব জানেন ইহা শুধু তাঁহাদেরই জানা আছে। যদি এই অর্থ বাচ্যরূপ মাত্র হইত, তাহা হইলে বাচ্য ও বাচকের স্বরূপ জানা হইলেই ইহাও জানা হইত। বাস্তবিকপক্ষে যাঁহারা গান জানেন না কেবল গান্ধর্ব্ব লক্ষণ জানেন তাঁহারা যেমন স্বরশ্রুতি প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হইতে পারেন না সেইরূপ যাঁহারা কেবল বাচ্য ও বাচক লইয়া পরিশ্রম করিয়াছেন কিন্তু কাব্যের অর্থতত্ত্ব বিষয়ে বিমুখ, এই অর্থ তাঁহাদের অগোচর। এই ভাবে বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঙ্গ্যের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া তাহারই যে প্রাধান্য হয় তাহা প্রমাণ করিতেছেন—

সেই অর্থ এবং তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে যে শব্দ—
মহাকবি যত্নের সহিত সেই শব্দ ও অর্থকে প্রত্যভিজ্ঞা সহযোগে
বুঝিয়া লইবেন। ৮।

সরস্বতীতি। বাগ্‌রূপ দেবী। ‘বস্তু’ শব্দের দ্বারা ‘অর্থ’ শব্দ এবং ‘তত্ত্ব’ শব্দের দ্বারা ‘বস্তু’ শব্দকে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—নিঃস্বান্দ্যমানেতি। দিব্য আনন্দরস ক্ষরিত করিয়া, যেহেতু ভটনাথ্যক বলেন, সহৃদয়রূপ বংশের প্রতি স্নেহবশতঃ কাব্যরূপী কামবেশু যে রস ক্ষরণ করে তাহার সহিত যোগীদের দ্বারা দোহন করা রসের তুলনা হয়না।” অর্থ এই যে যোগীরা রসাবেশ বলে চেষ্টার ব্যতিরেকেই দোহন করেন। অতএব, “দোহনদক্ষ মেরুর উপস্থিতিতে গুথুর নির্দেশাহুসারে যাহাকে বংশ পরিকল্পনা করিয়া সকল শৈলেরা ধরিদ্রীকে দোহন করিয়া বহু উজ্জ্বল রত্ন মহৌষধি পাইয়াছিলেন।” এই শ্লোকের দ্বারা কথিত হইয়াছে যে হিমালয় শ্রেষ্ঠ সারবানু বস্তুর আধার। অভিব্যক্তি পরিষ্করিতমিতি—প্রতিপত্তা বা বোদ্ধা ব্যক্তির সম্পর্কে বলা হইতেছে যে সেই প্রতিভা অসুমানের বিষয় নহে; বরঞ্চ তাহা ভাবাবেশের দ্বারাই ভাসমান। তাই আমার শিক্ষক ভট্ট তৌত বলিয়াছেন—“নাটকের নাট্যক, কবি ও শ্রোতার অসুভব তুল্যা।” প্রতিভা হইতেছে অপূর্ব্ববস্তু-নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা; তাহার অসুভব প্রভেদ হইতেছে সৌন্দর্য্যময় কাব্যরচনার ক্ষমতা, সেই সৌন্দর্য্য রসাবেশের দ্বারা নির্মল। তাই ভরতমুনিও বলিয়াছেন,

সেই ব্যঙ্গ্য অর্থ এবং তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ যে কোন শব্দ—সকল শব্দ নহে। সেই শব্দ ও সেই অর্থই মহাকবিকে প্রত্যভিজ্ঞার সহিত নিরূপণ করিতে হইবে। ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের সুপ্রয়োগ হইতেই মহাকবিদের মহাকবিত্ব লাভ হয়। শুধু বাচ্যবাচকসম্বন্ধিত রচনার দ্বারা নহে।

ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের প্রাধান্য হইলেও কবিরা যে প্রথমে বাচ্য ও বাচককেই গ্রহণ করেন তাহা যুক্তিযুক্ত। তাই এখানে বলিতেছেন—

“কবির অন্তর্গত ভাব।” যেনেতি। অভিব্যক্ত অর্থাৎ সৃষ্টিপ্রাপ্ত প্রতিভা-বৈশিষ্ট্যের জগুই মহাকবিদের মহাকবিত্ব গণনা করা হইয়া থাকে। ৬॥

ইদংচেতি। “প্রতীক্ষমানং পুনরনুদেব” (১১৪)—এই কারিকাতে যে স্বরূপবিষয়ক প্রভেদ সূচিত হইয়াছে শুধু তাহাই নহে; বাচ্য অর্থ যে ভাবে জানা যায় ইহা তাহা হইতে ভিন্ন সামগ্রীর সাহায্যে জানা যায়। বাচ্যতিরিক্ত-বিষয়ে ইহা অপর প্রমাণ। বেগুতে ইতি। ইহা যে জানা যায় না এমন নহে। যদি জনা না যাউত তাহা হইলে সন্দেহ হইত যে ইহার অস্তিত্বই নাই। কাব্যতত্ত্বভূত যে অর্থ তাহার ভাবনা অর্থাৎ বাচ্যকে অতিক্রম করিয়া অনবরত চর্চণা তদ্বিষয়ে যাহারা বিমুখ তাঁহাদের। স্বর—ষড়ঙ্গাদি সাত-প্রকার। শব্দের বৈলক্ষণ্যমাত্রকারী যে রূপান্তরবিশেষ তাহা ঘটতে যে সময়-টুকুর প্রয়োজন হয় সেই সময়ের দ্বারা শ্রুতি * পরিমাপিত হয়। ইহা স্বর ও তাহার অন্তরাল এই উভয় প্রকারের ভেদের দ্বারা পরিকল্পিত হইয়া বাইশ প্রকারের হইয়া থাকে। ‘আদি’ শব্দের দ্বারা জাতি, অংশক, গ্রাম, রাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তর ভাষা, দেশী মার্গ প্রভৃতি গৃহীত হইয়াছে। প্রকৃষ্ট গীত, গান যাহাদের তাহার প্রগীত, অথবা গান করিতে আরম্ভ করিয়াছে এই অর্থে আদি কথ্যে ‘ক্’ প্রত্যয়। প্রারম্ভের দ্বারা এখানে ফলপর্যায়ত্বাঙ্গীভূত হইতেছে। ৭॥

এবমিতি। বাচ্য ও ব্যঞ্জকের পার্থক্য তাহাদের স্বরূপের প্রভেদানুসারে লক্ষিত হয়। আবার ইহাদিগকে জানিবার সামগ্রীও যে বিভিন্ন তদনুসারেও

* বীণায় যে যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ উৎপাদন করা হয় সেই উৎপন্ন শব্দের মধ্যে যে কোন ছইটির মধ্যবর্তী কালে যে নাম শ্রুতিগোচর হয় তাহার নাম শ্রুতি।

আলোকার্থী যেমন আলোকলাভের উপায় হিসাবে দীপ-
শিখায় যত্নবান হয়েন সেইরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থকে আদর করিলেও
সহৃদয় ব্যক্তি ব্যঙ্গ্য অর্থের উপায় হিসাবে বাচ্য অর্থের যত্নবান
হয়েন। ৯।

যেমন আলোকার্থী হইয়াও মানুষ দীপশিখার জ্ঞান যত্ন গ্রহণ
করে, কারণ উহা আলোকলাভের উপায়—দীপশিখা ব্যতিরেকে তো
আলোক পাওয়া সম্ভব হয় না—সেইরূপ যিনি ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রত্যাশা
করেন তিনিও বাচ্য অর্থ সম্পর্কে যত্নবান হয়েন। ব্যঙ্গ্য অর্থকে
উদ্দেশ্য করিয়া প্রতিপাদক কবি কাব্যব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন—তাহা
এই ভাবে দেখান হইল।

প্রতিপত্তারও ব্যঙ্গ্য অর্থ সম্পর্কে এইরূপ ব্যাপার থাকে তাহা
দেখাইবার জ্ঞান বলিতেছেন—

যেমন পদের অর্থের সাহায্যে বাক্যের অর্থের অবগতি
হয় সেইরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতির পূর্বে বাচ্য অর্থের
প্রতীতি হয়। ১০।

লক্ষিত হয়। প্রত্যভিজ্ঞেয়াবিত্তি—এখানে অর্থাৎ কৃত্য (য) প্রত্যয়—
প্রত্যভিজ্ঞার যোগ্য এই অর্থ। সবাই এই ভাবে যত্ন করে তাই লোক-
প্রসিদ্ধি ইহার প্রাধান্তের প্রমাণ। যদি নিয়োগার্থে কৃত্য প্রত্যয় ধরিতে হয়
তাহা হইলে শিক্ষাক্রম বুঝিতে হইবে অর্থাৎ এই ভাবে মহাকবি শিক্ষা
করিবেন। “প্রত্যভিজ্ঞেয়”-শব্দের দ্বারা বলিতেছেন—কব্য কদাচিত্ সৃষ্ট হয় ;
এবং তখনও কোনও প্রতিভাবান ব্যক্তির দ্বারা তাহা সৃষ্ট হয়। যদিও
এই নীতিতে কবির কাব্য স্বয়ংই পরিষ্কৃত হয় তথাপি “ইহা এই প্রকারের”
“এইভাবে ইহা হয়”—এইরূপ বিশেষভাবে নিরূপিত হইয়া সহস্র শাখায়
বৈচিত্র্য লাভ করে। আমার গুরু গুরু উৎপলপাদ বলিয়াছেন “সেই সেই
উপায়ে উপাচিত হওয়ার পর কান্ত উপনত হইল এবং তদীয় সন্মুখে উপস্থিত
হইল। তথাপি তাহার বৈশিষ্ট্য না জানার জন্ত সে লোকসাধারণের মত
অপরিজ্ঞাত রহিল এবং কান্তার মনোরঞ্জন করিতে অসমর্থ হইল।” সেইরূপ
বিশেষের জগতের আত্মা হইলেও তাহার গুণ বিশেষভাবে না জানা হইলে

যেমন পদের অর্থের সাহায্যে বাক্যের অর্থের অবগতি হয় সেইরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতির পূর্বে বাচ্য অর্থের প্রতীতি হয়।

বাচ্য অর্থের পূর্বে প্রতীতি হইলেও তাহার প্রতীতির ক্ষুদ্র ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রাধান্য যাহাতে লুপ্ত না হয় তজ্জন্তু দেখাইতেছেন—

নিজের সামর্থ্যের দ্বারা বাক্যার্থ প্রকাশ করিলেও যেমন নিজের কার্য সম্পাদনে পদের অর্থ বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় না। ১১।

যেমন নিজের সামর্থ্যবশেই বাক্যার্থ প্রকাশ করিয়াও পদের অর্থ ব্যাপারনিষ্পত্তিতে বিভাবিত হয় না অর্থাৎ বিভিন্নরূপে কল্পিত হয় না।

সেইরূপ যাহারা সচেতা, যাহাদের বুদ্ধিতে অর্থতত্ত্ব সহজে প্রতিভাসিত হয়, যাহারা বাচ্য অর্থের প্রতি বিমূখ, তাহাদের কাছে ব্যঙ্গ্য অর্থ সহজে প্রকাশিত হয়। ১২॥

তাঁহার বৈভব থাকার সত্ত্বেও কোন ফলোদয় হয় না। এই জগুই প্রত্যভিজ্ঞার প্রয়োজন। তাই জ্ঞাত পদার্থেব অল্পসন্ধানমূলক সবিশেষ নিরূপণই প্রত্যভিজ্ঞা। ইহা এইরূপ—এই ভাষ্যীয় সাধাবণ জ্ঞান মাত্র নহে। মহাকবেরিতি। আমি মহাকবি হইব এইরূপ যিনি মনে করেন। এইভাবে ব্যঙ্গ্য অর্থ ও ব্যঙ্গক শব্দের প্রাধান্য বলিয়া ব্যঙ্গ্যব্যঙ্গকভাবের প্রাধান্যও বলিতেছেন। যাহা ধ্বনন করে, যাহা ধ্বনিত হয়, যাহার দ্বারা ধ্বনন করা হয়—এই তিনটিই উপপন্ন হইল। ৮॥

বাচ্য ও বাচক এবং বাচ্যবাচকভাব—ইহাদের কথা প্রথমে বলা হইয়াছে। অতএব তাহাদেরই কেন প্রাধান্য হইবে না—এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। এই আশঙ্কা করিয়া দেখাইতেছেন যে অপ্রধান উপায়সমূহই প্রথমে গৃহীত হইয়া থাকে; সুতরাং যেখানে প্রাধান্যই প্রমাণসাপেক্ষ সেইখানে উল্লিখিত হেতু যে বিরুদ্ধ বা অপ্রযোজক ‘ইদানীং’ ইত্যাদির দ্বারা তাহা দেখাইতেছেন। ‘আলোক’—শব্দের দ্বারা আলোকন কার্য বুঝাইতেছে অর্থাৎ রমণীর মুখপদ্ম প্রভৃতি দেখা। সেইখানে উপায় হইতেছে দীপশিখা। ৯॥

এইভাবে বাচ্যব্যতিরিক্ত ব্যঙ্গ্য অর্থের অস্তিত্ব ও প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিবার পর বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে ইহার উপযোগিতা বলিতেছেন—

যেখানে অর্থ বা শব্দ নিজেকে অথবা অর্থকে গোণ করিয়া সেই অর্থকে প্রকাশ করে সেই কাব্যবিশেষকেই পণ্ডিতেরা ধ্বনি আখ্যা দিয়াছেন। ১৩।

যেখানে অর্থ অর্থাৎ বিশেষ কোন বাচ্য অথবা শব্দ অর্থাৎ বিশেষ কোন বাচক সেই (প্রতীয়মান) অর্থকে প্রকাশ করে সেই কাব্যবিশেষের নাম ধ্বনি। ইহার দ্বারা দেখান হইল, বাচ্য ও বাচকের সৌন্দর্য্যেব হেতু যে উপমাди ও অনুপ্রাসাদি ধ্বনির বিষয় তাহা হইতে

প্রতিপৎ—ভাবে ক্রিপ্ প্রত্যয়। তত্ত্ব বস্তুন ইতি—ব্যঙ্গ্যার্থরূপ সারবস্তু। এই শ্লোকের দ্বারা বলা হইতেছে যে যিনি অত্যন্ত সহৃদয় নহেন তাঁহার কাছে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে পৌরুষাপর্য্যক্রম স্ফুট হইয়া প্রকাশিত হইবে।

যেমন যে ব্যক্তি শব্দের নিয়ম খুব ভাল করিয়া জানেন না, তিনি প্রথমে পদের অর্থ জানিবেন পরে ব্যঙ্গ্যের অর্থ জানিবেন; তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে ক্রম অবশস্তাবী। কাব্যের বোদ্ধাব্যক্তির সম্পর্কেও এই ক্রম বা ব্যবধান খাটে—ইহা দেখাইবার জন্ত বলিতেছেন—ইদানীমিতি। অহুমিতিতে অবিনাভাব, স্মৃতি প্রভৃতিতে ক্রম বা ব্যবধান থাকিলেও অভ্যাসবশতঃ ব্যঙ্গ্যার্থকুশলীর কাছে তাহা যেমন লক্ষ্য হয় না, সেইরূপ যে সহৃদয় ব্যক্তি উপলব্ধির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন তাঁহার কাছেও বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের ক্রম লক্ষিত হয় না। ন ব্যালুপ্যোত ইতি। ইহা প্রধান বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত পহুঁছাইবার উৎকণ্ঠাহেতু মধ্যস্থলে বিশ্রাম করা হইবে না। ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্ত নির্ণয়ে এই অলক্ষ্যক্রমও হেতু। স্বসামর্থ্যের দ্বারা আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, সন্নিধি প্রভৃতি নিয়ম বুঝিতে হইবে। বিভাব্যত ইতি। ‘বি’-শব্দের দ্বারা বিভক্ততা বোঝান হইয়াছে। বিভক্ত হইয়া ভাবিত হয় না। যদি স্ফোটবাদের অভিপ্রায়ে বলা হয় যে ক্রম এখানে নাই তাহা হইলে তাহা যুক্তিবিহীন হইবে। বাচ্য অর্থে বিমুখ অর্থাৎ বাহ্যদের চিত্ত সেইখানে স্থির হইয়া সন্তোষ লাভ করে নাই। এইভাবেই সচেতা ব্যক্তিদের নিকট অর্থ

অভিব্যক্ত হয়। তাহা হইলে ইহাকে সহৃদয় ব্যক্তিদের মহিমা বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হউক; ইহা কাব্যের কোন লোকান্তর বৈশিষ্ট্য নহে, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অবভাসত ইতি। সুতরাং এই কারিকারয়ের দ্বারা বোঝান হইয়াছে যে বাচ্য অর্থ বিভক্ত হইয়া পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হয় না কিন্তু বাচ্য অর্থ যে একেবারেই অপ্রকাশিত থাকে তাহা নহে। অতএব তৃতীয় উদ্যোতে ঘটপ্রদীপবিষয়কদৃষ্টান্তবলে যে বলা হইবে যে ব্যাক্যপ্রতীতিকালেও বাচ্যপ্রতীতি নষ্ট হয় না তাহার সঙ্গে বর্তমান আলোচনার বিরোধ নাই। ১১, ১২ ॥

সম্ভাবমিতি। সম্ভা সাধুভাব, অস্তিত্বও বটে, প্রাধান্যও বটে। দুইই প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে। প্রকৃত ইতি—লক্ষণে। উপযোজ্য—উপযোগী করিয়া। তমর্থমিতি—সেই বিষয়কেই; ইহাই উপযোগিতা। ‘স্ব’-শব্দ আত্মা বুঝাইতেছে। ‘স্ব’ আত্মা এবং ‘অর্থ’ এই দুই মিলিয়া স্বার্থ। তাহার। যাহাদের দ্বারা গোণ হইয়াছে; যথাক্রমে বুঝিতে হইবে যে তাহার দ্বারা অর্থের স্বীয় আত্মা গুণীভূত হইয়াছে এবং শব্দ নিজের অভিধেয়কে গোণ করিয়াছে। তমর্থমিতি। “সরস্বতী স্বাদু তদর্থবস্ত্ত”—ইহা যে বলা হইয়াছে তাহাই। ব্যঙ্ক :—দুইই দ্ব্যোতনা করিয়া থাকে। এখানে দ্বিবচনের দ্বারা বলা হইতেছে—যদিও অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিপ্রভেদে শব্দই ব্যঙ্গক তথাপি অর্থের সহকারিতা নষ্ট হয় না। নচেৎ যে শব্দের অর্থ জানা যায় নাই তাহাও ব্যাক্য অর্থের ব্যঙ্গক হইয়া পড়ে। বিবক্ষিতান্তপববাচ্যধ্বনিতে শব্দের সহকারিত্ব হইবেই। বিশিষ্টগুণসম্পন্ন শব্দের অভিধেয়তা যদি না থাকে তাহা হইলে অর্থও ব্যঙ্গকত্বহীন হইয়া পড়ে তাই সঙ্গত উভয়েরই ধ্বননব্যাপার রহিয়াছে। তাই ভট্টনায়ক যে দ্বিবচনের প্রয়োগে দোষ ধরিয়াছেন তাহা হস্তিচ্ছ নিমীলিত করিয়াই করিয়াছেন অর্থাৎ বিবেচনাবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াই করিয়াছেন। অর্থ অথবা শব্দ—‘বা’-শব্দের দ্বারা যে বিকল্পের কথা বলা হইল তাহা প্রাধান্যকে লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ কোথাও শব্দের ব্যঙ্গনা প্রধান কোথাও অর্থের ব্যঙ্গনা প্রধান। কাব্যবিশেষঃ—ইহা কাব্য এবং তাহার বিশেষ অথবা কাব্যের বিশেষ। ‘কাব্য’-শব্দের দ্বারা বোঝান হইতেছে যে, যে ধ্বনি শ্রুতালঙ্কার-উপকরণ-সমন্বিত শব্দ ও অর্থের পশ্চাতে রহিয়াছে সেই ধ্বনি কাব্যের ‘আত্মা’ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই ব্যক্তি দিনে ভোজন করে না, কিন্তু স্থলকায়; সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে সে রাত্রিতে ভোজন করে—যদি

কেহ মনে করেন এইরূপ ঐতর্য্যাপত্তিতে ধ্বনি ব্যবহার হইতে পারে তবে অধুনা-কথিত যুক্তিতে তাহার সেইরূপ মত খণ্ডিত হইয়া গেল। কেহ যে বলেন, “তবে চাক্ষুঃপ্রতীতিই কাব্যের আত্মা হউক।” আমরা সেই মত স্বীকারই করি। এই বিবাদ তো শুধু নামকরণ লইয়া; ইহাও বলা হইয়াছে—“স্বন্দরের প্রতীতিই যদি কাব্যের আত্মা হয় তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি অল্পপ্রমাণজাত সেই প্রতীতি ও ধ্বনির বিষয় হইবে।” শব্দার্থময় কাব্যাত্মা-নির্ণয় প্রস্তাবে প্রত্যক্ষাদিবিষয়ক এই প্রশ্ন কেমন করিয়া আসে? স্তবরাং ইহা অকিঞ্চিৎকর। স ইতি। অর্থ, শব্দ বা ব্যাপার। অর্থও বাচ্য অথবা যাহা ধ্বনন করে। শব্দও এইরূপ। অথবা ব্যাক্য অর্থ যাহা ধ্বনিত হয়। অথবা শব্দ ও অর্থের ধ্বনন ব্যাপার। ইহাদের সমষ্টি কাব্যরূপই প্রধানভাবে ধ্বনি এইজন্ত তাহাই কারিকাব দ্বারা মুখ্যতঃ ধ্বনি বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিভক্ত ইতি। ধ্বনির সার বাঙ্গ ব্যঞ্জকতাব যাহা বাচ্যবাচক হইতে বিভিন্ন। তাই তাহা গুণ ও অলঙ্কারের অন্তর্ভূত নহে। “ধ্বনির বিষয়”—ইহার অর্থ এই যে অগ্রত্ব ইহার অস্তিত্ব নাই। “গুণালঙ্কার ব্যতীত—এই ধ্বনি কোন পদার্থ?” এই প্রশ্ন এই ভাবে নিরাকৃত হইল। লক্ষণরূপতামেবেতি। লক্ষণকারীর অপ্রসিক্ততাকে হেতু করিলে সেই হেতু বিরুদ্ধই হইবে; বরং এই কারণেই যত্নের সহিত তাহার লক্ষণ কবা উচিত। লক্ষ্যবস্তু অপ্রসিক্ত—যদি এইরূপ বলা হয় তাহা হইলে সেই হেতু অসিদ্ধ। যাহা নৃত্যগীতাদিতুল্য তাহার মধ্যে কাব্যের কিছুই নাই। চিত্রমিতি। যাহা শুধু বিষয়ের উদ্রেক করে এমন বস্তু। সহৃদয় ব্যক্তি যে চন্দ্রকৃতির অভিলষ করেন তাহার সাররূপ রসশোভার দ্বারা সমন্বিত নহে। অথবা যাহা কাব্যের অনুকরণ মাত্র করে তাহাই চিত্র; অথবা যাহা আলেখ্য-বৎ, অথবা যাহা শুধু কলাকৌশলময়। অগ্র ইতি। “কাব্য দুই প্রকারের—যেখানে ব্যাক্য প্রধান এবং যেখানে ব্যাক্য গৌণ। এতদ্ব্যতিরিক্ত কাব্যের নাম চিত্র।” (৩৫২) তৃতীয় উদ্যোতে এইরূপ বলা হইবে। পরিকরাথে অর্থাৎ কারিকাব অর্থকে সমধিক হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্ত যে শ্লোককে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত করা হয় তাহাই পরিকর শ্লোক। যত্র—অলঙ্কারে। বৈশিষ্ট্যেনেতি। সূচাক্রমে এবং পরিস্ফুট হইয়া। অভিহিতমিতি। পূর্বে “বাঙ্ক্তঃ” (ব্যক্ত করে) এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাই এখানে “অভিহিতম্” এই অতীত কালের প্রয়োগ করা হইল। গুণী কৃতা-

পৃথক্ ইহা দেখান হইয়াছে। “প্রসিদ্ধ প্রস্থানের অতিরিক্ত কোন মার্গে কাব্যে থাকিতে পারে না”—ইহা যে বলা হইয়াছে তাহাও বুদ্ধিবৃত্ত নহে। কারণ তাহা যে শুধু লক্ষণকারীদের কাছে প্রসিদ্ধ তাহা নহে, লক্ষ্য বস্তু পরীক্ষিত হইলে দেখা যাইবে যে তাহাই সহস্রদয়ের হৃদয়াহ্লাদকারী কাব্যতত্ত্ব। ইহা ছাড়া আর যাহা রহিল তাহাকে চিত্র বলা হয় ইহা পরে দেখাইব। আরও যে বলা হইয়াছে—যাহা কমনীয়তাকে অতিক্রম করে না তাহা অলঙ্কারাদির অন্তর্ভূত হইবে— তাহাও সমীচীন নহে; যে প্রস্থান শুধু বাচ্য ও বাচকে আশ্রয় করিয়াছে ব্যঙ্গ্য ও বাঞ্জকের সমাশ্রয়ী ধ্বনি কেমন করিয়া তাহার অন্তর্ভূত হইবে?

বাচ্য ও বাচকের চারুত্বের হেতু তাহার (ধ্বনির) অঙ্গ, কারণ তাহা যে অঙ্গী ইহা প্রতিপাদিত হইবে

এই বিষয়ের পরিকর শ্লোক—

যেহেতু ধ্বনি ব্যঙ্গ্য ও বাঞ্জকের সঙ্গে সম্পর্কিত সেইজন্য কেমন করিয়া তাহা বাচ্য ও বাচকের সৌন্দর্য্যের অন্তর্ভূত হইবে?

স্মৃতি। ‘আত্মা’-শব্দের দ্বারা ‘স্ব’ শব্দের ব্যাখ্যা করা হইল। নৈচৈতন্যিতি ; ব্যাক্যের প্রামাণ্য। “বুদ্ধৌ তত্ত্বাবভাসিতাং” (যে বুদ্ধিতে তত্ত্ব অবভাসিত হয়) —এই নীতিতে রসচর্চণা বুদ্ধিতেই অখণ্ডভাবে বিশ্রাস্তিলাভ করে। তাই যদিও ইহা জানে বা চিন্তে বিকশিত হয় না তথাপি বিবেচক পণ্ডিতগণ কাব্যের প্রাণ অনুসন্ধান করিতে থাকিলে যখন দেখা যায় যে ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্যকেই অনুপ্রাণিত করিয়া অবস্থান করে তখন তাহা (ব্যঙ্গ্য) বাচ্যের উপকরণ হয় বলিয়া অলঙ্কারের পর্য্যয়ে পড়ে। ব্যাক্যের দ্বারা বাচ্য অলঙ্কৃত হয় বলিয়া বাচ্য হইতেই কাব্যের চমৎকৃতি লাভ হয়। যদিও শেষভাগে রসধ্বনি আছে তথাপি মধ্যকক্ষায় নিবিষ্ট বলিয়া এই ব্যঙ্গ্য নিজে রসাত্তিমুখী হয় না বরং বাচ্য অর্থের সাহায্য না লইয়াও বাচ্যকেই সমৃদ্ধ করিতে প্রধাবিত হয়। তাই ইহা গুণীভূত ব্যঙ্গ্যতা বলিয়া কথিত হইয়াছে। সমাসোক্তাবিতি। “যেখানে কোন উক্তিবে বর্ণনীয় বিষয়ে প্রযুক্ত বিশেষণের দ্বারা অল্প অর্থ প্রকাশিত হয় সংক্ষিপ্ত ভাবে অর্থাভিন্যক্তির দ্রুত পণ্ডিতগণ তাহাকে

প্রশ্ন হইতে পারে, যেখানে প্রতীয়মান অর্থ বিশদভাবে প্রতীত হয়না তাহা ধ্বনির বিষয় না হইল। 'কিন্তু যেখানে প্রতীয়মানের সুস্পষ্ট প্রতীতি আছে—যেমন সমাসোক্তি, আক্ষেপ, অমুক্তনিমিত্তপ্রকারের বিশেষোক্তি, পর্য্যায়োক্ত, অপভ্রুতি, দীপক ও সঙ্কর অলঙ্কারাদিতে—সেইখানে ধ্বনি অলঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত হইবে এইরূপ বলা যাইতে পারে। এই যুক্তি খণ্ডন করিবার জন্ত বলা হইয়াছে—‘উপসর্জনীকৃত স্বার্থো’ (নিজেকে এবং অর্থকে গোণ করিয়া) যেখানে অর্থ নিজেকে গোণ করিয়া অথবা শব্দ অভিধেয় অর্থকে গোণ করিয়া অপর অর্থ প্রকাশ করে তাহাই ধ্বনি। ধ্বনি কেমন করিয়া গুণালঙ্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে? ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্তেই ধ্বনি। সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারে এই ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্ত নাই। সমাসোক্তির দৃষ্টান্ত—

সমাসোক্তি আখ্যা দিয়াছেন।” এখানে চারিটি পদের দ্বারা ক্রমান্বয়ে সমাসোক্তির লক্ষণ, স্বরূপহেতু, নাম ও ব্যাপ্তিগত অর্থ কথিত হইয়াছে।
উপোদ্ভোগঃ—সাক্ষ্য অরুণিমা অথবা প্রেম যাহার দ্বারা অবলম্বিত।
বিলোলাঃ—তারকা অর্থাৎ জ্যোতির্মান্ নক্ষত্র এবং নয়নের তারকা যেখানে চঞ্চল। তথা অতি সত্তর প্রণয়াবেগের সহিত। গৃহীতম্—আভাসিত এবং চূষন করিতে আরম্ভ করিয়া। নিশার মূখ—আরম্ভ, মুখপদ্মও। যথেন্তি। শীঘ্র গ্রহণের দ্বারা, প্রণয়াবেগের জন্তও। তিমির—অন্ধকার; ও অংশুক অর্থাৎ সূক্ষ্ম কিরণজাল। সূর্য্যরশ্মির দ্বারা বিবিধ বর্ণে অঙ্কিত তমোরশি বা নীলজালিকা এবং নবপরীণিতা প্রণয়নিপুণা নায়িকার উপযোগী নীলাবর। রাগাৎ—রক্তিম আভার জন্ত; সঙ্ঘাতকৃত রক্তিমার জন্ত ও প্রেমরূপ অহুরাগের জন্ত। পুরোহপি—পূর্ব্বদিকে ও সম্মুখে। গলিতঃ—প্রশান্ত, পতিতও। তয়া—রাত্রির দ্বারা। করণ কারকে তৃতীয়া। রাত্রি যেখানে করণের উপায় সেইভাবে সমস্ত অর্থাৎ মিশ্রিত। অথবা অন্ধকারের সহিত মিশ্রণ রাত্রির উপলক্ষণ; উপলক্ষণে তৃতীয়া। ন লক্ষিতঃ—ইহা যে রাত্রির আরম্ভ তাহা বোঝা গেল না। তিমিরমিশ্রিত কিরণজাল দেখিয়াই বোঝা যায় যে রাত্রির আরম্ভ হইবে, স্ফুট আলোকে নহে। নায়িকার সম্পর্কে এই শ্লোকে অহয় করিবার সময় কিন্তু ‘তয়া’ এই শব্দকে কড়পদ

চন্দ্র রাগযুক্ত হইয়া তারকাবিলোল রাত্রির মুখ বা সন্ধ্যাকে এমন ভাবে গ্রহণ করিল যে তাহার সম্মুখে যে অন্ধকারমিশ্রিত নীলবসন পতিত হইল, রাগাতিশয্যে তাহা চোখেই পড়িল না।

বলিয়া ধরিতে হইবে। রাত্রি সম্পর্কে অশ্রয় করিবার সময় ‘লক্ষিতং-এর পরে ‘অপি’ প্রয়োগ করিতে হইবে—“ন লক্ষিতং অপি” (ইহা লক্ষিতও হইল না)। এখানেও নায়ক পশ্চাৎ হইতে চুম্বনের উপক্রম করিলে সম্মুখে নীল বসনের পতন (গলন) এইরূপ অর্থ হইবে অথবা নায়ক সম্মুখে থাকিয়া সেইভাবে মুখ ধরিল এইরূপ সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। তাই এখানে ব্যঙ্গ্যেব প্রতীতি হইলেও তাহার প্রাধান্য হয় নাই। সুতরাং নায়কের ব্যবহারের আরোপের জন্ত নিশা ও শশী শৃঙ্গাররসেব বিভাবরূপতা পাউলেও নায়কের ব্যবহার তাহাদিগকে অলঙ্কৃত কবে বলিয়া তাহারা অলঙ্কারই হইয়াছে। সুতরাং বিভাবহপ্রাপ্ত বাচ্য অর্থাৎ নিশা ও শশী—ইহাদের সৌন্দর্য্য হইতেই রস নিঃস্রুতি হইতেছে। কেহ বলেন, “তথা-তাহাব বা নিশার কর্তৃক, ইহা কর্তৃপদ। অচেতনের কর্তৃত্ব হইতে পারে না। তাই এখানে শব্দেব দ্বাবাই নায়কোচিত ব্যবহার করিত হইয়া অভিহিত হইয়াছে, প্রতীতি হয় নাই। অতএব ইহা সমাসোক্তি।” যিনি এইরূপ বলেন তিনি শ্রোকের ব্যাঙ্গ্যভঙ্গত অর্থ পরিত্যাগ করিয়াই এইরূপ বলেন। একদেশবিবর্তীতে এইরূপ বলা হইতে পারে, যেমন—“শবৎকালই রাজহংসের দ্বাবা দ্বাবাবেব নৃপতিদিগকে অর্থাৎ পদ্মগুলিকে বীজন করিল।” এখানে সমাসোক্তি হয় নাই, কারণ তুল্য বিশেষণেব অভাব রহিয়াছে। অন্য কারণ এই যে, ‘গম্যতে’—এই শব্দেব দ্বাবা অভিধাব্যাপার নিরস্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে বহু অবান্তর তর্কের অবতারণা করিয়া লাভ নাই। নায়িকার নায়কের প্রতি যে ব্যবহার তাহা নিশাতে সমারোপিত হইয়াছে; নায়কের নায়িকার প্রতি যে ব্যবহার তাহা চন্দ্রে সমারোপিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যাতে স্ত্রীলিঙ্গ পুং লিঙ্গের একশেষের প্রসঙ্গ থাকে না। আক্ষেপ ইতি। বিশেষ অভিধানের ইচ্ছাও ইষ্ট বস্তুর যে নিষেধের মত উক্তি তাহার নাম আক্ষেপ। বক্ষ্যমাণ ও উক্ত বিষয়ভেদে তাহা দুই প্রকারেব। প্রথমের উদাহরণ—“আমি যদি তোমাকে ক্ষমাত্র না দেখিতে পাই তাহা হইলে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ি। এই পর্য্যন্তই বলা থাক্। এতদধিক অপ্রিয় বলিয়া লাভ কি?” এখানে বক্ষ্যমাণ মরণ-

এই সকল দৃষ্টান্তে ব্যঙ্গ্য বাচ্যের অনুগামী ; বাচ্যই প্রধানভাবে প্রতীত হয়। কারণ যে নিশা ও শশীতে নায়কনায়িকার ব্যবহার আরোপিত হইতেছে তাহারাই বাচ্যের অর্থভূত।

আক্ষেপ অলঙ্কারেও বাচ্য অর্থ ব্যঙ্গ্যবিশেষকে আক্ষেপ করিলেও বাচ্য অর্থেরই চারু হইয়া থাকে। আক্ষেপোক্তির বলেই বাক্যার্থের মধ্যে ঐ বাচ্য অর্থের চারু হইয়া থাকে। সেইখানে বিশেষ কোন কথা অভিহিত করিবার উদ্দেশ্যে যে নিষেধরূপ বাচ্যার্থ শব্দকে

বিষয় নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া নিষেধাত্মক আক্ষেপ-অলঙ্কার। এই পর্য্যন্তই থাক্” (ইচ্ছদন্ত)—এই বাক্যাংশ “আমি এখানে মরিতেছি।”—ইহা আক্ষিপ্ত কবিতা চারুত্বের হেতু হইয়াছে। তাই যাহা আক্ষিপ্ত হইবে (মরণ) তাহার দ্বারা আক্ষেপক (এই পর্য্যন্তই থাক্) অলঙ্কৃত হইতেছে ; আক্ষেপকই প্রধান। যেখানে বিষয় উক্ত হইয়াছে সেইরূপ আক্ষেপোক্তির দৃষ্টান্ত আমারই লিখিত এই শ্লোকে পাওয়া যাইবে—“ওহে পাত্ত তুমি কি অস্থানেই পতিত হইয়াছ ?” “আমি ঘেরূপ তুষিত আমার পক্ষে অল্প কি গতি আছে ? সেই খলমতি আমাব নিকট হইতে জল গোপন করিতেছে।” ‘তোমার তুচ্ছা অস্থানে উপনত হইয়াছে এবং তাহা অসময়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুমি তাহারই উপরে ক্রোধ কর। ওহে, মরুপথের মহিমা তো ত্রিজগতে প্রসিদ্ধ।”

কোন ভৃত্য কোন ধনীলোকের সেবা করিয়া তাহার নিকট হইতে কিছু পাওয়া যাইবে—কেনই বা পাওয়া যাইবে না—এইরূপ প্রত্যাশা হৃদয়ে পোষণ করিলে, অল্প কোন ব্যক্তি এই আক্ষেপোক্তির দ্বারা তাহাকে সতর্ক করিতেছে। অসম্পূর্ণত্বের সেবা হইতে যে বিফলতার উদ্ভব হয় এবং তজ্জনিত যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয় তাহা এখানে বাচ্য। এই উদ্বেগ যাহাতে না হয় এইরূপ নিষেধাত্মক আক্ষেপের দ্বারা বাচ্যই শাস্ত রসের স্থায়ী ভাব নির্বোধের বিভাব হইয়া চমৎকৃতি দান করিতেছে। সুতরাং ইহা নিষেধাত্মক আক্ষেপোক্তি। বামন বলিয়াছেন, “উপমানের আক্ষেপই (নিষেধ) আক্ষেপ। অর্থাৎ চন্দ্রাদি উপমানবস্তুর আক্ষেপ।” এ থাকিলে তোমার আর কৃতিত্ব কি ? যেমন, “ইহার স্তম্ভের মুখের কাছে পূর্ণচন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা কি ? যখন সৌন্দর্যের আশার তাহার চোখই আছে তখন নীলপদ্মে কি হইবে ? তাহার অধর বর্তমান থাকিতে কোমলকাস্তি

আশ্রয় করে তাহা ব্যঙ্গ্যবিশেষকে আক্ষিপ্ত করিয়া মুখ্য কাব্যশরীর হইয়া দাড়ায়। কাব্যসৌন্দর্যের উৎকর্ষলাভের জন্যই বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে একটি প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হয়। যথা—

“সন্ধ্যা অমুরাগবতী, দিবসও তাহার সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু অহো, দৈবের কিরূপ গতি যে তবুও মিলন হইল না।”

এখানে ব্যঙ্গ্যের প্রভীতি থাকা সত্ত্বেও বাচ্যার্থের চাক্ষুষই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। তাই তাহারই প্রাধান্য বিবক্ষিত হইয়াছে।

কিসলয়ের সার্থকতা কি? সৃষ্টিকার্যে পুনরুজ্জ্বলিত অর্থাৎ যে বস্তু আছে তাহার পুনর্নির্মাণে বিধাতার কি পরমাস্থ্য উৎসাহ?” এখানে উপমার্ঘ্য ব্যঙ্গ্য হইলেও তাহা বাচ্য অর্থেই সমৃদ্ধ করে। সুতরাং “তাহার সার্থকতা কি?”—এই নিরাকরণরূপ আক্ষেপোক্তি এখানে বাচ্য হইয়াই চমৎকৃতির কারণ হইয়াছে। এমনও বলা যাইতে পারে যে আক্ষেপ অলঙ্কার তাহাকেই বলে যেখানে উপমানের আক্ষেপ করা হয় অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যের সামর্থ্য হইতে তাহার অন্তিম আকর্ষণ করিয়া লইয়া বুঝিতে হয়। যেমন, “পাণ্ডুবর্ণ পয়োধরে বা মেঘে আর্দ্র নখকল্যাত ইন্দ্রধনু বহন করিয়া শরৎ সকলক চন্দ্রের প্রসন্নতা সম্পাদন করিল এবং সূর্যের উত্তাপ বৃদ্ধি করিল।” কিন্তু এখানে উপমান-স্বরূপ ঈশ্বাকলুষিত অন্ত্র নায়কের কথা আক্ষিপ্ত হইলেও তাহা বাচ্যার্থকেই অলঙ্কৃত করিতেছে। অতএব ইহা সমাসোক্তিই। তাই বলিতেছেন— চাক্ষুষোৎকর্ষেতি। এখনই প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। আক্ষেপের যে প্রমেয় এই শ্লোকে তাহার সমর্থন অসমাপ্ত রহিয়াছে। তাই এই উদাহরণকেও সমাসোক্তির দৃষ্টান্তসূচক শ্লোক বলিয়া পাঠ করা হইয়াছে। অহো দৈবগতিরिति। গুরুজনের অধীনতার জন্য মিলন হয় নাই। ভগ্নৈব। বাচ্যেরই। বামনের মতে ইহা আক্ষেপ এবং ভামহের মতে ইহা সমাসোক্তি। এই কথা মনে করিয়া গ্রন্থকার আক্ষেপ ও সমাসোক্তির এক উদাহরণেরই অবতারণা করিয়াছেন। ইহা সমাসোক্তিই হউক অথবা আক্ষেপই হউক—তাহাতে আমাদের কি? অলঙ্কারের মধ্যে ব্যঙ্গ্য বাচ্যবিষয়ে গৌণ হইয়া থাকে—আমরা ইহাই প্রমাণ করিতে চাই। এই গ্রন্থে আমাদের গুরুকর্তৃক এই অভিপ্রায়ই নিরূপিত হইয়াছে।

আবার যেমন দীপক ও অপহুতি অলঙ্কারের উপমা ব্যক্তি হইয়া প্রতীত হইলেও তাহা প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হয় না এবং তৎকাল তাহাদের উপমা বলিয়া নামকরণও হয় না, সেইরূপ এখানেও বৃদ্ধিতে হইবে। বিশেষোক্তি অলঙ্কারে নিমিত্ত বলা না হইলেও—যেমন,

“বন্ধুগণ কতক আহুত হইয়াও পথিক নিজা ত্যাগ করিয়াও এবং যাইবার মনন করিয়াও ‘আসিতেছি’ এই বলিয়া আলস্য শিথিল করিতেছেন।”

এখানে প্রসঙ্গের বলে ব্যক্তের শুধু প্রতীতি হইতেছে। তাহার

এইভাবে প্রাধান্যবিবক্ষাসম্পর্কিত দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর প্রাধান্যের দ্বারা ই নামকরণ করা হয়—ইহা দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন। এই দৃষ্টান্ত নিজের কাছে এবং অপর সকলের কাছেই প্রসিদ্ধ—যথা চেতি। উপমায়া ইতি। উপমান-উপমেয় ভাবের ইহাই অর্থ। তরেতি—উপমার দ্বারা। দীপক অলঙ্কারের উদাহরণে ক্রিয়া আদি, মধ্য ও অন্তে থাকিতে পারে এবং এই নিয়মামুসারে তাহা তিন প্রকারের হইতে পারে।” ইহাই লক্ষণ। যেমন—“শাণবিন্দু মণি, অস্বাহতসমরবিজয়ী বীর, কলাশেবে চন্দ্র, রমণশ্রান্তা তরুণী রমণী, মদক্ষীণ হস্তী, শরৎকালের সঙ্কুচিত তীরবিশিষ্ট সরোবর, অধিভনের প্রার্থনা মিটাইবার পর বিনষ্ট-বৈভব দাতা—ইহারা নিজেদের শীর্ণতার মধ্যেই শোভা পাইয়া থাকে।” এখানে দীপক অলঙ্কারের গুণেই চারুত্ব লাভ হইয়া থাকে। “যেখানে অলীকবস্তুর অপভ্রব বা আচ্ছাদন হয় এবং উপমা কথকিং অন্তর্ভূত হয় তাহার নাম অপহুতি-অলঙ্কার।” এখানে অপহুতির দ্বারা ই শোভা হইয়া থাকে। যেমন—“এই মুহুমুহ রব তো মদমুখর ভৃঙ্গদলের নহে। ইহা কন্দর্পের আকৃষ্টমাণ ধনুর শব্দ।” এইভাবে আক্ষেপের বিচার করিয়া পূর্বোক্ত অলঙ্কারসমূহের ক্রমামুসারে অল্প প্রমেয়ের কথা বলিতেছেন—অনুজ্ঞানিমিত্তায়ামিতি। “সেই অলঙ্কারই বিশেষোক্তি যেখানে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিবার জন্ত একটি গুণের উল্লেখ করা হয় যদিও সেইখানে আর একটি গুণের অভাব থাকে।” যেমন—“তিনি কুম্ভায়ুধ হইলেও একাই তিনটি জগৎ জয় করিতেছেন। শত্রু তাঁহার সমস্ত দেহ হরণ করিলেও তাঁহার শক্তি হরণ করেন নাই।” এখানে নিমিত্ত বা কারণ চিন্তা করা যায় না;

প্রতীতির জগৎ একটুও কাব্যসৌন্দর্য্য নিম্পন্ন হইতেছে না ; তজ্জন্য তাহার প্রাধান্য হইতেছে না। পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কারেও যদি ব্যঙ্গ্য প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে তাহা ধ্বনির অন্তর্ভূত হইক, কিন্তু ধ্বনি তাহার অন্তর্ভূত হইবে না ; যেহেতু পরে প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা আছে যে ধ্বনির বিষয় বহুবিস্তারিত, তাহা অঙ্গী। আবার ভামহ পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কারের যে উদাহরণ দিয়াছেন সেই জাতীয় কাব্যে ব্যঙ্গ্যেরই প্রাধান্য নাই। কারণ সেই সকল

তাই এখানে ব্যঙ্গ্যের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যেখানে নিমিত্ত কথিত হইয়াছে সেইখানেও অর্থ বস্তুর স্বভাবমাত্রে পর্য্যাবসিত হইয়াছে বলিয়া ব্যঙ্গ্যের অস্তিত্ব আশঙ্কা করা যায় না। যেমন—“কপূরেব মত দগ্ধ হইলেও যিনি প্রত্যেকের মধ্যে শক্তিমান্ সেই অব্যাবিতবীর্য্য কুণ্ডলেশু দেবতাকে নমস্কারঃ” এইভাবে দুই প্রকারের বিশেষোক্তিতে ব্যঙ্গ্যের অস্তিত্ব থগুন করিয়া তৃতীয় প্রকারেব আশঙ্কা করিতেছেন—অল্পক্তিমিত্তায়ামপীতি। বাক্যশ্রেতি। ভট্টোক্তট বলিতেছেন যে পথিক যে সঙ্কোচ ত্যাগ করিতেছে না শীতকালীন কাতরতা তাহাব কাষণ বা নিমিত্ত। সেই মত উদ্দেশ্য করিয়াই গ্রন্থকার বলিতেছেন—তাহা হইলে এখানে তো কোন চাকুড় বা কাব্যসৌন্দর্য্য পাওবা গেল না। অগ্নাণ্ড বসিকেবা কল্পনা করিয়াছেন, “প্রণয়িনী আসিয়া পড়ায় যাওব, অপেক্ষা সহজতব উপায় মনে কবিয়া নিহা যাওয়ার ভাব করিয়া সঙ্কোচ শিথিল করিতেছে না।” যদি ইহাকেই নিমিত্ত মনে করা যায় তাহা হইলে ইহাবেও আলঙ্কারিকেরা কাব্যসৌন্দর্য্যের হেতু মনে করেন নাই। ন শিথিলয়তি—এবস্থিৎ বিশেষোক্তিভাগই অভিভাষ্যমান নিমিত্তের দ্বারা অলঙ্কৃত হইবা চাকুড়ের হেতু হইয়াছে। নচেৎ বিশেষোক্তি অলঙ্কারই হইবে না। এইভাবে এই শ্লোকের উভয় অর্থ গ্রহণ করিয়াই গ্রন্থকার সাধারণভাবে তাহাব মত বলিয়া ইহাব ধ্বন্য নিকপণ করিয়াছেন। শুধু ভট্টোক্তের অভিপ্রায় গ্রহণ কবিয়া স্বীয় মত নির্দেশ করিতেছেন না। পর্য্যায়োক্তেহপীতি। “যেখানে বাঞ্ছনা ছাড়াই বাচ্যবাচক ব্যাপ্যারের দ্বারা অর্থ অভিহিত হয় সেই সাধারণাতিরিক্ত অর্থ পকাশেব নাম পর্য্যায়োক্ত।” ইহাই লক্ষণ। যেমন “যে ভাগবত (পবনরাম) শব্দেছদন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প

অথচ বিপথগামী তাঁহাকে এই ধরুর দ্বারা ধর্মোপদেশ দেওয়া হইতেছে।”
 ভীষ্মের প্রতাপ ভৃগুপুত্র পরশুরামের প্রভাব অভিভবকারী—যদিও ইহাই
 এখানে প্রতীত হইতেছে তথাপি সেই প্রতাপের সাহায্যে ধর্মপথ নির্দিষ্ট
 হইল ইহা অভিহিত হইয়াই কাব্যার্থকে অলঙ্কৃত করিতেছে। স্তত্রাং
 পর্যায়ণ—প্রকারান্তরের দ্বারা, অবগমাত্মনা—অবগমাত্মক ব্যক্তোর দ্বারা
 উপলক্ষিত হইয়া যাহা অভিহিত হইতেছে সেই অভিধীয়মান অর্থই উক্ত
 হইয়া ‘পর্যায়োক্ত’ এই অভিধাপদবাচ্য হইতেছে—ইহাই লক্ষণবাক্য,
 পর্যায়োক্ত হইল লক্ষ্য। ইহা অর্থালঙ্কার শ্রেণীভুক্ত—ইহাই সাধারণ লক্ষণ;
 ইহা সর্বত্র প্রযোজ্য। সংজ্ঞার ‘অভিধীয়তে’-শব্দের জ্ঞোর করিয়া যদি
 এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয় যে ‘অভিধীয়তে’ বলিতে এখানে বৃত্তিতে হইবে
 “প্রধানভাবে প্রতীত হয়” এবং উদাহরণ হিসাবে যদি “ভম ধম্মিঅ” (পৃ: ২২)
 ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করা হয়, তাহা হইলে ইহা অলঙ্কার বলিয়া
 নিস্পন্ন হইতে পারে না, কারণ প্রধানভাবে প্রতীত হইলে ইহা আপনাতে
 আপনি পর্যাবসিত হইয়া যায়। অতএব এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে ইহাকে
 অলঙ্কার বলিয়া গণনা করা যাইবে না এবং শুধু যে ইহার প্রসিদ্ধ
 স্বভাবই পরিত্যক্ত হইবে তাহা নহে, ইহার অগ্ৰাণু প্রভেদও কল্পনা
 করিতে হইবে। তাই বলিতেছেন—যদি প্রাধাত্তেনেতি। ধ্বনাবিতি।
 আশ্রয় মধ্যে অন্তর্ভূত হইলে ইহা আশ্রয়ই হইল; ইহা আর অলঙ্কার
 হইবেনা। তত্বেতি। যাহা অলঙ্কার বলিয়া বিবক্ষিত হয় ধ্বনি তাহার
 অন্তর্ভূত হয় না: আমরা তাহাকে ধ্বনি বলি নাই। ধ্বনি হইল মহা-
 বিষয়বিশিষ্ট; তাহা সর্বত্র আছে বলিয়া ব্যাপক এবং সমস্ত গুণালঙ্কারাদি
 অংশে অদ্বিষ্টান করে বলিয়া ইহা অঙ্গী। অগ্ন অর্থং রমণীর অলঙ্কারের
 মতই কাব্যালঙ্কার ব্যাপক হয়না। তাহা অঙ্গীও নহে, যেহেতু তাহা
 অলঙ্কার্য বিষয়ের অধীন। যদি স্বীকার করা হয় যে তাহার মধ্যে ব্যাপকত্ব ও
 অঙ্গিত্ব আছে এবং যদি তাহার অলঙ্কারতা পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে
 আমাদের মতই অবলম্বিত হইল। ইহা সত্য নহে যে প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা
 এই সমস্তই দেখিয়াছেন এবং আমরা কেবল ইহা উন্নীলিত করিতেছি;
 ইহা দেখাইতেছেন—ন পুনরিতি। ভামহ পর্যায়োক্তের স্বরূপ সম্পর্কে
 যেরূপ অভিমত পোষণ করিয়াছেন তিনি সেইরূপ উদাহরণ দিয়াই স্বীয় মত
 দেখাইয়াছেন। সেইখানেও ব্যক্তের প্রাধান্য নাই, কারণ তাহা চাক্ষুর

হেতু নহে। অতএব তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার দেওয়া উদাহরণের
 ভাষা যদি অল্প উদাহরণও কল্পনা করা যায় সেইখানেও ব্যাক্যের প্রাধান্ত কিছুতেই
 হইবে না—ইহাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যদি সেই উদাহরণ অগ্রাহ্য করিয়া কেহ
 “ভম ধম্মিঅ” (পৃ: ২২) ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করেন তাহা হইলে আমাদের
 মতানুসারেই করা হইবে। শাস্ত্র অবলম্বন না করিয়া যথারীতি তাহার অর্থ
 শ্রবণ না করিয়া অভিমানের পোষকতা করা অনাধ্যাত্মনোচিত। ঐতি-
 হাসিকেরা বলিয়াছেন, সত্য কথা শ্রবণ করিয়া যে তাহা অবজ্ঞার সহিত
 আচ্ছাদিত করে সে নরকের কামনা করে। ভামহ বলিয়াছেন, “যে
 অন্ন বেদাধ্যায়ী পণ্ডিতেরা ভোজন করেন না গৃহে বা বাহিরে আমরা
 সেইরূপ অন্ন খাইনা।” ইহা ভগবান্ বাহুদেবের উক্তি, পর্যায্যোক্তির
 দ্বারা বিষদান নিষেধ করিতেছেন; কারণ তিনিই (ভামহই) বলিয়াছেন,
 “ইহা বিষদাননিবৃত্তির জন্ত।” এই বিষদাননিষেধরূপ ব্যাক্যার্থের এমন
 কোন চাক্ষুষ নাই যে ইহাকে প্রধান বলিয়া গ্রহণ করা হইবে এই আশঙ্কা করা
 যাইতে পারে। বরঞ্চ বিপ্রেয় ভোজনব্যতিরেকে যে অন্ন ভোজন করা
 হইবে না—ইহাই সেই ব্যাক্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া পর্যায্যোক্ত অলঙ্কার
 হইয়া প্রাসঙ্গিক ভোজনার্থকে অলঙ্কৃত করিতেছে। ইহার বিষণ্ণ্য ভোজন
 হউক—ইহাই বিবক্ষার বিষয় নহে; তাই ইহা পর্যায্যোক্ত অলঙ্কারই এবং
 ইহাই প্রাচীন আলঙ্কারিকদের অভিপ্রেত—ইহাই তাৎপর্য। অপহুতিদীপ-
 কয়োরিতি। ইহা পূর্বেই নির্ণীত হইয়াছে। অতএব বলিতেছেন—
 প্রসিদ্ধমিতি। প্রতীত, প্রতিষ্ঠা করান হইয়াছে এবং প্রামাণিকও—ইহাই
 অর্থ। পূর্বে প্রশ্ন ছিল, ইহা ব্যাক্য উপমা নামে কথিত হইবে কি না? যখন
 তাহা হইল তখন সেই নিয়মানুসারে দৃষ্টান্ত দিয়া বলা হইলেও বক্তব্যকে
 সম্পূর্ণ করিয়া গ্রহণোক্তার জন্য পুনরায় বলা হইল, “প্রাধান্যের অভাবের
 জন্য ব্যাক্য ধ্বনি হইল না।” যদিও বিতর্কের প্রকারভেদ আছে তাহা
 হইলেও বস্তু একই। উপমারই ব্যাক্য হয় বলিয়া ধ্বনিব্ধের আশঙ্কা করা
 যাইতে পারিত। দীপকের সঙ্গে উপমার সর্বত্র সম্পর্ক নাই—ইহা যে
 বিবরণকার বহু উদাহরণপ্রপঞ্চের দ্বারা বিচার করিয়াছেন তাহা অনুপযোগী,
 সারহীন এবং সহজে খণ্ডনযোগ্য। যেমন—“মদ শ্রীতির, শ্রীতি মানভঙ্গুর
 কামলাসার, কামলাসাপ্রিয়াসঙ্গমোৎকর্ষার, প্রিয়াসঙ্গমোৎকর্ষা মনের অসঙ্-
 শোকে জনক।” এখানে উত্তরোত্তর অন্যত্বভাব থাকিলেও উপমান-উপমেয়-

স্থানে বাচ্য গোণ হইয়া বিবক্ষিত হয় নাই। অপভ্রুতিও দীপক অলঙ্কারেও যে বাচ্যের প্রাধান্য থাকে এবং ব্যঙ্গ্য তাহার অনুযায়ী হয় ইহা সুপ্রসিদ্ধই। সঙ্কর অলঙ্কারেও যেখানে একটি অলঙ্কার অন্য একটি অলঙ্কারের ছায়া গ্রহণ করে অর্থাৎ পোষকতা করে সেইখানেও ব্যঙ্গ্য প্রধানভাবে বিবক্ষিত হয় না বলিয়া তাহা ধ্বনির বিষয় হয় না। দুই অলঙ্কারের সমান সম্ভাবনা হইলে বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের সমান প্রাধান্য হইয়া থাকে। আবার সেখানে বাচ্যকে গোণ করিয়া যদি ব্যঙ্গ্য অবস্থান করে তাহা হইলে তাহাও ধ্বনির বিষয় হউক। কিন্তু তাহাই যে একমাত্র ধ্বনি এমন কথা বলিতে পারা যায় না।

ভাব সহজেই কল্পনা করা যায়। ক্রমিক সম্বন্ধেও যে উপমান-উপমেয়ভাব নাই তাহা নহে। যেমন—“রামের ন্যায় দশরথ, দশরথের ন্যায় রঘু, রঘুর ন্যায় অজ, অজের ন্যায় দিলীপবংশ ছিল। ইহা রামেরই বিচিত্র কীর্তি।” এখানে উপমান-উপমেয়ভাব হইবেই। হুতরাং ক্রমিক বা সমপ্রাকরশিক উপমাকে নিরোধ করিবে—এইরূপ কি ভয় আছে? তাই আর গর্ভভীত দোহনের অহু করণ করিয়া লাভ নাই। সঙ্করালঙ্কারোৎপত্তি। “দুইটি বিকল্প অলঙ্কারের উল্লেখ করা হইলে এবং উভয়ের সমভাবে বর্তমানত্ব অসম্ভব হইলে যে কোন একটির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমান যুক্তি থাকিলে তাহাকে সঙ্কর অলঙ্কার বলা হয়।”—ইহা একপ্রকারের লক্ষণ। যেমন মদীয় শ্লোকেই—“এই রমণী চন্দ্রবদনা, অসিতপদ্মনয়না; ইহার দম্পত্যস্তি যেত কুলপুশের ন্যায়। আকাশ, জল ও স্থলে যে সকল মনোহারী বস্তু আছে বিধি ইহাকে তাহাদেরই আকারে সৃষ্টি করিয়াছেন।” এখানে চন্দ্রই ইহার মুখ অথবা তরু ইহার মুখ এইভাবে রূপক ও উপমা উভয়ের উল্লেখ হইতে পারে এবং যুগপৎ ইহাদের সম্ভাবনা নাই বলিয়া এবং কোন একটি পক্ষ ত্যাগ বা গ্রহণের নিশ্চিত প্রমাণ না থাকায় সঙ্কর অলঙ্কারের সম্ভাবনা হইয়াছে। ব্যঙ্গ্যত্ব ও বাচ্যতার নিশ্চয়তা না থাকায় এখানে ধ্বনির সম্ভাবনা কোথায়? সঙ্কর অলঙ্কারের যে দ্বিতীয় প্রভেদ যেখানে শব্দালঙ্কারের ও অর্থালাঙ্কারের একাত্রে মিশ্রণ হয় সেইখানেও প্রতীয়মানের আশঙ্কা কোথায়?

যেমন—“যে স্বরসদৃশ প্রিয়কে আলিঙ্গন দান করিয়া তুমি মনোরঞ্জন করিয়া থাক তাহার কথা শ্রবণ কর।” এখানে যমক ও উপমা উভয়ই আছে। তৃতীয় প্রকারে যেখানে এক বাক্যাংশে একাধিক অর্থালঙ্কার রহিয়াছে সেইখানেও দুইই সমান বলিয়া কান্নাহার ব্যাক্যাত হইবে? যেমন—“সূর্য্য অন্ত গেল পর দিনও যেন ক্লান্ত হইয়া তমোগুহায় প্রবেশ করে, যেহেতু ইহাদের উদয় ও অন্তগমন সমভাবাণম্।” এখানে প্রভুর বিপত্তিতে তৎসমুচিত ব্রতগ্রহণে আগ্রহান্বিত ভূত্যের বর্ণনরূপ একদেশবিবর্তী রূপক দেখান হইতেছে। ‘ইব’-শব্দের দ্বারা উৎপ্রেক্ষা কথিত হইয়াছে। সুতরাং এই দুই প্রকারের অলঙ্কারের কথা বলা হইয়াছে। “একবাক্যে শব্দার্থাশ্রয়ী একাধিক অলঙ্কার থাকিলে সেই এক বাক্যাংশে প্রবেশের জগু ইহাকে সঙ্কর অলঙ্কার নামে অভিহিত করা হয়।” যেখানে অলঙ্কারদেব মধ্যে অমুগ্রাহক ও অমুগ্রাহ্যভাব আছে তাহাই সঙ্কর অলঙ্কারের চতুর্থ প্রভেদ। যেমন—“সেই আয়তলোচনার বায়ুকম্পিত নীলপদ্মের মত অধীর দৃষ্টি—ইহা কি তিনি হরিণীদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন না হরিণীরা তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে?” যদিও হরিণীর দৃষ্টির সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টির উপমা এখানে ব্যাক্য, তথাপি তাহা ব্যাঙ্গ সন্দেহ অলঙ্কারের অভ্যুত্থানের কারণ হইয়াছে বলিয়া তাহা অমুগ্রাহক এবং গোণ। সন্দেহ অলঙ্কার অমুগ্রাহ্য বলিয়াই তাহার মধ্যেই অমুগ্রাহিকা উপমাব অবসান হইয়াছে। তাই কথিত হইয়াছে—যেখানে অলঙ্কারগুলি পরস্পরের উপকারক হইয়া থাকে এবং কোন একটি স্বাভাবিকভাবে কারিতে পারে না তাহাই সঙ্কর। তাই বলিতেছেন—যদালঙ্কার ইত্যাদি। এই ভাবে চতুর্থ প্রকারের সঙ্কর অলঙ্কারেও ধ্বনির সম্ভাবনা নিরাকৃত হইল। মধ্যম দুই প্রকারে ব্যাক্যের সম্ভাবনাই নাই এই কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ‘শশিবদন’ ইত্যাদি ব্যাক্যের উদাহরণ সেই প্রথম প্রভেদে ধ্বনির সম্ভাবনা কথঞ্চিৎ আছে এই আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাকরণ করিতেছেন—অলঙ্কারদ্বয়েতি। সমমিতি। দুইই সমানভাবে প্রধান হইয়া দোহুলামান হয় বলিঃ। কিন্তু প্রশ্ন এইঃ—যেখানে ব্যাক্যই প্রধান বলিয়া প্রতিভাত হয় সেইখানে কি করিব? যেমন—“পলয়িত্রিা গুণের অমুরাগী হয় না। তাহার কেবল প্রসিদ্ধ ‘বস্তুর’ শরণাপন্ন হয়। তাই চন্দ্রকাস্তমণি চন্দ্র দেখিয়া বিগলিত হয় কিন্তু আমার প্রিয়তার যুথ দেখিয়া বিগলিত হয় না।” এখানে অর্থান্তরন্তাস ব্যাক্য হইয়া প্রতিভাত

পর্যায়োক্ত অলঙ্কার সম্পর্কে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে এখানেও তাহাই প্রযোজ্য। অধিকন্তু সঙ্কর অলঙ্কারের সকল প্রভেদে সঙ্করোক্তিই ধ্বনির সম্ভাবনার নিরাকরণ করে। অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কারেও যেখানে বাচ্য অপ্রাসঙ্গিক ও প্রতীয়মান প্রাসঙ্গিকের মধ্যে সামান্য-বিশেষ বা নিমিত্তনিমিত্তী ভাবযুক্ত সম্বন্ধ থাকে না সেইখানে বাচ্য ও প্রতীয়মানের সমান প্রাধান্য থাকে। যেখানে অপ্রাসঙ্গিক সাধারণ উক্তি

হইতেছে এবং ব্যতিরেক ও অপভ্রুতি ব্যঙ্গ্য হইয়া প্রাধান্য পাইতেছে ; এইজন্ত আশঙ্কা করিতেছেন—অথেনি। তাহার উত্তর—তদা সোহপীতি। ইহা সঙ্কর অলঙ্কারই হয় না বরং অলঙ্কার ধ্বনি নামক ধ্বনির দ্বিতীয় প্রভেদ হইয়া থাকে। পর্যায়োক্ত অলঙ্কারপ্রসঙ্গে যাহা নিরূপিত হইয়াছে এখানে তাহার সবই অনুসরণ করিতে হইবে। অতঃপর সঙ্কর অলঙ্কারের সকল প্রভেদে ধ্বনিসম্ভাবনা নিরাকরণ করিবার জন্ত একটি সাধারণ প্রকার বলিতেছেন—অপি চেতি। “কচিদপি সঙ্করালঙ্কারে চ”—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে অর্থাৎ সকল প্রভেদে। সঙ্কীর্ণতার অর্থই মিশ্রিত অর্থাৎ আত্যন্তিক সংশ্লিষ্টতা ; সেইখানে একের প্রাধান্য কোথায় ? যেমন দুধ ও জলের একত্র মিশ্রণ হইলে একের প্রাধান্য নির্দেশ করা যায় না। “প্রসঙ্গ হইতে অতিরিক্ত অল্প কোন বস্তুর যে বর্ণন তাহার নাম অপ্রস্তুত প্রশংসা এবং তাহা তিনপ্রকারের বলিয়া শীর্ণিত হইয়াছে।” অপ্রস্তুতের বা অপ্রাসঙ্গিকের বর্ণনা যে প্রস্তুত বা প্রাসঙ্গিককে আক্ষিপ্ত করে তাহা তিনভাবে হইতে পারে—সামান্যবিশেষভাবে, নিমিত্তনিমিত্তীভাবে এবং সাক্ষ্য হইতে। ইহাদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রভেদে প্রস্তুত এবং অপ্রস্তুতের প্রাধান্য তুল্যই, এই প্রস্তাবনাই করিতেছেন—‘অপ্রস্তুত’ ইত্যাদিতে আরম্ভ এবং ‘প্রাধান্যম্’ এই-খানে শেষ। সামান্যবিশেষ ভাবেরও দুই রকমের গতি—শব্দের দ্বারা অপ্রাসঙ্গিক সাধারণ (সামান্য) উক্তি করা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাসঙ্গিক বিশেষ কথা ব্যক্ত হইয়া থাকে—ইহা এক প্রকার। যেমন—“অহো! সংসারের নিষ্ঠুরতা, অহো! বিপদের দৌরাভ্যা ; অহো! স্বভাব-জুর বিধির দুরন্ত গতি।” এখানে যদিও দৈবের প্রাধান্য অপ্রাসঙ্গিক হইয়াও সাধারণভাবে বর্ণনার বিষয় হইতেছে তথাপি কোন বিশেষ বস্তুর বিনাশই প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক সাধারণ বক্তব্য তাহার মধ্যে পর্যাবসিত হইতেছে। বিশেষাংশ ও সাধারণের

অভিহিত হইতে থাকে এবং তাহার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক প্রতীয়মান বিশেষ উক্তির সম্বন্ধ থাকে সেইখানে বিশেষের প্রতীতি থাকিলেও সাধারণের সঙ্গে তাহার অবিনাভাবের (একাত্মতার) জন্য সাধারণ উক্তিরই প্রাধান্য হইয়া থাকে। আবার যখন বিশেষ উক্তি সাধারণ উক্তিতে পর্য্যবসিত হয়

মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ থাকায় যে বিশেষ অংশ ব্যাক্য তাহার জায় বাচ্য সাধারণ সম্ভবেরও প্রাধান্য রহিয়াছে। সাধারণ ও বিশেষের যুগপৎ প্রাধান্য যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে। যখন অপ্রাসঙ্গিক বিশেষ উক্তি প্রাসঙ্গিক সাধারণ উক্তিকে আক্ষিপ্ত করিয়া দেয় তখন দ্বিতীয় প্রকারের অপ্রস্তুত প্রশংসার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন—“প্রথমে শোন :—সেই মূর্থ পদ্মপত্রে পতিত জলকণাকে মুক্তা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। তাহার পক্ষে এই আর বেশী কি? আমরা আরও বলিতেছি শোন। অঙ্গুলীর অগ্রের দ্বারা মল্ল নাড়াচাড়া করায় তাহা ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গেলে সে ‘হায় হায়’ করিয়া অহুদিন শোক করিয়া নিদ্রা ঘাইতে পারিতেছে না।” এখানে অস্থানে মহত্ব-সম্ভাবনা—এই সাধারণ উক্তি প্রাসঙ্গিক। জলবিন্দুতে মণির সম্ভাবনা বিশেষরূপে বাচ্য এবং তাহা অপ্রাসঙ্গিক। সেইখানেও সাধারণ ও বিশেষের যুগপৎ প্রাধান্য পরস্পরবিরুদ্ধ নহে—ইহাই বলা হইল। দ্বিভেদবিশিষ্ট হইলেও একই প্রকারের অপ্রস্তুত-প্রশংসার বিচার এইভাবে করা হইল—“যদা তাবৎ” ইত্যাদিতে আরম্ভ এবং “বিশেষস্তাপি প্রাধান্যঃ”—অংশে শেষ। এই যুক্তিই বিস্তারিত করিলে নিমিত্ত-নৈমিত্তিকভাবে প্রযুক্ত হইবে এবং সেইখানেও যে দুই প্রকারের অলঙ্কার পাওয়া যাইবে তাহা দেখাইতেছেন—নিমিত্তেতি। কখনও কখনও নিমিত্ত অপ্রাসঙ্গিক হইয়া অভিধীয়মান প্রাসঙ্গিক নৈমিত্তিককে আক্ষিপ্ত করে। যেমন—“যাহারা অভ্যুদয়ে শ্রীতিলাভ করে, বিপদে পরিত্যাগ করে না তাহারা বান্ধব ও সহৃদয়। অপর লোক স্বার্থপর।” এখানে স্বহৃদবান্ধব-রূপের নিমিত্ত এবং ইহা অপ্রাসঙ্গিক। বক্তার নিজের উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা উচিত—ইহাই নৈমিত্তিক ও প্রাসঙ্গিক এবং উক্ত নিমিত্ত সজ্জন-সক্তির উল্লেখের সাহায্যে এই নৈমিত্তিককে বর্ণনা করিতেছে। সেইখানে নৈমিত্তিকের প্রতীতি হইলেও তাহার অন্তপ্রাণক বলিয়া নিমিত্ত প্রধান হইয়াছে। তাই এখানে ও ব্যঙ্গের ব্যঙ্গক প্রাধান্য রহিয়াছে। কখনও অপ্রাসঙ্গিক নৈমিত্তিক বর্ণনায় হইয়া প্রাসঙ্গিক নিমিত্তকে অভিযাক্ত করে।

তখনও সাধারণ উক্তির প্রাধান্য হইলে বিশেষোক্তিরও প্রাধান্য থাকে, কারণ সাধারণ উক্তির মধ্যে সকল বিশেষ উক্তি অন্তর্ভূত হয়। যেখানে নিমিত্তনৈমিত্তিকভাব থাকে সেইখানেও এইরূপ যুক্তিই অমুসরণীয়। যখন অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলংকারে প্রস্তাবিত ও অপ্রস্তাবিতের মধ্যে শুধু সারূপ্যমূলক সন্ধন্ধ থাকে তখনও প্রাসঙ্গিকের সঙ্গে সারূপ্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট অপ্রাসঙ্গিক অভিহিত হইলেও তাহা যদি প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত না হয় তাহা হইলে তাহা ধ্বনিরই অন্তর্ভূত হইবে। নচেৎ অন্য কোন অলঙ্কার হইবে। তাই এই সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইল

যেমন ‘সেতুবন্ধ’-কাব্যো—“আমি সমুদ্রমহনের পূর্বের অবস্থা স্মরণ করি— স্বর্ণ পারিজাতহীন ছিল, মুখবিজয়ী হরির বন্ধ কোমলভাগি ও লক্ষ্মীবিরহিত ছিল, হরের জটাভার বালচক্রে দ্বারা শোভা পাইত না।” এখানে জাম্ববান্ কোমলভ ও লক্ষ্মীবিরহিত হরিবন্ধঃস্মরণাদি বর্ণনা করিতেছেন। ইহা অপ্রাসঙ্গিক ও নৈমিত্তিক। কিন্তু তাহার বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে বৃদ্ধসেবা, দীর্ঘ-জীবিত্ব ও ব্যবহারকৌশলাদি গুণের দ্বারা মহিষের নিয়োগ করা উচিত। ইহা ব্যাক্য ও প্রাসঙ্গিক এবং ইহাই নিমিত্ত। সেইখানে নিমিত্তের প্রতীতি হইলেও নৈমিত্তিকই বাচ্য। বরং সেই ব্যাক্য নিমিত্তের দ্বারা অমুপ্রাণিত হওয়ার জন্য বাচ্য নৈমিত্তিক নিজেকেই প্রধান করিতেছে। এইভাবে বাচ্য ও ব্যাক্যের সমপ্রধানতাই দেখা যাইতেছে। এইভাবে দুইপ্রকারের বিচারের পর সারূপ্যলক্ষণযুক্ত তৃতীয় প্রকারের পরীক্ষা হইতেছে। সেইখানেও দুই প্রকার দেখা যায়—কখনও কখনও অপ্রাসঙ্গিক বাচ্য হইতেই চমৎকৃতি, ব্যাক্য তাহারই সুখাপেক্ষী। যেমন আমার উপাখ্যায় ভট্টেন্দুরাজ-রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকে—“যে তোমাকে প্রাণ দান করিয়াছে, যে সবলে তোমাকে উন্নীত করিয়াছে, যাহার স্বন্ধে তুমি চিরকাল আছ, যে উপচারের সহিত তোমার পূজা করিয়াছে, তুমি সহাস্তেই তাহার প্রাণ অপহরণ করিয়াছ। হে ভ্রাতঃ বেতাল, তুমি প্রত্যাশকারীদের মধ্যে অগ্রণী হইয়া লীলা করিতেছ।” এখানে যদিও সাদৃশ্যের জন্য অন্ত কোন কৃতঘ্নের চরিত্রই আক্ষিপ্ত হইতেছে এবং যদিও তাহাই প্রাসঙ্গিক তবুও অপ্রাসঙ্গিক বেতালকাহিনীই চমৎকার উৎপাদন করিতেছে। অচেতন বস্তুর নিন্দা যেমন অসম্ভব এখানকার বাচ্য অর্থ সেইরূপ

নহে। সূত্রাং ইহাই আহ্লাদকারী এবং এই বাচ্য অর্থেরই প্রাধান্য। যদি কোন স্থলে অচেতনাদি অপ্রাসঙ্গিকের অর্থ নিজের সম্পর্কে অতিশয় অসম্ভব হয় এবং সেই অর্থবিশেষের দ্বারা বর্ণিত হইয়া যে প্রাসঙ্গিক অর্থ আক্ষিপ্ত হয় তাহাই চমৎকারকারী হয় তাহা হইলে ইহা বস্তুধ্বনি হইবে। যেমন মদীয় নিম্নলিখিত শ্লোকে—“হে মহাত্মভব, তুমি হঠাৎ লোকের হৃদয় আক্রমণ করিয়া তাহাকে নানা ভঙ্গীতে নাচাও, নিজের হৃদয়কে গোপন রাখিয়া ক্রীড়া কর। যে তোমাকে জড় বলিয়া নিজেকে সহৃদয় মনে করে সে ইহাব দ্বারাই দুঃশিক্ষিত বলিয়া প্রমাণিত হয়। সেই লোকসমাজ যদি আমাকে জড় বলে তাহা হইলে তোমার সঙ্গে তুল্যতা-সূচক সেই নিম্নাকে আমি স্তুতি বলিয়াই মনে করি।” জনৈক মহাপুরুষ বীতরাগ হইলেও আসক্তিবিশিষ্ট লোকের ছায় আচরণ করেন। তাঁহার গাঢ় বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চিত্তের অন্ধকার বিদূরিত হইলেও তিনি লোকের মধ্যে নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া লোকদিগকে বাচাল করিয়া তোলেন এবং তাহাদেব কাছে তাঁহার স্বরূপ যে প্রকাশিত হয় না—ইহা স্বীকার করিয়াই লেখেন। সেই লোকসমাজেই যখন তিনি মূর্থ বলিয়া অবজ্ঞাত হইতেন তখন তাঁহার লোকোত্তম চরিত্রই প্রকাশিত হয়। এই বাঙ্গা অর্থ প্রাসঙ্গিক এবং ইহা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। উত্তান, চন্দ্রদয়—ইত্যাদি জড় বলিয়া লোকসমাজে নিন্দিত হয়। অথচ এই ভাবোদ্দীপক পদার্থনিচয় কোন বিরহীর প্রেমস্রব, চিন্তা বা মানসিক শোকের কাবণ হয় আবার কাহারও হৃদয়োৎপাদন করে, নিকারকান্দাদির দ্বারা হঠাৎ লোকসমাজকে নৃত্য কবায়। বর্তমান ক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে মহাত্মভব ব্যক্তির হৃদয় যে কিরূপ তাহা কেহ জানেনা। প্রকৃত পক্ষে তিনি মহাগম্ভীর, অতিবিদগ্ধ, অতিশয় গর্ভাহীন ও ক্রীড়াচতুর। এই প্রকার ব্যক্তিসম্পর্কে বৈদগ্ধ্যসম্ভাবনার যে যে কারণ আছে তাহাদিগকেই যদি লোকসমাজ জড় বলিয়া মনে করিবার কাবণরূপে ব্যবহৃত করিয়া তাহাকে জড় বলিয়া মনে করে এবং যে যে কারণ থাকিলে কাহাকেও জড় বলিয়া মনে কবা উচিত তাহাদিগকে সহৃদয়ত্বের কারণরূপে ব্যবহৃত করিয়া তাহাকে সহৃদয় বলিয়া মনে করে তবে যে মহাত্মভব মহাপুরুষ জড় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেনই তাঁহাকে জড় বলাতে তাঁহার স্তুতিই হইল। কিন্তু যে লোকসমাজ ঐরূপ কারণের গোলমাল করিয়া সম্ভাবনাবিপর্ধ্য ঘটাইতেছে তাহা যে জড় অপেক্ষাও অধিকতর পাপিষ্ঠ ইহাই ধ্বনিত

যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ শুধু বাচ্য অর্থের অজুযায়ী বলিয়া প্রাধান্ত লাভ করে নাই সেইখানে সমাসোক্তি প্রভৃতি বাচ্যালঙ্কার ফুট হয়।

যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্য অর্থের সঙ্গে সমান প্রাধান্ত লাভ করিয়া প্রতিভাত হইয়াছে কিন্তু প্রাধান্ত লাভ করিতেছে না সেইখানে ধ্বনি নাই।

হইতেছে। তাই বলিতেছেন—ঘদাঙ্গিতি। ইতরথেতি। অন্তরূপ হইলেই অলঙ্কারত্ব অর্থাৎ অলঙ্কারবৈশিষ্ট্য হইবে, ব্যঙ্গ্যের কোনরূপ প্রাধান্ত থাকিলে তাহা হইবে না—ইহাই ভাবার্থ। ‘সমাসোক্ত্যাদিষু’—এখানে ‘আদি’পদের যে প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার দ্বারা সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারকে বুঝিতে হইবে এবং তদ্বারা ব্যাঙ্গস্ততি প্রভৃতি অলঙ্কারবর্ণেও ব্যঙ্গ্যের অল্পপ্রবেশের সম্ভাবনা রহিয়াছে। সেই বিষয়ে এই সাধারণ উত্তর দেওয়ার উপক্রম করিতেছেন—তদয়মত্রেতি। প্রতিপদে কত আর লিখা যায়?—ইহাই ভাবার্থ। যেমন ব্যাঙ্গস্ততিতে—“পরগৃহের বৃত্তান্ত লইয়া আমার কি প্রয়োজন? কিন্তু আমি দক্ষিণাপথবাসী এবং সেইখানকার লোকের স্বভাবানুসারে মুগ্ধপ্রকৃতি; আমি চূপ করিয়া থাকিতে পারি না। অহো, গৃহে গৃহে, দোকানে, চাহরে, পানশালায় আপনার প্রিয় কীৰ্ত্তি উন্নততার ছায়া সঞ্চার করিতেছে।” এখানে স্ততিমূলক যে ব্যঙ্গ্য আছে তাহা বাচ্যেরই অলঙ্করণ করিতেছে। “হে নাথ, এই পৃথিবী আপনার পিতামহী ছিল তারপর সে হইল আপনার মাতা। এখন আপনার কুলগৌরব বৃদ্ধির জন্ত সেই সমুদ্রমেখলা পৃথিবী আপনার জায়া হইয়াছে। বর্ষশত পূর্ণ হইলে সে হইবে আপনার অনিন্দ্যরূপা পুত্রবধূ। এই ব্যবহার সমগ্রনীতিকুশল ভূপতিদের কুলের উপযুক্তই বটে।” এই যে ব্যাঙ্গস্ততির দৃষ্টান্ত কোন ব্যক্তি দিয়াছেন তাহা আমাদের কাছে গ্রাম্য বলিয়া প্রতীত হয়, যেহেতু আমাদের মনে ইহা অত্যন্ত অসভ্য স্থিতির সঞ্চার করে। ইহার দ্বারা এমন কিইবা স্ততি করা হইল? তুমি বংশানুক্রমে রাজা—এই বক্তব্য কথা এমন একটা কি? এই জাতীয় ব্যাঙ্গস্ততি সহদয়সমাজে নিন্দিত হইয়া থাকে; অতএব ইহা উপেক্ষণীয়ই। “যে বিশেষ বিশেষ চিত্তবৃত্তির বিকার অপ্রতিবন্ধকরূপে উদ্ভূত হয় এবং কোন হেতু বশতঃ অল্প কোন চিত্তবৃত্তিকে বোঝায় তাহা ভাব-অলঙ্কার।” এখানেও বাচ্যের প্রাধান্ত হয় বলিয়াই ভাবালঙ্কারতা। যন্ত—যে

যেখানে শব্দ ও অর্থের তাৎপর্য ব্যাক্যকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুত থাকে এবং কোন এক অলঙ্কারের মিশ্রণ হয় না তাহাই ধ্বনির বিষয়।

সেইজন্য ধ্বনি অল্প কিছুর অন্তর্ভূত হয় না। ইহা যে অল্প কিছুর অন্তর্ভূত হয় না তাহার অপর কারণ এই যে কাব্যের যে বৈশিষ্ট্য ধ্বনি তাহাই অঙ্গী বলিয়া কথিত হয়। পরে দেখান হইবে তাহার অঙ্গ—অলঙ্কার, গুণ ও বৃত্তি। অবয়বগুলি পৃথকভাবে অবয়বী হইতে পারে না ইহা তো প্রসিদ্ধই। ইহাদিগকে যদি অপৃথক করিয়া সমুদায় ভাবে লওয়া যায় তাহা হইলেও ইহারা অবয়বীর অঙ্গই বটে। অবয়ব অবয়বী হইতে পারে না। যেখানে বা ইহারা একই বস্তু হয় সেইখানেও ইহা (অবয়বী) একেবারে তর্লিষ্টই (অবয়বনির্লিষ্ট) নহে। সূরীরা বলিয়াছেন—পণ্ডিতগণই প্রথমে ইহার অস্তিত্বের কথা

চিত্তবিশেষের সম্বন্ধীয় বিকার—বাচ্যাপারাদি বিকার। অপ্রতিবন্ধঃ—নিয়ত, অব্যভিচারীভাবে জন্মিয়া; সেই চিত্তবৃত্তি বিশেষরূপ অভিপ্রায়কে যে কার্য-কারণমূলক হেতুর দ্বারা অবগত করায় তাহার নাম ভাবালঙ্কার। বক্ষ্যমাণ উদাহরণে যথেষ্ট উপভোগ্যাদিলক্ষণযুক্ত বিষয় এই হেতু। যথা—“এই যে একাকিনী অবলা তরুণী আমি এই ভাবেই গৃহে থাকি; গৃহপতি বিদেশে গিয়াছেন; আবার আমার এই হতভাগ্য শাস্ত্রী অন্ধ ও বধির। সুতরাং হে মৃত পাশু, এখানে তুমি কি প্রকারের আবাস চাহিতেছ?” এখানে বাঙ্গা অর্থ প্রত্যেকটি পদার্থের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে। তাই বাচ্যই এখানে প্রধান। বাচ্যের প্রাধান্য আছে বলিয়াই ভাবালঙ্কারতা। ব্যাক্যের প্রাধান্য হইলে বোদরূপ অলঙ্কারই থাকে না—ইহা নিরূপিতই হইয়াছে। অধিক বলিয়া লাভ কি?

যত্নেতি—কাব্যে। অলঙ্কৃত্য ইতি। অলঙ্কার হয় বলিয়াই ব্যাক্য বাচ্যের বলাধান করিয়া থাকে। প্রতিভামাত্র ইতি। উপমাদিতে যেখানে অর্থপ্রতীতি অস্পষ্ট। বাচ্যার্থানুগম ইতি। বাচ্যার্থের সঙ্গে অনুগমন অর্থাৎ সমান প্রাধান্য, যেমন অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কারে ইহাই অর্থ। ন প্রতীয়ত ইতি। প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইয়া শোভা পায় না। বরং কষ্টকল্পনার দ্বারা গৃহীত হয় তথাপি হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয় না। যেমন “দে অ।” (পৃঃ ৬২)

প্রচার করিয়াছেন। যেমন তেমন করিয়া ইহা প্রচারিত হয় নাই—
ইহাই প্রতিপন্ন হইল। বিদ্বানদের মধ্যে প্রথমে নাম করিতে হইবে
বৈয়াকরণদের। যেহেতু সকল বিজ্ঞার মূল রত্নিয়াছে ব্যাকরণ।
বৈয়াকরণরা জ্ঞানমাণ বর্ণে ধ্বনি শব্দের প্রয়োগ করেন। সেইরূপ
জ্ঞানীদের মতামুযায়ী কাব্যতত্ত্বদর্শী অল্প পণ্ডিতগণ “বাচ্যবাচক-
সংমিশ্রিত শব্দাত্মাই কাব্য” এই রূপে ধ্বনির নামকরণ করিয়া

ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ কেহ কেহ যে সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেইখানে।
এই জন্ত চারিটি প্রকারে ব্যঙ্গের অস্তিত্ব থাকিলেও ধ্বনি ব্যবহার হয় না :—
ব্যঙ্গের অস্তিত্ব থাকিলেও তাহার প্রাধান্য না হইলে, অস্পষ্ট প্রতীতি হইলে,
বাচ্যের সহিত সমান প্রাধান্য হইলে, প্রাধান্য অক্ষুট হইলে—এই সকল
ক্ষেত্রে। তাহা হইলে এই অর্থ কোথায় থাকে? এই জন্ত বলিতেছেন
—তৎপরাবাবিতি। সঙ্করের দ্বারা বা অলঙ্কারের অল্প প্রবেশের সম্ভাবনার দ্বারা
উজ্জ্বিত পরিত্যক্ত অর্থঃ যেখানে অলঙ্কারের প্রবেশ হয় না। এখানে ‘সঙ্কর’
বলিতে ‘সঙ্কর’ অলঙ্কার বুঝিলে ভুল হইবে। সেখানে অন্য অলঙ্কারের দ্বারা
উপলক্ষিত হয় সেইখানে প্রতীতি অস্পষ্ট হইবে। ইত্যেতি। কেবল
যে বাচ্যবাচকভাব ও ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব পরস্পরবিরোধী বলিয়াই অলঙ্কারবর্ণ
ও ধ্বনির একাত্মতা হয় না, তাহা নহে; স্বামী ও ভূত্যের মধ্যে যেরূপ
বিরুদ্ধতা আছে অঙ্গী ও অঙ্গের মধ্যেও সেইরূপ—সেইজন্যও বটে। অবয়ব
ইতি। একটি একটি করিয়া। তাই বলিতেছেন—পৃথগ্ভূত ইতি। অবয়বগুলি
পৃথক পৃথক ভাবে অবয়বী না হউক, কিন্তু সমুদায়ভাবে তো অবয়বী
হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অপৃথগ্ভাবে ইতি। তাহা
হইলেও কোন একটি অংশ সমুদায় হইতে পারে না; কেন না তবে সমুদায়ে
স্থিত অস্ত্রাশ্র অবয়বও সেইরূপ হইতে পারে। সেই সমুদায়বর্ত্তীদের মধ্যে
প্রতীয়মানও আছে। তাহা প্রধান; তাই তাহা অলঙ্কাররূপ নহে। যাহা
অলঙ্কাররূপ তাহা অপ্ৰাধান্যের জন্ত ধ্বনি হইতে পারে না। তাই বলিতেছেন
—ন তু তত্ত্বমেবেতি। তুমি কোন একটি অলঙ্কারকেই প্রধানভাবে
অভিযুক্ত করিয়া বলিয়াছ—ইহাই ধ্বনি এবং কাব্যাত্মা। এই আশঙ্কা
করিয়া বলিতেছেন—যত্রাপি বেতি। সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারবর্ণের
কোন একটিকেই আমরা ধ্বনি বলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছি ইহা ঠিক

নহে। কারণ সেই সকল অলঙ্কারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হইয়া ধ্বনি বর্তমান থাকে। সমাসোক্তি প্রভৃতি সমস্ত অলঙ্কারবর্ণের অভাব হইলেও ধ্বনির অস্তিত্ব দেখা যায়। “অন্তা এখ” (পৃ: ২৯), কঙ্গস বাণ (পৃ: ৩৩) প্রভৃতি শ্লোকে ইহার উদাহরণ। তাই বলিতেছেন—ন তান্নষ্টম্বেবেতি। বিদ্বৎপক্ষেতি—বিদ্বান্ ব্যক্তিদের কর্তৃক উপজ্ঞা প্রথম উপক্রম যে উক্তির; বহুব্রীহি সমাস। “উপজ্ঞোপক্রমং তদাচ্ছাচিখ্যাসায়াম্”—এই পাণিনি-সূত্রের অনুসারে তৎপুরুষ সমাসের আশ্রয় লইয়া নপুংসকলিঙ্গ প্রয়োগ করিবার যে বিধান আছে এখানে তাহার অবকাশ নাই। ক্ষয়মাণেষ্চিতি। কর্ণবিবরে শব্দপ্রবাহে যে সকল শব্দ আগত হয় তাহাদের মধ্যে অন্ত্যশব্দ শোনা যায়। এই প্রক্রিয়ায় শব্দজনিত শব্দই শ্রুত হয় এইরূপ বলা হইয়াছে। সেই সকল শব্দজনিত, সর্লশেষে শ্রুত শব্দ ঘণ্টার অহুরণনরূপ। তাহারাই ধ্বনিশব্দের দ্বারা কথিত হইয়া থাকে। ভগবান্ ভট্টহরি বলিয়াছেন, “জিহ্বাদি ইঞ্জিয়ের সংযোগ ও বিয়োগের দ্বারা যাহা শ্রুত হয় তাহাই ফোটে। শব্দজনিত যে শব্দ তাহাকে অপরে ধ্বনি বলিয়া থাকেন।” এই ভাবে ঘণ্টার বাদনসদৃশ ও তাহার অহুরণনরূপ আত্মাবিশিষ্ট ব্যাঙ্গ্য অর্থও ধ্বনি এই রূপ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। সেইভাবে যে সকল বর্ণ শ্রুত হয় তাহাদিগকে বৈষাকরণেরা ‘নাদ’ আখ্যা দিয়াছেন; পূর্ন পূর্ন বর্ণের সংস্কারবলে অন্ত্য-বর্ণাশ্রয়ী বুদ্ধি ফোটকে গ্রহণ করে। নাদশব্দবাচ্য ক্ষয়মাণ বর্ণগুলি ফোটের অভিব্যঙ্গক। তাহারাই ধ্বনি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাই ভগবান্ ভট্টহরিই বলিয়াছেন, “ধ্বনিতে প্রকাশিত শব্দে তাহার (ফোটের) স্বরূপ অবদারিত হয়। তাহা যে সকল উপায়ে প্রতীত হয় তাহা অনির্লচনীয়, কিন্তু ফোট-উপলব্ধির পক্ষে অলুকুল।” এই ভাবে ব্যঙ্গক শব্দ ও অর্থ এই উভয়ই এখানে ‘ধ্বনি’শব্দের দ্বারা কথিত হইল। অপিচ, বর্ণের যতটুকু কর্ণ শ্রবণ করিতে পারে ঠিক সেইটুকুতেই ধ্বনি-ব্যবহার হইতে পারে। ঐগুলি যখন শ্রুত হয় তখন বক্তা চিরাচরিত উচ্চারণপদ্ধতির অতিরিক্ত করিয়া দ্রুতবিলম্বিত প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন করিয়া যে অধিক যত্ন নেন তাহাও ধ্বনি; যেহেতু বলা হইয়াছে, “যদি অল্প যত্নসহকারেও শব্দ উচ্চারিত হয় তাহা হইলে হয় বুদ্ধি তাহাকে একেবারেই গ্রহণ করে না অথবা সম্পূর্ণ ভাবেই গ্রহণ করে।” তাই তিনিই বলিতেছেন—“শব্দের অভিব্যক্তির অধিক যে সকল ব্যাপারভেদ আছে বিলম্বিত প্রভৃতি বিকৃতিবিশিষ্ট ধ্বনিই

ধ্বনি ব্যঞ্জকত্বের সঙ্গে সমানধর্মী এইরূপ বলিয়াছেন। এবং বিধ যে ধ্বনি তাহার প্রভেদ ও প্রভেদের ভেদ পরে বলা হইবে। ইহাদের সংকলনের দ্বারা যে মহাবিষয় বা ব্যাপকতা প্রকাশ করা হইতেছে তাহা অপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারবিশেষমাত্রের প্রতিপাদনের তুল্য নহে। সুতরাং ধ্বনিতে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিদের প্রযত্ন যুক্তিযুক্তই। তাহার বিকৃতবুদ্ধি—ঈর্ষ্যা করিয়া কেহ যেন এইরূপ মনে না করেন। ধ্বনির সকল অভাববাদীদের উদ্দেশ্যে এই প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল।

ধ্বনি আছেই। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে তাহা দুই প্রকারের—অবিবক্ষিতবাচ্য ও বিবক্ষিতান্তরবাচ্য।

তাহাদের কারণ। ফোটায়া তাহা হইতে পৃথক নহে।” আমরাও বলিয়াছি যে অভিধা, তাৎপর্য ও লক্ষণা নামক প্রসিদ্ধ শব্দব্যাপার হইতে অতিরিক্ত ব্যাপার ধ্বনি। এই ভাবে চার প্রকারের বিষয়ই ধ্বনি। তাহাদের সংযোগে যে সমগ্র কাব্যবস্তু হয় তাহাও ধ্বনি। সেইজন্য “কাব্যের আত্মা ধ্বনি” এইভাবে ব্যতিরেকের সাহায্যে অথবা “কাব্যই ধ্বনি”—এই রূপে অব্যতিরেকী ভাবে সংজ্ঞা দিলে দুইই ঠিক হইবে। বাচ্যবাচক-সম্মিশ্র ইতি। বাচ্যবাচকের সহিত সম্মিশ্র ইতি মধ্যপদলোপী সমাস। “গুরু, অক্ষ, পুরুষ, পশু—এখানে যেমন ‘চ’-র প্রয়োগ না করিয়াও সমষ্টি বোঝান হয় বর্তমান ক্ষেত্রেও সেইরূপ। তাই “ধ্বনিত করে”—এই ভাবে ধ্বনির অর্থ করিলে বাচ্য অর্থও ধ্বনি, বাচক শব্দও ধ্বনি। আবার “ধ্বনিত হয়” এইভাবে অর্থ করিলে বাচ্যবাচকের সঙ্গে বিভাব অল্পভাবের যে সম্মিশ্রণ হয় সেই ব্যঙ্গ্য অর্থও ধ্বনি। শব্দন অর্থাৎ শব্দ বা শব্দব্যাপার। এই ব্যাপার অভিধাদি প্রকারের নহে। বরং ইহাই আত্মভূত। তাহার দ্বারা ধ্বনন করা হয়; অতএব তাহা ধ্বনি। কাব্য বলিয়া যে বিষয়ের নামকরণ করা হয় তাহাও ধ্বনি, যেহেতু উক্ত চার প্রকারের ধ্বনি তাহার মধ্যে আছে। অতএব এই পাঁচ প্রকারে সাধারণভাবে প্রযোজ্য হেতু বলিতেছেন—ব্যঞ্জকত্বসাম্যাদিতি। ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক ভাব সকল পক্ষগুলিতেই দেখা যায়; সুতরাং ইহা সর্বপ্রকারে প্রযোজ্য। “যেহেতু বক্তব্যের বৈচিত্র্য অনন্ত—” (পৃ: ৮) ইত্যাদি যে বিতর্ক তোলা হইয়াছিল তাহা পরিহার করিতেছেন—

তন্মধ্যে প্রথমটির উদাহরণ—

“তিন শ্রেণীর পুরুষগণ স্তবর্ণপুষ্পা পৃথিবী চয়ন করিতে পারেন
—শূর, কৃতবিদ্য ও যিনি সেবাপরায়ণ।”

এবং দ্বিতীয়েরও

“হে তরুণি, এই শুকশাবক কোথায় কোন্ শিখরে কত দীর্ঘকাল
কি জাতীয় তপস্যা করিয়াছে যাহাতে তোমার অধরের মত শ্বেতরক্তিম-
বর্ণ বিশ্বফলকে আশ্বাদন করিতেছে। ইহা তোমাকেই আশ্বাদন।”

ন চৈবংবিশ্বস্ততি। ধ্বনির প্রভেদ এইভাবে বলা হইবে—মুখ্য দুই প্রকার। তাহাদের প্রভেদ যথা—অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনির দুই প্রভেদ; অর্থান্তর-সংক্রামিতবাচ্য ও অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য; বিবক্ষিতাশ্রুপরবাচ্যধ্বনির দুই প্রভেদ, অসংলক্ষ্যক্রমবাচ্য ও সংলক্ষ্যক্রমবাচ্য। ইহাদের মধ্যেও আরও আবাস্তর প্রকার আছে। মহাবিশ্বস্ততি—অণেঘলক্ষ্যবস্ততে ব্যাপী। ‘অলঙ্কারবিশেষ মাত্র’—এখানে বিশেষ শব্দের দ্বারা অব্যাপকত্ব বুঝাইতেছেন। ‘মাত্র’ শব্দের দ্বারা অঙ্গিত্বের অভাব বুঝাইতেছেন। সেই বিষয়ে অর্থাৎ ধ্বনিস্বরূপে ভাবিত—সংহিত, চেতঃ—চিত্ত যাহাদের। অথবা তাহার দ্বারা অর্থাৎ চমৎকাররূপ ধ্বনি কতৃক যাহাদের চিত্ত ভাবিত বা সংস্কৃত; সুতরাং “ধ্বনি” “ধ্বনি” বলিয়া যে নয়ন নিমীলিত করিয়াছিলেন (পৃ: ১১-২) সেইরূপ বিকারের কারণবিশিষ্ট চিত্ত যাহাদের। অভাববাদিন ইতি। অগ্রধান যে তিন অভাববাদী আছেন তাঁহাদের বাদ দিয়াও যাহারা আছেন। তাঁহাদিগের প্রতি যে উত্তর করা হইল তাহার ফল বলিতেছেন—অস্বীতি। ধ্বনি ভাক্ত অর্থ অথবা অলঙ্কার প্রথমেই এই পক্ষদ্বয় পরিহারযোগ্য হইলেও সেইভাবে প্রশ্নের সমাধান না করিয়া উদাহরণপুটেই ভাক্তত্বের আশঙ্কা সহজে করা যাইতে পারে এবং সহজে তাহা পরিহার করাও যাইতে পারে এই অভিপ্রায়ে দ্বিতীয় উদ্দোতে যাহা বলা হইবে তাহার অনুসরণ করিয়া বৃত্তিকারই এখানে প্রভেদ নিরূপণ করিতেছেন—স চেতি। ‘ধ্বনি’ শব্দের পঞ্চবিধ অর্থ থাকিলেও বহুব্রীহি সমাসকে আশ্রয় করিয়া যথারীতি ইহার সঙ্গে সমান করিয়া অধিকরণের প্রয়োগ করিতে হইবে—যাহার দ্বারা বাচ্য অবিবক্ষিত হয়, যাহা হইতে অবিবক্ষিত হয়, যাহার সম্বন্ধে অবিবক্ষিত হয়, যাহার উদ্দেশ্যে অবিবক্ষিত হয়। ধ্বনিতে বাচ্য অর্থ গ্রহণ করিলে বাচ্য শব্দের দ্বারা অর্থের

যদিও বলা হইয়াছে যে ভাক্ত অর্থই ধ্বনি, তবে তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া হইতেছে।

ভাক্ত অর্থ ও এই ধ্বনি ভিন্ন বলিয়া একরূপ হইতে পারে না।

নিজের আত্মা বুঝিতে হইবে। সুতরাং স্বাত্মা (বাচ্য অর্থ) অবিবক্ষিত বা অপ্রধানীভূত হয় যাহার দ্বারা তাহাই অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি অর্থাৎ ব্যঞ্জক অর্থ। এইরূপে বহুব্রীহি সমাস করিয়া বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যধ্বনিরও ব্যাখ্যা করা হইতে পারে। অথবা যদি কর্মধারয় সমাস করা হয় তাহা হইলে ইহাদের এইরূপভাবে অর্থ করিতে হইবে—ইহা অবিবক্ষিতও বটে বাচ্যও বটে। বিবক্ষিতও বটে, অন্তপরবাচ্যও বটে। তন্মধ্যে কখনও কখনও অর্থ সম্যক্রূপে প্রতীত না হইলে সেই সব কারণে তাহা অবিবক্ষিত থাকিয়া যায়। আবার কখনও কখনও অর্থের বোধ হয় বলিয়া তাহা বিবক্ষিত হয় অর্থাৎ নিজের মহিমা বলেই ব্যঙ্গ্য পর্য্যন্ত প্রতীতি আনয়ন করে। অতএব এখানে অর্থই প্রধানভাবে ব্যঞ্জক। পূর্ব প্রভেদে অর্থাৎ অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনিতে শব্দ প্রধানভাবে ব্যঞ্জক। আপত্তি হইতে পারে যে বিবক্ষা ও অন্তপরত্ব পরস্পরবিরোধী। কিন্তু যদি ইহাকে অন্তপর করিয়াই বিবক্ষিত করা হয় তাহা হইলে বিরোধ কোথায়? সামান্ত্রোনেতি। বস্তুধ্বনি, অলঙ্কার-ধ্বনি ও রসধ্বনি—এই তিন প্রকারের ভেদ থাকিলেও ধ্বনি এই দুই প্রকারের মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে—ইহাই ভাবার্থ। প্রশ্ন এই: সেই যে তিন প্রকারের নামকরণ করা হইয়াছে তাহার পরে এই আবার নূতন নামকরণের সার্থকতা কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে—পূর্বপ্রসিদ্ধ অভিধা, তাৎপর্য্য, লক্ষণা, রসিক বোদ্ধার সহায়ত্ব ও কবির অভিপ্রায়রূপ বিবক্ষা—ধ্বননাত্ম ব্যাপারে ইহাদের সহকারিত্ব এই নামকরণের দ্বারা কথিত হইল এবং এইভাবে এই দুইটি নামের দ্বারা ধ্বনির স্বরূপই উজ্জীবিত হইল। স্ববর্ণপুষ্পামিতি। স্ববর্ণকে পুষ্পরূপে প্রসব করে এই অর্থ স্ববর্ণপুষ্পা। বাক্যে ইহার অর্থ অসম্ভব। এই ভাবে ইহা অবিবক্ষিতবাচ্য। অতএব ইহা পদের অর্থ অভিহিত করিয়া, তাৎপর্য্যশক্তির দ্বারা অক্ষয় বুঝাইয়া, বাধকের জগৎ হইতে অক্ষয় নিষিদ্ধ করিয়া, সাদৃশ্যবশতঃ স্থলভতা, সমৃদ্ধি ও সম্ভার-ভাজনতা লক্ষিত করিতেছে। এই লক্ষণার প্রয়োজন—শূন্য, কৃতবিদ্য ও সেবাপরায়ণ ব্যক্তিদের প্রশংসনীয়তা। ইহা শব্দের দ্বারা বাচ্য নয় বলিয়া

গোপন রহিয়াছে এবং তাই নাট্যকার স্তনযুগলের মত মহার্ষতা লাভ করিতেছে—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। এখানে শব্দই প্রধানভাবে ব্যঙ্গক ; অর্থ তাহার সহকারী হইয়া থাকে। সুতরাং এখানে (অভিধা) চারিটি ব্যাপার আছে। শিখরিণীতি। যদিও ত্রীপৰ্ব্বতাদি নির্ঝিয় ও উত্তম সিদ্ধি আনয়ন করে, তবুও এই জাতীয় সিদ্ধি সেইখানে সম্ভব হইত না। এই জাতীয় সিদ্ধির পক্ষে দিবাকল্পসহস্রাদিও সীমাবদ্ধ কাল। এই জাতীয় ফললাভপক্ষে পঞ্চাশি প্রভৃতি তপস্রাত্তাও যথেষ্ট বলিয়া শোনা যায় নাই। তবেতি—এখানে ‘তব’ একটি ভিন্ন পদ। ‘অদধর’—এইরূপ সমাস করিয়া বলিলে ইহা পৃথক ভাবে প্রতীত হইবে না। তোমার (সম্বন্ধীর কিছু) আশ্বাদন করে—ইহাই অভিপ্রায়। তাই কেহ যে বলিয়াছেন—“হৃন্দের অল্পরোধে ‘অদধরপাটলম্’ এইরূপ প্রয়োগ করা হয় নাই” তাহা সঙ্গত নহে। দ্ব্যতীতি—আশ্বাদন করিতেছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে আশ্বাদন করিতেছে, ঔদরিকের মত নিঃশেষে ভোজন করিতেছে না। এই রসাস্বাদক্রিয়ায় সে অভিজ্ঞ; তথাপি বিষফলপ্রাপ্তির লায় এই রসজ্ঞতাও তপস্রায়ার দ্বারা লাভ করা হইয়াছে। শুকশাবক ইতি—ইহার দ্বারা বোঝান হইতেছে যে সেই শুকশিশু তরুণ এবং সেইজন্য যথোচিত কালে ফললাভও তপস্রারই ফল। প্রণয়ী নাট্যকার অধরস্থা আশ্বাদন করিতে চাহে। এই স্থলে কোন অনুরক্ত নাট্যক প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় জানাইয়া বাক্চাতুৰ্যের দ্বারা চাটুবাঁকা রচনা করিতেছে এবং তদ্বারা আলম্বনবিভাব নাট্যকার মনে অভিলাষ উদ্দীপিত করিতে চাহিতেছে—ইহাই বাক্য। এখানে তিনটিই ব্যাপার—অভিধা, তাৎপৰ্য্য এবং ধ্বনন। মুখ্য অর্থের বাধা প্রভৃতির অভাবে মধ্যম কক্ষায় (তাৎপর্য্যশক্তিতে) তৃতীয় ব্যাপার অর্থাৎ লক্ষণার অভাব; তাই তিনটিই ব্যাপার। অথবা শুকশাবকসম্প্রকিত প্রসঙ্গ অসম্ভব বলিয়া যদি তাহা অর্থহীন হইয়া পড়ে এবং সেই হিসাবে যদি মুখ্যার্থে বাধা হয় তাহা হইলে মধ্যকক্ষায় সাদৃশ্জনিত লক্ষণা হউক। কিন্তু সেই লক্ষণার প্রয়োজন তো ধ্বনির বিষয়ই হইবে। সেই প্রয়োজন—প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাজ্ঞাপন—চতুর্থকক্ষানিবেশী। কেবল পূৰ্ব্ব শ্লোকে (স্ববর্ণপুষ্পা ইত্যাদিতে) লক্ষণাই ধ্বননব্যাপারে প্রধান সহকারী। এখানে কিন্তু অভিধাশক্তি ও তাৎপর্য্যশক্তিই প্রধান সহকারী। বাচ্যার্থের সৌন্দর্য্য হইতেই ব্যঙ্গ্যের প্রতিপত্তি হওয়ায় লক্ষণার যৎকিঞ্চিৎ উপযোগিতাও আছে—কেবল ইহাই কথিত হইল। অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনিতে ক্রম সংলক্ষিত হয় না বলিয়া

এই অর্থাৎ উক্তপ্রকার ধ্বনি ভাস্কর্য অর্থের সহিত একাত্ম হইতে পারেনা, যেহেতু ইহাদের রূপ বিভিন্ন। বাচ্য ও বাচকের দ্বারা যেখানে বাচ্যাতিরিক্ত অর্থ তাৎপর্যের সহিত প্রকাশিত হয় এবং যেখানে ব্যঙ্গ্য প্রাধান্য লাভ করে তাহাই ধ্বনি। ভাস্কর্য অর্থ উপচার মাত্র।

ভাস্কর্য ধ্বনির একটা লক্ষণ যাহাতে না হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষের জন্য ভাস্কর্য ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে না। ১৪ ॥

ভাস্কর্যের দ্বারা ধ্বনি লক্ষিত হয় না। কেন? যেহেতু অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষ হয়। অতিব্যাপ্তি এইজন্য যে যেখানে ধ্বনি

লক্ষণার উল্লেখমাত্র নাই—ইহা পরে দেখাইব। তাই দ্বিতীয় প্রভেদেও চারিটি ব্যাপারই আছে। অতএব উভয় উদাহরণপৃষ্ঠেই “ভাস্কর্যমাহ” (পৃ: ২) এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার দোষ দেখাইতেছেন। এখানে ভাবার্থ এই: ভক্তি ও ধ্বনি—ইহারা কি একই শব্দের প্রতিশব্দ এবং ইহাদের সাক্ষ্য কি সেই জাতীয়? অথবা, যেমন পৃথিবীর পৃথিবীত্ব অত্র শব্দ হইতে তাহাকে বিভিন্ন করিয়া দেয় বলিয়া তাহার লক্ষণ; এইখানেও কি সেইরূপ সম্বন্ধ? না, কাক কখনও কখনও দেবদত্তের গৃহে বসিলে তাহা যেমন কদাচিত্ গৃহের উপলক্ষণ হয়, এখানেও কি সেইরূপ সম্বন্ধ? তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ এইভাবে নিরাকরণ করিতেছেন—ভক্ত্যা বিভর্তীতি। উক্ত প্রকারে পাঁচটি অর্থেই প্রয়োগ হইবে—ব্যঙ্গক শব্দ, ব্যঙ্গক অর্থ, ব্যঙ্গনাব্যাপার, ব্যঙ্গ্য অর্থ এবং ইহাদের সমষ্টি যে কাব্য। ইহাদের স্বরূপের ভেদ দেখাইবার জন্য ধ্বনির রূপ বলিতেছেন—বাচ্যেতি। তাৎপর্যেণেতি। ইহা অর্থের বিশ্রাস্তিস্থান; এইখানে আসিয়া অর্থের পরিসমাপ্তি হয় অর্থাৎ ইহাই তাহার প্রয়োজন হয় বলিয়া। প্রকাশনং—ছোতন। উপচারমাত্রমিতি। উপচার হইল গোপীবৃতি ও লক্ষণ। উপচরণ অর্থাৎ অতিশয়িত ব্যবহার।* ‘মাত্র’ শব্দের

* যে অর্থে ‘মাত্র’ শব্দের ব্যবহার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে সেই অর্থ অতিক্রম করিয়া তাহার একে সম্পর্কিত, অল্প কোন অর্থে যদি সেই শব্দের প্রয়োগ হয় তবে সেই প্রয়োগকে উপচার বা অতিশয়িত-প্রয়োগ বলা বাইতে পারে।

নাই সেইসব জায়গায় ভাস্কর্য অর্থ থাকিতে পারে। যেখানে ব্যক্ত্যত্বকৃত মহৎ সৌষ্ঠব নাই, দেখা যায় যে সেইখানেও কবিগণ প্রসিদ্ধ প্রয়োগের অনুসরণ করিয়া লাক্ষণিক অর্থে শব্দ ব্যবহার করেন যেমন—

“নলিনীপত্রে শয্যা কুশাস্তীর পীনস্তন ও শ্রোগিপুরুষোভাগের সংঘর্ষে উভয়প্রান্তে পরিম্লান; মধ্যদেশ তনুদেহের সহিত গাঢ়ভাবে সম্বন্ধ হয় নাই বলিয়া হরিৎবর্ণ; শিথিল বাহুলতা আক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য ইহা বিপর্যস্ত। এই নলিনীপত্রে শয্যা তাহার সম্ভূতপই বলিতেছে।” সেইরূপ—

দ্বারা বলিতেছেন—শব্দের লক্ষণা নামক তৃতীয় ব্যাপারের অতিরিক্ত অল্প চতুর্থ ব্যাপার আছে যাহার কার্য প্রয়োজনকে জ্ঞোতনা করা; সেই ব্যাপার যেখানে বাস্তবিক পক্ষে সম্ভব হইলেও অনুপযোগী বলিয়া আদৃত হয় না এবং সেইজন্য তাহা নাই বলিয়াই মনে হয়। “যে বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া কোন কৰ্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহাই প্রয়োজন”—ইহাই প্রয়োজনের লক্ষণ। যেখানে প্রয়োজন-জ্ঞোতনাত্মা ধ্বননব্যাপার একেবারে নাই বলিয়াই মনে হয় সেইখানেও লক্ষণা আছে। তাহা হইলে কেমন করিয়া লক্ষণা ও ধ্বনির এক তত্ত্ব থাকে? দ্বিতীয় পক্ষ—অর্থাৎ ধ্বনির লক্ষণ ভাস্কর্য—খণ্ডিত করিতেছেন—অতিব্যাপ্তিরিতি। অসৌ—এই, ইহার দ্বারা ধ্বনি বুঝাইতেছে। তথা—তাহার দ্বারা অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা। আচ্ছা, ধ্বনিই যদি অবশ্যস্তাবী হয় তাহা হইলে কেমন করিয়া তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয় থাকিতে পারে? এইজন্য বলিতেছেন—মহৎ সৌষ্ঠবমিতি। যেখানে প্রয়োজনের আদর করা হয় না সেইখানে ব্যঙ্গনার দ্বারা কিছুই করা যায় না। ‘মহৎ’ শব্দগ্রহণের দ্বারা ইহাই দেখান হইয়াছে যে যেখানে মহৎ সৌষ্ঠব বা চাক্ষুঃপ্রতিশয্য নাই সেইখানে ব্যঙ্গনা গুণমাত্র হইবে। “কোন বিষয়ে অপরের আরোপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাকে সমাধিগুণ বলে।”—ইহা যে বলা হইয়াছে তাহাই দেখাইতেছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রয়োজন না থাকিলে কেমন করিয়া শব্দের উপচার বা অতিশয়িত ব্যবহার করা হইবে? তাই বলিতেছেন—প্রসিদ্ধানুরোধেতি। যেহেতু পরম্পরাক্রমে সেইরূপ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। আমরা (অপর পক্ষীয়েরা) তো বলি—প্রসিদ্ধি হইতেছে তাহাই যেখানে প্রয়োজনের গভীর নিগূঢ়তা নাই অর্থাৎ যেখানে তাহার স্পষ্ট প্রকাশ হয়। কিন্তু বাহিরে

“প্রিয়জন শতবার আলিঙ্গিত হইতেছে, সহস্র বার চুম্বিত হইতেছে ; বিরামের পর আবার রমণ হইতেছে—ইহাতে কোন পুনরুজ্জ্বলিত নাই।” সেইরূপ—

“কুপিতা, প্রসন্ন, রোক্তমানা, হাস্তপরায়াণা—স্মৈরিণী রমণী-দিগকে যেভাবে গ্রহণ করা যায় সেইভাবেই তাহারা হৃদয় হরণ করে।” সেইরূপ—

“কনিষ্ঠা ভাৰ্য্যার স্তনপৃষ্ঠে নবলতার দ্বারা যে প্রহার দান করা হইল তাহা মৃদু হইলেও সপত্নীদের হৃদয়ে দুঃসহ হইল।”

সেইরূপ—

“পরার্থে যে পীড়া অসুভব করে, ভাঙ্গিলেও যে মধুর থাকে, যাহার বিকার সংসারে সকলের কাছে প্রিয়ই হয়, সেই ইক্ষু যদি একেবারে অক্ষত্রে পতিত হইয়া বৃক্ষি না পায় তাহা হইলে তাহা কি ইক্ষুর দোষ না উষর মরুভূমির অপরাধ?”

প্রকাশ হইলেও প্রয়োজন নিগূঢ়তার অপেক্ষা রাখে, যেন নিগূঢ়তা তাহার নিধান যেখানে তাহাকে জমা রাখা হয়। বদতীতি—এখানে উপচারজনিত অর্থের প্রয়োজন হইল “ক্ষুট করিতেছে”—ইহা বোঝান। প্রয়োজন যদি নিগূঢ় না হয় এবং সেই অর্থবাচক স্বশব্দের দ্বারা সোজা-সুজি ভাবে প্রকাশিত হয় তাহা হইলে সৌন্দর্য্যের কি অভাব হয়? আর গূঢ়ভাবে প্রকাশ করিলেই বা কি অধিক চাক্ষুশের সৃষ্টি হয়? এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন “যতঃ উক্ত্যন্তরেণাশক্যং ইত্যাদি (১।১৫)। অবরুদ্ধজ্জ্বল—আলিঙ্গিত হইতেছে। পুনরুজ্জ্বলিত—ইহার দ্বারা অল্পপাদেয়তা লক্ষিত হইতেছে, কারণ বাচ্য অর্থের সম্ভাবনাই নাই। কুপিতা ইত্যাদি—এখানে গ্রহণের দ্বারা উপাদেয়তা লক্ষিত হইতেছে; হরণের দ্বারা বশীভূতত্ব বুঝাইতেছে। তথা অজ্ঞেতি। স্বামী কনিষ্ঠা ভাৰ্য্যার স্তনের উপরে খেলাচ্ছিলে নবলতার দ্বারা মৃদু আঘাত করিল। যে সকল সপত্নীরা সেই সাবলীল প্রহারের দ্বারা অপরের নিকট হইতে পৃথক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে নাই তাহাদের হৃদয়ে ইহা দুঃসহ বলিয়া প্রতীত হইল। যেহেতু মৃদু আঘাত দেওয়া হইয়াছে সেইজন্যই একজনকে যে মৃদু করিয়া আঘাত দেওয়া হইল তাহা অপরের গায়ে দুঃসহ

এখানে ইক্ষুর পক্ষে ‘অমুভূতি’-শব্দ। এই জাতীয় প্রয়োগ কখনও ধ্বনির বিষয় হইতে পারে না। যেহেতু :—

যে চারুত্ব অণু শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না তাহা প্রকাশ করিয়া শব্দ ব্যঞ্জকতা লাভ করিয়া ধ্বনির বিষয় হয়। ১৫ ॥

এখানে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইল তন্মধ্যে এমন কোন শব্দ নাই যাহা ঠিক সেইরূপ চারুত্ব প্রকাশ করিতেছে যাহা অণু কোন শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

অপিচ—

“লাবণ্যাদি যে সকল শব্দ অণুবিস্ময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা নিজের বিষয় হইতে অন্যত্র প্রযুক্ত হইলেও ধ্বনিপদত্ব লাভ করিতে পারে না। ১৬ ॥

হইয়া লাগিল। যুহু হইয়াও আবার ইহা দুঃসহ হইল—ইহাই বৈচিত্র্য। ‘দান’-শব্দের প্রয়োগের দ্বারা চরিতার্থতা লক্ষিত হইতেছে। তথা— পরার্থেতি। যদিও যে মহাপুরুষের প্রসঙ্গে এই শ্লোক রচিত হইয়াছে তাঁহার সম্পর্কে ‘অমুভবতি’-শব্দের মুখ্য অর্থ্যই প্রযোজ্য, তাহা হইলেও অপ্রাসঙ্গিক ইক্ষুর সম্পর্কে পীড়ার অমুভব অসম্ভব বলিয়া পীড়নই লক্ষিত হইতেছে। সেই অর্থ বাহু পীড়নেই পথাবসিত হইতেছে। কিন্তু এখানে তো প্রয়োজন আছে, তবে কেন ধ্বনি হইবে না এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—নচৈবংবিধ ইতি। যত উক্ত্যন্তরেণেতি। অণু উক্তির দ্বারা অর্থ্যং ধ্বনির অতিরিক্ত স্ফুট শব্দার্থময় ব্যাপার বিশেষের দ্বারা। শব্দ ইতি—পাঁচ বিষয়েই প্রযোজ্য। ধ্বন্যাক্তেবিসমীভবেদিতি—‘ধ্বনি’ শব্দের দ্বারা কথিত হয়। উদাহৃত ইতি। বদতি-ইত্যাদিতে। ১৫ ॥

এইভাবে বলিলেন, যেখানে প্রয়োজন থাকিলেও তাহা আদরগীয় হয় না সেইখানে কি ধ্বনিব্যাপার থাকিতে পারে? ইহার পরে বলিতেছেন, যেখানে মূলতঃ কোন প্রয়োজনই নাই, কেবল উপচার বা অতিশয়িত শব্দ ব্যবহার আছে সেইখানেও কি আবার ধ্বনিব্যাপার থাকিতে পারে? কিং চেতি। লাবণ্যাদি শব্দ অবিস্মীয়ভূত লবণসমযুক্তত্ব প্রভৃতি

সেই সকল শব্দে উপচরিত বা লাক্ষণিক ব্যাপার আছে। সেই সমস্ত বিষয়ে যদি কদাচিৎ ধ্বনির সম্ভাবনা থাকে, তাহাও অল্পপ্রকারে প্রবর্তিত হয় ; সেই সমস্ত শব্দের দ্বারা তাহা হয় না।

অপিচ—

মুখ্যার্থ হইতে বিভিন্ন হৃদয়াদি অর্থে প্রযুক্ত হইয়া প্রসিদ্ধি (রূঢ়) লাভ করিয়াছে। মুখ্যার্থের বাধা, মুখ্যার্থের সংযোগ এবং প্রয়োজন—লক্ষণার এই তিন কারণের জন্ত যে ব্যবধান হয় এইসকল ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধির জন্তই তাহা রহিত হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে—“কোন কোন নিরুঢ়া লক্ষণা প্রয়োগ সামর্থ্য বশতঃ অভিধানবৎ হইয়া থাকে।” এই সকল (লাবণ্যাদি) শব্দ নিজের বিষয় হইতে অল্পতর প্রযুক্ত হইয়াও ধ্বনির পদ লাভ করে না ; সেইখানে ধ্বনি ব্যবহার হয় না। শব্দের উপচরিত বৃত্তি গোণী ও লাক্ষণিকী। ‘লাবণ্যাদি’র ‘আদি’-পদের দ্বারা ‘আতুলোম্য’, ‘প্রাতিকূল্য’, ‘সত্রক্ষারী’, প্রভৃতি লাক্ষণিক শব্দ গৃহীত হইতেছে। লোমের অল্পগত অর্থার্থ মর্দন। কূলের বিপরীত দিকে স্থিত শ্রোত প্রতিকূল। যাহার গুরু তুল্য ইতি সত্রক্ষারী। ইহা হইল ইহাদের মুখ্য অর্থ। এবিধ অর্থ হইতে বিভিন্ন যে অর্থ তাহা উপচার দ্বারা প্রাপ্ত। এইখানে কোন প্রয়োজনকে উদ্দেশ্য করিয়া লক্ষণা প্রবৃত্ত হয় নাই। অতএব তাহার বিষয়ে ধ্বনন ব্যবহার হয় না। আচ্ছা “দেবভিত্তি” প্রভৃতি * স্থলে লাবণ্যাদি শব্দের সন্নিধান প্রতীয়মানের অভিব্যক্তি হইয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু প্রতীয়মানের এই অভিব্যক্তি ‘লাবণ্য’-শব্দ হইতে হয় নাই। বরং সগ্ৰ বাক্যার্থের প্রতীতির অনন্তর ধ্বননব্যাপার হইতেই হইয়াছে। প্রিয়তমার মুখই সমস্ত দিম্বাওলকে প্রকাশিত করিতেছে—বর্তমান দৃষ্টান্তে ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। অধিক বলা নিম্নয়োজন। তাই বলিতেছেন—প্রকারান্তরেণেতি। ব্যঞ্জকত্বের দ্বারাই। উপচারমূলক লাবণ্যাদি শব্দ হইতে নহে। ১৬ ॥

এইভাবে বিচার করিয়া দেখা যায় যেখানে যেখানে ভাস্ক প্রয়োগ সেইখানে সেইখানে যে ধ্বনি হইবে তাহা হয় না। তাই যদি ভাস্কর্য্য ধ্বনির লক্ষণই হয় তাহা হইলে সর্বত্র ভাস্কর্য্যের সন্নিধিতে ধ্বনি পাওয়া যাইবে ; অতএব উক্ত স্থলে (লাবণ্যাদি শব্দে ও ভক্তি প্রভৃতি

* এখানে যে লোকাল উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার অর্থ গ্রহণ করা গেল না।

যেখানে শব্দের মুখ্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গোঁগীবৃত্তির দ্বারা অর্থ বোঝান হয় সেইখানে যে ফল বা প্রয়োজন উদ্দেশ্য করিয়া শব্দ প্রবর্তিত হয় তাহাতে শব্দের গতি বাধিত হয় না। ১৭ ॥

চাক্ষাত্তিশযাবিশিষ্ট অর্থের প্রকাশনই সেখানে উদ্দেশ্য ; যদি মনে করা যায় যে সেই প্রয়োজনকে প্রকাশ করিবার জন্তই শব্দের গোঁগ প্রয়োগ হয় তাহা হইলে সেই জাতীয় প্রয়োগ দুটাই হইবে। কিন্তু সেইরূপ হয় না। সুতরাং—

বাচকত্বকে আশ্রয় করিয়াই গোঁগীবৃত্তি ব্যবস্থিত হয়। যে ধ্বনির একমাত্র মূল ব্যঞ্জনা, গোঁগীবৃত্তি কেমন করিয়া তাহার লক্ষণ হইবে? ১৮ ॥

সুতরাং ধ্বনি ও গুণবৃত্তি বিভিন্ন। গোঁগীবৃত্তিকে ধ্বনির লক্ষণ মনে করিলে অব্যাপ্তিদোষও হইবে।

স্থলে) অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। এই সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াও আমরা বলি—যেখানে যেখানে ভাঙ্কত আছে সেইখানে সেইখানে ধ্বনি থাকুক। তথাপি যাহা লক্ষণাব্যাপারের বিষয় তাহা ধ্বননের বিষয় নহে। যেখানে বিষয় বিভিন্ন সেইখানে ধর্ম্মী ও ধর্ম্মের সম্পর্ক থাকিতে পারেনা, অথচ ধর্ম্মকেই ধর্ম্মীর লক্ষণ বলা হইয়া থাকে। লক্ষণা, অমুখ্য-অর্থবিষয়ক ব্যাপার; ধ্বননের বিষয় হইতেছে প্রয়োজন বা যে অর্থকে উদ্দেশ্য করিয়া শব্দ প্রযুক্ত হয়। সেই প্রয়োজনবিষয় থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় লক্ষণাব্যাপার আরোপ করা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ লক্ষণার সামগ্রী সেইখানে নাই। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—অপিচেত্যাदि। মুখ্যং বৃত্তিং—অভিধা ব্যাপার; পরিত্যজ্য—পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ পরিসমাপ্ত করিয়া; গুণবৃত্ত্যা—গোঁগীবৃত্তির দ্বারা, লক্ষণার দ্বারা; অমুখ্যন্ত—গোঁগ অর্থের; দর্শনং—প্রত্যয়না; সা—তাহা; যৎফলং—যে ফল, কর্ম্মভূত প্রয়োজনরূপ; উদ্দিষ্ট—উদ্দেশ্য করিয়া; করা হইয়া থাকে। সেই প্রয়োজনে দ্বিতীয় ব্যাপার রহিয়াছে। ইহা কিন্তু লক্ষণা নহেই। যেহেতু (অলদগতিঃ) অলঙ্গী—অলনশীল, অর্থাৎ বাদক ব্যাপারের দ্বারা বাধিত হয়; গতিঃ—অববোধন শক্তি যে শব্দের তাহার ব্যাপার লক্ষণা। যে শব্দ প্রয়োজন

বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনিপ্রভেদে ইহা লক্ষণ হইতে পারে না। অবশ্য অন্য অনেক প্রকারে ভাস্কর্য ধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত হয়। সুতরাং ভাস্কর্য ধ্বনির লক্ষণ নহে।

জানায় তাহার বাধকযোগ নাই। যদি মনে করা যায় সেইখানেও বাধক আছে তাহা হইলে প্রয়োজন এখানে বুঝিবার বিষয় হয় বলিয়া সেইখানেও নূতন নিমিত্ত ও নূতন প্রয়োজন খুঁজিতে হইবে এবং এইভাবে অনবস্থার সৃষ্টি হইবে (অর্থাৎ তর্কের অবধি থাকিবে না)। সুতরাং ইহা লক্ষণ-লক্ষণার বিষয় নহে—ইহাই ভাবার্থ। দর্শনঃ—গিজন্ত নির্দেশ অর্থাৎ দেখান। কর্তব্য ইতি—অবগমন করাইতে হইলে। অমুখ্যতেতি। বাধকের দ্বারা শব্দের গতি নিরুদ্ধ করার ভাব। তস্মেতি—তাহার, শব্দের। দুষ্টতৈবেতি। প্রয়োজন ভাল ভাবে বোঝাইবাব জন্তই সেই শব্দ সেই অমুখ্য অর্থে প্রযুক্ত হয়। “বালকটি সিংহ”—এই বাক্যে শৌর্যাতিশয়ই বোঝান হইতেছে এবং সেই প্রয়োজন বুঝাইতে যদি শব্দের অর্থ গাধা পায় তাহা হইলে তাহা অর্থের প্রতীতিই করিবে না। তাহা হইলে কিসের জন্ত তাহার প্রয়োগ করা হইবে? যদি বলা হয় যে শব্দের উপচরিত বা অতিশয়িত প্রয়োগেব দ্বারা বটুতে সিংহের প্রতীতি হয় তাহা হইলেও যেখানে শৌর্যাতিশয় লক্ষ্য সেইখানে অল্প কোন প্রয়োজন খুঁজিতে হইবে এবং অল্প কোন উপচারের অবতারণা করিতে হইবে এবং এইভাবে অনবস্থার সৃষ্টি হইবে। যদি বলা হয় যে এখানে শব্দের গতি স্থলিত হয় নাই অর্থাৎ ইহার সহজ অর্থে বাধা হয় নাই, তাহা হইলে তো প্রয়োজন বুঝাইবার জন্ত লক্ষণাধ্য কোন ব্যাপার থাকে না; কারণ তাহার কারণ প্রতীতি থাকে না। অথচ ব্যাপার যে একটা নাই তাহা তো নহে। ইহা অভিধা নহে, কারণ কোন বিশিষ্ট সঙ্কেত নাই। অভিধা ও লক্ষণার অতিরিক্ত যে অল্প ব্যাপার তাহারই নাম ধ্বনন। ন চৈবমিতি। প্রয়োগে কোন দোষ নাই, কারণ নির্ঝিল্লই প্রয়োজনের প্রতীতি হইতেছে। তাই অভিধাই মুখ্য অর্থে প্রবেশ করিতে যাইয়া অর্থাৎ বুঝাইতে যাইয়া বাধকের দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া নিজের উদ্দেশ্য সফল করিতে না পারিয়া অল্প প্রসারিত হয়। অতএব এইরূপ প্রয়োগ হয় যে ইহার বিষয় অমুখ্য। যেমন মুখ্যবিষয়ে সঙ্কেতগ্রহণ হইয়া থাকে সেইরূপ অমুখ্য বিষয়েও সঙ্কেত গৃহীত হইয়া থাকে তাই লক্ষণা অভিধার পশ্চাদগামী। ১৭ ॥

উপসংহার করিতেছেন—তস্মাদিতি। যেহেতু তাহার (অভিধার) বাধা হইলেই ইহার উত্থান হয় এবং যেহেতু ইহা অভিধার পুচ্ছের দ্বারা তাই ইহার নাম গোণীকৃত অর্থাৎ গোণ লাক্ষণিক প্রকার। এই গোণীকৃত কেমন করিয়া ব্যঞ্জনাশ্রয় ধ্বনির বিষয় হইবে, কারণ ইহাদের বিষয়ই বিভিন্ন? ইহাই উপসংহারে বলিতেছেন—তস্মাদিতি। যেহেতু অতিব্যাপ্তির কথা বলা হইয়াছে সেই প্রসঙ্গেই ভিন্ন বিষয়ভেদের কথা আসিয়াছে; তস্মাৎ—সেই হেতুর জ্ঞান। কারিকায় আছে—“অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তিদোষের জন্য ভাঙ অর্থ ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে না।” এই অংশের অতিব্যাপ্তিদোষের কথা ব্যাখ্যা করার পর অব্যাপ্তি বুঝাইতেছেন—অব্যাপ্তিবপোন্ত্যেতি। অস্ত—ইহার, গোণীকৃতরূপ লক্ষণের। যদি এইরূপ হয় যে যেখানে যেখানে ধ্বনি আছে সেইখানে সেইখানে ভাঙত্বও আছে তাহা হইলে অব্যাপ্তিদোষ হইবে না। কিন্তু তাহা তো হয় না। “স্ববর্ণপুষ্পা” (পৃ: ৪২) ইত্যাদি অব্যাপ্তিত্বাব্য-ধ্বনিতে ভাঙত্ব আছে। কিন্তু “শিখরিণি” (পৃ: ৪২) ইত্যাদিতে কেমন করিয়া তাহা পাওয়া যায়? আচ্ছা, বলা হইতে পারে যে গোণী অর্থ লক্ষণার দ্বারা আচ্ছন্ন (পরিব্যাপ্ত) হইয়াছে অর্থাৎ লক্ষণা গোণকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকে। কেবল শব্দ (সিংহাদি) সেই অর্থ (বালক-বাচকাদি অর্থ) লক্ষিত করিয়া তাহাবই সঙ্গে সমানাপিকরণত। বা একাশ্রয় লাভ করে:—“বালকটি সিংহ” ইতি। অথবা অর্থই (সিংহাদি অর্থ) অল্প অর্থের (বালকাদি অর্থের) লক্ষণা করিয়া নিজের বাচককে (সিংহাদি শব্দকে) অল্প অর্থের বাচকের (বালকাদি শব্দের) সঙ্গে সমানাপিকরণযুক্ত করে অথবা শব্দ ও অর্থ যুগপৎ তাহাকে লক্ষিত করিয়া অল্প শব্দ ও অর্থের সঙ্গেই মিশ্রিত হয়। ইহাই লাক্ষণিক হইতে গোণের পার্থক্য। বলাই হইয়াছে—“গোণীস্থলে লক্ষ্য বাচক শব্দের (বটু প্রভৃতির) প্রয়োগ হয়, লক্ষণায় তাহা হয় না। তাই গোণীস্থলেও লক্ষণা আছেই; তাহাই সর্বত্র ব্যাপক। তাহা আবার পাঁচ রকমের—(১) অভিধেয়ের সঙ্গে সংযোগ হইতে—‘দ্বিরেক’ বলিতে বোঝায় যাহার দুই রেফাকৃতি শব্দ আছে, এইভাবে তাহার অভিধেয় হয় ভ্রমর; সেই ‘ভ্রমর’-শব্দের সঙ্গে ষটপদলক্ষণাক্রান্ত বস্তুর যে সম্বন্ধ তাহাই ‘বিরেক’ শব্দের দ্বারা লক্ষিত হয়। যে অভিধেয় সম্বন্ধের ব্যাখ্যা দেওয়া হইল তাহাকে নিমিত্ত করিয়াই এই লক্ষিত অর্থ পাওয়া যায়। (২) অভিধেয়ের সঙ্গে সামীপ্যবশত:—গজায় ঘোষবসতি।

(৩) অভিধেয়ের সঙ্গে সমবায়সম্বন্ধবশতঃ—অর্থাৎ আধেয়সম্বন্ধবশতঃ যথা, যষ্টিসমূহকে—অর্থাৎ যষ্টিধারী পুরুষগণকে—প্রবেশ করাও। (৪) বৈপরীত্য-সম্বন্ধবশতঃ—যেমন, শব্দকে উদ্দেশ্য করিয়া কেহ বলিতে পারেন, “তাহার দ্বারা আমার কি না উপকার করা হইয়াছে।” (৫) ক্রিয়াবোগবশতঃ অর্থাৎ কার্য-কারণভাব হইতে। যেমন, অন্নাপহারীকে বলা যাইতে পারে, এই ব্যক্তি প্রাণ অপহরণ করিতেছে। এইরূপ পাঁচ প্রকারের লক্ষণা সকল ক্ষেত্রেই পরিবাণ্ড হইয়া আছে। সেই ভাবে বলা যাইতে পারে যে ‘শখরিণি’-উদাহরণে (পৃ: ৭০) আকস্মিক প্রলম্বিশেষের দ্বারা বাধকের প্রবেশ হইয়াছে; তাই এখানে সম্বন্ধযুক্ত লক্ষণা তো আছেই। ইহার উত্তরে বলা হইবে—মধ্যস্থলে লক্ষণা যে আছে তাহা তো স্বীকৃতই হইয়াছে। পুনরায় প্রশ্ন হইবে—তবে ‘বিবক্ষিতাত্তপর’ এইরূপ কেন বলা হইল? উত্তরে বলা যায়—এখানে ‘বিবক্ষিতাত্তপরবাচ্য’-ভেদের দ্বারা অসংলক্ষ্যক্রমব্যাখ্যাত্মক মুখ্যধ্বনি বিবক্ষিত হইয়াছে। ‘তদ্ভেদ’ (বৃত্তিতে) শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে রস, ভাব, তাহাদের আভাস, প্রশম ও অন্ত্যন্ত প্রভেদ। সেইখানে তো লক্ষণার উপলব্ধি হয় না। তাহা হইলে দাঁড়াইল এইঃ—কাব্য বিভাব ও অহুভাবেই প্রতিপাদন করে; তথায় মুখ্য অর্থে বাধকের প্রবেশ অসম্ভব। সুতরাং লক্ষণার অবকাশ কোথায়? আবার ইহাও বলা যাইতে পারে, বাধার প্রয়োজনই বা কি? লক্ষণার স্বরূপ তো এইঃ “যে প্রতীতি অভিধেয়ের সঙ্গে অবিনাভূত হইয়া থাকে, তাহাই লক্ষণা।” এখানে রসাদি অভিধেয় বিভাবাদির সঙ্গে অবিনাভূত হইয়া আছে এবং সেইভাবেই তাহারা লক্ষিত হইতেছে, যেহেতু বিভাব ও অহুভাব রসের কারণ ও কার্যরূপী এবং ব্যাভিচারী তাহার সহকারী—এই যুক্তিও অগ্রাহ্য। এই যুক্তি স্বীকার করিলে ‘ধূম’-শব্দ হইতে ধূম প্রতিপন্ন হইলে অগ্নির স্মৃতিও লক্ষণার দ্বারাই হইবে এইরূপ বলা যাইতে পারি। তাহা হইলে সেই অগ্নি হইতে শীতাপনোদনস্মৃতি উৎপন্ন হইবে। এইভাবে শব্দের অর্থের আর শেষ থাকিবে না। যদি বলা হয় যে ‘ধূম’-শব্দ ধূম বুঝাইলেই তাহার অর্থ বিশ্রাস্তি লাভ করে এবং তাই তাহার ঐ প্রকারের কোন ব্যাপার থাকে না তাহা হইলে তো যে মুখ্যার্থবাধা লক্ষণার প্রাণস্বরূপ তাহাই আসিয়া পড়িল। যদি মুখ্য অর্থে বাধকই আসিয়া পড়ে তাহা হইলে শব্দ নিজের অর্থে বিশ্রাস্তিলাভ করিতে পারে না। বিভাবাদির প্রতিপাদনে কিন্তু কোন বাধক নাই। আবার প্রশ্ন হইতে পারে—ধূমের প্রতিপাদনে যেমন অগ্নির

স্বৃতি আসে, সেইরূপ বিভাবাদির প্রতিপাদনের পরে রত্যাদি চিত্তবৃত্তির সম্পর্কে জ্ঞান হয়। সুতরাং এখানে শব্দেরই কোন ব্যাপার নাই। এই যে মীমাংসক মহাশয় প্রতীতির স্বরূপবিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াছেন তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে চাই—আপনার কি ইহাই অভিমত যে পরের চিত্তবৃত্তিতে রত্যাতির উপলব্ধি হইলেই রসপ্রতীতি হয়? আপনি এইরূপ ভ্রম করিবেন না। এইভাবে লোকগত চিত্তবৃত্তির অসুমানমাত্র হয়—এখানে রস কোথায়? যে রসাস্বাদ অলৌকিক চমৎকারাত্মক, কাব্যগতবিভাবাদির চর্ষণা যাহার প্রাণস্বরূপ লৌকিক স্রবণাসুমানের সঙ্গে তাহাকে সমান করিয়া দেখিয়া তাহাকে সীমাবদ্ধ করা উচিত নহে।

লৌকিক কার্য্যকারণ ও অসুমান প্রভৃতির দ্বারা যাহার হৃদয় সংস্কৃত হইয়াছে তাহার কাছে বিভাবাদি প্রতিপন্ন হইলে তিনি উদাসীনভাবে তাহা উপলব্ধি করেন না। যে হৃদয়-সম্মিলনের অপর নাম সহৃদয়ত্ব তদ্বারা বশীভূত হইয়া তিনি ইহাদিগকে উপলব্ধি করেন। যে রসাস্বাদ পূর্ণ হইবে বিভাবাদি তাহার অনুরূপে প্রতিপন্ন হয়। যাহাতে তন্ময়ত্ব হইতে পারে এই জাতীয় চর্ষণার প্রাণস্বরূপ হইয়াও বিভাবাদি প্রতিপন্ন হয়। এই চর্ষণা অল্প কোন প্রমাণ হইতে পূর্বে পাওয়া যায় নাই যাহাতে এখন ইহার স্বৃতি হইতে পারে। এমনও অল্প প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইতেছে না, কারণ অলৌকিক বিষয়ে প্রত্যক্ষাদি ব্যাপারের অবসর নাই। অভাব বিভাবাদির ব্যবহার অলৌকিকই বটে। তাই বলা হইয়াছে—“বিভাব বিশিষ্ট জ্ঞানের উপায়। লৌকিক উপায়কে কারণ বলা হয়; বিভাব বলা হয় না। অসুভাবও অলৌকিকই; যেহেতু বাক্য, অঙ্গ ও সঙ্গত অভিনয় অসুভব করায় সেইজন্য ইহাকে বলা হয় অসুভাব।” সেই চিত্তবৃত্তিতে তন্ময়ত্ব লাভকেই বলে অসুভবন; লৌকিক ব্যাপারে বলা হয় কার্য্য, অসুভাব নহে। পরকীয়া চিত্তবৃত্তির প্রতীতি হয় না। এই অভিপ্রায়েই—বিভাব, অসুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি—এই সূত্রে স্থায়ী ভাবের উল্লেখ করা হয় নাই। স্থায়ী ভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয় ইহা বলিলে যুক্তিবিরুদ্ধ হইত। শুধু ঐচ্ছিক্যের জগুই বলা হইয়া থাকে স্থায়ীভাব রসে পরিণত হয়। এই ঐচ্ছিক্য দুইটি কারণ-বশতঃ ঘটয়া থাকে। সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে বিভাব ও অসুভাবের উপযোগী (সমুচিত) যে চিত্তবৃত্তিসংস্কার আছে তাহার উদ্বোধনের দ্বারাই সৃষ্টির চর্ষণার উদয় হয়। অধিকন্তু, হৃদয়সম্মিলনের মূল উপযোগী হইতেছে লৌকিক চিত্ত-

বৃত্তির পরিজ্ঞান ; সেই অবস্থায় স্থায়ী রত্নাদিভাব উজ্জ্বলপুলকাদি বিভাব-
অনুভাবের দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া প্রতীত হয়। ব্যভিচারী ভাব চিত্তবৃত্তিমূলক
হইলেও মুখ্য চিত্তবৃত্তির অধীন হইয়াই চর্কিত হইয়া থাকে ; তাই ইহা বিভাব
ও অনুভাবের মধ্যেই পরিগণিত হয়। অতএব ইহাই রসমানতার নিস্পত্তি যে
অবিচ্ছিন্ন বক্সমাগমাধিকারজনিত হর্ষ প্রভৃতি সৌকিক চিত্তবৃত্তিকে
অগ্রধান করিয়াই ইহা চর্কণারূপ লাভ করে। তাই চর্কণা অভিব্যক্তনই ;
তাহা প্রমাণব্যাপারের মত জ্ঞাপন নহে। তাহা হেতুমূলক ব্যাপারের মত
উৎপাদনস্বরূপও নহে। প্রশ্ন এই, যদি ইহা জ্ঞাপনও নহে, উৎপাদনও নহে,
তবে, এই বস্তু কি ? ইহা এই বস্তু, এইরূপ বলা যায়না ; এই রস অলৌকিক।
আচ্ছা, বিভাবাদি হেতু কি জ্ঞাপনের হেতু, না কোন কার্যের ?—ইহা জ্ঞাপকও
নহে, কারকও নহে ; কেবল চর্কণার উপযোগী। আচ্ছা, আর কোথায় ইহা
দেখা যায় ? আর কোথাও দেখা যায় না বলিয়াই ত ইহা অলৌকিক বলিয়া
কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে তো রস কিছুই প্রমাণ হইল না ; হউক না
তাই ; তাহাতেই বা কি ? চর্কণা হইতেই প্রীতি ও ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয়, ইহার
বেলা আর কি চাই ? যদি বলা হয় ইহার কোন প্রমাণ নাই, তবে উত্তর এই যে
ইহা অল্প কোন প্রমাণসাপেক্ষ নহে, কারণ নিজের অনুভূতির দ্বারা ইহা
সিদ্ধ, যেহেতু এমন জ্ঞান বিশেষ আছে যাহা শুধু চর্কণাত্মক। অধিক বলা
নিষ্পয়োজন। রস যে অলৌকিক তাহার আর একটি হেতু আছে। ললিত,
পুরুষ অনুপ্রাসের দ্বারা অর্থ অভিহিত হয় না, কিন্তু তাহা রসের ব্যঞ্জনা দিতে
পারে। সেইখানে লক্ষণার শব্দই বা কোথায় ? কাব্যাত্মক শব্দের পুনঃ পুনঃ
আবৃত্তির দ্বারা সেই চর্কণা নিষ্পন্ন হয় এইরূপ দেখা যায়। সহৃদয় ব্যক্তি পুনঃ
পুনঃ সেই কাব্যই পাঠ করেন এবং আনন্দন করেন। “যাহা গ্রহণ করা হয়
তাহাই যদি আবার বর্জন করা যায় তাহাকে উপায় বলে।” এই নিয়ম
কাব্যে খাটে না ; কাব্যের প্রতীতি হইয়া গেলেই তাহার অনুপযোগিতা
হয় না। তাই কাব্যে শব্দেরও ধ্বনির ব্যাপার আছে। ইহার অল্পই ক্রমের
অলক্ষ্যতা। (অভিধার পরে ধ্বনির আসে—ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া) কেহ
কেহ যে বলেন যে ধ্বনি স্বীকার করিলে বাক্যভেদ দোষ হয় তাহা তাঁহাদের
অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। কোন শাস্ত্রে—(কাব্যে নহে)—যে কোন বাক্যই
একবার উচ্চারিত হইলে অর্থ প্রতিপাদন করে এবং যেহেতু পরস্পরবিরোধী
অনেক সঙ্কেতের স্থিতি থাকেনা তাই কেমন করিয়া তাহা দুইটি অর্থ বুঝাইবে ?

ভাস্কর্য কোন কোন ধ্বনিপ্রভেদের উপলক্ষণ হইতে পারে।

ধ্বনির যে সকল প্রভেদ কথিত হইবে ভাস্কর্য তাহার কোন একটির উপলক্ষণ হইতে পারে। যদি বলা হয় যে গোণী বৃন্তিই ধ্বনির লক্ষণ

পরম্পরবিরোধী নহে এমন একাধিক সঙ্কেত থাকিলে সবগুলি জড়াইয়া বাক্যের একটি অর্থ হয়। একটি অর্থের বিরতির পর ক্রমান্বয়ে আরও অর্থের ব্যাপার থাকিতে পারে না। বাক্য পুনরুচ্চারিত হইলেও বাক্যে সেই একই অর্থ থাকে; যেহেতু যে সঙ্কেতের বলে এবং যে প্রকরণে অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহা তো অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায়। প্রকরণ ও সঙ্কেতের দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায় তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া শব্দ যে অল্প এক অর্থবুঝাইতে পারে সেইরূপ কোন নিয়ম নাই। সেইরূপ হইলে “স্বর্গকামী অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবেন”—এই বেদবাক্যের যে “কুকুর মাংস ভক্ষণ করিবে” এইরূপ অর্থ হইবে না তাহারই বা কি প্রমাণ থাকিবে? তাহা হইলে অর্থের কোন ইয়ত্তা থাকে না এবং অর্থের কোন নিশ্চিত আশ্বাস থাকেনা। এই সকল স্থলে বাক্যভেদ দোষও বর্তে। কিন্তু এইখানে—বাজ্ঞনাব্যাপারে—বিভাবাদিই চরুণার প্রতি উন্নুখী হইয়া প্রতিপাদিত হয়। স্মৃতরাং এখানে সঙ্কেতের উপযোগিতা নাই। শাস্ত্রবাক্যে যেমন আছে—আমি নিযুক্ত হইয়াছি, আমি করিব, কাজ করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি—ইহা সেইরূপ শাস্ত্র প্রতীতির মত নহে। যেহেতু ঐ স্থলে যে কর্তব্য রহিয়াছে তৎপ্রতি উন্নুখতা থাকে বলিয়াই তাহা লৌকিক। কিন্তু বিভাবাদির এই চরুণা অদ্ভুত পুষ্পের স্তায়, তাৎকালিক সারবত্তা লইয়াই ইহা উদিত হয়; ইহা পূর্বাপর কালানুযায়ী নহে। তাই রসাস্বাদ লৌকিক আশ্বাদ ও যোগীর আনন্দের বিষয় হইতে বিভিন্ন। অতএব “শিখরিণি” (পৃ: ৭০) ইত্যাদিতেও মুখ্যার্থবোধাদিক্রমেয় অপেক্ষা না করিয়াই সহৃদয়ব্যক্তির বক্তার চাটুরসাত্বক অভিপ্রায় উপলব্ধি করেন। এইজন্য গ্রন্থকার সাধারণভাবে বিবক্ষিতাগ্রপরবাচ্যধ্বনিতে ভাস্কর্যের অভাবের কথা বলিয়াছেন। আমরা তো মীমাংসক মহাশয়কে বুঝাইবার জন্য বলিলাম—আচ্ছা, মানিয়া লইলাম এখানে লক্ষণাই আছে। কিন্তু অলক্ষ্যক্রমবাক্য-ধ্বনিতে কুপিত হইয়াই বা কি করিবেন? আর যদি কুপিতই না হইয়া থাকেন তবে “স্ববর্ণপুষ্পাং” (পৃ: ৭০) প্রভৃতি অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির উদাহরণেও

তবে উত্তরে বলা যাইতে পারে যে শুধু অভিধাব্যাপারের দ্বারাই সকল অলঙ্কারবর্গ লক্ষিত হইয়া গেল। তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া প্রত্যেক অলঙ্কারের লক্ষণ করা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে—

যদি বলা হয় যে ধ্বনির লক্ষণ পূর্বেই করা হইয়াছে তাহা হইলে আমাদের বক্তব্যই সমর্থিত হয়। ১৯ ॥

যদি ধ্বনির লক্ষণ অশ্রু লেখকেরাই করিয়া থাকেন তবে আমাদের পক্ষই সমর্থিত হইয়াছে। কারণ আমাদের বক্তব্য এই যে ধ্বনি আছেই। তাহা পূর্বেই সিদ্ধ হইয়া গিয়া থাকিলে আমাদের প্রয়োজন বিনাযত্নে সিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা এই সহৃদয়হৃদয়সংবেত্তা ধ্বন্যাত্মাকে অনির্বচনীয় বলিয়াছেন তাঁহারা বিবেচনা করিয়া কথা বলেন নাই।

দেখিতে পাইবেন যে লক্ষণার মুখ্যার্থবাধা প্রভৃতি উপকরণের অপেক্ষা না করিয়াই ব্যাক্যার্থের প্রতীতি বিশ্রাস্তি লাভ করে। অধিক বলা নিম্প্রয়োজন। তাই উপসংহার করিতেছেন—তস্মাদ্ভক্তি রিতি। ১৮॥

আচ্ছা ধ্বনি ও ভাক্তর একরূপ না হউক, ভাক্তর ধ্বনির লক্ষণও না হউক, উপলক্ষণ তো হইবে। যেখানে ধ্বনি থাকে সেইখানে ভাক্তর থাকিবে—এইরূপভাবে ভাক্তরের দ্বারা ধ্বনি উপলক্ষিত হয়। কিন্তু এইরূপ সর্বত্র দেখা যায় না; ইহাতে অপরের মতই বা কি সিদ্ধ হইল, আমাদের মতেরই বা কি খণ্ডন হইল? এতদুদ্দেশ্যে বলিতেছেন—কশ্চিদিতি। প্রসঙ্গ হইবে, ভাক্তর যে কি তাহা প্রাচীনেরা বলিয়াছেন, তাহার উপলক্ষণের দ্বারাই ধ্বনির লক্ষণও করা যাইবে। তাহা জানাও যাইবে। তাহার আর লক্ষণ করিয়া লাভ কি? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যদি চেতি। অভিধান-অভিধেয়ভাব সমগ্র অলঙ্কারবর্গকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। বৈয়াকরণেরা ও মীমাংসকেরা অভিধান স্বরূপ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। এই মতানুসারে বলা যাইতে পারে : এখন কোথায় আর অলঙ্কারবর্গের কি ব্যাপার রহিল? এইভাবে বলা যাইতে পারে যে যখন হেতুর বলেই কার্য হয় এই কথা নৈয়ামিকেরা বলিয়াছেন তখন ঈশ্বর প্রভৃতি কৰ্ত্তা বা জ্ঞাতার এমন কি কাজ থাকিতে পারে যাহা অপূৰ্ণ? এই ভাবে বিচার করিলে কোন কিছুই আদি কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই বলিতেছেন—লক্ষণকরণবৈঘর্য্যপ্রসঙ্গ ইতি। অপূৰ্ণ বস্তুর উন্মূলন না

যে সকল নিয়মের কথা আমরা বলিয়াছি ও বলিব সেই সকল নিয়মানুসারে ধ্বনির সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ বলা হইলেও যদি তাহা অনির্বচনীয়ই থাকিয়া যায় তাহা হইলে এই অনির্বচনীয়তা সকল বিষয়েই প্রযোজ্য। আর যদি এই অতিশয়োক্তির দ্বারা তাঁহারা ইহাই বুঝাইতে চাহেন যে ইহা অণু (গুণীভূতব্যাক্য) কাব্য হইতে অতিরিক্ত কিছু এবং এইভাবে ইহার স্বরূপের আখ্যান করেন তাহা হইলে তাঁহারা যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছেন।

ইতি ত্রীরাজানক আনন্দবর্দ্ধনাচাৰ্য্যবিরচিত ধ্বন্যালোকে প্রথম উদ্যোত।

হয় নাই হইল। যাহা পূর্বে ছিল এই রকম বস্তুরই যদি পুনরায় উন্মীলন করিয়া থাকি তাহা হইলেই বা দোষ কি? এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—কিং চেতাদি। প্রাগেবেতি। আমাদের প্রযত্নের পূর্বে। এইভাবে তিন প্রকারের অনন্তিবাদ ও ভাঙ্কড়ের অন্তঃপাতিতার নিরাকরণ করার মধ্যেই অলক্ষণীয়ত্বসম্পর্কিত মত নিরাকৃত হইয়াছে। এইজন্য মূল কারিকাতে এই মতের সাক্ষাৎ সম্পর্কে নিরাকরণার্থ কোন উক্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু এই অলক্ষণীয়ত্ববাদ নিরাকৃত হইয়া গিয়া থাকিলেও বৃত্তিকার তাঁহার প্রমাণযোগ্য পদার্থের সংখ্যা পরিপূরণের জন্য নিজেই সেই পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন—যেহপি ইত্যাদির দ্বারা। পূর্বোক্ত নীতিতে “বত্রার্শ শব্দো বা” (১।১৩)—এই কারিকায় ধ্বনির সাধারণ লক্ষণ কথিত হইয়াছে। যে নীতি এখন অবলম্বিত হইবে তদনুসারে ধ্বনির বিশেষ লক্ষণ সূচিত হইবে—“অর্থান্তরে সংক্রমিতং” (২।১) ইত্যাদির দ্বারা। এইজন্য প্রথম উদ্যোতে কারিকাকার ধ্বনির যে সমস্ত অবান্তর বিভাগ আছে এবং বিশেষ লক্ষণ আছে তাহা প্রকাশ করিয়া সেই বিষয়ের সমর্থনপ্রসঙ্গে ইহাও সূচিত করিয়াছেন যে ধ্বনির মূল বিভাগ দ্বিবিধ। সেই অভিপ্রায়েই বৃত্তিকার এই উদ্যোতেই মূল বিভাগের কথা বলিয়াছেন—“স চ দ্বিবিধঃ।”

সর্বেষামিতি। লৌকিক এবং শাস্ত্রীয়। অতিশয়োক্তোতি। “সেই অক্ষরগুলি দ্বন্দ্বযে কি এক অপূর্ব বস্তু স্মরিত করিতেছে।” এই দৃষ্টান্তে যেমন অতিশয়োক্তির দ্বারা সারভূতত্ত্ব প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যে

অনির্বচনীয়তার উল্লেখ করা হইয়াছে, ধ্বনিসম্পর্কেও সেইরূপ। এইভাবে শিবকে স্মরণ করিয়া নিজ ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিলাম। ১২॥

“লোচন বিনা শুধু জ্যোৎস্নার দ্বারাই কি অগৎ উদ্ভাসিত হয় ?* সেইজন্ত অভিনবগুপ্ত এখানে লোচন উন্মীলন কার্যে ব্রতী হইয়াছে। যে উন্মীলনী শক্তির দ্বারাই ক্ষণেকের মধ্যে বিশ্ব উন্মীলিত হইয়া পড়ে সেই মঙ্গলময়ী প্রকাশনশক্তি—যাহা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ—তাহাকে আমি বন্দনা করি।”

ইতি শ্রীমহামাহেশ্বরচাৰ্য্য অভিনবগুপ্ত কর্তৃক উন্মীলিত সঙ্কদয়ালোক-লোচনে ধ্বনিসংকেতবিষয়ে প্রথম উদ্যোত।

* চঞ্জিকা—ধ্বন্যালোক গ্রন্থ সম্পর্কে অস্ত্র কাহারও রচিত টীকা। বিনালোকঃ—
বিনা+আলোক অর্থাৎ ধ্বন্যালোক গ্রন্থ। তাহা হইলে এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে—
‘লোচন’ রচিত না হইলে শুধু ‘চঞ্জিকা’ টীকার দ্বারা কি ধ্বন্যালোক উদ্ভাসিত হইতে পারে ?

দ্বিতীয় উদ্যোত

এইভাবে অবিবক্ষিতবাচ্য ও বিবক্ষিতাশ্রয়বাব্যনামক ধ্বনির দুই প্রকার প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অবিবক্ষিতবাচ্যের প্রভেদ বুঝাইবার জ্ঞান বলা হইতেছে—

অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির বাচ্য অর্থ অর্থান্তরে সংক্রমিত হয় অথবা অত্যন্তরূপে আচ্ছন্ন (তিরস্কৃত) হয়। বাচ্যের এই দুই প্রকারের প্রভেদ মানিয়া লওয়া গিয়াছে। ১॥

“যাহাকে স্মরণ করিলে শ্রেয়োলাভ হয় এবং আধিব্যাধির ধ্বংস হয় সেই শিবানী ঘিনি অভীষ্ট ফললাভ বিষয়ে উদার কল্পনাসদৃশ তাঁহাকে আমি স্তুতি করি।”

এই উদ্যোতের সঙ্গতি দেখাইবার জ্ঞান বৃত্তিকার এইভাবে আরম্ভ করিতে-ছেন—এবমিত্যাदि। প্রকাশিত ইতি। বৃত্তিকাররূপে আমার দ্বারা। ইহা যে আমি সূত্র লঙ্ঘন করিয়া বলিয়াছি তাহা নহে, কারিকাকারের অভি-প্রায়ানুসারেই এইরূপ বলা হইয়াছে—তত্রৈতি। বৃত্তিকার যে দুই প্রকার প্রভেদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার যে মূলীভূত কারণ—এইরূপে গ্রন্থসঙ্গতি করিতে হইবে। অথবা পূর্ব কথার পরে। সেইখানে অর্থাৎ প্রথম উদ্যোতে বৃত্তিকার অবিবক্ষিতবাচ্যের যে প্রভেদ ও তাহার অন্তঃপাতী প্রকারের কথা বলিয়াছেন তাহা প্রতিপাদন করিবার জ্ঞান ইহা বলা হইতেছে। তাহার অন্তঃপাতী প্রভেদ প্রতিপাদনপূর্বক এবং প্রথম উদ্যোতে যাহা বলা হইয়াছে তাহার প্রতিপাদন করিবার জ্ঞান ইহা বলা হইতেছে। মূলতঃ যে দুই প্রভেদ আছে তাহাতে কারিকাকারেরও সম্মতি আছে ইহাই ভাব্য। ‘সংক্রমিত’—ইহার মধ্যে যে নিজস্ব প্রয়োগ আছে তদ্বারা এবং তিরস্কৃত শব্দের দ্বারাও ইহাই বলা হইল যে ব্যঞ্জনাব্যাপারে যে সকল সহকারিবর্গ আছে এই অর্থান্তরসংক্রমণ তাহাদেরই প্রভাব। যে বাচ্য অবিবক্ষিত হওয়ায় অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি এই নামকরণ হইয়াছে সেই বাচ্য দুই প্রকারের। যদি কোন অর্থ বাচ্যভাবে উৎপন্ন হইয়াও সম্বন্ধের সহিত অল্পপয়োগিতাবশতঃ

এই যে ছই প্রকারের ভেদের কথাও বলা হইল ইহাদের দ্বারা ব্যঙ্গ্যেরই বৈশিষ্ট্য সূচিত হইল। তাই ব্যঙ্গ্যপ্রকাশনপর ধ্বনিরই এই প্রকারভেদ।

তন্মধ্যে অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যধ্বনির উদাহরণ—

“মেঘসমূহের স্নিগ্ধশ্রামলবর্ণবিশিষ্ট শোভা আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ; বিকস্মিত বলাকাশ্রেণী মেঘে সঞ্চরণ করিতেছে ; জলকণাবাহী বাতাস বহিতেছে ; মেঘবন্ধু ময়ূরগণের সূক্ষ্ম কেকাধ্বনি শোনা যাইতেছে। ইহারা যেমন খুসী থাকুক ; আমি অতিশয় কঠোরহৃদয় রাম বাঁচিয়া আছি এবং সব সহ্য করিতেছি। কিন্তু বৈদেহীর কি হইবে ? হাহা, হা দেবি, তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর।”

বাচ্যাতিরিক্ত অল্প কোন ধ্বনের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে লক্ষণশক্তির দ্বারা অল্প কোন অর্থ লক্ষিত করে তবে সেই অর্থ লক্ষিত অর্থের অল্পগত হয় বলিয়া তাহা সূত্রের দ্বারা বর্তমানই থাকে। সে রূপান্তরে পরিণত হইয়াছে এই কথা বলা হইয়া থাকে। যে অর্থের উপপত্তিই হয় না এবং অর্থান্তর গ্রহণের উপায়মাত্র হইয়াই যাহা পলায়ন করে বলিয়া মনে হয় তাহাকে তিরস্কৃত (আচ্ছন্ন) বলা হইয়াছে। যখন ব্যঙ্গাত্মক ধ্বনির ভেদই নিরূপিত হইতেছে তখন বাচ্যের ভেদ ছই রকমের এইরূপ ভেদকথন সঙ্গত নহে এই আশঙ্কা করিয়া বলা হইতেছে—তথাবিধাভ্যাং চেতি। ‘চ’-শব্দ যেহেতু অর্থে। ব্যঙ্গকের বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই ব্যঙ্গ্যবৈচিত্র্যের কথা বলা যুক্তিযুক্ত। ব্যঙ্গক অর্থে যদি ‘ধ্বনি’ শব্দের প্রয়োগ হয় তাহা হইলে কোন দোষ হয় না। বাহার দ্বারা ভেদ প্রতিপাদন করা হইবে তাহা যদি সার্থকনামা হয় তবে তদ্বারা লক্ষণও সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে লক্ষণের কথা না বলিয়া উদাহরণই দিতেছেন—অর্থান্তর সংক্রমিতবাচ্যো যথেন্তি। এই শ্লোকে ‘রাম’-শব্দ কাব্যের বিষয়—ইহাই সঙ্গতি। স্নিগ্ধতা—মেঘের সম্পর্কে আসিয়া যে সরসতা পাইয়াছে, শ্রামলতা দ্রাবিড় দেশীয় রমণীর বর্ণের মত কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট যে কান্তি অর্থাৎ চাক্‌চিক্য তাহার দ্বারা, লিপ্ত—আচ্ছুরিত, বিয়ং—আকাশ, বৈঃ—বাহাদের দ্বারা, বেজন্ত্যঃ—শস্যায়মান, সঙ্গ সঙ্গ চলন্ত্যঃ—উড্ডীয়মান হইয়া, মেঘদিগের শ্রামলতা ও বলাকাদের শুভ্রত্বের জন্ত অনন্দবশতঃ ; বলাকাঃ—তত্ত্ববর্ণ

এখানে ‘রাম’ শব্দ। যে সমস্ত অল্প ধর্ম ব্যক্তি হইয়াছে তাহাদের দ্বারা রূপান্তরিত সংজ্ঞাকেই ইহার দ্বারা বোঝান হইতেছে—শুধু সংজ্ঞা রামকেই নহে।

অথবা যেমন মৎ প্রণীত বিষমবাণলীলায়—

“সেই সময়ই গুণ গুণ বলিয়া গৃহীত হয় যখন সহৃদয় ব্যক্তির তাহা গ্রহণ করেন। রবিকিরণের দ্বারা গৃহীত হইয়াই কমল কমল-পদবাচ্য হয়।”

এখানে দ্বিতীয় ‘কমল’ শব্দ।

পক্ষিবিশেষ যাহাদের মধ্যে তাহারা, এবংবিধ মেঘসমূহ। এইরূপ আকাশের দিকে তো গহজে তাকান যায় না। দিক্‌গুলিও দুঃসহ, যেহেতু বায়ুসকল সূক্ষ্মজলকণা-উদ্গারী। বহুবচনের (বায়ুশব্দের) দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে ইহারা মন্দ মন্দ গতিতে অস্থিরভাবে এদিক্ ওদিক্ সঞ্চরণ করিতেছে। তাহা হইলে গুহার মধ্যে কোথাও প্রবেশ করিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—মেঘের যাহারা সহৃদ অর্থাৎ মেঘের মধ্যে থাকে যে সকল শোভনহৃদয় ময়ূরগণ তাহাদের আনন্দের দ্বারা অথবা হর্ষের দ্বারা, কলাঃ—ঘড়জঙ্গরপ্রকাশক তাই মধুর, কেকাঃ—শব্দবিশেষ। ইহারা দুঃসহ মেঘবৃত্তান্ত সবই স্মরণ করাইয়া দিতেছে; ইহারা নিজেরাও দুঃসহ। এইভাবে উদ্দীপন-বিভাবের দ্বারা রামচন্দ্রের বিপ্রলম্বনকারকস উদ্বোধিত হইয়াছে। রতি নায়ক ও নায়িকা উভয়ের মধ্যে অধিষ্ঠান করে; বিভাবগুলি স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধে সমান ভাবে প্রযোজ্য এই কথা মনে করিয়া এখান হইতেই (কামং সন্ত) প্রিয়তমার কথা হৃদয়ে নিহিত রাখিয়াই নিজের বৃত্তান্তসমূহ বলিতেছেন—কানং সন্ততি। দৃঢ়ং—সান্তিশয়। কঠোরহৃদয় ইতি। ‘রাম’-শব্দের দ্বারা একটি বিশেষ অর্থ যাহাতে ধ্বনিত হয় তাহার অবকাশ দেওয়ার জন্য ‘কঠোরহৃদয়’ পদের প্রয়োগ। যেমন “তদোহং” (৩।১৬) ইত্যাদি শ্লোকেও ‘নতভিত্তি’-শব্দ। কঠোরহৃদয় না হইলে ‘রাম’-শব্দের দ্বারা দশরথের বংশে জন্ম, কৌশল্যার স্নেহলাভ, রাজকুমারের বাল্যজীবন, সীতালভ প্রভৃতিতে যে অপর অর্থ সূচিত হয় তাহা কেন ধ্বনিত হইবে না? অস্মীতি—আমি তো সেই ব্যক্তিই আছি (ভবামি)! ভবিষ্যতীতি—

অত্যন্ততিরঙ্কত বাচ্যপ্রভেদের উদাহরণ পাওয়া যায় আদিকবি বাল্মীকির এই শ্লোকে—

“চন্দ্রের সৌভাগ্য সূর্য্যে সংক্রমিত হইয়াছে ; তাহার মুখমণ্ডল তুষারে আবৃত । নিঃস্বাসন্ধ দর্পণের ন্যায় চন্দ্র প্রকাশিত হইতেছে না ।”

এইখানে দ্বিতীয় ‘অন্ধ’ শব্দ ।

“আকাশ মত্তমেঘে আচ্ছন্ন, বনানীর অর্জুন বৃক্ষগুলি ধারাকম্পিত, চন্দ্রের অহঙ্কার বিনষ্ট । কৃষ্ণবর্ণ হইলেও রাত্রিগুলি হৃদয় হরণ করিতেছে ।”

এখানে ‘মত্ত’ ও ‘নিরহঙ্কার’ শব্দদ্বয় ।

ভূ-ধাতু এখানে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহার অর্থ—তিনি কি করিবেন ? ‘ভূ’-ধাতুর মুখ্য অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে । ইহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকাই (ভবনই) অসম্ভব । এইভাবে স্মরণোদ্দীপক শব্দ এবং “না জানি তিনি কি করিবেন ?” এই প্রকারে সংশয় (বিকল্প) প্রভৃতি পরম্পরাক্রমে উদিত হওয়ায় হৃদয়নিহিত প্রিয়াই প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন এবং আবেগপ্রাবল্যে তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া পড়িবে এই মনে করিয়া সসম্মমে বলিতেছেন—হাঃ হেতি । দেবীতি । তোমার পক্ষে ধৈর্য্যই যুক্তিযুক্ত । অনেনেনতি । ‘রাম’-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অমুপযোগী হওয়ার জন্য—ইহাই ভাবার্থ । রামের রাজ্য হইতে নির্বাসন প্রভৃতি অসংখ্য প্রয়োজনকে আশ্রয় করিয়া ‘রাম’-শব্দ যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে তাহাই ব্যঙ্গ্য হইয়াছে । এই সকল প্রয়োজন অসংখ্য বলিয়া শুধু অভিধার দ্বারা তাহাদিগকে লাভ করা যায় না । যদি মনে করা যায় যে একটির পর একটি করিয়া অর্থ অভিধার দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে তাহা হইলেও সেইগুলি যুগপৎ বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় না । তাই যে বিচিত্র চর্চণা অতিশয় চাক্ষুষের সৃষ্টি করে তাহার উপলব্ধি হইবে না । প্রতীয়মানের বৈশিষ্ট্য এই যে তাহার মধ্যে এই অসংখ্য প্রয়োজননিচেষ্টার প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য পৃথকভাবে স্পষ্ট হয় না বলিয়া ইহা নানারূপে প্রতীত হইয়া থাকে । যেমন চমৎকারজনক পানকরসে (সরবতে) পিষ্টক, গুড়, মোরক প্রভৃতি সন্মিশ্রিত হইয়া বিচিত্র চর্চণার বিষয়ীভূত হয়

এইখানেও তজ্জপ ; অথচ ইহা অলৌকিক। এই জন্তাই বলা হইয়াছে—
উক্তান্তরেণাশক্যং যৎ (১।১৫) ইত্যাদি। প্রতীয়মানের দ্বারাই যে প্রয়োজনের
উৎকর্ষ হয় এই বিচিত্র সম্মিশ্রিত চর্কণাই তাহার হেতু। ‘মাত্র’-শব্দের দ্বারা
বলিতেছেন যে সংজ্ঞী ‘রাম’-শব্দের অর্থ আচ্ছন্ন বা তিরস্কৃত হয় নাই।
যথাচেত্যাদি। তাল্লা—তদা ; তখন। জালা—যদা ; যখন। দেখন্তি—
গৃহীত হয়। অর্থান্তরম্ভাস অলঙ্কার বলিতেছেন—রবিকিরণেতি। কমলশব্দ
ইতি সংজ্ঞী কমলশব্দ লক্ষ্মীপাত্রাদি অল্প শত ধর্ম্মে পরিণত হইয়া যে
বিচিত্রতা লাভ করিতেছে তাহাকেই ব্যক্ত করিতেছে। তাই তাহার
(‘রাম’-শব্দের) খাটি মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে সেই অর্থে ঐ শব্দের অন্তান্ত
ধর্ম্ম সমুদায় বাধার নিমিত্ত হয়। সেই নিমিত্তের জন্ত ‘রাম’-শব্দ ধর্ম্মান্তরে
পরিণত অর্থ লক্ষিত করিতেছে। অল্প শব্দের দ্বারা বাচ্য নহে এইরূপ
অসাধারণ ধর্ম্মান্তরগুলিই বাক্য। কমল-শব্দও এইরূপ। ‘গুণ’-শব্দে কেহ
কেহ জোর করিয়া ধর্ম্মান্তর আরোপ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রতীতিযোগ্য
নহে। মুখ্য অর্থের অল্পপযোগিতার জন্ত যে বাধা হয় তাহাই ধ্বনির
বিষয় ; লক্ষণা ইহার মূল। হ্রদয়দর্পণে বলা হইয়াছে—“হা ! হা !—
এখানে আবেগপ্রকাশক অর্থই চমৎকার সৃষ্টি করিতেছে।” কিন্তু সেই
ভাবে দেখিলেও আবেগ (সংরম্ভ) বিপ্রলম্ভশৃঙ্খারেরই ব্যাভিচারী ভাব :
তাই এখানে রসধ্বনিই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। ‘রাম’-শব্দের দ্বারা যে
অর্থ প্রকাশিত হয় তাহার সহায়তা বাতীত শুধু ‘রাম’-শব্দের দ্বারা অর্থের
বোধই হইতে পারে না। আমি ‘রাম’ সহ করি, কিন্তু তাহার কি হইতেছে
—এইরূপই না হয় হইল। কিন্তু ‘কমল’-শব্দে কি আবেগ রহিয়াছে ? এই
পর্যন্তই থাকুক। মুখ্য অর্থের অল্পপযোগিতার জন্ত যে বাধা তাহা এখানে
আছে। তাই এই লক্ষণামূলকত্বের জন্ত ইহাব অনিবন্ধিতবাচ্যপ্রকারে
প্রমাণিত হইল, কারণ বিস্তৃত বাচ্য অর্থ এখানে বিবক্ষিত হয় নাই। বিস্তৃত
বাচ্য অর্থের যে বিশিষ্ট ধর্ম্মরূপ তাহা আচ্ছন্নও হয় নাই ; কারণ লক্ষণাব্যঞ্জনার
দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা তাহারই মধ্যে অল্পপ্রবিষ্ট হয়। অতএব
প্রাচীনদের কথার যুক্তি অনুসারেই কথিত হইয়াছে—আদিকবেরিতি।
লক্ষ্যবিষয়ে ধ্বনির প্রসিক্ততা বলিতেছেন—রবীতি। হেমন্তবর্ণনায় পঞ্চ-
বটীতে রামের এই উক্তি। অঙ্কঃ—বিনষ্টদৃষ্টি। জন্মান্ধেরও গর্ভে দৃষ্টি
বিনষ্ট হয়। “এই অন্ধ ব্যক্তি সাম্নেও দেখিতে পার না”—এই উদাহরণে

যে ধ্বনির মধ্যে বাচ্য বিবক্ষিত হয় তাহার আশ্রয় ছুইটি ভেদ সুসন্মত—যেখানে প্রকাশের ক্রম বা ব্যবধান লক্ষিত হয় না এবং যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ ক্রমে প্রকাশিত হয়। ২॥

মুখ্যভাবে প্রকাশমান ব্যঙ্গ্য অর্থ ধ্বনির আশ্রয়। সে বাচ্য অর্থের অপেক্ষা রাখে। কখনও কখনও বাচ্য অর্থ হইতে ক্রম বা ব্যবধান লক্ষিত হয় না বলিয়া ইহা বাচ্য অর্থের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয়।

তন্মধ্যে :—

রস, ভাব, তাহাদের আভাস ও প্রশান্তি—ইহাদের প্রকাশে পৌৰ্ব্বাপর্য্যক্রম লক্ষিত না হইলে এবং ইহারা অঙ্গীভাবে প্রতিভাত হইলে ধ্বনির আশ্রয়রূপে ব্যবস্থিত থাকে। ৩॥

‘অঙ্ক’ শব্দের মুখ্য অর্থ খানিকটা আচ্ছন্ন হইয়াছে, কিন্তু অত্যন্তভাবে নহে। কিন্তু বর্তমান উদাহরণে দৰ্পণে অঙ্ক শব্দের প্রয়োগ কিছুতেই হইতে পারে না—আরোপ করিয়াও নহে। অঙ্ক ব্যক্তি যে পদার্থকে ক্ষুণ্ণ করিয়া দেখিতে পারে না, ইহা তাহার দৃষ্টিনাশের জন্ত এবং ইহাকে নিমিত্ত করিয়া ‘অঙ্ক’-শব্দ লক্ষণার দ্বারা দৰ্পণকে বুঝাইতেছে। ইহা অসাধারণ শোভাহীনতা, অরূপযোগিতা প্রভৃতি ধর্ম্মান্তরজাত অসংখ্য প্রয়োজন প্রকাশ করিতেছে। ভট্টনায়ক যে বলিয়াছেন—“‘ইব’-শব্দের সংযোগের জন্ত এখানে গোপন অর্থ একেবারেই নাই”, তাহা শ্লোকের অর্থ বিচার না করিয়াই বলিয়াছেন। ‘ইব’-শব্দ দৰ্পণ ও চন্দ্রমার সাদৃশ্যই ছোঁতনা করিতেছে। নিঃশাসাঙ্কঃ—ইহা আদর্শের বিশেষণ। ‘ইব’-শব্দকে যদি অঙ্কার্থের সঙ্গে যোজনা করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উদাহরণটি এইরূপ দাঁড়ায়—আদর্শই চন্দ্রমা। এইভাবে যোজনা করিলে ইব-শব্দের প্রয়োগ কষ্টকল্পনাগ্রস্ত হইবে। নিঃশাসের দ্বারা যেন অঙ্ক; এইরূপ আদর্শ এবং তাহারই মত চন্দ্রমা—এইরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত হয় না। এই জাতীয় কল্পনা জৈমিনীয় সূত্রে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনে প্রযোজ্য, কাব্যে নহে। অধিক বলা নিম্নয়োজন। গণগণমিতি। ‘চ’-শব্দ ‘তথাপি’-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। গগন মত্তমেঘাচ্ছন্ন হইলেও, কেবল তারকাখচিত হইলেই নহে। বনসমূহের অর্জুন বৃক্ষগুলি প্রবল বর্ষণে ভগ্নপ্রায় হইলেও, শুধু যে মলয়বায়ুর দ্বারা আম্রবৃক্ষ আন্দোলিত হইলেই তাহা নহে।

নিরহংকারমুগ্ধাঃ—চন্দ্রের অহংকার যেখানে বিদূরিত হইয়াছে এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি, কেবল শুভ্রকিরণে ধবলিত রাত্রিই নহে। হরন্তি—উৎসুক করে। ‘মত্ত’-শব্দের নিজের অর্থ এখানে একেবারেই অসম্ভব; মত্তপানজনিত উন্মত্তাশ্রক অর্থ বাধিত হওয়ায় সাদৃশ্যের জন্ত মেঘকে লক্ষিত করিয়া ইহা অসংযমকারিত্ব ও দুর্নিবারত্ব প্রভৃতি সহস্র অগ্রাধিকারিত করিতেছে। ‘নিরহংকার’-শব্দের দ্বারাও চন্দ্রকে লক্ষিত করিয়া নিরহংকারজনিত তাহার মলিনতার অমুঘায়ী শোভা-হীনতা এবং উন্নতির ইচ্ছারূপ জিগীষায় ত্যাগ প্রভৃতি ধ্বনিত হইতেছে। ১১।

অবিবক্ষিতবাচ্যের যে পার্থক্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা কেমন করিয়া সিদ্ধ হইল; আপনা হইতেই আপনার ভেদ হইতে পারে না; বিবক্ষা ও অ-বিবক্ষার মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া বিবক্ষিত-বাচ্য হইতে এই অবিবক্ষিতবাচ্যের প্রভেদ হইবে এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন অসংলক্ষ্যেতি। যাহার ক্রম সম্যকরূপে লক্ষিত করা সম্ভব নহে সেইরূপ উদ্ভোত বা প্রকাশচেষ্টা ইহার—এইভাবে বহুব্রীহি সমাস। ধ্বনি-শব্দের সাধারণ্যবশতঃ অভিধেয়ের বিবক্ষার দ্বারা অগ্রপদত্ব (অগ্রের উপরে নির্ভরশীলতা) এখানে আক্ষিপ্ত হইতেছে। তাই নিজে স্পষ্ট করিয়া অগ্র-পরত্বের কথা বলেন নাই। ধ্বনেন্নিতি—ব্যঙ্গের। আত্মোক্তি। বাচ্যের দ্বারা ব্যঙ্গের যে ভেদ হয় তাহা পূর্বে স্লোকে বলা হইয়াছে। এখন ছোটন ব্যাপারকে অবলম্বন করিয়া ব্যঙ্গের ভেদের কথা বলা হইতেছে; ইহা নিজের মধ্যেই পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। ব্যঙ্গ্য ধ্বনির প্রকাশ ব্যাপারে নিজের মধ্যে কি ক্রম থাকিতে পারে? এই প্রশ্ন করিয়া বলিতেছেন—বাচ্যার্থাপেক্ষয়েতি। বাচ্য অর্থ অর্থান্ বিভাবাদি। ১২। তত্রৈতি। তাহাদের দুইটির মধ্য হইতে। যে রসাদি ধ্বনির বিষয় তাহা ক্রমবিহীন হইয়াই ধ্বনির আত্মা হয়। কিন্তু রসাদি যে কেবল ক্রমবিহীনই হইবে তাহা নহে। কদাচিত্ তাহার ক্রমিকত্বও দেখা যায়। তখন ইহা অর্থশব্দভূক্ত অল্পস্থানরূপ ভেদ হিসাবে প্রকাশিত হয়—ইহা বলা হইবে। ‘আত্মা’—শব্দ ধ্বনির প্রকার নির্দেশ করিতেছে। সুতরাং রসাদি যে বিষয় তাহা ধ্বনির ‘অক্রম’-নামা প্রভেদের বিষয়। ইহার আর একটি নাম অসংলক্ষ্যক্রম। আচ্ছা, সর্বদাই কি রসাদি বিষয় ধ্বনির প্রকার হইয়া থাকে? না, তাহা নহে। এইজন্য বলিতেছেন—ভাসমান ইতি। যেখানে রসাদি অঙ্গীকরণে প্রধান হইয়া অবভাসিত হয় সেইখানেই এইরূপই হইবে। “গুণীকৃত স্বার্থে” (নিজেকে ও

অর্থকে গোণ করিয়া) ইত্যাদিতে (১১৩) ধ্বনির এই সাধারণ লক্ষণ করা হইয়াছে, সেইখানেও ইহাও নিরূপিত হইয়াছে ; তথাপি রসবদ্ প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রকাশনের অবকাশে ইহা পুনরায় বলা হইয়াছে । সেই রস প্রভৃতি বিষয় সকল কাবোই থাকে ; এমন কাব্য হইতেই পারে না যাহা রসাদিশূণ্য । যদিও রসের জগ্গই সকল কাব্য প্রাণবান্ হয় তথাপি রস একেবারে নিবিড় ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া চমৎকারাত্মক হইলেও কোথাও কোথাও ইহার কোন একটি প্রযোজক অংশ হইতে অধিক চমৎকার সজ্জাত হয় । সেইখানে যদি ব্যভিচারী ভাব অতিরিক্ত পুষ্ট হইয়া চমৎকারাতিশয্যে প্রযোজক হয় তাহা হইলে তাহাকে বলে ভাবধ্বনি । যেমন — “সে হৃদয় তিরস্করণী বিচার সাহায্যে লুকাইয়া আছে । কিন্তু তাহা হইতে পারে না ; আবার আমার প্রতি তাহার মন আর্দ্র হইয়া থাকিবে । সে আমার সম্মুখে থাকিলে অস্তরেরাও আমার নিকট হইতে তাহাকে হরণ করিয়া লইতে পারে ন । অথচ সে একেবারে আমার নয়নের অগোচর হইয়াছে—ইহাই আশ্চর্য্য ।” এখানে বিপ্রলম্বশৃঙ্গাররস থাকিলেও বিতর্ক নামক ব্যভিচারী ভাবই চমৎকৃতির কারণ হইয়া অতিশয়িতরূপে আশ্বাদিত হইতেছে । ব্যভিচারী ভাব তিন প্রকারের—উদয়, স্থিতি ও নাশ ধর্ম্ম । এইজগ্গই বলা হইয়াছে—“যে ভাবগুলি নানা রূপে অথচ স্থায়ীভাবে অভিমুখে সঞ্চরণ করে তাহারাই ব্যভিচারী । তন্মধ্যে ব্যভিচারীর কোথাও উদয়াবস্থায় প্রযুক্ত হয় ; —যেমন—“নায়ক ভুল করিয়া অগ্র নায়িকার নাম বন্দিয়া ফেলিয়াছে । তাহা নায়িকার কণ-গোচর হইলে সে শয্যায় শায়িত হইয়াও প্রত্যাবর্তনের কথা চিন্তা করিল । বারংবার সেইরূপ চেষ্টাও করিল ; তাহা প্রকৃতপক্ষে করিলও বটে । কিন্তু তদঙ্গী তাহার এক শিথিল বাহুলতা নিক্ষেপ করিয়া প্রিয়ের বক্ষ হইতে স্তন-ভর আকর্ষণ করিয়া বাহির করিতে পারিল না ।” এখানে প্রণয়কোপ উগ্ধত হইতে উন্মুখী হইয়া সেই অবস্থায়ই অবস্থান করিল, কিন্তু উদগত হইতে পারিল না । কোপের উদয়ের অবকাশের নিরাকরণের জগ্গ কোপের ঐরূপ ভাবে অবস্থানই এই শ্লোকে আশ্বাদনের প্রাণস্বরূপ হইয়াছে ।” “তিষ্ঠেৎ কোপবশাৎ”—পূর্বোক্ত এই শ্লোকে ভাবের স্থিতি আশ্বাদিত লাভ করিয়াছে । কোথাও ব্যভিচারী ভাব প্রশমাবস্থার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া চমৎকার-কারণ হইয়া থাকে । যেমন পূর্বে উদাহৃত হইয়াছে—“একদিন শয়নে পরাশ্রুতয়া” (পৃ: ৩৬) ইত্যাদি । ইহা ব্যভিচারী ভাবের প্রশম এইরূপ

রসাদি বিষয় যেন বাচোর সহিত এক সঙ্গেই অবভাসিত হয়। তাহা অঙ্গী হইয়া অবভাসিত হইলে ধ্বনির আত্মা হয়।

রসবদ্ অলঙ্কার হইতে যে অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনির বিষয় বিভিন্ন তাহা এখন দেখান হইতেছে—

যে কাব্য বিবিধাঙ্গক বাচ্যবাচকের চারুত্ব হেতু রসাদির উপর নির্ভর করে তাহা ধ্বনির বিষয়—ইহাই সুসম্মত। ৪॥

বলা হইয়াছে। এষ্ট শ্লোকে ঈর্ষ্যাবিপ্রলম্ভেরও প্রশম কথিত হইয়াছে এইরূপ বলা যাইতে পারে। কোথাও আবার দুইটি ব্যভিচারী ভাবের সংযোগই চরুণার বিষয় হয়। যেমন—“যে ঈর্ষ্যাশ্রুশোভিত নায়িকার মুখচূষন করিয়াছে সে অমৃতরস পান করিবার তৃপ্তির সহিত পরিচিত হইয়াছে।” ঈর্ষ্যা শব্দের দ্বারা কোপ বর্ণিত হইলেও যে নায়িকা কোপে আরক্তিম এবং যে গদগদকণ্ঠে মন্দ মন্দ রোদন করিতেছে তাহার মুখে যে চূষন করিয়াছে সে বিশ্রাম করিয়া অমৃতরস পানের তৃপ্তি জানিয়াছে। এইখানে কোনও প্রশাদের সংযোগ ধ্বনিত হইয়া চমৎকারের বিষয় হইতেছে। কোথাও এক ব্যভিচারীর সঙ্গে অঙ্গ ব্যভিচারীর মিশ্রণ হইতেই চরুণার বিশ্রাস্তি হয়। যেমন—“কোথায় চন্দ্রবংশ আর কোথায় এই কুকার্য। অহো তাহাকে যদি আর একবার দেখা যাইত! দোষের প্রশমের জগুই শাস্তবচন আমার শোন। সেই মুখ ক্রোধেও সুদর্শন। নিপাপ ও পণ্ডিত ব্যক্তির কি বলিবেন? আহা, সে তো স্বপ্নেও দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। হৃদয় তুমি শাস্ত হও। আহা, কে সে ভাগবান্ যুবক যে তাহার মুখচূষন করিবে?” এখানে বিতর্ক ও ঔৎসুক্য জ্ঞান ও স্মরণ, শঙ্কা ও দৈর্ঘ্য, দৈর্ঘ্য ও চিন্তন—ইহারা একসঙ্গে থাকিয়া পরস্পরের প্রতি বাধ্যবাধক ভাবাপন্ন হইয়াছে। অবশেষে চিন্তাকেই প্রাধান্য দেওয়ায় তাহাই পরম আশ্বাদের বিষয় হইয়াছে। অঙ্গাঙ্গ বিষয়ে এইরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। কারিকায় (রসভাবতদাভাসতৎপ্রশাস্ত্যাদিরক্রমঃ) ‘আদি’-শব্দের দ্বারা ভাবোদয়, ভাবসঞ্জি, বহুভাবের সম্মিলন প্রভৃতি বুঝাইতেছে। আপত্তি হইতে পারে যে বিভাব ও অহুভাবের সাহায্যেই অধিক চমৎকারের উপলব্ধি হয় এইরূপ দেখা যায়; তাহা হইলে তো এই প্রকারে বলা যাইতে পারে বিভাব ধ্বনি, অহুভাব ধ্বনি। কিন্তু এইরূপ হয় না। কারণ বিভাব

ও অল্পভাব স্বশব্দের দ্বারা সোজাসুজিভাবে বাচ্য হইতে পারে। তাহাদের চৰ্চণাও চিত্তবৃত্তির মধ্যেই পর্যাবসিত হয়; তাই রস ও ভাব হইতে তাহা অদিক চৰ্চণীয় হয় না। যদি বিভাব ও অল্পভাবই ব্যক্ত হইতে পারে তাহা হইলে বস্তুধ্বনি স্বীকার করিতে কি আপত্তি হইতে পারে? যদি বিভাব ও অল্পভাবের আভাস হইতে রতির আভাসের উদয় হয় তাহা হইলে বিভাব ও অল্পভাবের আভাস হইতে চৰ্চণার আভাস হয় এবং তাহা রসভাসের বিষয়। যেমন রাবণকাব্যপ্রবণে শূকারাভাস প্রতীত হয়। যদিও ভরত মুনি নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, “শূকারের যে অল্পকরণ তাহাই হান্তরস,” তথাপি হান্তরসের উদয় হয় পরে। “দূর হইতে আকর্ষণকারী মোহজনক মস্ত্রের মত সেই নাম আমার প্রতিগোচর হইলে, তোমাকে ছাড়া আমার চিত্ত এক মুহূর্তও থাকিতে পারে না।”—এখানে কিন্তু হান্তরসের চৰ্চণার অবসর নাই। আপত্তি হইতে পারে যে এখানে তো রতি স্থায়ী ভাব নাই। ইহা রতি এমন কথা কে বলিল? কারণ এখানে তো পরস্পরের মধ্যে কোন প্রণয়-বন্ধনই নাই। ইহা রতির আভাসই বটে। এই জগৎও ইহা রসের আভাস যেহেতু “সীতা আমার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছে বা বিবেচকের ভাব প্রদর্শন করিতেছে।”—এইরূপ চিন্তা রাবণের হৃদয় স্পর্শ করে না। এই প্রকারের প্রতিপত্তির স্পর্শ হইলে তাহারও মন হইতে অভিলাষই বিলীন হইয়া যাইবে। “সে আমার প্রতি অল্পরক্ত।”—কামজ মোহ হইতে এইরূপ নিশ্চিত ধারণাও হয় নাই। সেই জগৎই এখানে শূকারের আভাসত্ব। স্মৃতিতে যেমন রজতের আভাস হয় এখানেও ঠিক সেইরূপ। “শূকারের অল্পকৃতি হাস”—এইরূপ প্রয়োগ করিয়া ভরতমুনিও ইহাই স্মৃতি করিয়াছেন। ‘অল্পকৃতি’ শব্দের অর্থ অমুখ্যতা অর্থাৎ আভাস—এই একটি অর্থ। অভিলাষ নায়ক নায়িকার একজনের মধ্যে থাকিলে সেই সকল জায়গায় ‘শূকার’ শব্দের ব্যবহার হইলে শূকারাভাস বলিয়া বুদ্ধিতে হইবে। শূকারের প্রয়োগের দ্বারা বীরাদি রসেরও আভাসতা উপলব্ধিত হইয়াছে। এইভাবে এক রস-ধ্বনি হইতেই এই সকল ভাবধ্বনি প্রতীতি নিঃস্পন্দিত হইয়া আশ্রয় ব্যাপারে প্রধান প্রযোজক অংশ হিসাবে পৃথকভাবে বিভক্ত হইয়া ব্যবস্থাপিত হয়, যেমন গন্ধব্যাপারতত্ত্বজ ব্যক্তির একজায়গায় পরিব্যাপ্ত সমগ্র গন্ধ উপভোগ করিয়াও বলিতে পারেন, ইহা শুধু মাংসেরই সৌরভ। তাহাই রসধ্বনি যেখানে প্রধানতঃ বিভাব, অল্পভাব ও ব্যক্তিগত ভাবের সম্মিলনে স্থায়ী ভাবের

উদয় হইয়াছে এবং তাহার আশ্বাদনকারী সহৃদয় ব্যক্তি স্থায়ী অংশের চৰ্চণ করিয়া আশ্বাদের উৎকর্ষ অহুতব করেন ; আশ্বাদের প্রকর্ষই রসধ্বনি । যেমন—“আমার দৃষ্টি অতিকষ্টে উরুযুগলকে অতিক্রম করিয়া নিতম্বস্থলে অনেক-ক্ষণ ভ্রমণ করিয়া ইহার মধ্যদেশে—যেখানে ত্রিবলীতরঙ্গের জগ্ন বন্ধুরতা আসিয়াছে—স্থির হইয়া রহিল । সম্প্রতি আমার দৃষ্টি তৃষিত হইয়াই যেন ধীরে ধীরে উচ্চত্তন আরোহণ করিয়া অলকণানিঃস্বাক্ষী চক্ষু হুইটিকে পুনঃপুনঃ দেখিতেছে।” নাট্যিক রত্নাবলী রাজার প্রতিকৃতি আঁকিয়াছেন দেখিয়া রাজা নৰ্ম্মসচিবের কাছে বারংবার তাহার বর্ণনা দিলেন । ইহাতে তাঁহার হৃদয় সংকুত হওয়ার পর তিনি নাট্যিকার চিত্রফলক দেখিলেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে রতি স্থায়িত্ব উদ্বোধিত হইল । এখানে বৎসরাজের রতি স্থায়িত্ব বিতাব-অহুতাবের সংযোজনের জগ্ন চৰ্চণার বিষয় হইয়াছে । এই রতিতাব রত্নাবলী ও বৎসরাজের উভয়ের পারস্পরিক আশ্বার উপরে প্রতিষ্ঠিত । অধিক বলা নিম্নয়োজন । তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত প্রমাণিত হইল—রসাদি বিষয় অঙ্গীকরণে প্রকাশমান হইয়া অলঙ্কার্যক্রমবান্ধা ধ্বনির প্রকার হয় । ক্রম থাকিলেও তাহা লক্ষ্য হয় না ইহাই ‘ইব’ শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে । বাচ্যো-নেতি । বিতাব ও অহুতাবের দ্বারা । ৩ ॥

আজ্ঞা, যদি অঙ্গী হিসাবে অবভাসিত হয় বলিয়া বলা হয় তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই রসাদি কি কোথাও অঙ্গ হইয়া থাকে যে তাহার নিরাকরণের জগ্ন এই বিশেষণের প্রয়োজন হয় ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জগ্ন এই ভাবে আরম্ভ করিতেছেন—ইদানীং ইত্যাদি । রসবদ, প্রেমঃ, উর্জস্বী, সমাহিত এই সকল অলঙ্কারে রসাদি অঙ্গ হইয়া অবস্থান করে । অন্ধিত্বের নির্দেশের দ্বারা সূচনা করিতেছেন যে রসাদি ধ্বনি রসবদ প্রভৃতি অলঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত নহে । বাচ্যোতি । পূর্বে দেখান হইয়াছে যে সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের মধ্যে বস্তুধ্বনি অন্তর্ভুক্ত হয় না । বাচ্য, বাচক এবং তাহাদের চাক্ষুষহেতু—এই দ্বন্দ্ব সমাস । বৃত্তিতেও শব্দ, অর্থ এবং অলঙ্কারও—এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাস । যত ইতি । ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । কিন্তু ভট্টনায়ক বলিয়াছেন, “রস যদি অপরের মধ্যে নিহিতভাবে প্রতীত হয় তাহা হইলে রসবেত্তা উদাসীন হইয়াই থাকেন । রামাদিচরিতময় কাব্য হইতে তাহা আত্মগত বলিয়াও প্রতীত হইতে পারে না । যদি নিজের মধ্যেই তাহা প্রতীত হয় তাহা হইলে নিজের হৃদয়ে উৎপত্তিবাদই স্বীকার

করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু সীতার প্রতি শূকার রসের উৎপত্তি হয় ইহা বলা সম্ভব হইবে না, কারণ রসবেত্তা সামাজিক লোকের পক্ষে সীতা রতি প্রভৃতির বিভাব হইতে পারে না। যদি মনে করা হয় যে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে কান্তা-বিষয়ক যে সাধারণ অনুভূতি থাকে তাহাই রত্যাাদি বাসনার বিকাশের হেতু হইয়া সীতাকে বিভাবরূপে প্রযোজিত করে, তাহা হইলেও দেবতা বর্ণনাদি বিষয়ে তাহা কেমন করিয়া হইবে? এমন নহে যে কেহ রসোপলব্ধির সময় মধ্যস্থলে স্বীয় কান্তাকে স্মরণ করিয়া থাকে। অলোকসামান্য রামাদির সম্পর্কে যে সমুদ্রে সেতুবন্ধনাদি বিভাব বর্ণিত হয় তাহা কেমন করিয়া সাধারণত লাভ করিবে? এমন হয় না যে শুধু উৎসাহাদিসম্পন্ন রামকেই স্মরণ করা হইয়া থাকে, যেহেতু সেইরূপ কোন পূর্ব অনুভূতি নাই। যেমন প্রত্যক্ষদৃষ্ট নায়কমিথুনের প্রতীতি হইতে রস জন্মে না সেইরূপ কাব্যলিখিত শব্দ হইতে রসের প্রতীতি হয় ইহা স্বীকার করা হইলেও রসের উৎপত্তি হয় এমন কথা বলা যায় না। যদি রসের উৎপত্তিবাদ মানা যায় তাহা হইলে করুণরসের জন্য দুঃখ হওয়ায় করুণ দৃশ্য পুনরায় দেখিতে প্রবৃত্তি হইবে না। কিন্তু তাহা তো হয় না। অতএব রসের উৎপত্তি হয় না, আবার অভিযুক্তিও হয় না। যদি বলা হয় যে শূকার প্রভৃতি প্রথমে শক্তিরূপে নিহিত থাকিয়া পরে অভিযুক্ত হয় তাহা হইলে সেই শক্তির জন্য রত্যাাদির উদ্বোধক যে বিভাবাদি তাহার অর্জনে কবির প্রবৃত্তির মধ্যে ভারতম্য আসিয়া পড়িবে।* স্ততরাং সেইখানেও রস আত্মগত হইয়া অভিযুক্ত হইলে বা পরগত হইয়া অভিযুক্ত হইলে—উভয়ত্র পূর্বের জায়ই দোষ আসিয়া পড়ে। স্ততরাং কাব্যের দ্বারা রস প্রতীত হয় না, উৎপন্ন হয় না, অভিযুক্তও হয় না। অপিচ অন্ত শব্দের সঙ্গে কাব্যাত্মার যে বৈলক্ষণ্য বা বৈষম্য দেখা যায়, তাহার কারণ ইহার মধ্যে তিন অংশ সমন্বিত ব্যাপার আছে—বাচ্যবিষয়ে অভিধায়কত্ব, রসাদিবিষয়ে ভাবকত্ব, সহৃদয়বিষয়ে ভোকত্ব। যদি ইহার শুধু অভিধা অংশই থাকিত তাহা হইলে ব্যাকরণাদি, স্মৃতি, জ্ঞান প্রভৃতি হইতে শ্লেষাদি

* যেমন অঙ্ককার হুঁটাদির অধিক অধিক প্রকাশের জন্য মানুষেরা তাহার উপায়ভূত আলোকের অধিক অধিক অর্জনে প্রবৃত্ত হয় সেইরূপ যে রত্যাাদি ভাবসমূহ অন্তঃস্থিত বাসনারূপে নিহিত থাকে তাহাদের অধিক অধিক অভিযুক্তির জন্য তাহাদের উপায়ভূত বিভাবাদির অধিক অধিক অনুভবরূপ অর্জনে সহৃদয় ব্যক্তির প্রবৃত্ত হইবেন।

অলঙ্কারের পার্থক্য থাকিত কোথায়? উপমাগরিকাদি বৃত্তিভেদে যে বৈচিত্র্য হয় তাহাও অকিঞ্চিংকর হইয়া দাড়াইত। শ্রুতিকটুতা প্রভৃতি দোষ বর্জনোরও কি প্রয়োজন থাকিত? সেই জগ্গই রসভাবনা নামক দ্বিতীয় ব্যাপার আছে, যাহার বলে অভিধা হইতে ইহা পার্থক্য লাভ করে। রসের সম্পর্কে যাহা বিভাষাদির সাধারণত্ব সম্পাদন করে তাহাই কাব্যের ভাবকল্প। রস ভাবিত হইলে তাহার ভোগ হয়। ইহা অনুভব, স্বরণ ও প্রতিপত্তি, হইতে পৃথক; হৃদয়ের দ্রবণ, বিস্তার ও বিকাশাত্মক; রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা বিচিত্রিত সত্ত্বগুণসম্পন্ন নিজ চৈতন্ত্যে অবস্থিত হইয়া লোকোত্তর আনন্দে ইহা বিশ্রাস্তি লাভ করে। ইহা ব্রহ্মাস্বাদের সদৃশ; ইহা প্রধানভূত অংশ; এই ভোগীকরণ অংশই স্বতঃসিদ্ধ; যাহাকে ব্যাংপত্তি বলা হয় তাহা অপ্রধানভাবেই থাকে।”

এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে—রসের স্বরূপ লইয়াই প্রতিবাদীদের বিবাদ। তন্মধ্যে প্রথমপক্ষ এই—পূর্ব অবস্থায় যাহা স্থায়ী তাহাই ব্যভিচারীর সম্পাত প্রভৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া রসত্ব প্রাপ্ত হয়, এই রস অমুকরণীয় নায়কনায়িকাদিতে নিহিত থাকে। যেহেতু ইহা নাটো প্রযুক্ত্যমান হয় সেই জগ্গ কেহ কেহ বলিয়াছেন ইহা নাট্যরস। কিন্তু চিত্তবৃত্তি জলশ্রোতের গ্রায; তাই অল্প চিত্তবৃত্তির দ্বারা তাহার কি পরিপুষ্ট হইতে পারে? আবার বিষয়, শোক ও ক্রোধ প্রভৃতি ভাবগুলি ক্রমে দুর্বলই হইয়া পড়ে। সুতরাং রস অমুকরণীয় রামাদি চরিত্রে থাকে না। অমুকরণকাবী অভিনেতার মধ্যেও ইহা থাকেনা। অভিনেতার মধ্যে রসোৎপত্তি হইলে তাহার পক্ষে নৃত্যগীতাদির লয় প্রভৃতির অনুসরণ সম্ভব হইতে পারে না। আর যদি রসবেত্তা সামাজিকের মধ্যেই রস উৎপন্ন হয় তাহা হইলে তাহার মনে যে চমৎকার উপলব্ধি হয় সেই জিনিষটি কিরূপ? বরং করুণাদিতে তো দুঃখপ্রাপ্তিই হইবে। সুতরাং এই মতবাদ গ্রাহ্য নহে। তবে কোন মত গ্রাহ্য? স্থায়ী ভাবের অনন্ত বৈচিত্র্য; তাই একটি স্থির নিয়ত অবস্থায় তাহার অনুকরণ সাধ্যাতীত। তাহার কোন প্রয়োজনও নাই, যেহেতু চারিত্রিক বিশিষ্টতার প্রতীতি ব্যাপারে * সামাজিকেরা উদাসীনই

* রামাদিবাচির্ষণের চরিত্রে স্থায়ী ভাবের যে বৈশিষ্ট্য থাকে তাহা জানিয়া অভিনেতা তাহার অনুকরণ করিলে সামাজিকেরা সেইভাবেই তাহার প্রতীতি লাভ করিবেন এবং তাহার রসবিষয়ে উদাসীন হইবেন এবং এইজগ্গ চতুর্দর্শণ উপায়ের ব্যাংপত্তি হইবে না।

থাকেন ; কাজেই তাঁহাদের চতুর্কর্ণের উপায়ের কোন ব্যুৎপত্তি জন্মে না ।
সুতরাং অনিয়ত স্থায়ী ভাবকে উদ্দেশ্য করিয়া বিভাব-অমুভাব-ব্যভিচারী
প্রভৃতি সংযোজিত হয় । “এই সীতাকান্ত রাম শশী”—এই জাতীয়
স্থায়ীবিষয়ক অমুস্মৃতি হইয়া থাকে । ইহা প্রতীতিগোচর হইয়া
চর্যগাঙ্গাদ হয় । ইহা স্মৃতি হইতে বিভিন্ন, স্থায়ী ভাব ইহার আধার ;
সেইখানে ইহা প্রতীত হয় ; অনুকরণকারী নট ইহার আলম্বন ; এই
প্রতীতি একান্তভাবে নাট্যগত এবং ইহাই রস । সে অল্প কোন
আপারের অপেক্ষা রাখেনা । বরং যে নট অনুকরণীয় নায়কনায়িকার সঙ্গে
অভিন্ন তিনি ইহার আশ্রয়-স্থল এবং সামাজিক রস আশ্বাসন করেন—
ইহা শুধু এইটুকুই । তাই কেহ কেহ বলেন, নাটোই রস, অনুকরণীয়
চরিত্র প্রভৃতিতে নহে । অল্প কেহ কেহ বলেন, হরিতাল প্রভৃতির
দ্বারা অশ্বের ছবি আঁকিলে যেরূপ বাস্তব অশ্বের প্রতীতি হয়, সেইরূপ
অনুকরণকারী নটে অভিনয়াদি সামগ্রীর দ্বারা স্থায়ী ভাবের যে অবতাস হয়
তাহাই রস । ইহার অপর নাম আশ্বাদ এবং ইহা অলৌকিক প্রতীতির দ্বারা
আশ্বাত্মান হয় । এইরূপ নাট্য হইতে রসসমূহ প্রতীত হয় বলিয়াই ইহার
নাট্যরস । আবাব অপব কেহ কেহ বলেন, বিভাব ও অমুভাবই বিশিষ্ট
সামগ্রীর দ্বারা সঙ্গদয় ব্যক্তির হৃদয়ে সমর্পিত হইয়া রসে পরিণত হয় । সেই
বিভাব ও অমুভাবেব বিষয় যে স্থায়ী চিত্তবৃত্তি, তদ্রুচিত বাসনার সঙ্গে এই
বিভাবাদি সম্পৃক্ত এবং নিজের মধ্যে চর্যগা পরিসমাপ্তি পাইয়াছে তাহা
ইহার বিষয় । অতএব নাট্যই রস । অল্প কেহ কেহ বলেন শুধু বিভাবই
রস, কেহ বলেন শুধু অমুভাব, কেহ বলেন কেবল স্থায়ী ভাব, কেহ বলেন
ব্যভিচারী, কেহ বলেন ইহাদের সংযোগ, কেহ বলেন অনুকরণীয় চরিত্র,
কেহ বলেন ইহাদের সমুদায়ই রস । অধিক বলা নিপ্রয়োজন । লোকনাট্য
ধর্ম্মত্বলা * স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি এই দুই প্রকারের দ্বারা ও অলৌকিক
প্রশঙ্গ, মধুর ও ভঙ্গমী শব্দের দ্বারা যে বিভাবাদি সঙ্গদয় ব্যক্তির হৃদয়ে সমর্পিত
হয় তাহাদের সংযোগ হইতে কাব্যোপ এই রসপদার্থের এই প্রকারেই প্রতীতি
হয় । যদি বলিতে চাও যে এই কাব্য রসপ্রতীতি নাট্যরসপ্রতীতি হইতে বিভিন্ন

* যে নাট্য নানাপ্রকারের স্বীপুঙ্খকে আশ্রয় করিয়া স্বভাবের অনুকরণ করে তাহাই
লোকধর্ম্মা । যে নাট্য পুঙ্খেরা স্বীয় পুঙ্খভাব পরিত্যাগ করিয়া স্ব-অলঙ্কারাদির দ্বারা
স্বীপুঙ্খের অভিনয় করে তাহা নাট্যধর্ম্মা । কাব্যের বক্রোক্তি ও স্বভাবোক্তি ইহাদের তুল্য ।

তবে তাই হউক। উপায়ের বৈলক্ষণ্যের জ্ঞান ইহার পথ যে কিরূপ হয় তাহা বলিতেছি। যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে যে প্রথম পক্ষে প্রতীতিকে স্বগত অথবা পরগতভাবে কল্পনা করিয়া তাহার (ভট্টলোমটোক্ত উৎপত্তি পক্ষের) বিরুদ্ধে বহু যুক্তির অবতারণা করা ঘাইতে পারে। সকল মতানুসারেই প্রতীতি অপরিহার্য। রসের যদি প্রতীতিই না হয় তাহা হইলে তাহা পিশাচের দ্বায় অব্যবহার্য হইবে। কিন্তু প্রতীতিমাত্র সাধারণ ধর্ম থাকিলেও যেমন উপায় বৈষম্যের জ্ঞান প্রত্যক্ষ, আনুমানিক, বেদজ্ঞানসম্বৃত, প্রতিভাকৃত, যোগিপ্রত্যক্ষক এইরূপ পার্থক্য থাকে সেইরূপ এই প্রতীতিও চর্য্যা বা আশ্বাদন বা ভোগনামক একটি পৃথক প্রতীতি, যেহেতু হৃদয়সম্মিলনের দ্বারা সংস্কৃত যে বিভাবাদি ইহার নিদান তাহা অলৌকিক। যেমন “চাউল বা তণ্ডুল পাক করিতেছে” না বলিয়া সাধারণতঃ বলা হয় “ভাত বা সিদ্ধ অন্ন পাক করিতেছে” সেইরূপ প্রয়োগবলেই বলা হয় যে রসই প্রতীত হয়; প্রকৃত পক্ষে যে অর্থ প্রতীক্ষমান হয় তাহাই রস। বিশিষ্ট রসের আশ্বাদই প্রতীতি। নাটো সেই প্রতীতি লৌকিক অনুমান-ও প্রতীতি হইতে বিভিন্ন হইয়া প্রকাশিত হয়, কিন্তু লৌকিক অনুমান ও প্রতীতিকে ইহা উপায়স্বরূপে গ্রহণ করে। এইরূপে দেখা যাইবে যে কাব্যগত প্রতীতিও অল্প শব্দজনিত প্রতীতি হইতে বিভিন্ন, কিন্তু অল্প শব্দজনিত প্রতীতি ইহার উপায় বলিয়া ইহা তাহার অপেক্ষা রাখে। সুতরাং যে পূর্বপক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছিল তাহা উত্থাপিত হইবার পূর্বেই খণ্ডিত হইয়া গেল। যদি বলা হয় যে রামাদি চরিত্রের সঙ্গে সকলের হৃদয়সম্মিলন হইতে পারে না তাহা হইলে অবিস্মৃতকারিতা হইবে, কারণ মনুষ্যচিত্তে বিভিন্ন বাসনা থাকে। এইজন্যই বলা হইয়াছে—“বাসনাসমূহ অনাদি, কারণ আত্মা নিত্য। জন্ম, দেশ ও কালের ব্যবধান থাকিলেও স্মৃতি ও সংস্কার একই থাকে বলিয়া তাহার ব্যবহারিতাই রহে।” সুতরাং ইহা প্রমাণিত হইল যে রস প্রতীত হয়। সেই প্রতীতি আশ্বাদরূপ পরিগ্রহ করিয়া উৎপন্ন হয় এইরূপ বলা ঘাইতে পারে। সেই প্রতীতিতে বাচ্যবাচকস্থলে (অর্থাৎ কাব্যে) অভিধা-ব্যতিরিক্ত ব্যঞ্জনাঙ্গা ধ্বননব্যাপারই বর্তমান থাকে। যে ভোগীকরণ ব্যাপারের কথা বলা হইয়াছে তাহা কাব্যাত্মক রসের বিষয় এবং তাহা ধ্বননাত্মকই, অল্প কিছু নহে। আমরা বিস্তারিতভাবে ইহাই দেখাইব যে ভাবকব্যব্যাপারও সমুচিতগুলিগ্রহণাত্মক। ইহা এমন কি অপূর্ব

রস, ভাব এবং তাহাদের আভাস ও প্রশান্তির লক্ষণযুক্ত মুখ্য অর্থকে অনুসরণ করিয়া যেখানে শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার এবং গুণসমূহ পরস্পরের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞাত এবং ধ্বনির উপরে নির্ভর করিবার জন্য বিভিন্নরূপে ব্যবস্থিত থাকে, সেই কাব্য ধ্বনি এইরূপ নামকরণ করা যাইতে পারে।

যেখানে বাক্যের প্রধান অর্থ অন্যত্র থাকে এবং রসাদি যেখানে অঙ্গভূত থাকে সেই কাব্যে রসাদি অলঙ্কার হয়, ইহা আমার মত।৫।

যদিও অপরে রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয় দেখাইয়াছেন, তবুও আমার মত এই যে যেখানে অর্থ প্রধানভাবে বাক্যার্থের লাভ করিয়াছে সেইখানে যে সকল রস অঙ্গভূত হইয়াছে তাহারাই রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয়। যেমন দেখা যায় যে প্রেয়ঃ অলঙ্কার বাক্যের বিষয়ীভূত হইলে চাটুবাক্যে লিখিত রসাদি অঙ্গভূতই হয়।

বস্তু? কাব্যে রসসমূহের ভাবক এই কথা বলিয়া উট্টনায়ক রসের উৎপত্তি হয় এই মতবাদই পুনরুজ্জীবিত করিলেন। কাব্যে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় কেবল তদ্বারা ভাবকত্ব আসিতে পারে না; যেহেতু অর্থ সম্যক্রূপে না জ্ঞান হইলে ভাবকত্বের অভাব হইবে। কেবল অর্থেরও ভাবকত্ব হয় না, কারণ কাব্য ছাড়া অন্য শব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশ হইলে ভাবকত্বের সংযোগ হইবে না। দুইয়েরই যে ভাবকত্ব হয় এই কথা তো আমরাও বলিয়াছি—“দ্ব্যর্থঃ শব্দো বা তমর্থং ব্যাংক্তঃ” (১।১৩) কারিকায়। সুতরাং ব্যক্তনা নামক ব্যাপারের দ্বারা এবং গুণ ও অলঙ্কারের ঔচিত্যের সহকারিতার দ্বারা কাব্য ভাবকত্ব লাভ করিয়া রসগুলিকে ভাবিত করে। এইরূপে ভাবনার তিন অংশ থাকিলেও করণাংশে ধ্বননই রহিল। ভোগও কাব্যের শব্দের দ্বারাই করা হয়। বরং যে ভোগের অপর নাম আনন্দ, বাহ্য চিত্তের অলৌকিক বিগলন-বিস্তার-বিকাশাত্মক এবং বাহ্য ধনমোহান্ধকাররূপ আচ্ছাদনের অপসারণ করিয়া প্রবৃত্ত হয় সেই লোকোত্তর ব্যাপার যেখানে সম্পাদনীয় হুইখানে ধনব্যাপারকেই শিরোধার্য্য করিতে হইবে। রসের ধ্বননীয়ত্ব সিদ্ধ হইলে তাহার ভোগীকরণও স্বতঃসিদ্ধ হইবে। বাহ্য রসভাস তাহার দ্বারা যে চমৎকৃতির উদয় হয় ভোগ তাহার অতিরিক্ত নহে।

সেই রসবদ্ অলঙ্কার অবিমিশ্র (শুদ্ধ) অথবা মিশ্রিত (সঙ্কীর্ণ) হইতে পারে । প্রথমের উদাহরণ—

“তুমি হাসিয়া কি করিবে ? বহুদিন পরে তোমার দর্শন পাইয়াছি, আর আমার নিকট হইতে তুমি চলিয়া যাইতে পারিবে না । প্রবাসে থাকিবার জন্য তোমার এই কিরূপ রুচি ? হে নিষ্ঠুর, তুমি কেন আমার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছ ? ইহা বলিয়া তোমার শত্রুর জীরা প্রিয়তমের কণ্ঠে বাহুবন্ধন নিবিড়ভাবে জড়াইয়া দেয় । স্বপ্নাস্তে বুঝিতে পারিয়া তাহারা শূন্যবাতবলয় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকে ।”

সম্বাদিগুণের অঙ্গানুভাবের বৈচিত্র্যের অবধি নাই ; স্তব্ধতা হৃদয়ের দ্রবণ প্রভৃতির দ্বারা আশ্বাদের গণনা করা যুক্তিযুক্ত হইবে না । এই রসান্বাদ পরব্রহ্মান্বাদের সদৃশ হয়তো হউক । অগিচ ইহার ব্যাংগপাদন শাস্ত্রও ইতিহাসের ব্যাংগপাদন হইতে বিভিন্ন । যদি কেহ বলেন যে “যেমন রাম তেমনি আমি হইব” এইরূপ সাদৃশ্য বুঝাইবার পরে এই উপমানের অতিরিক্ত, রসান্বাদের উপায় স্বরূপ, স্বীয়প্রতিভার বিকাশরূপ দ্বিতীয় ব্যাংগপতির উদয় হয়, তাহা হইলে কাহাকে তিরস্কার করিব ? অতএব ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল—রস প্রতীতির দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, রসজ্ঞান হয় । তন্মধ্যে অভিব্যক্তি প্রধানভাবেও হইতে পারে, অপ্রধানভাবেও হইতে পারে । প্রধানভাবে হইলে ধ্বনি, অপ্রধানভাবে হইলে রসবদ্ অলঙ্কারাদি । তাই বলিতেছেন—মুখার্থ্যমিতি । ব্যবস্থিতা ইতি । পূর্বোক্ত যুক্তিগুলির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া । ৪ ॥

অন্তর্জ্ঞেতি । রসস্বরূপে, বস্তুমাত্রে বা অলঙ্কারাদিতে । নে মতিরিতি অন্তরঙ্গের দৃশ্যগোচর হৃদয়ে নিহিত রাখিয়া নিজের অভীষ্ট মত বলিয়া স্বীয় পক্ষ পূর্বে দেখাইতেছেন—তথাপিতি । যে নীতি ব্যাখ্যা করা হইবে তাহা অনুসরণ করিলে পরের দর্শিত মত প্রতিপন্ন হয় না । যস্মিন্ কাব্যে ইতি । এখানে সঙ্গতিহীন বাক্যটিকে স্পষ্ট করিতে হইলে এইভাবে যোজনা করিতে হইবে—যস্মিন্কাব্যে...অর্থঃ । যে কাব্যে পূর্বোক্ত রসাদি অন্তর্ভূত ; অন্ত অর্থই বাক্যার্থীভূত । ‘চ’ এখানে ‘কিন্তু’ অর্থে । সেই কাব্যের সম্পর্কান্বিত যে রসাদি তাহারা অন্তর্ভূত ; তাহারা রসাদি অলঙ্কারের (রসবদ্ প্রভৃতির) বিষয় । তাহাই অলঙ্কারশব্দবাচ্য হয় যাহা অন্তর্ভূত, অন্ত যে প্রকার আছে

এখানে অবিমিশ্র করুণ রস অঙ্গভূত হওয়ায় এই শ্লোক স্পষ্টই রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয়। এই জাতীয় বিষয়ে অন্ত্যান্ত রসও স্পষ্টই অঙ্গভূত হয়। যেখানে মিশ্রিত (সঙ্কীর্ণ) রসাদি অঙ্গভূত হয় তাহার উদাহরণ—

“শম্ভুর শরাগ্নি সাশ্রুনেত্রা ত্রিপুরযুবতীদিগকে স্পর্শ করিলে তাহারা উহাকে নিরস্ত করিয়া দিল; বসনাঞ্চল ধরিলে তাহারা উহাকে জোরে তাড়াইয়া দিল, কেশ স্পর্শ করিলে তাহারা উহাকে অনাদর করিয়া দূর করিয়া দিল, পায়ে পড়িলে আবেগজনিতছরায় উহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল না। আলিঙ্গন করিতে আসিলে তাক্ছিল্য করিয়া ফিরাইয়া দিল। মনে হয় অগ্নি যেন তাহাদের কায়ুক শ্রেণয়ী যে সম্প্রতি অপরাধ করিয়াছে। শম্ভুর এই শরাগ্নি তোমাদিগকে রক্ষা করুক।”

এখানে ত্রিপুররিপু শম্ভুর প্রভাবাতিশয্য বাক্যার্থ হইয়াছে এবং শ্লেষযুক্ত ঈর্ষ্যাবিপ্লবস্তম্ভ রস অঙ্গ হইয়াছে। এবংবিধ উদাহরণ রসবদ্ অলঙ্কারের নান্য বিষয়।

অর্থাৎ যাহা অঙ্গী তাহা অবলম্বনশব্দবাচ্য নহে। এই বিষয়ের উদাহরণ বলা হইতেছে—তত্ত্বথেতি। তৎ-অঙ্গস্ত। যেমন বক্ষ্যমাণ উদাহরণে সেইরূপ অঙ্গত্রয়। ভামহের মতামুসারে প্রেয়ঃ অলঙ্কার বাক্যের মূল অর্থ হইলে রসাদি অঙ্গভাবে দৃষ্ট হয়। চাটুষ্—দৃশ্যন্তে—এই শব্দসমুদায়কে একবাক্য বলিয়া ধরিতে হইবে। গুরু, দেবতা, নৃপতি ও পুত্রবিষয়ক প্রীতিবর্ণনা প্রেয়ঃ অলঙ্কারের বিষয়—ভামহ এইরূপ বলিয়াছেন। তাঁহার কথা মানিলে যেখানে প্রেয়ঃ অলঙ্কার তাহাই প্রেয়োলঙ্কার অর্থাৎ চাটুবাক্যস্থলে প্রেয়ঃ শব্দের দ্বারা অলঙ্কারণীয় বুঝাইতেছে। সুতরাং এখানে অলঙ্কারই বাক্যের মূল অর্থ এইরূপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে। অথবা ‘বাক্যার্থস্ত’ বলিতে প্রধানত্ব বুঝিতে হইবে অর্থাৎ চমৎকারকারী। উদ্ভটমতামুসারীরা এই বাক্যকে বিভক্ত করিয়া (‘চাটুবাক্যার্থস্তেহপি প্রেয়োলঙ্কারস্ত বিষয়ঃ’ এবং ‘রসাদেয়োঃ অঙ্গভূতা দৃশ্যন্তে’) ব্যাখ্যা করেন। চাটুবিষয়ে অর্থাৎ চাটু উক্তির মধ্যে বাক্যের অর্থ থাকিলে তাহা প্রেয়ঃ অলঙ্কারেরও বিষয় (কেবল রসবদ্ অলঙ্কারের নহে)। ‘প্রেয়োহলঙ্কারস্তাপি বিষয়ঃ’—এইভাবে পূর্ববাক্যের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে হইবে। উদ্ভটের

অতএব ঈর্ষ্যাবিগ্রহলভ্য এবং করুণ রস যে অঙ্গভাবে ব্যবস্থাপিত হইল ইহা দোষের নহে। যেখানে রস বাক্যের মূল অর্থ সেইখানে কেমন করিয়া সে অলঙ্কার হইবে? ইহা প্রসিক্ত যে অলঙ্কার চারুত্বের হেতু। সে তো নিজেই নিজের চারুত্বের হেতু হইতে পারে না।

তাই এইভাবে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে—

রসভাবাদি তাৎপর্য্যকে আশ্রয় করিয়া যদি অলঙ্কারের সন্নিবেশ করা হয় তাহা হইলে সকল অলঙ্কারই অলঙ্কারহ লাভ করে।

সুতরাং যেখানে রসাদি বাক্যের মূল অর্থ সেই সকল জায়গায় রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয় পাওয়া যায় না। তাহা ধ্বনির প্রকার। তাহার অলঙ্কার উপমাদি। কিন্তু যেখানে অল্প কোন বিষয় প্রধান হইয়া বাক্যের অর্থ হয় এবং রসাদির দ্বারা চারুত্ব লাভ হয় তাহা রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয়।

মতে ঘাঘা ভাবালঙ্কার তাহাই প্রেয়ঃ অলঙ্কার—এইরূপ বলা হইয়াছে, কারণ প্রেমের দ্বারা সকল ভাব উপলক্ষিত হইতেছে। কেবল যে রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয় তাহা নহে, প্রেয়ঃ অলঙ্কারেরও বিষয়। ইহাই ‘অপি’-শব্দের অর্থ। ‘রসবদ্’-শব্দ ও ‘প্রেয়ঃ’-শব্দের দ্বারা রসবদ্ প্রভৃতি সকল অলঙ্কারই উপলক্ষিত হইল। তাই বলিতেছেন—রসাদয়োহঙ্গভূতা দৃষ্টান্তে ঠিতি—উক্ত বিষয়ে অর্থাৎ চাটুশ্য বিষয়ে। শুদ্ধ ইতি। অঙ্গভূত অল্প রস বা-অল্প অলঙ্কারের সঙ্গে মিশ্রিত নহে। ঈষৎ মিশ্রিত হইলে সঙ্গীর্ণ। স্বপ্ন অঙ্গভূতির সদৃশই হইয়া থাকে। তাই প্রিয়তম হাসিতেছে এইভাবেই স্বপ্নে দৃষ্ট হইল। ন মে প্রয়াস্তসি পুনরিতি। তোমার শঠতাব এখন জানিতে পারিয়াছি; তাই বাহুপাশ ‘বন্ধ’ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব না। অতএব বিস্তৃত বাহুবলয়ঃ ইতি। যে দোষ স্বীকার করিয়াছে তাহাকে তিরস্কার যুক্তিযুক্তই। তাই বলিতেছেন—কেয়ং নিবন্ধপেতি। কেনাসীতি। তোমার মুখ হইতে তুলক্রমে অস্ত্র নায়িকার নাম বাহির হইয়া গেলেও আমি তিরস্কার করি নাই। স্বপ্নাস্তেযু—স্বপ্নে এবং নিদ্রায় আলাপে। বারংবার উক্ত হওয়ায় বহুবচনের প্রয়োগ; বদন্—তোমার শক্রদ্বীজন ইহা বলিয়া; প্রিয়তমে বিশেষভাবে আসক্ত (বাসক্ত) কর্ত্তব্য হাহার দ্বারা, সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া। জাগরণের পর বাহুপাশ শূন্যবলয়ের

আকার ধারণ করার তারতম্যে উচ্চকণ্ঠে রোদন করে। এখানে স্বপ্নদর্শনের দ্বারা উদ্দীপিত শোক স্থায়ীভাবে আশ্বাস্তমান হইলে যে করুণরসের প্রতীতি হইতেছে তাহা চারুশ্লাভ করিয়া নরপতিপ্রভাব প্রকাশিত করিতেছে। সুতরাং করুণ রস “ভুৎ” অলঙ্কার। “তোমা কর্তৃক রিপুগণ নিহত হইয়াছে”— ইহা হেৰুপ অনলঙ্কৃত বাক্য এই শ্লোক তো সেইরূপ নহে। বাক্যার্থ এখানে অতিশয় স্তম্ভরীভূত হইয়াছে এবং এই সৌন্দর্য্য করুণরসের দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে। চন্দ্রাদি বস্তুর দ্বারা যে বদনাদি অস্ত্র বস্তু অলঙ্কৃত হয় ইহার কারণ এই যে চন্দ্রাদির সঙ্গে উপমিত হওয়ার জন্তই বদনাদি স্তম্ভর হইয়া প্রকাশিত হয়। সেইরূপ রসের দ্বারাও বস্তু বা অস্ত্র রস উপস্থিত বা সৌন্দর্য্যশালী হইয়া প্রকাশিত হয় এবং রসও বস্তুর জ্ঞায় অলঙ্কারত্ব লাভ করে—ইহাতে বিরোধ কোথায়? প্রশ্ন হইতে পারে, রস কি করিয়া প্রস্তাবিত অর্থকে অলঙ্কৃত করে? উত্তরে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, উপমাই বা কি করিয়া অলঙ্করণ করিতে পারে? যদি বলা হয় যে উপমার দ্বারা প্রস্তাবিত অর্থ উপমিত হয়, তদুত্তরে বলিব যে রসের দ্বারাও সেই অর্থ সরল করা হয়; ইহা তো নিজের মধ্যেই অন্তর্ভব করা যায়। তাই কেহ কেহ যে বলিয়াছেন, “এখানে (কিং হাশ্তেন ইত্যাদিতে) বিভাবাদির মধ্যে রসের দ্বারা কি অলঙ্করণ হইয়াছে?” তাঁহাদের মত স্বীকার করার পূর্বেই পরাস্ত হইয়াছে; কারণ প্রস্তাবিত অর্থই অলঙ্কার্য্য বলিয়া অভিহিত হয়। লক্ষ্য বস্তুতে পুনঃপুনঃ এই অর্থের অস্তিত্ব দেখা যায় তাহা দেখাইতেছেন—এবমিতি। যেখানে রাজাদির প্রভাবখ্যাপন করা হয় সেই প্রকারের। কিন্তু ইতি। কামীর সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিবার সময় অনাদৃত, অপরপক্ষে ঝাড়িয়া ফেলা হইল। পরিত্যক্ত অর্থাৎ তৎসঙ্গে প্রত্যালিঙ্গন ঈঙ্গিত নহে; অপরপক্ষে সর্বাককম্পনের দ্বারা বিস্তারিত। সাক্ষনেত্র—কামীর সম্পর্কে ঈর্ষাবশতঃ অপরপক্ষে নৈরাশ্রের জন্ত। কামীবেতি—কামকের জ্ঞায়; এই উপমানের জন্ত স্নেহের সহায়তায় যে ঈর্ষ্যাবিশ্রলভ রস আকৃষ্ট হইয়াছে সেই স্নেহোপমায়ুক্ত রসেরই অঙ্গ হইয়াছে, কেবল রসই অঙ্গ হয় নাই। যদিও এখানে করুণ রস প্রকৃতপক্ষে আছে তবুও তাহা সৌন্দর্য্যপ্রতীতি পর্য্যন্ত পহুছায় না; সুই জন্তই বলিয়াছেন, ‘স্নেহসহিতস্ত’; ‘করুণরসযুক্ত’ এইরূপ বলা হয় নাই। এই যে বিষয় অপূর্বরূপে উৎপ্রেক্ষিত হইল তাহাই দৃঢ় করিবার জন্ত বলিতেছেন—এবংবিধ এবেতি। অতএবেতি। বেহেতু

এইভাবে ধনি, উপমাদি এবং রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয় বিভাগ করিয়া দেখান হইল। যদি বলা হয় যে সচেতন প্রাণীর কথা বাক্যের মূল অর্থ হইলে রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয় হয় তাহা হইলে এখানে বিশ্লিষ্টশব্দ্যর রস অলঙ্কার, তাহা মূল অর্থ নহে সেইজন্য। ন দোষ ইতি। যদি কোন একটি রসেব প্রাধান্য হইত তাহা হইলে দ্বিতীয় রসেব সমাবেশ হইত না। বিশ্লিষ্ট রস রতি স্থায়িত্বের উপবে নির্ভরশীল। করুণরসের স্থায়িত্ব হইল শোক; তাই বিশ্লিষ্ট শব্দ্যর বিকল্পট বটে। এইভাবে অলঙ্কার শব্দের প্রসঙ্গে কেমন করিয়া তাহার (বসাদির) সমাবেশ করিতে হইবে তাহা স্থির করিয়া “এবংবিধ এব” এই পদদ্বয়ের মধ্যে ‘এব’-শব্দের অভিপ্রায় বুঝাইতেছেন—যত্রহীতি। উপমাদি সকল অলঙ্কারেব। ভাবার্থ এই :—উপমাদি অলঙ্কার লাভ করিলে তাহাবা যেমন হয়, বসাদিও সেইরূপই। তাই অত্র কোন অলঙ্কারকে অবশ্যই থাকিতে হইবে। সেই অলঙ্কারণীয় বিষয় যদি বস্তুমাত্র হয় তাহা হইলেও তাহা বিভাবাদিরূপে পরিসমাপ্ত হয় বলিয়া রসাদিরই তাৎপর্য হয়। সুতরাং রসধ্বনিই সর্বত্র প্রাণস্বরূপ। তাই বলা হইয়াছে—রসভাবাদি তাৎপর্যমিতি। তন্ত্বেতি। যাহা প্রধান বা আত্মভূত তাহার। তাহা হইলে ইহাই দাঁড়াইতেছে—উপমার দ্বাবা যদি বাচ্য অর্থ অলঙ্কৃত হয় তাহা হইলেও সেইটুকুই তাহার অলঙ্করণ ব্যাপার যতটুকুর দ্বারা তাহা বাস্তব অর্থের অভিযাক্তির সামর্থ্য দান করে। বাস্তবিক পক্ষে ধ্বনিরূপ আত্মাই অলঙ্কারণীয়। শরীরের সঙ্গ সযুক্ত কটক কেণ্ডুবাতির দ্বারা সচেতন আত্মাই অলঙ্কৃত হয়, সেই সেই (আত্মগত) চিত্তবৃত্তিবিশেষের ঐচ্ছিত্যের সূচনার দ্বারা ই আত্মা অলঙ্কৃত হয়। সেইজন্য অচেতন শব্দেই কুণ্ডলাদিযুক্ত হইলেও দেলীপামান হয় না, কারণ সেইখানে অলঙ্কার্য চেতন বস্তু নাই। আবাব যতির শব্দে কটকাদিযুক্ত হইলে হাত্তাস্পদ হয়, কাবণ সেইখানে অলঙ্কার্যের অনৌচিত্য বহিষ্যছে। দেহেব কোন অনৌচিত্য নাই, তাই আত্মাই অলঙ্কার্য। আত্মাই মনে করিতে পারে, আমি অলঙ্কৃত হইলাম। রসাদেবলঙ্কারতায় ইতি। রসাদির অলঙ্কারতায় এখানে ব্যতিকরণে বন্ধ। রসাদির যে অলঙ্কারতা তাহার বিষয় হইল রসাদিই। এইভাবে পূর্ববাক্যও যোজনা করিতে হইবে। সেই কাণ্যই রসাদিস্থ অলঙ্কারেব বিষয়। এবমিতি। আনরা যে বিষয়বিভাগ করিয়াছি তদন্তসারে। যেখানে রস অঙ্গীভূত এবং অত্র কোন রস অঙ্গভূত হয় নাই সেইখানে কেবল উপমাদি।

উপমাদির বিষয় খুব কমই থাকিবে অথবা একেবারেই থাকিবে না—
ইহাই দাঁড়ায় ; যেহেতু অচেতনের কথা বাক্যের বিষয় হইলেও কোন
না কোন প্রকারে সচেতন প্রাণীর কাহিনীর যোজনা হইবে। অপর
পক্ষ বলিতে পারেন, সচেতনের বৃত্তান্ত যোজনা হইলেও যেখানে
অচেতনের কাহিনীই বাক্যের মূল অর্থ তাহা রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয়
হইতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলে রসের আধারস্বরূপ কাব্যপ্রবন্ধ
নীরস বলিয়া আখ্যাত হইবে। যেমন—

রসবদ্ অলঙ্কারের সঙ্গে সংস্রুতি বা সংযোগ হইল বলিয়া উপমাদির বিষয়ের
অপহরণ করা হইল না। রসবদলঙ্কারস্ত চেতি। ইহার দ্বারা তাবাদি
অলঙ্কারও—প্রেয়ঃ, উর্জস্বী, সমাহিত প্রভৃতিও—বৃদ্ধিতে হইবে। শুদ্ধ
‘শুদ্ধ’ ভাবালঙ্কারের দৃষ্টান্ত—“হে মাতঃ, তোমার চরণতল পদ্মপত্রের মত মৃদু
এবং চঞ্চল কলহংসের কণ্ঠরবের মত মধুর নৃপুরুষানিতে মুখর। তুমি জোর
করিয়া মহিষাসুরের মস্তকে তাহা স্রুস্ত করিয়াছ, কিন্তু কনকময় স্তম্ভের পর্বতের
উপরে এই চরণতল রাখিয়া তুমি তাহাকে মহনীয়তা দান করিয়াছ কেন ?”
এখানে দেবীর স্তুতি বাক্যের অর্থ ; বিতর্ক, বিস্ময় প্রভৃতি ভাব চারুত্বের হেতু
হইয়াছে। তাহারা ঐ অর্থের অঙ্গভূত হইয়াছে বলিয়া এখানে ‘শুদ্ধ’
ভাবালঙ্কারের বিষয়। রসাতাসের অলঙ্কারতার নিদর্শন, যেমন আমারই
লিখিত স্তোত্রে—“হে বাণি, যদিও কাব্যের অলঙ্কার ও গুণের তুল্য সমস্ত
গুণসম্পদ তোমার ভূষণ তবুও তাহাদের দ্বারা তুমি ভেমন শোভা পাওনা।
যদি তুমি যে কোন রূপে তোমার হৃদয়বল্লভ শিবের মনোরঞ্জন কর, তবে
তাহাই তোমার সৌন্দর্য্যকে জগতে সর্বলোকোত্তর করে।” এখানে বাক্যে
পরমেশ্বত্তিমাট্রই অতিশয় উপাদেয়। বাক্যার্থে শ্লেষযুক্ত শৃঙ্গারভাস
চারুত্বের হেতু। নায়িকার নিগুণত্ব ও নিরলঙ্কারত্বের জ্ঞাত ইহা পূর্ণ শৃঙ্গার
হইতে পারে নাই, কারণ বলাই হইয়াছে, “শৃঙ্গার উত্তম যুবাশ্রুতি ও
উজ্জ্বল বস্ত্রালঙ্কারাদির সংযোগাত্মক।” তাবাতাস যেখানে অঙ্গ হইয়া প্রকাশ
পায় তাহার উদাহরণ,—“স্বীয় বর্ণের মত বর্ণাঙ্গনের দ্বারা অমুরঞ্জিত এবং স্ত্রীর
নয়নের তুল্য যে নয়নোৎপল লাবণ্যযুক্ত হইলেও তাহাতে যাহার হতাবশিষ্ট
দৈত্যেরা ত্রাস অহুভব করে তিনি ভোমাদিগকে ত্রাণ করুন।” রৌদ্রপ্রকৃতি
বিশিষ্ট দৈত্যদের পক্ষে ত্রাস অহুচিত, কিন্তু ভগবানের প্রভাবে তাহাই

“সেই অভিমানিনী রমণী আমার বহু অপরাধ দেখিতে পাইয়া কুটিল গতিতে চলিয়া যাইতেছে ; কিন্তু সে আমার বিরহ সহ্য করিতে পারিবে না। সে নিশ্চয়ই নদীরূপে পরিণত হইয়াছে—তরঙ্গ তাহার ক্রোড়, চঞ্চল পক্ষিশ্রেণী তাহার মেখলা ; উদ্বেগ অথবা ব্যস্ততার জন্য শিথিল ফেনরূপ বসনকে সে আকর্ষণ করিতেছে।” অথবা যেমন—

“এই লতাকে সেই চণ্ডী রমণীর মত দেখাইতেছে—ইহা তরী ; মেঘজলে ইহার পল্লব আচ্ছাদিত হইয়াছে, যেন অধর অশ্রুসিক্ত হইয়াছে ; ইহা যেন আভরণশূন্য হইয়াছে ; নিজের সময় চলিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাতে পুষ্পোদগম হইতেছে না ;

হইয়াছে। স্বতরাং এখানে ভাবভাস। তাবের প্রশ্ন কেমন করিয়া অলঙ্কার লাভ করে তাহার উদাহরণ এই ভাবেই দেওয়া যাইতে পারে। যে মতি : (আমার মত)—এই পদের দ্বারা পরমতের যে সূচনা করা হইয়াছে তাহার খণ্ডন আরম্ভ করিতেছেন—যদি ইত্যাদির দ্বারা। অপর লেখকেরা এই কথা বলিতে চাহেন,—“অচেতন বস্তুতে রসাদি অসম্ভব, যেহেতু রসাদি চিন্তাবৃত্তির স্বরূপ। তাই অচেতন বস্তুর বর্ণনায় রসবদ্ অলঙ্কারের আশঙ্কা নাই, এইভাবেই উপমানির বিষয় বিভিন্ন হয়।” এই মত খণ্ডন করিতেছেন—তহীতি। সেইরূপ বলার ভুল। আচ্ছা, বলাই তো হইয়াছে যে অচেতন বস্তুর বর্ণনায় উপমানির বিষয়—এই আশঙ্কা করিয়া (নির্বিষয়তার) হেতু বলিতেছেন—যস্মাদিতি। যথা কথঞ্চিদিতি অর্থাৎ বিভাবাদিরূপে। তস্মামিতি। চেতনবস্তুবৃত্তান্ত যোজনা করিলে। নীরসত্বমিতি—যেখানে রস, সেইখানেই রসবদ্ অলঙ্কার—ইহাই অপরপক্ষের মত। তাহা হইলে যেখানে রসবদ্ অলঙ্কার নাই, সেইখানে রসও নাই। অপরের মতের অল্পসারে নীরসত্বের কথা বলা হইয়াছে। আমাদের মতে কিন্তু রসবদ্ অলঙ্কারের অভাবে নীরসত্ব হইবেনা, বরং যে রস ধন্যাত্মকৃত তাহার অভাবে নীরসত্ব হইবে। সেইরূপ রস এইখানে (বাক্যমাণ উদাহরণে) আছেই। তরঙ্গতি। তরঙ্গই ক্রোড় যাহার, বিকর্ষণী—বিলম্বমান বসন জোর করিয়া আকৃষ্ট করিতে করিতে। বসন—অংগুক। প্রিয়তম আসিয়া যাহাতে ধরিতে না পারেন এইরূপ নিষেধ করিবার ভুল। বহশঃ—বহবার ; যৎকালিতঃ—যে অপরাধসমূহ ; তান্—তাহাদিগকে ;

“মধুকরের শব্দ নাই, যেন চিন্তায় মৌন অবলম্বন করিয়াছে ; আমি তাহার পদতলে পতিত হইলে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যেন অল্পতপ্ত হইয়াছে ।”

অথবা যেমন—

“হে ভদ্র, সেই যমুনা (কলিন্দপর্বতস্থিতা)-তীরস্থিত লতাগৃহ-গুলির কুশল তো ? তাহারা গোপবধূদের বিলাসের সুহৃদ, রাধার গোপন সন্তোগের সাক্ষী । মদনশয্যা রচনা করিবার জন্ত যে সকল পল্লবকে মৃচ্ছভাবে ছেদন করা হইত আমি চলিয়া আসাতে এখন সেই প্রয়োজন আর নাই । আমি জানি সেই পল্লবগুলির নীল দীপ্তি ম্লান হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা জীর্ণ হইতেছে ।”

অভিসম্ভায়—হৃদয়ে একত্র করিয়া । অসহমানা অর্থাৎ মানিনী । অথচ আমার সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে বিরহজ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া তাপশাস্তির জন্ত নদীভাবে পরিণত হইল । তদ্বীতি । যে বিচ্ছেদে রুণা হয় ও যে অহুতপ্তা ইহারা উভয়েই অভরণ ত্যাগ করিতেছে । স্বকালঃ—বসন্ত ও গ্রীষ্মতুল্য সময় । মিলনের উপায় চিন্তায় কি মৌন আশ্রয় করিয়াছে ? অথবা “স্বামী আমার পায়ে পড়িলেও তাহাকে আমি অবহেলা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি ।” এই চিন্তায় মৌন আশ্রয় করিয়াছে, চণ্ডী—কোপনা । এই দুইটি শ্লোক নদী ও লতা বর্ণনা-বিষয়ক, কিন্তু ইহাদের তাৎপর্য এই যে ইহাদের মধ্যে উন্মাদগ্রস্ত রাজা পুরুষের উক্তি রহিয়াছে । তেবামিতি । হে ভদ্র, তেবাম্ অর্থাৎ যাহারা আমার হৃদয়ে স্থিত তাহাদের ; গোপবধূনাঃ—গোপীদের । যে বিলাসসুহৃদঃ—যাহারা লীলাখেলার বন্ধু । গোপন প্রণয়িনীদের তো অস্ত কোন লীলাসুহৃদ নাই । রাধারও ইহা প্রধান প্রণয়লীলাভূমি । তাই বলিতেছেন—রাধার সন্তোগের যাহারা সাক্ষী হইল । কলিন্দপর্বততনয়া যমুনা, তাহার তীরস্থিত সেই লতাগৃহদের । ক্লেমঃ—কুশল তো ? কাকুর (স্বরভঙ্গীর) দ্বারা প্রশ্ন করিতেছেন । দারকাবাসী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ প্রশ্ন করিলে । গোপকে দেখিয়া তাহার পূর্বসংস্কার জাগিয়া উঠিল ; আলম্বন ও উদ্দীপনবিভাবের স্বরূপ হওয়ায় রতিভাব উদ্দীপিত হইল এবং নিজের ঐশ্বর্য্য সঙ্গীত হইল । সেই ঐশ্বর্য্যগর্ভ রতিভাব তিনি স্বগতোক্তিতে

এই সকল বিষয়ে অচেতন বস্তুর বর্ণনা মূল বাক্যার্থ হইলেও চেতনবস্তুবৃত্তান্তযোজনা তো আছেই। এখন যদি বলা হয় যে যেখানে চেতন বস্তুর বৃত্তান্তের যোজনা হয়, সেইখানেই রসবদ অলঙ্কার থাকে, তাহা হইলে উপমাদির বিষয় থাকিবে না অথবা খুব কম বিষয়ই থাকিবে, কারণ এমন অচেতনবস্তুবৃত্তান্ত নাই যেখানে অমৃততঃ বিভাবত্বের দ্বারা চেতনবস্তুর কাহিনী যোজনা করা হয় নাই। সুতরাং অঙ্গহিসাবে সন্নিবিষ্ট হইলেই রসাদি অলঙ্কারই লাভ করে। আবার যে ভাব বা রস অঙ্গী এবং সর্বাকারে অলঙ্কারণীয় তাহা ধ্বনির আত্মা।

অধিকন্তু

সেই অঙ্গী অর্থকে যাহারা অবলম্বন করিয়া আছে তাহারা গুণ বলিয়া পরিচিত। অঙ্গকে যাহারা কটকাদির মত আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাদিগকে অলঙ্কার বলিয়া মনে রাখিতে হইবে। ৬ ॥

প্রকাশ করিতেছেন :—স্বরভঙ্গ—মদনশয্যার ; কল্পনার্থ—রচনার উদ্দেশ্যে ; মৃদু—সুকুমার করিয়া ; যশ্ছেদঃ—যে ছেদন, তাহাই উপযোগঃ—সাকল্য। অথবা মদনশয্যায় যেন পত্র বিকিরণ তাহাই মৃদু, সুকুমার, উৎকৃষ্ট ; ছেদোপযোগঃ—ছেদন ফল, তাহা বিচ্ছিন্নে বিচ্ছিন্ন হইলে। আমি আসীন না থাকিলে কেমন কবিয়া মদনশয্যা রচনা হইতে পারে? সুতরাং পরস্পর-অনুরাগ-নিশ্চয়ায় কথ্য বলিতেছেন—তে জান ইতি। সমগ্র বাক্যের অর্থ এখানে কথ্যকাবেক। অধুনা জরসী ভবন্তীতি। আমি কাছে থাকিলে ইহার সত্য উক্তরূপ উপযোগিতা লাভ করে বলিয়া জীবিতাদোষদূষ্ট হয় না। বিগলন্তী—যাহা অপত্যমাণ। দ্বিগুণ্যমিতি—নীলকান্তি যাহাদের। ইহার দ্বারা বহুকাল নিদেশীর ঐশ্বর্যের গাঢ় ধ্বনিত হইয়াছে। ইহা আশ্রয়ত উক্তি হইতে পারে ; অথবা গোপকে অপেক্ষা করাইবার জন্ত বলা হইতেছে। মহৎ অর্থাৎ বহুতর কাব্যপ্রবন্ধের রসহানি হইবে এই যে আশঙ্কা হইয়াছিল তুচ্ছই অনেক উদাহরণের সাহায্যে সূচিত হইল। অথেষ্টাদি। এখানে নীরসত্ব হইবে না এই অভিপ্রায়েই। বলিতেছেন। আপত্তি হইতে পারে

রসাদি লক্ষণযুক্ত অঙ্গী অর্থকে অবলম্বন করে যাহারা তাহারা গুণ—যেমন শৌর্যাদি। যাহারা এই বাচ্যবাচকের লক্ষণযুক্ত অঙ্গ-গুলিকে আশ্রয় করে তাহারা অলঙ্কার—কটক প্রভৃতির মত।

আরও দেখিতে হইবে :

শৃঙ্গারই মধুর শ্রেষ্ঠ মনঃপ্রহ্লাদনকারী রস। শৃঙ্গারময় কাব্যকে আশ্রয় করিয়াই মাধুর্য্য অবস্থান করে। ৭ ॥

শৃঙ্গারই অম্ম রস অপেক্ষা মধুর কারণ তাহা প্রহ্লাদিত করে। তাহার প্রকাশক শব্দ ও অর্থের জ্ঞান কাব্যেরও সেই মাধুর্য্যালক্ষণাধিত গুণ হয়। শ্রুতিস্মৃথকরতা কিন্তু ওজোগুণেও সমানভাবে আছে।

শৃঙ্গারে বিপ্রলম্বে এবং করুণ রসে—মাধুর্য্য যথাক্রমে তারতম্য লাভ করে। কারণ সেইখানে মন অধিকতর দ্রবীভূত হয়। ৮ ॥

যে চেতনবস্তুবৃত্তান্ত যেখানে একেবারেই প্রবেশ করেনা তাহাই উপমাধির বিষয় হইবে—এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যস্মাদিত্যাদি। অচেতন বস্তু বর্ণ্যমান হইয়া যদি অন্ততাবরূপে স্তম্ভ, পুলক প্রভৃতি সচেতনকে আকৃষ্ট করে তাহা হইলে কি বলা যায়? চন্দ্র, উত্তানাди পদার্থ অতি জড় হইলেও এবং তাহাদের বর্ণনা করা হইলে তাহাদের অর্থ নিজেদের মনোই পরিসমাপ্ত হইলেও যদি তাহারা চিন্তবৃত্তির বিভাব না হয় তাহা হইলে কাব্যে তাহাদের কথা বলাই উচিত হইবে না, শাস্ত্র-ইতিহাসাদিতেও নহে। এইভাবে পরমতের খণ্ডন করিয়া স্বীয় মতকে শাস্ত্রসঙ্গত করিয়া উপসংহৃত করিতেছেন—তস্মাদিতি। যেহেতু অপর পক্ষ যে বিষয়বিভাগ করিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। ভাবো বেতি। ‘বা’-গ্রহণের দ্বারা ভাবের আভাস ও প্রশম প্রভৃতি বুদ্ধিতে হইবে। সর্কাকারম্—ইহা ক্রিয়াবিশেষণ : অর্থাৎ সকল প্রকারে এই অর্থে। অলঙ্কার্য ইতি। অতএব ইহা অলঙ্কার নহে—ইহাই ভাবার্থ। ৫ ॥

ইহা মানিতেই হইবে যে যাহা অলঙ্কার তাহা অলঙ্কার্য হইতে ব্যতিরিক্ত কারণ লৌকিক জগতেও তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। গুণী ও অলঙ্কার্য থাকিলেই গুণ ও অলঙ্কারের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত হয়। ইহাও আমাদের মতামত-

সারেই প্রতিপন্ন হইল। এই দুই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—বিক্ষেপ্তাদি। রসের অঙ্গিই প্রমাণ কবিবার জন্যই যে এইখানে যুক্তি দেওয়া হইল তাহা নহে, আবও প্রয়োজন আছে। ইহাই ‘চ শব্দেব অর্থ’। এই দুই অভিপ্রায়ে লইয়াই কাবিরায়ও যোজন। কবিতা ২২বে। কেবল প্রথম অভিপ্রায় লইলে কাবিরায় প্রথম অঙ্ক দৃষ্টাণ্ড হিসাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। বৃত্তির পাঠও এইভাবেই যোজন। কবিতা ২২ হইবে। ৬ ॥

মাধুর্যাদি শব্দ ও অর্থের গুণ, তবে কেমন কবিয়া বলা হয় যে গুণ অঙ্গী বসাদিকে আশ্রয় করিয়া থাকে?—এই আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন—তৎপাচত্যাতি। পবে যে যুক্তি দেওয়া হইবে তাহাব দ্বাৰাই এই আশঙ্কা পবিহাব কবা তাহাবে এবং ইহাও উপপন্ন হইবে। শব্দাব এবোতি। ‘মধুব’—ইহার হেতু বলিতেছেন—পবঃ প্রক্ষাদান ইতি। বতিতে সমস্ত দেবতা, নান্দ্রব ৭৪ ইত্যব প্রাণীদের অনিচ্ছিন্ন বাসনা আছে। স্তবাব ইহাদেব মবো এমন কেহ নাই যে এই বতিতে হৃদয়সম্মিলন অন্তৰাব না কবে, যতিবও হৃদয়সম্মিলনজনিত চমৎকাবাস্তবুতি হইয়া থাকে। এই জন্যই ‘মধুব’ এইকল্প বলা হইয়াছে। মধুর শব্দাদি বস বিবেকী ও অবিবেকী, স্তব ও আতুব ব্যক্তিদের বসনা নিপতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অভিলষণীয় হয়। তন্ময়মিতি। যেখানে সেই শব্দাব ব্যাখ্যা হয় সেইখানেই প্রকৃত পক্ষে ইহা কাব্যের আত্মা হয়। কাব্যমিতি। শব্দ ও অর্থ। প্রতিষ্ঠিতীতি। প্রতিষ্ঠা লাভ কবে। তাই ইহাই দাঁড়াইল—মাধুর্য শব্দাবাদি বসেবই গুণ। মধুবেব অভিনায়ক শব্দ বা অর্থে যে ইত্যব প্রয়োগ করা হইয়া থাকে তাহা উপঢাব বা অতিশয়িত প্রয়োগেব দ্বারা। মধুর শব্দাব বস প্রকাশ ব্যাপাবে শব্দার্থেব যে সামর্থ্য তাহাই শব্দার্থেব মাধুর্য, ইহাই এই উপঢাবেব লক্ষণ। স্তবাব ঠিকই বলা হইয়াছে—তমথ মিত্যাতি (২১৬)। বৃত্তির দ্বাৰা কারিকাব অর্থ বলিতেছেন—শব্দাব ইতি। “সমাসবহুল না হইয়া যদি কাব্য ঋতিমুখকর হয় তাহা হইলে তাহাকে বলা হয় মধুর”—মাধুর্যেব এই যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে ইহার কি হইবে? ইহা যে ঠিক নহে এই অঙ্ক বলিতেছেন—প্রব্যত্মমিতি। ইহাতে সকল লক্ষণই উপলব্ধিত হইল। ঋতিমুখকরতা ওজোগুণেরও লক্ষণ। ভাবার্থ এই যে—“বোধ্যঃশব্দঃ”—ইত্যাদি শ্লোক (পৃ: ১১৬) ঋতিমুখকরও বটে আবার এখানে সমাসবহুলতাও নাই। ৭৭

সন্তোগশব্দাব হইতে বিপ্রলম্বশব্দাব মধুরতর এবং ততোধিক

বিপ্রলম্বশৃঙ্গার ও করুণরসেব মধ্যে মাধুর্য্যগুণই বিশেষ প্রকর্ষলাভ করে। যেহেতু সেইখানে সঙ্গদয়েব হৃদয় অতিশয় মুগ্ধ হয়।

কাব্যে যে রৌদ্রাদি রস দীপ্তিগুণের দ্বারা লক্ষিত হয় তাহাদের অভিব্যক্তির হেতু যে শব্দ ও অর্থ, ওজোগুণ তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ৯ ॥

বৌদ্ধাদি যে সকল রস অতিশয় দীপ্তি বা উজ্জলতাব সৃষ্টি করে লক্ষণাব দ্বারা তাহাদিগকেই দীপ্তি বলা হইতেছে। তাহাব প্রকাশন-যোগ্য শব্দ দীর্ঘসমাসেব দ্বাৰা অলঙ্কৃত বাক্য। যেমন—

“হে দেবি, ভীম তাহাব সবেগে-আবহুতি-ভীষণ-গদাভিঘাতের দ্বারা দুৰ্য্যোধনেব উরুযুগল সঞ্চর্গিত করিয়া ঘন শোণিতথণ্ডে হাত রক্তাক্ত কবিয়া তোমাব বেণী উঁচু করিয়া বাঁধিয়া দিবে।”

মধুব ও করুণ। শব্দ ও অর্থের তাবতম্য হইতেই অভিব্যক্তনকৌশল ঘটিয়া থাকে। এই অতিপ্রায়ে বলিতেছেন—শৃঙ্গার ইত্যাদি। করুণেচ—‘চ’ শব্দ রূপ বুঝাইতেছে। প্রকর্ষবদিতি। উত্তরোত্তর তাবতম্যযোগের দ্বাৰা। আর্দ্রতামিতি। স্বভাবতঃ হৃদয় কাণ্ডিগ্ৰময়, ক্রোধাদিবি দ্বারা দীপ্ত ও বিষম-হাসাদিবি প্রতি অন্তর্বাণী হয় বলিয়া অনাবিষ্ট থাকে, সঙ্গদয়েব চিত্ত সেই ভাব পবিত্যাগ কবে। অনিকমিতি। কাম ক্রমে। ইহাব দ্বাৰা বুঝান হইতেছে যে করুণ রসে চিত্ত সর্বাপেক্ষা প্রবৃত্ত হয। প্রশ্ন এই, যদি করুণেচ মাধুর্য্য থাকে, তবে পূর্বকাবিকায় যে বলা হইল “শব্দাব এব” (শৃঙ্গাবই) এই ‘এব’ (‘ই’)-কাবের কি উদ্দেশ্য? তত্ত্বত্তবে বলা হইতেছে—এই ‘এব’ (‘ই’)-কাবের প্রয়োগেব দ্বাৰা অগ্ন্যাগ্ন বস বাদ দেওয়া হইতেছে না। ‘এব’ কাবের দ্বারা ইহাই গোতিষ্ঠ হইতেছে যে আশ্রিত বসেরই প্রকৃতপক্ষে মাধুর্য্যাদি গুণ থাকে, উপচাবেব দ্বাৰা ইহাবা শব্দ ও অর্থের সম্পর্কে প্রযোজ্য হয়। বৃত্তিবি দ্বারা বলা হইতেছে—বিপ্রলম্বতি। ৮ ॥

বৌদ্ধেত্যাদি। ‘আদি’ শব্দেব দ্বারা সাদৃশ্য বুঝাইতেছে। ইহাব দ্বারা বীররস ও অদ্ভুতরসও বোঝা যাইবে। রসবেত্তাব হৃদয়ে বিকাশ, বিস্তার এবং প্রজ্জলন যাহাব লক্ষণ তাহাব নাম দীপ্তি। তাহা মূখ্যভাবে ওজঃশব্দবাচ্য। রৌদ্ধাদি রস দীপ্তিরূপ চিত্তবৃত্তির জনক। এই দীপ্তির আশ্রাদবৈশিষ্ট্যরূপ কাব্যের দ্বারা ইহাবা অগ্নি রস হইতে

দীপ্তিপ্ৰকাশনপর অর্থ দীর্ঘ সমাস রচনার অপেক্ষা রাখেনা ; তাহা প্রসাদগুণবিশিষ্ট বাচকের দ্বারাও অভিহিত হইতে পারে । যেমন—

“পাণ্ডবীয় সেনাসমূহের মধ্যে যে যে নিজের বাহুবলের গৌরবের অহঙ্কার করিয়া শত্রুধারণ করে, পাঞ্চাল বংশে যে যে শিশু, অধিক-বয়স্ক অথবা গৰ্ভশয্যাশায়ী, যে যে সেই কর্মের সাক্ষী, আমি রণে অবতীর্ণ হইলে যে যে আমার বিরোধী হইবে তাহাদের মধ্যে যদি স্বয়ং জগত্তের বিনাশকও থাকেন তাহা হইলেও ক্রোধাক্ত আমি তাহার বিনাশ সাধন করিব ।”

এই দুইটি শ্লোকেই ওজোগুণ আছে ।

পৃথকভাবে লক্ষিত হয় । উপচারবশতঃ কারণে কার্যের প্রয়োগ করিয়া রৌদ্রাদিই ওজঃশব্দবাচ্য । তারপর, সেই রৌদ্রাদি রসপ্রকাশনপর শব্দ দীর্ঘসমাসযুক্ত হইলেও লক্ষিত লক্ষণের দ্বারা তাহাকে দীপ্তি বলা হয় । যেমন চঞ্চদিত্যাদি । তৎপ্রকাশক অর্থ যদি সহজে প্রসাদগুণবিশিষ্ট শব্দের দ্বারা অভিহিত হয় তাহা হইলে সমাসের অপেক্ষা না করিয়াই দীপ্তি বলিয়া কথিত হয় । যেমন—“যো যঃ” ইত্যাদি । চঞ্চদিত্তি । চঞ্চদ্যুৎ—বেগে বাহারা আবস্তিত হইতেছে . ভূজাভ্যাং—বাহুবলের দ্বারা , ভ্রমিতা—সঞ্চালিত ; যেহং চণ্ডা গদা—এই যে দারুণ গদা , তয়া—তাহার দ্বারা , যঃ—যে ; অভিভঃ—সকল দিকে উৰোধাতঃ—উক্লর আঘাত , তজ্জ্বারা সম্যক্ চণিত অর্থাৎ পুনরুত্থানের শক্তি নষ্ট করা হইয়াছে । উক্লমুগলং—একসঙ্গে দুই উক্লই বাহার । সেই স্তম্ভোদনকে অনাদর করিয়াই (অনাদরে বর্জ্য) । স্ত্যানেন—ঘনতার ভগ্ন , অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে বলিয়া যে শুদ্ধ তাহা নহে । অববন্ধঃ—এই শোণিত হাত হইতে গলিয়া পড়ে নাই . ইহা দেহের মধ্যেই ঐরূপ ঘন ছিল ; ইহা জলের মত নহে । এই যে শোণিত তাহার দ্বারা লোহিত (শোণো) হস্তদ্বয় বাহার । অতএব সে ভীমঃ অর্থাৎ কাতর ব্যক্তির ত্রাস-সঞ্চারকারী । তবেতি । বাহাকে সেই সেই অপমান করা হইয়াছে তাহার এবং সেই অপমান দেবীর প্রতি অহুচিতও । তব কচাভুতঃসমিহ্মঃ—তোমার চুল আবার উচু করিয়া রাখিবে । বেণী দূর করিয়া হস্ত হইতে পতিত শোণিত-

কাব্যের যে গুণ থাকিলে সকল রস স্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয় তাহার নাম প্রসাদ, তাহা সকল রসে সমানভাবে ক্রিয়া করে। ১০॥

শব্দ ও অর্থের স্বচ্ছতার নাম প্রসাদগুণ। এই গুণ সকল রসে সমানভাবে থাকে, সকল রচনায়ও। বাস্তব অর্থের অপেক্ষা করিয়াই তাহা মুখ্যভাবে অবস্থান করে—ইহা মনে রাখিতে হইবে।

ঐতিহ্যাদি যে সকল অনিত্য দোষ দেখান হইয়াছে তাহা ধ্বনিমূলক শৃঙ্গারে বর্জিত করিতে হইবে এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ১১॥

শব্দের দ্বারা রক্তপুষ্পের মাল্যরচনার দ্বারা যেন কেশবিন্যাস করিলে—ইহাই উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে। দেবি—এই পদ কুলবধর অপমানস্বরূপকারী; ইহার দ্বারা ক্রোধেরই উদ্দীপনবিভাব হইয়াছে, কাজেই এখানে শৃঙ্গাররসের পঙ্ক্য করিতে হইবে না। স্ত্রীধোনের যে অনাদব করা হইল তাহার কারণ এই যে সে দ্বিতীয়বার গদাঘাত করিতে উদ্বৃত্ত হইবে না; কাবণ তাহার উক্ত সঞ্চারিত হইয়াছে। ‘স্ত্যান’ (ঘনীভূত)-শব্দের প্রয়োগের দ্বারা দ্রোপদীর ক্রোধপ্রকাশনবিষয়ে দ্বারা সূচিত হইয়াছে। সমাসবদ্ধ পদেব স্বতাব্যই এই যে তাহা অনবরুদ্ধ বেগে প্রবাহিত হয়, কাজেই সমগ্র সমাসবদ্ধ পদেব মধ্যে প্রতীতি কোথাও থামিতে পারে না বলিয়া যে স্ত্রীধোনের উল্লসিত চূর্ণিত হইয়াছে তাহাও অনাদর পর্যন্ত তাহার ঐক্য থাকে এবং সেই জন্ত এই প্রতীতি ঐচ্ছিক পূরম পবিপোষক হয়। অল্প কেহ কেহ অনাদবে বস্ত্রের পবিবর্ত্তে সন্ধে বস্ত্রী যোজনা কবিতা ব্যাখ্যা করেন—স্ত্রীধোনের যে ঘনীভূত (স্ত্যানাবদ্ধ) শোণিত তাহার দ্বারা লোহিতীকৃত চন্দ্র যাহার ইত্যাদি। ইতি। সেনাবাহিনীর মধ্যে যাহার বাহুবলের অহঙ্কার অত্যধিক—অর্জুন প্রভৃতি। পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক হ্রোণেব নিদ্রা হইলে সেই বংশেব প্রতি অশ্রুখামার অত্যধিক ক্রোধাবেশ হইয়াছে। তৎকর্তৃকসংকীর্ণ—কর্ণ প্রভৃতি। রণে—সুগ্রামে, যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যে আমার বিষয়ে প্রতীপ্চরতি—সমরবিদ্র করে। অথবা আমি যুদ্ধে রত হইলে (চরতি) যে প্রতিকূলতা (প্রতীপ্) করিয়া অবস্থান করে। এবংবিধ লোক যদি জগতের ধ্বংসকারীও হয় আমি তাহারও বিনাশসাধন করিব, অস্ত্র মাধুৰ্য্য

ঐতিকটুতা প্রভৃতি যে সকল অনিত্যদোষ সূচিত হইয়াছে শুধু বাচ্য বুঝাইলে অথবা শৃঙ্গারব্যতিরিক্ত অশ্লীল রস ব্যঙ্গ্য হইলে অথবা ধ্বনি আত্মভূত না হইলে তাহারা বর্জনীয় নহে। তবে কি? অঙ্গী রূপে ব্যবস্থিত ধ্বন্যাত্মক শৃঙ্গারেই তাহারা বর্জনীয় এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে অনিত্যতা দোষই হইত না। এইভাবে এই অসংলক্ষ্যক্রম প্রকাশক ধ্বনির আত্মা সাধারণভাবে প্রদর্শিত হইল।

অঙ্গী রসের যে সকল প্রভেদ, তাহার অঙ্গপ্রভৃতির যে সকল প্রভেদ এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ পরিকল্পনা করিলে যে সকল প্রভেদ হয় তাহা অনন্ত। ১২ ॥

দেবতার কথা নাই বলিলাম। এখানে অথঙলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চিত্তনীয় হইয়াছে বলিয়া একটি পদ হইতে আর একটি পদে ক্রোধ পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। তাই অল্পসমাসবিশিষ্ট পদের দ্বারাই দীপ্তিগুণ-সম্বিত রচনা নিবদ্ধ হইয়াছে। মাধুৰ্য্য ও দীপ্তিগুণ শৃঙ্গারাদি ও রৌদ্রাদি আশ্রয় করিলে পরস্পরবিরোধী হয় ইহা প্রদর্শন করাইয়া হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস ও শাস্তুরসে তাহাদের সমাবেশবৈচিত্র্য দেখাইলেন। হাস্যরস শৃঙ্গারের অঙ্গ বলিয়া তাহাতে মাধুৰ্য্য বিশেষ উপযোগী, আবার তাহা বিকাশাত্মক বলিয়া ওজোগুণও উপযোগী। সুতরাং ইহার মধ্যে দুইটি গুণ সমানভাবে প্রযোজ্য। ভয়ানকরস চিত্তবৃত্তিতে মগ্ন হইয়া থাকিলেও তাহার বিভাব দীপ্তিমান বলিয়া সেইখানে ওজোগুণের প্রয়োগই প্রকৃষ্ট মাধুর্য্যের প্রয়োগের অবকাশ অল্প। বীভৎসরসেও এইরূপ হইয়া থাকে। শাস্তুরসে বিভাব-বৈচিত্র্যের জ্ঞাত কদাচিৎ ওজোগুণ, কদাচিৎ মাধুৰ্য্য প্রযোজ্য। তাহার এইরূপ বিভাগ করিতে হইবে। ৩ ॥

সমর্পকত্বঃ—সম্যকরূপে অর্পণ অর্থাৎ যেমন লক্ষ্য কার্যে অগ্নি পরিব্যাপ্ত হয় সেইরূপ হৃদয়সম্মেলনশক্তির বলে কাব্যাত্মা রসবেত্তার হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়ে। অথবা নির্মল জল যেমন বস্ত্রে পরিব্যাপ্ত হয় সেই উদাহরণ দিয়া বলা বাইতে পারে ইহা অর্থের সেই অমলিনতা বাহ্যসকল রসে সমানভাবে থাকে। ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রকাশনব্যাপারে শব্দ ও অর্থের যে সহজভাবে বুঝাইবার শক্তি (সমর্পকত্বঃ) তাহাও উপচারবলে প্রসাদ গুণ বলিয়া কথিত হয়। তাহাই বলিতেছেন—

অঙ্গিভাবে ব্যঙ্গ্য যে রসাদি—যাহাকে বলা হইয়াছে বিবক্ষিতান্ত-
পরবাচ্য ধ্বনির একক আত্মা—তাহার বাচ্যবাচকাত্ত্বত্ব অলঙ্কারসমূহের
যে সকল প্রভেদ তাহা অসংখ্য ; আবার অঙ্গী অর্থের নিজের রস, ভাব,
তদাভাস ও তৎপ্রশাস্তিলক্ষণযুক্ত, বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী-
ভাবে প্রতিপাদনসম্মিত যে সকল বৈশিষ্ট্য তাহাও সীমাহীন।
তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ পরিকল্পনা করিলে যে কোন একটি রসের
প্রকারই অনন্ত হইয়া পড়ে ; তাহা গণনা করা যায় না। সকল
রসের কথা আর ধরিয়া লাভ কি ? এইভাবে দেখিলে, এক শৃঙ্গার
যদি অঙ্গী হয় তাহা হইলে তাহারই দুই প্রভেদ হইয়া পড়ে—
সন্তোষ ও বিপ্রলভ। সন্তোষেরও পরস্পরকে প্রেমভরে দর্শন,
স্মরত, উদ্ভাসসঞ্চারাদি লক্ষণযুক্ত নানা প্রকার আছে। বিপ্রলভেরও

প্রসাদেতি। গুণ যদি রসগতই হইল তবে তাহা কেমন করিয়া 'শব্দ ও
অর্থের স্বচ্ছতা হইতে পারে ? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—স চেতি।
চ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে ভোর দেওয়ার ভ্রম (অবধারণার্থে)। এই
গুণ সর্বরসসাধারণই। সেই গুণ এইরূপই অর্থাৎ সর্বরসসাধারণ। শব্দগত ও
অর্থগত, সমাসবদ্ধ ও অসমাসবদ্ধ—সকল কাব্যেই এই গুণ সমানভাবে থাকে।
অর্থ ব্যাক্যকে সমর্পণ করে বা সমাক্রুপে বোঝায় ; অত্ভাবে তাহার সমর্পকত্ব
থাকিতে পারে না। শব্দের যে নিজ নিজ অর্থ বুঝাইবার শক্তি আছে
তাহার মধ্যেও এমন কিছু অলৌকিকত্ব আছে যাহা গুণ হইতে পারে।
এইভাবে ভামহের মতামুসারে মাদুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ এই তিন গুণের
অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল। তাহার প্রধানতঃ প্রতিপত্তার চিহ্নিত আশ্বাদময়।
তারূপ উপচারবলে আশ্বাদ রসেও প্রযোজ্য এবং তৎপর তদ্ব্যক্ত শব্দ ও
অর্থে প্রযোজ্য—ইহাই তাৎপর্য্য। ১০ ॥

এইভাবে আমাদের মতামুসারে বিভাগ করিয়া গুণ ও অলঙ্কারের
ব্যবহার প্রতিপন্ন করা হইল। নিত্য ও অনিত্য দোষের বিভাগেও
যে আমাদের মতের সহিত সঙ্গতি আছে তাহা দেখাইবার ভ্রম
বলিতেছেন—কৃতিদুষ্টাদয় ইত্যাদি। 'বাস্ত' প্রভৃতি শব্দ যাহা অসভ্য
স্বভিহ্ন হেতু। যে সকল জায়গায় সমগ্র বাক্যার্থের বলে অঙ্গীল অর্থ
প্রতিপন্ন হয় সেইখানে কৃতিদোষ ও অর্থদোষ ঘটে। যেমন, "অতিশয় শব্দ

অভিলাষ, ঈর্ষ্যা, বিরহ, প্রবাস প্রভৃতি—তাহাদের প্রত্যেকের আবার
 বিভাব, অস্থাব ও ব্যক্তিগতবীর ভেদ আছে। এইভাবে কোন একটি
 রসকে শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিলেই পরিমাপ করা যায়
 না; তাহার আর অঙ্গভেদ পরিকল্পনা করিয়া লাভ কি? সেই সকল
 অঙ্গপ্রভেদব প্রত্যেকটির যদি অঙ্গপ্রভেদের সঙ্গে সম্বন্ধ পরিকল্পনা
 করা যায় তাহা হইলে তাহারাও অনন্ত হইবে।

এই বিষয়ের অংশমাত্র কথিত হইল যাহাতে বুদ্ধিমান
 ব্যাপন্ন ব্যক্তিদের বুদ্ধি সর্বত্রই আলোকপ্রাপ্ত হইতে
 পারিবে। ১৩ ॥

অংশমাত্র কথনের দ্বারা যদি একটি রসভেদে অলঙ্কারের সহিত
 অঙ্গাঙ্গিভাব জানা হয় তাহা হইলে সহৃদয় ব্যক্তির বুদ্ধি সর্বত্র
 আলোকপ্রাপ্ত হইবে।

হিহ্রাষেবী আঘাতের জন্ত বিসর্পিত হইতেছে।' কল্পনাদোষ সেইখানে পাওয়া
 যায় যেখানে দুইটি পদেব কল্পনা করিতে হয়, যেমন “কুরু কুচিম্” এই
 পদদ্বয়েব ক্রম উন্টাইলে। শ্রুতিকটুতা দোষ যেমন, অধাক্ষীৎ, অক্ষোৎসীৎ,
 ভূণেটি ইত্যাদি। শৃঙ্গার ইতি—যেখানে শৃঙ্গারই মূল অঙ্গী রস তাহাব
 উপলক্ষণের জন্ত ইহা বলা হইল, যেহেতু বীৰ, শাস্ত্র, অদ্বুত রসেও ইহাদের
 বর্জন করা হইবে। স্মৃতিতা ইতি। ইহাদের বিষয়বিভাগ করিয়া ইহাদের
 অনিত্যতা অথবা ভিন্নবৃত্তাদিদোষ হইতে ইহাদের পার্থক্য দেখান হইল না।
 গুণ হইতে বাতিরিক্ত দেখান হইল না, যেহেতু বীভৎস হাস্য ও বৌদ্ধ রসে
 ইহাদের উপযোগিতা আমরা স্বীকার করি, এবং যেহেতু শৃঙ্গারে ইহাদিগকে
 বর্জন করা হয় সেইজন্ত ইহা সমর্থিত হইল যে ইহারা অনিত্যও বটে
 দোষও বটে। ১১॥

অঙ্গানামিতি—অলঙ্কারদিগেব। স্বগতা ইতি। আত্মগত, সন্তোগ-
 বিশ্রলজ্ঞাদি আত্মগত প্রভেদ, আত্মীয়গত বিভাবাদি প্রভেদের
 সঙ্গে গোষ্ঠপ্রস্তারজ্ঞায়ে* তাহাদের অঙ্গাঙ্গিভাব নিকপিত হইলে যে প্রকারভেদ
 হয় তাহা কে গণনা করিবে? স্বাস্ত্রয়ঃ—দ্বী ও পুরুষের প্রকৃতিগত
 ঐতিহ্যাদি। পরস্পরকে প্রেমভরে দেখা ইহা সম্ভাব্য প্রকৃতিরও উপলক্ষণ।

* Law of Permutation and Combination.

অঙ্গী শৃঙ্গারের সকল প্রভেদে যদি সর্বত্র একরকমের অনুপ্রাস নিবদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহা ব্যঞ্জক হইতে পারে না। কারণ ঐ প্রকারের অনুপ্রাস রচনায় অতিরিক্ত ঘরের প্রয়োজন হয়। ১৪ ॥

অঙ্গী শৃঙ্গারের যে সকল প্রভেদ কথিত হইল তাহাদের সব-গুলিতেই সমানাকার অনুপ্রাস রচনার প্রবর্তন করা হইলে সেই অনুপ্রাস ব্যঞ্জক হইতে পারে না। অঙ্গী বলার উদ্দেশ্য এই যে যদি শৃঙ্গাররস অঙ্গ হয় তাহা হইলে একরকমের অনুপ্রাস ইচ্ছানুসারে রচনা করা যাইতে পারে।

স্বরত—আলিঙ্গনাদি চৌষটি প্রকার। বিহরণ—উত্তানগমন। ‘আদি’-পদের দ্বারা ভলক্ৰীড়া, গানকরসপান, চন্দ্রোদয় ক্রীড়াদি বুঝাইতেছে। অভিলাষবিপ্রলম্ব বলিতে বুঝিতে হইবে সেই প্রকারের শৃঙ্গার যেখানে দুইজনেই মনে করে একের জীবন অপরের উপর নির্ভর করে, কিন্তু এইরূপ রতিভাব উৎপন্ন হইলেও কোন কারণে মিলন হয় নাই। যেমন, ‘রত্নাবলী’-নাটকে “সুখরতীতি কিমুচ্যতে” (সুখলাভ করিতেছে—কি বল ?—দ্বিতীয় অঙ্ক)—এই উক্তি হইতেই বৎসরাজ ও রত্নাবলীর অভিলাষবিপ্রলম্ব হইয়াছে। ইহার পূর্বে রত্নাবলীর হয় নাই। রতির অভাবে পূর্বের সেই অবস্থাকে কামাবস্থামাত্র বলা যাইতে পারে। ঈর্ষ্যাবিপ্রলম্ব—প্রণয়খণ্ডনের দ্বারা খণ্ডিতা নাগিকার সহিত। আবার বিরহবিপ্রলম্ব—খণ্ডিতা নাগিকাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করা হইলেও সে স্তুতিবাক্য গ্রহণ করে নাই, পরে বিরহতাপ-জঙ্ঘর হইয়াছে। এই জাতীয় বিরহোৎকর্ষার সহিত। প্রবাসবিপ্রলম্ব—প্রোষিতভর্তৃকার সহিত। প্রবাসবিপ্রলম্বাদি—এই ‘আদি’ শব্দের দ্বারা শাপ-প্রভৃতিকৃত বিপ্রলম্ব সূচিত হইয়াছে। বিপ্রলম্বরসও বিপ্রলম্ব বা প্রবন্ধনার মত। যেমন বন্ধনায় (বিপ্রলম্বে) অভিলষিত বস্ত্র পাওয়া যায় না, এইখানেও সেইরূপ। তেবাং চেতি। একদিকে সন্তোষাদি ও অপরদিকে বিভাবাদি। আশ্রয় বলিতে যদি মাকৃত প্রভৃতি বিভাবের যে মলয়াদি আশ্রয় তাহার কথা বলা হয়, তাহা হইলে দেশ শব্দের দ্বারাই তাহার আশ্রয় বোঝান হইয়াছে। স্তুতরায় এখানে আশ্রয় বলিলে কারণ বুঝিতে হইবে। যেমন মদীয় শ্লোকে—“আমার দয়িতের দ্বারা গ্রথিত এই মালা আমি নিরন্তর হৃদয়ে ধারণ করি।

যে শৃঙ্গার ধ্বনির আশ্রিত সেইখানে যমকাদি রচনা সম্ভব হইলেও তাহা প্রমাদেরই কারণ হয়—বিশেষ করিয়া বিপ্রলম্ব শৃঙ্গারে। ১৫ ॥

ধ্বনির আশ্রিত যে শৃঙ্গার, বাচ্যবাচকেব দ্বাৰা যাহাব তাৎপর্য প্রকাশ্যমান সেইখানে দুঃখ শব্দভঙ্গ শ্লেষাদি যমক প্রকাবের রচনা সম্ভাব্য হইলেও প্রমাদের কাবণ হয়। ‘প্রমাদিহ’ এই শব্দের দ্বাৰা দেখান হইতেছে যে কাকতালীয়ভাবে কদাচিৎ কোনও একটি যমকের দ্বাৰা বসনিপ্পত্তি হইলেও অল্প অলঙ্কাবের মত যমকাদিকে বসেব অঙ্গকপে প্রয়োগ কবা কৰ্ত্তব্য নহে। ‘বিপ্রলম্বে বিশেষতঃ’—ইহার দ্বাৰা বিপ্রলম্বশৃঙ্গারবসেব সৌকুমার্যেব আতিশয্য বলা হইতেছে। সেই বস ত্রোতনীয় হইলে যমকাদিৰ অঙ্গকপে প্রয়োগ অবশ্যপবিহার্য্য। ইহাব যুক্তি অভিহিত হইতেছে—

শব্দ হইলেও ইহা হইতে বিবৰ্ষস্বর্ণাপবিহারকারী স্বেবাস বিগলিত হয়।” তত্বেতি। শৃঙ্গাবেব। অঙ্গপ্রভেদসম্বন্ধপবিকল্পনে—অঙ্গবসাদিদের যে প্রভেদ তৎসম্বন্ধী বন্ধনা ইহাই অর্থ। ১৬ ॥

যেন—দিকমাত্রেব দ্বাৰা অৰ্থাৎ অংশমাত্রেব জ্ঞানা। সচেতসামিতি—গাহাবা মহাকবিহ ও সহদয়হ লাভ কবিত্তে ইচ্ছুক তাঁহাদের। সৰ্ব্বত্বেতি—সকল বসে, আশাদিতঃ—প্রাপ, আলোকঃ—অবগতি অৰ্থাৎ সমাক ব্যাপ্তি। যাহার দ্বাৰা এইরূপ সম্বন্ধ। তত্বেতি। দিক অৰ্থাৎ অংশ বা একদেশ মাত্র বক্তব্য হইলে। যত্নাদিতি। সযত্নে ক্রিয়মাণ হওয়াব জ্ঞা। হেতুবাচক অর্থ অভিপ্রেত। একবকমেব অনুপ্রাসেব বচনা ভাগ কবিষা বিচিত্র অনুপ্রাস সন্নিবেশিত করিলে দোষাবহ হইবে না। এইজন্যই একরূপ শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। যমকাদি—‘আদি’-শব্দ প্রকাববাচক, ত্বকর মুরজতক্রবন্ধ প্রভৃতির রচনা। শব্দভঙ্গশ্লেষ ইতি। অর্থশ্লেষ বচনা কবিলে দোষাবহ হয় না, যেমন “রক্তস্বঃ” (পৃঃ ১২২), ইত্যাদিতে। শব্দভঙ্গশ্লেষও যদি কষ্টকল্পনা প্রযুক্ত হয় তাহা হইলেই দোষের হয়। অশোকসশোকাদি (পৃঃ ২০ ২১) পদরচনা দৃষ্ট নহে। যুক্তিবিতি। সৰ্বব্যাপক বস্তু, অৰ্থাৎ এই যুক্তি সকল অলঙ্কার নিবন্ধনে প্রযোজ্য। রসেতি। রসের প্রতি মনোযোগী হইলে বিভাবাদি ঘটনা রচনার সঙ্গে সঙ্গে অব্যবহিত ভাবে উপায় হিসাবে

রস আক্ষিপ্ত হয় বলিয়া যাহার রচনা সম্ভবপর হইয়াছে অথচ যাহার রচনার জগৎ পৃথক্ যত্নের প্রয়োজন হয় না ধ্বনি প্রকাশে তাহাই অলঙ্কার বলিয়া সুসম্মত । ১৬ ॥

যাত্রা আপনা হইতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার রচনা আশ্চর্য্যজনক হইলেও তাত্তা যদি রস আক্ষিপ্ত করিয়াই সৃষ্ট হয় তাহা হইলে এই অলঙ্কারক্রমবাস্তবধ্বনিতে সেই অলঙ্কার প্রশংসনীয় বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। তাত্তা যে রসের অঙ্গ ইহাই তাহার সম্পর্কে মুখ্য কথা যেমন—

“করতলে গগুদেশে চ্যুত রাখিয়াছ বলিয়া সেইখানকার চন্দনপত্রেরেখা মুছিয়া গিয়াছে। অমৃতের মত মনোরম তোমার অধররস নিঃখাসের দ্বারা পীত হইয়াছে। কণ্ঠে লগ্ন অশ্রু বারংবার স্তনতট আন্দোলিত করিতেছে ; হে অধুরোধ-বিরূপে, ক্রোধই তোমার প্রিয়, আমি নহি।”

যাহাকে পাওয়া যায় রসমার্গে তাহাই অলঙ্কার, অল্প কিছু নহে। সুতরাং বীর, অদ্ভুতাদি রসেও যমকাদি কবি ও প্রতিপত্তার রম্মের বিঘ্নই করে। যাহারা নিজে বিবেচনা না করিয়া গড়রিকাপ্রবাহের অনুবর্তী হয় বলিয়া বুদ্ধিহীন হইয়াছে এবং সহৃদয় ব্যক্তিদের অগ্রণী হইতে পারে নাই সেই সকল লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্তই আমি “শৃঙ্গারে ও বিপ্রলভশৃঙ্গারে বিশেষ করিয়া” এইরূপ বলিয়াছি। তদনুসারে সাধারণভাবে বলিবেন “রসেঃসং তন্মাদেবাং ন বিঘ্নতে” (যাই ইহার রসের অঙ্গ হইতে পারে না—পৃঃ ৮৭)। নিষ্পত্তাবিতি। প্রতিভাবে আপনাই সম্পন্ন হয় ; চেষ্টা-পূর্ব্বক নিষ্পাদনের অপেক্ষা রাখেনা। আশ্চর্য্যভূত ইতি। কেমন করিয়া ইহা নিবদ্ধ হইল ইহাই আশ্চর্য্যের কারণ বলিয়া মনে হয়। এই নায়িকা করপল্লবে বদন চ্যুত করিয়াছে ; নিঃখাসের জন্ত ইহার অধর ফীত হইয়াছে, বাষ্পভরে কণ্ঠ নিবদ্ধ হইয়াছে, অবিরত রোদন করিতে করিতে ইহার স্তনতট কম্পিত হইতেছে এবং সে রোম পরিত্যাগ করিতেছে না। চাটু উক্তির দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন করা হইতেছে ; ইহাতে ঈর্ষ্যা-বিপ্রলভগত অত্যাচারের চর্কণায় নিবিষ্টচিত্ত বক্তা যে শ্লেষ রূপক ও ব্যতি-রেকাদি অলঙ্কারের প্রয়োগ করিতেছে সেই সকল অনায়াসনিষ্পন্ন অলঙ্কারের দ্বারা তাহার নিজের ও রসবেত্তার রসচর্কণার বিঘ্ন করিতেছে না।

কোন অলঙ্কার রসের অলঙ্কার হইলে তাহার লক্ষণ এই যে তাহার জন্ত পৃথক্ বস্তু গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না। রসসৃষ্টিতে অভিনিবিষ্টমনা কবি রসসৃষ্টির বাসনা অতিক্রম করিয়া বস্তু যমক নিবন্ধ করিতে গেলে বুদ্ধিপূর্বক শব্দাদ্বৈষণরূপ পৃথক প্রযুক্ত অবশ্যজ্ঞাবী। যদি বলা যায় যে অজ্ঞ অলঙ্কারেও সেইরূপ পৃথক্ প্রযুক্তের প্রয়োজন, তাহা হইলে বলিব যে ইহা সত্য নহে। যত্ন করিয়া বাহির করিতে হইলে অলঙ্কার দুর্ঘট হইলেও প্রতিভাবান্ রসসমাহিতচিত্তে কবির কাছে তাহারা “আমি আগে, আমি আগে” এইরূপ করিয়া আসিয়া পড়ে। যেমন কাদম্বরীতে কাদম্বরীদর্শনাবসরে। অথবা যেমন সেতুবন্ধ মহাকাব্যে মায়া রামের শিরোদর্শনে বিহ্বলা সীতাদেবীর বর্ণনায়। ইহা যুক্তিযুক্তই, কারণ রস বাচ্যবিশেষের দ্বারা আক্সিপ্ত করিতে হইবে। রূপকাদি অলঙ্কারবর্গ বাচ্যবিশেষ; তাহারা রস-প্রতিপাদক শব্দের দ্বারা রস প্রকাশ করে। সুতরাং রসাবিব্যক্তিতে তাহারা বহিরঙ্গ নহে। কিন্তু যমকাদি ছন্দমার্গে বহিরঙ্গত অবশ্য-স্বীকার্য্য। যদিও যমকাদিও এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় যেখানে তাহা

লক্ষণমিতি। অর্থাৎ ব্যাপক। “প্রবন্ধেন ক্রিয়মাণঃ”—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে—অর্থাৎ একাদিক্রমে বচনা করিলে। অতএব বুদ্ধিপূর্বকত্ব অবশ্যজ্ঞাবী অর্থাৎ বুদ্ধি প্রয়োগ কবিয়া পবে কবিত্তে হইবে। এই ভাবে ‘বুদ্ধিপূর্বক’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। রসের প্রতি মনোনিবেশ করিতে যে যত্নের প্রয়োজন তদতিরিক্ত যে যত্ন তাহাই যত্নান্তর। তাহাদের নিরূপণ করিতে ঘাইয়া দেগা যায় যে তাহা বা দুর্ঘট। বুদ্ধি প্রয়োগ কবিয়া কবিত্তে উচ্ছা করিলেও তাহা করা যায় না। সেইভাবে নিরূপিত হইলে এই সমস্ত দুর্ঘটনগুলি কেমন করিয়া ঘটিল এইরূপ বিষয়ের উদ্দেশ্য করে। অহং পূর্বঃ—আমি আগে। “আমি আগে, আমি আগে” তাহা বা এইভাবে প্রবর্তিত হয়। ‘অহং’—এই অবাগ্‌টি বিভক্তির প্রতিক্রমক, ইহার অর্থ আমি। এতদ্বিতি। “আমি আগে”—এই বলিয়া আসিয়া পড়া। কানিচিদিতি। কালিদাসাদি কর্তৃক প্রণীত কয়েকখানি। “শব্দস্তাপি পৃথক্ বস্তুজায়তে”—এইভাবে যোজনা করিতে হইবে। এষামিতি। যমকাদির। “ধ্বন্যাত্মকৃত্তে শব্দারে”—(২:১৫)

রসশালী তবু সেইখানে যমকাদিই অঙ্গী। আর রসাত্তালস্থলে অঙ্গত্বও বিরুদ্ধ নহে; যেহেতু রস যেখানে অঙ্গীরূপে ব্যক্ত হয় সেইখানে যমকাদির জন্ত পৃথক্ যত্নের প্রয়োজন হয় বলিয়া তাহা অঙ্গ হইয়া থাকেনা। এই যে অর্থ ইহাই নিয়ে সংগ্রহশ্লোকে দেওয়া হইল :—

“কোন কোন স্থলে রসবিশিষ্ট ও অলঙ্কারসম্বিত বস্তু মহাকবির এক প্রচেষ্টাতেই সম্পন্ন হয়।”

“কবি শক্তিমান্ হইলেও যমকাদি রচনায় তাহার পৃথক্ যত্ন লাগে, তাই ইহার রসের অঙ্গ হইতে পারেনা।”

“রসাত্তালে যমকাদির অঙ্গত্ব বাধিত হয় না। কিন্তু যে শৃঙ্গারে ধ্বনি আত্মা হইয়াছে তাহার মধ্যে ইহাদের অঙ্গত্ব সাধিত হয় না।”

যে শৃঙ্গারে ধ্বনি আত্মভূত হইয়াছে তাহার সম্পর্কিত ব্যঞ্জক অলঙ্কারের কথা এখন বলা হইতেছে :—

এই যে বলা হইয়াছিল তাহা প্রধান বক্তব্য বলিয়া পুনরায় অর্ধশ্লোকে সংগৃহীত হইল—ধ্বন্যাত্মভূত ইতি। ইদানীমিতি। যাহা যাহা পরিত্যাজ্য তাহাদের কথা বলা হইয়াছে। যাহা যাহা গ্রহণ করা উচিত তাহাদের কথা বলা হইবে। ব্যঞ্জক ইতি। ‘যে’ (যশ্) ও ‘যথা’ (যথ্যচ) বসাইয়া বাক্য সম্পূর্ণ করিতে হইবে। যথার্থতামিতি। চাক্ষুস্বেতুতা। উক্ত ইতি। ভামহাদি অলঙ্কারকদের কর্তৃক। ‘বক্ষ্যতে চ’ (বলাও হইবে)—ইহার হেতু বলিতেছেন—অলঙ্কারাণামনন্তত্বাদিতি। প্রতিভার অনন্ততাহেতু অঙ্গ কাহাদের ছায়া। ১৩-১৭ ॥

কারিকায় ‘সমীক্ষ্য’ শব্দের দ্বারা সমীক্ষার—সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণের—কথা বলা হইয়াছে। চারটি শ্লোকপাদের দ্বারা (বিবক্ষা.....প্রত্যবেক্ষণম্) অঙ্গত্বসাধন বোঝান হইতেছে। “রূপকাদিরলঙ্কারবর্গস্ত অঙ্গত্বসাধনম্”—ইহা প্রত্যেকটি পাদের পরে প্রযোজিত হইবে। যে অলঙ্কারকে রসের অঙ্গরূপে (অঙ্গীরূপে নহে) বিবক্ষিত করিতেছেন, যাহাকে অবসরমত গ্রহণ করিতেছেন, যাহাকে অত্যন্তভাবে সম্পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন না, যাহাকে যত্নসহকারে অঙ্গহিসাবে নিয়োগ করেন তাহাই নিবদ্ধ

রূপকাদি অলঙ্কারবর্গ ধ্বন্যাত্মভূত শৃঙ্গারে বিবেচনার সহিত সন্নিবেশিত হইলে যথার্থতা লাভ করে। ১৭ ॥

বাহ্য অলঙ্কারের স্থায় কাব্যালঙ্কারও অঙ্গীর চারুত্বহেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। রূপকাদি বাচ্য অলঙ্কারবর্গ—যাহাদের কথা বলা হইয়াছে অথবা অলঙ্কার অনন্ত বলিয়া অণু কাহারও দ্বারা কথিত হইবে—তৎসমুদায় যদি বিবেচনার সহিত সন্নিবেশিত হয়, তাহা হইলে গ্রাহ্যরা সবাই অঙ্গী অলঙ্কারক্রমবান্ধা ধ্বনির চারুত্বহেতু হইবে। অলঙ্কার সন্নিবেশ করিতে হইলে যে বিবেচনার প্রয়োজন তাহা এই :-

অলঙ্কার রসের উপরে নির্ভরশীল ভাবেই বিবক্ষিত হইবে তাহা কখনও অন্য হিসাবে বিবক্ষিত হইবে না। তাহা অবসর মত গৃহীত ও ব্যক্ত হইবে এবং অত্যন্তরূপে তাহার নির্বাহ হউক এইরূপ ইচ্ছা থাকিবে না। ১৮ ॥

হইয়া বসাবিবার্জিত (হৃত) হয়—এই মহাপাক। বিশ্লেষণে তাহা সন্নিবেশিত হইল। এই মহাপাকের মধ্যে যে উদাহরণের অবকাশ, উদাহরণের স্বরূপ তাহাব যোজনা, তাহার সমর্থনও কথা বলা হইল তাহান নিকপণের জন্য সন্দেহাত্মক প্রয়োজন—বৃত্তির পাঠ এইভাবে যোজনা করিতে হইবে। চলাপাঙ্গামিতি। হে মধুকর, আমাদেব এবং বিধ আকাজক্ষা চাটুপ্রসন্নত থাকিলেও আমরা তত্ত্বাচ্ছেষণ কবি বলিয়া অম্বেষণের বিষয়ীভূত বস্তুজগতে হতভ্রম হইয়া যাউ, তাই শুধু আমরাই করিয়া ক্ষান্ত হই। হুঁ গবিত্তি। এই অব্যয়েব বাব। বোঝান হইতেছে যে তোমান চবিতার্থ অযত্নসিদ্ধ। শঙ্কুনাব প্রতি অভিলানী ত্রয়শ্চেষ্ট এই উক্তি। আচ্ছা, কেমন করিয়া উহার কটাক্ষগোচর হইব, কেমন করিয়া আমার অভিপ্রায় এই বমণী শুনিবে, কেমন করিয়া সে অনিচ্ছুক হইলেও জোর করিয়া চুষন করিব যাহাতে সে আমাব মনোরাজ্যে নিবাস করিতে পারে? এই সকল ব্যাপাব তোমাব পক্ষে অযত্নসিদ্ধ। ভ্রমর নীল উৎপল মনে করিয়া সেইরূপ সম্ভাবনাপূর্ণ চক্ষুকে বারংবার স্পর্শ করিতেছে। আকর্ণবিস্তৃত বলিয়া নেত্রযুগলকে পদ্ম মনে করিতেছে—তাই খুব গুণ গুণ করিয়া সেইখানেই আছে। এই বমণী সহজ সৌকুমার্য ও ত্রাসে কাতর; বিকসিত অরবিন্দকুলয়ের গন্ধে মধুর অথব যেন রতির আকর এবং তাহা ভ্রমর পান করিতেছে। ভ্রমরস্বভাবোক্তি—অলঙ্কার প্রস্তাবিত বসের অঙ্গ

যদি অত্যন্তরূপে তাহার নির্বাহ হয়ও তাহা হইলেও যত সহকারে লক্ষ্য করিতে হইবে যে তাহা যেন অঙ্গহিসাবেই থাকে—এইভাবেই রূপকাদি অলঙ্কারবর্গের অঙ্গত্ব সাধিত হয়। ১৯ ॥

রসস্থিতিতে অত্যধিক মনোনিবেশ করিয়া কবি যে অলঙ্কারকে অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন তাহার দৃষ্টান্ত :

“হে মধুকর, তুমি এই চপলকটাক্ষবিশিষ্টা কম্পমানা বমণীর নয়ন বহুবীর স্পর্শ করিতেছে। তুমি ইহার কর্ণের কাছে যাইয়া অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত মূঢ় শব্দ করিতেছ। যে তোমাব ভয়ে হাত প্রকম্পিত করিতেছে তাহাব রত্নিসর্বস্বদপ অধর তুমি পান করিতেছ। আমরা তদ্ব্যস্মেধণ করিতে যাইয়া পরাস্ত হই; বাস্তবিক পক্ষে তুমিই ভাগ্যবান।”

হইয়াই প্রকাশিত হইতেছে। অতঃপর কেহ কেহ এখানে রূপকসম্বন্ধিত ব্যতিরেকের দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন, তাহাবা ভ্রমরস্বভাবে উক্তি যাহাব এইভাবে যোজন্য কবিয়াছেন। চক্রাভিঘাতই প্রসভাজ্ঞ! অলঙ্ঘনীয় আদেশ তাগান দাব। যিনি বাহুবধুদেব বতোৎসব চুষন মাত্রে সমাপ্ত করিয়া দিয়াছেন - যেহেতু আলিঙ্গন উদ্দাম অর্থাৎ প্রধান যাহা দব মণো এই বতোৎসব সেইরূপ বিলাসসমুৎসব। এখানে কেহ বলিয়াছেন—এখানে পর্যায্যোক্ত অলঙ্কারই কর্ণ-কত্বক প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হইয়াছে, রসাদি নহে। তবে কেন নহা হয় “বসর্গদি তাৎপর্ধ্য থাকিলেও ইত্যাদি?” এই (পর্যায্যোক্ত বাদী) উক্তি ঠিক নহে। ভগবান্ বাহুবধেবের প্রতাপই এখানে প্রধানভাবে বিবক্ষিত হইয়াছে। তাহা চাক্ষুসহেতু হইয়া প্রকাশিত হইতেছে না, পর্যায্যোক্তই চাক্ষুস হেতু। যদিও এই কাব্যে কোন দোষাংশ নাই, তবুও ইহাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখান হইতেছে, যেহেতু অলঙ্কার অঙ্গভূত হইলেও প্রস্তাবিত পরিপোষণীয় রসের স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়াছে। তাহা হইতে কোথাও কিছু অনৌচিত্য আনিবে ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। এই সকল কথা গ্রন্থকার পরে দেখাইবেন। মহাত্মাদের দোষ ঘোষণা করা নিজেকেই দোষ দেওয়া এই ভ্রান্ত ইহাকে দোষের উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হইল না। উদ্দামা—উদগত কলিকাসমূহ যাহার। উৎকলিকা:—কুলের কুণ্ডিলি,

এখানে যে ভ্রমরস্বভাবোক্তি-অলঙ্কার আছে তাহা রসের অঙ্গকূলই। নাজ্জিৎন—প্রধানভাবে নহে। কদাচিৎ কোন অলঙ্কার পূর্বের রসাদির উপকরণ হিসাবে বিবক্ষিত হইলেও পরে অঙ্গিভাবে বিবক্ষিত হইতে দেখা যায়। যেমন—

“যিনি আদেশচ্ছলে স্তম্ভদর্শনচক্রের আঘাতে রাজবধূদের রতোৎসব উদ্দাম-আলিঙ্গন-বিলাসশূন্য চুম্বনমাত্রে নিঃশেষিত হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।”

উৎকর্ষাও। ক্ষণাৎ—সেই মুহূর্ত্তেই। প্রারজ্ঞা জুস্তা—বিকাশ আরম্ভ কবা হইয়াছে যাহার দ্বারা (যদ্বা)। জুস্তার অপর অর্থ মদনকৃত মুগ্ধবিকাশ। স্বসনোদ্যমৈঃ—বসন্ত বায়ুর হিল্লোলের দ্বারা। আশ্বনঃ—নিজের অর্থাৎ লতার, আয়াসম্—আন্দোলনযত্ন, আতন্বতীম—বিস্তার করিতেছে। আবাব নিখাস পরম্পরার দ্বারা আশ্বনঃ—নিজের আয়াসম্—হৃদয়স্থিত সন্তাপ, আতন্বতী—প্রকাশ করিতেছে। মদনাথা বৃক্ষেব সহিত, অথবা কামেব সহিত। এখানে উপমা-শ্লেষ ভাবী ঈর্ষ্যা-প্রলভ্যরসেব পথপবিকারক হিসাবে থাকিয়া সহৃদয় ব্যক্তির রসচর্চণার আনুকূল্য করিতেছে। অবসবে—এইরূপ ভাবে রস যখন প্রবৃত্ত হয় তখন উপমাশ্লেষে অলঙ্কার অগ্রবর্তী আশ্বাদনের বিষয় হয়। প্রতিপদে নাটকেব প্রসঙ্গাত্মকভাবে ইহার অভিনয় করিতে হইবে। যদি প্রসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় তাহা হইলেও অপাঙ্গাদির দ্বারা বাক্যার্থেব অভিনয় কবিতে হইবে। অভিনয় যে একেবারেই হইতে পাবে না তাহা নহে। অবাস্তব কথা বলিয়া লাভ কি? অবজ্ঞাস্তাবী ঈর্ষ্যায় অবকাশদান বিষয়ে ‘কুব’ শব্দ প্রাপ্য পাইতেছে। রক্ত.—লোহিত। আমিও বক্ত অর্থাৎ আমার অনুরাগ ভাগ্যত হইয়াছে। তাহার পরবের বক্তিতা আমার অনুরাগের প্রবোচক বিভাব। এইভাবে প্রতিপদে প্রথম অর্থ বিভাবরূপে ব্যাখ্যা কবিতে হইবে। অতএব ইহা হেতুশ্লেষের উদাহরণ। সহোক্তি, উপমা ও হেতু অলঙ্কার অনেক সময় শ্লেষের দ্বারা অঙ্গুগৃহীত হয়। এই অভিপ্রায়েই ভামহ বলিয়াছেন, “রূপক হইতে শ্লেষের যে পার্থক্য তাহা সহোক্তি, উপমা ও শ্লেষের নির্দেশাত্মকাবে ত্রিবিধ রূপের হইতে পারে।” ইহার দ্বারা এমন বুঝিতে হইবে না যে অঙ্গ অলঙ্কার শ্লেষের অন্তর্গত হইতে পারে না। রসবিশেষমিতি বিপ্রলভম্। ‘সশোক’-

এখানে রসাদি তাৎপর্য থাকিলেও পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কার অঙ্গীভাবে বিবক্ষিত হইয়াছে। অঙ্গহিসাবে বিবক্ষিত হইলেও যাহাকে অবসরমত গ্রহণ করা হয়, অবসরে নহে। অবসবে গ্রহণ যথা—

“এই পুরোবত্তিনী লতাকে আজ কামমোহিত নাবীর মত দেখিতেছি—
—ইতাব কলিকা উগদত (উৎকলিকা) হইয়াছে, ইহার বর্ণ পাণ্ডুর, ইহার
বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে, বায়ুব (শ্বসনের) উল্লাসে ইহার দেহ
আন্দোলিত হইয়াছে। ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছি বলিয়া আমি
নিশ্চয়ই দেবীর মুখ কোপকষায়িত কবিয়া দিব।”

এখানে উপমাশ্লেষকে অবসরমত গ্রহণ করা হইয়াছে। গ্রহণ
করিয়াও যে অলঙ্কারকে অবসরমত ভাগ করা হয় তাহা রসের
আনুকল্যেব জ্ঞাত অথ অলঙ্কারেব অপেক্ষায় করা হইয়া থাকে।
যেমন—

“হে অশোক, তুমি নবপল্লবে অমুবজিত ; প্রিয়াব যে সকল গুণ
আছে আমি তাহাদের প্রতি অমুরক্ত। হে সখে, পুষ্প হইতে মুক্ত
ভ্রমর তোমাব উপবে আপতিত হয়। আমার উপরেও মদনের পুষ্প-
ধনু হইতে বিমুক্ত বাণ আসিয়া পড়ে।

শব্দেব দ্বাৰা ব্যতিবেক অলঙ্কারেব প্রব না কবিয়া বিপ্রলম্বশৃঙ্গারের পবি-
পোষক নিকৈদচিহ্নাদি ব্যভিচারীভাবেব প্রকাশের অবকাশ দেওয়া হইয়াছে।
কিংতহীতি। অপব পক্ষেব এইরূপ অভিপ্রায়—সমস্তটা মিলিয়া ইহা এক
সঙ্কর অলঙ্কারই হইয়াছে। তাহার মণ্যে কিই বা তাক্ত হইল কিই বা গৃহীত
হইল? তন্ত্ৰেতি—সঙ্কর অলঙ্কারের। যেখানে একই বিষয়ে দুই অলঙ্কারের
জ্ঞান হয় তাহাব নাম সঙ্কর অলঙ্কার। ‘সহরি’-শব্দ শ্লেষ ও ব্যতিরেকের
একই বিষয়। সং হবিঃ—তিনি (অচ্যুত) হবি এবং হরিদিগের বা
ঘোডদিগের সহিত। অত্রহীতি। ‘হি’-শব্দ ‘কিন্তু’-শব্দার্থে। ‘রক্তস্বং’ ইত্যাদি
শ্লোকে। অগ্নঃ—রক্ত ইত্যাদি। অগ্নশ্চ—অশোক-শোকাদি। আপত্তি
হইতে পারে যে একবাক্যাত্মা বিষয়কে আশ্রয় করিয়া যে একবিষয়ক হইয়াছে
তাহাতেই সঙ্কর হউক। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যদীতি। এবং-
বিধ অর্থাৎ বাক্যবিষয়ে। ‘বিষয়ে’-শব্দের দ্বারা একবিষয়ক বিবক্ষিত

প্রিয়াব পদাধাত তোমাব আনন্দদায়ক হয়, আমারও । আমাদের সবই তুল্য । কেবল বিধাতা আমাকে স-শোক করিয়াছেন ।”

এখানে শ্রেষ অলঙ্কার বচনানিবন্ধ হইলেও ব্যতিবেকেব অপেক্ষায় পবিতাক্ত হইয়া বসবিশেষেবই পবিপোষক হইয়াছে । এখানে অলঙ্কারবন্ধেবও সংমিশ্রণ হয় নাই । তবে কি ? যদি বলা হয় ইহা নবগিহবৎ শ্রেষব্যতিবেকে লক্ষণযুক্ত অল্প অর্থোৎ সঙ্কব অলঙ্কার, তাহা হইলে বলিব, তাহা নহে, যেহেতু সঙ্কব অলঙ্কার অল্পকপে ব্যবস্থাপিত হয় । যেখানে শ্রেষবিষয়ক শব্দেই প্রকাবাস্তবে ব্যতিবেকেব প্রতীতি জন্মায় তাহা সঙ্কব অলঙ্কারেব বিষয় । যেমন—“তিনি হবিনামা দেব, আপনি শ্রেষ্ঠ হবি (অশ্ব)-নিবহসময়িত, তাই আপনি সহবি” ইত্যাদিতে । এইখানে (“বক্তৃৎ” ইত্যাদিতে) শ্রেষ ও ব্যতিবেকেব বিষয় বিভিন্ন । এই জাতীয় বিষয়ে অলঙ্কারাস্তবেব অর্থোৎ সঙ্কব অলঙ্কারেব কল্পনা কবিলে সংসৃষ্টি অলঙ্কারেব আব কোন বিষয় থাকে না । শ্লেষব পথেই ব্যতিবেক অলঙ্কার স্ত্রীয বৈশিষ্ট্য উপনীত হইয়াছে

হইয়াছে । যদি এক বাক্যকে আশ্রয় কবিয়া একবিষয়ত্বব নিদেধ দেওয়া হয় তাহা হইলে সংসৃষ্টি অলঙ্কার থাকে না ; সর্বত্র সঙ্কব অলঙ্কার পবি-
ব্যাপ্ত হইয়া পায় । পুনবায় আপত্তি হইতে পারে যে ব্যতিবেক উপমাগর্ভ হইয়া থাকে এসং উপমাও শ্রেষমুখেই আসিয়া থাকে । অতএব শ্রেষই ব্যতিবেকেব অল্পগ্রাহক ; এককপে ইহা সঙ্কব অলঙ্কারেব বিষয় । কিন্তু যেখানে অল্পগ্রাহক অল্পগ্রাহ্য ভাব নাই, সেইখানে একবিষয়ত্ব একবাক্যত্ব হইলেও সংসৃষ্টি হয় । এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—শ্লেষেতি । শ্লেষবলে অনীত উপমাকে পূর্বোবত্তী কবিয়া । এই আশঙ্কা পবিহাব করিতেছেন—নেতি । ভাবার্থ এই :—সর্বত্র যদি উপমাশব্দেব দ্বাবা অভিহিত হয় তাহা হইলেই ব্যতিবেক হইবে, না উপমা শুধু বাক্য হইলেই ব্যতিবেক হইবে ? প্রথমোক্ত পক্ষ—যদি উপমা শব্দেব দ্বারা অভিহিত হয়—খণ্ডন কবিতেছেন—প্রকাবাস্তবেণেতি । উপমাবাচক শব্দ না থাকিলেও । শমা—প্রশমিত হইতে সমর্থ । দীপবত্তিকা কিন্তু বায়ু মাত্রেব দ্বাবাই নির্কাপিত হইতে পারে । তমরূপ কজ্জল তাহাব দ্বারা ।

বলিয়া এখানে সংসৃষ্টি হইতে পারে না—যদি এইরূপ বলা হয় তাহা হইলে যুক্তিযুক্ত হইবে না। কারণ প্রকারান্তরেও ব্যতিরেক পাওয়া যাইতে পারে। যেমন—

“যে প্রলয়ঙ্কর নিদারুণ বায়ু পর্বতকেও দলন করিতে পারে তাহা যে বর্জিকৈ নির্ঝাপিত করিতে পারে না, দিবাভাগে তিমিররূপ কঙ্কলদ্বারা যাহার সুপ্রকাশ পরমোজ্জ্বল দীপ্তি মলিন হয় না, ‘পতঙ্গ’ হইতে যাহার ধ্বংস না হইয়া উৎপত্তিই হইয়া থাকে,—নিখিল বিশ্বের প্রকাশক সূর্য্যের দীপ্তিরূপ অভিনব বর্জিকা তোমাদের সুখদান করুক।

এখানে সাম্যবাক্য শব্দের নিবন্ধন ছাড়াই ব্যতিরেকের প্রতিপাদন করা হইতেছে। এখানে (রক্তস্রং ইত্যাদিতে) শুধু শেষ হইতে চাক্ষুশের প্রতীতি হয় নাই; অতএব শ্লেষ ব্যতিরেকের অঙ্গরূপেই বিবক্ষিত হইয়াছে, স্বতন্ত্র অলঙ্কাররূপে হয় নাই—এই কথা বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ এবংবিধ বিষয়ে সাম্যমাত্র হইতেই চাক্ষুশের সৃষ্টভাবে প্রতিপাদন হয় এমনও দেখা যায়। যেমন—

“হে সখে জলধর, আমার ক্রন্দন তোমার গর্জনের সহিত তুলনীয়; আমার অশ্রুপ্রবাহ তোমার অশ্রাস্ত বারিধারার সঙ্গে তুলনীয়; তাহার বিচ্ছেদজাত শোকাগ্নি বিদ্যুৎ বিলাসের সহিত তুলনীয়; আমার ন নো রহিতা অথাৎ তনোরহিতই। দীপবর্তিকা কিন্তু তমোগুরুই থাকে, উপরিভাগে কঙ্কল বর্তমান থাকে বলিয়া অত্যন্তভাবে প্রকটিত হয় না, সেই জগ্ন। পতঙ্গাৎ—সূর্য্য হইতে। দীপবর্তিকা কিন্তু পতঙ্গের (শলভের) দ্বারা ধ্বংসই পায়, পতঙ্গ হইতে উৎপত্তিলাভ করে না। সাম্যোতি। সাম্যের অর্থাৎ উপমার। প্রপঞ্চে—স্বপ্নের দ্বারা যে বিস্তারিতভাবে প্রতিপাদন তাহা ছাড়াও। এই জগ্নই বলা হইতেছে—উপমা প্রতীয়মান হইয়াই ব্যতিরেকের অহুগ্রাহক হইতেছে, স্পষ্ট করিয়া অভিধানের অপেক্ষা রাখিতেছে না। সুতরাং ব্যতিরেকের অহুগ্রাহক হিসাবে এখানে শ্লেষোপমা প্রতীত হইতেছে এমন বলা যায় না। প্রঙ্গ হইতে পারে যে যদিও অগ্নত্র (“নোকর” ইত্যাদিতে) এইরূপ না হইতে পারে, কিন্তু এখানে

অনুস্থিত প্রিয়ামুখ তোমার অভ্যন্তরে নিহিত চন্দের মত। তোমার ও আমার ব্যাপার একই রকমের। তবে তুমি কেন আমাকে সর্বদা দণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছ ?”

এই সব শ্লোকে। রসনির্ব্বাহে সর্বথা নিবিষ্টমনা কবি যে অলঙ্কারকে একান্তভাবে পরিপূর্ণ করিতে চাহেন না তাহার দৃষ্টান্ত—

“সন্ধ্যাকালে কোমল, চঞ্চল বাহুল্যতিকাপাশের দ্বারা স্বামীকে কোপ-ভরে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া বাসনিকেতনে আনিয়া বধু কাদিতে কাদিতে সখীদের কাছে স্বামীর ছক্ষু অঙ্গুলি নির্দেশ প্রভৃতির দ্বারা সূচিত করিয়া ‘এই ব্যক্তি পুনরায় এইরূপ করিবে না’ আবেগভঙ্গুর মধুর কণ্ঠে এই কথা বলিয়া তাহাকে আঘাত করিতেছে। সে হাসিয়া নিজের অপরাধ ঢাকিয়া ধরা হইতেছে।”

এখানে রূপক আক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু রসের পরিপোষকতার উদ্দেশ্যে অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। অলঙ্কার পরিপূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হউক এইরূপ অভিপ্রায় সত্ত্বেও তাহা বাহ্যতে অঙ্গরূপে থাকে তজ্জন্ম কবি অবহিত হয়েন। যেমন—

“হে ভীক, আমি প্রিয়ঙ্গলতিকায় তোমার অঙ্গ, চকিত্তরিণীর নয়নে তোর দৃষ্টিপাত, চন্দ্র তোমার শোভা, ময়ূরের বর্ষভারে তোমার কেশ, শীর্ণশরীরা নদীর উষ্মিমাল্য তোমার জ্ববিলাস আছে বলিয়া মনে করি। অহো, কোন এক স্থানে তোমার সাদৃশ্য সমগ্রভাবে নাই।”

(রক্তং ইত্যাদিতে) সেইরূপে ব্যতিরেকেব অল্পগ্রাহক হওয়ার প্রবণতার জন্তই উপমা প্রতীত হইতেছে। সেইরূপ প্রবণতা না থাকিলে শ্লেষোপমা দ্বারা চাক্ষুশ সৃষ্টি করিতে পারিতেছে না; তাই তাহা পৃথকভাবে অলঙ্কারত্বলাভ করে নাই। তাই বলিতেছেন—নাহেতি। ইহা অসিদ্ধ, রসবেত্তার নিজের হৃদয়ে এইরূপ অল্পভূতি হয় না। ইহা মনে রাখিয়া দেখাইতেছেন যে-শ্লেষ রসবেত্তার অল্পভূতিকে আচ্ছন্ন করে সেইরূপ শ্লেষ ছাড়াই শুধু উপমার দ্বারা অল্প উদাহরণে চাক্ষুশলাভ হয়। এই উদাহরণ দিয়া

ইত্যাদিতে। এইভাবে যে অলঙ্কার বিবচিত্র হয় তাহা কবির রসান্ধিকার কবণ হয়। যদি অলঙ্কার এই প্রয়োগপ্রণালী অতিক্রম কবে তাহা হইলে অবশ্যই বসভঙ্গ হইবে। মহাকবিদেব বচনায়ও বহুবাব এই জাতীয় পদার্থ (বসভঙ্গ) দেখা যায়। কিন্তু যে সকল মহাকাব্যে সতশ্র সুন্দর উক্তি দ্বারা নিজদিগকে প্রকাশ কবিতাছেন তাঁহাদেব দোষ ঘোষণা নিজেবই দোষ দেখান হইবে বলিয়া পৃথকভাবে দেখান হইল না। কিন্তু রসাদিব্যয়ের ব্যঞ্জনা রূপকাদি অলঙ্কারবর্গেব সমীক্ষাসহকাৰে প্রয়োগের যে পদ্ধতি তা কবি-ভাবে দেখান হইল তাহা অনুসরণ করিয়া সমাপ্তিতেচনা শ্রবণি স্বয়ং অলঙ্কার নির্দেশ কবিতা যদি বক্ষ্যমাণ অলঙ্কারবর্গেব আত্ম উপনিবদ্ধ কবেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি পরম চৰিতার্থতা লাভ কবিতেন।—

(এই বিবক্ষিতাশ্রুপরাচ্য ধ্বনির) যে অনুরণনরূপ আত্মা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়, শব্দ ও অর্থশক্তিমূলকের জগ্য তাহাও দুই প্রকারের হইয়া থাকে। ২০।

ইহাব অর্থ্যং বিবক্ষিতাশ্রুপরাচ্য ধ্বনির যে আত্মা তাহাব ব্যঞ্জনা ক্রমে ক্রমে সংলক্ষিত হয় তাহাব অনুবান নাম দেওয়া হইয়াছে; তাহাও শব্দশক্তিমূলক ও অর্থশক্তিমূলক এই দুই প্রকারের হইয়া থাকে।

অদ্য পক্ষকে নিবৃত্ত কবিতাছেন—যত ইত্যাদি দ্বাবা। উদাহরণ প্রোকে যতগুলি তৃতীয়ান্ত পদ আছে তাহাদেব সঙ্গে ‘তুল্য’ শব্দ যোজনা কবিতা হইবে। আর সব কিছু “বক্তব্য” ইত্যাদি পদের শ্রায় যোজনা কবিতা হইবে।

এইভাবে “আসবে গ্রহণ” এবং “অবসবে ত্যাগ” সমর্থন করিয়া কবিতা “নাতিনিবৃত্তিগমিতা”—(অতিশয়রূপে নির্মিত্ত কবাব অনিচ্ছা) ভাগ ব্যাখ্যা কবিতাছেন—বসতি। অলঙ্কার বিশেষ সমীক্ষা বা বিবেচনার সহিত সন্নিবিষ্ট কবিতা হইবে। ‘চ’-কাব এই সমীক্ষা প্রকাব বুঝাইয়া সন্নিবিষ্ট অর্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। দৃষ্টি—অর্থ্যং ব্যাবস্থা। যদি বাহুল্যিকা সম্পূর্ণরূপে বজ্জতে পবিণত হইত তাহা হইলে বাসগৃহ কারাগার বা পঙ্কবেব মত হইত

অপত্তি হইতে পারে যে শব্দশক্তিবশতঃ যে অর্থাস্থর প্রকাশিত হয় তাহাকে যদি ধ্বনিব প্রকার বলি তাহা হইলে শ্লেষের বিষয়ই অপস্থত হইবে। কিন্তু তাহা নহে—এই জ্ঞান বলিতেছেন

কাব্যে যে অলঙ্কার শব্দের দ্বারা উক্ত না হইয়া শব্দশক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহাই শব্দশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি ২১।

যেহেতু অলঙ্কার—বস্তুমাত্র নহে—কাব্যে শব্দশক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহাই শব্দশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি—ইহাই আমাদের বিবক্ষিত। কিন্তু যদি শব্দশক্তির দ্বারা দুইটি বস্তু প্রকাশিত হয় তাহা হইলে তাহা শ্লেষ অলঙ্কার হইবে। যেমন—

“যিনি অন বা শকটাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন, যিনি অজ্ঞান, যে দেহের দ্বাৰা দানবেরা জিত হইয়াছিল তাহাকে অতীতকালে যিনি স্ত্রীরূপে পরিণত করিয়াছিলেন, যিনি উদ্ধত ভুজঙ্গ কালিয়কে হত্যা কবিয়াছিলেন এবং যিনি রবে (অ-কারে) লীন হইয়াছেন, যিনি

এং তাহা অতিশয় অসুচিত হইত। সখীনাং পুংঃ ইতি—সখীদের সম্মুখে। ভাবার্থ এই যে তোমরা তো অনববতই বল যে এই ব্যক্তি এইরূপ কবে না, কিন্তু দেখ। স্বলস্ট্রী অর্থাৎ কোপাবেশে যাহার বাক্য স্থাপিত ও মধুর হইয়াছে। কি এই বাক্য? পুনরায় আর এইরূপ কবিবে না। এইরূপ যে বলা হইল তাহা কিরূপ অর্থাৎ কিরূপ করিবে না?—দুশ্চেষ্টিতং (চুত্বর্থ)। নথপদাদি অঙ্গুলি প্রভৃতির নির্দেশের দ্বারা দেখাইয়া। হস্ততএবেতি। সখী প্রভৃতি যে অঙ্গুলি করিতেছে তাহা রক্ষা করিতেছে না, কারণ শ্রিয়তম হাসিব দ্বারা অপরাধের অপলাপ করিতেছে। অপরাধের অপলাপ কে সঙ্ঘ করিতে পারে? নির্বোঢুমতি। নিঃশেষে পরিসমাপ্ত করিতে। শ্রামাহু—পাণ্ডবতা, রুশতা এবং কষ্টকসংযোগহেতু এখানে স্বগন্ধি প্রিয়ঙ্গুলতা বুঝাইতেছে। শশিনি—পাণ্ডুরতার জ্ঞান। উৎপশ্যামি—যত্নের সহিত সম্ভাবনা করি, জীবনধারণের জ্ঞান। হস্ত—কষ্টসূচক। কোন একটিমাত্র বস্তুতে সমস্ত সাদৃশ্য না থাকায় আমার চিত্ত আন্দোলিত হইতেছে। এইজ্ঞান আমি এখানে সেখানে দাঁড়াইতেছি, কোন এক জায়গায় বৈধা

গোবর্দ্ধন পর্বত (অগং) ও পৃথিবী (গাং) ধারণ করিয়াছিলেন, শশীকে যে মথিত করে সেই রাহুর যিনি শিরশ্ছেদন করিয়াছেন, অমরবৃন্দ যাঁহার নাম স্তবযোগ্য বলিয়াছেন, যিনি স্বয়ং অন্ধক অর্থাৎ যাদবদের বাসভূমি নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি সর্বদাতা, সেই মাধব তোমাকে রক্ষা করুন।” (বিষ্ণুপক্ষে) অথবা “যিনি মনোভব বা কন্দর্পকে ধ্বংস করিয়াছেন, যে বিষ্ণু বলীকে জয় করিয়াছেন তাঁহার দেহকে যিনি পুরাকালে অস্ত্রে পরিণত করিয়াছিলেন, উদ্ধত ভুজঙ্গ যাঁহার হার ও বলয়, চন্দ্র যাঁহার শিরে, যিনি গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন, যাহার হরনাম স্তবযোগ্য বলিয়া অমরবৃন্দ বলিয়াছেন, যিনি অন্ধকাসুরকে নিধন করিয়াছেন, সেই উমাপতি তোমাকে রক্ষা করুন।” (শিবপক্ষে)

লাভ করিতে পারিতেছি না। ভীষিতি। যে ব্যক্তি কাতরহৃদয় সে নিজের সর্বস্ব এক স্থানে রাখিতে পারে না। উৎপ্রেক্ষা তত্ত্বাবের আরোপরূপক ; তাহাকে যে সাদৃশ্য অহুপ্রাপিত করে তাহা যেমন আরম্ভ হইল তেমনি সম্পূর্ণরূপে নির্বাহিত হইলেও উৎপ্রেক্ষা বিপ্রলম্বরসের পোষকই হইল। (বৃত্তিতে) তত্ত্ব লক্ষ্য ন দর্শিতম্—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে অর্থাৎ তাহা লক্ষিত হয় কিন্তু দেখান হইল না। প্রত্যুদাহরণ না দেখাইলেও উদাহরণ অহুশীলন করিয়াই অতীষ্ট ফল লাভ করা গেল ইহাই দেখাইতেছেন— কিং স্থিতি। অম্ললক্ষণমিতি। পরীক্ষাপ্রকার। যেমন যাহা অবসর মত ত্যক্ত হইয়াছে তাহাই পুনরায় গৃহীত হইতে পারে। যেমন আমারই রচিত শ্লোকে—“শীতান্তে চন্দ্রের কর যদি অমৃতচ্ছটাংশিষ্টই হইয়া থাকে তবে তাহার কেন আমার মনকে এত তীব্রভাবে দহন করিতেছে? তবে তাহার কি কালকূটবিষের সহবাসে দূষিত হইয়াছে? তাহা হইলে আমার প্রাণ হরণ করিতেছে না কেন? তবে কি প্রিয়তমার নাম জ্বলনরূপ মস্তুর দ্বারা আমার প্রাণ রক্ষিত হইতেছে? আমি কি মোহাজ্বর হইলাম? হা হা! এই যে কি পতি তাহা আমি জানি না।” এখানে রূপক, সন্দেহ ও নির্দর্শনা ত্যক্ত হইয়া রসপরিপোষণের জন্ত পুনরায় গৃহীত হইয়াছে। অমিক বলা নিম্নয়োজন। ১৮, ১৯।

এইভাবে বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যক্সনির অলক্ষ্যক্রমাত্মক প্রথম ভেদ নির্ণয়

আপত্তি হইতে পারে—উদ্ভটভট্ট প্রভৃতি বলিয়াছেন যে অল্প অলঙ্কার প্রতিভাত হইলেও তাহাব নাম শ্রেষ্ঠ দিতে হইবে; সুতবাং শব্দ-শক্তিমূলক ধ্বনিব অবকাশ থাকে না। এই আশঙ্কা কবিতায় বর্ণিত—
—শব্দ শক্তিব দ্বারা ‘আক্ষিপ্ত’। তৎ তৎ য়েখানে শব্দশক্তিব দ্বারা অলঙ্কার প্রতীয়মান না হইয়া সাক্ষাৎভাবে না। তথ্য তাহা সবই শ্লেষেব বিষয়। কিন্তু যেখানে শব্দশক্তিব সামর্থ্য দ্বারা বাচ্য-ব্যতিবিক্ত অল্প অলঙ্কার আক্ষিপ্ত তথ্য তাহা বাচ্য তথ্যই প্রকাশিত হয় এবং তাহা ধ্বনিব বিষয়। শব্দশক্তিব দ্বারা সাক্ষাৎভাবে অল্প অলঙ্কারের প্রকাশেব উদাহরণ, যেমন—

“স্বভাবতঃ মনোহাবী তাহাব স্তনযুগলে হাব না থাকিলেও তাহাব কাহাব না বিষয় সঞ্চাব কবিতাঙ্কিতঃ”

এখানে শৃঙ্গারবসেব ব্যতিচারী ভাব বিষয় এবং বিবোধ অলঙ্কার সাক্ষাৎভাবে প্রতিভাত হইতেছে। অতএব ইহা বিবোধ অলঙ্কারেব অনুগ্রাহক শ্লেষেবই বিষয়, অনুস্বানোপম ব্যঙ্গোব বিষয় নহে। কিন্তু অলঙ্কারমবজ্ঞা ধ্বনিতে শ্লেষ বা বিবোধ অলঙ্কার বাচ্য হইয়াই ব্যঞ্জনার বিষয় সৃষ্টি কবিত্তে পাবে। যেমন আমাবই লিখিত শ্লোকে—

কবিতা দ্বিতীয় ভেদ বিংশং কবিত্তে জ্ঞান বলিতেছেন একেণ চতুর্থাৎ। প্রথমপাদে অল্পপাদে বর্ণিত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বলা হইয়াছে ইহা অল্পপাদেব সমর্থকও বটে। ঘটাব অনুবর্ণন আঘাতজনিত শব্দেব উপবে নির্ভব কবিতা ক্রমে ক্রমেই প্রতীত হয়। সোহপীতি। ধ্বনি য়ে কেবল মূলতঃই দ্বিবিধ হইয়া নহে। কেবল য়ে বিবক্ষিতাত্তপববাচ্যধ্বনিই দ্বিবিধ তাহাও নহে। তৎও দ্বিবিধ—ইহাই ‘অপি’ শব্দেব অর্থ ১০ ॥

কাবিকাগত ‘চি’-শব্দ ব্যাখ্যা কবিত্তেছে— যস্মাদিত্তি। ‘অলঙ্কার’-শব্দেব অল্প শব্দ হইতে পাথ, দগাইতেছেন—ন বস্তুমাত্রমিত্তি। বস্তুদ্বয়ে চিত্তি। ‘চ’-শব্দ ‘কিন্তু’ বুঝাইতেছে। যেনেহি। গাহাব কর্তৃক বালকাদি কবাব সময়ে শকটাস্থর নিহত হইয়াছে। অতএব—জগত্ৰহণ না কবিতা। বলিনঃ—বলীদিগকে অর্থাৎ দানবদিগকে ধিন জয় কবিত্তাছেন। যিনি পুবাঙ্কালে অমৃতহরণসময়ে স্বীয় দেহকে স্বীদেহে রূপান্তরিত কবিত্তাছিলেন। যিনি

“যিনি শস্ত্রে সুদর্শনচক্র ধারণ করিয়াছেন, যিনি নিজ স্থললিত চবণাববিন্দর দ্বারা সমগ্রজগৎকে বাপ করিয়াছেন এবং যিনি চন্দ্রকে চক্ৰরূপে ধারণ করিয়াছেন তিনি যে কৃষ্ণাঙ্গীকে স্ত্রী করিয়াছেন তাহাকে অধিক দেখিতেন ইহা যুক্তিযুক্তই, কারণ কৃষ্ণাঙ্গীকে অশেষ তপ্ত প্রশংসনীয়, তাঁহার সর্বদেহে লীলায় ত্রিলাক জিত হইয়াছে ; তাঁহার মুখ নিববশেষ লাবণ্যযুক্ত ও চন্দ্রসদৃশ। সেই কৃষ্ণাঙ্গী তোমাদিগকে রক্ষা করুন।”

এখানে ব্যাতিবকছাযান্ত্রগাঠী শ্লেষ বাচ্য হইয়াই প্রতীত হইতেছে। আরও যেমন—

“জলদভুজগজাত বিষ (জল) ত্রিংশী নাবীতে শিবোৎপন্ন, বিষয়ে অনভিলাষ, মানসিক উদাস, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নৈকলা, মর্চ্ছা, অক্ষণ, শব্দবীণীড়া ও মৃগযুক্ত হঠাৎ আনয়ন হবে।” অথবা যেমন—

উদ্ধৃত অর্থাৎ মদগর্ভিত কালিয় নামক সর্পকে হত্যা করিয়াছিলেন। তবে অর্থাৎ শব্দে লব্ধ যাহাব, যেহেতু বলা হইয়াছে—“অ কাবই বিষ্ণু”। যিনি গোবর্ধন পর্বত এবং পাতালগণ পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন, যাহাব নাম শুভবোধ্য একথা ঋষিরা বলিয়াছেন। তাহা কি ? শশীকে মথন করে—কঠায় বিপ্, শশিমথ্ অর্থাৎ বাত, তাহাব শিব যিনি ছেদন করিয়াছেন। এই মাধব অর্থাৎ বিষ্ণু যিনি সর্বদাতা তিনি তোমাকে রক্ষা করুন। তিনি কুরুপ যিনি দ্বাবদাতক অন্ধক-জনগণের অর্থাৎ যাদবদিগের বাসভূমিতে পবিত্র করিয়াছেন। অথবা মোঘলপরে তিনি ইষিকাব দ্বারা তাহাদেব হত্যা করিয়াছেন। দ্বিতীয় অর্থ—যিনি কামদেবকে জয় করিয়া বলজিতেব অর্থাৎ বিষ্ণু দেহকে ত্রিগুবর্নিধনকালে অস্ত্রে পবিত্র করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত সর্বসমুহ যাহাব হাব ও বলয়, মন্দাকিনীকে যিনি ধারণ করিয়াছেন, যাহাব শিব চন্দ্রযুক্ত বলিয়া ঋষিরা বলিয়াছেন, যাহাব ‘হর’-নাম শুভাংশগা ইহাও ঋষিরা বলিয়াছেন, সেই ভগবান্ অর্থাৎ অক্ষ-কামদেবের নিধন করিয়াছেন, যিনি উমার পতি তিনি সর্বদাতা তোমাকে রক্ষা করুন। এখানে দ্বিতীয় অর্থ বে প্রতীত হইল তাহা বস্তুমাত্র, অলঙ্কার নহে।

“গজেন্দ্র যেমন মানসসরোবরের কাঞ্চন পঙ্কজ দলিত করিয়া তাহার সৌরভকে মণিত করে তোমার বাহুপরিঘাও শত্রুর মানস পঙ্কজে সেইরূপ করিয়া থাকে। গজেন্দ্র যেমন অবিভ্রান্ত মদজল নিয়ুক্ত করিয়াও সঙ্কুচিত হয় না তোমার বাহুপরিঘাও সেইরূপ দান করিয়া সঙ্কুচিত হয় না।”

এখানে রূপকচ্ছায়াগ্রাহী শ্লেষ বাচ্য হইয়াই অবভাসিত হইতেছে। যেখানে সেই শ্লেষ অলঙ্কার আক্ষিপ্ত হইয়াও পুনরায় অল্প শব্দের দ্বারা অভিহিত হয় সেইখানে শব্দশঙ্কুস্তুব অমুরণরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনির ব্যবহার হয় নাই। সেখানে বক্রোক্তি প্রভৃতি বাচ্য অলঙ্কারেরই ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন—

সুতরাং ইহা শ্লেষেরই বিষয়। কারিকায় যে ‘আক্ষিপ্ত’-শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে অল্পাংশ পদার্থ হইতে তাহার পার্থক্য দেখাইবার জন্য প্রস্তাবা বা সূচনা কবিতেছেন—নম্বলকার ইত্যাদির দ্বারা। তত্ত্বা বিনাপীতি। এই ‘অপি’-শব্দ বিরোধ প্রকাশ করিয়া অর্থরয়ে আপন অভিধাশক্তি দান করিতেছে। হৃদয় অবশ্রাই হরণ করে। তাই হারিণী। হার যাহাদের আছে—তাই হারিণী। ‘বিশ্বয়’-শব্দ এই অর্থেরই পরিপোষক; ‘অপি’-শব্দ না থাকিলে শুধু ‘হারিণী’-শব্দ হইতে অর্থরয়ের অভিধা হইত না, কারণ স্তনযুগল স্বীয় সৌন্দর্য্যেব জগত্ই বিশ্বয়েব হেতু। বিশ্বয়াখ্যোভাবঃ—“বিশ্বয়া-খ্যোভাবঃ প্রতিভাসত ইতি”—রুত্তিতে লিখিত এই কথা “বিবোধচ্ছায়াগ্রাহী শ্লেষের বিষয়” ইত্যাদির দৃষ্টান্ত হিসাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যেমন ‘বিশ্বয়’-শব্দের দ্বারা বিশ্বয়ের প্রতীতি হইতেছে সেইরূপ বিরোধের প্রতীতিও হইতেছে: ‘অপি’-শব্দের দ্বারা এই প্রতীতি হইতেছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, তবে এখানে ধ্বনি কি একেবারেই নাই? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অলঙ্কাতি। বিরোধেন বেতি। ‘বা’-পদের দ্বারা দেখাইতেছেন যে ইহা শ্লেষবিরোধমূলক সঙ্কর-অলঙ্কার। ইহাদের মধ্যে অমুগ্রাহক ও অমুগ্রাহীত সম্পর্ক আছে; তাই কোন একটিব ত্যাগ বা গ্রহণের কোন কারণ নাই—ইহাই ‘বা’-শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। সুদর্শননামক চক্র করে যাহার। ব্যতিরেক অলঙ্কার হিসাবে ধরিলে—সুদর্শন অর্থাৎ প্রাচ্য হস্তধর যাহার। যিনি অরবিন্দসদৃশ চরণ-

“হে কেশব, গো-পরাগে (গোধূলিতে) হৃতদৃষ্টি হওয়ায় আমি তো কিছুই দেখিতে পাই না। সেই জন্যই, হে নাথ, আমি স্থলিতা হইয়াছি। তুমি কেন পতিতাকে অবলম্বন করিতেছ না? বিষম বা বন্ধুর পথে (বিষমেষু বা কন্দর্পের দ্বারা) খিল্লদয়্য বমণীগণের তুমিই একমাত্র গতি—ইহা গোপিনীবা নানা ইন্দ্রিতে সূচনা করিয়া বলিয়া থাকে। গোষ্ঠে তুমি আমাদিগকে চিবকাল রক্ষা কর।”

এই জাতীয় সবই অনায়াসে বাচ্য শ্লেষের বিষয় হয় তো হউক। কিন্তু যেখানে অর্থসামর্থ্যের দ্বাৰা আক্ষিপ্ত হইয়া অশ্রু অলঙ্কার শব্দশক্তির দ্বাৰা প্রকাশিত হয় তাহা সবই ধ্বনির বিষয়। যেমন—

যুগলেব বিজ্ঞাসেব দ্বারা ত্রিভূবন ব্যাপ্ত করিয়াছেন। চক্ৰকপ চক্ষু ধাবণ করিয়া। বাচ্যতয়ৈবোতি। স্বতনোরদিকাম্—ইহার দ্বারা ব্যতিরেক অলঙ্কার বাচ্য হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া। ‘ভূজগ’-শব্দের পর্য্যালোচনাব বলেই ‘বিষ’ শব্দ অ ভবাশক্তিব দ্বাৰা ‘জল’ বুঝাইয়াও বিশ্রাস্তি লাভ করিতে চাহে না। বরং হলাহল লক্ষণযুক্ত দ্বিতীয় অর্থ বুঝাইতেছে, কাবণ ‘হলাহল’—এই দ্বিতীয় অর্থ অভিহিত না কবা পর্য্যাস্ত অভিধাশক্তির ক্রিয়া অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। ‘ভ্রমিম্’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘মরণ’ পর্য্যাস্ত সকল শব্দ এক শ্লেষেরই বিষয়। সমস্ত আশা নির্মূল হইয়াছে এইভাবে ঋণ্ডিত হইয়াছে যে শত্রুহৃদয় তাহাই কাঞ্চনপঙ্কজ। শত্রুহৃদয়কে কাঞ্চনপঙ্কজ বলার কাবণ এই যে তাহা সাবিশিষ্ট। তৈঃ—তাহাবাই কারণভূত হইয়া। শিষ্মহিঅপরিমলা ইতি—প্রবৃদ্ধ প্রতাপশালী, অখণ্ডিত বিতবণের দ্বারা প্রসাবশালী বাহুপবিধাঃ—লৌহ লগুডসদৃশ বাহু বাহার। গজেন্দ্রাঃ—‘গজেন্দ্র’-শব্দ প্রয়োগের জন্য ‘চমহিঅ’-শব্দ, ‘পরিমল’-শব্দ, ‘দান’-শব্দ ‘অবলুষ্ঠন-সৌরভ-বিমর্দন’ লক্ষণযুক্ত অর্থ প্রতিপাদন করিয়াও নিজেদের অভিধাশক্তি পরিসমাপ্ত করে নাই, উক্ত দ্বিতীয় অর্থও অভিহিত করিতেছে। এইভাবে ‘আক্ষিপ্ত’ শব্দকে অশ্রু শব্দ হইতে পৃথক করিয়া দেখাইয়া ‘এব’-শব্দের এইরূপ বৈশিষ্ট্য দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে—স চেতি। উত্তমার্থ-প্রতিপাদন করিতে সমর্থ এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিলে, তন্মধ্যে কোন একটি বিষয়ের মধ্যে যেখানে অভিধা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকিতে পারে না, যেমন ‘যেন যন্তমনোভবেন’ ইত্যাদি।

“এমন সময়ে কুসুমসময়যগ সমাপন কবিয়া ফুল্লমল্লিকাধবলাটচাস-
সমম্বিত গীত্য়নামা মহাকাল বিকশিত হইল।” [এখানে মহাকালার্থ্য
শিবের অভ্যাগম ধ্বনি • হইতেছে ।] আবার যেমন—

“তবীর উন্নত, টলমি হ্রাববিবিশিষ্ট, অধবসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ পয়োধবভাব
কাহার মনে না অভিলাষের সঞ্চার করিল ?” অথবা যেমন—

“দীপা শন শ্মিসমত সময়ে জল আকর্ষণ ও টেংসজ্জন বিবিধ
প্রজাসমূহের আনন্দদান করে।”

[গার্ভীগণের দ্রুত যত্ন সময়ে দোতন ববা হয় এবং টেংসৃষ্ট হয়
বলিয় তাহারাও জনসাধারণের আনন্দ দান করে ।]

“তাঁহার বহিঃজাল পূর্বাত্ম চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হয়, দিনান্তে সংতরণ
করা হয়।”

[গার্ভীগণ পূর্বাত্ম বিক্ষিপ্ত হয় চবিয়া বড়ায় , দিনান্তে আবার
একত্রীকৃত হয় ।]

যেখানে আবার দ্বিতীয় আভাব্যাপাবের অন্তিমের জ্ঞাপক প্রমাণ থাকে,
যেমন—“অভিধানাপি” ইত্যাদি হইতে আবৃত্ত্য কাব্যে ‘চ মহিঅমাগস’ ইত্যাদি
পদ্যান্ত, এইসকল শ্লোকে সেই দ্বিতীয় অর্থ অভিধানজির দ্বারাষ্ট পাওয়া যায় —
ইহা স্মৃতিই। যেখানে প্রকরণাদি আভাব্যাপিককে একটি অর্থে নিষিদ্ধ করাবার
হেতুরূপে বস্তুমান থাকে এবং সেই প্রকরণাদি দ্বারাষ্ট অভিধান দ্বিতীয় কোন অর্থে
সংক্রামিত হয়না সেইখানে সেই দ্বিতীয় অর্থ আক্ষিপ্ত হইয়াছে এইরূপ বলা
যাইতে পারে। আবার যদি এমন কোন শব্দ থাকে যাহার জগা সেই
প্রকরণাদিনামাকব শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই অভিধানজির
বাধিত হইয়াও পুনরুজ্জীবিত হয়। এই সকল ভ্রান্তি ধ্বনিব বিসবনাষ্ট—
ইহাই তাৎপর্য। ‘চ’-শব্দ ‘অপি’ শব্দার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বিন্দু নামে
হইয়াছে (স আক্ষিপ্তোহপি)। আক্ষিপ্তোহপি আক্ষিপ্ত হইয়াও অর্থাৎ
আক্ষিপ্ততাবশতঃ শীঘ্র সম্ভাব্যমান হইলেও—ইহাই অর্থ। ইহা বস্তুতঃ
“আক্ষিপ্ত” নহে, কিন্তু অস্ত শব্দের দ্বারা অভিধানজির বাধা দ্বীকৃত হইয়া
ইহা অভিধানজিরই। “পুনঃ” শব্দের দ্বারা পুনরুজ্জীবিত প্রাতিপ্রসব বা বাধা
দ্বীকরণ ব্যাখ্যাত হইল—ইহাই স্মৃতিত করিতেছেন। স্মৃতিবা কারিকায়

“এই রশ্মিগুলি [ও গাভীগুলি] দীর্ঘ কৃষ্ণের আধার সংসারে জন্ম প্রভৃতির ভয়সঙ্কুল সমুদ্র পার হওয়ার অর্গবয়ান। [গাবঃ—রশ্মিসমূহ ও গাভীসমূহ।]”

প্রস্তাবিত বিষয়েব সঙ্গে অসম্বন্ধ কোন অর্থ অভিধাশক্তি প্রসক্ত হইবে না। তাই এই সকল উদাহরণে প্রকরণবহির্ভূত অথবা অর্থশব্দশক্তি বহির্ভূত প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া অর্থের সামর্থ্যের জন্য প্রাসঙ্গিক (প্রাকরণিক) ও অপ্রাসঙ্গিক অর্থের মধ্যে উপমান-উপমেয়সম্বন্ধ কল্পনা কবিত্তে হইবে। এই শ্রেণি অর্থের দ্বারা আক্ষিপ্ত, সাক্ষাৎভাবে শব্দনিষ্ঠ নহে। অতএব শ্রেয়ঃশব্দক এবং অন্তঃস্থানোপমবাস্তবনিব বিষয় নির্ভুল। শব্দশক্তিমূলক অনুমানোপমবাস্তব স্থলে অত্যাশ্রয় অলঙ্কারও থাকিতে পারে। এইভাবে শব্দশক্তিমূলক বিবোধ-অলঙ্কারও দেখা যাইতে পারে যেমন ভট্টাচার্যের থানেশ্বর নামক জনপদ-বর্ণনা—

(২১১) ‘এব’-কাবের প্রয়োগ আক্ষিপ্ততাব আভাসও নিশ্চয় করিতেছে। হে কেশব, গোপালব দ্বারা আমার দৃষ্টিশক্তি অপহৃত হইয়াছে ; তাই আমি কিছুই দেখিতে পাচ্ছি না। সে ক্রম আমি পথে স্থলিত হইয়াছি। আমি পাড়ায় গিয়াছি—এমন কি কাবণ থাকিতে পারে যে তুমি আমাকে হস্তেব দ্বারা অবলম্বন কবিতেন না ? যেহেতু নিম্নোক্ত বা বন্ধু পথে ভুগিই একঃ অর্থাৎ অতিশয় বলবান্। সকল অবলাদিগেব অর্থাৎ বালবৃদ্ধবর্গাদেব, পিঙ্গলমসং—যাহাব চক্ষিতে অশক্তি তাহাদেব, গতিঃ—আলম্। এইরূপ অর্থ প্রকরণেব দ্বারা ‘কেশব’, ‘গোপবাগ’ প্রভৃতি শব্দের অভিধাশক্তি নিমিত্ত হইয়াছে, তথাপি দ্বিতীয় যে অর্থ ব্যাখ্যাত হইবে তাহাতে অভিধাশক্তি নিরুদ্ধ হইলেও ‘সলেশং’-শব্দের দ্বারা তাহাব বাধা দূর হইয়া আবার সেই অভিধাই পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। এখানে ‘সলেশং’ বলিতে বুঝিতে হইবে—সূচনাব সহিত। ‘লেশ’-শব্দের মৌলিক অর্থ অল্প হওয়া অর্থাৎ ‘সূচিত করা’। (দ্বিতীয় অর্থ) হে কেশব ! হে স্বামিন্ ! অমরাগেব দ্বারা অপহৃতদৃষ্টি হওয়ায়। অথবা কেশবগত উপরাগেব দ্বারা যে দৃষ্টি অপহৃত হইয়াছে বা বিচার-শক্তি নষ্ট হইয়াছে তদ্বারা—এইরূপ যোজনাও করা যাইতে পারে। স্থলিতাশ্রি

‘যেখানে প্রমদারা মাতঙ্গগামিনী এবং শীলবতীও, গৌরীর এবং বিভবরতাও, শ্রামা এবং পদ্মবর্ণাও, শ্বেতদন্তের জন্তু শুচিবদনা এবং মদিরশুগন্ধিনীঃসাসবিশিষ্টাও।’

এখানে বিরোধ-অলঙ্কার অথবা বিরোধ-অলঙ্কারের ছায়াশুগ্রাহী শ্লেষ-অলঙ্কার বাচ্য হইয়াছে এইরূপ বলা যাইতে পারে না, কারণ বিরোধ-অলঙ্কার এখানে সাক্ষাৎভাবে শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে না। যেখানে শ্লেষোক্তি তে বিরোধ-অলঙ্কার সাক্ষাৎভাবে শব্দের দ্বারা নিবেদিত হয় সেইখানে শ্লেষ ও বিরোধ-অলঙ্কারদ্বয়ের বিষয় পাওয়া যায়। যেমন সেই হৃষ্যচারতেই—“বিরোধী পদার্থের সমবায়ের মত। যেমন—নব তমোবাশি সন্নিহিত হইলেও উজ্জলমুগ্ধি সূর্য্য” ইত্যাদিতে।

—আমি খণ্ডিতচরিত্রা হইয়াছি। পতিতামতি—অতএব আমার প্রতি ভক্তভাব। একঃ ইতি—ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে যে তুমিই অসাধাবণ সৌভাগ্যশালী দেখেছ স্কল মদনবিধুবা রমণী কতক তুমি সেবিত হও। এই-ভাবে সেবিত হইয়া তুমি সকলেব ঈর্ষ্যাকলুষতা নিরস্ত করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়া থাক। এইরূপে শ্লেষ অলঙ্কারেব বিষয় ব্যাখ্যাপিত করিয়া ধ্বনির বিষয় বলিতেছেন—যত্রাতি। কুঙ্কমসময়ায়ক যে দুই মাস তাহা শেষ করিয়া। ধবলানি—মনোহাবী ; অট্টানি—আপণ, দোকান, যাহাব দ্বারা, ফুল্লমলিকাদের সেই হাস—বিকাশ অর্থাৎ ধবলও যেখানে। ফুল্লমলিকাই ইহার ধবল অট্টহাস এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে “জলদ ভুজগজং” ইত্যাদির মত হইবে (ধ্বনির উদাহরণ হইবে না)। দিনের দৈর্ঘ্যের জ্ঞাপন সহজে অতিবাহন সম্ভব নয় তজ্জগৎ মহান কাল অর্থাৎ সময়। এখানে প্রস্তাবিত বিষয় ঋতুবর্ণনা, তদ্বারা শব্দ-গুলিব অভিধাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। নিয়ম আছে—“অবয়বপ্রসক্তি হইতে সমুদায়ের প্রসক্তি বলীয়সী”—এই ন্যায়কে পরাস্ত করিয়া প্রকরণবলে মহাকাল প্রভৃতি শব্দ এই অর্থই বুঝাইয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইহার পর শব্দশক্তিমূলক ধ্বননব্যাপার হইতেই অল্প অর্থের অবগতি হয়। এখানে কেহ কেহ মনে করেন—“পূর্বে এই সকল শব্দ অল্প অভিধাশক্তির দ্বারা অল্প অর্থ বুঝাইয়াছে তাই তথাবিধ অর্থান্তরের প্রতীতি যে বোদ্ধার থাকে তাহার কাছে ঐ সকল শব্দের প্রসঙ্গ নিয়ন্ত্রিত অভিহিত অর্থে যে অল্প অর্থের

অথবা যেমন আমারই রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকে—

“যিনি অক্ষয় (গৃহস্থান) অথচ সকলেব একমাত্র আশ্রয়, যিনি অধীশ অথচ ধীর ঈশ্বর, যিনি ক্রিয়াকুশল অথচ নিষ্ক্রিয়, যিনি অরিবিনাশক অথচ চক্রধর, যিনি কৃষ্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) অথচ হরি (হরিতবর্ণ) তাঁহাকে নমস্কার কর ।”

এইভাবে ব্যক্তিরেক-অলঙ্কারের প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন আমারই রচিত শ্লোকে—

“দিনপতির যে পাদ অর্থাৎ বিরণসমূহ অঙ্কবার বিচিষ্ট বরিয়া (খ) আকাশকে টেজুল করে অথবা যে পাদ নথের দ্বারা উদ্ভাসিত অথচ গগনে উদ্ভাসিত হয় না, যাহাবা পদোব স্ত্রীবিদ্ধি করে আবার যাহাদের স্ত্রী পদোব শোভাকে নিন্দনীয় করে, যাহাবা ক্ষিত্তিরের (পর্বত ও

উপলব্ধি হয় তাহা ধ্বননব্যাপার হইতেই হইয়া থাকে। অতএব শব্দ শক্তিমূলক ও ব্যাখ্যাত্ত—ইহাদের মধ্যে এইখানে বিরোধিতা নাই।” অপর কেহ কেহ বলেন—“যেহেতু সেই দ্বিতীয়ার্থবাচক অভিধা গ্রন্থের সঙ্গে ভীষণ দেবতাবিশেষের সাদৃশ্যাত্মক অর্থসামর্থ্যকে সহকারীরূপে গ্রহণ করে; সেই জন্ত সেই দ্বিতীয় অভিধাই ধ্বননরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে।” একশ্রেণীর লেখকেরা বলেন—“যদি শব্দশ্লেষঅলঙ্কারে ঐ বা বুঝাতে হইলে (সূক্ষ্মউচ্চারণ-মূলক বৈবম্যজনিত) শব্দের ভেদ করিতে হয় তাহা হইলে অর্থশ্লেষেও সেই সেই অর্থবোধাত্মকুলোর অনুযায়ী দ্বিতীয় শব্দ আনীত হয়। এই দ্বিতীয় শব্দ কখনও কখনও অভিধাব্যাপার হইতেই আনীত হয়, যেমন উভয় প্রস্তের এক শব্দের দ্বারা উত্তর দেওয়ার স্থলে; যথা,—‘স্বতঃ’ (স্বা অর্থাৎ কুকুর + ইতঃ এখান হইতে) অথবা স্বতবর্ণবিশিষ্ট বস্ত্র ধাবিত হইতেছে’। এই জাতীয় উভয়োত্তরদানে ও প্রাহেলিকাদিতে অলঙ্কার বাচ্যই হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে দ্বিতীয় শব্দ ধ্বননব্যাপার হইতেই আনীত হয় সেইখানে শব্দান্তরের অভিধাশক্তির দ্বারা অর্থান্তরের প্রতীতি হইলেও তাহা প্রতীয়মানমূলক বলিয়া তাহাকে প্রতীয়মান বলাই যুক্তিযুক্ত।” অপর কেহ কেহ বলেন—দ্বিতীয় ব্যাখ্যার যে অর্থসামর্থ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তদ্বারা দ্বিতীয় অভিধাই পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। তজ্জন্ত দ্বিতীয় অর্থ অভিহিতই হইয়াছে, ধ্বনিত

হয় নাই। তদনন্তর সেই দ্বিতীয় প্রতিপন্ন অর্থের সঙ্গে প্রাকবণিক প্রথম অর্থের যে অভেদাত্মক রূপণা বা আবোপ তাহা প্রতীয়মানই হইয়াছে, তাহা অগ্র শব্দের দ্বারা বাচ্য হয় না। অতএব এই সাক্ষ্য ধ্বননব্যাপাব হইতেই প্রতীত হয়। সেই রূপণায় বা অভিন্নতা-আবোপে কোন অবিভাশক্তি আশঙ্ক্য করা যায় না। এই রূপণা বা অভিন্নতাতে শব্দশক্তিই মূল। তাহা না থাকিলে রূপণার বা আবোপের উত্থান হয় না। অতএব ইহা যে অলঙ্কারধ্বনি—ইহাই যুক্তিযুক্ত। বা ও হইবে “প্রতিবিত বিষয়েব সঙ্গে যসঙ্গ কোন অর্থে অবিভাশক্তি প্রসক্ত হইবে না।” পুরুদৃষ্টান্তে (দৃষ্টা কেশব ইত্যাদি) ‘সলেশ’ শব্দের দ্বারা অসঙ্গতা নিরাকৃত হইয়াছে। ‘যেন ধ্বন্য’—এই উদাহরণে অসঙ্গতা প্রতিভাত হইবে না। “ওস্তা বিনাপি”—এইখানে অপি শব্দের দ্বারা, ‘শ্লাঘোশেষঃ’ ইত্যাদিতে ‘অবিক’ শব্দের দ্বারা, “প্রতিমবতি” ইত্যাদিতে রূপকের দ্বারা অসঙ্গতা নিরাকৃত হইয়াছে—ইহাই তাৎপর্য। পয়োভাবিতি—পানীয় অথবা দ্রাক্ষের দ্বারা। সংহাবঃ—ধ্বংস, একত্র সংগ্রহ। গাবঃ—বশি সমূহ অথবা সুরভিগাভীসমূহ। অসঙ্গদ্ব্যর্থ্যভিধায়িত্বমিতি। (সহৃদয় কড়ক) অসংবেদমান—ইহাট ভাবার্থ। উপমানোপমেয় ভাব ইতি। উপমাব দ্বারা উপমান-উপমেয়ভাবের বহুলাব ভ্রম ব্যতিবিক্ত প্রভৃতি আচ্ছাদিত হইয়াছে। এই উপমিত-আবোপের প্রতীতিই আশ্বাদগ্রহণের প্রণাম আশ্রয়স্থল, উপমেয়াদি নহে। অলঙ্কারধ্বনিতে সর্বদাই এইরূপ হইবে, ইহাই মন্তব্য। সামর্থ্যাদিতি। ধ্বননব্যাপাব হইতে। মাতঙ্গৈতি। মাতঙ্গবদ্ গমন কবে আবাব তাহা শব্দবিধির সঙ্গে মিলিত হয়—ইহাই বিবোধ। বিভবে অনুবক্তা আবাব ভব বা মহাদেবশূন্যস্থানে অনুবক্তা। পদ্মবাগবত-যুক্তা আবাব পদ্মদংশ লোহিতবর্ণযুক্তাও। ধ্বন্য দন্তের দ্বারা শুচি অর্থাৎ নির্মলবদন যাহাদেব। যত্রহীতি। যেখানে শ্লেষোক্তি কাব্যরূপতা পাইয়াছে, সেইখানে বিবোধ কিংবা শ্লেষ এই যে সঙ্গ তাহার বিষয় অর্থাৎ তাহাই বিষয় হয়। কাহার বিষয় হয়? বাচ্যালঙ্কৃতির অর্থাৎ বিবোধ শ্লেষসঙ্করের বিষয় বাচ্যালঙ্কৃতিস্বের দ্বারাই নিরূপিত হইয়াছে। সেইখানে বাচ্যালঙ্কার বলাই সঙ্গত। উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। মমেতি। বালেয়ু—কেশসমূহে, অঙ্ককারঃ—তমোরাশি। আপত্তি হইতে পারে মাতঙ্গাদিতে দুইটি ধর্মবাচক শব্দের যে প্রয়োগ হইয়াছে তাহা বিরোধসূচকই। যদি তাহা না হইত প্রত্যেক

ধর্মবাচক শব্দের পরেই 'চ'-কারের প্রয়োগ হইত, অথবা সকল ধর্মের শেষে চ-কারের প্রয়োগ হইত, আবার কোথাও 'চ'-কারের প্রয়োগই হইত না। যদি বলা যায় যে 'চ'-কারের প্রয়োগ সমষ্টি (সমুচ্চয়) বুঝাইতেছে তবে সেই অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিবার জন্য অন্য উদাহরণ দিতেছেন—
 যথেন্তি। শরণং—গৃহ। তাহা কেমন করিয়া অক্ষয় অর্থাৎ অগৃহ (ক্ষয়—গৃহ)।
 যিনি নিজেই অ-দীশ তিনি কেমন করিয়া দী'র ঈশ্বর হইতে পারেন? যিনি হরি অর্থাৎ কপিলবর্ণ, তিনি কেমন করিয়া কৃষ্ণ হইতে পারেন? চতুরঃ—
 যাহার আত্মা পরাক্রমযুক্ত তিনি কেমন করিয়া নিষ্ক্রিয়? অরীণাম্—যিনি অরযুক্তদিগের (অরীদের) বিনাশ সাধন করেন, তিনি কেমন করিয়া অর (নেমি)-যুক্ত চক্র ধারণ করেন? বিরোধ ইতি। বিরোধন ক্রিয়া। প্রতীক ইতি। ক্ষুটভাবে কাহারও দ্বারা কথিত হয় না। নথের দ্বারা অবশ্যই উদ্ভাসিত হয়, ন-থ—গগনে উদ্ভাসিত হয় না। উভয়ে—রক্ষ্যাত্মা এবং অঙ্গলি, পাঞ্চি (পাদ) প্রভৃতি অবয়ববিশিষ্টও। ২১॥

এইভাবে শব্দশক্তিজাতধ্বনিব কথা বলিয়া অর্থশক্ত্যুদ্ভবধ্বনি দেখাইতেছেন—অর্থেন্তি। অঙ্গ ইতি। শব্দশক্ত্যুদ্ভবধ্বনি হইতে অঙ্গ অর্থাৎ পৃথক। স্বতন্ত্ৰ্যংপযোগেন্তি—নিজ অর্থশক্তিবশতঃ; অর্থাৎ অভিধা-
 ব্যাপাবের নিরাকরণপরায়ণ এই পদটি ধ্বনন-ব্যাপারকেই বুঝাইতেছে; ইহার দ্বারা অসম্বাববোধক তাৎপর্যশাক্তিকে বুঝাইতেছে না। সেই তাৎপর্যশক্তি যে বাচ্য অর্থ বুঝাইতেই ক্ষীণ হইয়া যায় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই আশয়েই বৃত্তিতে বলিতেছেন—যত্রার্থঃ অসামর্থ্যা-
 দিতি। 'স্বতঃ' এই শব্দ স্ব-বোধক শব্দের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।
 "উক্তিঃ বিনা"—এই অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন—শব্দব্যাপারঃ বিনৈবৈতি।
 উদাহরণ দিতেছেন—যথা এবমিতি। অর্থান্তর অর্থাৎ লক্ষ্যাত্মক অর্থ।
 সাক্ষাদিতি। যেখানে ক্রমের অলক্ষ্যতার দ্বারা স্বীয় বিভাবাদির বলে ব্যাভিচারীদের অব্যবহিত প্রতিপত্তি হয় সেইখানে সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারাই ইহাদের নিবেদন হয় এইরূপ বিবক্ষিত হইয়াছে; অতএব পূর্বাগরে কোন বিরোধ নাই। পূর্বে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে যে ব্যাভিচারীরাও ভাবজাতীয়; সুতরাং স্ব-শব্দের দ্বারা তাহাদের প্রতিপত্তি হইতে পারে না। কথাটা এই দাঁড়াইল—যদিও রসতাবাদিমূলক অর্থ ধ্বনিত হইয়াই প্রকাশিত হয়; কখনও তাহা বাচ্য হয় না, তথাপি তাহা সবই অলক্ষ্যক্রমের

রাজা) মন্তকে প্রদীপ্ত হয়, যাহারা অমরবৃন্দের (বা চামরসমূহের) শিরোদেশে পরিব্যাপ্ত হয় দিনপতির সেই উভয় প্রকারেব পাদই তোমার সম্পদবৃদ্ধির কারণ হউক।”

শব্দশক্তিমূলক অনুস্থানরূপ ব্যঙ্গ্য ধ্বনির অজ্ঞাত যে সকল প্রকাব আছে তাহা সহৃদয় ব্যক্তিব্যক্তি নিজেবাই অনুসরণ করিবেন। এখানে ঐচ্ছিকীতির ভয়ে তাহার বিস্তারিত আলোচনা কবা হইল না।

শব্দশক্ত্যুদ্ভব হইতে পৃথক্ অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি সেইখানেই হয় যেখানে অর্থ অর্থশক্তি হইতে সঞ্জাত হইয়া সম্যকরূপে প্রকাশিত হয়, যেখানে সাক্ষাৎ উক্তির সাহায্য ছাড়া ব্যঙ্গ্য অর্থের দ্বারাই অণু বস্তু প্রকাশ করিয়া অর্থ নিজে প্রকাশিত হয়। ২২।

“দেবর্ষি এইকপ বলিলে পার্বতী অধোমুখী হইয়া পিতাব পার্শ্বে বসিয়া লীলাকমলের পত্র গণনা করিতে লাগিলেন।”

বিষয় হয় না। এখানে স্থায়ীস্বর্গীয় বা ব্যক্তিচরিত্রবিশেষের বা বস্তুচরিত্র-অন্তর্ভাব হইতে এসেব তৎসংগত অধিব্যক্তি হয় সেইখানে অলঙ্কারবাস্তব ধ্বনি থাকুক। যেমন “অনন্তব নিজেব সৌন্দর্য্যগুণে ইন্দ্রের চন্দ্র নাম্ন্য শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত কবিত্তে কবিত্তেই যেন পার্বতী বনদেবতাদের সমুচ্চা সহস্রাধে কামদেবকন্তুক দৃষ্ট হইলেন।” ইত্যাদিতে যালসন ও উল্টাপন বিভাবতার স্বভাবের সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। “মহাদেবও প্রার্থীও প্রার্থি প্রীতিবশতঃ তাহা গ্রহণ কবিবাব উপক্রম করিলেন এবং পুষ্পধরা-কল্পে সঙ্গীতনামক অমোঘ শব্দ সঙ্কলন কবিলেন।” ইহাব দ্বারা বিভাবতার উপস্থাপিত কথিত হইয়াছে। ‘চন্দ্রদয়াবন্তে জলবাণিব ত্রায় হবও কিঞ্চিৎ অদীর হইয়া উমাব মুখে বিচকলসদশ অধরোষ্ঠে তাহার ত্রিনয়ন বিলুপ্ত করিলেন।’ এখানে প্রথম হইতেই তগবতীর হবের প্রতি প্রবর্তন করিয়া প্রথম হবের উমাব প্রতি উন্মুগ্নতাব জন্ম এবং প্রার্থীর প্রতি প্রীতিব জন্ম পক্ষপাত সূচিত হইয়াছে। তজ্জন্য গাঢ়তাপ্রাপ্ত বত্যাঙ্ক স্থায়ী ভাবের এবং প্রেমসূচক, আবেগ, চাপলা, হর্ষাদি ব্যক্তিচরিত্র-ভাবের সাধারণীকৃত অল্পভাব-বর্ণের প্রকাশ হইয়াছে। তাই বিভাব-অন্তর্ভাবের চরিত্রবৈ ব্যক্তিচরিত্র

এখানে লীলাকমলের পত্রগণনা নিজের স্বরূপকে (বাচ্য অর্থ) গোণ করিয়া শব্দব্যাপার ছাড়াই ব্যাভিচারিভাবরূপ অণু অর্থ প্রকাশ করিতেছে। ইহা কিন্তু অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির বিষয়ই নহে। যেহেতু যেখানে শব্দের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে নিবেদিত বিভাব, অমুভাব ও ব্যাভিচারী ভাব হইতে রসাদির প্রতীতি হয়, কেবল তাহাই ইহার (অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যের) মার্গ। যেমন কুমারসম্ভবে বসন্তবর্ণনা-প্রসঙ্গে বসন্তপুষ্পাভরণযুক্তা দেবীর আগমন হইতে মদনের শরসন্ধান পর্য্যন্ত বর্ণন এবং কথঞ্চিৎ বিচলিতধৈর্য্য শম্ভুর চেষ্টাবিশেষের বর্ণনাদি সাক্ষাৎভাবে শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে কিন্তু অর্থসামর্থ্যের দ্বারা আক্ৰিষ্ট ব্যাভিচারী ভাবের পথেই রসের প্রতীতি হয়। সেই কারণে ইহা ধ্বনির অণু এক প্রকার। কিন্তু যেখানে শব্দব্যাপারের সাহায্যে এক অর্থ অণু অর্থের ব্যঞ্জক বলিয়া গৃহীত হয় তাহা এই ধ্বনির বিষয় নহে। যেমন—

“উপপত্তিকে সঙ্কেতকালের প্রতি উন্মুখী জানিয়া বিদগ্ধা নায়িকা হাস্তময় নেত্রের দ্বারা অভিপ্রায় সূচনা করিয়া লীলাপদ্য নিমীলিত করিল।”

এখানে লীলাকমল নিমীলনের ব্যঞ্জকত্ব উক্তির দ্বারা সাক্ষাৎভাবে নিবেদিত হইয়াছে।

চরুণায় পর্য্যবসিত হইতেছে। ব্যাভিচারী ভাবসমূহের পরাধীনতার জন্তই স্থায়ীভাব মালার (ব্যাভিচারী ভাবসমূহের) মধ্যে সূত্রের মত থাকে এবং ব্যাভিচারীদের চরুণায় স্থায়ী ভাবের চরুণায় পর্য্যবসিত হওয়ায় অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য-ধ্বনির প্রতীতি হয়। এইখানে (‘এবংবাদিনি’ ইত্যাদিতে) কুমারীদের পদ্যদলগণনা ও অধোমুখে থাকা অন্যাকারেণেও সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং রসবেত্তার হৃদয় তৎক্ষণাৎ লজ্জার উপলব্ধিতে বিশ্রাস্তি লাভ করিতে পারে না। দেবী যে পূর্বে তপস্কর্যা করিয়াছেন সেই বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়াই তবে লজ্জার উপলব্ধি হয়। সুতরাং এখানে সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যতাট। এই লোকে ব্যাভিচারীর স্বরূপ বিলম্বে পর্য্যালোচিত হওয়ার পর রস প্রতিভাত হয়।

অধিকন্তু—

শব্দ, অর্থ ও শব্দার্থ—ইহাদের দ্বারা আক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ্য অর্থকে কবি যেখানে পুনরায় নিজের উক্তির দ্বারা আবিষ্কার করেন তাহা (সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য) ধ্বনি হইতে বিভিন্ন। তাহা বাচ্যালঙ্কার। অথচ তাহা (অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য) ধ্বনির অলঙ্কারস্বরূপ। ২৩ ॥

শব্দশক্তির দ্বারা, অর্থশক্তির দ্বারা অথবা শব্দার্থের উভয়ের শক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়াও ব্যঙ্গ্য অর্থ পুনরায় যে কাব্যে সাক্ষাৎ উক্তিব দ্বারা প্রকাশিত হয় সেই কাব্যে অনুস্বানোপম ব্যঙ্গ্যধ্বনি হইতে পৃথক্; তাহা অলঙ্কারই। অথবা অলক্ষ্যক্রম ধ্বনি সম্ভব হইলে তাহা তাদৃশ অন্ত (ব্যঙ্গ্যাত্মক, লোকোত্তর) অলঙ্কার। সেই বিষয়ে শব্দশক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ততার উদাহরণ—

“হে বৎসে, তুমি বিষাদে পতিত হইও না। উদ্ধগামী আবেগপূর্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কব। তোমাব গুরুতব কম্পই বা কেন হইবে, বলহানিকর গাত্রসম্মর্দনেই বা কি প্রয়োজন? এই দিকে যাও। ভয়প্রশমনহলে দেবতাদিগকে প্রত্যাখ্যান কবিয়া সমুদ্র মন্থনপর্যা-
কুলিতা লক্ষ্মীকে ঘাঁহাব কাছে অর্পণ কবিয়াছিলেন তিনি তোমাদিগের পাপ দহন করুন।”

ব্যভিচারী ভাবেব পর্যালোচনাব কিছু পবে বস প্রতিভাত হইলেও ব্যভিচারী ভাবেব প্রতীতির পবে তৎক্ষণাৎ (ঝটিতি) বসপ্রতীতি হয়—এই জন্য এইখানে অলক্ষ্যক্রমই। কিন্তু ব্যভিচারী ভাবেব উপব যে নিভব করিতে হয় সেইজন্য লক্ষ্যক্রমই। এই ভাবটিকেই ‘এব’ শব্দ ও ‘কেবল’ শব্দ সূচিত করিতেছে। ‘উক্তিংবিনা’—ইহা যে বলা হইয়াছে তাহাব অন্ত সকল বস্তু হইতে পার্থক্য দেখাইবাব উপক্রম কবিতোছেন—যত্নচেতি। ‘চ’ শব্দ কিন্তু অর্থে। অসোতি—অলক্ষ্যক্রম সেইখানেও হইবে ইহাই ভাবার্থ। উদাহরণ দিতেছেন—সঙ্কেতেতি। ব্যঙ্গকত্মমিতি। অর্থাৎ প্রদোষসময়ের প্রতি ব্যঙ্গকত্ম। উক্ত্যেবেতি। প্রথম তিন পাদের দ্বাবা। যদিও অন্ত শব্দ সন্নিহিত আছে, তথাপি কোন পদেই অভিধাশক্তির দ্বাবা প্রদোষার্থ বুঝাইতেছে না। হুতরাং

[শ্লেষার্থ :—বিষাদঃ—যিনি বিষ ভক্ষণ করেন, শিব ; উরুজবং শ্বসনং—বেগবান্ অর্থাৎ বায়ু। উরুপ্রবন্তং—অগ্নি। কম্পঃ—অপ্ বা জলের পতি অর্থাৎ বরুণ। কঃ—ব্রহ্মা। গুরুস্তে—তোমার গুরুজন। বলভিদা জ্জুস্তিতেন—ঐশ্বর্য্যমন্ত ইন্দ্রকে বুঝাইতেছে।]

অর্থশক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত যথা—

“এখানে বুদ্ধা মাতা শয়ন করেন, এখানে পরিণতবয়স্কদের অগ্রণী পিতা শয়ন করেন, গৃহকর্ম সমাপনান্তে জ্ঞানানয়নকারী দাসী শিথিলতায় হইয়া শয়ন করে এইখানে। আমার স্বামী কিছুকাল যাবৎ বিদেশ-গত হইয়াছেন। এই গৃহে পাপিষ্ঠা আমি একা শয়ন করি। অবসরজ্ঞাপনছলে তরুণী পলিককে এইরূপ বলিল।”

এখানে ব্যঞ্জক বিনষ্ট হইতেছে না। তথাপি এই অর্থ (পদ্মনিম্নলিখনবিষয়ক) অর্থানুব্যব (প্রদোষ্যেব) ব্যঞ্জক এবং ইহা আত্ম তিনপাদেব শব্দেব দ্বারা ই কথিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা যে বলা হইয়াছে যে ধর্ম্মের চাকুর্য গোপনতা হইতে উদ্ভিত হয় এবং গোপ্যমানতাই ধর্ম্মের প্রাণশরূপ সেই মত পরিত্যক্ত হইল। যেমন কেহ বলিতেছেন—“আমি গম্ভীর নহি। আমার কার্য্য সচিহ্ন হইলে কেহই জানিতে পারে না। সুতরাং আমি কিঞ্চিৎ বলিতেছি।” ইহাতে গাম্ভীর্য্যসূচক অর্থ আবাব (শব্দেব সাহায্যে) আবিস্কৃতই হইল। সত্যবাদী বলিতেছেন—ব্যঞ্জকত্বমিতি এবং উক্তোবেতি। ২২ ॥

১৩ প্রকাবদ্বয়ের কথা আরম্ভ করা হইয়াছে তাহাদেব উপসংহার এবং তাহাদেব সচনা একই প্রযত্নের দ্বারা করা হইতেছে, সেইজন্য বৃত্তিকাব একটি পাদাবগণ পদেব অবতারণা করিতেছেন—তথাচেতি। উক্ত দুই প্রকাবের দ্বারা ১৩ তৃতীয় প্রকাবও বুঝিতে হইবে। শব্দ এবং অর্থ ইতি শব্দার্থ, শব্দ, অর্থ ১৩ শব্দার্থ এই একশেষ। সত্যোবেতি। ইহা ধর্ম্ম নহে, ইহা শ্লেষাদি অলঙ্কার। অথবা ‘ধর্ম্ম’ শব্দেব দ্বারা অলঙ্কারম্বাচ্যর্থ বুঝাইবে। সে অলঙ্কারবর্ণনা, অঙ্গী, তাহাব ব্যাখ্যা অর্থ বাচ্যমাত্র অলঙ্কারেব অপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয় লোকোক্ত অলঙ্কার হইয়া থাকে। এইভাবেই বৃত্তিকাব দুই রকমের ব্যাখ্যা কবিবেন। বিষ ভক্ষণ কবে এই অর্থে বিষাদঃ। উরুপ্রবন্তং—অগ্নিকে এই অর্থেও বুঝিতে হইবে। কম্পঃ—অপাং অর্থাৎ জলের পতি অথবা কঃ—

শব্দ ও অর্থ—উভয়ের শক্তিব দ্বাৰা আক্ষিপ্তত্বের দৃষ্টান্ত, যেমন—
“দৃষ্ট্যাকেশব” ইত্যাদি (পৃ: ৯৮)।

অন্যবস্তুর ব্যঞ্জক অর্থও দ্বিবিধ—যাহা প্রৌঢ়োক্তির দ্বারা
নিম্পন্ন হইয়াছে অথবা যাহা আপনাই হইতেই সম্ভূত। ২৪ ॥

অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুবর্ণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনিতে যে অর্থ ব্যঞ্জক বলিয়া

ব্রহ্মা তোমার গুরু। বলভিতা—ইন্দ্রকর্তৃক। জ্জ্বলিতেন—ঐশ্বর্য্যমদমত্ত (ইন্দ্রের
বিশেষণ) গাত্রসম্মর্দনাত্মক জ্জ্বলিত আয়াসজনক বলিয়া বলের হানি করে।
প্রত্যাখ্যানমিতি। এখানে দ্বিতীয় অর্থ অপ্রতিহত হইল বলিয়া তাহা বাক্যের
দ্বারাই নিবেদিত হইল। কাব্যমিথ্যেতি। সেই কমলা দেবী পুণ্ডরীকাক্ষকেই
জন্মদেয়ে স্মরণ কবিয়া উথিতা হইয়াছেন, স্তবতাং তিনি স্বয়ংই অণু
দেবতাব প্রত্যাখ্যান কবিবেন। তিনি স্বভাবতঃ স্নেহময়, স্তবতাং মন্দা
রান্দোলিত সমুদ্রেব তবঙ্গভঙ্গে তিনি আকুলিত হইয়াছেন। “যাও” অভিনয়-
বিশেষেব দ্বাৰা এই কথা বলিয়া এখানে অর্থাৎ বিষ্ণুর মধ্যে সকল গুণাদির
দেখাইয়া অণুত্ব অর্থাৎ শিবাদি দেবতাব দোষ উদ্ঘাটন কবিয়া সমুদ্র কমলাও
আচরণেব সমর্থন কবিলেন। অতএব “মহুমূঢ়া” এই কথা বলিতেছেন। এই
প্রকার ভয়নিবারণছলে মন্থন-আকুল দেবতাদিগের প্রত্যাখ্যান কবাইয়া
পয়োধি যে দেবতাকে লক্ষ্মী দান কবিয়াছিলেন তিনি তোমাদিগের পাপ দণ্ড
করিয়া দিন—এইরূপ যোজনা কবিত্তে হইবে। অর্হেতি। এখানে প্রত্যেকটি
পদেব ব্যঞ্জকত্ব সঙ্গদয় ব্যক্তি সহাজই উপলব্ধি কবিত্তে পারিবেন, স্তবতাং
স্বয়ং ব্যাখ্যা কবিয়া বলেন নাই। ‘ব্যাজ’ শব্দ এখানে কবির নিজের উক্তি
বুঝাইতেছে। এইভাবে উপসংহার প্রসঙ্গে উদাহরণসমেত দুইপ্রকার ধ্বনি
নিরূপণ কবিয়া তৃতীয় প্রকার বলিতেছেন—উভযেতি। গোপবাগাদিতে
শব্দশ্লেষেব জগৎ শব্দশক্তি। অর্থশক্তি প্রসঙ্গবলে আসিয়াছে। এখানে যে
পৰ্যন্ত রাধাবর্ণন কৃষ্ণেব নিখিল তরুণীজনেব উন্নত অন্তঃকরণ ও গবিগাম্পদত্ব না
জানা যাইবে সেই পর্য্যাপ্ত অণু অর্থের প্রতীতি হইবে ন’। ‘সলেশম্’—ইহাই
এখানে কবির নিজের উক্তি। ২৩ ॥

এইভাবে অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনির সাধাবণ লক্ষণ বলা হইল। শ্লেষাদি
অলঙ্কারেব বিষয় হইতে ইহার বিষয় পৃথক্ ইহাও বলা হইল। এখন
ইহার প্রকারভেদ নিরূপণ কবিত্তেছেন—‘প্রৌঢ়োক্তি’-ইত্যাদির দ্বারা।

কথিত হইয়াছে তাহারও ছুই প্রকার আছে। কবি অথবা কবিকল্পিত বক্তার প্রোচোক্তির দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা এক, যাহা আপনা হইতেই সম্ভূত হইয়াছে তাহা দ্বিতীয়। শুধু কবির প্রোচোক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে—ইহার উদাহরণ, যেমন—

“অনন্দের শরাগ্নের লক্ষ্য হইতেছে যুবতীরা ; বসন্তকাল নবান্নমুখ-
বিশিষ্ট ও নূতনপল্লবশোভিত এই সকল শরঃ কেবল সজ্জিত করিতেছে ;
এখনও তাহা অনঙ্গকে অর্পণ করিতেছে না।”

শুধু কবিকল্পিত বক্তার প্রোচোক্তির দ্বারাই যাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে
এইরূপ ধ্বনির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—“শিখরিণি” ইত্যাদিতে।
অথবা যেমন—

“যৌবন সাদরে তাহার হস্ত প্রসারিত করিলে তোমার সমুন্নতি
স্তনযুগল উন্মিত হইয়া মদনের সেবা করিতেছে।”

যাহা অল্প অর্থের দীপক অর্থাৎ ব্যঙ্গক তাহাও দ্বিবিধ। কেবল যে অর্থশক্ত্যুত্তর
অল্পস্থানোপম ধ্বনি দ্বিবিধ তাহাই নহে। তাহার যে অর্থশক্তিজাত দ্বিতীয়
ভেদ আছে তাহাও ব্যঙ্গক অর্থের দ্বিবিধতার জন্য দ্বিবিধ হয়। ইহাই ‘অপি’
পদের অর্থ। প্রোচোক্তির অন্তর্ভূত প্রভেদও আছে ; তাহা বলিতেছেন—
কবেরিতি। অতএব এখানে তিনটি প্রভেদ রহিয়াছে।

প্রকর্ষের সহিত নিষ্পন্ন (উচ্চ) অর্থাৎ সম্পাদনীয় বস্তু যাহাকে অধিকার
করিয়াছে তদ্বিষয়ে কুশল। উক্তিকে তখনই প্রোচ বলা হইয়া থাকে যখনই
তাহার বোদ্ধব্য বিষয়ের নিবেদনসামর্থ্য থাকে। সজ্জয়িত ইত্যাদি—এখানে
অনন্দের সখা সচেতন বসন্ত কেবল শরঃ সজ্জিত করিতেছে, এখনও দান
করিতেছে না। যে বসন্ত বুঝাইতে হইবে তাহা বুঝাইবার পক্ষে উপযুক্ত
উক্তির দ্বারা বসন্তের সহকারসঞ্চারক অবস্থা কথিত হইয়াছে। সুতরাং
মদনের যে উন্মাদনাশক্তির আরম্ভ ধ্বনিত হইতেছে তাহা ক্রমশঃ গাঢ় হইতে
গাঢ়তর হইতে থাকিবে এইরূপ অভিব্যক্তি হইতেছে। তাহা না হইলে,
বসন্তে সপল্লব সহকারোদগম হইয়া থাকে—ইহা কেবল বসন্তমাত্র হইবে, ব্যঙ্গক
হইবে না। ইহাই কবির প্রোচোক্তি। শিখরিণীতি। এই শ্লোকে শুকপক্ষী
লোহিত বর্ণ বিম্বকল দংশন করিতেছে—ইহাতে কোন ব্যঙ্গকতা নাই। কিন্তু

যাহা আপনা হইতেই সম্ভূত—যাহা বাহিরের দিক্ দিয়াও ঔচিত্যের জ্ঞান আপনা হইতেই সম্ভব, কেবল উক্তির বৈচিত্র্যের দ্বারাই যাহার শরীর গঠিত হয় নাই। যেমন ‘এবংবাদিনি’ ইত্যাদিতে উদাহৃত হইয়াছে। অথবা যেমন—

“যে সকল সপত্নীরা মুক্তাকলের দ্বারা প্রসাধন রচনা করিয়াছিল ব্যাধপত্নী ময়ূরপুচ্ছ কর্ণে পুরিয়া সগর্বে তাহাদের মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল।”

যেখানে অর্থশক্তি হইতে অন্য অলঙ্কারও প্রতীত হয় সেই কাব্য অনুস্থানোপমব্যাক্যনামক অপর এক প্রকার। ২৫ ॥

যখন ইহা কবিকল্পিত কামুক তরুণ বক্তার প্রোণোক্তি তখন ইহা ব্যঙ্গকল্প লাভ করে। সাদবেতি—স্তনযুগল এখানে প্রধানভূত। তদপেক্ষাও গৌরবান্বিত কামদেব, স্তনযুগল উখিত হইয়া তাঁহার পবিচর্যা কবিতেছে। যৌবন এই স্তনযুগলের পবিচারকভাবে আছে। তোমার স্তনদর্শনে কে না কামার্ত্ত হয়—এবংবিধ উক্তিবৈচিত্র্যের দ্বারা নিজের অভিপ্রায় ধ্বনিত হইয়াছে। তোমার যৌবনবশতঃ তোমার স্তনযুগল উন্নত হইয়াছে—ইহাই এখানে ব্যঙ্গকতা। ন কেবলমিতি। উক্তিবৈচিত্র্য সর্বথা উপযোগী হয়। শিখিপিচ্ছেতি। তাহার প্রতি আসক্ত স্বামীর শুধু ময়ূর মারিবার কুতিত্ব আছে। যখন সে অগ্র বমণীতে আসক্ত ছিল তখন হস্তীও মারিয়াছিল। এই বাক্যের দ্বারা ব্যাধপত্নীর উত্তম সৌভাগ্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে। সপত্নীরা বিবিধ ভঙ্গীতে প্রসাধন রচনা করিয়াছে। সম্ভোগব্যগ্রতার অভাবের জ্ঞান প্রসাধনরচনাকৌশলই তাহাদের শ্রেষ্ঠ কাজ। এইরূপে এখন তাহাদের দুর্ভাগ্যাতিশয় প্রকাশিত হইতেছে। গর্ভ বালমূলভ অবিবেকাদির দ্বাবাও সঞ্চারিত হইতে পারে। অতএব কবির নিজের উক্তিই দ্বাবা ব্যঞ্জনা লাভ হইতেছে এইরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। এই বিষয়টি যেমন যেমন ভাবে বর্ণিত হইতেছে সেইরূপ বর্ণনা তো থাকুক। যদি নাকি বাহিরেও প্রত্যক্ষাদির দ্বারা দেখান হয় তাহা হইলেও সেইভাবে (বাহিরেও) ব্যাধবধূর সৌভাগ্যাতিশয় ছোঁতিত করে। ২৬ ॥

যেখানে বস্তুমাত্র ব্যঙ্গনীয় সেইখানে অর্থশক্ত্যুক্তব ধ্বনির বস্তুধ্বনিক্রমেই

যেখানে বাচ্যালঙ্কার বাতিরিক্ত অল্প অলঙ্কার অর্থসামর্থ্য হইতে প্রতীয়মান হইয়া অবতাসিত হয় তাহা অর্থশক্ত্যুদ্ভব অমুখ্যানোপমব্যঙ্গ্য-নামক অল্প ধ্বনি (বস্তুধ্বনি হইতে পৃথক্ অলঙ্কারধ্বনি)। এই ধ্বনির বিষয় খুব বিরল হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—

রূপকাদি অলঙ্কারবর্গ যাহা বাচ্যকে আশ্রয় করে তাহার সর্বাই ব্যঙ্গ্যভাব গ্রহণ করে—ইহার বহুল প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে। ২৬ ॥

রূপকাদি অলঙ্কার অল্প লেখকের রচনায় বাচ্য হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেইখানেও পূজনীয় ভট্ট, উদ্ভট প্রভৃতি লেখকগণ তাহার প্রতীয়মানস্বরূপত্বের বহুল প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে সসন্দেহাদি অলঙ্কারে উপমা, রূপক ও অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের প্রকাশমানত্ব দেখান হইয়াছে। সুতরাং অলঙ্কারবিশেষের অল্প অলঙ্কারবিশেষবিষয়ে যে ব্যঙ্গ্যত্ব থাকে তাহা যত্ন করিয়া প্রতিপাদন করিতে হইবে না। কিন্তু তবুও ইহা পুনরায় বলা হইতেছে—

দুইভেদ নিরূপিত হইল। সেই অর্থশক্ত্যুদ্ভবধ্বনির অলঙ্কাররূপ ব্যঙ্গ্যনীয় হইলে তাহার অলঙ্কারধ্বনিত্ব হইবে। তাই বলিতেছেন—অর্থত্যাগি। পূর্বোক্ত নীতিতে কেবল যে শব্দশক্তি হইতে অলঙ্কার প্রতীত হয় তাহা নহে, অর্থশক্তি হইতেও হয়। অথবা—যেখানে বস্তুমাত্র প্রতীত হয় সেইখানেই যে কেবল অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি হয় তাহা নহে, অলঙ্কার প্রতীত হইলেও হয়। ‘অপি’-শব্দের এই অর্থও হইতে পারে। ‘অল্প’-শব্দ বুঝাইতেছেন—বাচ্যেতি। ২৫ ॥

আশঙ্কতি। শব্দশক্তিবশতঃ শ্লেষাদি অলঙ্কার প্রতিভাত হয়—এই সম্ভাবনা আছে। অর্থশক্তিবশতঃ কোন অলঙ্কার প্রকাশিত হইবে—ইহাই আশঙ্কার বীজ। সর্ব ইতি প্রদর্শিত ইতি চ—এই অসম্ভাবনা মিথ্যা অর্থাৎ সেই সম্ভাবনা আছেই। উপমানের দ্বারা তাদাত্ম্য বলিয়া আবার যদি ভিন্নতা বলা হয় তাহা হইলে ঐ বাক্য সংশয়যুক্ত হয়, ইহার প্রশংসার জন্ত পণ্ডিতেরা ইহাকে সসন্দেহ অলঙ্কার বলেন। যেমন—“ইহা কি তাহার হাত না পবনে

যে কাব্যে বাচ্যাতিরিক্ত অন্য অলঙ্কারের প্রতীতি হইলেও বাচ্য অর্থের ব্যঙ্গ্যাধীনত্ব প্রকাশিত হয় না তাহা ধ্বনির মার্গ নহে। ২৭॥

অন্য অলঙ্কারে অমুরণনরূপ অলঙ্কারের প্রতীতি থাকিলেও যেখানে ব্যঙ্গ্যের প্রতিপাদনেব উন্মুখী হইয়াই বাচ্যের চারুত্ব ব্যবস্থাপিত হয় না তাহা ধ্বনির মার্গ নহে। তাই দীপকাদি অলঙ্কারে উপমা ব্যঙ্গ্য হইলেও চারুত্ব ব্যঙ্গ্যাসুযায়ী হইয়া থাকে না, তাই তাহাকে ধ্বনি বলা যায় না। যেমন—

আন্দোলিত পত্রাঙ্গুলিবিশিষ্ট পল্লব ?” ইত্যাদিতে উপমা বা রূপক ধ্বনিত হয়। প্রায় সকল অলঙ্কারেই অতিশয়োক্তি ধ্বনিত হয়। অলঙ্কারান্তর-স্রুতি। যেখানে অলঙ্কারই অন্য অলঙ্কার ধ্বনিত করে সেইখানে বস্তুমাত্রের দ্বারা অলঙ্কার ধ্বনিত হয়, ইহা কি এমন অসম্ভব ? এই অভিপ্রায়েই রত্নিকাব ‘অলঙ্কারান্তর’-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে উপযোগী নহে। প্রস্তাবিত বিষয় ইহা নহে যে অলঙ্কারের দ্বারা অলঙ্কার ধ্বনিত হয়। এখানকার প্রস্তাবিত বিষয় এই যে অর্থশক্ত্যুদ্ভব-ধ্বনিতে বস্তুব ন্যায় অলঙ্কারও ব্যঙ্গ্য হয়। এতদনুসারে উপসংহার করিবার সময় “সেই সকল অলঙ্কার ধ্বনিব অঙ্গ হইয়া অতিশয় শোভা লাভ করে।” (২।৮, এই কাবিকাব ব্যাখ্যায় রত্নিকার “উভয় প্রকারেই ধ্বনির অঙ্গতা (ধ্বনিত্ব চোভাভ্যাং প্রকারাভ্যাং,) এইভাবে উপক্রমণিকা করিয়া “সেই সকল জায়গায় প্রসঙ্গবলে ব্যঙ্গ্য হিসাবে জানিতে হইবে” (তত্রৈহ প্রকরণা-দ্ব্যঙ্গ্যভেদেনত্যবগন্তব্যম্) এইরূপে উপসংহার করিবেন। যদি উভয়ত্রই ‘অন্তর’-শব্দ বিশেষার্থবাচী হয় তাহা হইলে ‘অলঙ্কারান্তর’ শব্দকে বৈষয়িকী সপ্তম্যন্ত বলিয়া ধরিতে হইবে। পূর্বে ব্যাখ্যায় যেমন নিমিত্তে সপ্তমী ধরা হইয়াছে সেইরূপ হইবে না। তাহা হইলে অর্থ এই দাঁড়ায়— বাচ্যালঙ্কারবিশেষবিষয়ে ব্যাচ্যালঙ্কারবিশেষ প্রকাশিত হয়। ইহা উল্লেখট প্রভৃতিও বলিয়াছেন। স্তত্রাং অর্থশক্তির দ্বারা অলঙ্কারও ব্যঞ্জিত হয় ইহা তাঁহারাও স্বীকার করিয়াছেন। কেবল তাঁহারা শুধু অলঙ্কারেরই লক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া বাচ্যালঙ্কাররূপ বিশেষ বিষয় সম্পর্কেই বলিয়াছেন। ২৬॥

“চন্দ্রকিরণের দ্বারা নিশা, কমলের দ্বারা নলিনী, কুসুমগুচ্ছের দ্বারা লতা, হংসের দ্বারা শারদশোভা, সজ্জনের দ্বারা কাব্যকথা—গৌরব লাভ করে।”

এখানে উপমাগর্ভস্থ থাকলেও বাচ্যালঙ্কারের দ্বারাই চারুত্বের প্রতীতি হইতেছে—ব্যঙ্গ্যালঙ্কারের তাৎপর্যের দ্বারা নহে। সুতরাং সেইখানে কাব্য বাচ্যালঙ্কারাশ্রয়ী এইরূপ ব্যপদেশই করা উচিত। কিন্তু যেখানে ব্যঙ্গ্যের অধীন হইয়াই বাচ্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে সেখানে ব্যঙ্গ্যমার্গেই কাব্যত্ব লাভ হইতেছে এইরূপ ব্যপদেশ যুক্তিযুক্ত। যেমন—

“প্রাপ্তশ্রী এই রাজা কেন আমার উপরে আবার মন্তনপীড়া নিক্ষেপ করিবেন? এই অনলসচিত্ত রাজা পূর্বের নিদ্রিত ছিলেন এইরূপ সম্ভাবনাও করিতে পারিনা। সকল দ্বীপের রাজারা ইহার অমুগামী; ইনি কেন পুনরায় আমার উপরে সেতু নির্মাণ করিবেন?—হে রাজন্, আপনি সমুদ্রের সম্মুখে আসিলে এই সকল বিতর্কের ফলেই যেন তাহার কম্প উপস্থিত হয়।”

আচ্ছা, যদি পূর্বেই ইহা বলা হইয়া থাকে, তবে তোমার আর প্রযত্ন করিয়া দরকার কি? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—ইয়দিত্তি। “আমাদের কর্তৃক”—এইরূপভাবে শেষ করিতে হইবে। ‘পুনঃ’-শব্দ তাহাদের উক্তি হইতে পার্থক্যের স্ফোতনা করিতেছে। চন্দ্রমউএ ইতি। চন্দ্রকিরণাদির নিশাদি ব্যতিরেকে চরিতার্থতা লাভ হয়না। সজ্জনদিগেরও কাব্যকথা ছাড়া কিরূপ সজ্জনতা লাভ হইবে? চন্দ্রকিরণ-জালের দ্বারা নিশাকে যে উজ্জলতা ও সেবনীয়ত্ব প্রভৃতি গৌরব দান করা হয়, কমলদলের দ্বারা নলিনীকে যে শোভাপরিমলশ্রী-শালিতা প্রভৃতি গৌরব দান করা হয়, কুসুমগুচ্ছের দ্বারা লতাকে যে মনোহারিতা ও গ্রহণ-যোগ্যতা প্রভৃতি গৌরব দান করা হয়, হংসশ্রেণীর দ্বারা শারদ-শোভাকে যে শ্রতিমাদুর্লভ ও মনোহরত্বাদি গৌরব দান করা হয় তাহা সমস্তই সজ্জন কর্তৃক কাব্যকথায় অর্পিত হয়। “গৌরব দেওয়া হয়”—এই যে অর্থ ইহা অলঙ্কারবলে প্রকাশিত করা হইতেছে। ‘কথা’-শব্দের দ্বারা ইহা

অথবা যেমন মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত শ্লোকেই—

“হে তরলায়তলোচনে, তোমার ঈষৎ হাস্যময় মুখের লাবণ্যশোভায় এখন চতুর্দিক পরিপূরিত হইয়াছে। এই মুখের প্রভাবে যদি পয়োধির অল্প ক্ষোভসঞ্চারও না হয় তাহা হইলে মনে হয় যে জলরাশি (জ্যাসঞ্চয়) সুপ্রকাশিতই হইয়াছে।” (জল—জড়)

এবংবিধ বিষয়ে অমুরণরূপ রূপকাক্রমে কাব্যের চারুত্ব ব্যবস্থিত থাকায় ইহা রূপকধ্বনি এইরূপ নামকরণ যুক্তিসঙ্গত।

বলা হইয়াছে—কাব্যেব কোন কোন সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য থাকে তো থাকুক, কিন্তু সজ্জন না থাকিলে ‘কাব্য’ এই শব্দই বিনষ্ট হইয়া যায়। তাঁহাবা আছেন বলিয়াই সমৃদ্ধিমান্ শব্দসন্দর্ভমাত্রই কাব্যনামবাচ্য হয়, তাঁহারা এমন কবেন যে ইহার আদরণীয়তা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং এখানে দীপকেরই প্রাধান্য, উপমাব নহে। এইভাবে কারিকার অর্থ উদাহরণেব দ্বারা প্রদর্শন করার পব এই কারিকায়ই যে ব্যবচ্ছেদ আছে (‘বাচ্যেব যেখানে ব্যঙ্গ্যপরজ্ঞ নাই’) তাহাব দ্বারা যে অর্থ অভিপ্রেত হইল (‘যেখানে বাচ্য ব্যঙ্গ্যের অনুযায়ী তাহাই ধ্বনির মার্গ’) তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন—যত্রত্বিতি। সেই সকল স্থানে তিনবকমের প্রকারভেদ হইতে পারে—কোথাও বাচ্যালঙ্কারের দ্বারা অল্প অলঙ্কার বাঞ্ছিত হয়, কোথাও বা বাচ্যালঙ্কারের অস্তিত্বমাত্র আছে কিন্তু তাহাব বাঞ্ছকতা নাই, কোথাও বা বাচ্যালঙ্কার নাইই। এই সকল বিষয় যথাযোগ্য উদাহরণে যোজন করিতে হইবে। উদাহরণ দিতেছেন—প্রাপ্তেতি। ভূনৈক সেনাপতি অনন্য সেনাবল লইয়া সমুদ্রের সমীপবর্তী হইলে চন্দ্রোদয়বশতঃ ও তাহাদেব অবগাহনাদির জন্ত সমুদ্রের আন্দোলন উপস্থিত হইল। সেই কল্প এই সন্দেহের দ্বারা উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে; সেইজন্ত এইখানে সন্দেহও উৎপ্রেক্ষাব মিশ্রণ হওয়ায় সঙ্কর অলঙ্কার বাচ্য হইয়াছে। সেই নরপতি ভগবান্ বাসুদেবের সঙ্গে অভিন্নরূপ—এই সঙ্করের দ্বারা ইহাও (রূপক) ধ্বনিত হইতেছে। যদিও এখানে ব্যতিরেক প্রকাশিত হইতেছে তাহা হইলেও বাসুদেবের পূর্বরূপ হইতেই ব্যতিরিক্ত, আধুনিক রূপ হইতে নহে; কারণ এখন ভগবান্ প্রাপ্তশ্রী (লক্ষ্মী পাইয়াছেন), অনলস এবং সকলদীপবিজয়ী হইয়া বর্তমান আছেন।

এখানে সন্দেহ-উৎপ্রেক্ষার বোধ হইবেনা বলিয়া যে রূপক অলঙ্কার আক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা নহে তাহা হইলে ব্যঙ্গ্য-অলঙ্কার (রূপক) বাচ্য-অলঙ্কারের (সন্দেহ-উৎপ্রেক্ষার) পরিণামক হইবে। কারণ এইরূপ অর্থেরও সম্ভাব্যতা রহিয়াছে—যে যে লক্ষ্মী প্রাপ্ত হয় নাই, যে যে অকপট বিজিগীষার দ্বারা উদ্বোধিত হইয়াছে, সেই সেই লোকই আমাকে মথিত করিবে। রাজা ও বাহুদেবের একাত্মতা বিষয়ক যে রূপক সেই অর্থ ‘পুনরপি’, ‘পূর্বাং’, ‘ভূঃ’ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা আকৃষ্ট হয় নাই; যেহেতু ‘পুনঃ’, ‘ভূঃ’—ইত্যাদি শব্দের অর্থের কর্তা বিভিন্ন হইলেও সমুদ্রের ঐক্যের জগুই ইহাদের অর্থ প্রকাশিত হইতেছে। পৃথিবী পূর্বে কার্তবীৰ্য্যের দ্বারা জিত হইয়াছিল, পুনরায় জমদগ্নিপুত্রের দ্বাৰাও জিত হইয়াছিল। পূর্বে রাজপুত্রাদি অবস্থায় নিদ্রাসম্ভাবনা যুক্তিযুক্ত ছিল। এই সকল কারণে এইখানে রূপকধ্বনিই সিদ্ধ, কারণ শব্দের ব্যাপার ছাড়াই অর্থসৌন্দর্য্যবলে বাহুদেব-আরোপের অবগতি হইয়াছে। কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উদাহরণ দেন—“জ্যোৎস্না বিস্তাবে ধবলিত এই সরযুসৈকতে প্রাচীনকালে দুই সিদ্ধযুবার মধ্যে তর্ক হইয়াছিল। একজন বলিয়াছিলেন, প্রথমে কেশী নিহত হইয়াছিল। অপবে বলিয়াছিলেন প্রথমে কংস নিহত হইয়াছিল। মনন করিয়া তত্ত্বকথা বলুন, আপনাকর্তৃক কে প্রথমে নিহত হইয়াছিল?” এইরূপ উদাহরণ ঠিক নহে, কাবণ “আপনি বাহুদেব” ইহা ভবতা শব্দের দ্বাৰাই স্ফুটীকৃত হইয়াছে। লাবণ্য—অঙ্গস্নিবেশের মনোহারিতা; কাঙ্ক্ষি-প্রভা। তজ্জগৎ পরিপূরিত বা সংবিভক্ত অর্থাৎ মনোহাবী হইয়াছে দিক্‌সমূহ যদ্বারা। প্রথমে কোপ-কলুষতায় মালিন্য পরে প্রসন্নতার প্রতি উন্মুখীনতাবশতঃ। য়েবে—স্মিতহাস্য-সমম্বিত, তরলায়তে—প্রসাদজনিত আনন্দেব দ্বাৰা বিকসিত হইয়া স্নন্দব হইয়াছে। এইরূপ চক্ষু বাহার তাহাকে আমন্ত্রণ বা সম্ভাষণ। অথ চ—বাঙ্গা অল্প অর্থ দেখান হইতেছে। এখন ক্ষোভের ভাব প্রকাশিত হইতেছে না, কিন্তু কিছু পূর্বে তাহা ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। কোপে আরক্তিম ও চৈবং হাস্যপূর্ণ তোমার মুখ সঙ্ঘ্যাক্ষণিমাণিষিষ্ট পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলরূপই। স্ততরাং সহৃদয়ের মদনবিকারাত্মক চিত্তচাক্ষুস্যরূপ ক্ষোভ সঞ্চারিত হইবে। কিন্তু সমুদ্র যে ক্ষুব্ধ হইতেছে না ইহাতে বোঝা যায় যে জলরাশিকে যে জড়তার সমষ্টি বলা হইয়াছে তাহা ঠিকই। জলাদি শব্দ জড়তা প্রভৃতি ভাবার্থবাচক ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তোমার মুখ দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তির মদনবিকারাত্মক

উপমাধ্বনি যেমন—

“বীরের দৃষ্টি প্রিয়ার কুঙ্কমারুণ স্তনতটে তত আনন্দ পায় না যত
আনন্দ পায় শত্রুর বহুসিন্দুরবিশিষ্ট গজকুন্তল্লে ।”

অথবা যেমন মদীয় বিষমবাণলীলাকাব্যে অম্বরপরাক্রমপ্রসঙ্গে
কামদেবের বর্ণনায়—

“তাহাদের যে হৃদয় লক্ষ্মীসহোদররূপ রত্নের আহরণে একাগ্র
থাকে তাহাই পুষ্পধরা কর্তৃক প্রিয়াদের বিশ্বাসের সন্নিবেশিত হইল ।”

আক্ষেপধ্বনি যেমন—

“হয়গ্রীবের অনন্তগুণ সেই বলিতে পারে যে জলকুন্তের দ্বারা
সমুদ্রের সীমা জানিতে পারে ।”

ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। অপ্রি়াশক্তি ইহা বুঝাইয়াই পরিসমাপ্ত হয়; তৎপব
রূপক এখানে ধ্বনিতই হয়। এখানে বাচালঙ্কার স্লেষ, কিন্তু তাহা ব্যঙ্গক
নহে। অর্থশক্তির দ্বারা ব্যঞ্জিত অম্বরগণরূপ যে রূপক তাহাকে আশ্রয়
করিয়া এই কাব্যের চাক্র অবস্থান করিতেছে। সুতরাং অর্থশক্তাদ্ভুত
অলঙ্কারধ্বনি হিসাবেই ইহার নামকরণ করা হইয়াছে। উপমা ও রূপকের
যে উদাহরণ তাহার যোজন। একই রূপে করিতে হয় বলিয়া বৃত্তিকার নিজে
তাহাদের লক্ষণ দেখাইয়া দেন নাই। বীরাণাম্—সালঙ্কারা প্রিয়তমাকে
আশ্বাসদানে তৎপরতার জন্ত এবং আসন্ন যুদ্ধে যোগ দেওয়ার বাগ্রতার জন্ত
দৃষ্টি আন্দোলিত হইলেও যুদ্ধের প্রতিই অস্বাভাবিক রহিয়াছে। সুতরাং
বাতিরেকই বাচালঙ্কার। এখানে যে উপমা ধ্বনিত হইতেছে তাহাই
বীরের অস্বাভাবিকচিত চমৎকার দান করিতেছে যেহেতু শত্রুর বিমর্দনোত্তম
গজকুন্ত সকল জনের ত্রাসকর হইলেও প্রিয়ার স্তনমুতুলের সঙ্গে তাহার যে
সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহার জন্ত বীরগণ তৎপ্রতি প্রীতি পোষণ করিয়াই যেন
সেই গজকুন্তকে সম্মান দেখাইতেছেন। সুতরাং এখানে উপমারই প্রাধান্য।
অম্বরপরাক্রমণ ইতি। সেইখানে অর্থাৎ বিষমবাণলীলা-গ্রন্থে ইহার
(কামদেবের) ত্রৈলোক্য নিজ বর্ণিত হইয়াছে। তেথা—পাতালবাসী
অম্বরদিগের, যে সকল অম্বরগণ পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রপুত্রী লুপ্ত প্রভৃতি কি কি
কাজ না করিয়াছে। তদ্দ্বয়মিতি—সেই সকল দুষ্কর কার্যেও যে হৃদয়ের

তয়গ্রীবের গুণসমূহের অবর্ণনীয়তা এবং তদ্বারা সেই গুণাবলীর অনন্যসাধারণত্ব-বর্ণন আক্ষেপ-অলঙ্কারের বিষয়; এখানে সেই আক্ষেপ-অলঙ্কার প্রকাশিত হইতেছে অতিশয়োক্তি দ্বারা।

অর্থাস্তবন্যাসধ্বনি দুই প্রকারের হইতে পারে—শব্দশক্তিমূলক অস্তবর্ণনরূপ ব্যঙ্গ্য আর অর্থশক্তিমূলক অস্তবর্ণনরূপ ব্যঙ্গ্য। সেইখানে প্রথমটির উদাহরণ—

“ফল যখন দৈবায়ত্ত তখন কি করা যাইতে পারে? কিন্তু আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে রক্তাশোকের পল্লবসমূহ অণু পল্লবের মত নহে।”

এই অর্থাস্তবন্যাসধ্বনি একটি পদকে আশ্রয় করিয়া আছে; কিন্তু সমগ্র বাক্যে অণু অর্থের তাৎপর্য বহিয়াছে। ইহা সন্দেহ কোন বিবোধ নাই।

দ্বিতীয়ের উদাহরণ যেমন—

“আমার ক্রোধ হৃদয়ে নিহিত ছিল; মুখে তাহার কোন চিহ্ন ছিল না। তবু তুমি আমাকে প্রসন্ন কবিয়াছ। তে বহুজ, তুমি অপরাধ করিয়াছ, তবু তোমার উপর রাগ করা যায় না।”

আভ্যপ্রায় বিচলিত হয় নাই। বহু লক্ষ্যীর সহোদব অর্থাৎ এমন বহু সহোদব উৎকর্ষ অনির্বাচনীয় তাহাদের। চতুর্দিকে সেই সকল রত্নের আহরণে একবস অর্থাৎ তৎপর সেইরূপ হৃদয়, কুসুমবাণের দ্বারা অর্থাৎ অতিশয় স্নেহময় উপকরণসম্প্রদানের দ্বারা প্রিয়াদিগের বিদ্বাদপরে নিবেশিত হইল। অর্থাৎ স্নানাদি যেন মনে করিতে পাবে যে প্রিয়র বিদ্বাদব অবলোকন ও পরিচূষনে তাহারা রুতারা হইবে। কামদেব যে এইরূপ করিলেন ইহা হইতে বোঝা যায় যে তাহাদের হৃদয় বিজিগীষা বহিতে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। এইখানে অতিশয়োক্তি বাচ্যালঙ্কার, উপমা ব্যঙ্গ্য (প্রতীকমান)। বিদ্বাদব সকল রত্নের সাবসদৃশ। স্তববাং তাহার প্রতি পক্ষপাতিত নথার্থই। এখানে রূপকধ্বনি নাই, রূপকে কল্পনিক অভিন্নতা আরোপিত হয় বলিয়া তাহার লক্ষণ অবাস্তবতা। বিদ্বাদবের সঙ্গে রত্নের সারের সাদৃশ্য অস্তবর্ণনের

বহুজ্ঞ ব্যক্তি অপবাধ কবিতা থাকিলেও তাহার উপরে রাগ করা সম্ভব নহে—এই সাধাবর্ণাত্মক অর্থ বাচ্যবিশেষের সঙ্গে অস্থিত হইয়া তাহাবই সমর্থকরূপে অথচ বাচ্যাতিরিক্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

ব্যতিবেক-ধ্বনিরও উভয়রূপ হইতে পারে। তাহার প্রথমরূপের উদাহরণ পূর্বে দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয়ের উদাহরণ, যেমন—

“ববং বনের একান্তে কুজ গলিতপত্র পাদপ হইয়া যেন জন্ম গ্রহণ
কবি। কিন্তু মনুষ্যপরিপূর্ণ মন্ত্যভবনে যেন তাগগতপ্রাণ ও দরিদ্র
হইয়া না জন্মিতে হয়।”

“হু বাস্তবিকভাবেই প্রতিভাত হয়। সেই সমস্তই প্রধানভাবে চমৎকারেব
হু। অতিশয়োক্তি অর্থাৎ বাচ্যলঙ্কারক অতিশয়োক্তির দ্বারা।
অলঙ্কারকভাবে ইষ্টবস্তু প্রতীক্ষিত করা হয়, তাই এখানে গুণাবলীর
অবলম্বনীয়তা প্রতিপন্ন করা হইতেছে। বিশেষণের দ্বারা তাহার প্রাধান্য
বলিতেছেন—অসাধারণত্ব। সম্ভবতঃ—ইহাব দ্বারা এখানে অর্থাৎ অর্থশক্তি-
মূলক ধ্বনির বিচারে প্রসঙ্গতঃ লঙ্কারক বিচার দেখাইতেছেন। দৈব যন্তে
ইতি অংশকের আশ্রয় দান নাই। কি করা হইতে পারে? তাহার পল্লব
কর অর্থ মনোবহু—ইহ। বস্তুইহাই অভিধাশক্তি পরিসমাপ্ত হইয়াছে।
‘দৈব’ শব্দে এই বস্তু সমর্থক অর্থ পূর্বেই প্রতীত হয়। যে ব্যক্তি লোকান্তর
বজ্রগীষাব দ্বারা অতুপ্রাণিত ও হৃদপায়ে প্রবৃত্ত তাহার সম্পদলাভরূপ ফল
কোন কোন সময়ে দৈবায়ত্ত নাও হইতে পারে—ইহাই সাধারণাত্মক সমর্থক।
পল্লব হইতে পারে, সমগ্র বাক্যে অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার প্রধানভাবে ব্যাক্য।
সুতরাং কেমন কবিতা অর্থান্তরঙ্গ্যসম্পন্ন বাক্য হইবে? কারণ দুইটি
অলঙ্কারই এক সঙ্গে এক জায়গায় প্রধানভাবে থাকিতে পারে না। এই
আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—পদপ্রকাশিত। পরে বলা হইবে সমগ্র ধ্বনি-
প্রপঞ্চই পদেও প্রকাশিত হয়, বাক্যেও প্রকাশিত হয়। সেই লোকে ‘কল’-
পদে প্রধানভাবে অর্থান্তরঙ্গ্যসম্পন্ন, কিন্তু সমগ্র বাক্যে অপ্রস্তুতপ্রশংসাধ্বনি
প্রধানভাবে প্রতিভাত হইতেছে। ইহাব মধ্যেও ‘কল’-পদের যে সামর্থ্য-
সমর্থক অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে সেই ভাবেই প্রাধান্য প্রকাশিত হইয়াছে।
তাই ইহা অর্থান্তরঙ্গ্যসম্পন্ন—ইহাই ভাবার্থ। ক্রোধ (মহু) সংকর্ষক

এইখানে ত্যাগগত দরিজের জন্মের অনভিনন্দন এবং গলিতপত্র কুজ-পাদপের জন্মের অভিনন্দন সাক্ষাৎভাবে শব্দের দ্বারা বাচ্য হইয়াছে। সেইরূপ পাদপ ও তাদৃশ পুরুষের মধ্যে উপমান-উপমেয় ভাষের প্রতীতি জন্মে; পুরুষের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় তৎপর উপমেয়ের আধিক্য ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রকাশিত হয়।

উৎপ্রেক্ষাধ্বনি যেমন—

“বসন্তকালে চন্দনবৃক্ষে আসক্ত সর্পের নিঃশ্বাসবায়ুর দ্বারা উপচিহ্নিত (মুচ্ছিত) এই মলয়মারুত পথিকদিগের মুচ্ছার আনয়ন করে।”

এইখানে বসন্তের মলয়মারুত পথিকের যে মুচ্ছার আনয়ন করে

হৃদয়ে স্থাপিত হইয়াছে অর্থাৎ বাহিরে প্রকাশ করা হয় নাই। আমি বাহিরে রোষ প্রকাশ না করিলেও তুমি আমাকে প্রসন্ন করিয়াছ। অতএব হে বহুজ্ঞ, তুমি অপরাধ করিলেও তোমার উপরে রাগ করা সম্ভব নহে। এইখানে “হে বহুজ্ঞ” এই সম্ভাষণজনিত অর্থ ব্যক্তিবিশেষে পর্যাবসিত হইয়াছে অর্থাৎ একজন বহুজ্ঞকে সম্ভাষণ করিয়া বলা হইয়াছে বলিয়া ইহা একজন ব্যক্তিবিশেষকে বুঝাইতেছে। পরে সেই অর্থ পর্যালোচনা করার পর সকল বহুজ্ঞ সম্পর্কে যে সাধারণ অর্থের প্রতীতি হয় তাহাই চমৎকার আনয়ন করে। সেই নায়িকা খণ্ডিতা হইলে নায়ক স্বীয় বৈদগ্ধ্যের দ্বারা তাহাকে অহুন্নয় করিল। নায়কের প্রতি রোষ প্রদর্শন করিয়া নায়িকা এইভাবে কথা বলিল। যে কোন বহুজ্ঞ ব্যক্তিই যদি ধূর্ত হয় তাহা হইলে সে অপরাধ করিয়াও এইভাবে নিজের অপরাধ গোপন করে; অতএব তুমি বিশেষ করিয়া মিথ্যা আত্মাভিমান করিও না। অস্বিতমিতি। বিশেষ ব্যক্তিতে প্রযোজ্য অর্থের সঙ্গে সর্বসাধারণপ্রযোজ্য অর্থের সম্বন্ধতা।

ব্যতিরেক ধ্বনিরপীতি। ‘অপি’-শব্দের দ্বারা বুঝাইতেছেন যে অর্থান্তরঙ্গ্যস অলঙ্কারে যেমন সেইরূপ এইখানেও দুই প্রকারভেদ আছে। প্রাপ্তি। ‘খংবেতুজ্জলয়ন্তি’ ইত্যাদি। “রক্তস্বং নবপল্লবৈঃ” ইত্যাদি। জায়েষ—বরং জগৎগ্রহণ করিব, অনোদ্যেশে—বনের একান্তে গহনে যেখানে বহুবৃক্ষের আচ্ছাদনের জগু আমাকে কেহ দেখিতে পাইবে না। কুজ ইতি—প্রতিমাদি নির্মাণের পক্ষে অল্পব্যয়গী। গলিতপত্র ইতি। কুজপাদপ ছায়াই করে না,

তাহা কামোদ্ভূততা আনয়ন করিবার জ্ঞানই। কিন্তু বায়ুর এই পথিক-মূৰ্ছাকারিও উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে, কারণ চন্দনাসক্ত সর্পের নিঃশ্বাস বায়ুর দ্বারা সে নিজে মূৰ্ছিত হইয়াছে। এই উৎপ্রেক্ষা সাক্ষাৎভাবে কথিত না হইলেও বাক্যার্থের সামর্থ্যবশতঃ অনুরণনবিশিষ্ট হইয়া লক্ষিত হইতেছে। এই সকল বিষয়ে 'ইব' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ না হইলেও অসংবদ্ধতা হইয়াছে এইরূপ বলা যায় না। কারণ অর্থের অববোধনশক্তির জন্য 'ইব' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করা না হইলেও উৎপ্রেক্ষিত অর্থের অবগতি হয় এইরূপ অন্যত্রও দেখা যায়।
যেমন—

“তোমার মুখ ঈর্ষ্যাকলুষিত হইলেও এই পুণিমাচন্দ্র কিন্তু তাহাব সাদৃশ্য লাভ করিয়া নিজেব অঙ্গের মধ্যে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।”

অথবা যেমন—

“ভয়ব্যাকুল মৃগ গৃহের চতুর্দিকে ধাবিত হইলে কোন ধনুদ্রাবী পুরুষই তাহার অনুসরণ করিল না। কিন্তু মৃগ কোথাও স্থির হইয়া

তাহার পুষ্প ও ফল লাভেব সম্ভাবনা কোথাব? ইহাই অভিপ্রায়। সেইরূপ পাদপ কদাচিৎ অঙ্গাব হইতে পারে অথবা পেচক প্রভৃতিব বাসস্থান হইতে পাবে। মাহুষ ইতি। যেখানে প্রার্থীর প্রাচুর্য আছে। লোক ইতি — যেখানে প্রার্থীবা তাহাকে দেখিতে পাইতেছে কিন্তু সে প্রার্থীদের জগা কিছুই কবিতে পারিতেছে না ইহাই মহা দুঃখ। এখানে কোন বাচ্যালঙ্কার নাই। উপমান-উপমেয়তাব দ্বারা ব্যতিবেক অলঙ্কারেব পদ পরিষ্কার কবা হইয়াছে। আধিক্যমিতি। অর্থাৎ ব্যতিবেক বুঝাইতেছে। উৎপ্রেক্ষিতমিতি। বিলম্বাঘুব দ্বারা বর্জিত, উপচিত হইয়া মোহ সঞ্চাব করিতেছে। পথিকদেব একজন তে। অচেতন হইতেছে আব যাহাবা আছে তাহাদেরও ধৈর্যচ্যুতি করান হইতেছে। এইভাবে উভয়স্থলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। আপত্তি হইতে পারে যে এখানে “চন্দনাসক্তভুজগ-

*পথিকায়মান বায়ুকে গ্রহণ করিলে 'মূৰ্ছিত' শব্দের দ্বারা বর্জিত বুঝিতে হইবে। (বালপ্রিয়া)

রাহল না ; কারণ আকর্গবিস্তৃত নয়নবাণেব দ্বারা অঙ্গনাবা তাহার দৃষ্টির শোভা বিনষ্ট কবিতেছিল ।

শব্দ ও অর্থের ব্যবহারে প্রসিদ্ধিই প্রমাণ ।

শ্লেষধ্বনিব উদাহরণ—

‘যেখানে বলভী সুরম্য বলিয়া পতাকা লাভ করিয়াছে এবং নির্জ্বল বলিয়া অনুবাগেব বন্ধন করে । এই নম্রবলিকায়ুক্ত বলভীদিগেব সহিত বধুদিগকে তরুণেরা উপভোগ করিত ।’

[শ্লেষার্থ :—যেখানে সুরম্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুশ্লিষ্ট অঙ্গশালিনী বলিয়া অনুবাগবন্ধনকাবিণী এবং ত্রিবলিযুক্ত রমণীদিগকে তরুণেবা উপভোগ করিত ।]

বধূদের সহিত বলভীদিগকে উপভোগ করিত—এখানে এই বাক্যার্থেব প্রতীতিব পরে বধূদের মতই বলভীগুলি এই শ্লেষপ্রতীতি শব্দের দ্বারা কথিত না হইলেও অর্থেব সামর্থ্যেব জন্য সূচ্য হইয়া বর্তমান রহিয়াছে ।

যথাসংখ্য-অলঙ্কার ধ্বনি, যেমন—

“সহকারবৃক্ষ অঙ্কুবিত, পল্লবিত, কোরকিত ও পুষ্পিত হইয়াছে । হৃদয়েও মদন অঙ্কুবিত, পল্লবিত, কোরকিত ও পুষ্পিত হইয়াছে ।”

নিঃশাসবায়ুব দ্বারা মুচ্ছিত” এই বিশেষণ আধিক্য লাভ কবিয়া হেতুবাচক হইতেছে এইভাবে ধবিলেই সঙ্গত হয় । কিন্তু তাহাতে কি আসে যায় ? এখানে এই বিশেষণ বাস্তবিক পক্ষে মুচ্ছাব হেতু নহে । তথাপি হেতুতা উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে । সে যাহা হউক ব্যাপাবটি অতি তুচ্ছ । তদ্বিত্তি । কাবণ তাহাব অর্থাৎ ‘ইব’ প্রভৃতি শব্দের অপ্রয়োগেও উৎপ্রেক্ষারূপ অর্থব অবগতি বা প্রতীতি হয় এইরূপ দেখা যায় । ইহাই উদাহরণের দ্বারা দেখাইতেছেন—যথেন্তি । ঈষাকলুসস্তাপি—ঈষাকলুসিত বলিয়া ঈষৎ অরুণ-শোভাময় । ‘অপি’-শব্দ প্রয়োগেব অভিপ্রায় এই .—চন্দ্র যদি তোমাব প্রসন্ন মুখেব সাদৃশ্য লাভ কবিত অথবা সর্বদা তোমাব মুখের মত হইয়া থাকিতে পারিত তাহা হইলে তোমাব মুখ চন্দ্রই হইত এবং তাহা হইলে

সন্তোষাতিশয়ো চক্রে যে কি করিত তাহা কল্পনারও অতীত। অন্ধে—
 স্বদেহে। ন মাতি—পরিমিত বা সীমাবদ্ধ থাকে না, কাবণ দশদিক্ পূর্ণ
 কবে। অগ—এই সময়ে অর্থাৎ মাত্র একদিন। যদিও পূর্ণ চন্দ্রেব দ্বাবা
 দশদিক পূর্ণ হয়। স্বাভাবিকই, তাহা হইলেও এই শ্লোকে এই উৎপ্রেক্ষা
 ধনিত হইতেছে। আপত্তি হইতে পারে যে এখানে তো বিতর্ক উৎপ্রেক্ষা-
 বাচক ‘নত্’ শব্দব দ্বাবাই অসম্বন্ধতা নিবাকৃত হইয়াছে। এইরূপ সম্ভাবনা
 কবিয়াই অগ্ৰ উদাহরণ দিতেছেন—গথা যেতি। পাবিতঃ—সবদিকে, নিকেতান
 —নামগুণ, পরিপতন—অর্থাৎ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া। এই যুগ কোন
 শুল্কবাবী দ্বাবাই বিদ্ধ হইল না, কিন্তু তথাপি স্বাভাবিক ত্রাসচপলতাব জগ্ৰাই
 সে কোন স্থানে স্থিতি হইয়া বহিল না। সেইখানে এই উৎপ্রেক্ষা ধনিত
 হইতেছে—যেহেতু ইহাব সর্বত্র নয়নশোভা অঙ্গনাদেব আকর্ষণবিস্তৃত নয়ন
 বাণেব দ্বাবা বিনষ্ট হইয়াছে সেইজগ্ৰ সে স্থিতি হইয়া থাকিল না।
 আপত্তি হইতে পারে যে ইহাও অসম্বন্ধ অর্থাৎ ইহা উৎপ্রেক্ষামূলক অর্থ
 বুঝাইতে পারে না। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—শঙ্কার্থেতি। পতাকাঃ
 অর্থাৎ ধ্বজপট লাভ কবিয়াছে যাহাবা। ইহাব কাবণ তাহাবা স্ববম্য।
 পতাকাঃ অর্থাৎ প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছে যাহাবা। কি বকম প্রসিদ্ধি—বম্য
 এই শব্দকাবাব প্রসিদ্ধি। বিবক্তাঃ—জনসম্মূলতাব অভাবে নিজন, এইজগ্ৰ
 রাগ অর্থাৎ সন্তোষাতিলাষ বর্দ্ধন কবে। অপব কেহ কেহ বলেন বাগ
 অর্থাৎ চিত্রশোভা, বাগ এব অল্পবাগ এই উভয়কে বর্দ্ধিত কবে। এই
 হেতুতে তাহাবা বিবিক্ত অর্থাৎ সুল্লিষ্ট অথচ সুপরিষ্কট-অঙ্গশালিনী বা
 সুল্লবী। নমদলীকা.—ছাদের পর্য্যন্তভাগ যাহাদেব মধ্যে অবনমিত হইয়াছে।
 অথবা যে বমণীদেব ত্রিবলীরেখা অবনত হইয়াছে। সমম—সহ অর্থে।
 আপত্তি হইতে পারে যে সম-শব্দের ব্যবহাবে তুল্য অর্থের প্রতীতি
 হইতেছে। ইহা ঠিক, কিন্তু তাহাও শ্লেষবলেই। শ্লেষও এখানে অর্থ-
 সৌন্দর্য্যবলে আকৃষ্ট হইয়াছে, অভিধাব্যাপাব হইতে নহে। স্তুতবাং
 সকল দিক্ দিয়া শ্লেষ গলঙ্কাব ধনিত হইতেছে। অতএব বধুদের গ্ৰাঘ
 বলভীবাও—ইহা অভিহিত কবিয়াও বৃত্তকার এখানে উপমাধ্বনি আছে
 বলিয়া বলেন নাই, যেহেতু এই শ্লোক শ্লেষমূলকই। যদি সম বা তুল্য
 এই ভাবই স্পষ্ট হয় তাহা হইলে উপমাব স্পষ্টত্বেব জগ্ৰ শ্লেষ তন্দ্বাবা আকৃষ্ট
 হইবে। সমম এই নিপাতটি অতি শীঘ্র সহার্থ বুঝাইয়াছে এবং বাঙ্ককত্ববলেই

পূর্ব ছইপাদকে লক্ষ্য কবিয়া পববন্তী ছইপাদে অঙ্গুরিতাদিশঙ্ক মদনেব বিশেষণকপে বাবহৃত হওয়ায় সেইখানে অনুরণনাঙ্ক বাঙ্গোব সৃষ্টি হইয়াছে এবং তদ্বাৰা যে চাক্ৰবের প্রতীতি হইতেছে তাহা মদন ও সত্ৰকাৰে ত্ৰ্যাকপে সংযুক্ত হওয়ায় বাচ্য হইতে অতিবিক্রকপে পবিলক্ষিত হয়। এইরূপে অন্যান্য অলঙ্কারগুলি যেখানে যেকপ সন্নিবেশ কৰা উচিত সেইভাবে সন্নিবেশ করিতে হইবে।

ক্রিয়া বিশেষণকপে শব্দশ্রেয়সত্তা ৭.৮ কবিতেছে। তাহা বাদ দিলে অভিধাব কোন অবিপ্লুষ্ঠ ০.৮ হয় না। স্তববা অভিধাশক্তি পবিসমাপ্ত হইলেই সহৃদয় ব্যক্তিব। পূৰ্বক যত না কবিয়াই দ্বিতীয় অর্থ বাবতে পারেন। পূৰ্বেই বলা হইয়াছে—“শব্দার্থাশাসনজ্ঞানমাত্রেণৈব” (১৭) ইত্যাদি। এই বীতি মবল উদাহরণেই অল্পসবণীয়। “চত্ৰ নামক ব্যক্তি স্থলকায়, কিন্তু দিবা-ভোজন কৰে না।” এহ বাক্যে অভিধামূলক অর্থই পবিসমাপ্তি লাভ না বাবিয়া নিজেব অর্থব নিষ্পত্তিব অল্প অল্প অর্থ বা অল্প শব্দ আকর্ষণ কৰে। তাহ অল্পমান বা শব্দার্থাপত্তিতে তাত্ত্বিক ও মীমাংসকেরা ধ্বনিপ্রসঙ্গ আনয়ন কৰেন না। অধিক বলা নিষ্পয়োজন। তাই বলিতেছেন অশব্দার্থাশ্রিত। এবমবস্থাপীতি। সকল অর্থালঙ্কারেবই ধ্বন্যমান ০.৮ দেখা যায়। যেমন দীপকধ্বনি—“হে বৃক্ষ, লতাব সহিত যুক্ত হইয়া তুমি দণ্ডিতে থাক। তোমাকে অনল যেন দগ্ধ করিতে না পাবে, পবন যেন না ভাঙিতে পাবে, মত্তহস্তী ও পবন্ত যেন তোমাকে ছিন্নভিন্ন কবিতে না পাবে, ইন্দুকবনিক্ষিপ্ত বজ্র যেন তোমাকে নষ্ট কবিতে না পাবে।” এনানে ‘দণ্ডিষ্ঠ’ শব্দ উহা বাহিয়াছে (মা বাদিষ্ঠ), এই যে সমাক্ষ অল্পত দীপক তাহা হইতে প্রতীতি হয় যে বৃক্ষ বজ্রাব অত্যন্ত স্নেহাস্পদ এবং তাহা হইতেই চাক্ৰ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অপ্রস্তুতপ্রশংসা ধ্বনিও—“হে শম্ব, কণ্টকাবীর্ণ বেতকীবন অন্বেষণ কবিয়া মরিবে। ভ্রমণ করিতে গণিতে তুমি মাগতীকুসুমসদৃশ কিছুই পাইবে না।” প্রিয়তমেব সহিত ভ্রমণ কবিতে কবিতে কোন নাটিকা ভ্রমরকে সন্তোষণ কবিয়া এইরূপ বলিতেছে। ভ্রমরের বৃদ্ধান্ত অতিথেব হওয়ায় তাহা প্রাসঙ্গিকই বটে। (অচেন) ভ্রমরকে সন্তোষণ কৰা হইয়াছে বলিয়াই যে অপ্রাসঙ্গিক অর্থের

বোধ হইতেও তাই নহে। এবং এই সম্ভাষণ নাট্যিকার কামমোহিত মনো-
 স্বাভাবিক ক্ষণ। ততশা অভিনয়শিল্পী দ্বারা অপ্রস্তুতপূৰ্ণমা অলঙ্কা-
 সমাপ্ত হইতেও তাই নহে। এখানে আশ্চর্য্যবশত বাজ নন্দন হইয়া পোহাও তাই
 অৰ্ধেৰ ফল অলঙ্কাৰ হইতে পারে। কাব্যপ্রাণের পক্ষে বস্তুতঃ
 চক্ৰাধীন সত্যের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের অব্যবহৃত পদ্যে বস্তুতঃ। চি-
 ত্ৰেস্তাৰল ন্যায়সঙ্গত কণ্টকব্যাপ্ত কেতকীবনের পায় মোড়াগা।
 ভিমানপূর্ণ, স্বপ্নাব মানতীকুম্ভমসদৃশ কলবদ স্বীয় আপাত প্রমত্তবতাব
 জগা হাদেশ 'প্রাণমাক ভং সনা কবিত্তেছে। অপহৃতি-স্নিহ উদাহরণ মদীয়
 আচাৰ্য্য চন্দ্রবাজেব এই শ্লোক :- "হে নতাস্তি, যিনি গোবান্ধব কুচকু-
 সদশ স্তম্ভ চন্দ্রমণ্ডলে কালান্তরপত্নের দ্বারা বাসবচনা কবিয়া নাট্য-
 শ্রেষ্ঠ বাসগুণ মনোবাসনাছেন সেই কামদেব বিচ্ছিন্নবস্ত্রিত উদ্দীপিত
 ও উৎকৃষ্ট বসিতাব চিত্র হইতে উদ্ভূত সম্ভাপ স্বীয় প্রসাবিত অঙ্গের দ্বারা
 অপমানদন কবিত্তে ইচ্ছুক।" এখানে চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবস্ত্রী যুগাক্টিফল
 অপক্লব (আচ্ছাদন) ধনিত হইতেছে। ইহা যুগাক্টি নহে, বস্তুতঃ মন্য
 যিনি বিহাঙ্গপাৰ্বতী বসিতাহুদয়ে উখিত সম্ভাপের দ্বারা রক্ষণ হইয়াছেন।
 এখানেই সন্দেহ অলঙ্কাৰধনিত আছে, কারণ চন্দ্রমধ্যবস্ত্রী সেই যুগাক্টি
 চিত্ৰেব নাম পশ্যন্ত গৃহীত হয় নাই। বরং গোবান্ধব স্তম্ভমণ্ডলস্থানীও
 চন্দ্রমাব মন্য কালান্তরপত্নবচনাব শোভাসম্পদ হইয়া তিনি যে লাভ
 (উৎকৃষ্টতা) লাভ করেন—ইহা যে কি বস্তু তাহা জানি না। এইভাবে
 সন্দেহ-অলঙ্কাৰও ধনিত হইতেছে। এখানে প্রতিবস্তৃপমা ধনিত আছে —
 পূৰ্বে প্রিয়তমেব প্রণয় প্রত্যাখ্যান কবিয়া নাট্যিক অতপ্ত হইয়াছে।
 প্রিয়তমেব আগমনপ্রতীক্ষায় সেই বিবহোৎসবিতা বমণী প্রসাদন প্রভৃতি
 কবিয়া বাসকসজ্জা বচনা কবিয়াছে। পূৰ্ণচন্দ্রের উদয় হইলে দৃতী সর্বদেব
 দ্বারা প্রিয়তম আনীত হইল এবং সে এই চাটুবাৰ্য্য বলিল, "তোমার
 কুচকলমধ্যবস্ত্রী কালান্তরপত্নবচনা কামেব উদ্দীপক। চন্দ্রের অন্তঃস্থিত
 পদ্মদলশামলশোভাও এইরূপ উদ্দীপনা আনয়ন করে।" (প্রতিবস্তৃপমা)
 সুধাধামনি—এই পদ চন্দ্র বুঝাইবাব জগা গৃহীত হইলেও সে যখন সন্ধ্যা
 দূর করিতে ইচ্ছুক তখন তদ্বারা চেতুতাও বুঝাইতেছে। অতএব 'চেতু'
 অলঙ্কাৰও ধনিত হইতেছে। তোমাব কুচশোভা ও যুগাক্টিশোভা
 একই প্রকাৰে যদনেব উদ্দীপক। সুতরাং সঙ্কল্প-অলঙ্কাৰধনিত আছে,

এইভাবে অলঙ্কারধ্বনিমার্গের ব্যাৎপাদন কবিতা তাহার প্রয়োজনীয়তা খ্যাপন কবিতার উদ্দেশ্যে ইহা বলা হইতেছে—

বাচ্য অবস্থায় যে সকল অলঙ্কার শরীরতই লাভ করিতে পারে না তাহার। ধ্বনির অঙ্গ হইয়া পরম কান্তি লাভ করে । ২৮ ॥

বাঙ্গকহ এবং ব্যঙ্গ্যহ—এই উভয়ভাবেই ধ্বনিব অঙ্গ হওয়া যায় । এখানে প্রসঙ্গ স্মরণ রাখিলে ব্যঙ্গ্যত্বের দ্বারা যে ধ্বনিব অঙ্গতা লাভ কবা যায় তাহাই ধ্বনিত হইবে । অলঙ্কারসমূহ ব্যঙ্গ্য হইলে যদি সেই ব্যঙ্গ্যেব প্রাধান্য বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে তাহা ধ্বনির অন্তর্ভূত হয় । অন্যথা গুণীভূতব্যঙ্গ্য হইবে—ইহা পবে প্রতিপাদন কবিব । ব্যঙ্গ্যহ অবস্থায়ও অঙ্গিকপে সন্নিবেশিত অলঙ্কারসমূহের

“তোমার হৃৎসদৃশ চন্দ্র আবার চন্দ্রসদৃশ তোমার কুচমণ্ডল”—এইরূপ প্রণীত হয় বলিয়া উপমেয়োগমা ধ্বনিও আছে । এইরূপ অলঙ্কারধ্বনি প্রভেদও এখানে উৎপ্রেক্ষিত হইতে পারে । যেহেতু মহাকবির এই বচন কামধেনুরূপ । যেমন—‘কেহ হেলা ভবে যায়। কবে তাহাই অচিৎনীয় ফল উৎপাদন কবে আবার কাহাবও যতপূর্বক প্রয়াসও কিছুই ফল প্রসব করিতে পারে না । হঠাৎ লোম সঞ্চালনেই ধবণী কম্পিত হয় আব ভ্রমর আকাশেও উড়িয়াও লতা আন্দোলিত করিতে পারে না ।” এই সকল প্রভেদের সংস্ফুট ও সঙ্কব-অলঙ্কার যথাযোগ্যভাবে চিন্তনীয় । অতিশয়োক্তি অলঙ্কারধ্বনি যেমন মদীয় শ্লোকে—“বিলাসেও সহিত সত্ত-আবিভূত বিলম্বশালী বসন্তকালের দেহ হইতেছে তোমার দুই নয়ন , তোমার ক্রলীলাক্রম-ভঙ্গীযুক্ত কামধেনু , অহে ! তোমার মুখপদ্মনিঃসৃত আসব কিঞ্চিৎমাত্র আশ্বাদেই বিকার আনয়ন কবে । হে সুলভি, ইহা নিশ্চিত যে তুমি একাধাবেই ত্রিভুবনেব মধ্যে বিধাতার সারভূত সৃষ্টি ।” যথুমাংস, মদন ও আসব পরস্পরের পবিপোষকতা কবিতা ত্রিলোকে সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে । কিন্তু তোমার মধ্যে তাহার। লোকান্তর দেহ প্রাপ্ত হইয়া একত্রে অবস্থান করিতেছে । অতএব এখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারই ধ্বনিত হইতেছে । আশ্বাদমাত্রেই ইহা বিকারের কারণ হয় , আশ্বাদপরম্পরা ক্রিয়া ছাড়াও

ছইগতি দেখা যায়—কদাচিৎ বস্তুমাত্রের দ্বারা অভিব্যক্তি হয়, কদাচিৎ অলঙ্কারের দ্বারা। সেইখানে—

যখন বস্তুমাত্রের দ্বারা অলঙ্কারসমূহ ব্যঞ্জিত হয়, তখন তাহারা ধ্বনির অঙ্গতা লাভ করে

ইহার কারণ—

কবিব্যাপার অলঙ্কারকে আশ্রয় করে। ২৯ ॥

যেহেতু তথাবিধ ব্যঙ্গ্য অলঙ্কারকে আশ্রয় করিয়াই সেইখানে কবিব্যাপার প্রবৃত্ত হইয়াছে। নচেৎ তাহা (কাব্য) বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে।

সেই অলঙ্কারসমূহ—

অন্য অলঙ্কারের দ্বারা ব্যঞ্জিত হইলে

আবার

ধ্বনির অঙ্গত্ব লাভ করিবে, অবশ্য যদি চারুত্বের উৎকর্ষের জগুই ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। ৩০ ॥

এইরূপ কথিতই হইয়াছে—“বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে কোনটি প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হইয়াছে তাহা চারুত্বের উৎকর্ষ হইতেই নির্ণয় করা হয়। যেখানে অলঙ্কারসমূহ বস্তুমাত্রের দ্বারা ব্যঙ্গ্য হয়, সেইস্থানকার উদাহরণ সন্নিহিত প্রসঙ্গে উদাহরণ হইতে পরিকল্পনীয়। শুভরাং অর্থ-মাত্রের দ্বারা অথবা অলঙ্কারবিশেষরূপ অর্থের দ্বারা অল্প অর্থ বা

বিকারাত্মক ফললাভ হয়—তাই বিভাবনা-ধ্বনিও। বিভ্রমশালী বসন্তের কামোদীপনভারবাহী—এইরূপে এখানে তুল্যযোগিতা-ধ্বনিও আছে। এই ভাবে সকল অলঙ্কারেরই ধ্বন্ত্যমানতা হয় ইহা মনে রাখিতে হইবে। কোন একটিমাত্র অলঙ্কারই স্থিরভাবে ধ্বনিত হইবে—কেহ কেহ যে এইরূপ বলিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। যথাযোগ্যমিতি। কোথাও অলঙ্কার ব্যঞ্জক হয়, কোথাও বা বস্তু—এইভাবে অর্থের যোজনা করিতে হইবে। ২৭ ॥

প্রশ্ন হইতে পারে, প্রাচীনেরাই অলঙ্কারসমূহের কথা বলিয়াছেন। আপনি যে তাহাদের বাক্যস্থ দেখাইলেন তাহাতে এমন কি হইল? এই আশঙ্কা

অলঙ্কারের প্রকাশ হইলে এবং চাক্ষুশের উৎকর্ষের জন্ত তাহার প্রাধাণ্য হইলে অর্থশক্ত্যুদ্ভব অমুরণরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি বৃদ্ধিতে হইবে।

এইভাবে ধ্বনির প্রভেদ প্রতিপাদন করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে তাহাদের আভাসের বিভিন্নতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে বলি হইতেছে—

যেখানে প্রতীয়মান অর্থ অস্পষ্ট হইয়া অথবা বাচ্যের অঙ্গ হইয়াও প্রতিভাত হয় সেই কাব্য ধ্বনির বিষয় নহে। ৩১ ॥

প্রতীয়মান অর্থ দুই প্রকারের—স্ফুট ও অস্ফুট। তন্মধ্যে যে স্ফুট অর্থ শব্দশক্তি বা অর্থশক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহা ধ্বনির মার্গ, অপরিটি (অস্ফুট) নহে। যে প্রতীয়মান অর্থ স্ফুট হইয়াও বাচ্যের অঙ্গরূপে প্রতিভাত হয় তাহা এই অমুরণরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনির বিষয় নহে।

যেমন—

“সরোবর মলিন হয় নাই, হংসও সহসা উড়িয়া যাইতেছে না।
কোন নিপুণ ব্যক্তি গ্রাম্য জলাশয়ে মেঘেব চাঁদোয়া টাঙ্গাইয়া দিয়া
তাঁহা বিস্তার করিয়া দিয়াছে।”

কবিয়া বলিতেছেন—এবমিত্যাदि। অলঙ্কার বাচ্য হইলে কাব্যের শরীরে পরিণত হয় বলিয়া ব্যবস্থা আছে। কিরূপে তাহাবা শরীরতা প্রাপ্ত হয়? শরীরভূত যে প্রস্তুত বিষয় অলঙ্কারগুলি কটকাদির দ্বারা তাহা হইতে পৃথক অর্থাৎ তাহাবা নিজেরা শরীর নহে। এই অলঙ্কারগুলিও—যাহারা নিজেরা শরীরভূত নহে—শরীরের সহিত ঐক্য লাভ করে। সং কবিতা পৃথক যত্ন ব্যতিবেকেই এই প্রকাব ঘটাইতে পারেন। (যদি এইরূপ পাঠ গ্রহণ করা যায়) “বাচ্যে ন ব্যবস্থিতঃ”—বাচ্য অবস্থায় থাকিলে যাহাদের শরীরতা সম্পাদনও ব্যবস্থিত হয় না অর্থাৎ যাহা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। সেই সকল অলঙ্কারই ব্যঙ্গ্যধ্বনের দ্বারা ধ্বনি-ব্যাপারের বা কাব্যের অঙ্গ হইয়া দুর্লভ আশ্চর্যরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়। কথাটা দাঁড়াইল এই—বিদগ্ধ রমণী যেমন অলঙ্কার সুন্দরভাবে যোজনা করেন সুকবি যদি সেইভাবেই অলঙ্কার প্রয়োগ করেন তবুও কুঙ্কমলেপনের দ্বারা সেই অলঙ্কারকে শরীরে পরিণত করা দুঃসাধ্য। আশ্চর্য লাভ করিবার সম্ভাবনা তো দূরের কথা। এই ব্যঙ্গ্যতা এমন বস্তু যে অপ্রাণ অবস্থায় থাকিলেও তাহা অলঙ্কারদিগকে বাচ্যলঙ্কার অপেক্ষা অধিক

এখানে মুগ্ধবধূর জলধনপ্রতিবন্ধ-দর্শন প্রতীয়মান অর্থ ; তাহা বাচ্য অর্থেরই অঙ্গ হইয়াছে। যেখানে অশ্রুত্রেণ এবং বিধ বিষয়ে ব্যঙ্গোপ উপরে নির্ভরশীল হইয়া বাচ্য অর্থ চারুতোৎকমের প্রণীতি হয় এবং তাহারই প্রাধান্য সূচিত হয়, সেইখানে ব্যঙ্গের অঙ্গ প্রতীত হওয়ায় ধর্মের বিষয় হয় না।

যেমন—

‘বেতসলতাগতনে উদ্ভীর্ণ পক্ষীর কোলাহল শুনিতে শুনিতে গৃহকর্মে ব্যাপ্ত ব্যাধবধূর অঙ্গসমূহ অবসন্ন হইতেছে।’

এবং বিধ বিষয় প্রায়ই গুণীভূতব্যাঙ্গের উদাহরণ হিসাবে নির্দেশিত হইবে। কিন্তু যেখানে প্রকরণাদির প্রতীতির দ্বারা বাচ্য অর্থের বৈশিষ্ট্য নিন্দাবিত হওয়ার পব পুনরায় তাহা প্রতীয়মানের অঙ্গ হইয়া প্রতিভাত হয় সেই কাব্য এই অনুবণনরূপব্যাঙ্গান্বিতই মার্গ।

যেমন—

‘‘হে তানিকপুত্রবধু, ভূতলে পতিত কুস্তম চয়ন কর। শেফালিকা-বৃক্ষকে কম্পিত করিওনা। শ্বশুর তোমার বলয়শিঞ্জন শুনিতেছে ; ইহার পদিগাম অশুভ।’’

টংকষ দান হবে। যেমন বালকদেব সাজ ক্রীড়ায় অগ্রান্ত বালক অপেক্ষা যে বালক বাজা সাজিয়াছে সে অধিক সুখ অনুভব করে এইখানেও সেইরূপ। এই অর্থই মনে রাখিয়া বলিয়াছেন—ইতরথা স্থিতি। ২৮ ॥

তত্রৈতি। দুই গতি থাকতে। অত্র হেতুবিতি—ইহা বৃত্তির অংশ। কবিতা কবিব্যাপারের। বৃত্তিঃ—স্থিতি। তদাশ্রয়—অলঙ্কার-প্রবণা। যেহেতু কবিব্যাপারের বৃত্তি অলঙ্কার-প্রবণা। অত্রৈতি। যদি ব্যঙ্গ্য-অলঙ্কারপরত্ব না থাকে। তাহা হইলে তথায় গুণীভূতব্যাঙ্গ্যতার সম্ভাবনাই নাই—ইহাই তাৎপর্য। তামামেবালঙ্কতানাম—যে কারিকা এখনই পঠিত হইবে ইহা তাহারই উপকরণস্বরূপ, কারণ সেই কাবিকার সঙ্গে সম্বন্ধ যোজন করিয়াই বৃত্তিতে হইবে যে কোন অলঙ্কারের কথা বলা হইতেছে। পুনরিতি—কারিকার মধ্য-ভাগে অর্থের উপকরণহিসাবে এই শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ধ্বজ্যতেতি।

ধ্বনির অন্তর্ভূত প্রকারই। ব্যঙ্গ্যপ্রাণাত্মমিতি। ইহাব হেতু :—চাক্ষুঃকর্ষত ইতি। যদিও। তাহাব অপ্ৰাবানা হইলে বাচ্যালঙ্কারই প্রবান হয় এবং এই-ভাবে গুণোচ্চৈব্যাখ্যাতা লাভ হয়। প্রশ্ন হইতে পারে—অলঙ্কার বস্তুর দ্বারা অথবা অগ্ন অলঙ্কারেব দ্বাৰাণ ব্যঞ্জিত হইতে পারে, তবে এখানে তাহার উদাহরণ পদশিত হইল না কেন? ইহা আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন—বস্তুমিতি। সংক্ষেপে উপসংহাব কবিয়া ইহা বলিতেছেন—তদেবমিতি। ব্যঙ্গ্য ও ব্যঙ্গক—ইহাদেব প্রঃাবে বস্তু ও অলঙ্কাররূপে দ্বিবিধ, সেইজগ্ন অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি চাব প্রকাবাব—ইহাই তাৎপৰ্য। ২২ ৩০ ॥

১. বস্তুমিতি। অবিনশ্চিতবাচ্য, ১. অবিনশ্চিতাঙ্গপববাচ্য দুই মূল প্রভেদ। প্রথমটিব দুই প্রভেদ—অতঃস্থতিবস্তুতবাচ্য ও অর্থাঙ্গবসংক্রমিতবাচ্য। দ্বিতীয়টিব দুই প্রভেদ—অলঙ্কার্যক্রম ও অন্তবর্ণনরূপ। ইহা নব মধ্য প্রথমটি অর্থাৎ অলঙ্কার্যক্রম-ব্যঙ্গ্যধ্বনি যনন্ত প্রকাববিশিষ্ট। দ্বিতীয়ের অর্থাৎ অন্তবর্ণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনিব দুই প্রভেদ—শব্দশক্তিমূলক ও অর্থশক্তিমূলক। শেষেটি অর্থাৎ অর্থশক্তিমূলক-ধ্বনি ত্রিবিধ—কবিশ্রোচোক্তিকৃতশব্দী, কবিকল্পিতবস্তুপ্রোচোক্তিকৃতশব্দী এবং স্বতঃসম্ভবী। ব্যঙ্গ্যব্যঙ্গকেব যে চাবপকাবাব প্রভেদ বলা হইয়াছে তাহার নিয়মানুসাবে ইহাব পাতোকেই চতুর্বিধ ১। এই ভাবে গণনা কবিলে অর্থশক্ত্যুদ্ভব অন্তবর্ণনরূপ ধ্বনি দ্বাদশবিধ। পূর্বে শব্দশক্তিমূলকধ্বনিব চাব ভেদেব কথাবলা হইয়াছে, তাহাব সঙ্গে এই দ্বাদশ প্রভেদ যোগ কবিলে সর্বসমেত ষোলটি মূল্যভেদ পাওয়া যায়। তাহাদেব প্রত্যেকেই পদের দ্বাৰা বা বাক্যেব দ্বাৰা প্রকাশিত হইতে পারে বলিয়া প্রত্যেকটিই দ্বিবিধ এইরূপ বলা হইবে। অলঙ্কার্যক্রম ধ্বনি বর্ণ, পদ, বাক্য, সংঘটনা ও প্রবন্ধের দ্বাৰা প্রকাশিত হইতে পারে। স্বতবাং সর্বসমেত পঞ্চত্রিংশ প্রভেদ হইতে পারে। তদাভাসাবিবেকং—ধ্বনিব আভাসসমূহ হইতে ধ্বনিব বিভাগ, অস্ত্রোতি—আত্মভূতধ্বনিব, অসৌ—কাব্যাবিশেষ, ন গোচবঃ—গোচব নহে। কমলাকবা—অগ্ন কেহ কেহ ‘পিউচ্ছা’ শব্দের ‘পিতৃষসঃ’ (পিসিমাৰ) এইরূপ ‘ভামা’ স্বীকাব কবেন। কেনাপি—অতিনিপুণ কে’ন ব্যক্তি কভুক। বাচ্যাক্ষয়মেবতি। বিস্ময়বিভাবরূপ বাচ্যার্থেব দ্বাবাই বালিকার মুগ্ধিমাৰ আতিশযা প্রতীত হইতেছে। অতএব বাচ্যার্থ হইতেই চাক্ষুঃসমিমা লাভ হইয়াছে। বাচ্যার্থই নিজেকে প্রতিপন্ন কবিবার উদ্দেশে নিজেব উপকাবনাভেচ্ছায় অগ্ন (ব্যঙ্গ্য) অর্থ ব্যক্ত করিতেছে। নেতস ইত্যাদি যে উপপত্তিকে সংকেত কবা হইয়াছিল

এখানে উপপত্তি সহিত বমণকাবিণী নাট্যিকাব বলয়শব্দ বাতিবে
 শুনিতে পাওয়া যায় তাহাকে সতর্ক কবিতেনে। বাচ্য অর্থের জ্ঞানের
 জ্ঞানই এইটুকু বাচ্য অর্থের অপেক্ষা নাথিতে হইবে। বাচ্য অর্থ
 প্রতিপন্ন হইলে নাট্যিকাব স্বভাবদোষকে গোপন কবিবার উদ্দেশ্যমূলক
 তাৎপর্য্য থাকার জ্ঞান পুনরায় ইহা বাচ্যের অঙ্গ হইয়াছে। তাই
 এই কাব্য শালুগণনকণ বাচ্যের অন্তর্ভুক্ত ৩।

এইভাবে বিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি ও তাহার আভাসের বিভাগ কবার পর
 অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিও অনুরূপ বিভাগ কবিবার জ্ঞান বলিতেছেন—

ব্যাংপত্তি বা শক্তির অভাবনিবন্ধন শব্দের যে গোণ ও
 লাক্ষণিক প্রয়োগ করা হয় পণ্ডিতগণ তাহাকে ধ্বনির বিষয়
 বলিয়া মনে করেন না। ৩২ ॥

স্থলিতগতি শব্দের অর্থাৎ উপচরিত প্রয়োগবিশিষ্ট শব্দের।
 ব্যাংপত্তি বা শক্তির অভাবজনিত যে শব্দপ্রয়োগ তাহাও ধ্বনির বিষয়
 নহে। বোঝাই—

সে সম্বোধিত স্থানে উপনীত হইয়াছে—ইহা এখানে ধ্বনিত হইয়া ব্যাং
 অর্থেই অবলম্বিত কবিতেনে। তাহা হইলে অর্থ দাঁড়াইল এই:—গৃহকর্ম
 ব্যাপৃত্য ইতি—ইহাব দ্বারা বুঝাইতেছে যে যে অন্তের অধীন তাহাবও,
 বলা ইতি—সাত্ত্বিক লজ্জাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাহাবও, অজ্ঞানীতি—একটি
 অঙ্গই সেইরূপ অসাদপাপ নহে যে গাঙ্গীর্য্যের দ্বারা গোপন কবিয়া নিজেকে
 সংবরণ কবা সম্ভব হইবে, সীদন্তীতি—গৃহকর্ম তো পড়িয়া থাকুক, নিজেকেই
 দাবণ কবিত পাবিতেছে না। গৃহকর্ম ব্যাপাবে সংযুক্ত থাকায় শরীরের
 অবসন্নতা স্রুট হইয়া লম্বিত হয় না। এই বাচ্য অর্থ হইতেই সাত্ত্বিক
 মদনপবনগত প্রতীতি হয় বলিয়া ইহা হইতেই চাক্রহনির্ম্মিত হইতেছে।
 যজ্ঞত্বিত। প্রকরণ আদি যাহাব অর্থাৎ শব্দান্তবসামিধ্য, সামর্থ্য, লিঙ্গ
 প্রভৃতি যাহাব অভিধাব নিয়ামক। ইহাদের অবগতি হইতেই যেখানে অর্থ
 স্থানচিত্তকণে সম্পূর্ণভাবে জানা যায়। পুনর্য্যচা:—পুনরায় স্ব-শব্দের দ্বারা
 কথিত হয়। অতএব নিজ বাচ্য অর্থের পূর্বে অবগতি হইলেই তাহার মধ্যে
 যাহা পর্য্যবসিত হইয়া থাকে না, বরং প্রতীয়মানের অঙ্গতা প্রাপ্ত হয়

এই সকল প্রভেদেই অঙ্গীভূত ব্যঙ্গ্যের যে স্ফুটরূপে
প্রকাশ তাহাই পূর্ণ ধ্বনিলক্ষণ। ৩৩ ॥

সেই ধ্বনিলক্ষণের বিষয় উদাহৃত হইয়াছে।

ইতি শ্রীরাঙ্গানক আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যবিরচিত ধ্বঙ্গ্যালোকে দ্বিতীয়
উদ্যোত।

সেই কাব্য ধ্বনিব বিষয়। এই ব্যঙ্গ্যপবতাই ধ্বনিব কারণ, এই কথা স্পষ্ট
করিয়া বলায় ব্যঙ্গ্য যেখানে গৌণ হয় সেইখানে তাহাব বিপরীত অর্থাৎ
বাচ্যপরতা থাকে এবং তাহা গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্যের কাবণ হয়—এইরূপ
বুঝিতে হইবে। সমগ্র অর্থ এইরূপই দাঁড়াইল। উচ্চিষ্ট ইত্যাদি—যেহেতু
শব্দের শেফালিকালভাটিকে যত্নেব সহিত বক্ষা করে তাই ইহার আকর্ষণ-
বিকল্পনে সে কুপিত হইবে এবং তোমাব বিষম গদ্যিগাম হইবে—এই ভ্রোকে
এইরূপ বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে ‘বিষমবিপাকঃ’—এই শব্দের দ্বারা
সাক্ষাৎভাবে ব্যঙ্গ্যের আক্ষেপ হইবে। “কঙ্গবা” (কন্ত বা)—এই ভ্রোকে
যে রূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এইখানেও সেইরূপ করিতে হইবে। বাচ্য
অর্থ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সখীকর্তৃক নামিকাকে সতর্কীকরণ
রূপ ব্যঙ্গ্যের অপেক্ষা রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে বাচ্য অর্থটি পাওয়া
যাইবে না। সেই বাচ্য অর্থ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া তাহা কখনেব যোগ্যই হইবে না।
আপত্তি হইতে পারে যে এইভাবে দেখান হইল যে ব্যঙ্গ্য বাচ্যের উপকরণের
কাজমাত্র করিতেছে। এই আশঙ্কা কবিতা বলিতেছেন—প্রতিপদে চেতি।
শব্দের দ্বারা কথিত হইলে। তদাভাসবিবেকে প্রস্তুত ইতি। এই স্থলে
হেতু বুঝাইতে সম্ভবী। তমহার আভাসের বিভাগলক্ষণবিষয়ক প্রশঙ্গের
জগ্গ। কাহার ‘তদাভাস’? এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—বিবক্ষিতবাচ্যশ্চেতি।
‘প্রস্তুতে’-শব্দের স্পষ্ট অর্থ (আরক্ত, প্রস্তাবিত) গ্রহণ করিলে উহার প্রয়োগ
অসঙ্গত হইবে। বিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির পরিসমাপ্তিতেই আভাসের বিভাগ
কর্তব্য। ইহা এখন প্রস্তাবিত নহে, ভবিষ্যৎকালের সঙ্গেও এখানে কোন
সদ্বন্ধ নাই। স্বলঙ্গ্যতেরিতি—গৌণ বা লাঙ্গলিক শব্দের। অব্যুৎপত্তিঃ—
অহুপ্রাসাদি কচনাচাতুষ্যে প্রবৃতি। যেমন—“প্রোচা নাগিকাদের চঞ্চল
(প্রজ্ঞা) প্রেমের প্রচুরপরিচয়সম্বিত চিত্তাকাশাবকাশে যে সতত
বিহার কবে সেই সৌভাগ্যের আকর।” এখানে অহুপ্রাসের প্রতি অহু-

রাগের জগাই কবি 'প্রেজ্ঞান' এই লাক্ষণিক ও 'চিত্তাকাশ'-এই গৌণ
 প্রয়োগ করিলেন। তাহা কোন ধ্বন্যমান স্তম্ভব প্রয়োজন বুঝাইতে পারি-
 সমাপ লাভ করিতেছে না। অশাক্তি. হৃদপূর্ণবাদতে অঙ্গমতা। যেমন,
 —'কন্দপূর্ব হৃদম্পর্শে মনো প্রদান (প্রদান) হৈ চক্ষু, তুমি চঞ্চল
 ও দৃষ্টিবদ্বয়নেব ভ্রাজন সূত্রে প্রতিত হইয়া। নিঃস্বব অচঞ্চল দেখে তাক
 আস্থবৎ অনমন করিবাচ।' এখানে প্রবাস্ত্র প্রথম পদ লক্ষ্য।
 উপচায়েব দ্বাবা চক্ষু প্রবক হইয়াছে। ভ্রাজনমাত্রে আশয়, বদ্বয়
 হইবে- অচঞ্চল। কহাবা উপচায়েব দ্বাবা প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা এখানে
 হৃদপূর্ণ ভাৱে, কোন শোভাই অনমন কবে না। সচোত। প্রথম
 উদ্যোতঃ 'সাক্ষিক অস্ত্রবোবে কবিবা দ্যবতাবে প্রবত্ত হইলেন'
 (পাক্ষিক গুদোদ্যোতঃ প্রবত্তাবাঃ কবয়ঃ) এইরূপ বলা হইয়াছে এবং
 বদ্বয় প্রবাস্ত্রপূর্ণম্ ভাকপ্রযোগেব এই উদাহরণ দেখে।
 হইয়াছে। তাহাই যে যে বল ধানিব বিষয় নহে তাহা নহে, এই যে অপর
 প্রবাস্ত্রবৎ বলা বল হইল হইল ধানিব বিষয় নহে। ইহা 'চ' শব্দেব অর্থ।
 ধানিব আভাসাবভাগেব ওহা বাবকাকাব উক্ত ধানিবরূপে পুণ্য
 বাবতেছন। তাহাব উল্লেখণ হিসাবে বৃত্তিকাব বলাতেছেন যতঃ ভিত্তি।
 অবভাসনামিতি। তাব গ্রহণ কাবলেকই প্রবত্ত গুণীত হয় এই হায্যাসাবে
 অবভাসন বলাতে বাক্য অর্থ বুঝিতে হইবে। ধানিলক্ষণং—ধানিব পুণ্যরূপ,
 অবভাসন বা জ্ঞান—তাহাই ধানিব লক্ষণ অর্থাৎ পমাণ, কাবণ তাহাব দ্বাবা
 ধানিব পুণ্যরূপ নিবেদিত হয়। অথবা জ্ঞানই ধানিব লক্ষণ, কাবণ লক্ষণ
 জ্ঞানেবহ দ্বাবা নির্ণেয়। সুপ্রতিতে 'এব (উদাহৃত ব্যবসায়মব) এই পদেব দ্বাবা
 হইত সূচীত হইয়াছে যে অত্র যে প্রভেদ আছে তাহা আভাসমাত্র। অতএব
 আভাসাবভাগেব হইতাহিসাবে যে বিষয় আবক হইয়াছিল তাহাও নিশ্চিত
 রূপে নির্ণীত হইল। এইভাবে শিবকে স্মরণ কাবয়া নিম্ন ব্যাখ্যা সমাপ্ত
 করিলাম।

যিনি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন থাকিয়া প্রতীতিমাত্রস্বরূপ এবাবৎ জগৎকে এক
 ব্রহ্ম দিয়া গাথিয়াছেন সেই পশুপতি (পবমার্থচর্চনকাবিনী) পবমেশ্বরীকে আমি
 অভিনবগুপ্ত বন্দনা করি।

হুতি শ্রীমহামাশেশ্ববাচাৰ্য্য পণ্ডিতপ্রবাব অভিনবগুপ্ত কবুক উদ্বীলিত
 সঙ্কদখ্যলোকলোচনে অবনিসঙ্কেতে পিতায় উদ্যোত।

তৃতীয় উদ্যোত

এইভাবে ব্যঙ্গ্যানুসারে ধ্বনিব প্রভেদসমেত স্বরূপ প্রদর্শন করা হইলে ব্যঙ্গকানুসারে তাহা প্রকাশিত হইতেছে—

অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি এবং তাহার প্রভেদগুলি পদ ও নাক্যের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। তদিতর অনুরণনরূপ-
ব্যাঙ্গ্যও তাহাই। ১ ॥

অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির শতাব্যুত্তিবক্ষিতবাচ্যানামক প্রভেদে পদের
সংস্কারাদি ধ্বনির প্রকাশনের উদাহরণ যেমন মহর্ষি ব্যাসেসব—“এই
শব্দটি শ্রবণমাত্রের উপর (সমীক্ষ) রাখবা যেমন কালিদাসেসব—

ধ্বনি স্বরূপে বলা হইবে এবং শব্দ মাত্রের শব্দবাক্য কবিত্তেছেন
সেই পুরস্কারে পাইবে। ১ ॥

অপব উদ্যোতের সংজ্ঞা সঙ্গতি ন্যায়বাক্য জ্ঞান প্রদর্শন—
এবমিত্যাদি। যদিও বাচ্য বাচ্যই ন্যায় তথাপি ধ্বনিব অবিবক্ষিতবাচ্যাদি
প্রভেদ নিকপন বাচ্যানুসারেই বলা হইয়াছে। যদিও বলা হইয়াছে—“যথার্থঃ
শব্দ-বা” ইত্যাদি (১১৩) এবং তাহা। এই ব্যঙ্গকানুসারে প্রভেদনিকপন
কথিত হইয়াছে তথাপি সেই বাচ্য অর্থ ব্যঙ্গকরূপে ব্যঙ্গ্য হইতে বিভিন্নতা
লাভ কবে। বাচ্য অবিবক্ষিত হইয়া ব্যঙ্গক হয় এবং ব্যঙ্গ্যের দ্বারা ব্যঙ্গ্য
হয়। অবিবক্ষিতবাচ্য অর্থাৎ যেখানে বাচ্য অঙ্গপবরূপে বিবক্ষিত হইবে।
ব্যাঙ্গ্যার্থপ্রবণতা লাভ কবে।

এইভাবে নিজেরদেব মনো এবং অসাস্তবপ্রভেদসম্মিত হইলে মূল ভেদধ্বনয়
এ ব্যঙ্গকরূপ অর্থ পাওয়া যায় তাহা ব্যঙ্গ্যের অঙ্গগামী হইয়াই বিভিন্নতা
লাভ কবে। অতএব বলিতেছেন—ব্যাঙ্গ্যমুখেনেতি। অর্থাৎ, যদিও
অর্থ ব্যঙ্গক তথাপি ইহা ব্যঙ্গ্যতাব যোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু শব্দ কখনও
ব্যাঙ্গ্য হইতে পারে না। তাহা ব্যঙ্গকই। তাই ব্যঙ্গ্যহেতু ব্যঙ্গবমুখে
নেতি। অবিবক্ষিতবাচ্যরূপে বাচ্যের ভেদ নিকপিত হইয়াছে তাহান
মনো ব্যঙ্গক হয় যে একেবাবেই নাই তাহা নহে। ‘পুনঃ’ শব্দের দ্বারা ইহাই

বলিতেছেন। ব্যঙ্গকল্পমুখেও সে প্রভেদনির্ণয় একেবারে করা হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা হইলেও এখন পুনরায় শুধু ব্যঙ্গকল্পমুখ্যারেই প্রকাশিত হইতেছে। তাই দাঁড়াইতেছে এই—পদ, বাক্য, বর্ণ, পদভাগ এবং মহাবাক্য—ব্যঙ্গার্থমুখ্যপ্রেক্ষী না হইলে ইহাবা স্বরূপতঃ ব্যঙ্গকের বিভিন্ন প্রকার। অর্থেব জায় ইহাদের কখনও ব্যঙ্গ্যতা সম্ভব হয় না। শুদ্ধ ব্যঙ্গকভাবে ইহাদেব যে স্বরূপ থাকে তদনুসারে ইহাদের প্রভেদ প্রকাশিত হইতেছে—ইহাই তাৎপর্য। কেহ যে বলেন—“ব্যঙ্গ্যমুখে অর্থাৎ বস্তু, অলঙ্কার ও রস—ইহাদেব মার্গ অন্বেষণ করিয়া” তাহাকে এইভাবে প্রথম কবিত্তে হইবে—“এইরূপ তিন প্রকারের প্রভেদ তো কারিকাকার করেন নাই, বৃত্তিকারই দেখাইয়াছেন। এখনও বৃত্তিকার যে প্রভেদ প্রকাশ করিতেছেন না তাহা নহে। সুতরাং ‘ইহা করা হইয়াছে’ এবং ‘ইহা করা হইতেছে’—ইহাদেব কতভেদ করা বঙ্গতি কোথায়?” এইরূপ করিলে পূর্ব পূর্ব সকল বচনাবঙ্গতি পাওয়া যাইবে না, যেহেতু অবিবক্ষিতবাচ্যাদির প্রকাবভেদও দর্শিত হইয়াছে। সুতরাং স্বীয় পুঞ্জীয় ও সমানগোত্রীয়দের সঙ্গে বিবাদ করিয়া লাভ কি? কাবিকায় যে ‘চ’-কারের প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাব উদ্দেশ্য এই যে যথাসংখ্য বা ক্রমান্বয়ে ব্যাখ্যা করা হইবে না। সুতরাং অবিবক্ষিতবাচ্যের দুই প্রভেদ থাকিলেও তাহার প্রত্যেকটি পদ ও বাক্যেব প্রকাশকত্বেব জ্ঞাত দুই বকমেব হইবে। তদতিরিক্ত বিবক্ষিতবাচ্যের সম্পর্কিত যে দ্বিতীয় প্রভেদ আছে তাহার নাম ক্রমোচ্চ্যতা বা সংলক্ষ্যক্রমবাক্য এবং তাহাব যে সকল প্রকাবভেদ আছে তাহাদেরও গণনা করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেকটি দুই প্রকারের। অন্বেষণরূপ—অন্বেষণের সহিত রূপ বা রূপনসাদৃশ্য দ্বাংহাব। “বামাংগ, মহাভারত প্রভৃতি লক্ষ্যবস্তুতে দৃষ্ট হয়” (পৃঃ ১১)—ইহা যে পূর্বে বলা হইয়াছে ‘মহর্ষি’-পদের দ্বারা তাহারই পুনরাবরণ করা হইতেছে। “ধৃতি, ক্ষমা, দয়া, শৌচ, কাংক্ষা, অনিষ্টর বাক্, মিত্রের সঙ্গে সৌহৃদ্য—এই সাতটি লক্ষ্মীর উদ্বোধক (সমিধ্)।” এখানে সমিধ্-শব্দের বাচ্য অর্থ একেবারে আচ্ছন্ন (তিবন্ধত) হইয়াছে, কারণ তাহার মৌলিক অর্থ একেবারেই সম্ভব হয় না। ‘সমিধ্’-শব্দের দ্বারা বস্তুর এই অভিপ্রায়ই বাক্য অর্থরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে এই সাতটি বস্তু সহকারীর অপেক্ষা না করিয়াই লক্ষ্মীকে উদ্বোধিত করিতে সমর্থ। যদিও নিঃশাসান্ন উপ আদর্শঃ—এই উদাহরণ হইতেই এই অর্থ লাভ করা যাইতে

“তুমি সজ্জিত (সন্নদ্ধ) হইলে কে বিরহবিধুরা জ্ঞায়াকে উপেক্ষা করিতে পারে ?” অথবা “যাহাদের আকৃতি সুল্লর (মধুর) কি না তাহাদের ভূষণ হয় ?” এই সকল উদাহরণে—‘সমিধ’, ‘সন্নদ্ধ’ ও ‘মধুরাণাং’ এই তিনটি পদ ব্যঞ্জকরূপেই রচিত হইয়াছে। অর্থাস্তর-সংক্রমিত বাচ্য প্রভেদে এই পদপ্রকাশতার উদাহরণ, যেমন—“হে প্রিয়ে, রামের পক্ষে নিজের জীবনই প্রিয় হইয়াছে ; সে প্রেমের সমুচিত কাজ করে নাই।” এখানে ‘রামেণ’ এই পদের বাচ্য অর্থ সাহসসর্বস্বত্ব প্রভৃতি ব্যঙ্গ্য অর্থে সংক্রমিত হইয়াছে ; তাই ইহা ব্যঞ্জক। অথবা যেমন—“এইভাবেই জনসমাজ তোমার কপোলের উপমাধরূপ চন্দ্রমণ্ডলের উল্লেখ করে ; কিন্তু পারমার্থিক বিচারে দেখা যাইবে যে হতভাগ্য চন্দ্র চন্দ্রই।”

পারে তথাপি বহু লক্ষ্যবস্তুর ইহা লক্ষিত হয়, প্রসঙ্গক্রমে এই ব্যাপকতা দেখাইবার জন্ত অগ্ৰাণ্ণ উদাহরণ কথিত হইতেছে। এই স্থলে পূর্বোক্ত নীতি অল্পসরণ করিয়া বাচ্য অর্থের আত্যন্তিক আচ্ছন্নতা যোজনা করা যাইবে ; পুনরুক্তি করিয়া লাভ কি ? ‘সন্নদ্ধ’-পদের দ্বারা উদ্যোগশালিতা লক্ষিত হইতেছে, কারণ ইহার নিজের অর্থ এখানে অসম্ভব। ইহার দ্বারা নিকরূপত্ব, অপ্রতিবিধেয়ত্ব ও অবিবেকিতা—বক্তার এই সকল অভিপ্রেত অর্থ ধ্বনিত হইতেছে। এইরূপে ‘মধুর’-শব্দ সর্ব বিষয়ে রঞ্জকত্ব এবং তৃপ্তি দেওয়ার ক্ষমতা লক্ষিত করিয়া অতিশয়রূপে অভিলাষের বিষয় হওয়ায় এখানে আশ্চর্যের কিছুই নাই—বক্তার এই অভিপ্রায় ধ্বনিত করিতেছে। তর্কশ্রুতি। অবিবক্ষিত বাচ্যের যে দ্বিতীয় প্রভেদ তাহার। “তোমার প্রত্যাখ্যানের জন্ত যে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছিল জুর রাক্ষস তাহার উপযুক্ত কাজ করিয়াছে ; তুমি তাহা এমনভাবে সহ করিয়াছ যাহাতে কুলবধু মস্তক উন্নত করিয়া ধারণ করিতে পারে ; তোমার আপদের সাক্ষী আমি যে এই ধনু বহন করিতেছি ইহা ব্যর্থ।” রাক্ষসের স্বভাবানুসারেই যে জুর অর্থাৎ “আমার শাসন অনতিলজ্জনীয়” এই মনে করিয়া যে দুর্ভিমান তজ্জন্ত এবং সবেগে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় যে ক্রোধাত্মক এই শিরশ্ছেদননামক কার্য তাহার চিত্তবৃত্তির অল্পরূপ।

(তাহার মনোভাব এই) মাগ্ন ব্যক্তি হইলেও কে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে? ত ইতি—সেইরূপ হইলেও সে গণনার মধ্যে আসে নাই এমন যে তুমি, তোমার। তাহাও অর্থাৎ শিরশ্ছেদনও তুমি সেইরূপ অবিকৃত-ভাবে নেত্র বিকশিত করিয়া প্রসন্নমুখে উৎসব মনে করিয়া সহ করিয়াছ যাহাতে (যথা) পামরপ্রায় হইলেও যে কেহ কুলবধূদবাচ্য (কুলজনঃ) হয়। উচ্চ শির ধারণ করে—এইরূপ করিলে আমি নিশ্চয়ই উপযুক্ত কুলবধূ হইব। অথবা—শিরশ্ছেদন সময়ে তুমি বলিয়াছ, “শীঘ্র তোমার কার্য সমাপন কর।” এইভাবে তুমি তাহা সহ করিয়াছ যাহাতে তোমার আদর্শ ধরিয়া অগ্ন কুলবধূও নিত্যকাল উচ্চ শির ধারণ করিতে পাবে। এইভাবে তুমি ও রাবণ নিজ নিজ কার্য সমুচিতরূপে সমাধান করিয়াছ—ইতাই নিষ্পন্ন হইল। কিন্তু আমার সবই অমুচিত কার্যে পর্যাবসিত হইয়াছে। রাজ্য হইতে নির্বাসনাদিতে ধর্ম ব্যবহারের কোন অবকাশ ছিল না, স্ত্রীর রক্ষণই তাহার একমাত্র ব্যাপার ছিল। সম্প্রতি বিপদাপন্ন হইয়াও যে তুমি রক্ষিত হইতে পার নাই তাহাতে ধর্ম সেই প্রয়োজনও নিষ্ফল হইয়াছে। তথাপি আমি সেই ধর্ম ধারণ করিয়া আছি। সুতরাং নিজের প্রাণরক্ষাই ইহাব একমাত্র কাজ এইরূপ সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছে। ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। রামেণেতি—সমস্ত অবস্থায় সাহসের অক্ষুরতা, সত্যসঙ্কল্প, উচিতকারিত্বাদি অভিব্যক্ত্যমান ধর্মাস্তরে পরিণত ‘রামেণ’-শব্দ। ‘আদি’-পদের দ্বারা কেহ কেহ যে এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে এখানে কাপুরুষাদি ধর্মাস্তব গ্রহণ বুঝাইতেছে তাহা বাস্তবিক পক্ষে ঠিক নহে, কাপুরুষের পক্ষে এইরূপ কার্যই উচিত। প্রিয় ইতি—‘প্রিয়ঃ’ ইহা শব্দমাত্রে পর্যাবসিত হইয়াছে। ‘প্রিয়ঃ’-শব্দের মূল হইতেছে প্রেম যাহা ইহার নিমিত্ত, সেই প্রেম অনৌচিত্যের দ্বারা কলঙ্কিত হইয়াছে। রামের শোকের উদ্দীপন ও আলম্বনবিভাবের সংযোগে যে করুণ রস তাহা ক্ষুদ্রীকৃতই হইয়াছে।

এমেজ ইতি। এবমেবেতি—নিজের অঙ্কত্বের জ্ঞান। জন ইতি—একমাত্র লোকপ্রসিদ্ধ গতাভ্যুগতিককে যে আশ্রয় করিয়া আছে। তস্তা ইতি—অসাধারণ গুণ সমূহের দ্বারা যাহার বপু মহার্ঘ হইয়াছে তাহার। কপোলোপমায়ামিতি—অকলঙ্ক লাবণ্যের সর্বস্বভূত যে মুখ, তাহার মধ্যবর্তী ও প্রাণীভূত যে কপোলতল, তাহার উপহার জন্ত তদধিক উৎকৃষ্ট বস্তুর

সেই অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যপ্রভেদের বাক্যের দ্বারা প্রকাশনের উদাহরণ—

“কাল কাহারও কাহারও পক্ষে বিষময় হইয়া, কাহারও কাহারও পক্ষে অমৃতময় হইয়া, কাহারও কাহারও পক্ষে বিষ ও অমৃতে মিশ্রিত হইয়া অতিবাহিত হয়।”

এই যে বাক্য ইহাতে ‘বিষ’ ও ‘অমৃত’ শব্দ দুঃখ ও সুখ অর্থে সংক্রমিত হইয়া প্রযুক্ত হইয়াছে ; তাই ইহা অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যের বাক্যের দ্বারা প্রকাশনের উদাহরণ। বিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির অম্লরূপনরূপ ব্যঙ্গ্য শব্দশক্ত্যুদ্ভব নামক প্রভেদে পদের দ্বারা প্রকাশনের উদাহরণ যেমন—

প্রয়োগ কষ্টব্য। কিন্তু তাহা হইতে অতিশয় নিকট কলঙ্কচিহ্নের দ্বারা মলিনী-কৃত চন্দ্রমণ্ডল তাহার উপমা হিসাবে নির্দেশিত হইয়াছে। এইরূপে যদিও জনসাধারণ গড্ডরিকা প্রবাহপতিত হয় তাহা হইলেও পবীক্ষকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে ববাকঃ অর্থাৎ রূপামাত্রভাজন যে বস্তু চন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা চন্দ্রই অর্থাৎ ক্ষয়িত, বিলাসশূন্য, মলিনত্ব প্রভৃতি অবাস্তরধর্মে যে চন্দ্র-শব্দ সংক্রমিত হইয়াছে। এখানে যে প্রকারে ব্যঙ্গ্যধর্ম্মে সংক্রমিত হইয়াছে ঠিক সেইরূপে পূর্ব পূর্ব উদাহরণেও হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে। পরে উল্লিখিত উদাহরণেও এইরূপ। এইভাবে প্রথম প্রকারের অর্থাৎ অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনির দুই প্রকারেরই পদপ্রকাশকত্বে এইরূপ উদাহরণ দেওয়ার পর বাক্যের দ্বারা প্রকাশকত্বে উদাহরণ দিতেছেন—যা নিশেতি। বিবক্ষিত ইতি। বাচ্যাথেব দ্বাবা যাহা বলা হইল তদ্বারা কোন উপদেশোৎপদের প্রতি উপদেশ দান সিদ্ধ হয় না। বাস্তবিত্তে জাগরণ করিতে হইবে ও অল্প সময়ে রাত্রির মত থাকিতে হইবে—এইরূপ কথা বলিয়া লাভ কি? স্ততরাং এই বাক্যের নিজেব অর্থ বর্ণিত হওয়ায় ইহা সংখমীর লোকোত্তরত। লক্ষণের জন্য তদ্বদৃষ্টিতে সচেতন ও মিথ্যা-দৃষ্টিতে পরাশুখ ধ্বনিত করিতেছে। ‘সর্ব’-শব্দাধেব অল্প বেন ও ভাবে উপগতি না হওয়ায় পূর্বোক্ত অর্থই আসিয়া পড়ে, তাহা যায় না ; যেহেতু সর্ব-শব্দের আপেক্ষিক অর্থও এই স্থানে অনায়াসে কল্পনা করা যায়। সকলের

“যদি দৈব আমার মত মুঢ় (জড়ঃ) ব্যক্তিকে প্রার্থীর বাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্ত সৃষ্টি না করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমাকে পৃথি মধ্যে প্রসন্নজলবিশিষ্ট তড়াগ বা শীতল (জড়ঃ) কূপ করিয়া কেন সৃষ্টি করা হয় নাই?”

এই যে বাক্য ইহাতে ‘জড়’-শব্দ খেদ প্রকাশনের জন্ত বক্তার সঙ্গে সমানাধিকরণতা লাভ করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে ; আবার কূপের সঙ্গে ইহার সমানাধিকরণতা অনুরণনের দ্বারা নিজের শক্তি বলেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিবক্ষিত বাচ্যের শব্দশক্তিমূলক অনুরণনরূপ ব্যঙ্গের ব্যাক্যের দ্বারা প্রকাশনের উদাহরণ, যেমন হর্ষচরিতে সিংহনাদবাক্যে—“এই মহা প্রলয় সমুপস্থিত হইলে ধরণীধারণের জন্ত তুমি শেষ স্বরূপ।”

এই যে বাক্য ইহা শব্দশক্তির অনুরণনরূপ অণু অর্থ স্পষ্টই প্রকাশিত করিতেছে।

অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আবৃত্ত কবিয়া স্বাবব পযান্ত চতুদশ ভুবনেব পক্ষে যাহা নিশা অর্থাৎ তত্ত্বদৃষ্টিব ব্যামোহজননকারী তাহাব মপ্যে সংঘমী জাগিয়া থাকেন— এই অর্থ কেমন কবিয়া পাওয়া যাইবে? শুধু বিষয়বজ্ঞান হইতেই সংঘমী হয় না। (অথবা) সরভূতবে মোহিনী নিশায় জাগরণ কবে। স্মৃতবাং ইহা কেমন করিয়া হেয় হইবে? কিন্তু যে মিথ্যাদৃষ্টিতে সর্বভূত জাগ্রত থাকে অর্থাৎ অতিশয় সুপ্রবুদ্ধ থাকে তাহা তাহার বাস্তবরূপ এবং এখানে তিনি নিদ্রিত থাকেন, রাত্রির যে কাঙ্ক্ষলাপ তাহাতে তিনি প্রবুদ্ধ হন না। অলৌকিক আচারে ব্যবস্থিত-চিহ্ন ব্যক্তি এই ভাবেই দেখেন এবং বোঝেন। তাহাব আন্তরিক ও বাহ্য চিত্তবৃত্তি চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। অপর ব্যক্তি দেখিতেও পায় না, বুঝিতেও পারে না! অতএব প্রত্যেকেরই তত্ত্বদৃষ্টি-সম্পন্ন হওয়া উচিত—ইহাই তাৎপর্য। এইরূপে ‘পশুতঃ’ ও ‘মুনেঃ’ এই দুইটি অর্থ নিজের অর্থের মধ্যেই বিশ্রাস্তি লাভ কবিতে পারে না, বরং ব্যঙ্গ্য অর্থে বিশ্রাস্তি লাভ কবে। “যং-তং”-শব্দদ্বয়েরও স্বতন্ত্র অর্থ নাই। স্মৃতরাং আখ্যাতেব সাহায্যে পদসমূহ সমগ্রভাবে ব্যঙ্গ্য বুঝাইতে পর্য্যবসিত হইতেছে। তাই বলিতেছেন—মনেন হি বাক্যেনেতি। প্রতিপাণ্ডতে অর্থাৎ ধ্বনিত

এই বিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির যে প্রভেদে কবিপ্রৌঢ়োক্তির দ্বারা ধ্বনির শরীর নিষ্পন্ন হয় তাহার পদের দ্বারা প্রকাশনের উদাহরণ, যেমন হরিবিজয়ে—

“মধুমাসের শ্রীর আরম্ভে (মুখে) আশ্রমঞ্জরী কর্ণপূবের দ্বায় শোভা পাইল, বসন্তোৎসবের সমারোহ বিস্তীর্ণ হইল, নিবিড় মধুর আমোদ ব্যাপ্ত হইল । মধুমাসলক্ষ্মী নিজের মুখকে সমর্পণ না করিলেও কামদেব তাহা গ্রহণ করিলেন ।”

এই যে বাক্য ইহাতে “অসমর্পিত হইলেও মধুমাসলক্ষ্মীর মুখ গৃহীত হইল” এই অংশে ‘অসমর্পিতমপি’ এই নবোচাবস্থাবাক্যকে পদ অর্থশক্তির দ্বারা কামদেবের বলাৎকার প্রকাশ করিতেছে ।

হয় । বিষময়িতঃ—বিষমযতা প্রাপ্ত । কেষাক্ষিঃ—সুস্মৃতিকাবী অথবা অত্যন্ত অবিবেকীদের পক্ষে কাল অমৃতময় হইয়া অতিক্রান্ত হয় । কেষাক্ষিঃ—মিশ্রকল্পবিশিষ্ট বা বিবেকী-অবিবেকীদের পক্ষে কাল ও অমৃতময় । কেষামপি—যাহারা মৃত অথবা যাহারা সন্নিপিত হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষে কাল বিষ ও অমৃত বিরহিত হইয়া অতিক্রম কবে । লাবণ্যাদি শব্দের দ্বারা নিরুতা লক্ষণাব দ্বারা “বিষামৃত” পদ দুইটি দুঃখ ও সুখের সাধনরূপে বর্তমান বহিয়াছে, যেনন নিম্ন—বিষ, কপিথ—অমৃত এইরূপ বলা হয় । এখানে দুঃখ ও সুখের যাহাবা সাধন তাহারা সেই অর্থমাত্রে সিদ্ধান্তলাভ করিতেছে না এবং নিজ নিজ দুঃখ ও সুখে পর্যাবসিত হইতেছে । সেই দুইটির সাধন রূপ অর্থ যে একেবাবেই বিবক্ষিত হয় নাই তাহা নহে, কালও সাধনবহিত দুঃখসুখের অস্তিত্বই নাই । তাই বলিতেছেন—সংক্রমিত বাচ্যভ্যামিতি । কেষাক্ষিঃ—এখানে বাচ্য অর্থ বিশেষ অর্থে সংক্রমিত হইয়াছে । অতিক্রমতীতি—ইহা ‘হয়’ এই ক্রিয়ামাত্রের সংক্রমিত হইয়াছে । কাল ইতি—সকল প্রকারের কালে ইহার ব্যবহার হইতে পারে, এই ভাবে ইহা সংক্রমিত হইয়াছে । বৃত্তিকার উপলক্ষণ করিবাব জগা শুধু বিষ ও অমৃতের অর্থসংক্রমণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তাই বলিতেছেন—বাক্য ইতি । এই ভাবে কারিকাব প্রথমার্ধে লক্ষিত চার প্রকারের উদাহরণ দিয়া দ্বিতীয় কারিকার্দে স্বীকৃত অগ্ন কয় প্রকারের উদাহরণ ক্রমান্বয়ে দিতেছেন—

“সজ্জই সুরহিমাসো”—এই পূর্বোদাহৃত শ্লোকে ইহারই বাক্যের দ্বারা প্রকাশনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এইখানে “সজ্জিত করিতেছে ; কিন্তু অনঙ্গদেবকে অর্পণ করিতেছে না” এই যে বাক্যার্থ, যাহা শুধু কবিপ্রোচোক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা কামোন্মত্ততারূপ পীড়াদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করে।

যে অর্থশক্ত্যুক্তব প্রভেদে ধ্বনি স্বতঃসম্ভবী তাহার পদের দ্বারা প্রকাশিত হওয়ার দৃষ্টান্ত—

“হে বণিক্, আমরা হস্তিদন্ত ও ব্যাঘ্রচর্ম কোথা হইতে পাইব ? আমাদের গৃহে প্রত্নবধু যে তাহার চূর্ণকুম্বল মুখে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ করিয়া পরিক্রমণ করিয়া বেড়ায়।”

বিবক্ষিতাভিধেয়গু ইত্যাদির দ্বারা। প্রাতুমিতি—পূরণ করিতে। ধনৈরিতি—বহুবচনের সার্থকতা এই যে যাহা বাঞ্ছা করিতেছে তাহার দ্বারা তাহার আকাজক্ষা পূরণ করিতে হয়। এই জগ্গ ‘অর্থী’-শব্দের প্রয়োগ। জনশ্রুতি—জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশই ধনাথী হইয়া থাকে, গুণের দ্বারা উপকারের প্রার্থী নহে। দৈবেনেতি—বাহার বিরুদ্ধে অল্পযোগ করা যায় না। অস্মীতি—অল্প কেহ অবশ্যই সৃষ্ট হইয়া থাকিবে, আমি নহি, ইহাই নির্বেদ। প্রসন্ন অর্থাৎ লোকের ব্যবহারোপযোগী জল ধারণ করে। কূপোহথবেতি। বাহার প্রতি লোকের দৃষ্টি থাকে না। আত্মসমানাধিকরণতয়েতি। জড় অর্থাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কূপ জড়বৃদ্ধি, কারণ কাহার কি প্রার্থনা তাহার বিচার ইহার পক্ষে অসম্ভব। অতএব জড় অর্থাৎ শীতল বা নির্বেদসন্তাপশূন্য। আবার জড়ঃ। শীতল জল থাকায় পরোপকারে সমর্থ। এই তৃতীয় অর্থের জগ্গ ‘জড়’-শব্দে তটাকের অর্থের পুনরুক্তি হইয়াছে ; উভয়ের মধ্যে পুনরুক্তি-মূলক সম্বন্ধ রহিয়াছে এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—কূপসমানাধিকরণতামিতি। স্বশক্ত্যেতি—স্বশক্ত্যুক্ত্যুক্তব যোজনা করিতেছেন। মহাপ্রলয় ইতি। মহাপ্রলয়—উৎসবের, চতুর্দিকে প্রলয় বাহার মধ্যে সেইরূপ শোককারণ সজ্জাত হইলে ধরণীর—রাজ্যভারের ধারণায়—আশ্বাসনের জগ্গ তুমি শেষ অর্থাৎ অবশিষ্ট আছ। ইহার দ্বারা সম্পূর্ণ বাক্যার্থে ইহাই ব্যাখ্যা অর্থান্তর—কল্পান্তে দিগ্গজ প্রভৃতিও বিলীন হইয়া যায় তাহাতে তুমি একা নাগরাজই ভূপৃষ্ঠভার

এখানে ‘লুলিতালকমুখী’—এই পদটি নিজশক্তিবলে ব্যাধবধুর স্বাভাবিক দেহসজ্জাকে সূচিত করিয়া তৎসঙ্গে সুরতশক্তিকে সূচিত করিতেছে এবং তাহার পর ইহাও সূচিত করিতেছে যে তাহার ভর্তা সতত সন্তোগের জন্য ক্লশ হইতেছে।

তাহারই বাক্য প্রকাশনের উদাহরণ, যেমন—

“যে সকল সপত্নীরা মুক্তাফলের দ্বারা প্রসাধন রচনা করিয়াছিল ব্যাধপত্নী ময়ূরপুচ্ছ কর্ণে পূরিয়া সগর্বে তাহাদের মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

এই বাক্যের দ্বারা শিথিপুচ্ছের কর্ণপূরপরিহিত কোন নবপরিণীত ব্যাধবধুর সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশিত হইতেছে। কারণ একাগ্রমনে তাহার সন্তোগে অভিনিবেশ করার পর পতি শুধু ময়ূর বধ করিতে পারে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। পূর্বে সপত্নীদের সন্তোগ করিবার সময় সেই ব্যাধই হস্তী বধ করিতে সমর্থ ছিল। তাহা হইতে যে সকল মুক্তাফল পাওয়া যাইত তদ্বারা অশ্রু বধূরা যে প্রসাধন রচনা করিয়াছে তাহা তাহাদের দুর্ভাগ্যের আতিশয্যই খ্যাপন করিতেছে।

বহন করিতে সমর্থ হও। চূতাকুরাবতঃসং ইত্যাদি—যেখানে মহার্ঘ উৎসব বিস্তারের দ্বারা মনোহর দেবের অর্থাৎ মন্মথের আমোদ বা চমৎকারের সৃষ্টি হয় তাহা। এখানে ‘মহার্ঘ’ শব্দ পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে কারণ প্রাকৃতিক কোন নিশ্চিত নিয়ম নাই। ছণ—উৎসব। মুখং—প্রারম্ভ অথবা বক্তৃতা। বসন্তের আরম্ভে চিত্ত কামের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া—এই সমগ্র অর্থ কবিপ্রৌঢ়োক্তির দ্বারা অর্থাস্তরের ব্যঞ্জকরূপে সম্পাদিত হইল। “প্রৌঢ়োক্তি-মাত্রনিষ্পন্নশরীর ও আপনা হইতেই যাহা সজ্জত” (২।২৫)—এই যাহা বলা হইল ইহার দ্বারাই পূর্বের এই কারিকার উদাহরণ দেওয়া হইয়া থাকিবে এই অভিপ্রায়ে কবিকল্পিতবক্তার প্রৌঢ়োক্তি-নিষ্পন্নশরীর অর্থশক্ত্যুদ্ভবধ্বনির পদ ও বাক্যের দ্বারা প্রকাশের উদাহরণ দেওয়া হইল না। যেখানে পদ-প্রকাশতার উদাহরণ,—যেমন—“ইহা সত্য বটে যে কাব্যবিষয়সমূহ মনোরম, ধনৈর্ধর্য যে মনোরম তাহাও সত্য, কিন্তু মাহুঘের জীবনই মদোন্নত রমণীর

প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্বের বলা হইয়াছে যে ধ্বনি কাব্যেরই বৈশিষ্ট্য ; তবে কেমন করিয়া তাহা পদের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইবে ? কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে তাহা বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দসন্দর্ভবিশেষ। যদি ইহা পদের দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহা হইলে সেই ভাবটি উপপন্ন হয়না ; যেহেতু পদসমূহ (অর্থের) স্মারক, তাহাদের বাচকশক্তি নাই। তদন্তরে বলা হইয়াছে—যদি বাচকত্বকে ধ্বনিব্যবহারের প্রয়োজক বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে এই দোষ হইবে। কিন্তু এইরূপ হয় না। কারণ বাচক ব্যঞ্জকরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, প্রয়োজক হিসাবে নহে। অপিচ, শরীরের সৌন্দর্য্যবিষয়ক প্রতীতি যেমন অবয়বসংস্থানসঙ্গে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে সম্পর্কিত সমগ্রের দ্বারা সাধিত হয়, সেইরূপ কাব্যেরও। কিন্তু শরীর সম্পর্কেও অস্বয়ব্যতিরেকের দ্বারা চারুত্ব কোন বিশেষ অঙ্গে পরিকল্পিত হয়, সেইরূপ ব্যঞ্জকত্বমার্গে পদের সম্পর্কে ধ্বনির প্রয়োগ হইলে বিরোধিতা হয় না।

অপাক্ষকেপণেব মত চকল।” এখানে কবি যে বক্তাকে বিরাগীরূপে কল্পনা করিয়াছেন তাহার প্রৌঢ়োক্তিব দ্বারা ‘জীবিত’-শব্দ অর্থশক্তিব দ্বারা ইহা, ধ্বনিত কবিতেছে—এইসকল বাসনা ও বিভূতি নিজের জীবনের উপযোগী মাত্র। জীবনেব অভাবে তাহাবা নাই বলিয়াই মনে করিতে হয় ; সেই জীবন প্রাণধারকপী এবং প্রাণেব ধর্ম্মই চকলতা। তাই জীবনেবই আস্থা নাই, সুতরাং হীন সাংসারিক বিষয়ের দোষোদ্‌ঘোষণা করিয়া তর্জ্জনতা দেখাইয়া লাভ কি ? যদি তিবস্বাব কবিতে হয় তবে নিজের জীবনকেই কবিতে হয় ; তাহাও স্বভাবতঃ চকল বলিয়া অপবাদী নহে। এইভাবে গাঢ় বৈরাগ্য প্রকাশিত হইতেছে। বাক্যপ্রকাশতাব দৃষ্টান্ত “শিখরিণি ক” ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। পরিসরকএ—বিভ্রমেব সহিত ইত্যন্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই শ্লোকে ‘নুলিতা’ এই শব্দের স্বরূপেব দ্বারাই ইহাব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং ধনোন্মাদের জগৎ হস্তিদস্তাদি কাড়িয়া আনার সম্ভাব্যতা প্রকাশিত হয়। সমগ্র বাক্যের দ্বারা এইটুকু বুঝিতে কোন বাধা হয় না। নিহিপিচ্ছেতি। পূর্বেই এই গাথার যোজনা করা হইয়াছে। নশ্বিত্তি। সমগ্র কাব্যই ধ্বনি এইরূপ পক্ষ অবলম্বন করিলে এই যুক্তি প্রযোজ্য।

“শ্রুতিকটু পদে অভিব্যক্ত অনভিপ্রেত অর্থের স্মারক শব্দের শ্রুতি যেমন দোষ আনয়ন করে, তেমন যাহা অভীক্ষিত তাহার স্মৃতি গুণের সৃষ্টি করে। সেইজন্য যদিও পদসমূহ স্মারকমাত্র, তবু ধ্বনি শুধু পদের দ্বারাই প্রকাশিত হয় এবং তাহার সকল প্রভেদেই সৌন্দর্য্য আছে। বিচিত্র শোভাশালী একটি অলঙ্কারের দ্বারাই যেমন কামিনী দীপ্তিলাভ করে সেইরূপ পদপ্রকাশিত ধ্বনির দ্বারা স্রুতিবির বাণী উজ্জলতা লাভ করে।”

এই সংগ্রহ শ্লোকসমূহ সন্নিবিষ্ট হইল।

যাহাকে অলঙ্কারমব্যঙ্গ্যধ্বনি বলা হয়, তাহা যেমন বর্ণ, পদ, বাক্য ও সংঘটনায় প্রকাশ পায় সেইরূপ প্রবন্ধেও প্রকাশ পায়। ২ ॥

তদ্ব্যবচ্ছেতি। কাব্যবিশেষত্ব। পদের বাচকত্ব নাই ইহা যে বলা হইয়াছে ইহা পদের অপ্রকাশতা প্রমাণে সাধক হেতু নহে; প্রথমে ছল করিয়া সম্পূর্ণ অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়াই ইহা দেখাইতেছেন—শ্রাদ্ধে দোষ ইতি। এই ভাবে ছল করিয়া দেখাইয়া পারমাখিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াও এই আপত্তি পরিহার করিতেছেন—কিং চেতি। যদি অপরে বলেন—ধ্বনিপ্রকাশকত্বের অভাব প্রমাণ করিবার জন্য পদের অবাচকত্বকে আমি হেতু করি নাই। আমি বলিয়াছি যে কাব্যবিশেষই ধ্বনি। যে বাক্যে আকাঙ্ক্ষা থাকে না এবং যাহা অর্থের প্রতিপত্তি করে তাহা কাব্য, পদ তাহা নহে। তদ্বৎবে আমরা বলি—ইহা সত্যই বটে; তথাপি শুধু পদ ধ্বনি নহে ইহা আমরা বলিয়াছি। সমুদায়ই ধ্বনি; কিন্তু ধ্বনি পদের দ্বারা প্রকাশিত হয়; ‘প্রকাশ’-পদের দ্বারা ইহা বলা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, বাক্যে পদের যদি সেইরূপ প্রকাশ-সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে কি করিয়া কাব্যের প্রতীতি অগণ্য হইবে? এই আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন—কাব্যানামিতি। পূর্বে বিচার করিবার সময় বিভাগের উপদেশ প্রসঙ্গে ইহা বলাই হইয়াছে। প্রশ্ন হইবে বাক্যের অংশস্বরূপ যে পদ তাহাতে সেই চারুত্বপ্রতীতি কেমন করিয়া আরোপ করা যাইবে? পদসমূহ তো স্মারক মাত্র। কিন্তু তাহা হইতে কি প্রমাণ হয়? মনোহারী ব্যঙ্গ্য অর্থের স্মারকতার জন্তই চারুত্বপ্রতীতির কারণ হয় ইহা কে বারণ করিতে

সেইখানে বর্ণের ব্যঞ্জকহ অসম্ভব, কারণ বর্ণের কোন অর্থ নাই—
এইকপ আপত্তি আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন—

শ, ষ রেফ সংযোগ -কার-শৃঙ্গারে ইহাদের বহুল প্রয়োগ
রসপরিপক্বী হয়। কারণ তাহার দ্বারা বর্ণসমূহ রস হইতে
বিচ্ছিন্ন হয়। ৩ ॥

তাহারাই যখন বীভৎসাদিরসে সন্নিবেশিত হয় তখন তাহার
রসকে দাগুই করে, কারণ তাহার দ্বারা রসধারা ক্ষরিত হয়। ৪ ॥

এই দুইটি শ্লোকের দ্বারা অস্বয়-ব্যতিরেকেব সাহায্যে বর্ণসমূহের
জ্যোতিষ দেখান হইল।

পাবে ? শ্রুতিদৃষ্ট পেলবাদি পদ অসভ্য পেলাদি অর্থের বাচক নহে, শ্রাবক
এবং সেইজন্তই চাক্ষুশরূপ কব্যা শ্রুতিদৃষ্ট হয়। সেই শ্রুতিদৃষ্টহণ অস্বয়
ব্যতিরেকে যোগে অংশে ব্যবস্থাপিত হয়। এইখানেও সেইরূপ। তাই
বলিতেছেন—অনিষ্টশ্রুতি। অর্থাৎ অনিষ্টার্থক শ্রাবকেব। দৃষ্টতামিতি—
অচাক্ষুশ। গুণমিতি—চাক্ষুশ। এইভাবে তিনটি পদের দ্বারা দৃষ্টান্তের কথা
বলিয়া চতুর্থ পদে দৃষ্টান্তের মূল বিষয়ক অর্থ বলা হইয়াছে। এখন উপসংহা-
কবিত্তেছেন—পদানামিতি। যেহেতু শ্রাবকমাত্র হইলেও তাহা হইতে ইষ্ট
বস্তু স্বাতি হয় এবং তাহাই চাক্ষুশ আনয়ন কবে সেইজন্ত সকল প্রকারে
নিরূপিত ধ্বনি পদে প্রকাশিত হয় এবং পদমাত্রের অবভাসিত হইলেও
তাহার চাক্ষুশ আছে—এইরূপে বিবোধের সামঞ্জস্য করা হইল। কাকচক্ষুর
গ্রায ‘অপি’-শব্দ উভয়ত্র (শ্রাবকহেপি, পদমাত্রাবভাসিনোহপি) যোজন।
করিতে হইবে। পদ কোথায় চাক্ষুশপ্রতীতির কারণ হইবে এবং কোথায়
হইবে না তাহা দেখাইতেছেন—বিচ্ছিন্নমিতি। ১ ॥

এইভাবে কারিকার ব্যাখ্যা করিয়া তন্মধ্যে যে অলঙ্কারমব্যাখ্যাদ্বয়কে গ্রহণ
করা হয় নাই তাহাকে বিস্তারিত কবিয়া বুঝাইবার জন্ত বলিতেছেন—বস্তুমিতি।
‘তু’-শব্দ পূর্বে প্রভেদ হইতে ইহার বৈশিষ্ট্যের জ্ঞাতনা করিতেছে। বর্ণের
সম্মিলনে পদের সৃষ্টি, তাহাদের সম্মিলনে বাক্য। সংঘটন-পদগত এবং বাক্য-
গতও। সংঘটিত বাক্য সমুদায় লইয়া শব্দ-ইচ্ছা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে বর্ণাদির
যথাক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছে। ‘আদি’-পদের দ্বারা পদের (অনর্থক)

পদের মধ্যে অলঙ্কারমবাস্তবানির প্রকাশের উদাহরণ, যেমন—
 “হে প্রেয়সি, তুমি উৎকর্ষপত হইয়াছিলে, ভয়ে তোমার বসনাঞ্চল
 স্থলিত হইয়াছিল, তোমার সেই কাতর লোচন দুইটি প্রতি দিকে
 নিক্ষেপ করিয়াছিল; ক্রুর অগ্নি বিচার না করিয়া তোমাকে দগ্ধ
 করিয়াছিল; ধূমের দ্বারা আমার দৃষ্টি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল বলিয়া
 আমি তোমাকে দেখিতে পাই নাই।”

এই যে শ্লোক ইতার মধ্যে ‘তে’-পদ সম্বন্ধীয় ব্যক্তিদের কাছে
 রসময়রূপে প্রতিভাত হয়।

অংশবিশেষ অথবা সম্পূর্ণ যুগ্মপদকে বুঝাইতেছে। সম্বন্ধী বিভক্তি দ্বারা নির্মিত
 কথিত হইয়াছে। দীপ্যতে—অবভাসিত হয়। সকল কাব্যই অবভাসিত হয়,
 তাই পূর্ববৎ এখানেও ধনি কাব্যের বিশেষত্ব এই মতই সমর্থিত হইয়াছে। ২॥

ভূয়ঃসেতি। প্রত্যেকটিব সঙ্গে এই পদের যোগ আছে। এইরূপ
 ‘শ’-কারের বাহ্য প্রভৃতি এইভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। বেফ
 প্রধান সংযোগ বলিতে বুঝিতে হইবে ক, হ, ঙ ইত্যাদি। বিরোধিন ইতি—
 পরস্পরবৃদ্ধি শৃঙ্গারের বিরোধিনী। যেহেতু সেইসকল বর্ণ বহুল পরিমাণে প্রযুক্ত
 হইলে বসন্তাবী হয় না। (অথবা) তদ্বারা অর্থাৎ শৃঙ্গারের বিরোধিতার দ্বারা
 শ, য প্রভৃতি বর্ণ শৃঙ্গারের হইতে চ্যুত হয়, তাহাকে বাক্ত করে না। এইভাবে
 নিষেধমুখেও ব্যাখ্যা করা হইল। এখন অম্বয়-সংযোগে ব্যাখ্যা করিতেছেন—
 ত এব দ্বিতি। ‘শ’-প্রভৃতি। তমিতি—বীভৎসাদি রস। দীপয়ন্তি—
 জ্বালাতনা করে। কারিকারের তাৎপর্য বলিতেছেন—শ্লোকদ্বয়েনেতি। ‘শ্লোকা-
 ভ্যাম্’ বলিলে অম্বয় ও ব্যতিরেককে যথাক্রমে গ্রহণ করা হইত; তাই ‘শ্লোকা-
 ভ্যাম্’ বলা হইল না। পূর্বশ্লোকে ব্যতিরেকী সম্বন্ধে কথা বলা হইয়াছে,
 দ্বিতীয়শ্লোকে অম্বয়ীসম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে। যিনি স্নকবি হওয়ার অভিলাষ
 করেন তিনি এই শৃঙ্গার লক্ষণযুক্ত বিষয়ে শ, য প্রভৃতির প্রয়োগ করিবেন
 না। উপদেশের এই উদ্দেশ্য রহিয়াছে বলিয়া কারিকাকার পূর্বে ব্যতিরেকী
 দৃষ্টান্তের কথা বলিয়াছেন। একেবারে যে প্রয়োগ করা হইবে না তাহা নহে;
 বীভৎসাদিতে করা যাইবে—এইজন্য পরে অম্বয়মুখে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।
 অম্বয়ের পর ব্যতিরেক—এই অভিপ্রায় অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে বৃত্তিকার
 অম্বয়মুখে ব্যাখ্যাই পূর্বে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইলে কথাটা দাঁড়াইল

পদের অবয়বের দ্বারা ছোতনের উদাহরণ, যেমন—

“গুরুজনব্যক্তিদের কাছে লজ্জার জ্ঞান সে নতমুখী হইয়া বসিয়া-
ছিল। স্তনকুস্ত্রদ্বয়ের উৎকম্পসম্বিত শোক হৃদয়ে নিগৃহীত করিয়া
সে অশ্রুত্যাগ করিয়া আমার প্রতি চকিতহরিণীর মত মনোহারী
নয়নের দৃষ্টি বহুলপরিমাণে (ত্রিভাগ) আসক্ত করিয়া কি বলে
নাই, ‘তুমি থাকিয়া যাও’ ?

এখানে ‘ত্রিভাগ’ শব্দ।

বাক্যরূপ অলঙ্কারমব্যাখ্যানি দুই প্রকারের হইতে পারে এইরূপ
সিদ্ধান্ত করা যায়—বিগুহ এবং অলঙ্কারের সহিত সম্মিশ্র।

সেইখানে ‘বিগুহ’ প্রকারের উদাহরণ, যেমন রামাভ্যুদয়ে “কৃতক-
কুপিঠৈঃ” ইত্যাদি শ্লোক। এই যে বাক্য ইহা পরিপূষ্টিপ্রাপ্ত
পরম্পরানুরাগ প্রদর্শন করিয়া অতি চমৎকার রসতত্ত্ব প্রকাশ
করিতেছে।

এই—যদিও বসাস্বাদবাপারে বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারীর প্রতীতির
ঐক্যই কাবণভূত তথাপি বিশিষ্ট ক্ষতিকর শব্দের দ্বারা অর্পিত হইয়াই
বিভাবাদি সেইরূপ হয় অর্থাৎ রসে পরিণত হয়। ইহা স্বসংবিৎসিদ্ধই।
বর্ণের শ্রবণসময়ে যে অর্থ উপলব্ধিত হয় তাহার অপেক্ষা না করিয়াই ইহা
একমাত্র কণের দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া মুক্ত, পরস্বপ্নপযুক্ত হয়, ইহাই বর্ণাদির
স্বভাব। সুতরাং বর্ণাদির এই স্বভাবও রসাস্বাদকার্যে সহকারীই। এই
সহকারিতা বুঝাইবার জগুই ‘বর্ণপদাদিসু’তে নিমিত্তে সপ্তমী করা হইয়াছে।
বর্ণের দ্বারা রসাবিব্যক্তি হয় না, বিভাবাদির সংযোগ হইতেই রসনিষ্পত্তি
হয় ইহা বহুবাক্য বলা হইয়াছে। শুধু কণের দ্বারা গ্রাহ্য হইলেও বর্ণের যে
স্বভাব তাহা রসনিষ্পত্তিতে সহকারী হয়, ইহাই তাহার ব্যাপার যেমন
পদহীন গীতধ্বনি অথবা যেমন বহুবাক্যনিয়মিত বিভিন্নজাতীয় স্বাদি অনুকরণ-
শব্দ রসনিষ্পত্তিতে সহকারী হয় এইখানেও সেইরূপ। পদে চেতি—পদ
হইলে। তাহার দ্বারা বিভাবাদি হইতে রসের প্রতীতি হয়। সেই
বিভাবাদি যখন কোন বিশিষ্ট পদের দ্বারা অর্পিত হইয়া রসচমৎকারের বিধান
করে তখন এই মহিমা পদেরই মহিমা বলিয়া অর্পিত হয়—ইহাই ভাবার্থ।

অন্য অলঙ্কারের দ্বারা সম্মিশ্রণেব উদাহরণ, যেমন—“স্মরনবনদী-
পুরেনোতাঃ” ইত্যাদি শ্লোক। যে ব্যঞ্জকের লক্ষণের কথা বলা
হইয়াছে রূপক অলঙ্কার এইখানে তাহার অনুগামী হইয়া রসকে
প্রসাধিত করিয়াছে বলিয়া রস অতিশয়িত অভিব্যক্তি পাইতেছে।

অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি সংঘটনার প্রতিভাত হয়—ইহা বলা
হইয়াছে। সেইখানে সংঘটনার স্বরূপ এইভাবে নিরূপণ করা
হইতেছে—

সংঘটনা তিনরকমের বলিয়া কথিত হইয়াছে—যেখানে
সমাস নাই, যেখানে মধ্যমরকমের সমাস ভূষণ হইয়াছে এবং
যেখানে দীর্ঘ সমাস আছে। ৬ ॥

অত্র হীতি। বাসবদত্তাব দাহনেন কথা শ্রবণ করায় বৎসরাজের হৃদয়ে
শোক গভীরভাবে প্রবুদ্ধ হইলে তাঁহার এই বিলাপোক্তি। ইষ্টজনেব
বিয়োগ হইতে উত্থিত এই শোক। যে ক্রক্ষেপকটাক্ষাদি পূর্বে রতি-
বিভাবতা লাভ করিয়াছিল তাহার। এখন অত্যন্তভাবে বিনষ্ট হইয়া স্থিতি-
গোচর হইয়াছে। এখন তাহার। করুণবস উদ্দীপিত কবিতেছে, কাবণ
করুণবসের প্রাণ হইতেছে এই যে তাহাতে অবলম্বনেনব বিয়োগ হয়। তে
লোচনে ইতি—‘তৎ’-শব্দ তাহার লোচনগত, স্বসংবেগ, অনির্কটনীয় অনন্ত
গুণাবলীর স্মরণ জ্বালাতিত করিয়াছে এবং রসের অসাধারণ নিমিত্ততা প্রাপ্ত
হইয়াছে। তাই কেহ যে ‘যৎ’-শব্দের কথা বলিয়াছেন ও পরিহাস করিয়াছেন
তাহা মিথ্যা। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন হইতে পারে—প্রক্রান্ত (আবদ্ধ) বস্তুব
পরামর্শক ‘তৎ’-শব্দের এতটা সামর্থ্য কেমন কবিয়া হইতে পাবে? উত্তর
এই এখানে রসাবিষ্ট বক্তা বা প্রতিপত্তা পরামর্শক। এই প্রসঙ্গের উত্থাপন
ও পরিহার—উভয়তঃ পূর্বপক্ষ উঠিবার পূর্বেই পরাহত হইয়া গেল। যেখানে
অনুদ্বিগ্ধমান দর্শাস্তরের সঙ্গে সংযোগের যোগ্যতা এবং নিদ্রের ধর্মের সঙ্গে
উপযোগিতা ‘যৎ’-শব্দের দ্বারা বলা হয় সেইখানে বুদ্ধিতে স্থিত অন্য ধর্মের
সঙ্গে সংযোগ ‘তৎ’-শব্দের দ্বারা বোঝান হয়। যেখানে বলা হয়—“‘যৎ’-শব্দ
ও ‘তৎ’-শব্দের সম্বন্ধ নিত্য” সেইখানে ‘তৎ’-শব্দ পূর্বপ্রক্রান্তের পরামর্শক।
“সেই ঘট” প্রভৃতি বাক্যে যেখানে ‘তৎ’-শব্দ নিমিত্তের দ্বারা অনীত স্মরণ

বিশেষকে স্মৃতিত করে সেইখানে পরামর্শকত্বের কথা কোথায় থাকে ? স্মৃতির পণ্ডিতমণ্ডল অলীক পরামর্শবাদীদের সঙ্গে আর বিবাদ করিয়া লাভ নাই। উৎকল্লিনী ইত্যাদি দ্বারা তাহার ভয়ের অহুতাবের উৎপ্রেক্ষা করা হইয়াছে। আমি প্রতিকারের ব্যবস্থা করি নাই ; তাই শোকাবেশের উদ্দীপন বিভাব। তে ইতি—নয়নযুগল সাতিশয় বিভ্রমশালী হইলেও শোকবিধুব। তাই তিনি ভয়াতিশয়ো লক্ষ্যহীনভাবে “কোনদিকে যাই” “কে ত্রাণ করিবে,” “কোথায় আশ্রয়পুত্র” এই মনে করিয়া ইতস্ততঃ নয়ন নিষ্ক্ষেপ করিতেছেন। সেই নয়ন দুইটির এই অবস্থা, কাজেই প্রবল শোকের উদ্দীপন হইতেছে। ক্রুরবেগেতি। তাহার ইচ্ছা স্বভাব। কি করিবে ? তথাপি ইচ্ছা মানিতে হইবে যে ধর্মের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়াই ; জানিয়া শুনিয়া এইরূপ কাব্য কবি নাই—ইহাই সম্ভাবিত কবিতেছেন। তদীয় সৌন্দর্য্য এইরূপ স্মৃতির বিষয় হইয়া সাতিশয় শোকাবেশের বিভাব হইয়াছে। তে—এই শব্দ প্রধানভাবে থাকিলে এই সমগ্র অর্থ সম্পূর্ণরূপে নিম্পন্ন হয়। এইভাবে সেই সেই স্থলে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ত্রিভাগ শব্দ ইতি। গুরুজনদিগকে অবহেলা করিয়াও সে আমাকে যে কোন প্রকারে দেখিয়া লইয়াছিল ; তাহার দৃষ্টি অভিল্য ক্রোধ, দৈহ্য ও গর্বে মগ্ন। পরস্পরের প্রতি আস্থা প্রকাশ বিশ্রলগুণকার-বসেব প্রাণ, এই স্মৃতির দ্বারা ‘ত্রিভাগ’-শব্দের সম্মিথিতে প্রবাসবিশ্রলগুণ শৃঙ্গাবসেব উদ্দীপন স্মৃতি হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। বাক্যরূপশ্চেতি। প্রথমা বিভক্তির দ্বারা যে বাক্য ও ধ্বনির অভেদসম্বন্ধ বুঝান হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এই—বর্ণ, পদ ও তাহার অংশ থাকিলেই অলক্ষ্যক্রমবাক্যধ্বনি প্রকাশমান হইলেও তাহা সমগ্রবাক্যে ব্যাপ্ত হইয়াই প্রকাশিত হয়, কারণ বিভাবাদির সংযোগই তাহার প্রাণ। স্মৃতির (রসাস্বাদের) নিমিত্তমাত্র ; অলক্ষ্যক্রমবাক্যধ্বনিতে বাক্য বর্ণাদির মত শুধু নিমিত্ত হইয়া কেবল উপকরণ হয় না ; কিন্তু তাহার মধ্যে সমগ্র বিভাবাদির প্রতিপত্তির ব্যাপার আছে বলিয়া তাহা রসময় হইয়াই অবতাসিত হয়। এইজন্ত কারিকার ‘বাক্য’ এই সপ্তমী নিমিত্তমাত্র বুঝাইতেছে না, বরং এই বিষয়ই বুঝাইতেছে যে অল্পত্ব এইরূপ সম্ভব হয় না। শুদ্ধ ইতি—কোমরূপ অর্থালঙ্কারের সঙ্গে সম্মিশ্রিত নহে। “হে প্রিয়ে, যাহার প্রেমের জন্ত মাতাকর্তৃক স্নেহে সেই সেইভাবে নিবাসিত হইয়াও তুমি কপট রোষ করিয়া, বাস্পাশ্র মোচন করিয়া দীনভাবে তাকাইয়া বনে পর্য্যন্ত গিয়াছিলে তোমার সেই প্রিয় কঠিনহৃদয় রাম তোমার অভাব

সংঘটনার সেই সংজ্ঞার সমর্থন করিয়া ইহা বলা হইতেছে—

তাহা মাধুর্যাদি গুণসমূহকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং রসগুলিকে প্রকাশ করে।

তাহা অর্থাৎ সংঘটনা গুণসমূহকে আশ্রয় করিয়া রসগুলিকে প্রকাশ কবে। এখানে ভাগ করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে হইবে গুণসমূহ ও সংঘটনা—ইহারা কি একই পদার্থ না পৃথক্। যদি ইহাদের মধ্যে পার্থক্যই থাকে তাহা হইলেও দুই প্রকারেব ব্যবস্থা হইতে পারে—গুণকে আশ্রয় করিয়া সংঘটনা থাকিতে পারে অথবা সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া গুণগুলি থাকিতে পারে। ইহারা যখন একই হয় এবং যদি সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া গুণ থাকে তাহা হইলে যে গুণ সমূহ সংঘটনাব সঙ্গে একাত্মভূত অথবা তাহার আশ্রয়ে তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকিয়া রসসাদি প্রকাশ করে ইহাই অর্থ। ইহারা

সবেও নবমেঘশামল দিক্‌সমূহ দেখিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে।” এখানে তথা অর্থাৎ সেই সেই প্রকারে মাতা কর্তৃক নিরুদ্ধ হইয়াও অল্পবাগ প্রাবল্যের জগৎ ভূমি গুরুজনের বচনও অগ্রাহ্য করিয়াছে। প্রিয়ে, প্রিয় ইতি—এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা বতিভাব কথিত হইয়াছে, বতিভাবের মধ্যে নায়কনায়িকার মনে এইরূপ অনুভূতি হয় যে একেব জীবন, অপরের সঙ্গত।

নবচলধর ইতি—এই পদের দ্বারা বোঝান হইতেছে যে ইহার পূর্বে বর্ণিত মেঘ অবলোকনের ছাপ অনুভূত হয় নাই। তাই বিপ্রলম্বশৃঙ্গারের উদ্দীপনবিভাবও কথিত হইয়াছে। জীবতি এবং ইতি—‘এব’-কারেব দ্বারা অপরের প্রতি অপেক্ষার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাব উদ্দেশ্য করণবসেব সম্ভাবনার নিরাকরণ। সর্বত এবেতি—এখানে কোন একটি পদ অতিশয় রসভিষ্যক্তির হেতু হয় নাই। রসতত্ত্বমিতি—বিপ্রলম্বশৃঙ্গারাত্মকত্ব। কাম-বৃত্তিই নববেগশালী নদীপ্রবাহ; সেই প্রবাহেব দ্বারা পরস্পরের সান্নিধ্যে আনীত আবার গুরুজনরূপ সেতুর দ্বারা নিরুদ্ধ প্রণয়ী ও প্রণয়িনী যদিও মনোবাসনা অপূর্ণ রাখিয়া অবস্থান করিতেছিল তবু তাহারা চিত্রাঙ্গিতের দ্বায় পরস্পরের প্রতি উন্মুখ হইয়া নয়ননলিনী জালের দ্বারা আনীত রস পান করিতেছে। রূপকেন্ধেতি। অরই নবনদীপ্রবাহ; কারণ বর্ষায় নদী-

বিভিন্ন বলিয়া যে দুই পক্ষ কল্পনা করা হইয়াছে তন্মধ্যে যদি সংঘটনা গুণ আশ্রয় করিয়া থাকে এই পক্ষ গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে যে সংঘটনা গুণের অধীন, ইহা গুণরূপী নহে। আচ্ছা, এইরূপ বিভাগ করিয়া দেখার প্রয়োজন কি ? উত্তরে বলা হইতেছে—যদি গুণ ও সংঘটনা—ইহারা একই হয় অথবা সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া গুণসমূহ থাকে, তাহা হইলে সংঘটনার যেমন কোন বিষয়ের ঔচিত্য নাই, গুণেরও সেইরূপ হইত। গুণসমূহের সম্পর্কে কিন্তু দেখা যায় যে মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণেব বিষয় হইতেছে করুণ ও বিপ্রলম্বশৃঙ্গাররস। ওজোশুণের বিষয় রহিয়াছে রৌদ্র ও অদ্ভুতাদিতে। মাধুর্য্য ও প্রসাদের বিষয়ই—রস, ভাব ও তাহাদের আভাস। এইভাবে গুণের বিষয়ের নিশ্চিত নিয়ম রহিয়াছে ; কিন্তু সংঘটনায় তাহার ব্যত্যয় হয়। তাই শৃঙ্গার রসেও দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনা দেখা যায় আবার রৌদ্রাদিতেও সমাসবিহীন সংঘটনা দেখা যায়।

প্রবাহ বেগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহার দ্বারা আনীত অর্থাৎ বিচার না করিয়াই পরম্পরের সম্মুখে আনীত হইয়াছে। অনন্তর স্বক্ প্রভৃতি গুরুজনই সেতু ; কারণ তাহারা ঠিক্কার প্রবাহ নিরুদ্ধ করে। অথচ গুরুজনবর্গ অলজ্জা সেতু ; তাহাদের দ্বারা বিধৃত অর্থাৎ ইচ্ছা প্রতিহত হয়। অতএব অপূর্ণ মনোরথ হইয়া এই অবস্থায় থাকে। তথাপি পরম্পরের প্রতি উন্মুখীনতা থাকে বলিয়া একে অপরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া স্বদেহে সকল প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ অঙ্গসমূহ আলেখ্যের মত অচঞ্চল। চক্ষুসমূহই নলিনীর নাল তাহাদের দ্বারা আনীত রস পান বা আশ্বাদন করিতেছে ; পরম্পরের প্রতি অভিলাষ এই বসের লক্ষণ। অর্থাৎ পরম্পরের প্রতি অভিলাষজ্ঞাপক দৃষ্টিচ্ছটা মিশ্রিত করিয়াও কাল অতিবাহিত করিতেছে। আপত্তি হইতে পারে, এখানে রূপক সম্পূর্ণরূপে নির্বাহিত হয় নাই, কারণ নায়কযুগল হংসচক্রবাকাদিরূপে রূপিত হয় নাই। সেই হংসাদি এক নলিনীনাালের দ্বারা আনীত জলপানজীড়াদিতে রত থাকে ; সুতরাং সেইরূপ রূপণ যুক্তিযুক্ত হইত। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যথোক্ত-ব্যঞ্জকমিতি। পূর্বেই বলা হইয়াছে—“বিবক্ষা তৎপরঞ্জন” হইতে আরম্ভ

শৃঙ্গারে দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনার উদাহরণ, যেমন—মন্দারকুসুমরেণু-
পিঞ্জরিতালকা ইতি। অথবা যেমন—

“হে অবলে, তোমার অনবরত নয়নজলকণানিপতনপরিমার্জিত-
কপোলপত্রলেখ এই করতলনিবন্ধবদন কাহাকে না সম্ভুপ্ত করে”
ইত্যাদিতে।

সেইভাবে বোঝাদিতেও সমাসহীন সংঘটনা দেখা যায়। যেমন—
“যো যঃ শত্রুং বিভক্তি” ইত্যাদিতে। সুতরাং গুণসমূহ সংঘটনা-
স্বরূপও নহে, সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়াও থাকে না। প্রক্স
হইতে পারে—যদি সংঘটনা গুণসমূহের আশ্রয় না হয়, তাহা হইলে
কোন আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া ইহারা পরিকল্পিত হয়? উত্তরে
বলা যাইতে পারে যে ইহাদের যে কি আলম্বন তাহা পূর্বেই
প্রতিপন্ন করা হইয়াছে—

করিয়া “নাতিনির্বহণৈষিতা” (২।১৮) পর্য্যন্ত। প্রসাধিত ইতি। বিভাবাদিভূষণের
দ্বাৰা রস প্রসাধিত হয়। ৩, ৪ ॥

সংঘটনায়ামিতি—ভাবে প্রত্যয় (যুচ্); ‘বর্ণাদিষু’র স্থায় এখানেও
নিমিত্তমাত্রে সপ্তমী। উক্তমিতি। ক’বকায় বলা হইয়াছে। নিরূপ্যত
ইতি। গুণসমূহ হইতে পৃথক্ করিয়া বিচার করা হয়। রসানিতি—
ইহা কারিকাব দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম পদ। “রসাংস্তম্ভিয়মে হেতুরৌচিত্যং
বক্তৃবাচ্যযোঃ”—ইহাই কারিকার্ক। বহুবচনের দ্বারা ‘রসাদি’ অর্থ সংগৃহীত
হইতেছে; ইহাই দেখাইতেছেন—রসাদীনীতি। অত্রচেতি—এই কারি-
কার্কেই। বিকল্প করিয়া এই অর্থসমূহ ভাবা যাইতে পারে। তাহা কি?
ইহাই বলিতেছেন—গুণানায়ামিতি। যে তিনটি পক্ষ সম্ভব হয় তাহা ব্যাখ্যা
করা যাইতে পারে। কি ভাবে? তাই বলিতেছেন—তত্রৈক্যপক্ষ ইতি।
আত্মভূতানিতি। বস্তুর স্বভাব প্রতিপাদনের জন্য কল্পনায় ভেদ নিরূপণ
করিয়া এইরূপ যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে যে সে নিজেই নিজের আশ্রয়,
যেমন বলা হয় শিশুপাত্রিত বৃক্ষত্ব। আধেয়ভূতানিতি। ভট্টোক্তট প্রভৃতি
বলিয়াছেন, সংঘটনাব ধর্ম গুণ। ধর্ম ধর্মীকে আশ্রয় করিয়া থাকে ইহা
প্রসিদ্ধ। গুণপরতন্ত্রেতি। এখানে আধার-আধেয়-ভাবসূচক আশ্রয় অর্থ নাই।

“সেই অঙ্গী অর্থকে যাহারা অবলম্বন করিয়া থাকে তাহারা গুণ বলিয়া পবিচিত। অঙ্গকে যাহারা কটকাদির মত আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাদিগকে অলঙ্কার বলিয়া মনে রাখিতে হইবে।” (২৬)

অথবা মানিয়া লইলাম যে গুণসমূহ শব্দকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু ইহারা তো অমুপ্রাসাদির তুল্য নহে; কারণ ইহা প্রতিপন্ন করাই হইয়াছে যে অমুপ্রাসাদ সেই সমস্ত শব্দের ধর্ম্য় যাহারা অর্থের অপেক্ষা রাখে না। গুণসমূহ সেই সমস্ত শব্দের ধর্ম্য় যাহারা ব্যাক্যবিশেষের অপেক্ষা রাখিয়া বাচ্যকে প্রতিপন্ন করিতে পারে। গুণসমূহ অমু বস্তুকে আশ্রয় করিলেও ইহাদের শব্দধর্ম্য় থাকিতে পারে; যেমন মানুষের শৌর্য্যাদিগুণ অমুপ্রাসাদী হইলেও বলা যাইতে পারে তাহারা শবীরকে আশ্রয় করিয়া আছে।

গুণে সংঘটনা থাকে না। সুতরাং এখানে অর্থ এই যে যেমন “রাজা প্রজাবর্গের আশ্রয়” প্রভৃতি পদে ঔচিত্যের জন্ত অমাত্য ও প্রজাবর্গকে রাজ্যে আশ্রিত বলা হয়, সেইরূপ যুক্তিতে বলা যাইতে পারে সংঘটনা গুণপরতন্ত্র, গুণের আয়ত্ত, গুণের মুখপ্রেক্ষী। প্রথমপক্ষ (ঐক্যপক্ষ) গ্রহণ করিলে, তুলা স্বভাবের জন্ত, অপর পক্ষ গ্রহণ করিলে একে অপরের ধর্ম্য় হওয়াব জন্ত—ইহাই ভাবার্থ। অনিয়তবিষয়তা হয় তো হউক এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—গুণান্য হীতি। ‘হি’ শব্দ ‘পক্ষান্তরে’ বুঝাইতেছে। গুণসমূহের অনিয়তবিষয়ত উপপন্ন হইতে পাবে না, যুক্তিবলেই নিয়তবিষয়ত প্রসক্ত হইয়াছে। স ইতি। গুণেব যে বিষয় কথিত হইয়াছে তাহা। এইরূপ দৃষ্টান্ত যে দেখা যায় তাহাই নিয়মব্যত্যাঘের হেতু—ইহা বলিতেছেন—তথাহীতি। দৃষ্টান্তে ইতি—উক্ত দর্শন স্থান বা উদাহরণ সংক্ষেপে দেখাইতেছেন—তত্রিতি। এইখানে শৃঙ্গার রস নাই এই আশঙ্কা করিয়া দ্বিতীয় উদাহরণ দিতেছেন—যথা বেতি। প্রণয়কুপিতা নায়িকার প্রসাদানের জন্ত নায়ক এই উক্তি করিতেছেন। তস্মাদিতি। কারিকাতে দুই রকমের ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত নহে। কিমালম্বনা ইতি। প্রাচীনেরা বলিয়াছেন, শব্দ ও অর্থই যদি আলম্বন হয় তবে অলঙ্কার হইতে তাহার পার্থক্য কোথায়? ইহাই ভাবার্থ। প্রতিপাদিত-

আপত্তি হইতে পাবে যে যদি গুণসমূহ শব্দাশ্রিতই হয় তাহা হইলে ইহা প্রমাণিতই হয় যে তাহাবা সংঘটনাব সঙ্গে একান্ত অথবা তাহার সংঘটনাকে আশ্রয় কবে। গুণগুলি অর্থবিশেষের দ্বারা প্রতিপাদ্য বসাদিকে আশ্রয় কবিয়া থাকে। অতএব সংঘটনাশূণ্য শব্দেব বাচকত্ব নাই বলিয়া তাহার গুণেব আশ্রয় হইতে পাবে না। কিন্তু এই যুক্তি ঠিক নহে, কাবণ বস যে বর্ণ ও পদের দ্বারা ব্যক্ত হইতে পাবে তাহা প্রতিপন্ন কবা হইয়া গিয়াছে। বসাদি বাক্যের দ্বারা ব্যঙ্গ্য হয়, ইহা স্বীকার কবিয়া লইলেও, কোন সংঘটনা তাহাদেব নিশ্চিত আশ্রয় হইতে পাবে না; ব্যঙ্গ্যবৈশিষ্ট্যেব অনুগামী হইয়া নিশ্চিত সংঘটনাশূণ্য শব্দগুলিই গুণদিগেব আশ্রয় হয়। আপত্তি হইতে পাবে, মাধুর্য্য সম্পর্কে যদি এই কথা বলিতে চাহেন তবে বলুন, কিন্তু যে শব্দসংঘটনা নিয়মনিয়ন্ত্রিত নহে ওজোগুণ কেমন করিয়া আবার তাহাব আশ্রয় হইবে? সমাসহীন সংঘটনা কখনও ওজোগুণকে আশ্রয় কবে এইকপ প্রতিপন্ন হয় না। কথিত হইতেছে—যদি প্রসিদ্ধি মাত্র

মেবেতি। আমাদেব মূল গ্রন্থকর্ত্তা দ্বারা। অথবেতি। এক আশ্রয় থাকিলেই যে একা হয় তাহা নহে, যহেতু তাহা হইলে তদ্রূপতা ও তৎ সংযোগ একই বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। বাদ বলা হয় যে সংযোগে দ্বিতীয় (অর্থাৎ সংযুক্ত) বস্তুব অপেক্ষা থাকে, তবে বলা যাইতে পাবে—এখানেও ব্যঙ্গ্যেব উপকারক বাচ্যেব অপেক্ষা আছে। সূত্রবাং উভয়ত্র বিষয় একই। এই যুক্তি আমোব নিজেব নহে। তবে যেমন শৌণ্ড্যাদিগুণকে বিবেচনাসীন ব্যক্তিব্যবহারেব ধর্ম্ম বলিতে পাবেন, সেইরূপ তাহাবা গুণকে যদি শব্দাশ্রিত বলিয়া বলিতে চাহেন তবে বলুন। অবিবেকী মুখা হইতে উপচারিকের প্রয়োগ বিভিন্ন বলিয়া জানিতে পাবেন না। তথাপি ইহাতে কোন দোষ নাই। এই প্রকারেব মত গ্রহণ কবিয়া বলিতেছেন—শব্দধর্ম্মহমিতি। অত্যাশ্রয়-স্বত্বপীতি। নিজের মধ্যে অবস্থিত থাকিলেও। উপচারেব দ্বারা যদি বলা যায় যে শব্দে গুণ থাকে তাহা হইলে তাৎপর্য্য এই দাঁড়ায়—শব্দবাদি বসেব অভিব্যক্তক বাচ্য অর্থের প্রতিপাদনেব শক্তিই মাধুর্য্য। সেই শব্দগত মাধুর্য্য বিশিষ্ট পদসংঘটনাব দ্বারা লব্ধ হয়। যদি পদসংঘটনা কোন অতিবিকৃত পদাদ্য

অভিনিবেশের দ্বারা আপনাদের চিত্ত দূষিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এইখানেও যে হয় না তাহা বলা যায় না। সমাসহীন সংঘটনা কেন ওজোগুণের আশ্রয় হইবে না? যেহেতু পূর্বেরই প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে যে-কাব্য রোদ্ভাদি রসকে প্রকাশ করে তাহার দীপ্তিকেই ওজোগুণ বলে। সেই ওজোগুণ যদি সমাসহীন সংঘটনায় থাকে, তবে কি দোষ হইবে? সঙ্কদয় ব্যক্তির হৃদয় অনুভব করিতে পারে এমন কোন অচাক্ষুষ সেইখানে থাকে না। সুতরাং যে শব্দসংঘটনায় কোন নিশ্চিত নিয়ম নাই, তাহা গুণসমূহের আশ্রয় হইলে কোন ক্ষতি নাই। সুতরাং যেমন চক্ষু প্রভৃতির যথাযোগ্য বিষয়নিয়ন্ত্রিতস্বরূপে কোন ব্যভিচার হয় না, গুণসমূহেরও সেইরূপ। আমরা একই যুক্তিতেই দেখিলাম যে গুণসমূহ ও সংঘটনা বিভিন্ন এবং গুণসংঘটনাকে আশ্রয় করে না অথবা গুণসমূহ সংঘটনার সঙ্গে একাত্মও নহে। “সংঘটনার

না হয়, যদি শব্দসমূহই সংঘটিত হয় তবে গুণের শব্দাশ্রিত সামর্থ্যই সংঘটনা-শ্রিত সামর্থ্য এইরূপ বলা যায়—ইহাই তাৎপর্য। প্রশ্ন হইতে পারে—গুণের শব্দধর্ম বা শব্দের সঙ্গে গুণের একাত্মতা না হয় থাকুক; মাঝখানে সংঘটনার এই অনুপ্রবেশের কি প্রয়োজন? এই আশঙ্কা করিয়া সেই পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—ন হীতি। যে বাক্য রস, ভাব, তদাভাস, তৎপ্রশম অর্থবিশেষের দ্বারা সামান্তরূপে প্রতিপাদ্য, যাহা পদান্তরনিরপেক্ষ শুদ্ধ শব্দবাচ্য নহে, অসংঘটিত শব্দ উপচারের দ্বারাও সেই রসাদি-আশ্রিত, সেই রসাদিনিষ্ঠ গুণসমূহের আশ্রয় হয় না—ইহাই ভাবার্থ। ইহার হেতু—অবাচকত্বাদিতি। অসংঘটিত শব্দ ব্যঙ্গোপযোগী নিরাকাজ্ঞরূপ বাচ্যের অনুভব জন্মাইতে পারে না। ইহাই অর্থ। এই অর্থকে পরিহার করিতেছেন—নৈবমিতি। যেমন বলা হইয়াছে যে রস বর্ণের দ্বারা বাক্য হয় তেমনি বর্ণের মত অবাচকপদেরও যে সৌন্দর্য্য শ্রবণমাত্রে সম্পূর্ণতা লাভ করে তদ্বারা তাহা যে রসাবিব্যক্তির কারণ হইতে পারে ইহা তো পরিষ্কাররূপেই পাওয়া যাইতেছে। ইহাই মাধুর্য্যাদিগুণ, সুতরাং সংঘটনার দ্বারা কি হইবে? সেইভাবে যখন এইরূপ বলা হইয়াছে যে ধ্বনি পদের দ্বারা বাক্য, তখন শুধু পদের স্বীয় অর্থের স্বর-কন্দের দ্বারা রসাবিব্যক্তির উপযুক্ত অর্থপ্রকাশকত্বই পাওয়া যাইতে পারে।

স্থায় গুণদিগেরও বিষয়ের কোন নিয়ম নাই, কারণ লক্ষ্য উদাহরণে নিয়মব্যতিক্রম দেখা যায়।” ইহা যে বলা হইয়াছে তাহার এইভাবে উত্তর দেওয়া যাইতে পারে—যদি লক্ষ্যবস্তুতে পরিকল্পিত বিষয়ের ব্যভিচার দেখা যায় তাহা হইলে সেই বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত বিরোধী হইয়াই থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে সেইরূপ বিষয়ে সন্দেহ ব্যক্তিদের মনে অচাক্ষুণ্ণের প্রতীতি হয় না কেন? উত্তরে বলিব—কবির শক্তিবলে সেই বিরোধিতা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া। দোষ ছুই রকমের হইতে পারে—কবির অব্যুৎপত্তিজনিত ও তাঁহার শক্তির অভাবজনিত। কোন কোন স্থলে ব্যুৎপত্তির অভাবজনিতদোষ কবিপ্রতিভার শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া যায় বলিয়া তাহা লক্ষিত হয় না। যে দোষ কবির প্রতিভাশক্তির অভাবজনিত তাহা অতি শীঘ্র প্রতীত হয়। এই বিষয়ে এই সংগ্রহশ্লোক দেওয়া যাইতে পারে—

তাহাই মাধুর্য্যাদিশুণ, স্ততরাং সেখানেও সংঘটনার উপযোগিতা কোথায়? প্রশ্ন হইতে পারে, তবে বাক্যের দ্বারা ব্যাক্যধ্বনিতে সংঘটনা নিজের অথবা বাচ্যের সৌন্দর্য্য অবশ্য অনুরূপ প্রবেশ কবাইয়া দিবে; সংঘটনা ব্যতিরেকে কোথা হইতে এই সৌন্দর্য্য পাওয়া যাইবে? এই প্রশ্ন করা করিয়া বলিতেছেন—অভ্যুপগত ইতি। ‘বা’ শব্দ ‘ও’ (অপি) শব্দার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বাক্যের দ্বারা ব্যাক্য হইলেও—এইখানে এইরূপ যোজনা কবিতে হইবে। কথাটা দাঁড়াইল এই—সংঘটনা তাহার মধ্যে প্রবেশ করে করুক, তাহার সান্নিধ্য আমবা অস্বীকার কবি না। কিন্তু সংঘটনা মাধুর্য্যের নিয়ত আশ্রয় নহে, তাহাব সঙ্গে নিয়ত অভিন্নাত্মকও নহে। কাবণ সংঘটনা ছাড়াও বর্ণ ও পদের দ্বারা ব্যাক্য রসাদিতে মাধুর্য্যাদি শুণ থাকে। যেখানে রসাদি বাক্যের দ্বারা ব্যাক্য হয় সেইখানে বাক্য তাদৃশ সংঘটনা পরিত্যাগ করিয়াও সেই রসের ব্যঞ্জক হয় বলিয়া সংঘটনা নিকটে থাকিলেও রসাদিব্যক্তির অপ্রয়োজক হয়। স্ততরাং ঔপচারিক প্রয়োগের দিক দিয়াও শুণ শব্দাশ্রিত—ইহাই উপসংহারে বলিতেছেন—শব্দা এবতি। নম্বিত। কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে যে-ধ্বনি বাক্যের দ্বারা ব্যাক্য তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই এই উক্তি গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা কিন্তু বলি—বর্ণ ও পদের দ্বারা ব্যাক্য ধ্বনিতেও

“অব্যুৎপত্তিজনিত দোষ কবির প্রতিভার দ্বারা আবৃত হয়, কিন্তু যে দোষ প্রতিভাশক্তির অভাবজনিত তাহা শীঘ্র প্রকাশিত হয়।”

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে উত্তম দেবতার সন্তোষ-শৃঙ্গার বিষয়ে মহাকবিরা যে প্রসিদ্ধ নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন তাহাদের অনৌচিত্য গ্রাম্য, অসভ্য বলিয়া প্রতীত হয় না, কারণ কবির শক্তির দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত হইয়াছে। যেমন কুমারসম্ভবে পার্শ্বতীদেবীর সন্তোষবর্ণনা। এই সকল বিষয়ে কেমন করিয়া ঠিকিত্য-মার্গ ত্যাগ করা না যায় তাহা কারিকাকার পরবর্তী অংশে দেখাইয়াছেন। কেমন করিয়া কবির প্রতিভাশক্তির দ্বারা দোষ আচ্ছাদিত হয় তাহা অদ্বয়ব্যতিরেকের দ্বারা নির্ণয় করা হয়। তদনুসারে বলা যাইতে পারে যে এবংবিধ বিষয়ে প্রতিভাশক্তিরহিত কোন কবি

রৌদ্রাদি স্বভাববিশিষ্ট গুণোত্তরে একাকী বর্ণনাদির নিজ সৌন্দর্য্য তত্ত্বক্ষণ সেইরূপ উন্মীলিত হয় না যতক্ষণ তাহাদিগকে সংঘটনার দ্বারা অঙ্কিত করা না হয়। স'ধারণভাবে ইহাই পূর্বপক্ষ। প্রকাশ্যত ইতি—“লক্ষণ ও হেতু বুঝাইতে শত প্রত্যয়”—এই নিয়মানুসারে এখানে হেতু বুঝাইতে ‘শত’ প্রত্যয়। রৌদ্রাদি-প্রকাশনের দ্বারা অসুস্পষ্টমান যে গুণোত্তর—ইহাই ভাবার্থ। ন চৈতি। ‘চ’-শব্দ হেতু বুঝাইতেছে। যে হেতু “যো যঃ শব্দঃ” ইত্যাদিতে অচাক্ষু প্রকাশ পায় না সেইজন্ত। তেষাঙ্কিত। গুণসমূহেব। যথাস্থমিতি। “শৃঙ্গারই পরম মনঃ প্রহ্লাদন-কারী রস” (২৮)—ইত্যাদির যে বিষয়নিয়ম কথিতই হইয়াছে। অথবেতি। রসান্ধিবাক্তিতে ইহাই শব্দেব সামর্থ্য যে দ্বাহাতে রসের আশুকুল্য হয় সেই ভাবেই শব্দসমূহের সংঘটনা করা হয়। শক্তিঃ—প্রতিভা অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়-বস্তুকে নব নব রূপে উন্মেষিত করিবাব ক্ষমতা। বুৎপত্তিঃ—তদুপযোগী সমস্ত বস্তুর পৌরুষাধ্যবিচারকৌশল। তপ্তেতি - কবির। অনৌচিত্য-মিতি—আস্বাদন্বিতার যে চমৎকারোপলব্ধি তাহা যেন অব্যাহত থাকে, তাহাই রসসর্ব্বস্ব, কারণ তাহাই আস্বাদের আনন্দে থাকে। মাতা পিতার সন্তোষের জ্ঞায়, উত্তমদেবতার সন্তোষের বর্ণনায় লজ্জাতক প্রভৃতি থাকায় সেইখানে চমৎকারের অবকাশ কোথায়? শক্তিরহিতত্বাদিতি

শৃঙ্গারমূলক কাব্য রচনা করিলে, তুষ্টিতা স্ফুট হইয়াই প্রতিভাত হয়। এইরূপে গুণ ও সংঘটনার একাত্মতা স্বীকার করিলে প্রশ্ন করা যায়, “যো যঃ শস্ত্রং বিভর্তি” ইত্যাদিতে কি চারুত্বের অভাব আছে? অচারুত্ব সেইখানে প্রতীয়মান হয় না বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং গুণ হইতে সংঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে অথবা গুণের সঙ্গে তাহাকে একাত্ম করিয়া দেখিলে, উভয়পক্ষ অবলম্বন করিলেই অল্প কোন নিয়মহেতু বলিতে হইবে। তাই বলা হইতেছে—

অতএব বস্ত্ত ও বাচ্যের ঔচিত্যই তাহার নিয়ামক হেতু। ৬।

সেইখানে বস্ত্ত কবি অথবা কবিকল্পিত পুরুষ; কবিকল্পিত বস্ত্ত বসভাবরহিত হইতে পারে, রসভাবসমম্বিতও হইতে পারে। কথানাট্যক বীরোদাত্তাদিপ্রকারের লক্ষণযুক্ত হয়, প্রতিনায়কও ঐসকল গুণান্বিত হইতে পারে। বাচ্য অর্থও ধৃষ্টাঙ্কক রসের অঙ্গ অথবা রসভাসের অঙ্গ হইতে পারে; ইহা অভিনয়ের বিষয় হইতে পাবে

প্রতিভাবান্ কবি এই উত্তমদেবতাবিষয়ক সংজ্ঞাগেবও এমন ভাবে বর্ণনা দেন যাহাতে সেই বর্ণনাতেই চিত্তবিশ্রান্তি লাভ করে বলিয়া তাহা পৌরুষা-পৰ্য্য প্রভৃতির বিচার করিতে দেয় না। যেমন অকলঙ্গরাক্রমশালী পুরুষ অল্পপযোগী বিষয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও দর্শকমণ্ডলী তাহাকে সাধুবাদই দিবে। করে, পৌরুষা-পৰ্য্য বিচার করে না, সেইরূপ এইখানেও ঐশা-পৰ্য্য বিচার করে না, কারিকাকার দেখাইয়াছেন বলিয়া অতীতসূচক ‘ক’ ১৩৭ ১৪১ হইবে—অনৌচিত্যাদৃতে নাট্যরসভঙ্গ্য কারণম্ (অনৌচিত্যাদৃতে রসভঙ্গের অল্প কারণ নাই)। অপ্রতীয়মানমেবেতি। পুরুষপদার্থবিবেচনাশালী ব্যক্তিগণ কর্তৃকও অননুমেনে। গুণবাত্তিরিক্ত ইতি। যদি সংঘটনা গুণবাত্তিরিক্ত অল্প কিছু হয় তাহা হইলে ইহার নিয়ামক কোন হেতুই নাই। আর যদি সংঘটনা ও গুণকে এক বলিয়া মনে করা হয় তাহা হইলে রস নিয়মহেতু হইবে না, অল্প কোন নিয়মহেতু হইবে—ইহাই বক্তব্য! তন্নয়ম ইতি—ইহা কারিকার অবশিষ্ট অংশ। যে নিজকর্তব্যকে কাব্যের অনীকৃত করিয়া কথাবস্ত্তকে চালাইতে থাকে সে কথানাট্যক অর্থাৎ কথার নিকীকৃত

বা নাও হইতে পারে, উত্তমপ্রকৃতির নায়ককে আশ্রয় করিতে পারে, তস্তিন্ন অগ্রপ্রকৃতির নায়ককেও আশ্রয় করিতে পারে—এইরূপ বহু-প্রকারের হইতে পারে। যখন কবি রসভাবরহিত হয়েন, তখন রচনায় যথেষ্টাচার হইতে পারে। যখন কবিকল্পিত বস্তু রসভাবরহিত হয়, তখনও যথেষ্টাচারই বিহিত। কিন্তু যখন কবি অথবা কবিকল্পিত বস্তু রসভাবসমম্বিত হয়, রসও প্রাধান্তের জ্ঞাত ধ্বনির আদ্ব্যভূত হয় তখন নিয়মানুসারেই সমাসহীন অথবা মধ্যমরকমের সমাসযুক্ত সংঘটনা হইবে। করুণ রসও বিশ্রলস্তশৃঙ্গার রসে সংঘটনা সমাসবিহীনই হইয়া থাকে। যদি প্রশ্ন হয়, কেন এইরূপ হইবে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—রস যেখানে প্রধান ভাবে প্রতিপাত্ত সেইখানে তাহার প্রতীতিতে যে ব্যবধান বা বিরোধের সৃষ্টি হয় তাহা সর্বথা পরিহার করিতে হইবে। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে সমাসের বহুপ্রকারের সম্ভাবনা

যে ফলভাগী হয়। দীরোদাত্তাদীতি। যে ধর্ম্মে প্রধান, যুদ্ধে প্রধান সে দীরোদাত্ত।—বীররস ও রৌদ্ররস যাহার মধ্যে প্রাধান্তলাভ করিয়াছে সে দীরোদাত্ত। বীররস ও শৃঙ্গাররস যাহার মধ্যে প্রধান সে দীরললিত। দানধর্ম্ম ও বীররস ও শান্তরস যাহার মধ্যে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে সে দীরপ্রশান্ত। এই চার প্রকারের নায়কেব কাহিনীতে যথাক্রমে সাজ্তী, আরভটি, কৌশিকী ও ভারতী লক্ষণাক্রান্ত বৃত্তি প্রাধান্ত লাভ করে। পূর্বে কথানায়ক, পরে প্রতি-নায়ক। বিকল্পা ইতি—বস্তুর প্রকার। ধ্বজাত্মা অর্থাৎ ধ্বনিবস্তুভাবযুক্ত যে রস তাহার অঙ্গ অর্থাৎ ব্যঞ্জক। বাচ্যম্ অভিনেয়ার্থঃ—বাচিক, আঙ্গিক, সাম্বিক ও আহাৰ্য্যের দ্বারা আভিমুখ্যে অর্থাৎ সাক্ষাৎকার পর্যান্ত নেতবা অর্থ অর্থাৎ ব্যক্ত বা ধ্বজাত্মকস্বভাবযুক্ত বিষয় যাহার সেই অভিনেয় অর্থ পাচ্য। ব্যক্তার্থই কাব্যের বিষয়—এইরূপ বলা হইয়াছে। তাহারই অভিনেয়ের সঙ্গে যোগ। মুনি যে বলিয়াছেন, “বাক্, অঙ্গ ও সন্তের দ্বারা যুক্ত হইয়া কাব্যের অর্থ ভাবিত করে।” সেই সকল স্থানে তিনি ইহা বুঝাইয়া বলিয়াছেন। স্তবরাং রসভিনয়ের উপায় হিসাবে এবং রসের বিভাবাদিরূপে বাচ্য অর্থ অভিনীত হয়। এইজন্ত বাচ্যকে অভিনেয়ার্থ বলা হইয়াছে এবং ইহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বাচ্যম্ অভিনেয়ার্থঃ—ইহার অস্ত্রে এইরূপ ব্যাখ্যা

থাকায় দীর্ঘ সমাসযুক্ত সংঘটনা কখনও কখনও বসপ্রতীতিতে ব্যবধানের সৃষ্টি কবে। সূতবাং তাহাব প্রতি অতিবিক্ত মনোযোগ শোভা পায় না, বিশেষতঃ অভিনেয় কাব্যে এবং তদ্ব্যতিরিক্ত কাব্যে, বিশেষ কবিতা করুণ ও বিপ্রলম্বশৃঙ্খার বসেব প্রকাশে। এই দুই বস-অধিকতর সুকুমার বলিয়া অল্প অস্বচ্ছতা হইলেও প্রতীতি মন্থর হইয়া পড়ে। বোদ্ভাদি অল্প বস প্রতিপাত্ত হইলে মধ্যমরকমের সমাসযুক্ত সংঘটনা বিধেয়। কখনও কখনও ধীবোদ্ধত নায়কসম্বন্ধীয় ব্যাপাব আশ্রয় কবিলে দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনা বিবোধী হয় না, কাবণ দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনাব যোজনের সঙ্গে বসেব অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে; সেইখানে তদ্ব্যতিরিক্ত বাচ্যপ্রয়োগের অপেক্ষা থাকে। সূতবাং তাহাও অত্যন্ত পবিহার্য্য নহে। সকল প্রকাবের সংঘটনায

কবিয়াছেন—অভিনেয় অর্থ যাহাব (বাচ্যেব)। এই ব্যাখ্যায় ব্যপদেশি বদভাবে* বাচ্য ও অর্থের মধ্যে ভেদ বিবাক্ত নহে। তাই এই ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। তদিতবেতি। মধ্যম প্রকৃতিব নায়ক যাহার আশ্রয় এবং অধ্যম প্রকৃতিব নায়ক যাহাব আশ্রয়। এইভাবে বক্তা ও বাচ্যেব ভেদ বলিয়া তাহাদেব নিয়ামক ঔচিত্যেব কথা বলিতেছেন—তদ্ব্যতিরিক্ত। বচনায়্য ইতি সংঘটনায। বসভাবহীনঃ অর্থাৎ এ ব আবেশ বহিত, তাপসাদি যদি ইতি বৃত্তেব অঙ্গ ১০য়। ব দ্রুণ প্রধান বসেব অনুযায়ীই হয়। তথাপি সেই সেই বিষয় বসাদিশৃঙ্খাই হইয়া থাকে। স এব—যে বচনা নিয়মহীন ও স্বেচ্ছানুযায়ী। এইভাবে শুধু বক্তাব ঔচিত্য বিচার কবিতা বাচ্যেব সহিত সঙ্গত কবিতা তাহাই বলিতেছেন—যদাস্থিতি। কবিত পক্ষে যদিও রসাবিষ্ট হইয়া বক্তা হওয়াই উচিত। নচেৎ “স এব বীতরাগশ্চেৎ” (সেই বীতবাগ হইলে)—এই নীতিতে কাব্য নীরসই হইবে। তথাপি যখন ইহার মধ্যে যমকাদি ‘চত্ৰ’ প্রদর্শন প্রাধান্য লাভ কবে তখন ইহা যে রসাদিশূন্য হয় তাহা পূর্কেই বলা হইয়াছে। বক্তাকে অবশ্যই (নিয়মেন) বসভাবসম্বন্ধিত হইতে হইবে, সে উদাসীন হইলে কখনই চলিবে না। রস বলিতে ধ্বনির আত্মস্বরূপ বসেই

* “রাহোঃ শিরঃ”—এইখানে রাহ এবং শির এক পদার্থ হইলেও একটিকে অর্থাৎ রাহকে ব্যাপদেশী বনে করিয়া ভেদ বিবাক্ত করা হয় এবং তাহাতে বক্তা বিকল্পিত প্রয়োগ করা হয়।

প্রসাদনামক গুণ পবিব্যাপ্ত থাকে। তাহা সকল রসে এবং সকল সংঘটনাৎ সাধারণভাবে থাকে—ইহা বলা হইয়াছে। প্রসাদগুণ হইতে নিচ্যাত হইলে সমাসবিহীন সংঘটনাও করুণবস বা বিপ্রলম্ব-শৃঙ্গার রস প্রকাশ ববিতে পাবে না আর তাহা পবিতাগ না কবিলে মধ্যমবকমেব সমাসযুক্ত সংঘটনা যে তাহাদিগকে প্রকাশ করিতে না পাবে তাহা নহে। সুতবাং সবত্র প্রসাদগুণ অনুসরণীয়। অতএব “যো যঃ শস্ত্রং বিভীতিং” ইত্যাদিতে যদি ওজোগুণেব অস্তিত্ব অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে প্রসাদগুণের অস্তিত্ব মানিতে হইবে, মাধুর্য্যেব নহে। ইহাতে অচরুত্বও হয় না, কারণ অভিপ্রেত রাসেব প্রকাশ হইয়া ছ। সুতবাং সংঘটনাকে গুণ হইতে অপৃথক্ বা পৃথক্ যাহাই মান কবা যাক্ না কেন, যে উচিত্তের কথা বলা হইয়াছে তাহার অনুসাবেই সংঘটনার বিষয় নিয়মিত হয়। অতএব সংঘটনাও বসের ব্যঞ্জক হয়। বসেব অভিব্যক্তিব নিমিত্তভূত সংঘটনার যে নিয়ন্ত্রণহেতু অর্থাৎ উচিত্ত্য এইমাত্র কথিত হইল, তাহাই গুণসমূহের নিয়ত বিষয়। সুতবাং গুণাশ্রিত বলিয়া তাহাব যে ব্যবস্থা কবা হইল তাতাও অবিরুদ্ধ।

(এ) বাক্য ৫ হইবে, বসাদ অলঙ্কারে যে বস আছে তাহা নহে। তাহা হইলে বসাদ ন সমাসহীন বা মধ্যমসমাসযুক্তই (এব), নচেৎ দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনাও - ইদম যোজন কবিতো হইত। এইভাবে যোজনা করিলে ‘নিয়ম’-নাম ৫ ৬৮টি এব কাবেব পুনরুক্তিবে আশঙ্কা থাকে না। কথমিতি চেদিত। ঐশ্বর্য্যকারেব বচন ধেমন যুক্তিবিহীন হইলেও গ্রাহ্য ইহা কি সেইরূপ। উচ্যত ইতি। যুক্তিহাবাই বলা হইতেছে। তৎপ্রতীতাবিতি। তাহাব পদ্যাদে যে সকল ব্যববায়ক আছে অর্থাৎ বাহারা আশ্বাদের বিদ্ব-স্বরূপ এবং যাহাবা পাবোধী অর্থাৎ বিপরীত আশ্বাদযুক্ত—ইহাই অর্থ। সম্ভাবনেতি। আনকপ্রকাব সম্ভাবিত হয়, সংঘটনা সম্ভাবনার পাশ্যজক-- উভয়ত্র গিজস্তপ্রয়োগ। বিশেষতোহভিনেয়ার্থতি ব্যাক্যার্থ অব্যাহত রাখিয়া দীর্ঘসমাসযুক্ত অন্নিয় কবা সম্ভব নহে। কাকুর প্রয়োগ বা দর্শকের চিত্ত-প্রসাদের জন্য মধ্যে গানাদি সন্নিবেশও করা যায় না। সেইখানে রসপ্রতীতি

বিষয়মূলক অন্য ঐচ্ছিক সংঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে, যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন কাব্য প্রভেদকে আশ্রয় করে বলিয়া তাহাও বিভিন্ন আকারের হইয়া থাকে । ৭।

বক্তা ও বাচ্যগত ঐচ্ছিক থাকিলেও বিষয়মূলক অন্য ঐচ্ছিক তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করে । যেহেতু—কাব্যের প্রভেদসমূহ অর্থাৎ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষায় রচিত মুক্তক ; সন্দানিতক, বিশেষক, কলাপক, কুলক ; পর্যায়বন্ধ, পরিকথা, খণ্ডকথা ও সকলকথা, সর্গবন্ধ ও অভিনয় ; আখ্যায়িকা ও কথা—ইত্যাদি । ইহাদিগকে আশ্রয় করে বলিয়া সে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয় । সেইখানে মুক্তকে রসবন্ধে অভিনিবিষ্টমনা কবি যে রসেব আশ্রয় কবেন তাহাই ঐচ্ছিক । তাহা দর্শিতই হইয়াছে । রসবন্ধে অভিনিবেশ না করিলে যেমন খুসী রচনা করা যায় । প্রবন্ধের

তদ্ব্যবস্থা ও বহুসংখ্যাক্ষর হয় বলিয়া তাহা নাট্যাঙ্গগামী হইতে পাবে না, কাব্য নাট্যপ্রতীতি প্রত্যক্ষসদৃশ । অন্যত্র চেতি ; অভিনয় বিষয়েও । মন্থরী ভবতি । আশ্বাদ বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রতিহত হয় । তন্ত্ৰাঃ অর্থাৎ দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনাব যে আক্ষেপ বা স্ববাচক শব্দ সমুদায়ে যোজনা তাহা বাতিরেকে বাচ্য ব্যঙ্গ্যেব অভিব্যঞ্জক হয় না । তাদৃশ এসোচিত এবং রসের দ্বারা গৃহীত যে বাচ্য তাহার দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনার উৎসর্গে যে নির্ভরশীলতা তাহাই অপ্রতিকূলতার হেতু হয় । কেহ কেহ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে এখানে ‘আক্ষেপ’-শব্দের দ্বারা নাটকের আক্ষেপ বা ব্যাপাব বুঝাইবে তাহা সঙ্গত হয় না । ব্যাপীতি । যে কোনও সংঘটনা তাহা এমনভাবেই নিবদ্ধ করিতে হইবে যাহাতে বাচ্যের প্রতীতি শীঘ্র হইতে পারে । উক্তমিতি । “সমর্পকত্বং কাব্যস্ত বস্তু” (১।১০) ইত্যাদির দ্বারা বলা হইয়াছে । ন বান্ধীতি । ব্যঞ্জক নিজের বাচ্য অর্থেরই প্রত্যয় করাইতে পারে না । তদ্বিতি । সর্বত্রই প্রসাদগুণ অপরিত্যাজ্য ইহাই অভীষ্ট বলিয়া ইহা থাকিলে কি হয় এবং না থাকিলে কি হয় তাহা নিজেই দেখাইয়াছেন । ন মাধুর্যমিতি । ওজোগুণ ও মাধুর্যগুণ—ইহাদের একটি থাকিলে আর একটি থাকে না ইহাদের সম্মিশ্রণ হয় এইরূপ শোনাই যায় না । ইহাই ভাবার্থ । প্রসাদের দ্বারাই সেই রস প্রকাশিত হয় ; অপ্রকাশিত হয় না । তন্মাদ্বিতি । যদি গুণ ও সংঘটনা একরূপই হয় তাহা হইলেও

গ্রন্থ মুক্তকণ্ঠে কবি বা বসে অভিনিবেশ কবিতেছেন—এইরূপ দেখা যায়। যেমন তামরু কবির মুক্তক শ্লোকগুলি বস নিঃশ্বাসন করে বলিয়া কাব্যপ্রবন্ধরূপে প্রসিদ্ধিই পাইয়াছে। সন্দানিতকাদিতে গাঢ় নিবন্ধনের ঐচ্ছিক্যেব জগ্ন মধ্যমবকমেব সমাসযুক্ত ও দীর্ঘসমাসযুক্ত বচনা যুক্তিবৃত্ত। পবন্ধের আশ্রয় কবিলে প্রবন্ধেব যে ঐচ্ছিক্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা অনুসরণীয়। পর্যায়বন্ধে আবাব সমাসহীন এবং মধ্যমবকমেব সমাসযুক্ত সংঘটনা প্রযোজ্য। কোন কোন জায়গায় অথবা ঐচ্ছিক্যের আশ্রয়েব জগ্ন দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনার প্রয়োগ কবিলেও পক্ষমা ও গ্রামা রুচি পবিহণব্য। পবিকথায় যদৃচ্ছা প্রয়োগ বলা যাইতে পারে। কারণ সেইখানে শুধু ইতিবৃত্তের বিস্তার হয বলিয়া বসবন্ধ্যতিশায়ে অভিনিবেশ করা হয় না। যে খণ্ডকথা ও সকল-বথা পোক্তে প্রসিদ্ধ তাহাতে কুলকাদিবচনার বাছলোব জগ্ন দীর্ঘ-সমাসযুক্ত সংঘটনাও কোন বিরোধ নাই। কিন্তু বসেব প্রতি সঙ্গতি

শব্দেব নিয়মই সংঘটনাও নিয়ম। সংঘটনা গুণেরই অধীন—এইরূপ পক্ষ অবলম্বন কবিলেও এই নিয়মই খাটিবে। আব যদি বলা যায় যে গুণ সংঘটনাও আশ্রয় করে তাহা হইলেও বক্তা ও বাচ্যেব যে ঐচ্ছিক্যাবাধ সংঘটনার নিয়ামক হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহাই গুণেবও নিয়ামক হেতু হইবে। সুতরাং তিন পক্ষের যে কোনটি অবলম্বন কবিলে কোন বিপর্যয় উপস্থিত হয় না—ইহাই তাৎপর্য। ৫, ৬। এগ্ন নিয়ামকও আছে, তাহাই বলিতেছেন—বিষয়ানুসারমিতি। ‘বিষয়’-শব্দের দ্বারা ‘সংঘটনা’ বা ‘একত্রবিস্তার’বিশেষ বলা হইয়াছে। যেমন যে পক্ষই সেনাসম্মি বশেব মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সে নিজে কাতর হইলেও সেনাসম্মিবশেব ঐচ্ছিক্যের নিয়মানুগামী হইয়াই (অর্থাৎ শক্তিমান্) অবস্থান করে সেইরূপ কাব্যবাক্যও সন্দানিতকাদিব মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া সেই ঐচ্ছিক্য অনুসারেই বর্তমান থাকে। ‘বিষয়’-শব্দের দ্বারা মুক্তকের কথা বলা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য ইতি দেখান যে মধ্যে বিভিন্ন বস্তুব সম্মিলনের অভাব আছে বলিয়া তাহার স্বাভাব্য আছে, যেমন আকাশেব সম্পর্কে বলা যায় যে তাহা আপনাতেই আপনি

রাখিয়া বৃদ্ধির ঔচিত্য অনুসরণীয়। সর্গবন্ধ মহাকাব্যে রসের তাৎপর্য থাকিলে রসানুসারে ঔচিত্য নির্ণয় করিতে হইবে। অন্তথা যথেষ্ট রচনা করা যাইতে পারে। সর্গবন্ধ মহাকাব্য রচয়িতারা দুই মার্গই অবলম্বন করেন বলিয়া বলা যাইতে পারে যে রসতাৎপর্যময় মার্গই সুষ্ঠুতর। অভিনেয়ার্থ কাব্যে সর্বথা রসবন্ধবিষয়ে অভিনিবেশ কর্তব্য। আখ্যায়িকা ও কথায় গল্পরচনার বাহুল্য থাকায় এবং গল্পে ছন্দোবন্ধভিন্ন অপব মার্গ অনুমৃত হওয়ায় গল্পে সংঘটনার কোন নিয়ামক হেতু পূর্বের করা না হইলেও এইখানে অল্প পরিমাণে করা হইল।

এই যে ঔচিত্যের কথা বলা হইল তাহা ছন্দোবর্জিত গল্প-রচনায়ও সংঘটনার নিয়ামক। ৮ ॥

প্রতিষ্ঠিত। ‘অপি’ শব্দের দ্বারা ইহা বলিতেছেন—বক্তা ও বাচ্যের ঔচিত্য থাকিলেও বিষয়ের ঔচিত্য শুধু তারতম্য ভেদেব প্রয়োজক, বিষয়ের ঔচিত্যের দ্বারা বক্তা ও বাচ্যের ঔচিত্য নিবাবিত হয় না। মুক্ত-কর্মিত। মুক্ত অর্থাৎ অন্তের সহিত অবিশিষ্ট, তাহার সংজ্ঞা বুঝাইতে ‘কন্’ প্রত্যয়। সেইজন্য অর্থ স্বতন্ত্রভাবে পরিসমাপ্ত এবং নিরাকাজ্ঞ হইলেও যাহা প্রবন্ধের মধ্যবর্তী তাহাকে মুক্তক বলা হয় না। ‘সংস্কৃত’ ইত্যাদি মুক্তকেরই বিশেষণ। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের ক্রমিকতা বুঝাইবাব জন্য সেইভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। দুইটি পদের দ্বারা ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে তাহাকে বলে সন্দানিতক। তিনটি পদের দ্বারা হইলে তাহাকে বলে বিশেষক, চারিটি দ্বারা হইলে বলে কলাপক, পাঁচটি বা ততোধিকের দ্বারা হইলে বলে ফুলক। এই সমস্ত ক্রিয়াসমাপ্তিমূলক প্রভেদ দ্বন্দ্ব সমাসের দ্বারা নির্দেশিত হইয়াছে। প্রধানাতিরিক্ত অন্য ক্রিয়ায় পরিসমাপ্ত হইলেও যেখানে কবি বসন্ত প্রভৃতি এক বর্ণনীয় বস্তুর উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হইয়েন তাহাকে বলে পর্যায়বন্ধ। পরিকথা বলে সেই শ্রেণীকে যেখানে ধর্মাদি পুরুষার্থের মধ্যে যে কোন একটিকে উদ্দেশ্য করিয়াই প্রকার-বৈচিত্র্যের দ্বারা অনন্ত-বৃত্তান্তের বর্ণনা করা হয়। প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্তের এক অংশের বর্ণনার নাম ঋণকথা। যে ইতিবৃত্ত সমস্ত ফলের বর্ণনায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে তাহার

এই যে বক্তা ও বাচ্যগত ঔচিত্য যাহা সংঘটনার নিয়ামক বলিয়া কথিত হইল ইহা ছন্দোনিয়মবর্জিত গদ্যবচনায়ও বিষয়ের অপেক্ষানুসারে নিয়ামক হয়। তদনুসাবে যথা যাইতে পাবে যে এখানেও যদি কবি অথবা কবিকল্পিতবক্তা বসভাববহিত হয় তাহা হইলে যদৃচ্ছাক্রমে সংঘটনা বচনা করা যাইতে পাবে। কিন্তু বক্তা বসভাবসম্বিত হইলে পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসৃতব্য। সেইখানেও বিষয়ের ঔচিত্য আছেই। আখ্যায়িকায় মধ্যমরকমর সমাসযুক্ত ও দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনাই বহুল পরিমাণে প্রযোজ্য। কাবণ গদ্য গাঢ়বন্ধ হইলে শোভাশালী হয় এবং সেইখানেই তাহা প্রযোজ্য লাভ করে। কথায় গাঢ়বন্ধেব প্রাচুর্য্য থাকিলেও গদ্যেব বসবন্ধ সম্পর্কে যে ঔচিত্যেব কথা বলা হইয়াছে তাহা অনুসৃতব্য।

— — —

নাম সকলকথা। দুইই প্রাক্তে প্রসিদ্ধ বলিয়া ছন্দ সমাসেব দ্বারা ইহাদেব নির্দেশ করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত মুক্তকাদিব ভাবাব কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। যাহা মহাকাব্যরূপ তাহাব ফল পুঙ্খানুপুঙ্খ, তাহাতে সমস্ত বস্তুব বর্ণনামূলক প্রবন্ধ থাকে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন সর্গে গ্রথিত হয় এবং তাহা শুধু সংস্কৃতেই বচিত হয়। বাহা অভিনয়ে তাহার নাটক, দ্রোণক, বাসক, প্রকরণিক ইত্যাদি দশ পকার থাকে এবং তাহাতে বহু ভাবাব সম্মিশ্রণ হয়। আখ্যায়িকা উচ্ছ্বাসাদির দ্বারা বিভক্ত এবং বন্ধ ও অপব বন্ধছন্দেব দ্বারা যুক্ত। কথায় তাহা থাকে না। উভয়ই গুণে নিবন্ধ হয় বলিয়া ছন্দ সমাসেব দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আদি পদেব দ্বারা চম্পূ বান্ধিতে হইবে, যেহেতু দণ্ডী বলিয়াছেন, “গদ্য ও পদ্যেব কথাব নাম চম্পূ।” অতএব—যেখানে রসবন্ধে অভিনিবেশ করা হয় নাই। প্রসঙ্গ হইতে পারে যে বিভাবাদিব দ্বারা বসস্থিতি হয় মুক্তকে কেমন কবিয়া তাহাব সংযোগ হইবে? এই আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন—মুক্তকেষিতি। অমরককশ্চোতি। যেমন অমরকশতকেব—“প্রিয় কোনরূপে বিশ্বাস উৎপন্ন কবিয়াছে, কিন্তু প্রেমের সে যে উত্তর দিতেছিল তাহাতে তাহাব বাক্য স্থলিত হইয়া আসিতেছিল। বিরহক্লশা বমণী এমন ছল করিল যে সে যেন শুনিতে পায় নাই। সখী শুনিতে পাইলে তো সছ কবিলে না। এই আশঙ্কা কবিয়া সে শূন্য গৃহে বিক্ষারিত নেত্রে সভয়ে দীর্ঘ

রসবন্ধের সম্পর্কে যে ঔচিত্যের কথা বলা হইয়াছে যে রচনা তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহা সর্বত্র দীপ্তমান হয়। বিষয়ের অপেক্ষায় তাহা কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য লাভ করে। ৯ ॥

অথবা পদ্যবৎ গদ্যবন্ধেও রচনা রসবন্ধের সম্পর্কে কথিত ঔচিত্যকে আশ্রয় করে। তাহা বিষয়ের পার্থক্য অনুসারে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা লাভ কবে—সর্বপ্রকারে নহে। তাই গদ্যবন্ধেও অতিদীর্ঘ সমাসযুক্ত সংঘটনা বিপ্রলম্বশৃঙ্গার রস ও করুণ রসের অভিব্যক্তিতে শোভা পায় না। নাটকাদিতেও সমাসহীন সংঘটনাই যুক্তিযুক্ত। রোদ্দ, বীণ, প্রভৃতি নানার বর্ণনায়ও দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনা শোভা পায় না। বিখ্যাত ঔচিত্য রসমূলক ঔচিত্যানুসারে গৃহীত হয় অথবা গৃহীত হয় না। এদ্বারা বলা যায় যে আখ্যায়িকায় অত্যন্ত

নিঃশ্বাস মোচন করিল।” এই শ্লোকে বিভালাদির প্রকাশ ফুটাই বটে। বিকটেতি। সমাসহীন যে সংঘটন। তাহার মধ্যে অর্থপ্রতীতি মত্তর এবং ক্রিয়াদির প্রতি আকাজক্ষাযুক্ত হয় বলিয়া দৃববর্তী ক্রিয়াপদের অভিমুখে বিলম্ব খাবিত হয় এবং সেইজন্য প্রতীতি বাচ্যার্থেই বিশ্রাণ্ডি লাভ কবে; তাই তাহা রসচর্কণাযোগ্য হইতে পারে না। ইহাট ভাবার্থ। প্রবন্ধাশ্রয়োক্তি। সন্দানিতক হইতে আরম্ভ করিয়া কুলক পর্যন্ত। (অথবা) গুণবন্ধে তো মুক্তক থাকেই; যাহার দ্বারা পূর্বাপবেব অপেক্ষা না করিয়া রসচর্কণা নিষ্পন্ন হয় এইরূপ মুক্তকের কথাই এইখানে বলা হইয়াছে। যেমন “তামালিক্য প্রণয়কুপিতাং” (মেঘদূত) ইত্যাদি শ্লোকে। কদাচিদিতি—বোত্ৰাদি বিষয়ে। নাত্যন্তমিতি। রস সৃষ্টিতে যে অত্যধিক মনোযোগ দেওয়া হয় না সেইজন্য— এইভাবে যোজনা করিতে হইবে। বৃত্তোচিত্যমিতি। পুরুষা, উপনাগরিকা ও গ্রাম্যা এই সকল বৃত্তির ঔচিত্য প্রবন্ধ ও রসের অন্তর্ভাবী। অগ্ৰথোক্তি। যে সকল বৃত্তিতে তাৎপর্য্য কথ্যমাত্রে সীমাবদ্ধ সেইখানেও যথেষ্ট প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দ্বয়োরপীতি। এখানে সপ্তমী বিভক্তি। যে সর্গবন্ধ কাব্যে তাৎপর্য্য কথায়ই নিবদ্ধ থাকে তাহার উদাহরণ—যেমন ভট্ট জনন্যকের কাদম্বরী কথাসার। রসতাৎপর্য্যময় সর্গবন্ধ কাব্য—যেমন রঘুবংশাদি। অগ্ৰ বোত্ৰ কেহ

সমাসযুক্ত সংঘটনা শোভা পায় না ; নাটকাদিতে দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনা তাহার নিজের উপযোগী বিষয়েও শোভা পায় না । এইভাবে সংঘটনার নিয়ম অনুসৰ্ভব্য ।

প্রবন্ধাত্মক অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি রামায়ণমহাভারতাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে । ইহা প্রসিদ্ধই । তাহা যে প্রকাবে প্রকাশিত হয় তাহা ইদানীং প্রতিপাদিত হইতেছে—

বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাবের ঔচিত্যের দ্বারা সৌন্দর্য্যপ্রাপ্ত কাহিনীর বিধান করিতে হইবে—তাহা কল্পিত কথাশরীরই হউক অথবা ইতিবৃত্তই হউক । ১০ ॥

যে অংশ ইতিবৃত্তের বশে আসিয়াছে অথচ যাহা রসের প্রতিকূল তাহাকে ত্যাগ করিয়া অপর কিছু কল্পনা করিলেও তাহাকে অভীষ্ট রসের উপযোগী করিয়া মধ্যে মধ্যে স্থাপিত করিয়া কথার উন্নয়ন করিতে হইবে । ১১ ॥

কেবল শাস্ত্রনিয়ম প্রতি পালনের ইচ্ছায় নহে রসাবিভ্যক্তির অনুসারে সন্ধি ও সন্ধ্যঙ্গের যোজনা করিতে হইবে । ১২ ॥

‘সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই দুইটিতে’ এই ভাবে ‘দ্বয়োঃ’-শব্দের ব্যাখ্যা করেন । কিন্তু বলা যে হইয়াছে—‘রসতাৎপর্য্যঃ সাধীযঃ’ (রসতাৎপর্য্যময় মার্গই স্বপ্নূতর) তাহা কিসের অপেক্ষা করিয়া বলা হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে ? স্তবরতাৎ এইরূপ ব্যাখ্যায় অর্থ অস্পষ্ট হইবে । বিষয়্যাপেক্ষমিতি । ‘বিষয়’-শব্দের দ্বারা এখানে গন্তব্যের ভেদ বুঝিতে হইবে । ৭, ৮ ॥

যে সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইয়াছে তাহাই দেখাইতেছেন—রসবন্ধোক্তমিতি । বৃত্তিতে ‘বা’-শব্দ এই পক্ষেরই সিদ্ধান্তের দ্বোতানা করিতেছে । যেমন—“জ্ঞী, নরপতি, বহি ও বিধ যুক্তি অনুসারে সেবন করিলে স্বার্থের অল্পকূল হয় ; অন্তথা তাহারা দুঃখাতিশয়েরই কারণ হয় ।” রচনা—সংঘটনা । তাহা হইলেও বিষয়ের ঔচিত্য একেবারে পরিত্যক্ত হইল না ; তাই বলিতেছেন—কিঞ্চিৎ বিভেদ অর্থাৎ অবাস্তর বৈচিত্র্য্য দ্বারা সম্বন্ধে সম্পাদনীয় সেই রসৌচিত্য বিষয়কে সহকারীরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে । ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—তদ্বিতি । সর্কাকারমিতি—ইহা ক্রিয়াবিশেষণ ।

অবসর অনুসারে কাব্যের মধ্যে রসের উদ্দীপন ও প্রশমন এবং যে অঙ্গী রসের বিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান। ১৩ ॥

অলঙ্কার যোজনের শক্তি থাকিলেও রসের আনুকূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের যোজন এবং রসাদির ব্যঞ্জকত্ব অনুসারে প্রবন্ধের রচনা। ১৪ ॥

প্রবন্ধও রসাদির ব্যঞ্জক হয় ইহা বলা হইয়াছে ; ব্যঞ্জকত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার রচনা বিধেয়। প্রথমে সেইরূপ কথাশরীরের যথোচিত বিধান করিতে হইবে যাহা বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের ঔচিত্যের দ্বারা চারুত্ব লাভ করিয়াছে অর্থাৎ যে রসভাবাদি প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে তাহার সম্পর্কে যে বিভাব, ভাব, অনুভাব, সঞ্চারী ভাব উপযোগী হয় তাহার ঔচিত্যের জ্ঞান। যে কথাশরীর সুন্দর

অসমাম্ভবেতি। ‘সর্বত্র’—শেষে এইরূপ যোজনা করিয়া লইতে হইবে। সেই জগুই ভরতমুনি বাক্যাভিনয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—“প্রসাদগুণ খণ্ড খণ্ড পাদের দ্বারা।” এখানে ব্যতিক্রমের কথা বলিতেছেন—ন চেতি। নাটকাদাবিতি। ‘স্ববিষয়োহপি’—এই অংশের সঙ্গে যোজনা করিতে হইবে। এইভাবে সংঘটনাব্যাপারে ‘অলঙ্কারম্’ দ্বা শোভা পায় ইহা নির্ণীত হইল। কাব্যপ্রবন্ধে যে ‘অলঙ্কারম্’ শোভা পায় তাহা নির্দিষ্টবাদে সিদ্ধ। সুতরাং এই বিষয়ে বক্তব্য কিছুই নাই। কেবল রসের প্রকাশন ব্যাপারে কবি ও সঙ্কল্পন ব্যক্তিদিগকে ব্যুৎপন্ন করিবার জ্ঞান প্রবন্ধের যে প্রকারভেদ আছে তাহা নিকৃপণ করা দরকার। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—ইদানীমিতি। এখন সেই প্রকারসমূহ প্রতিপাদিত হইতেছে—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। প্রথমং তাবদিতি—প্রবন্ধ রসব্যঞ্জক হইলে যে সকল প্রকার উপপন্ন হয় তাহারা ক্রমে রসের উপযোগী হয়। প্রথমে কথাশরীকা, তৎপর তাহাতে অধিকবস্তুর সমাবেশ, তৎপর ফল পর্য্যন্ত আনয়ন, অন্তঃপর রসের সম্পর্কে আগরণ, পরে সমুচিত বিভাবাদির বর্ণনায় অলঙ্কারের ঔচিত্য যোজনা। কারিকায় এই বিষয় পাঁচটির কথা বলিতেছেন—বিভাব ইত্যাদির দ্বারা। তদৌচিত্যেতি। শৃঙ্গার বর্ণনেচ্ছ কবি সেইরূপ কথার আশ্রয় করিবেন

হইয়াছে সেইরূপ কথাশরীরের বিধান করিতে হইবে ; এমনভাবে তাহাব রচনা করিতে হইবে যাহাতে তাহা রসের বাঞ্ছক হয়। ইহা প্রথম নির্দেশ। এই বিষয়ে বলা যাইতে পারে যে বিভাবের ঐচ্ছিত্য প্রসিদ্ধি। ভাবের ঐচ্ছিত্য তো প্রকৃতির ঐচ্ছিত্যের উপর নির্ভর করে। প্রকৃতি উত্তম, মধ্যম ও অধম প্রকারানুসারে এবং দেবতা, মানুষাদি আশ্রয়ানুসারে বৈচিত্র্য লাভ করে। অতীত যদি কেবল মানুষকে আশ্রয় করিয়া দেবোচিত উৎসাহাদি অথবা যদি কেবল দেবতাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের উৎসাহাদির বর্ণনা রচিত হয় তাহা হইলে তাহা অল্পচিত হয়। তাই মনুষ্য রাজাদির বর্ণনায় সপ্তার্ণব-লঙ্ঘনযুক্ত ব্যাপান বচিত হইলে তাহা সৌষ্টবশালিতাসঙ্গেও অবশ্যই নীরস হয় ; অনোচিত্যই এই নীবসংঘের হেতু। প্রশ্ন হইতে পারে, সাতবাহন প্রভৃতির নাগলোকবামনাদির কথা শোনা যায় ; তবে সমগ্র ধরণী ধারণক্ষম রাজাদের অলোকসামান্য প্রভাবাতিশয্যের বর্ণনায় কি অনোচিত্য আছে ? না, তাহা নাই। আমরা বলি না যে রাজাদের

যাহাতে ঋতুমাল্যাদি বিভাবাদি, নীলা প্রভৃতি অল্পভাব এবং চর্ষ, প্রতি প্রভৃতি সঞ্চাবীভাব ক্ষুদ্রভাবে থাকে—ইহাই অর্থ। প্রসিদ্ধমিতি। লৌকিক ব্যবহায়ে ও ভবতেন নাট্যশাস্ত্রে। ব্যাপাব ইতি। ‘ব্যাপাব’-পদ ব্যাপাববিষয়ক উৎসাহেব উপলক্ষণ। স্থায়ীভাবে ঐচ্ছিত্যই ব্যাপাব বিষয় হইয়াছে, অল্পভাবের ঐচ্ছিত্য নহে। সৌষ্টবভূতোৎপাদিত। বর্ণনাব মহিমার দ্বারা। তত্রাঙ্গীতি। নীবগদ্যবিষয়ে। ব্যতিরিক্ত স্থিতি। এই প্রসঙ্গে কথাটা দাঁড়াইল এই—যেখানে শিষ্যের বা পাঠকের প্রতীতির ব্যাঘাত হয় না সেইরূপ বর্ণনীয় বিষয়। সেইখানে কেবল মানুষের পক্ষে একপদে সপ্তসমুদ্র লঙ্ঘন অসম্ভব বলিয়া তাহা মিথ্যারূপে হৃদয়ে ক্ষুরিত হয় ; চতুর্দর্শের যে উপায় উপদেশের বিষয় ইহা। সেই উপায়ের অলীকতাও প্রমাণ করিয়া দেয়। রামাদির সেইরূপ চরিত্রও অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, কারণ তাহাদের সম্পর্কে পূর্বপ্রসিদ্ধি পরম্পরায় বিশ্বাস পরিপুষ্ট হইয়াছে। যেখানে রাম প্রভৃতিরও অল্প কোন প্রসিদ্ধিবিবৃদ্ধপ্রভাব কল্পনাপূর্বক বর্ণিত হয় তাহা অসত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। অসম্ভাব্য বস্তু বর্ণনযোগ্য নহে। তেনা হীতি। প্রথাত উদাত্তবস্তু গ্রহণ

প্রভাবাতিশয্যেব বর্ণনা অনুলিখিত ; কিন্তু কেবল মানুষকে আশ্রয় করিয়া যে কথাবস্তু কল্পনা করিয়া সৃষ্ট হয় তাহাতে দেবোচিত ঔচিত্যেব যোজনা করা সম্ভব নহে । দৈবশক্তিসম্পন্ন মানুষদেব কথাতে উভয়ব উপযোগী ঔচিত্যেব প্রয়োগে কোনই বিবোধিতা নাই । যেমন পাণ্ডবদিগের কথাতে । কিন্তু সাতবাহন প্রভৃতির সম্পর্কে যে সকল কথ্যবস্তু শোনা যায় শুধু তাহা বর্ণিত হইলেই বস্তুমানুষীয় বলিয়া পতিভাষ্য হয় । তাহাদেব সম্পর্কে তদতিবিস্তৃত কিছু বচনা করিলে অনুলিখিত হইবে । সুতরাং ইহাই সাধারণ —

‘অনৌচিত্যে চাপ্তা বসন্তস্বেব অগ্নি বোম কাষণ নাই । প্রসিদ্ধ ঔচিত্যানুযায়ী বচন বসেন শ্রেষ্ঠ গুণ্য বহুস্ত অকপ ।’

সুতরাং ভবভূতের নান্যাত্ম্যে ইহা নির্দিষ্ট হইয়াছে যে নাটকাদিতে প্রথাতঃ বস্তুবিষয় ও প্রথাতঃ উদাত্ত নায়কেব গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য । এইজগৎ নায়কেব ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিষয়ে কবি কিংকর্যাবিমুঢ় হয়েন না । তিনি কল্পিত বিষয়বস্তুসমষ্টিতে নাটকাদি সৃষ্টি করিবেন তিনি অপ্রসিদ্ধ, অনুলিখিত নায়ক স্বভাবের বর্ণনা দিলে তাহাতে মহাপ্রমাদ হইবে । এইরূপ আপত্তি হইতে পারে—উৎসাহাদিভাবে বর্ণনায় যদি

এবং চর । ব্যামুহুর্তী । কি বর্ণনা কাবব এইরূপ সংশয় হয় না । দৃষ্টিতে —কবি । মহান প্রমাদ ইতি । সুতরাং যে নাটকাদি বর্ণনায় কল্পিত বস্তুমূর্খি তাহা নিষেধ করেন নাহি বলিয়া । তাহা সৃষ্টি বর উচিত নহে । ইহাই তৎপরা । ‘আদি শব্দ এখানে সাদৃশ্যবচক, হিংস্রবাদ প্রসিদ্ধ দেবচরিত্র ইহার দ্বারা বুঝান হইতেছে । অপর কেহ কেহ বলেন— “বহুব্রীহি সমাসেব দ্বারা এখানে উপলক্ষণ বলা হইয়াছে, সুতরাং নাটকাদি বলিতে নাটকপ্রকরণ অর্থাৎ নাটকজাতীয় সকল ঘটনাব বর্ণনা বলা হইয়াছে ।” ‘নাটকাদি’—এইরূপ পাঠ্য আছে । সেস্থানে ‘আদি’ শব্দ সাদৃশ্যবচক । সুতরাং ভবভূতমূর্খি যে নাটকাদি লক্ষণ করিয়াছেন—“প্রকরণ “ নাটকেব যোগে উৎপাদ্যবস্তু পাণ্ডবা যায় ।” সেস্থানে যথাক্রমে প্রথাতঃ “ উদাত্ত নবপতির নায়ক বর্ণিতে হইবে । তাহা হইলে যেমন বাণেশ্বর কবি সন্তোষ শৃঙ্গারেব কথা বর্ণনা করিবেন এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—ন চোতি ।

দেবতা মনুষ্যাদিবিষয়ক ঔচিত্যের কিছু কিছু পরীক্ষা করিতে চাহেন তবে করুন, কিন্তু রতি প্রভৃতিতে তাহার কি প্রয়োজন ? ভারতের নাট্যশাস্ত্রে যে ঔচিত্য নিন্দারিত হইয়াছে তাহার অনুযায়ী ব্যবহারের দ্বারাই রতি, দেবতাদের সম্পর্কেও বর্ণনীয় ইহা নিশ্চিতরূপে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই মত ঠিক নহে ; রতিবিষয়ে ঔচিত্য অতিক্রম করিলে অতিশয় দোষ হয়। তাই অধম প্রকৃতির ঔচিত্য অনুসারে উত্তম-প্রকৃতিবিশিষ্ট নায়কনায়িকাব রতি বর্ণনা করিলে কি উপহাস্যতা না হইবে ? ভারতের অনুশাসনে ও শৃঙ্গারবিষয়ক প্রকৃতি অনুযায়ী তিন প্রকারের ঔচিত্যের কথা আছে। যদি বলা হয় যে যাহাকে দেববিষয়ক ঔচিত্য বলা হয় তাহা এখানে অনুপযোগী, তাহা হইলে উত্তর এই—শৃঙ্গার বিষয়ে দিব্য ঔচিত্য অপূর্ব্ব একটা কিছু নহে। তবে কি ? ভারতের অনুশাসনের অনুমোদিত বিষয়ে রাজাদি উত্তম নায়ক সম্পর্কে যে শৃঙ্গারসম্পর্কিত রচনার উল্লেখ আছে তাহা দেবতাকে আশ্রয় করিলেও শোভা পায়। নাটকাদিতে রাজা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রসিদ্ধ গ্রাম্যপদ্ধতিতে শৃঙ্গাররসের বর্ণনার খ্যাতি নাই ; দেবতা সম্পর্কেও তাহা পরিহরণীয়। যদি বলা হয় যে নাটকাদি অভিনয়ের উদ্দেশ্যে

তথৈবোতি। ভারতমুনিও বলিয়াছেন, “স্বৈর্য্যের দ্বারা উত্তম, মধ্যম ও অধম-দিগের এবং ভেষব দ্বারা নীচ প্রকৃতিদেব।” স্মৃতরাং মুনিও বিভাব ও অনুভাবাদিতে প্রকৃতিব ঔচিত্য স্থানে স্থানে বিশেষভাবে স্বীকার করিয়াছেন। ইহারিতি। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে—লক্ষণজ্ঞতা, লক্ষ্যের পরিশীলন এবং স্বদৃষ্ট ও দেবতাদির প্রসাদে উদ্ভূত স্বীয় প্রতিভাশালিতা—ইহারা অনুসরণীয়। রসবতীশু—অনাদরে সম্প্রদায়ী। অব্যবহিকজ্ঞানের রসবস্তুর অভ্যাস তদভিপ্রায়ে—এইরূপ বৃত্তিতে হইবে। বিভাবাদির ঔচিত্যব্যতিরেকে আবার কেমন রসবস্তা বা রসশালিতা হইতে পারে ? কবেরিতি। সেইখানে ইতিহাসানুসারেই আমি কাব্য নিবন্ধ করিয়াছি, এইরূপ অসমীচীন উত্তরও সম্ভব হয় না। তত্রচেতি। রসময়ঙ্গ সম্পাদনে। সিদ্ধেতি। যেখানে রস আত্মদমাত্রে পূর্বাধিসিত হইয়াছে, ভাবনার বিষয় নহে। ইতিহাস কথামাত্রের আশ্রয় ; সেই ইতিহাসার্থের সহিত কবির নিজের ইচ্ছা প্রযোজ্য নহে। এখানে সত্যার্থের

বচিত হয় বলিয়া এবং সম্ভোগশৃঙ্গারের অভিনয় অসভ্য বলিয়া সেইখানে তাহা পরিহার কবিতে হইবে, তাহা হইলে উক্তরে বলিব, ইহা ঠিক নহে। যদি এবংবিধ বিষয় অভিনেয় কাব্যে অসভ্যতা-দোষদৃষ্ট হয়, তবে (অনভিনেয়) কাব্যে ইহাব অসভ্যতা-দোষ কে নিবারণ কবিতে পারে? সুতরাং অভিনেয় এবং অনভিনেয় কাব্যে উত্তম প্রকৃতির বাজাদির সঙ্গে উত্তম প্রকৃতির নায়িকাদেব যদি প্রায়সম্ভোগবর্ণনা দেওয়া হয়, তবে তাহা মাতাপিতার সম্ভোগবর্ণনার মত অতিশয় অসভ্য হয়। উত্তম দেবতা সম্পর্কেও ইহা প্রযোজ্য। অধিকন্তু, সম্ভোগশৃঙ্গারে সুবতলক্ষণযুক্ত একটি প্রকাবই সম্ভাবিত হয় না; পরস্পরকে প্রেমে সহিত দর্শনাদি অগ্না যে সকল প্রকার আছে তাহা কেন উত্তম প্রকৃতি বিষয়ে বর্ণিত হইবে না? সুতরাং উৎসাহের আয় রতিতেও প্রকৃতির ঔচিত্য অনুসরণ করিতে হইবে, বিস্ময়াদিতেও সেইরূপ। এবংবিধ বিষয়ে মহাকবিরাও লক্ষ্য বস্তুতে যদি সম্মুচিত দৃষ্টি না দেন তাহা হইলে তাহা দোষবহু হইবে। তাহাদেব প্রতিভাশক্তির দ্বারা সেই দোষ আচ্ছাদিত হয় বলিয়া ধরা পড়ে না ইহা বলাই হইয়াছে। ভবতেব নাট্যাংশাদিতে

দ্বাণা বিলম্ব বিষয়ী ভাব বসিতে হইবে। ইহাই ব্যাখ্যা কাবতেছেন—‘তেন্’ এই সম্প্রদায় পদেব দ্বাণা। নিজেব ইচ্ছানির্মিত অর্থ ইহাদেব মধ্যে প্রযোজ্য নহে। যদি কোনকপে যোজনা কবা হয় তাহা হইলেও প্রসিদ্ধ বসবিবোধী কোন অর্থ যোজনীয় নহে। যেমন কেহ রামকে নাগক করিয়া তাহার পবিত্রে ধীবললিন্দ্র যোজনা কবিলে অতিশয় অসমঞ্জস হইবে। যৎকৃমিতি। যেমন বামা দ্বাদশে যণোবর্ষা বলিয়াছেন—“স্ত্রিতমিতি যণাণ্যাম।” কালিদাসমিতি। বসুবংশে অজ্ঞ প্রভৃতি বাজার বিবাহাদির বর্ণনা ইতিহাসে নিদ্রপিত হয় নাই। হরিবিজয়ে কাস্তাব প্রসাদনেব অঙ্গহিসাবে পাবিজ্ঞাতেব হরণ ইতিহাসে দেখা না গেলেও বসসম্মতই। সেইরূপ অঙ্কনেব পাতালবিজয় ইতিহাসে অপ্রসিদ্ধ হইলেও বসসম্মত। ইহাই যুক্তিযুক্ত, তাই বলিতেছেন—কবিনেতি। সম্মীনামিতি। “ইহা কণ্ঠব্য।”—এইরূপ অংশাসন ধাহার পবমার্থ সেইরূপ প্রভুসদৃশ ক্রতিশ্রুতিগানে ঘাণা ব্যাপন্ন নহেন;

অমুভবেব ঔচিত্য প্রসিদ্ধই। ইহা বলা হইতেছে—ভরতাদি বিরচিত অমুশাসন মানিয়া লইয়া, মহাকবি প্রবন্ধের পর্যালোচনা করিয়া এবং স্বীয় প্রতিভা অমুসরণ করিয়া কবি অবহিতচিত্ত হইয়া যত্ন করিয়া দেখিবেন যাহাতে তিনি বিভাবাদির ঔচিত্য হইতে ভ্রষ্ট না হয়েন। ঔচিত্যবান্ কথাসরীর—তাহা ইতিবৃত্তই হউক বা কল্পিতই হউক—গৃহীত হইলে তাহা রসেব ব্যঞ্জক হয়; ইহার দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—বিবিধ রসবান্ কথা ইতিহাসাদিতে থাকিলেও তন্মধ্যে যে কথাসরীর বিভাবাদির ঔচিত্যসম্বন্ধিত তাহাই গ্রাহ্য, অপর কিছু নহে। ইতিবৃত্ত হইতে আহৃত কথাসরীর অপেক্ষা কল্পিত কথাসরীরে কবিকে বিশেষ করিয়া প্রযত্নবান্ হইতে হইবে। সেইখানে কবি অনবধানবশতঃ ঔচিত্য হইতে স্থলিত হইলে কবির অব্যুৎপত্তির সম্ভাবনা খুব বেশী হইয়া পড়ে।

এই বিষয়ে এই সংগ্রহ শ্লোক দেওয়া হইতেছে—

“কল্পিত কথাসমুৎসেই সেই ভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে তাহা সবই রসময় হইয়া প্রতিভাত হয়।”

“এই কর্ম হইতে ইহা হইল”—এইরূপ যুক্তিযুক্ত কর্মফলসম্বন্ধপ্রকাশকারী মিত্রসদৃশ ইতিহাস শাস্ত্রাদিতেও যাহারা ব্যুৎপন্ন নহেন অথচ তাঁহার অতি অবশ্য শিক্ষাদানের পাত্র, কারণ তাঁহার প্রজাপালনযোগ্যতাবিশিষ্ট রাজপুত্র-সদৃশ। যে ব্যুৎপত্তি চতুর্ধর্গেব উপায় তাহা ইহাদেব হৃদয়ে যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে সেইভাবে নিহিত করিতে হইবে। ইহা রসান্বাদযুক্ত হইয়াই হৃদয়ে অমুপ্রবিষ্ট হইবে। চতুর্ধর্গ লাভের উপায়ের ব্যুৎপত্তি রসের আনুশঙ্গিক ফল এবং এই রস বিভাব, অমুভাব প্রভৃতির সংযোগে উৎপাদিত হয়। এই ভাবে রসোচিত বিভাবাদির রচনায় রসান্বাদবিস্ময়লাভই স্বতঃপ্রণোদিত ব্যুৎপত্তিতে প্রযোজক; তাই প্রীতিই ব্যুৎপত্তির প্রযোজিকা। আমার উপাধ্যায় বলিয়াছেন, “রসের আত্মা প্রীতি, তাহাই নাট্য, নাট্যকেই জানিও।” এই প্রীতি ও ব্যুৎপত্তি ভিন্নরূপী নহে, কারণ দুইয়েরই বিষয় এক। বিভাবাদির ঔচিত্যই প্রকৃতপক্ষে প্রীতির নিদান ইহা আমরা বহুবাব বলিয়াছি। সেই রসোচিত বিভাবাদির ফলে পরিণত হওয়া পর্যন্ত বখাস্বরূপ জ্ঞানের নাম

সেই বিষয়ে উপায় হইতেছে সম্যকরূপে বিভাবাদির ঔচিত্যের অমুসরণ। তাহা দেখানই হইয়াছে। অপিচ—

“যে রামায়ণাদি কথানিধান সম্পূর্ণরূপে রসসিক্ত হইয়াছে বলিয়া খ্যাতি আছে তাহাদের সঙ্গে নিজের রসবিরোধী ইচ্ছা যোজনীয় নহে।”

সেই সকল কথানিধানে স্বীয় ইচ্ছা যোজ্যই নহে। বলাই হইয়াছে—“কথামার্গে অল্প ব্যতিক্রমও সঙ্গত নহে।” যদি নিজের ইচ্ছার যোজনা করিতেই হয় তাহা হইলে রসবিরুদ্ধ কোন ইচ্ছা যোজনীয় নহে। প্রবন্ধকে রসব্যঞ্জক করিতে হইলে এই দ্বিতীয় নিমিত্ত বা কারণ—বাহা ইতিবৃত্তের বশে আসিয়াছে কিন্তু রসের কথঞ্চিৎ প্রতিকূল এইরূপ অংশ পরিত্যাগ করিয়া কাব্যের মাঝে মাঝে পুনরায় তাহার অবতারণা করিলেও অভীষ্টরসের অমুসারে কথায় উন্নয়ন করিতে হইবে, যেমন কালিদাসাদির প্রবন্ধসমূহে, অথবা যেমন সর্বসেনবিরচিত

ব্যুৎপত্তি বলিয়া কথিত হয়। যাহা অদৃষ্টবশে, দেবতার প্রসাদে বা অত্যাচারে সঙ্গত হয় তাহাই ফল। তাহা উপদেশ নহে; তাহা হইলে উপায়-বিষয়ক* ব্যুৎপত্তির উদয় হয় না। হতরং উপায়রূপে যাহা প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার সিদ্ধি; অল্পপায়রূপে* বাহা প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার নাশ—এইভাবে নায়ক-প্রতিনায়ক সম্বন্ধে অর্থ ও অনর্থের ব্যুৎপত্তি সম্পাদন করিতে হইবে। উপায়ও কর্তব্য দ্বারা আশ্রিত হইয়া পাঁচ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যথা—স্বরূপ, স্বরূপ হইতে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্তি, কার্য্যসম্পাদনযোগ্যতা, প্রতিবন্ধক আপত্তি হইতে পাবে এইরূপ আশঙ্কা করা, প্রতিবন্ধক নিবারণ ব্যাপারে বাধকের নাশ করিয়া সুদৃঢ়ভাবে ফল পর্য্যন্ত আনয়ন। এইভাবে শ্রেণ্যমহিষ, কার্য্যের বিফলতা সম্পর্কে ভয়শীল, বিবেচনাপূর্ব্বক কর্তব্যে বৃত্ত ব্যক্তিদিগকে নায়করূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ভরতমুনি এইভাবে এই পাঁচটি নায়কগত অবস্থার বিবরণ দিতেছেন—“সাধনীয় ফলবিষয়ে নায়কের যে ব্যাপার প্রযোক্ত্য তাহার আল্পপূর্ব্বিক পাঁচ অবস্থা জানিয়া লইবেন—প্রারম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্তির সম্ভাবনা, নিয়ত ফলপ্রাপ্তি ও ফলযোগ।” নায়কের এই যে পঞ্চবিধ অবস্থা তাহার

* অভীষ্ট যে বর্ণণীয় বিষয় তাহার অমুকুল রচনাই উপায়। অভীষ্ট বর্ণণীয় বিষয়ের প্রতিকূল যে চরিত্রবর্ণনা তাহা অল্পপায়।

হবিবিজ্ঞয়ে অথবা যেমন মদীয় অর্জুনচরিত মহাকাব্যে। কাব্য-
রচয়িতা কবিকে সর্বাস্তঃকরণে রসের বশবর্তী হইতে হইবে! সেইখানে
তিনি ইতিবৃত্তে যদি রসের প্রতিকূল কোন অংশ দেখিতে পান তাহা
হইলে ইহাকে দূর করিয়াও তিনি নিজে স্বাধীনভাবে অল্প কোন কথার
সৃষ্টি করিবেন। ইতিবৃত্তমাত্রনির্বাহে কবির কোন প্রয়োজনই নাই,
কারণ ইতিহাসাদিতে তাহা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। প্রবন্ধকে রসবাঞ্ছক
করিতে হইলে এই অপর মুখ্য নিমিত্ত বা কারণ—মুখ, প্রতিমুখ,
গর্ভ, অবমর্শ, নির্বহণাখ্য সন্ধি এবং উপক্ষেপ প্রভৃতি তাহার অঙ্গাদির
রসাভিব্যক্তির প্রয়োজনানুসারে ব্যবস্থাপন করিতে হইবে, যেমন
রত্নাবলীতে; কেবল শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিবার উদ্দেশ্যে
ইহাদের ব্যবস্থাপন করিলে চলিবে না। যেমন বেণী-সংহারে দ্বিতীয়
অঙ্কে রসের প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও বিলাসনামক প্রতিমুখ সন্ধ্যাঙ্গ যে
সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা কেবল ভরতমুনির মত অনুসরণ করিবার
ইচ্ছার জন্ম। প্রবন্ধকে রসের ব্যঞ্জন করিতে হইলে, আর

সম্পাদক কর্তার যে ইতিবৃত্ত তাহা পঞ্চদশ বিভক্ত। মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, অবমর্শ,
নির্বহণ—এই পাঁচটি সার্থকনাম। সন্ধি ইতিবৃত্তের অংশ। সন্ধান করা হয়
বা স'যোজিত করা হয় এইভাবে ব্যুৎপত্তি করিয়া 'সন্ধি'। সেই সন্ধিগুলির
নিজেদের সম্পাদ্য বিষয়ে ক্রম থাকায় পাঁচটি অধ্যায়ের বিভাগ আছে, ইহাও
ইতিবৃত্তের অংশ। উপক্ষেপ, পরিকর, পরিচয়, বিলোভন—ইত্যাদি সন্ধ্যাঙ্গের
নাম। অর্থপ্রকৃতির ইহাদেরই অন্তর্ভূত। তন্মধ্যে যে শ্রেণীর নায়কের সিদ্ধি
নিজের আয়ত্ত তাহা তিনটি সন্ধ্যাঙ্গ—বীজ, বিন্দু ও কার্য। বীজের দ্বারা সর্ব
ব্যাপার বিবক্ষিত হইয়াছে; বিন্দুর দ্বারা অল্পসন্ধান ও কার্যের দ্বারা নির্বাহ
বিবক্ষিত হইয়াছে। অর্থসম্পাদ্য বিষয়ে কর্তার সন্দর্শন, প্রার্থনা ও বাবসায়কণ
স্বভাববিশেষ এই তিন প্রকৃতি। নায়কের সিদ্ধি সচিবের আয়ত্ত হইলে,
সচিব নায়কের জ্ঞাত অথবা নিজের জ্ঞাত প্রবৃত্ত হইলে অথবা নায়কার্থ ও স্বার্থকে
প্রবৃত্ত করিলে প্রকীর্ত্ত ও প্রসিদ্ধির দ্বারা প্রকীর্ত্ত ও পতাকা নামকরণের
জ্ঞাত এই উভয় প্রকার লক্ষণীয় ব্যাপার বিশেষ 'প্রকীর্ত্ত' ও 'পতাকা' শব্দের
দ্বারা কথিত হয়—ইহা বলা হইয়াছে। অতএব যে বক্তব্য কাহিনীর প্রস্তুতকরণ

একটি নিমিত্ত এই—অবসরানুসারে মধ্যে মধ্যে রসের উদ্দীপন ও প্রশমন, যেমন রত্নাবলীতেই। আবার যে অঙ্গী রসের বিশ্বাস্তি আবদ্ধ হইয়াছে তাহার পুনরায় অনুসন্ধান, যেমন তাপসবৎসবাজে। নাটকাদি প্রবন্ধবিশেষে রস অভিব্যক্ত করিতে হইলে অপব আর এক নিমিত্ত বুঝিয়া রাখিতে হইবে—অলঙ্কার রচনা করিবার শক্তি থাকিলেও যাহাতে তাহা বা রসের অনুকল হয় এইভাবে তাহাদের যোজনা করিতে হইবে। শক্তিমান কবিও কখনও কখনও অলঙ্কারের প্রতি অতিশয় অনুরাগেণ জগ্নাই রসের সহিত সম্বন্ধের অপেক্ষা না রাখিয়া অলঙ্কারের বচনায় একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ করিয়াছেন—এইরূপ দেখাই যায়। অপিচ,

সমাপ্তি পাইয়াছে তাহার পঞ্চসঙ্কিত, পূর্ণসঙ্কিততা এমনভাবে নিবদ্ধ করিতে হইবে যে তাহা সকলের ব্যুৎপত্তি দান করিতে পাবে। প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত হইলে এই নিয়ম মানিতে হইবে না। তাই ভবতয়ুনি বলিয়াছেন—“প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত ভিন্নবিষয়ক হওয়ায় এই নিয়ম খাটিবে না।” এই কাবণে বহুবলী নাটকে দীর্ঘললিত নায়ক ধর্ম্মের অবিবোধী সম্ভোগে এত হওয়ায় অনৌচিত্য না হইয়া বরং সে স্বর্থাই হয়। পঞ্চসঙ্কিতসম্ভোগেব জাঘাতাব জগ্না পৃথিবী বাজা এবং তৎসহ কণ্ঠালাভ এত মহাফল উদ্দেশ্য কবিতা প্রশংসনা কবায় অবস্থাপঞ্চকসম্মিত, সমুচিত সঙ্ক্যঙ্গবিপূর্ণ অর্থপ্রকৃতিয়ক পাচটি সঙ্কিই দেখান হইয়াছে। “প্রারম্ভেঃগ্নিন স্বামিনে বুদ্ধি চেতৌ”—এই বীজ হইতে প্রাবস্ত করিয়া “বিশ্রাস্ত নিগ্ৰহ কথঃ” এবং “বাজাঃ নিজ্জিতশত্রুঃ”—এই সকল বাক্যে ধাবা “উপভোগসেবাসকোঃয়ং” ইত্যাদি উপলক্ষ প্রভৃতি নিকপিত হইয়াছে। এই সমস্ত সঙ্ক্যঙ্গরূপ রত্নাবলী পাঠেব সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শিত হওয়ায় গ্রন্থের অতিশয় গৌবব আনয়ন করিতেছে। পূর্বাংগর বাক্য ছাড়া কোন একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইলে পূর্বাংগব সম্বন্ধ না থাকায় বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হইবে, এই জগ্না বিস্তৃত কবিতা বলা হইল না। এই অর্থ সম্বন্ধে বুদ্ধিপূর্ণক বুঝিতে হইবে এইরূপ অভিপ্রায় থাকায় নিজে যে ব্যতিক্রমের কথা বলিয়াছেন—“ন তু কেবলয়া”—তাহার উদাহরণ দিতেছেন। “কেবল”—শব্দ ও “ইচ্ছা”—শব্দ প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য এই—রসাকতুত ইতিবৃত্তের প্রশংসিতা

এই ধ্বনির অনুস্থানাত্মক যে অগ্ন্য প্রভেদ উদাহৃত হইয়াছে তাহাও কোন কোন কাব্য প্রবন্ধকে আশ্রয় করিয়া প্রতিভাত হয়। ১৫ ॥

এই বিবক্ষিতাশ্রুপবচ্যধ্বনির অমুরগনরূপব্যাক্য নামক যে দুইপ্রকার বিশিষ্ট প্রভেদ উদাহৃত হইয়াছে তাহাও কোন কোন কাব্য-প্রবন্ধকে নিমিত্ত করিয়া ব্যঞ্জকরূপে প্রকাশিত হয়, যেমন মধুমতন-বিজয়ে পাঞ্চজন্তুর উক্তি। অথবা যেমন আমারই বিষমবাণলীলায় কামদেবের সহচর সমাগমের বর্ণনায়। অথবা যেমন মহাভারতে গুণ্ধগোমায়ু সংবাদাদিতে।

উৎপাদনই সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োজন এইরূপ ভরতমুনি বলিয়াছেন। পূর্বরঙ্গাঙ্গের জায় পুণ্যসম্পাদন বা বিঘ্ননিবারণই ইহার প্রয়োজন নহে। যেহেতু তিনি বলিয়াছেন—“ইষ্ট অর্থের প্রতিপাদন, বৃত্তান্তের ক্ষয় হইতে না দেওয়া, নাট্য-প্রয়োগেব প্রতি অমুরাগবৃদ্ধি, গোপনীয় বস্তুর গোপনীয়তা রক্ষা, চমৎকারকারী ব্যাপারেব বর্ণনা, প্রকাশ্যবস্তুর প্রকাশন—এই ছয় রকমের অঙ্গ দেখা যায় এবং ইহাবাই শাস্ত্রে প্রয়োজন বলিয়া কথিত হয়। সেই জন্তই—‘রতিভোগ-বিষয়ক ইচ্ছা বিলাস’—বিলাস নামক প্রতিমুখ সন্ধ্যঙ্গের এইরূপ লক্ষণ বলা হইয়াছে। বর্ণ্যমান রসের স্থায়িত্বের ব্যক্তক বিভাবাদির উপলক্ষণের জন্ত ‘রতিভোগ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তৎ অমুরগ করিয়া অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই, কেবল বাচ্যার্থই গ্রহণ করা হইয়াছে। এখানকার প্রস্তাবিত রস বীররস। উদ্দীপন ইতি। বিভাবাদির পরিপূরণের দ্বারা উদ্দীপনের উদাহরণ, যেমন সাগরিকার—অয়ং স রাআ উদয়শোভি।” ইত্যাদি উক্তি। প্রথম—বাসবদত্তার নিকট হইতে পলায়নে। চিত্রকলকের উল্লেখে পুনরায় উদ্দীপন। সুসঙ্গতার প্রবেশে পুনরায় প্রশমন ইত্যাদি। যে রস অনবরত গাঢ়ভাবে আত্মাদিত হইতে থাকে তাহা স্নকুমার মালতীকুম্বের জায় সহজেই জানিমাগ্ৰাপ্ত হয়। বিশেষতঃ শৃঙ্গাররস। সেইজন্ত ভরতমুনি বলিয়াছেন, “বামার প্রতিকূলাচরণের অভিলাষ, বাহা নিবারিত হয় অর্থাৎ সন্তোষ, নারীর যে হৃৎভঙ্গ—কামী ব্যক্তির ইহা শ্রেষ্ঠ রতি।” বীররসাদিতেও অদ্ভুত রকমের কোন সাধ্যফল হঠাৎ লাভ হইলে যদি

অবসরমত উদ্দীপন ও প্রশমন না থাকে তাহা হইলে কবি যে উপায়-উপেয়-ভাবে কথা প্রকাশ করিতে চাহেন তাহাও প্রদর্শিত হইবে না। পুনরিত্তি। যাহার কিস্তান্তি বা বিচ্ছেদ ইতিবৃত্তবশে আরক হইয়াছে, যাহা প্রায় আশঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বতোভাবে সাধিত হয় নাই, সেইভাবে। রসশ্রেতি। রসাক্ত ভূত কাহারও এইরূপ অর্থ। তাপসবৎসরাঙ্গে বাসবদত্তাবিষয়ক যে প্রেমের জন্ত তিনি বাসবদত্তাকে সর্বস্ব মনে করিতেন সেই প্রেমবন্ধ। তাহা বিভাবাদির ঔচিত্যের জন্ত করুণবিপ্রলম্বাদি ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সমস্ত ইতিবৃত্তে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সচিবের নীতিমহিমায় সাধিত রাজ্যাভ্যাস এবং তাহার অঙ্গ হিসাবে পদ্মাবতীলাভ—ইহাদের দ্বারা অল্পপ্রাণিত, অতিশয় অভিলষণীয় বাসবদত্তাপ্রাপ্তি—ইহাই সেইখানে ফল। নির্বাহণ বিষয়ে বলা যাউতে পারে—“প্রাপ্তা দেবী ভূতধাত্রী চ ভূয়ঃ সম্বন্ধোহভূদর্শকেন” এইভাবে দেবী লাভের প্রাধান্ত সম্পাদিত হইয়াছে। এই ইতিবৃত্তবৈচিত্র্যের চিত্রে মস্তুর আরম্ভ হইতে পদ্মাবতীবিবাহাদিতে বাসবদত্তা-প্রেম ভিত্তিসদৃশ, কারণ সর্বত্র তাহারই ব্যাপার। স্তবরাং কাহিনীর প্রয়োজনে ইহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাউবে, এইরূপ আশঙ্কা থাকিলেও সেই বাসবদত্তাপ্রেম ব্যাপারেরই যোজনা করা হইয়াছে। তাই প্রথম অঙ্কে “তদ্বক্তে ন্দুবিলোকনে দিবসো নীতঃ প্রদোষ স্তথা তৎসাগাঠ্যেব” হইতে আরম্ভ করিয়া “বন্ধোৎকর্ষমিদং মনঃ কিমথবা প্রেমাঃসমাপ্তোৎসবম্” প্রভৃতি পর্যন্ত ইহা ফুট হইয়া নিবন্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কে সেই প্রেমব্যাপার বিচ্ছিন্ন হইয়াও “দৃষ্টিনামৃতবর্ষিণী স্মিতমধুপ্রসুন্দি বক্তঃন কিম্” ইত্যাদির দ্বারা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তৃতীয় অঙ্কে—“গৃহগুলি চতুর্দিকে জলিতে থাকায় সখীজন যখন ভয়ে পলায়ন করিল হত-ভাগিনী সেই দেবী উৎকলিত দীর্ঘনিঃশ্বাসের দ্বারা ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া প্রতিপদে পড়িতে পড়িতে, ‘হা নাথ’ এইরূপ প্রলাপোক্তি করিতে করিতে দম্ব হইলেন। সেই অগ্নি শাস্ত হইলেও আমরা কিন্তু তাহার দ্বারা আক্রান্ত হইতেছি।” ইত্যাদির দ্বারা। চতুর্থ অঙ্কেও—“দেবীকে আমি মনে মনে স্বীকার করিয়া লইয়াছি, নিয়ত তিনি আমার স্বপ্নের বিষয় এবং তাঁহার নাম আমি করিয়াছি; কিন্তু এই স্বপ্ননা কেন ব্যথা পাইতেছেন না? এইভাবে ধ্বংস কাতর হইয়া জাগিয়া থাকিয়া আমি কোনরূপে ক্ষীণ রাত্রি কাটাইতেছি। নির্দয় আমি স্বপ্নেও সেই প্রিয়তমাকে পাইতেছি না।” পঞ্চম অঙ্কেও মিলন প্রত্যাশায় জন্ত করুণরসের নিবৃত্তি হইয়া বিপ্রলম্বস্তদ্বার

কোথাও কোথাও অলক্ষ্যক্রমব্যাক্যধ্বনি সুপ্. তিঙ্, বচন ও সম্বন্ধের দ্বারা, কারকশক্তির দ্বারা এবং ক্রুৎ, তদ্ধিত ও সমাসের দ্বারা প্রকাশ্য হয়। ১৬ ॥

ধ্বনির অলক্ষ্যক্রম বসাদি আত্মা সুপ্-বিশেষের দ্বারা, তিঙ্-বিশেষের দ্বারা, বচন-বিশেষের দ্বারা, সম্বন্ধ-বিশেষের দ্বারা, ক্রুৎ-বিশেষের দ্বারা, তদ্ধিত-বিশেষের দ্বারা, এবং সমাসের দ্বারা অভি-ব্যাক্যমান হয় এইরূপ দেখা যায় ; ‘চ’-শব্দের প্রয়োগের দ্বারা নিপাতন, উপসর্গ, কাল প্রভৃতি বোঝা যায়। যেমন—

সহচরসমাগম—বসন্ত, ঘোবন, মলয়ানিন প্রভৃতি সহচর, তাহাদের সঙ্গে সমাগমে। “আমার মর্যাদা অতিক্রান্ত হউক, আমি যেন নিবন্ধন ও বিবেকবহিত হই, তথাপি স্বপ্নেও তোমার প্রতি ভক্তি স্বরণ করি না।” ঘোবনের এই সকল উক্তি সেই সেই নিজস্বভাবে ব্যক্ত। এই স্বভাব প্রস্তাবিত বসে পধ্যবসিত হয়। যথা চেতি। অশানে অবতীর্ণ এবং পুঃ এর শব্দদ্বারা উত্তোষী ব্যক্তিকে পবিত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে দিবালোকে শব্দশব্দে উচ্চারণ করি। তোমরা শীঘ্র অপমৃত হও। “এই গৃধ্র-গোমায়ুস্কুল, কঙ্কালবতল, ভীষণ, সর্প প্রাণীর পক্ষে ভয়ঙ্কর স্থানে থাকিয়া লাভ কি? কালধর্ম্মে পরলোকগত হইয়া এখানে আসিয়া কেহ পাঠে নাই। প্রিষ্ট হউক আর শক্রই হউক—সকল প্রাণীই এই গতি।”—ইহা গৃধ্র বলিল। কিন্তু শূণ্যে অভিপ্রায়, ইহা নিশাব আবন্ত পক্ষান্ত থাকুক, তাহা হইলে গৃধ্রের নিকট হইতে শব্দ অপহরণ করিয়া আমি উচ্চারণ করিব। এই অভিপ্রায়ে সে বলিল, “সূর্য্য এখনও আছে; হে মৃত জনগণ, তোমরা এখন ইহাকে আদর কর। এই মুহূর্ত্ত বিপদস্কুল, এই বালক ঝাঁচিতেও পারে। হে নিঃসঙ্কল্প মর্থ মানবগণ, গৃধ্রের কথায় তোমরা কেন এই কনকবর্ণিত অপ্ৰাপ্তঘোবন শিশুকে ত্যাগ করিবে?” সেই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলে শান্তবস পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ১৫ ॥

এইভাবে বর্ণ হইতে আবন্ত করিয়া প্রবন্ধ পধ্যন্ত অলক্ষ্যক্রমব্যাক্যধ্বনির ব্যঞ্জক নিরূপিত হইলে নিরূপণীয় আব কিছু থাকে না, তথাপি কবিও সহৃদয় ব্যক্তিদের শিক্ষার জন্য স্মৃতি দিয়া অল্প ব্যতিরেককে আশ্রয়

“আমাব পক্ষে ইহাই শিকারের কথা যে আমাব শরীর দণ্ড আছে ; সেই শরীরে আবার এই তাপস ; সেও এইখানেই রাক্ষসকুল নিধন করিতেছে । অত্যা, বাবণ জীবন ধারণ করিয়া আছে । ইন্দ্রজিৎকে ধিক্, ধিক্, নিদ্রা হইতে জাগ্রিত কুন্তকর্ণকে দিয়াই বা কি হইবে ? স্বর্ণরূপ ছোটগামটিকে বিলুপ্ত করিয়া আমাব এই যে ভ্রুজনিচয় পানিপুষ্ক হইয়াছে ইত্যাদেব দ্বানাই বা কি হইবে ?”

এই যে শ্লোক ইহাতে ইত্যাদেব সকলেবই বাঞ্ছক বজ্রল পবিমাণে এবং স্ফট হইয়াই প্রকাশিত হইতেছে । সেখানে “মে যদবযঃ”— ইত্যাদি দ্বন্দ্ব, স্তম্ভ, সম্বন্ধ ও বচনের অভিব্যঞ্জক দেখা যাইতেছে ।

কবিয়া বাবণবর্ণের কথা বর্ণিতোচ্চন—সুপ্তিও ইত্যাদি । আমবা এভাবে অন্তর্দ্বন্দ্ব বৃত্তিসম্বিত বাক্য বর্ণি। সুপ্তপ্রতি দ্বারা যে অন্তর্দ্বন্দ্বোপম স্তম্ভ বক্তাব অভিপ্রাণাদি রূপ গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত হয় । স্তম্ভ প্রভৃতি দ্বারা ব্যক্ত এহ সে অন্তর্দ্বন্দ্বোপম ধ্বনি তাহা অস্পষ্টরূপে ব্যক্তরূপে প্রকাশিতব্য । বচিাদি। পূর্ব কাবিকাব সঙ্গে মিল কবিয়া সঙ্গতি বাধিত করিতে হইবে । সঙ্গত্বেই সুপ্ত প্রভৃতিব অভিপ্রাণ বিশেষণে ব্যক্ত হইবে । উদাহরণে সেই অভিব্যক্ত অভিপ্রাণ নিজেকে অতিক্রম না করিয়া বিভাবাদিরূপে বসাদি প্রকাশ করে । কথাটা দাঁড়াইল এই— বর্ণ হইলে আবৃত্ত করিয়া প্রবন্ধ পদান্ত সে সমস্ত উপায় আছে তাহাদেব সাহায্যে বিভাবাদি প্রতিপাদনেব দ্বারা বস সাফাভাবে অভিব্যক্ত হইতে পাবে অথবা বিভাবাদি বাজনার পাবম্পর্য্যেব দ্বারা বস অভিব্যক্ত হইতে পাবে । সেই বিষয়ে প্রসঙ্গকমে প্রবন্ধের পাবম্পর্য্য যোগে ব্যক্তকত্বের কথা প্রথমে বলা হইল । এখন বর্ণাদি বলা হইতেছে । সেইজন্য বৃত্তিতেও বলা হইয়াছে—“অভিব্যক্তমানোদৃষ্টতে” (অভিব্যক্তমান হয় এইরূপ দেখা যায়) । “ব্যক্তকত্বং দৃষ্টতে” -এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিলে “বিভাবাদিব্যক্তনাদ্ব্যবতয়া পাবম্পর্য্যেণ” (বিভাবাদি ব্যক্তনাদ্ব্যবতয়া পাবম্পর্য্যযোগে) বাক্যশেষে এই অংশ বসাইয়া বাক্য সম্পূর্ণ করিতে হইবে । মমারয় ইতি । আমার শরীর থাকাই উচিত নহে । সম্বন্ধেব অনৌচিত্য ক্রোধেব বিভাবকে প্রকাশ করিতেছে সেইজন্য “অরয়ঃ” এই বক্তবচন । তাপসঃ—তপঃ আছে ইহাব ।

“তত্রাপ্যসৌ তাপসঃ”—এখানে তদ্ধিত (তাপসঃ) ও নিপাতনের (তত্রাপি) ব্যঞ্জকত্ব। “সোহপ্যত্রৈব নিহন্তি রাক্ষসকুলং জীবতাত্তো রাবণঃ” এইখানে তিঙ্‌বিভক্তির শক্তি (নিহন্তি, জীবতি), কারকশক্তি (অত্র. কুলম্); “ধিক্ ধিক্ শক্রজিতম্—এই শ্লোকার্দ্ধে কুং (জিতম্, প্রবোধিতবতা), তদ্ধিত (গ্রামটিকা), সমাস (স্বর্গগ্রামটিকা), উপসর্গ (বিলুণ্ঠন, উচ্ছুগৈঃ, প্রবোধিতবতা) —ইহাদের ব্যঞ্জকত্ব। এইরূপ ব্যঞ্জকত্বের বহুল প্রয়োগ সংঘটিত হইলে কাব্যের রচনাসৌন্দর্য্য সর্ব্বাধিকপরিমাণে সমৃদ্ধীলিত হয়। যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশক একটিমাত্র পদের আবির্ভাব হয়, সেই কাব্যেও কিন্তু রচনাসৌন্দর্য্য দেখা যায়; যেখানে বহুব্যঞ্জকের সমাবেশ হইয়াছে তাহার কথা আর কি বলিব? যেমন এইমাত্র উদাহৃত শ্লোকে। এখানে “রাবণঃ” এই পদটি অর্থান্তরসংক্রমিত-বাচ্যধ্বনিপ্রভেদের দ্বারা অলঙ্কৃত হইলেও, পরবর্ত্তী ব্যঞ্জকগুলি সমুদ্ভাসিত হয়। প্রতিভাবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মহাত্মারা এইরূপ রচনাপ্রকার বহুল পরিমাণে প্রয়োগ করেন তাহা দেখাই যায়।

‘মতুপ্’-অর্থায় তদ্ধিতের দ্বারা পৌরুষসত্ত্বাবনাহীনতা অভিযুক্ত হইতেছে। তত্র ও অপি—এই নিপাত-মুদারের দ্বারা অত্যন্ত অসম্ভাবনীয়ত্ব প্রকাশ করা হইতেছে। আমি বর্ত্তমান থাকিতে তাহাব দ্বারা ‘হনন’-কার্য্য অসম্ভব হইয়া পড়ে। ‘অপি’-শব্দের দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে হননক্রিয়ার সেই কর্ত্তা মনুষ্যমাত্র। অত্রৈবেতি—আমি যে দেশে অধিষ্ঠিত থাকি। নিহন্তি—নিঃশেষে হন্যমান; তাহার কথা হইতেছে রাক্ষসবল। এই অসম্ভব ব্যাপারও সিদ্ধ হইয়াছে। তিঙ্‌হ-শব্দ ও কারকশক্তি প্রতীপাদক শব্দের দ্বারা পুরুষকারের অগৌরব ধ্বনিত হইতেছে। রাবণ ইতি—এই শব্দের অর্থান্তরসংক্রমিত বাচ্যত্ব পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ধিপ্‌ধিগিতি—নিপাতের ব্যঞ্জকত্ব এই যে ইচ্ছাকে যে জয় করা হইয়াছিল ইহা কাল্পনিক আখ্যায়িকা মাত্র। ‘শক্রজিতম্’—এই উপপদ সমাসের সাহায্যে ‘স্বর্গ’ ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদ নিজের পৌরুষ স্বরণ করাইতেছে—ইহাই তাহার ব্যঞ্জকত্ব। গ্রামটিকা—নিজের অর্থের বোধক

যেমন মহর্ষি বাসের—

“সুখ অতিক্রান্ত হইয়াছে, দারুণ দুঃখ প্রতাপস্থিত হইয়াছে—
এই তো কালের অবস্থা। আগামীকাল, আগামীকাল—এমনি
করিয়া পাপসঙ্কলদিবসবিশিষ্টা পৃথিবী গত্যোবনা হইয়া পড়িয়াছে।”

কৃৎ (অতিক্রান্ত), তদ্বিত (পাপীয়), বচন (কালাঃ)—ইহাদের
দ্বারা এখানে অলঙ্কারমব্যঙ্গ্য ধ্বনি আর ‘পৃথিবী গত্যোবনা’—ইহার
দ্বারা অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যধ্বনি প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সুপ্ প্রভৃতির প্রত্যেকের একটি একটি করিয়া অথবা
সমবেতভাবে ব্যঞ্জক মহাকবিদের কাব্যপ্রবন্ধসমূহে প্রায়ই দেখা
যায়। সুবস্তুর ব্যঞ্জকত্ব যথা—

“তোমার সুহৃদ্ নীলকণ্ঠ ময়ুরকে আমার কান্ত্য কঙ্কণঘয়ের শিঞ্জনের
সহিত মধুর তালে নৃত্য করান। এইরূপ ময়ুর যেখানে দিনান্তে বাস
করে।” (যাম্, তালৈঃ ইত্যাদি)।

জীপ্রত্যয়ের সাহায্যে ইহার তুচ্ছতা ব্যঞ্জিত করিতেছে। ‘বিলুপ্তন’-শব্দে
‘বি’-উপসর্গ নিদ্বয়রূপে স্বাক্রমণের ব্যঞ্জক। ‘বুধা’-শব্দের নিপাতন নিজের
পৌরুষেব নিদ্বায় ব্যঞ্জক। ভূজৈরিত্তি—বহুবচনের দ্বারা ইহাই ব্যক্ত
হইতেছে যে ইহার ভাবস্বরূপ। সুতরাং তিল তিল করিয়া এই শ্লোক
বিতরু করিলে সকল অংশই ব্যঞ্জকরূপে প্রতিভাত হয়; আর কি বলিব ?
এই অর্থ প্রদর্শনের ফল বুঝাইতেছেন—এবমিতি। একটি পদের সম্পর্কে
বাহ্য বলা হইয়াছে তাহার উদাহরণ দিতেছেন—যথাক্রমে। সুখ বাহ্যদের
মধ্যে অতিক্রান্ত অর্থাৎ কখনও স্থায়ী বর্তমানত্ব লাভ করে না সেই কাল-
সমূহ। সকল কালই, সুখ স্থায়ী হইয়া থাকে এমন লেশমাত্র কালও
নাই। প্রতাপস্থিতদ্বারকাঃ—প্রতীপানি—বিরূপ; উপস্থিতানি—উপস্থিত
হইতেছে এবং প্রত্যাবর্তন করিতেছে। সুতরাং দূরবর্তী হইলেও উপস্থিত
অর্থাৎ নিকটে সমাগত; এইরূপ দারুণ দুঃখ বাহ্যদের মধ্যে। দুঃখ বহু
প্রকারের; সকল কালই ইহার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইতেছে। এইভাবে
নির্বেদ অভিব্যঞ্জিত করিয়া কাল শাস্ত্রসের ব্যঞ্জক হইয়াছে। দেশেরও
ব্যঞ্জকতা বলিতেছেন—পৃথিবী আগামী কাল, আগামীকাল করিয়া

তিত্ত্বের ব্যঞ্জকত্ব যথা—

“(হে শঠ,) তুমি সরিয়া যাও, অশ্রমোচন করিবার জন্তই আমার দৈবাহত চক্ষুদ্বয় নির্মিত হইয়াছে ; তুমি ইহাদিগকে বিকশিত করিও না। দর্শনমাত্রে উন্মত্ত এই চক্ষু দুইটি তোমার এবংবিধ হৃদয় জানিতে পারে নাই।” (অপসর)

অথবা যেমন—

“হে বালক, আমার পথ রোধ করিও না ; তুমি দূরে যাও। অহো তুমি অনিপুণ ; আমরা পরাধীন ; আমাদের শূণ্য গৃহ রক্ষণ করিতে হইবে।”

প্রাতঃকাল হইতে প্রাতঃকালে, দিন হইতে দিনে অতিক্রান্ত হয়। পাপীয়-দিবসঃ—পাপের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ যেখানে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি দিবসের স্বামী সেইরূপ। কাল স্বভাবতঃই দুঃখময়। তাহার মধ্যেও পাপিষ্ঠ জন বাহার স্বামী সেইরূপ পৃথিবী-নামধেয় দেশের দৌরাণ্যের জন্ত কাল বিশেষভাবে দুঃখময়। সূতরাং আগামী কাল হইতে আগামী কাল এইভাবে দিন হইতে দিন অতিক্রান্ত হওয়ায় পৃথিবী গতযৌবনা এবং বৃদ্ধাত্মীর মত সম্ভোগের অযোগ্য। গতযৌবনতার জন্ত যে যে দিন আগমন করে তাহাই পূর্ব পূর্ব দিন হইতে নিকট বলিয়া পাপীয়ান্। এই ‘ইয়হুন্’-অন্ত প্রত্যয় মুনিকর্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর্ষপ্রয়োগরূপে সিদ্ধ। অথবা এখানে বিজ্ঞত প্রয়োগ হইয়াছে। অত্যন্তেতি। সেই প্রকারও ইহারই অদ্বতা লাভ করে। স্ববস্তুন্তেতি। সমুদায়ের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে ; এখন গুণকভাবে বলা হইতেছে—ইহাই ভাবার্থ। তালৈরিতি—বহুবচন অনেক প্রকারের বৈদগ্ধ্য ধ্বনিত করিয়া বিশ্রলভঙ্গস্বরের উদ্দীপক হইতেছে। অপসর ইত্যাদি—উন্মত্ত লোক কিছুই জানিতে পারে না ; সূতরাং এইখানে কাহারও অপরাধ নাই। দৈবের এইরূপই নির্দ্বাণ বা কার্য। তুমি চলিয়া যাও, বৃথা প্রয়াস করিও না। দৈবের গতি পরিবর্তন করাইতে কেহ পারে না ; ইহাই তিত্ত্বপদের ব্যঞ্জকতা ; অজ্ঞাত পদগুলিও এই ব্যঞ্জকত্বের দ্বারা অল্পগৃহীত—ইহাই ভাবার্থ। মা পহান ইত্যাদি—এখানে ‘অপেহি’ এই তিত্ত্ব পদ—ইহা ধ্বনিত করিতেছে—তুমি দেখিতেছি অবিদগ্ধ ; এই জন্তই লোকের সমক্ষে

সম্বন্ধের ব্যঞ্জকত্ব যথা—

“হে বালক, তুমি অশ্রুত্র চলিয়া যাও ; স্নাননিরতা আমাকে তুমি এখন এত ভীক্ষুদৃষ্টি দিয়া দেখিতেছ কেন ? ওহে, যাহারা স্ত্রীকে ভয় করে বাপীতট তাহাদের জন্ম নহে।” (জায়াভীকৃকাণাং)

প্রাকৃতে তদ্ধিত বিষয়ে ‘ক’ প্রত্যয়ের (জায়াভীকৃকাণাং) প্রয়োগ হইয়াছে এবং তাহার ব্যঞ্জকত্ব নিবেদিত হইতেছে। ‘ক’ প্রত্যয় অবজ্ঞার আতিশয্য বুঝাইতেছে। বৃত্তির ঔচিত্যের সহিত সমাস-সমূহের প্রয়োগে ব্যঞ্জকত্ব থাকে। নিপাতনের ব্যঞ্জকত্ব যথা—

“একদিকে সেই প্রিয়ার সঙ্গে আমার এই বিচ্ছেদ সমুপনত এবং তাহাই স্নঃসহ। তদুপরি নবমেঘের উদয়ের জন্ম আতপ্ততা দূরীভূত হইয়া যাওয়ায় দিনগুলি অনেকাংশে রম্য হইবে।”

এইরূপ প্রকাশ করিতেছ। শূন্যগৃহরূপ সঙ্কেতস্থান তো আছেই, সেইখানে আসিতে হইবে। “অশ্রুত্র ব্রজ বালক”—হে অবিদগ্ধবুদ্ধি বালক, স্নানরতা আমাকে কেন এত প্রকৃষ্টরূপে অবলোকন করিতেছ। ভো ইতি—ব্যঙ্গপূর্ণ আহ্বান। জায়াভীকৃদের সম্বন্ধে তটই থাকে না। জায়া হইতে যাহারা ভীকৃ তাহাদের সম্বন্ধে সেই স্থান অতিশয় দূরবর্তী। এই বর্ষ্যজ সম্বন্ধের দ্বারা গোপন প্রণয়িনীর ঈর্ষ্যাতিশয্য অভিযুক্ত হইয়াছে। কৃতকেন্দ্ৰি—‘ক’ প্রত্যয় তদ্ধিতের উপলক্ষণ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। ‘ক’ প্রত্যয় করা হইয়াছে (কৃতঃ) যে সকল কাব্যবাক্যে যথা জায়াভীকৃকাণাং। যে সকল অরসজ লোক ধর্মপত্নীদের প্রতি প্রেমপরায়ণ জগতে তাহাদের অপেক্ষা কুৎসিত আর কে হইতে পারে ? এইরূপে ‘ক’ প্রত্যয় অতিশয় অবজ্ঞার দ্যোতনা করিতেছে। সমাসানাং চৈতি। কেবল সমাসসমূহের বৃত্তির ঔচিত্যের সহিত প্রয়োগ করা হইলে ব্যঞ্জকত্ব প্রকাশিত হয়। ‘চ’-শব্দ ইতি। দুইটি ‘চ’-কার থাকিলেও জাতি বা সমুদায় বুঝাইতে একবচন। কাকতালীয় গায়ে ফোটকের উপরে বিস্ফোটের মত তাহার প্রস্থান ও বর্ধার অভ্যাগম একত্রে সমুপস্থিত। প্রাণ-হরণের পক্ষে ইহা যথেষ্ট—ইহাই দুইটি ‘চ’-শব্দের দ্বারা বলা হইতেছে। অতএব ‘রম্য’-পদের দ্বারা বিশেষভাবে উদ্দীপন-বিভাবতা প্রকাশিত হইয়াছে। ‘তু’-শব্দ ইতি। ‘তু’-শব্দ অমুতাপস্থচক হইয়া ইহা ধনিত করিতেছে

এখানে ‘চ’-শব্দ । অথবা যেমন—

“সে বারংবার অঙ্গুলীর দ্বারা অধরোষ্ঠ আচ্ছাদিত করিয়াছিল ; অর্দ্ধফুট নিষেধবাক্য উচ্চারণ করিবার সময় লজ্জাভিশয্যের জন্ত মুখ-মণ্ডল অগূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল এবং স্বক্কের উপর ফিরিয়া গিয়াছিল । এই সুনয়নার মুখমণ্ডল আমি কোনক্রমে তুলিয়া ধরিয়াছিলাম, চুখন তো করি নাই ।”

এখানে ‘তু’-শব্দ । নিপাতন সমূহের (বস্তু) ছোটকই প্রসিদ্ধ হইলেও এখানকার বাজকই রসেব প্রয়োজনানুসারে হইয়াছে—ইহা দ্রষ্টব্য । উপসর্গসমূহের ব্যঞ্জনকই যথা—

“কোথাও শুকপক্ষী কোটেবে অবস্থিত থাকিলে তাহাদেব মুখ হইতে যে উড়িধান অলিত হইয়াছে, তাহা গাছেব নোচে পড়িয়া আছে ; কোথাও প্রস্তরখণ্ডে ইন্দুদাকল চূর্ণ করায় প্রস্তরখণ্ডগুলি অতি স্নিগ্ধ হইয়াছে ।” বৃক্ষগুলি পলায়নপব না হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে রথেন শব্দ শুনিতেছে , জলাশয়েব পথগুলি বকুলের অগ্র হইতে নিঃশ্যন্দিত জলের পেথায় অক্ষিত হইয়াছে ।” ইত্যাদিতে ।

যে চুখনমা প্রাণভেব দ্বারা চারিতার্থতা সহিত । বৈয়াকরণদেব গৃহে নিপাতনেব বাবহাব তো উদ্যোতগিতই হইয়া থাকে । শব্দেব প্রথমে বা স্তব্ধভাবে হইাদের প্রয়োগ হয় না, ইহাদের দ্বারা দ্বিগতাদিসম্বন্ধের কথা শোনা যায় না, ইহাদের দ্বিগতাদি সংখ্যা নাই । এই সব লক্ষণের জন্ত ইহাবা ছোটক, ইহাবা বাচক হইতে পৃথক—ইহাটী ভাষার্থ । প্রসিদ্ধাঃ—প্রকষেব সহিত স্নিগ্ধ । প্রকটত। ছোটনা করিবা হৃদ্যদীকলেব সবসত্ত্ব বুঝাইয়া আশ্রমেব সবসত্ত্ব ধ্বনিত করিতেছে । কেহ কেহ যে বলিয়াছেন, “তাপসদেব দলবিশেষেব ক্রতি অভিনায়াভিগম্য ধ্বনিত হইতেছে ।” তাহা ঠিক নহে । অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে ৩ঃ ৮ দ্বার উক্তি, তাপসেব নহে । অধিক বলা নিত্যাযোজন । দ্বিগতাদিগতি—ইহা ‘গ’রিক উপসর্গের প্রয়োগ দ্বারা কবা না হয় তজ্জন্ত বলা হইতেছে । ‘মৃদাঙ্গ’—সমাক (সম্), উচ্চে (উৎ), ও বিশেষভাবে (বি) দেপা (দ্বিগত) ভগবান্ স্বযোব কৃপাভিশয্য প্রকাশ করিতেছে । “ছে ঈশ্বর, তুমি মানুষ্যের মত সমুপচারণ করিয়া বেড়াও, স্বয়ং গোপীপবও তোমাকে ভাল করিয়া জানেন না । নিজেব

একটি পদে দুইটি তিনটি করিয়া উপসর্গের একত্র প্রয়োগ করিলে তাহা রসের আত্মকূল্য করার জগুই নির্দোষ হয়। যেমন—

“অন্ধকারের উত্তরীয় বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় মনুষ্য ও জন্তুদিগকে আবরণহীন অবস্থায় সমুদীকরণ করিয়া” অথবা যেমন—“মনুষ্যবৃত্ত্যা সমুপাচরন্তম্” ইত্যাদিতে।

নিপাতন সম্পর্কেও ইহাই প্রযোজ্য। যেমন—“অহো বতাসি স্পৃহণীয়বীৰ্য্যঃ” (অহো, তোমার বীৰ্য্য স্পৃহণীয় বটে।) ইত্যাদিতে। অথবা যেমন—

“ঐগিজনউৎসাহ প্রাপ্ত হইলে যাহারা সুখে জীবন ধারণ করেন, যাহারা নিজের দেহে আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারেন না, যাহারা প্রীতিতে নৃত্য করেন, যাহাদের আনন্দাশ্রু নিঃসান্দিত হয় এবং পুলকের সঞ্চার হয়, অসাধুজনের পরিপোষণ করিয়া শঠস্বভাব দৈব তাঁহাদিগকেই বিনষ্ট করিলে কোথায় আশ্রয় লই ; হা ধিক ! কি ক্রেশ !” ইত্যাদিতে।

বুদ্ধির উপযুক্ত বস্তুর মানদণ্ডে যাহারা অজ্ঞান করে সেই বুদ্ধিহীন মানুষেরা নিজেদের তর্কের দ্বারা তোমাকে জানিতে চাহে।” সমুপাচরন্তম্—সম্যক্রূপে (সম্) নিজেকে উপাংশ (উপ) বা গোপন করিয়া, তুমি চতুর্দিকে (আ) চরণ করিয়া বেড়াও। ইহার দ্বারা সেই সেই রূপ আচরণকারী পরমেশ্বরের লোকান্তরহেচ্ছার আতিশয্য ধ্বনিত হইতেছে। তথৈবেতি। রসের ব্যঞ্জকত্ব থাকিলে দুই তিনটিরও প্রয়োগ দোষাবহ হয় না। অহো বত ইতি হা যিগিতি—ইহাদের দ্বারা যথাক্রমে স্নানাতিশয্য, নির্দোষাতিশয্য ধ্বনিত হইতেছে। প্রসঙ্গানুসারে পদের পুনরুক্তিও ব্যঞ্জক হইতে পারে ; তাই বলিতেছেন—পদপৌনরুক্ত্যমিতি। পদের উল্লেখের দ্বারা বুঝিতে হইবে যে যথাসম্ভব ইহা বাক্যাদিরও উপলক্ষণ। বিদস্তীতি। তাহারাই সকল বস্তু বিশেষ করিয়া জানেন—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। বাক্যের পুনরুক্তির দৃষ্টান্ত যেমন—(রত্নাবলীতে) “পশু দীপাদন্ত্যাদপি” (দেখ, অস্ত্র দীপ হইতেও) এই বাক্যের পর “কঃ সন্দেহঃ দীপাদন্ত্যাদপি” (কি সন্দেহ, অস্ত্র দীপ হইতেও) এই বাক্য থাকায় ইহাই ধ্বনিত হইতেছে যে ঈঙ্গিত বস্তু পাইতে বিশ্ব হইবে না। (অথবা বেক্সিংসংস্কৃত) “কিং কিম্ ? স্বপ্না ভবন্তি ময়ি জীবন্তি” (কি, কি ?

ব্যঙ্গকণ্ঠের প্রয়োজনানুসারেই পদের পুনরুক্তি করিলে তাহাও শোভা আনয়ন করে—

“প্রভারণায় যে খলজনের চিত্ত নিহিত, যে স্বার্থসাধনভৎপর সে যে বহু কপট চাটুবাঁকা বলে তাহা সাধুজনেরা যে জানেন না তাহা নহে, অবশ্যই জানেন। কিন্তু ইহার কপট প্রণয়কে নিষ্ফল করিতে পারেন না।” (নন বিদস্তি বিদস্তি)

কালের দ্বারা ব্যঙ্গকণ্ঠের উদাহরণ, যেমন—

“যে পথগুলি বজুর ও অবজুর এবং চতুর্দিকে মন্মথরগামী পথিকের সঞ্চরণস্থল তাহারা শীঘ্রই মনোরথের পক্ষেও দুর্লভ্য হইবে।”

এখানে “অচিরান্তবিশ্রুতি পন্থানঃ” এই ভবিষ্যন্তি-পদে কালবিশেষ-বাচক প্রত্যয় রসপরিপুষ্টির হেতু হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। এই গাথার অর্থ প্রবাসবিপ্রলঙ্ঘনকারের বিভাব্যের জন্ত পুনঃ পুনঃ চর্চণার যোগ্য হইয়া রসশালী হইয়াছে। এখানে যেমন প্রত্যয়-অংশ ব্যঙ্গক হইয়াছে তেমন কোন কোন জায়গায় শব্দের মূল (প্রকৃতি) অংশও ব্যঙ্গক হয়, যেমন—

“সেই গৃহের ভিত্তি ছিল জীর্ণ, এই মন্দির আকাশস্পর্শী; সেই গাভী ছিল জরাগ্রস্ত আর এখন মেঘসদৃশ হস্তীরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চরিয়া বেড়াইতেছে।

আমি জীবিত থাকিতে তাহারা স্বহৃৎ থাকিবে!)—ইহার দ্বারা ক্রোধাতিশয্য ধ্বনিত হইতেছে। (অথবা বিক্রমোৎকর্ষীতে) “সর্বকৃতিভূতাং নাথ, দৃষ্টা সর্বাকসুন্দরী” (হে সর্বপর্বতের নাথ, তুমি কি সর্বাকসুন্দরীকে দেখিয়াছ?) ইহার দ্বারা উন্মাদাতিশয্য ধ্বনিত হইতেছে। কালসোতি। কারক, কাল, সংখ্যা, আত্মনেপদ-পরস্মৈপদে কর্তার অভিপ্রেত ক্রিয়াকলাদি—তিঙ্কণ্যব্ধের দ্বারা এই চার প্রকারের অর্থ বোদ্ধব্য; সুস্বদৃষ্টিতে অধরব্যতিরেকের সাহায্যে বিচার করিলে যে কোন অংশের মধ্যে ব্যঙ্গকত্ব দেখা যাইতে পারে—ইহাই ভাবার্থ। রসপরিপোষেতি। যে বর্ষা আসিবে, বাহা এখনও কল্পনার বিষয় তাহাই কল্প আনয়ন করে। বর্তমানের কথা আর বলিয়া লাভ কি? অংশের মধ্যেও ব্যঙ্গকত্ব থাকিতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—বথাজ্জৈতি।

সেই টেকির শব্দ ছিল অতি ক্ষুদ্র, আর এখন নারীদের এই মধুর সঙ্গীত। কি আশ্চর্য্য, ব্রাহ্মণ কয়েক দিনের মধ্যেই এই সম্পদ লাভ করিয়াছেন।”

এই শ্লোকে ‘দিবসৈঃ’—এই পদে প্রকৃতি বা মূল অংশও ছোতক হইয়াছে। এই শ্লোকে সর্বনামসমূহের ব্যঞ্জকত্বের উদাহরণও পাওয়া যায়। এখানে সর্বনামগুলিই ব্যঞ্জক হইয়াছে ইহা মনে করিয়াই কবি ‘কোথায়’ (ক) ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। এই ভাবে সহৃদয় ব্যক্তির নিজেস্বই অশ্রু আরও ব্যঞ্জকবিশেষ কল্পনা করিয়া লইবেন। পদ, বাক্য ও রচনার ছোটকত্বের কথা বলাতেই এই সকল বিষয় বলা হইয়াছে ; তথাপি নানা প্রকারের ব্যুৎপত্তি জন্মাইবার জন্ত পুনরুক্তি করা হইল। বলা হইয়াছে যে রসাদি অর্থসামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয় ; তাই সুপ্ প্রভৃতির ব্যঞ্জকত্বের বিবরণ অপ্রাসঙ্গিকই হইয়া পড়ে—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। এখানে পদসমূহের ব্যঞ্জকত্বের কথা বলিবার অবসরে সুপ্ প্রভৃতির কথা উল্লিখিত হইল। অপিচ রসাদি অর্থবিশেষের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইলেও সেই অর্থবিশেষ ব্যঞ্জক শব্দের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে বলিয়া তাহাদের ব্যঞ্জকস্বরূপ যে বিভাগ করিয়া জানা যায় তাহা যুক্তিযুক্তই বটে।

‘দিবস’-শব্দের অর্থ এই বিষয়ের অত্যন্ত অসম্ভাব্যমানতা ধ্বনিত করিতেছে। সর্বনামাং চেতি। শব্দের মূল (প্রকৃতি) অংশেরও। ইহার দ্বারা এই বলা হইল যে প্রকৃতি বা মূল অংশের সঙ্গে মিলিত হইয়া সর্বনামকেও ব্যঞ্জক হইতে দেখা যায়। হুতরাং কোন পুনরুক্তি হইল না। গৃহের মধ্যে ঘৃষাদি সমস্ত অমঙ্গলের কারণ ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত আছে—ইহাই ‘তৎ’-পদ ‘নতভিত্তি’ প্রকৃতি অংশের সাহায্যে ধ্বনিত করিতেছে। কেবল ‘তৎ’ এই শব্দ বলিলে অতিশয় সমুৎকর্ষ হুতরাং দ্রাবনাও থাকিত। আবার কেবল ‘নতভিত্তি’-শব্দের দ্বারা অতিশয় হুতরাং সূচক বৈশিষ্ট্যগুলি বলা হয় না। “সা দেখু” ইত্যাদিতেও এই যুক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। এই সকল বিষয়ে তৎ-শব্দ আরকরূপে ছোটক হইয়া থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই জাতীয় ‘তৎ’-শব্দের সঙ্গে ‘ঘৎ’-শব্দের সম্বন্ধ নাই। অতএব এখানে ‘তদিদং’-শব্দাদির দ্বারা স্থিতি

কোন কোন শব্দবিশেষের চারুহ এবং অজ্ঞান স্থলের চারুহ যে ভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে সেই চারুহও তাহাদের ব্যঞ্জকত্বের দ্বারা পাওয়া যায়, ইহা বুঝিতে হইবে। যে ব্যঞ্জকের চারুহ এখন রচনাবিশেষে শীঘ্র প্রতিভাত হইতেছে না তাহা অল্প রচনায় এক সময় দেখা গিয়াছে। তাহাই অভ্যাসবশতঃ সেইখানেও প্রতিভাত হয়, যদিও ইহারা সেই সেই প্রসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই সকল ব্যঞ্জক প্রবাহপতিতের জ্ঞায় ; প্রাচীন পরিচয়ের স্রোতোবেগেই ব্যঞ্জকহ লাভ করে। ইহা অবধান করিতে হইবে। এইরূপ না হইলে একাধিক শব্দের বাচকত্ব একরকমের হইলেও চারুহ বিষয়ে তাহাদের পার্থক্য হয় কেন ? যদি বলা হয় শব্দের এই বৈশিষ্ট্য অল্প ব্যাপার ; ইহা সঙ্গদয়ের সংবেদ্য, তবে প্রশ্ন করিব, এই সঙ্গদয়হ বস্তুটি কি ? ইহা কি রসভাবের সঙ্গে সম্পর্ক-

ও অশুভবের বিষয়ের অত্যন্ত বিবোধিতা সূচিত হওয়ায় ইহার দ্বারা আশ্চর্য্য বিভাব্য লাভ হইয়াছে। ‘তদ্দিন’-শব্দাদির অভাবে সমস্তই অসঙ্গত হইত, সেইজগুই এই অংশকে রসের প্রাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। দুইটি এবং তিনটি—ইহারা পদের সমগ্রতার ব্যঞ্জক হইয়াছে ; দুইটিতে মিলিয়া ব্যঞ্জক অথবা তিনটিতে মিলিয়া ব্যঞ্জক—ইহাই উপলক্ষণ। সুতরাং লোষ্ট্রপ্রস্তারজ্ঞায়ে অনন্ত বৈচিত্র্য কথিত হইল। এই জগুই বলিবেন—অগ্নেহপি (অগ্নেহপি ব্যঞ্জকবিশেষঃ) ইতি। এই সকল কথা অতিশয় বিক্লিপ্ত হইয়া আছে বলিয়া শিষ্টোব বুদ্ধিগঠিক ধরিতে পারিবে না ; তাই সংক্ষেপে বলিতেছেন—এতচ্চেতি। বিস্তারিত করিয়া বলারও প্রয়োজন স্বরণ করাইয়া দিতেছেন—বৈচিত্র্যোপেতি। নথিতি। পূর্বে নির্ণীত হইলেও বাহাতে ভুলিয়া না যায় হুৎ-এ এবং অধিক অংশ বুঝাইবার জগু এই প্রশ্ন আক্লিপ্ত হইতেছে ; উক্ত-এ। শব্দের বাচকত্ব ধনিব্যবহারের উপযোগী নহে ; তাহা হইলে অবাচক শব্দের ব্যঞ্জকত্ব হইতে পারে না, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। রসাদির ব্যঞ্জকত্ববিষয়ে সঙ্গীত প্রভৃতির জ্ঞায় শব্দের ব্যাপার অতি অবশ্যই আছে, সেই ব্যাপার ব্যঞ্জনাঙ্গকই—ইহাই ভাবার্থ। ইহা আমরা প্রথম উদ্যোতে নির্ণীত করিয়া দিয়াছি। ইহা যে আমরা অপূর্ব কিছু বলিলাম তাহা নহে ; তাই বলিতেছেন—শব্দবিশেষাণাং চেতি। অজ্ঞেতি। ভাষকের বিবরণে।

হীন, শুধু কাব্যবিষয়ক সঙ্কেত বা নিয়ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না রস-ভাবময় কাব্যস্বরূপ জানিবার নৈপুণ্য ? যদি প্রথম পক্ষ অবলম্বন করা হয় তাহা হইলে তথাবিশ্ব সহৃদয় ব্যক্তির। যে শব্দবিশেষের বিধান দিবেন, তাহার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম থাকিবে না, যেহেতু অল্প সময়ে তাহারাই আবার ঐ ঐ শব্দের অন্তরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন। দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করিলে রসজ্ঞতাকেই সহৃদয়ত্বের লক্ষণ বলিয়া ধরিতে হইবে। তথাপি সহৃদয় ব্যক্তির। শব্দের বৈশিষ্ট্য অনুভব করেন ; রসাদি অর্থ বুঝাইবার সামর্থ্যই শব্দের নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্য। তাই তাহাদের চারুত্ব মুখ্যভাবে ব্যঞ্জকত্বকেই আশ্রয় করে। যখন তাহারা বাচকত্বকে আশ্রয় করে তখন অর্থ বুঝাইবার শক্তি অনুসারে তাহারা প্রসাদগুণরূপ বৈশিষ্ট্য লাভ করে। আর যেখানে অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক নাই সেইখানে অনু-প্রসাদিই তাহাদের বৈশিষ্ট্য।

বিভাগেনেতি। শব্দ (মাল্য), চন্দন প্রভৃতি শব্দ যে শৃঙ্গাররসে স্তম্ভর এবং বীভৎসরসে অস্থম্ভর—এই বিভাগ রসের দ্বারাই করা হইয়াছে। শব্দ রসের ব্যঞ্জক হয়—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যত্রাপীতি। প্রকৃত প্রয়োগের ক্ষেত্রে শব্দ, চন্দনাদি শব্দ শৃঙ্গারের ব্যঞ্জক না হইলেও পূর্বে বহুবার ইহাদের শৃঙ্গারব্যঞ্জকত্ব দেখা গিয়াছে বলিয়া ইহাদের সেইরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিবার শক্তি থাকে, যেমন কোন বস্ত্রে ফুল রাখিলে তাহা তুলিয়া লইলেও তাহার স্তম্ভ থাকে। সেইভাবে “তটী-তারং তাম্যতি” (তটী অতি দ্রুত বিনীর্ণ হইতেছে) এই বাক্যে ‘তট’-শব্দের পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের অনাদর করিয়া সহৃদয় ব্যক্তির। ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ করিয়াছেন। কারণ “স্ত্রী নামও মধুর।” অথবা আমার উপাখ্যায় বিষ্ণু-কবি সহৃদয় চক্রবর্তী ভট্টেন্দুরাজের নিম্নলিখিত শ্লোক উদাহৃত হইতে পারে—“সেই চন্দ্র যদি নীলপদ্মের ছাতিবিশিষ্ট নিজ-কলঙ্কচিহ্ন পরিত্যাগ না করে অথচ ভাগ্যবশতঃ তাহার সৌন্দর্য যদি জন-সাধারণের বিস্ময়ের কারণ হইতে পারে, তাহা হইলে স্তম্ভরীর কপোলতলের যে কোমল কান্তি তাহা কি না করিতে পারে ?” ‘ইন্দীবর’, ‘লক্ষ্ম’, ‘বিস্ময়’, ‘নাম’, ‘পরিণাম’, ‘কোমল’ প্রভৃতি শব্দের শৃঙ্গারের অভিব্যঙ্গনশক্তি অল্পত্র দেখা গিয়াছে বলিয়া এখানে তাহারা অতিশয় সৌন্দর্য আনয়ন করিতেছে।

এইভাবে রসাদির ব্যঙ্গকদের স্বরূপ বলিয়া তাহাদেরই প্রতিবন্ধক-
দের লক্ষণ বলিবার জন্য এই উপক্রম করা হইতেছে—

প্রবন্ধে অথবা মুক্তকেও যিনি রসাদির সন্নিবেশ করিতে
ইচ্ছা করেন সেই সুধী ব্যক্তি প্রতিবন্ধকসমূহের পরিহারে
যত্নবান হইবেন। ১৭ ॥

কাব্যপ্রবন্ধে অথবা মুক্তকেও রস এবং ভাবের সন্নিবেশ করিতে
যিনি আগ্রহীল সেই কবি প্রতিবন্ধকের পরিহার করিতে যত্ন নেন।
তাহা না হইলে তিনি একটি রসময় শ্লোক রচনাও সম্পন্ন করিতে
পারিবেন না। সেই সকল রসবিরোধী বস্তু আবার কি যাহা কবিকে
যত্নপূর্বক পরিহার করিতে হইবে? তাই বলা হইতেছে—

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, তাই বলিতেছেন—কোহন্তথেন্টি। ইহা
অসংবেগ এই কথা বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না, এই আশয় লইয়া বলিতেছেন—
সহদয়েতি। পুনরিত্তি। পুরুষের ইচ্ছারই বাধাধরা নিয়ম নাই; তদায়ত্ত
সঙ্কেত কেমন করিয়া নিয়ত হইবে? মুখ্যং চাক্ষুসমিতি। ‘বিশেষঃ’ পূর্বের
এই শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ। অর্থাপেক্ষায়ামিতি। বাচ্য অর্থের অপেক্ষায়।
অল্পপ্রাসাদিরেবেতি। অল্প শব্দের সহিত যে রচনা এই বৈশিষ্ট্য তাহার
অপেক্ষা রাখে। ‘আদি’-শব্দের দ্বারা সকল শব্দ-গুণ ও সকল শব্দালঙ্কারের
কথা বলা হইয়াছে। অতএব বিভাসভঙ্গীর দ্বারা, প্রসাদগুণের দ্বারা এবং
চাক্ষুসের দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া কাব্যে শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে—ইহা
তাৎপর্য। বর্ণ, পদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র প্রবন্ধ পর্যন্ত রসাদির যে
ব্যঙ্গক তাহার স্বরূপ অভিহিত করিয়া—এইরূপে যোজনা করিতে হইবে।
উপক্রম্যত ইতি। এই কারিকার দ্বারা বিরোধী বস্তুর লক্ষণ করার প্রয়োজন
বলা হইতেছে: ইহাদের পরিহার যে সম্ভব তাহা দেখানই এই প্রয়োজন।
“বিরোধিরসসম্বন্ধি” (৩১৮) ইত্যাদির দ্বারা এই লক্ষণকরণ সম্পাদন করিতে
হইবে ইহাই অর্থ। ১৫-১৭ ॥

আপত্তি হইতে পারে যে পূর্বে যে বলা হইয়াছে বিভাবানুভাবসঞ্চায়ো-
চিত্য চাক্ষুঃ (বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাবের দ্বারা সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত)—
ইত্যাদি (৩১০) তাহা হইতেই ব্যতিরেকের দ্বারা বর্তমান বক্তব্য বুঝা যাইতে

প্রস্তাবিত রসের বিরোধী রসের সম্পর্কিত বিভাবাদির গ্রহণ; অপ্রাসঙ্গিক অন্য বস্তু সম্পর্কিত হইলেও তাহার বিস্তারিত বর্ণন। ১৮ ॥

উপযুক্ত অবসর ব্যতিরেকে রসের বিচ্ছেদ এবং উপযুক্ত অবসর ব্যতিবেকে রসের প্রকাশ। যে রস' পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে বারংবার তাহারও প্রকাশন—এই সমস্ত কার্য্য এবং রুস্তির অনৌচিত্য রসের পরিপন্থী হয়। ১৯ ॥

অতঃ য়ে রস প্রস্তাবিত রসের পরিপন্থী তাহার সম্পর্কিত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের গ্রহণ রসের বিরোধের হেতু হইবে ইহা সম্ভব। সেইখানে বিরোধী রসের বিভাব গ্রহণ করিবার উদাহরণ যেমন, শাস্ত্ররসের স্থলে কোন কোন বস্তু তাহাব বিভাবরূপে নিরূপিত হইলে তাহার পবই শৃঙ্গারাদির বিভাবের বর্ণনায়।

পারে। এই আপত্তি ঠিক নহে, ব্যতিবেকের দ্বাবা বস্তুর অভাব সম্পর্কে প্রতীতি হইতে পারে, বিরুদ্ধ বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে নহে। সেই সকল বস্তুব অভাব ততটা দোষাবহ নহে, যতটা তদ্বিরুদ্ধ বস্তুর অস্তিত্ব। পথোব অভাব ততটা ব্যাধি আনয়ন কবে না, যতটা কুপথ্যের ব্যবস্থা। তাই বলিতেছেন—
 যত্নতঃ হতি। 'বিভাব' (৩১০) ইত্যাদি শ্লোকেব দ্বারা যাহা বলা হইয়াছে, 'বৈবেদী' ইত্যাদি অর্দ্ধশ্লোকেব দ্বাবা তাহাব বিরুদ্ধ বিষয়ের কথা বলিতেছেন।
 'ইতিবৃত্ত' (৩১১-১২) ইত্যাদি দুই শ্লোকের দ্বারা যাহা বলা হইয়াছে, 'বিস্তরেণ' ইত্যাদি অর্দ্ধশ্লোকেব দ্বারা তাহাব বিরুদ্ধ বিষয়ের কথা বলিয়াছেন।
 'উদীপন' (৩১৩) ইত্যাদি অর্দ্ধশ্লোকের দ্বারা যাহা বলা হইয়াছে 'অকাণ্ডে' ইত্যাদি অর্দ্ধশ্লোকের দ্বাবা তাহার বিরুদ্ধ বিষয়ের কথা বলিতেছেন। 'রসস্ত' (৩১৩) ইত্যাদি অর্দ্ধশ্লোকের দ্বারা যাহা বলা হইয়াছে 'পরিপোষ্য' এই অর্দ্ধশ্লোকের দ্বাবা তাহার বিরুদ্ধ বিষয়ের কথা বলিতেছেন। 'অলঙ্কৃতী-
 নাম্' (৩১৪) ইত্যাদি যে বলা হইয়াছে, 'বৃত্ত্যানৌচিত্যম্' দ্বারা তদ্বিরুদ্ধ বিষয়ের ও অপর একটি বিরুদ্ধ বিষয়ের কথা বলিতেছেন। ইহা ক্রমে বলিতেছেন—প্রস্তুত রসাপেক্ষয়া ইত্যাদির দ্বারা। হাস্যরস ও শৃঙ্গাররস, বীর রস ও অভূত রস, রোদ্র রস ও ক্রকণ রস, ভয়ানক রস ও বীভৎস

বিরোধী রস ও ভাবের গ্রহণের উদাহরণ, যেমন প্রিয়ের প্রতি প্রণয়কুপিতা কামিনীদিগকে বৈরাগ্যসূচক কথার দ্বারা অমুনয় করিলে। বিরোধী রসের অমুভাবের গ্রহণ, যেমন—প্রণয়কুপিতা নায়িকা অপ্রসন্ন হইলে কোপাবিষ্ট নায়কের রৌদ্ররসের অমুভাবের বর্ণনায়। রসভঙ্গের অপর একটি হেতু এই—প্রস্তাবিত রসের প্রয়োজনে অপর কোন বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা, যদিও সেই বস্তু প্রস্তাবিত রসের সঙ্গে কোনও প্রকারে সম্বন্ধ থাকে। যেমন, বিশ্রলম্বশৃঙ্গাররসে কোন নায়ককে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করা হইলে কবি যদি যমক প্রভৃতি অলঙ্কারের নির্মাণেব আনন্দে মত্ত হইয়া বিরাট প্রবন্ধের দ্বারা পর্বতাদির বর্ণনা করেন। উপযুক্ত অবসর ছাড়াই রসের বিচ্ছেদ এবং উপযুক্ত অবসর ছাড়াই রসের প্রকাশন—ইহা রসভঙ্গের অপর হেতু বলিয়া জানিতে হইবে। সেইখানে অবসর ব্যতিরেকে রসের বিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত যেমন—কোন নায়ক কোন নায়িকার সঙ্গে মিলন-স্পৃহা করিয়াছে, শৃঙ্গাররস পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, ইহাদেব পরস্পরের প্রতি অমুরাগও জানা হইয়াছে; তখন মিলনের চিন্তার উচিত ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া কবি যদি স্বতন্ত্রভাবে অগ্না বাপারের বর্ণনা করেন। অনবসরে রসের প্রকাশনের উদাহরণ, যেমন—যে যুদ্ধ কল্লপ্রলয়ের সৃষ্টি করিতে রস—ইহাদের বিভাবের মধ্যে বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়েই শান্ত রস ও শৃঙ্গার রসের উল্লেখ করা হইল, কাবণ অমুরাগ ও প্রণমন পরস্পরবিরুদ্ধ। বিরোধিরসভাবপরিগ্রহঃ—বিরোধী রসের যে ভাব অর্থাৎ ব্যাভিচারী ভাব তাহার গ্রহণ। বিবোধী রসের যে ভাব তাহার স্থায়ীরূপে উত্থানের প্রসঙ্গই নাই; সুতরাং স্থায়িভাবে গ্রহণ অসম্ভব। ব্যাভিচারী রূপে তাহার গ্রহণ হইতে পারে। সুতরাং ‘ভাব’-শব্দের সাধারণ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। বৈরাগ্যকথাভিঃ—‘বৈরাগ্য’-শব্দের দ্বারা শান্ত রসের স্থায়ী ভাব যে নির্বেদ তাহার কথা বলা হইয়াছে। যেমন—“হ্রস্ব হইয়া অবস্থান কর, আনন্দ প্রকাশ কর, ক্রোধ পরিত্যাগ কর।” এইরূপে শৃঙ্গার রসের উপক্রমণিকা করিষা, “হে মুন্সে, কালহরিণ একবার গত হইলে আর ফিরিতে পারে না।” এইভাবে অর্থান্তরভাস অলঙ্কার রচনা করিয়া কবি যদি শান্তরসের অবতারণা

পারে এইরূপ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে ; ইহাতে বিবিধ বীরের নাশ হইতেছে। এই যুদ্ধের নায়ক রাম দেব-সদৃশ ; ইহার হৃদয়ে বিশ্রলম্ভশৃঙ্গাররসোচিত ভাব সঞ্চারিত না হইলেও উপযুক্ত কারণ ছাড়াই যদি শৃঙ্গাররসসম্বন্ধীয় কথার অবতারণা করা হয়। এবং বিধ বিষয়ে দৈবকৃত কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ঘটাইয়া প্রতিনায়কের পরিহার করা সঙ্গত নহে, কারণ কবি প্রধানভাবে রসসৃষ্টিতেই প্রবৃত্ত হইবেন— ইহাই যুক্তি সঙ্গত। “আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবাঞ্ছনঃ” (আলোকার্থী যেমন আলোকলাভের উপায় হিসাবে দীপশিখায় যত্নবান্ হয়েন) ইত্যাদির (১৯) দ্বারা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ইতিবৃত্তবর্ণনা রসসৃষ্টির উপায়মাত্র। অঙ্গাঙ্গিভাবের বোধশৃঙ্খল হইয়া রস ও ভাব প্রকাশ করিতে গেলে এবং শুধু ইতিবৃত্তকে প্রাধান্য দিলে এবং বিধ দোষ হইবে। সুতরাং রসাদিরূপ ব্যঙ্গ্যের তাৎপর্য্যেই তাঁহাদের লক্ষ্য রাখা সঙ্গত। এই জগ্গাই আমরা এই প্রযত্ন

করেন তবে নির্দেহের অহুপ্রবেশ মাত্র হইলে রতি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বিষয়ের তত্ত্ব যে জানিয়াছে সে কেমন করিয়া বনিতার প্রেমকে জীবনের সর্ব্বমুখ মনে করিবে ? শুক্তিকা ও রজতের তত্ত্ব যে জানিয়াছে মোহাচ্ছন্ন না হইলে সে কেমন করিয়া শুক্তিকাকে গ্রহণযোগ্য মনে করিবে ? কথাভিরিতি—বহুবচনের দ্বারা ধৃতি, মতি প্রভৃতি শাস্ত্র রসের ব্যভিচারী ভাব সংগৃহীত হইয়াছে। প্রশ্ন হইবে, যে উন্নত নহে সে কেন অস্ত্র বস্ত্র বর্ণনা করিবে ? বিস্তারিত বর্ণনার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম ; তাই বলিতেছেন—কথঞ্চিদদ্বিতস্তেতি। ব্যাপারান্তরেতি। যেমন বৎসরাজচরিতে চতুর্থ অঙ্কে রত্নাবলীর নাম গ্রহণ না করিয়াই বিজয়বন্দ্যার বৃত্তান্ত বর্ণনায়। অপি তাবদिति—এই ছুই শব্দের দ্বারা দুর্ঘোষনাদির সেইরূপ (শূঙ্গারাদির) বর্ণনা অগ্রাহ্য বলিয়া দূরীকৃত হইল ; এখানে বেগী-সংহার নাটকের সমগ্র দ্বিতীয় অঙ্কই উদাহরণরূপে ধ্বনিত হইতেছে। অতএব বলিবেন—‘দৈবব্যমোহিতত্বম্’ ইতি। পূর্বে কিন্তু সন্ধ্যাঙ্ক বুঝাইতে প্রত্যাধারণ হিসাবে ইহার কথা বলা হইয়াছে। কথাপুরুষস্তেতি। প্রতি-নায়কের। অতএব চেতি। যেহেতু রসসৃষ্টিই কবির মুখ্য ব্যাপার সেইজন্য

আরম্ভ করিয়াছি, শুধু ধ্বনি প্রতিপাদনে অভিনিবেশ ইহার কারণ নহে। রসভঙ্গের অপর একটি হেতুতেও মনোনিবেশ করিতে হইবে—যে রস পরিপুষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহারও বারংবার প্রকাশন। যে রস উপভুক্ত হইয়া নিজের সামগ্রীর দ্বারা পরিপুষ্ট লাভ করিয়াছে তাহা যদি পুনঃ-পুনঃ বর্ণিত হয় তাহা হইলে তাহাকে পরিম্লান ফুলের মত মনে হইবে। তারপর, বৃত্তির ব্যবহারে যে আনোচিত্য তাহাও রসভঙ্গের হেতুই। যেমন কোন নায়িকা যদি সমুচিত ভঙ্গী ব্যতিরেকেই নিজে নায়ককে নিজের সম্ভোগের অভিলাষ বলে। অথবা ভারতের নাট্যাশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ কৈশিকী প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি আছে আর উপনাগরিকা প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি অণু কাব্যালঙ্কারে প্রসিদ্ধি পাইয়াছে তাহাদের যে অনোচিত্য বা অনুপযোগী বিষয়ে প্রয়োগ তাহাও রসভঙ্গের হেতু। এইভাবে রসের এই সকল প্রতিবন্ধক এবং কবিগণ এইরূপে অণু যে সকল প্রতিবন্ধক নিজে কল্পনা করিবেন তাহাদের পরিহারবিষয়ে সংকবিরা অবহিত হইবেন।

ইতিবৃত্তমাত্রকে প্রাধান্য দিলে এবং রসভাবের নিবন্ধন ব্যাপারে অন্ধাঙ্গি-ভাবশূন্য হইলে অর্থাৎ গোণমুখ্যের বিচার না করিলে সেই সকল রচনা দোষাবহ হইবে। ন ধ্বনি প্রতিপাদন-নামমিতি। ব্যঙ্গ্য অর্থ থাকুক আর নাই থাকুক তাহাতে মনোযোগ দিয়া কি হইবে? তাহা কাকের দস্তুর পরীক্ষার মতই বাথ হইবে—ইহাই ভাবার্থ। বৃত্ত্যানোচিত্যমেব চেতি—ইহা বহুভাবে বুঝাইতেছেন। তদপি—ইহার দ্বারা কারিকামধ্যস্থ ‘চ’-শব্দের ব্যাখ্যা দিতেছেন। রসভঙ্গহেতুরেব—ইহার দ্বারা বলা হইয়াছে যে কারিকাস্থ ‘এব’-কারকে ক্রমভঙ্গ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। রসস্ত বিরোধায় এব—এইরূপে অম্বয় করিতে হইবে। ধীরোদাত্তাদি শ্রেণীর নায়ককে সর্বথা বীররসানুযায়ী হইতে হইবে; স্তরাস্ত এই শ্রেণীর নায়কের চরিত্রে কাতর-পুরুষোচিত অধৈর্যের ঘোষণা করা দোষাবহ হইবে। তেবামিতি—রসাদির। তৈরিতি—সুখবিদের দ্বারা। সোহপশব্দ ইতি—অপযশ। আপত্তি হইতে পারে যে রতিদেবীর বিলাসস্থলে (রতিবিলাস—কুমারসম্ভবকাব্যে চতুর্থ সর্গ) কল্পরস পরিপুষ্ট হইয়া গেলেও কালিদাস পুনঃপুনঃ তাহার প্রকাশ করিয়াছেন;

এই বিষয়ে এই সংগ্রহ শ্লোক দেওয়া যাইতেছে :—

“বসাদি শ্লোকবিদেব ব্যাপাবেব মুখ্য বিষয়। শ্লোকবিরা এই বসাদি বস্তুবিশেষার্থে সৰ্বদা সাবধান হইয়া ত্রুতী হইবেন যাহাতে তাহাবা ভ্রমে পতিত না হইবেন। যে কাব্যপ্রবন্ধ রসহীন তাহা মহাকবির অপযশেব কাবণ। তাহাব জন্ত তিনি অকবিই হইয়া পড়িবেন ; এবং এইরূপ কাব্য রচনা করিলে অপর কেহ তাহাব নাম স্মরণ করিবে না। প্রাচীন কবিরা বিশৃঙ্খলবাক্য হইয়াও কীৰ্ত্তি অর্জন করিয়াছেন। অতএব সেই নজিবে মনুষী ব্যক্তি এই নীতি ত্যাগ করিবেন না। বায়ান, বাস প্রমুখ্যেব সৰ্ব্ব প্রখ্যাত কবীশ্বেব আছেন, আমাদের দ্বারা দার্শনিক শাস্ত্র তাহাদেব অভিপ্রায় বহির্ভূত নহে।” ইতি।

বিবক্ষিত বা প্রজ্ঞাবিত রস প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে পর বিরোধী রসসমূহ তাহার বশীভূত বা অঙ্গভূত হইলে তাহাদেব বর্ণনা দোষাবহ হইবে না। ২০ ॥

কিন্তু বিবক্ষিত রস সমামগ্রাব দ্বারা পবিপুষ্টি লাভ করিলে বিরোধীরা অর্থাৎ বিরোধী রসেব অঙ্গসমূহ যদি উক্তাব বশবর্তী হয় অথবা উক্তাব অঙ্গ হয় তাহা হইলে তাহাদেব বর্ণনায় কোন দোষ হয় না। বাধ্যতাব বা বশবর্তিতাব লক্ষণ এই যে বিবক্ষিত রস ইহাদিগকে অভিভূত করিতে পারে, তাহা না হইলে হয় না। সেইভাবে তাহাদেব বর্ণনা করিলে তাহাবা প্রজ্ঞাবিত রসেব পবিপুষ্টিসাধনই কনে।

তাহা হইলে বসাবলম্বকবিষয়েব পবিহাবে এই আগ্রহ কেন? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—পূর্বে হইত। বিশিষ্টাদি দ্বারা যদি একটু শাবটু স্মৃতি-শাস্ত্রেব লক্ষ্যন করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমবাও সেই শাস্ত্রমার্গ পাবত্যাগ করিব এইরূপ করিলে চলবে না। উৎকৃষ্ট চরিত্রসম্পন্নব্যক্তিদেব নিয়মভঙ্গেব হেতু দৃষ্ট্য ববা যায় না। ইতি শব্দেব দ্বারা সংগ্রহ শ্লোকেব সমাপ্তি বুঝাইতেছেন। ১৮, ১৯ ॥

এইরূপে সাধাবণভাবে বিরোধী বস্তুব পবিভ্যাগ কবাব কথা বলা হইয়া গেলে, বিরোধী গোথানে বহিত হইয়া যায় এইরূপ কতকগুলি

তাহারা যদি প্রস্তাবিত রসের অঙ্গত্ব লাভ করে তাহা হইলে তাহাদের বিবোধিতাই থাকে না। বিরোধী বস দুইভাবে অঙ্গত্ব লাভ কবিতে পারে—স্বাভাবিকভাবে অথবা সমাবেশিত হইয়া। তন্মধ্যে যাহা স্বাভাবিক তাহাব কথা বলা হইলেই আব বিবোধ থাকে না, যেমন বিপ্রলম্বশৃঙ্গাববসে ব্যাধি প্রভৃতি অঙ্গসমূহেব। যাহাবা তাহাদেব অঙ্গ হয় তাহাদেব কথা বলিলেই দোষ হয় না; যাহারা অঙ্গ হয় না তাহাদেব সম্পর্কে এই নিয়ম খাটে না। মবণেব সন্নিবেশ যদি বিপ্রলম্বশৃঙ্গাবেব অঙ্গও হয় তবুও তাহা কবা উচিত হইবে না। বসেব বসেব সাতা আশ্রয় তাহাব বিয়োগ হইলে বসেবও না। ১^১ নানাশব্দেব, যদি বলা হয় যে সেই সকল বিষয়ে বসেবসেব না পা শুদ্ধ হয় তাহা হইলে উক্তেব বলিব যে এই যুক্তি ঠিক নহে, কারণ বসেবসেব এই ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বস নহে এবং ইহাব দ্বাবা প্রস্তাবিত ১১ বিপ্রলম্বশৃঙ্গাববসেব ধ্বংস হইবে। যেখানে করুণবসই কাব্যেব বিবোধও অর্থ, সেখানে মবণেব সন্নিবেশে কোন বিবোধ নাই। শৃঙ্গাব বসে মবণেব পব দীর্ঘকাল যাহতে না যাহতেই যদি মূর্তেব প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয় তাহা হইলে মবণেব অবতারণায় অতিশয় বিবোধিতা হইবে না। ২^১ মূর্ত্যেব পব দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয় তাহা হইলে কাব্যেব মধ্যস্থলে বসপ্রবাহেব বিচ্ছেদ হয়; সেই

নির্দিষ্ট ব্যতিক্রমস্থলেব কথা বলিতেছেন—বিবসি ৩ হৃতি। বাব্যানা^১ নতি। বাধ্যত্ব বা অঙ্গত্ব বুঝাইবাব অঙ্গ। অচ্ছলা—নির্দোষ। বাধ্যত্ববসেব আতপ্রায় বাধ্য কবিতেছেন—বাধ্যত্ব^২ হৃতি। উভয়প্রকাে অঙ্গত্বই বিষয়ক অভিপ্রায় বুঝাইতেছেন, তন্মধ্যে প্রথম স্বাভাবিক অঙ্গত্বই নিরূপণ কবিতেছেন। বিপ্রলম্বশৃঙ্গাববসে পবস্পেবেব প্রতি অপেক্ষাব ভাব থাকে বলিয়া যাহাবা অঙ্গভাবে থাকে তাহাদেব। সেই ব্যাধি প্রভৃতি করুণ বসে ঘটনাই থাকে এবং তাহাবাই ঘটনা থাকে। শৃঙ্গাব বসে তাহাবা ঘটনা থাকেই, কিন্তু শৃঙ্গাবে তাহাবাই ঘটবে এমন নহে। অতদঙ্গানামি ৩। যেমন আলস্য, উগ্রতা ও জুগুপ্সা প্রভৃতি। তদঙ্গত্বে চতি। যেহেতু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শৃঙ্গাবে সবই ব্যভিচারী হইতে পারে।

জ্ঞা যে কবি রসের সন্নিবেশকেই প্রাধান্য দেন তিনি এবং বিধ ইতিবৃত্ত রচনাকে পরিহার করিবেন।

বিবক্ষিত রস প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, বিরোধী রসাদ্বয় যদি তাহার বশীভূত হয় তাহা হইলে দোষাবহ হয় না। ইহার উদাহরণ যেমন—

‘অহো কোথায় এই কুকার্য্য আর কোথায় বা চল্লবংশ ! তাহাকে যদি আর একবার দেখা যাইত ! তাহা হইলে বুঝা যাইত যে আমার শাস্ত্রজ্ঞানজনিত পুণ্য আছে যদ্বারা দোষের প্রশমন হয়। তিনি যখন কোপাবিষ্ট তখনও তাঁহার মুখ রমণীয়। নিষ্পাপ ধীমান্ ব্যক্তির কি বলিবেন ? কিন্তু স্বপ্নেও তিনি দুর্লভ হইয়াছেন। হে চিন্ত, তুমি সুস্থ হও। সেই ধন্য যুবক কে, যে তাঁহার অধর সুধা পান করিবে ?’

নায়ক ও নায়িকা মনে করে একে অপরের প্রাণসর্ব্বস্ব ; সেইজন্ত রতি উভয়ের মধ্যে অধিষ্ঠান করে। স্ত্রী ও পুরুষ—রতির এই যে দুই আশ্রয় ইহাদেব একের অভাব হইলে রতিরই উচ্ছেদ হইবে। প্রস্তুতশ্রুতি। বিপ্রলভশৃঙ্গারের। কাব্যার্থত্বমিতি। আপত্তি হইতে পারে, সকল ভাবই শৃঙ্গারের ব্যাভিচারী হইতে পারে ; তাহা তো এইভাবে অগ্রমাণিত হইয়া গেল। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—শৃঙ্গারো বেতি। যেখানে মরণ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না সেইখানে প্রতীতি মরণে বিশ্রাস্তি লাভ কবিতাই পাবে না, তাই ইহা ব্যাভিচারী হয়। কদাচিৎদতি। যদি তাদৃশী ভঙ্গী ঘটাইবার জন্ত স্নকবি কৌশল প্রদর্শন করিতে পারেন। যেমন—“জাহ্নবী ও সরযুর সঙ্গমস্থলে দেহ-রক্ষা করিয়া তিনি সগ অমরবৃন্দের মধ্যে পরিগণিত হইলেন। তৎপরে তিনি নন্দনকাননের অভ্যন্তরে লীলাগারে পূর্বাপেক্ষা অধিক চতুরা কান্তার সহিত মিলিত হইয়া রমণ করিলেন।” এখানে মরণ রতির অঙ্গ ইহা স্মৃতি হইয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং স্নকবি এমন ভাবে মরণের বর্ণনা করিবেন যে প্রতীতি এখানেই বিশ্রাস্তি লাভ কবিতাে না পারে। যদি মরণেই প্রতীতি বিশ্রাস্তি লাভ করে তাহা হইলে অতি অল্পকাল পরে প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হইলেও সর্ব্বথা শোকেরই উদয় হইবে ; কেহ কেহ বলেন, সদ্ধন্য সামাজিকদের ঘটনার সহিত নিকট সম্পর্ক থাকে না বলিয়া মৃত্যু যদি চিরস্থায়ী না হয়

অথবা যেমন মহাশ্বেতার প্রতি পুণ্ডরীকের অতিশয় অমুরাগ জন্মিলে দ্বিতীয় মুনিকুমারের উপদেশ বর্ণনায়। রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবে প্রস্তাবিত রসের অঙ্গ হ লাভ করিলে যে দোষহানি হয় তাহার উদাহরণ, যেমন—“জলদভুজগজাত বিষ (জল) বিরহিণী নারীতে শিরোবর্ণন, বিষয়ে অনভিলাষ, মানসিক ঔদাস্য, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য, মুচ্ছা, অন্ধতা, শরীরপীড়া ও মুমূর্ষুতা আনয়ন করে।” ইত্যাদিতে। অঙ্গহলাভ যদি স্বাভাবিক না হইয়া সমারোপিত হয়, তাহা হইলেও তাহাতে যে বিরোধ হয় না তাহার উদাহরণ, যেমন—‘পাণ্ডুক্ষামন্’ ইত্যাদিতে। অথবা যেমন “কোপাংকোমল লোলবাহুল্যতিকাপাশেন” ইত্যাদিতে। অঙ্গভাবপ্রাপ্তির এই আর এক প্রকার—যদি এক প্রধান বাক্যার্থ প্রস্তাবিত হয় বলিয়া তাহার মধ্যে ছুই পরস্পরবিরোধী রস বা ভাব তাহার অঙ্গভূত হয় তাহা হইলেও কোন দোষ হয় না। যেমন “ক্ষিপ্তো হস্তাবলয়ঃ” ইত্যাদিতে কথিত হইয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন সেইখানে বিরোধ হয় না, তৎক্ষণে বলা

তাহা হইলেই ইহা তাহাদের নিকট রসের অঙ্গ বলিয়া প্রতীত হয়। উত্তবে বলিব—হায়, হায়, যোগক্ষরামণ নীতিমাণ শুনিয়া যাহাদের মন সংস্কৃত হইয়াছে তাহাদের বুদ্ধিতে বাসবদত্তার মরণের উদয়ই না হওয়ায় করুণরসের লেশমাত্র সংস্কার হইবে না। বহু অবাস্তব কথা বলিয়া লাভ কি? সুতরাং এখানে দীর্ঘকালতা থাকিলে তাহাতেই প্রতীতি বিশ্রাস্তি লাভ করিবে—ইহাচ মন্তব্য। এইভাবে নৈসর্গিক অঙ্গতা ব্যাখ্যাত হইল। অঙ্গতা সমারোপিত হইলে তাহার বিপরীত অর্থ লাভ হয় বলিয়া নিজে তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই। এইভাবে তিনটি প্রকারের ব্যাখ্যা দেওয়ার পর যথাক্রমে উদাহরণ দিতেছেন—তত্র ইত্যাদির দ্বারা। কাকার্যামিতি। বিতর্ক ঔৎসুক্যের দ্বারা, মতি স্থতির দ্বারা, শঙ্কা দৈন্তের দ্বারা, ধৃতি চিন্তার দ্বারা বাধিত হইয়াছে। ইহা দ্বিতীয় উদ্যোতের আরম্ভে আমরা বলিয়াছি। দ্বিতীয়েতি। বিপক্ষীভূত বৈরাগ্যেব বিভাবাদির কথা অবধারণসহকায়ে বলা হইলেও অন্তরাগের বিচ্ছেদ না হইতে পারায় তাহার দৃঢ়তাই কথিত হইয়া পড়িয়াছে—ইহাচ ভাবার্থ। সমারোপিতার্যামিতি। অঙ্গভাবস্থ প্রাপ্ত হইলে—ইহা শেষে ধরিয়া

যাইতে পারে। তাহা বা ছুইটিই অপবের অধীন বলিয়াই বিরোধ হয় না। আবার যদি বলা হয় কেমন কবিয়া অপম্বেব অধীনতার জন্তই বিরোধী ছুইটি রস বা ভাবের বিরোধের নিরসন হয়, তাহা হইলে উক্তর দেওয়া যাইতে পারে—মূল বিধিতে বিরোধীদেব সমাবেশ হইলে দোষাবহ হয়। পার বিধিব অঙ্গ যে অল্পবাদ বা সমর্থন তাহার মধ্যে বিরোধীদেব সমাবেশে দোষ হয় না। যেমন—

“এস, যাও ; নীচে পতিত হও, উপবে উঠ ; কথা বল, চুপ করিয়া থাক—এইভাবে ধনী ব্যক্তির প্রাণীদিগকে লইয়া ক্রীড়া কবে।” ইত্যাদিতে।

এই শ্লোকে যেমন কাজের যে নির্দেশ ও প্রতিবেদ দেওয়া হয় তাহা অপর বস্তুর অঙ্গহিসাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া দোষের হয় না সেইরূপ এই প্রসঙ্গেও। এই শ্লোকে (ক্ষিপ্তঃ ইত্যাদিতে) ঈর্ষ্যাবিপ্রলম্বশৃঙ্গারবিষয়ক ও করুণবিষয়ক বস্তু—কোনটিই মূল বস্তুব্য (বিধি) নহে। ত্রিপুরারি মহাদেবের প্রভাবাতিশয্যের বর্ণনাই বাক্যের

লইতে হইবে।” হে সখী, তোমার মুখ মলিন ও ক্ষীণ, হৃদয় রসে পরিপূর্ণ, শবীর মান্দ্যবিশিষ্ট—এইসব লক্ষণ হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ ক্ষয়রোগের পরিচায়ক।” এখানে করুণরসোচিত ব্যাধি শ্লেষভঙ্গীর সহিত স্থাপিত হইয়াছে। কোপাদিতি বধেতি হ্যাত ইতি—কৌদরাসব এই সকল অল্পভাব রূপকবলে আবোপিত হইয়া শৃঙ্গারের অঙ্গ লাভ করিয়াছে, কারণ রূপকঅলঙ্কার সম্পূর্ণরূপে নির্বাহিত হয় নাই। “নাতিনির্ব্বাহণেবিতা”—এই কাবিকান্ধ

২।১৮) বুঝাইবাব অবসরে ইহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। অস্তেতি। ইহা চতুর্থ প্রকাব—ইহাই অর্থ। বিবোধী বসের অঙ্গ অল্প প্রস্তাবিত রসের অঙ্গ ৩।৬ কাব ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এখন দেখান হইল ছুই বিরোধী রস বা ভাব অল্প বস্তুব অঙ্গ হয়। ক্ষিপ্ত ইতি “প্রধানেন্দ্ৰিয় বাক্যার্থে”—এই কাবিকাব (২।৫) প্রসঙ্গে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আপত্তি হইতে পারে অল্পেব অঙ্গ হইলেও কোন পদার্থেব স্বভাবেব বিনাশ হয় না এবং বিরোধ এই স্বভাব হইতেই উদ্ভূত। এই অভিপ্রায়ে প্রসঙ্গ করিতেছেন—অল্পপরত্ব-পীতি। বিবোধিনোবিতি। তাহাদের বিরোধী স্বভাবের। হেতু বুঝাইতে

মূল অর্থ এবং এই দুই বস্তু তাহার অঙ্গহিসাবেই অবস্থিত হইয়াছে।
বিধি (মূল নির্দেশ) এবং অনুবাদ (সমর্থন)—এইরূপ ব্যবহার যে
রসসমূহের প্রযোজ্য নহে তাহা বলা যায় না, কারণ রসসমূহ বাক্যের
অর্থ হইতে পারে ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। বাক্যার্থ ও
বাক্যার্থ—ইহাদের সম্পর্কে মূল বিধি ও অনুবাদের (সমর্থনের) অস্তিত্ব
স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। রসসমূহ তাহাদের দ্বারাই আক্ষিপ্ত হয় ;
তাই রসসমূহ সম্পর্কে বিধি ও অনুবাদের অস্তিত্ব কে বাধা দিতে
পারে ? যে বাক্যার্থ বা বাক্যার্থের দ্বারা রসাদি সাক্ষাৎভাবে কাব্যের
বিষয়ীভূত হয় না বলিয়া স্বীকার করা হয় সেই সকল বাক্যার্থ ও
বাক্যার্থ রসসমূহের নিমিত্ত হইতে পারে ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে।
এইরূপে বিরোধী রসের সমাবেশ হইলেও এখানে কোন বিরোধ নাই।
যেহেতু মূল বিধি ও তাহার সমর্থনমূলক যে সকল বিভাবাদি এখানে
অঙ্গ হইয়া আছে তাহাদের জন্তই বিশ্রলম্ব ও বন্ধন—এই দুই রসবস্তুর
স্থিতি হইয়াছে এবং তাহাদের সহকারিতায় মূল বিধি অংশ হইতে ভাব-

‘বিরোধিনোঃ’ ‘তৎস্বভাবয়োঃ’র বিশেষণ। উচ্যত ইতি। ভাবার্থ এই :—
ভাবের বিরোধিতা ও অবিরোধিতা কেমন যে স্বাভাবিক তাহা নহে। কোন
সামগ্রীতে পতিত হয় তাহার উপরে ইহা নির্ভর করে। শীত ও উষ্ণ স্পর্শও
সামগ্রীবিশেষে পড়িলে অবিরোধী হইতে পারে। বিধাবিতি। যেমন তাহাই
কর, করিওনা। ‘বিধি’-শব্দের দ্বারা এক সময়ে একটি কণ্ঠের প্রাধান্ত
কথিত হইয়াছে। “অতিরাত্রৈ ঘাগে ষোড়শী নামক সোমপাত্র গ্রহণ করে,
গ্রহণ করে না।”—মীমাংসক পণ্ডিতগণ বলেন যে যেখানে এইরূপ পরস্পর-
বিরোধী বিধি থাকে ; সেইখানে বিকল্প বুঝিতে হইবে ; সেইখানে যে
কোন একটিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অনুবাদ ইতি। অর্থাৎ অস্ত্রের
অঙ্গতা হইলে। এখানে ধনিঙ্গনের ক্রীড়ার অঙ্গরূপে বিরুদ্ধ অর্থের
প্রয়োগ হইয়াছে। বাজার নিকটে দুইজন আততায়ী (শাস্ত্যভাবেও)
ধাকিতে পারে, তেমনি অস্ত্রের উপরে অপেক্ষাকারী দুইটি বিরুদ্ধভাবও
ব্যবস্থাপিত হইতে পারে। তাহারা শ্লোকোক্ত যথানির্দিষ্ট উপায়ে নিজ নিজ
বিষয়ের প্রতীতি জন্মাইলেও বিশ্রাম লাভ করিতে পারে না ; পরস্পরের

বিশেষের প্রভীতি উৎপন্ন হইতেছে। সেইজন্যই কোন বিরোধ নাই। পরস্পরবিরোধী দুই কারণের সহকারিতায় কার্য্যবিশেষের উৎপত্তি হয় ইহা দেখাই যায়। একই কারণ একই সঙ্গে দুই বিরুদ্ধ ফলোৎপাদনের হেতু হইলে তাহাতে বিরুদ্ধতা দোষ হয়; কিন্তু পরস্পর-বিরোধী দুই কারণের সহকারিতায় কোন বিরোধ নাই। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে এবংবিধ বিরুদ্ধ বিষয় কেমন করিয়া অভিনয় করা যাইবে, তাহা হইলে বলিব যে বাচ্য অর্থে এইরূপ বিধি ও সমর্থনমূলক ব্যাপার থাকিলে যাহা করা হয় এইখানেও তাহাই কর্তব্য। এইভাবে এই বিষয়ে মূল বিধি ও তাহার সমর্থন-সম্পর্কিত নীতি প্রয়োগ করিয়া বিরোধের পরিহার করা হইল। অপিচ কোন নায়কের উদয় অভিনন্দনের বিষয় হইলে তাহার প্রভাবাতিশয্যের বর্ণনায় যদি তাহার বিপক্ষদলের সম্পর্কে করুণরসের অবতারণা করা হয় তাহা হইলে বিবেচনাশীল সঙ্গদয় ব্যক্তিদের হৃদয়ে কোন অশান্তির সৃষ্টি হয় না; বরং তজ্জন্য প্রীতির আতিশয্যই প্রতিপন্ন হয়।

বিনাশমূলক চিন্তারই কোন কথা নাই যাহাতে বিরোধের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে। কেবল অরুণাধিকরণ জ্বায়ে বাক্যের দ্বারা যে সম্বন্ধ পরে প্রতিপাদিত হয় তাহা “এহি, গচ্ছ” প্রভৃতির সম্পর্ক হইতে পারে না। আপত্তি হইতে পারে, “প্রধানভাবে যাহা বাচ্য তাহা বিধি। যাহা বাচ্যে অপ্রধানভাবে বলা হয় তাহা অল্পবাদ হয়। তুমি তো রসের বাচ্যতাই সঙ্গ করিতে পার না।” এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—ন চেতি। প্রধান ও অপ্রধান ভাবে আশ্রয় করিয়া বিধি ও সমর্থনের পার্থক্য করা হয়; তাহার বাচ্যতাব মধ্যেও থাকিবে—ইহাই ভাবার্থ। যে রস মুখ্যভাবে কাব্যের বাক্যার্থ তাহা বিধি। সূত্রাং যেখানে সেই অর্থ অমুখ্যভাবে থাকে তাহা অল্পবাদ বা সমর্থন; সেইখানে রস অল্পবাদের বিষয় বা সমর্থক এইরূপ বলা যুক্তিযুক্তই। অথবা বলা যায় যে, যে সকল বিভাবাদি সমর্থন বা অল্পবাদের বিষয় হয় তাহাদের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয় বলিয়া রসও অল্পবাদের বিষয়; তাই বলিতেছেন—বাক্যার্থশ্চেতি। যদি অল্পবাদেব বিষয়ীভূত হওয়ার জন্য বিরুদ্ধরসের সমাবেশ নাই বা হয় তবুও সহকারীভাবে হইবে। সূত্রাং বিরোধী রসের

এই কারণে বিরোধের উৎপাদক করুণরসের শক্তি ক্ষীণ হইয়া যায় বলিয়া কোন দোষ হয়না। সুতরাং যে রস বা ভাব বাক্যের মূল অর্থের বিরোধী তাহা রসবিরোধী ইহা বলা সঙ্গত ; কিন্তু যাহা তাহার অঙ্গ তাহার সম্পর্কে এই যুক্তি খাটে না। আবার যদি কোন করুণরস বাক্যার্থের বিষয়ীভূত হয় তাহা হইলে ভঙ্গীবিশেষের আশ্রয়ের দ্বারা তাহাকে শৃঙ্গাররসের সঙ্গে সংযোজিত করিলে তাহাতে নিজের পরিপুষ্টিই হয়। যেহেতু যে সকল পদার্থ স্বভাবতঃ মধুর তাহার শোচনীয়তা প্রাপ্ত হইলে পূর্বাবস্থার বিলাসসমূহ স্মরণ করায় তাহার অধিকতর শোকাবেশ উৎপাদন করে। যেমন—“এই সেই হাত যাহা কাঞ্চী তুলিয়া ধরিয়াছে, স্ফীত স্তন মর্দন করিয়াছে, নাভি, উরু ও জঘন স্পর্শ করিয়াছে এবং কটিদেশের বসনগ্রস্থি মোচন করিয়াছে।” ইত্যাদিতে। সুতরাং এই শ্লোকে (ক্ষিপ্তো হস্তাবলগ্ন ইত্যাদিতে) শঙ্কর শরাগ্নি ত্রিপুর যুবতীদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছে যেমন কোন কামী সত্ত্ব অপরাধ কারিয়া ব্যবহার করিয়া

অঙ্গাঙ্গিভাব যুক্তিযুক্তই ; ইহা বিশ্বাস বা প্রমাণ করিতে কোন ক্লেশ নাই, ইহাই দেখাইতেছেন--যে বৈতি। তন্নিমিত্তেতি। বিভাবাদিবিষয়ক কাব্যার্থ যে রসাদির নিমিত্তস্বরূপ সেই রসাদি তাহাদের ভাব। যে সকল হস্তক্ষেপাদি বিভাবাদি অঙ্গবাদের বিষয় এবং যাহারা রসের অঙ্গ হইয়াছে তাহাদিগকে নিমিত্ত করিয়; করুণ এবং বিপ্রলম্ব এই উভয় রসায়ক বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। শঙ্কর শরবন্ধির জগ্ন পাপ দগ্ধ হইয়াছে—এই বিধি অংশের সহকারী হইয়াছে রসের সমগোত্রীয় ভাবগুলি। সেই হেতু ভগবৎপ্রভাবাতিশয্যালক্ষণযুক্ত প্রেয়ঃ-অলঙ্কারবিষয়ক ভাববিশেষে প্রতীতি বিশ্রাম লাভ করে। জল এবং তেজোগত যে পরস্পর-বিরোধী শৈত্য এবং উষ্ণতা ইহারা তণ্ডুলাদি কারণের সহকারী হয় বলিয়াই কোমল অঙ্গপ্রস্থতকরণ লক্ষণযুক্ত কার্য্যবিশেষের উৎপত্তি দেখা যায়। সর্বত্র এইভাবেই বীজ ও অঙ্কুরাদিতে কার্য্যকারণ-ভাব পরিলক্ষিত হয় ; অঙ্গ কোন ভাব নাই। আপত্তি হইতে পারে যে তাহা হইলে সর্বত্রই বিরোধ অকিঞ্চিংকর হইয়া যায় ; এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—বিকঙ্ক-কলেতি। এই জগ্নই ইহাও বলিয়াছেন—“বিকঙ্কের গ্রহণ করা হইবে না।”

থাকে, এইভাবে বিচার করিলে তাহাও বিরোধশূন্যই হয়। সুতরাং যেমন যেমন ভাবে এখানে নিরূপণ করা হইতেছে এই শ্লোকে সেই সেই ভাবেই দোষের অভাব প্রমাণিত হইল। আবার এই ভাবেই—

“হে রাজন, অধুনা তোমার ভীত শক্রস্বীরা যেন আবার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছে—তাহাদের পায়ের কোমল অঙ্গুলী হইতে রক্ত অলঙ্কারে গ্রাস করিত হইতেছে, তাহাদের হাতে কুশগুচ্ছ। তাহারা স্বামীর হাত ধরিয়া বেদী পরিক্রমণ করিয়া অশ্রুধৌতবদনে দাবাগ্নির চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে।”

এই সকল উদাহরণেই বিরোধশূন্যতার রহস্য বুঝিতে হইবে।

এইভাবে রসাদির সঙ্গে বিরোধী রসাদির সমাবেশ ও অসমাবেশের বিষয় বিভাগ দর্শিত হইল। তাহারা একই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইলে তাতাদের মধ্যে পৌর্বাপর্য্যক্রম থাকা সঙ্গত; এখন তাহা প্রতিপাদন করার ক্ষমতা বলা হইতেছে—

আচ্ছা, অভিনেয় কাব্যে যদি দ্বিদেশ বাক্য থাকে এবং সমস্তই যদি অভিনয় করিতে হয়, তাহা হইলে বিরুদ্ধার্থ-বিষয়ক বস্তু কেমন করিয়া অভিনয় করা যাইতে পারে? এই প্রশ্নটা বলিতেছেন—এবমিতি। ইহা পরিহার করিতেছেন—অনুত্তমানেতি। এবং বিধ বিরুদ্ধাকার বাচ্য যেখানে অনুবাদের বিষয় তাদৃশ বিষয়ে সেইরূপ আলাচনাই পাষাণ্ডা যাহা “এহি গচ্ছ পতোস্তিষ্ঠ” প্রভৃতিতে বিবৃত হইয়াছে। তাহা হইলে কথাটা দাঁড়াইল এই—“ক্ষিপ্তোহস্তাবলগঃ” ইত্যাদিতে প্রধান ভাব ভীত, বিপর্য্যস্ত দৃষ্টি প্রদর্শন করিয়া প্রাসঙ্গিক অর্থটি অভিনয় করিতে হইবে। যদিও করুণরসও এখানে অপরের অঙ্গই তথাপি মহেশ্বরের প্রভাবেব সঙ্গে ইহার উপযোগিতা থাকায় ইহা প্রাসঙ্গিক অর্থের সহিত বিপ্রলম্বাভ্যুত রস অপেক্ষা অধিক নৈকট্যযুক্ত। “কামীব”—এই অংশে যে উৎপ্রেক্ষা ও উপমা আছে তাহার বলে আনীত বিপ্রলম্বশৃঙ্গার রস অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী। এইরূপে ‘সাম্প্র-নেত্রোৎপলাভিঃ’ এইখানে প্রধানভাবে করুণরসের উপযোগী অভিনয় করিতে হইবে : বিপ্রলম্বের সঙ্গে করুণের সাদৃশ্যের জন্ত লেশমাত্র বিপ্র-লম্বেরও সূচনা করিতে হইবে। “কামীব”—এখানেও প্রণয়কোপোচিত

কাব্যপ্রবন্ধে নানা রসের সন্নিবেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও, যিনি তাহাদের উৎকর্ষ দেখাইতে চাহেন তিনি একটি রসকে অঙ্গী বা প্রধান করিবেন। ২১ ॥

মহাকাব্য, নাটকাদি ও কাব্যপ্রবন্ধে বহুরস অঙ্গাঙ্গিভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া সন্নিবেশিত হয়—এইরূপ প্রসিদ্ধি থাকিলেও যিনি কাব্য-প্রবন্ধে শোভাতিশয়া কামনা করেন তিনি সেই সকল রসের মধ্যে প্রস্তাবিত একটি রসকে অঙ্গী হিসাবে স্থাপিত করিবেন। এই মার্গই অধিকতর সুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন হইতে পারে অগ্নি বহুরস পরিপুষ্টি লাভ করিলে একটি রসেব অস্তিত্ব বা প্রাধান্যে কি বিরোধ হয় না? এই আশঙ্কা করিয়া বলা হইতেছে—

যে প্রস্তাবিত রস স্থায়ী বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহার সঙ্গে অন্য রসের সমাবেশ করিলে তাহা ইহার অঙ্গিভাব বা প্রাধান্যকে নষ্ট করে না। ২২ ॥

কাব্য প্রবন্ধে যে রস প্রথমে প্রস্তাবিত হইয়াছে এবং বারংবার অভিনয় করা হইয়াছে, তথাপি তাহা হইতেই এই বিপ্রলম্ব প্রতীয়মান হইলেও “স দহতু দূবিতঃ” ইত্যাদি যে ভগবৎপ্রভাবের বর্ণনা আছে তাহা সঙ্গে সঙ্গে সাড়ম্ববে অভিনীত হইলে এই বিপ্রলম্ব তাহারই অঙ্গত্ব লাভ করিবে এবং কোন বিরোধ থাকিবে না। এই বিরোধ-পরিহার প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন—এবমিতি। অগ্নি বিষয়ে প্রকাবাস্তবে বিবোধের পরিহারের কথা বলিতেছেন—কিঞ্চিৎ। পবীককদের অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধিশালী সামাজিকদের। ন বৈক্লব্যমিতি। কক্লগরসে আত্মদেব বিশ্রান্তি না হওয়ায় তাদৃশ বিষয়ে চিত্ত বিগলিত হয় না। কিন্তু যে ক্রোধ বীররসের ব্যক্তিচারী হয় তাহার ফলস্বরূপ এই যে কক্লগরস ইহা স্বকারণের অভি-ব্যঞ্জনের দ্বারাই বীররসেব আত্মদাতিশয্যে পর্য্যবসিত হয়। তাই বলাই হইয়াছে—“কক্লগরস রৌদ্ররসেবই ফলস্বরূপ।” তাই বলিতেছেন—প্রীত্যতি-শয়েতি। এই বিষয়ের উদাহরণ—“হে কুলবক, তুমি কুচাঘাত ক্রীড়ার লুপ্ত হইতে বিমুক্ত হইয়াছ। হে বকুলবক, মুখের মদিবা সেবন তোমার শরণেব

অমুসন্ধানের ফলে যাহা স্থায়ী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, যাহা সকল সন্ধিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহার মধ্যে কীকে কীকে অণু রসের যে সমাবেশ হয় তাহা ইহার প্রাধান্য বা অঙ্গিভাবকে নষ্ট করে না। ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্ত বলা হইতেছে—

যেমন একটি মূল ঘটনাই সমগ্র কাব্যপ্রবন্ধে ব্যাপ্ত হয় এইভাবে বিধান করা হয়, তেমনি করিয়া রসের বিধান করিলে কোন বিরোধ থাকিতেই পারে না। ২৩ ॥

সন্ধিপ্ৰভৃতিসম্বন্ধিত কাব্যপ্রবন্ধরূপ দেহের মধ্যে যেমন একটি ঘটনা পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় এইরূপ কল্পনা করা হয়, তাহা যেমন অণু ঘটনার সঙ্গে সন্মিশ্রিত হয় না এবং তাহাদের সঙ্গে সন্মিশ্রিত হইলেও তাহার প্রাধান্য যেমন হ্রাস পায় না, সেইরূপ একটি মূল রসের সঙ্গে অপব রস সন্নিবেশিত হইলে কোন বিরোধ হয় না। বরং যে সকল সুধীব্যক্তিদের বিবেচনা-বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে এবং যাহারা কাব্যসম্পর্কে অমুসন্ধিৎসু তাহাদের সেইরূপ বিষয়ে অতিশয় আত্মলাদই হইয়া থাকে।

বিষয় হইয়াছে। হে অশোক, চরণের আঘাত না পাইয়া তুমি স-শোকতা লাভ কবিয়াছ।”

ভাবস্ত বেতি। সেই রসে স্থায়ী অর্থাৎ প্রধানীভূত ভাবের অথবা ব্যভিচারী ভবের, যেমন বিপ্রলম্বপ্ৰভাবে ব্যভিচারী ভাবের। “ক্ষিপ্তোহস্তাবলগ্নঃ” ইত্যাদি পূর্বে শ্লোকের বিবোধই এখন অণুভাবে পবিহার করিতেছেন। এখানে ভাবার্থ এই :—পূর্বে বলা হইয়াছে যে বিপ্রলম্ব ও করুণ বস অণু কোন বিষয়ের (ত্রিপুররিপুব প্রভাবেতিগয়া বর্ণনায়) অঙ্গ হইলে কোন বিরোধ হয় না। এখন কিন্তু সেই বিপ্রলম্ব করুণরসেবই অঙ্গ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তবে কেমন করিয়া তাহা বিবোধী বলিয়া ব্যবস্থাপিত হয় ? এই প্রশ্নে বলা হইয়াছে যে তাহাই করুণরস যাহার বিভাবাদি ইষ্টজনের বিনাশ। আবার তাহাই ইষ্টতা যাহার মূলে বহিয়াছে রমণীয়তা। তাই উৎপ্রেক্ষার দ্বারা বলা হইয়াছে—“কামীবার্জাপবাধঃ” ইত্যাদি। শত্ৰুর শরাগ্নির কাধাকলাপ দেখিয়া পূর্বাগ্রণয়কলহবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আসে। বিনাশপ্রাপ্তির জন্ত ইদানীং তাহাই

শোকের বিভাব বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাই বলিতেছেন—ভক্তি-বিশেষেতি। অ-গ্রাম্যরূপে বিভাব অহুভাব ঘটাইয়া অর্থাৎ গ্রাম্য-উক্তিশৃঙ্খতার দ্বারা। ইহারই দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—যথায়মিতি। সমরক্ষেত্রে ভূরিশ্রবার বাহু পতিত দেখিয়া তাহার কান্ধাদিগের এই অহুশোচনা। রশনা—মেখলা। সম্ভোগের অবসরে উর্দ্ধে কণ্ঠন করে অতএব রশনোৎকর্ষী। বিরোধনিরসন ব্যাপারের দ্বারা বহু লক্ষণীয় বস্তু প্রতিপন্ন হইতেছে এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—ইখংচেতি। বাস্পাশ্রম হোমাগ্নিধূমক্লুত অথবা বন্ধুগৃহত্যাগের দুঃখ হইতে উদ্ভূত। ভয়ং—কুমাবীজনাচিত শঙ্কা। এই সকলের দ্বারা যে রস প্রভৃতি অঙ্গভাব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের বর্ণনা এইভাবে নির্দোষ হয়। “অঙ্গভাবঃ প্রাপ্তানামুক্তিরচ্ছলা” কারিকার (৩২০) এই অংশের উপযোগিতা এইভাবে নিরূপণ করা হইল। তাই উপসংহার করিতেছেন—এবমিতি। ‘তাবৎ’ শব্দের দ্বারা স্মৃচনা করিতেছেন যে অস্ত্র বস্ত্রব্যও আছে। ২০ ॥

তাহারই অবতারণা করিতেছেন—ইদানীং ইত্যাদি দ্বারা। তেষাং অর্থাৎ রসদিগের ক্রম এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। প্রসিক্ষেৎসীতি—ভরতমুনি প্রভৃতির দ্বারা নিরূপিত হইলেও। তেষামিতি—প্রবন্ধসমূহের। মহাকাব্যাদিশিতি—এখানে ‘আদি’-শব্দ প্রকারবাচক। প্রথমে অনভিনেয় কাব্যের প্রকারভেদ বলিলেন, পরে দ্বিতীয় অর্থাৎ অভিনেয় কাব্য-প্রভেদের কথা বলিয়াছেন। বিপ্রকীর্তয়েতি। কাব্যপ্রবন্ধের নায়ক ও প্রতিনায়ক এবং পতাকা ও প্রকরীয় নায়কাদিতে অবস্থিত থাকিয়া। অঙ্গাঙ্গিভাবে অর্থাৎ একনায়কনিষ্ঠ থাকিয়া। যুক্ততর ইতি। যদিও সমবকারাদি ও পর্যায়বন্ধে একরসের অঙ্গিত্ব নাই, তথাপি সেইখানে তাহাদের কোন দোষ নাই; কিন্তু নাটক মহাকাব্যাদিতে যে বহু রসের মধ্যে একরস অঙ্গী হয় তাহাই উৎকৃষ্টতর। ইহাই ‘তর’-শব্দের অর্থ। নম্বিতি। নিজে যদি পরিপুষ্টি লাভ করে তবে তাহা কেমন কবিয়া অপরের অঙ্গ হইবে? আর যদি পরিপুষ্টিই লাভ না করিয়া থাকে তাহা হইলে কেমন করিয়া রসত্ব হয়? স্মৃতবাং রসত্ব এবং অঙ্গত্ব পরস্পরবিরুদ্ধ। আর যদি তাহার অঙ্গ না হইল তাহা হইলে কোন একটি রস অঙ্গ হয় এমন কথা কেমন করিয়া বলা হইল? রসান্তরেতি। যে রস প্রস্তাবিত হয় তাহা সমস্ত ইতিবৃত্তে পরিব্যাপ্ত হয়। স্মৃতবাং বিকৃত ব্যাপকতার দ্বারাই তাহা অঙ্গী তাবে থাকে। এই অঙ্গিস্বরূপ রসের মধ্যে অস্ত্র রসসমূহের সমাবেশ হয়; অর্থাৎ তাহাদের

প্রশ্ন হইতে পারে, যে সকল রস পরম্পরবিরোধী নহে যেমন বীর ও শৃঙ্গার, শৃঙ্গার ও হাস্য, বোজ্র ও শৃঙ্গার, বীর ও বোজ্র, বোজ্র ও করুণ অথবা শৃঙ্গার ও অদ্ভুত—তাহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি-ভাব হয়ঃ হউক। যে সকল রসের মধ্যে পরম্পর-বাধ্যবাধক ভাব আছে তাহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ কেমন করিয়া থাকিবে? যেমন শৃঙ্গার ও বীভৎসবসের মধ্যে, বীর ও ভয়ানকের মধ্যে, শাস্ত ও বোজ্রের মধ্যে? এই প্রশ্নের কনিষ্ঠা বলা হইতেছে—

ছায়া ইহাও পরিপূর্ণ হয়। এই সকল অল্প বস ইতিবস্তুর প্রয়োজনে আসে এত পরিমাণে কান্না ও জ্ঞান কথাবস্তুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিব্যাপ্ত হয়। যে রস স্বার্থী হইবে উচ্চিষ্টে ব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে বসান্তবে এই সমাবেশে কান্নাও বনষ্ট হয় না, বস ইহাও তাহার স্বাভাবিক পোষকতা কবে—ইহাই মর্ম। কথাটা দাঁড়াইল এই—যে রসগুলি (অপববসের) অঙ্গভূত হইয়াছে তাহাও যদিও নিজের স্বভাববাদি সামগ্রীর ছায়া নিজের অবস্থায় পরিপূর্ণ লাভ করিয়া চমৎকার উৎপাদন কবে তাহা হইলেও সেই চমৎকার নিজের মধ্যেই তুল্য হইয়া বিশ্রান্তি লাভ করিতে পাবে না বস অল্প চমৎকারের গন্ধাতে ধাক্কা হয়। যেখানে যেখানে স্বাভাবিক থাকে তাহাও সর্বত্রই এই একই বৃত্তান্ত। সেই প্রসঙ্গে অবতুমনিই বলিয়াছেন—“গুণ নিজে সঙ্কুত হইয়া প্রধান বলিয়া প্রাপ্ত হয় ইহা। প্রাণ স্বাভাবিক উপকরণ হইয়াও অনেক সময় অন্তস্থান কবে।” ২১,২২ ॥

উপপাদয়িতুমিতি। সমুচিত দৃষ্টান্তের নিরূপণে ছায়া—ইহাই ভাবার্থ। নিম্নেই ছায়া ইহাও উপপন্ন হইল। ইহা মানিতেই হইবে যে কোন একটি কার্যকে এমনভাবে অঙ্গীকার করিয়া লইতে হইবে যাহাতে সে সকল প্রসঙ্গে পরিব্যাপ্ত থাকে, অথচ তাহা প্রাসঙ্গিক অল্প কার্যের সহকাৰিতা গ্রহণ করে। তাহাও আন্তরিক সে সকল নায়কগত চিত্তবৃত্তি আছে তাহাদের অঙ্গাঙ্গিভাবও সেই প্রবাহে আপতিত হইয়া তাহাও বলেই নির্ণীত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে অপূর্ণ এমন কি আছে? তথেষ্ট—ব্যাপকতার দ্রবণ। অথবা যদি কারিকাগত ‘এব’-কারের ক্রমভেদ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, “তথৈব” অর্থাৎ সেই প্রকারেই কার্যের অঙ্গাঙ্গিভাবের ছায়া রসসমূহের পক্ষেও ইহা (অঙ্গাঙ্গিভাব) জোর করিয়াই

কোন একটি রসকে অঙ্গী করিয়া গ্রহণ করিলে অপর কোন রসের পরিপুষ্টি সাধন করিবে না, সেই অপর রস বিরোধীই হউক আর অবিরোধীই হউক। এইরূপ করিলে বিরোধ থাকে না। ২৪ ॥

আসিয়া আপতিত হয়। তাই বৃত্তিতেও বলিবেন—“তথৈবেতি। কার্যমিতি। স্বল্পমাত্র উদ্দেশ্য করিয়াযাহা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়”—এইভাবে বীজের লক্ষণ করা হইয়াছে। বীজ হইতে আরম্ভ করিয়া সমাপ্তি পর্য্যন্ত যে সকল প্রয়োজন থাকে তাহাদের বিচ্ছেদের সম্ভাবনা হইলে যাহা বিচ্ছেদ রহিত করে তাহার নাম বিন্দু। অত্যাং বিন্দুরূপ অর্থপ্রকৃতির দ্বারা বীজ সমাপ্তি বা নির্বাছ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। তাই বলিতেছেন—অনুসায়ীতি। এই ‘কার্য্য’ পদের দ্বারা বীজ, বিন্দু এই দুই অর্থপ্রকৃতি গৃহীত হইয়াছে। কাব্যাস্তরৈরিতি। গর্ত অথবা বিমর্শ হইতে পতাকা নিবৃত্ত হয়। এই পতাকালক্ষণযুক্ত অর্থপ্রকৃতিতে নিহিত প্রাসঙ্গিক কার্য্য এবং যাহারা এই পতাকা হইতে কম ব্যাপ্ত সেই প্রকরী-লক্ষণযুক্ত কার্য্য তাহাদের দ্বারা এইভাবে পাঁচটি অর্থপ্রকৃতি যে কাব্যপ্রবন্ধের সঙ্গে একাবদ্ধ হইয়া দ্রবীভূত হয় তাহা বলা হইল। তথ্যাদি ইতি। যেমন তাপসবৎসরাজে। অঙ্গাঙ্গিভাবে দৃষ্টান্ত নিরূপণ এবং কেমন করিয়া ইতিবৃত্ত বলে রসের অঙ্গাঙ্গিতাব আসিয়া পড়ে—এই দুইই এই স্কোফের দ্বারা নিরূপিত হইল। বৃত্তিগ্রন্থেব অভিপ্ৰায়ও এই দুই বই গ্রহণ করিতে হইবে। যুদ্ধনীতি পরাক্রমাদির দ্বারা কল্যাণ লাভ প্রভৃতিতে শৃঙ্গারের সঙ্গে বীররসের বিবোধ নাই। হান্তরস তো স্পষ্টই তাহার অঙ্গ। হাস্যবস নিজে পুরুষার্থের সাধকযুক্ত না হইলেও অধিক পরিমাণে চিত্তরঞ্জন কবিয়া শৃঙ্গারের অঙ্গরূপেই পুরুষার্থ লাভ করে। রৌদ্ররসের সঙ্গেও শৃঙ্গারের ধানিকটা অবিরোধ আছে। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—“তাহারা জোর করিয়া শৃঙ্গাররসও উপভোগ করেন।” তাহাদের দ্বারা অর্থাৎ রৌদ্রপ্রকৃতি-বিশিষ্টের দ্বারা অর্থাৎ রাক্ষস, দানব, উদ্ভূত মন্ত্ৰণের দ্বারা। সেইখানে কেবল নাটিকা-বিষয়ক উগ্রতা পরিহার করিতে হইবে। পৃথিবীকে ঝাটাইয়া পরিষ্কার করা অসম্ভব হইলেও তাহার বর্ণনারই দ্বারা বিশ্বয়ের বীররসের ও উদ্ভূত রসের সমাবেশ হয়। এই প্রসঙ্গে ভরতমুনিই বলিয়াছেন—“বীরের যাহা কণ্ঠ তাহাই উদ্ভূত।” ভীমসেনাদি ধীরোদ্ভূত নায়কে বীররস ও রৌদ্ররসের সমাবেশ হইতে পারে, কারণ ক্রোধ ও উৎসাহের মধ্যে

শৃঙ্গারাদি কোন একটি রস অঙ্গী অর্থাৎ কাব্যপ্রবন্ধের মূল ব্যঙ্গ্য-বিষয় হইলে অপর কোন রসের পরিপুষ্টি সাধন করিতে হইবে না ; সেই অপর রস প্রধান রসের বিরোধীই হউক আর অবিরোধীই হউক । সেইখানে অঙ্গী রসের তুলনায় দ্বিতীয় অবিরোধী রসের অভাস্ত আধিক্য বা প্রাধান্য দিতে হইবে না । ইহা পরিপুষ্টির প্রথম পরিহার । ইত্যাদির সমপ্রাধান্য থাকিলেও বিরোধ সম্ভব হইবে না । যেমন—

কোন বিবোধ নাই । রৌদ্ররস ও করুণরস সম্বন্ধে ভরতমুনিই বলিয়াছেন,—
“করুণরস রৌদ্ররসেরই ফলস্বরূপ ।” শৃঙ্গারাদ্বিত্যোরিতি । যেমন রত্নাবলীতে ইন্দ্রজালিকদর্শনে । শৃঙ্গারবীভংসয়োরিতি । যাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ এই যে একে অপরকে উন্মূলিত করিয়া উদ্ধৃত হয় তাহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিতাব কেমন করিয়া হইবে ? আলম্বন-বিভাবের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া রতির উত্থান হয় ; আর তাহা হইতে পলায়মান হইয়া জুগুপ্সার প্রাদুর্ভাব হয় । ইহার এক আশ্রয়ে থাকিলে একে অপরের সংস্কার উন্মূলিত করে । ভয় এবং উৎসাহও এইরূপ বিরুদ্ধ বলিয়া বাচ্য । শাস্ত্ররসের প্রাণ হইতেছে তত্ত্বজ্ঞান হইতে সমুৎপিত সমস্ত সংসারবিষয়ক নির্বোধ, তাই ইহা সর্বতোভাবে নিরাকাক্ষ স্বভাববিশিষ্ট । এই অগ্নিই রতি ও ক্রোধের প্রাণস্বরূপ যে বিষয়া-সম্প্রী তাহাদের সঙ্গে ইহার বিবোধ হইবেই । ২৩ ॥

অবিরোধী বা বিবোধী বেতি । ‘বা’ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে এই অভিপ্রায়ে—অঙ্গী রস অপেক্ষা যদি অন্য রসের প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই রস দোষাবহ হয় । আবার যেখানে স্বভাবতঃই অঙ্গী রসের বর্ণনায় অন্ত রস উপপর হয় তাহা বিরুদ্ধ হইলেও দোষাবহ হয় না । যে বিষয় ভেদাদির যোজনায় দ্বারা রচিত হইলে দোষাবহ হইবে না তাহা পরে বলা হইবে । স্তবরাং রসের বিরোধিতা ও অবিরোধিতা উভয়ই অকিঞ্চিৎকর । কি প্রকারে রসের সন্নিবেশ করিতে হইবে সেই বিষয়েই অবশ্য মনোযোগ দিতে হইবে । অঙ্গিনীতি । অনাদরে সপ্তমী । অঙ্গী রস বিশেষকে অনাদর করিয়া অঙ্গভূত রসের পরিপুষ্টি করিতে হইবে না । অবিরোধিতা—নির্দোষতা । অঙ্গভূত রসের পরিপুষ্টি পরিহার বিষয়ে যে তিন প্রকার আছে তাহার কথা বলিতেছেন—‘তত্র’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘তৃতীয়’ পর্য্যন্ত । প্রথম হইতে পারে যে যখন বলা হইয়াছে

“এক দিকে প্রিয়া রোদন করিতেছে; অপর দিকে সমরবাহ্তের নির্ঘোষ। স্নেহরস ও রণরসে যোদ্ধার হৃদয় দোলায়িত হইতেছে।”
অথবা যেমন—

“দেবী পার্শ্বতী উপাসনাচ্ছলে অশ্রুয়া প্রকাশ করিতে করিতে যেন পশুপতিকে উপহাস করিতেছেন এইরূপ দেখা গেল। তিনি কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া লইয়া অক্ষবলয়ের গ্রায় তাহা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন; মেখলার সূত্রকে সর্পরাজ্য বাসুকি কল্লনা করিয়া ধ্যানোচিত আসনবিশেষ কবিয়া লইলেন, নিখ্যা মস্তের জপ করিতে যাইয়া তাঁহার ফুরিত অধরপুটে অব্যক্ত হাসি ব্যঞ্জিত হইল। সেই দেবী তোমাদিগকে রক্ষা করুন।”

অকৃত্রিম বসকে ন্যূন করা হইবে তখন আধিক্যের এমন কি সম্ভাবনা আছে যে আবার বলা হইয়াছে—আধিক্য কর্তব্য নহে? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন উৎকর্ষসাম্য ইতি। রোদিত প্রিয়েতি—ইহা হইতে রতির উৎকর্ষ। সমর-তুণ্যেতি ভটশ্চেতি—ইহাদের দ্বারা উৎসাহের উৎকর্ষ সূচিত হইতেছে। দোলায়িতমিতি—তাহাদের মধ্যে ন্যূনতা বা আধিক্য না থাকায় সাম্য রহিয়াছে ইহা বলা হইল। কেহ কেহ বলেন যে এইরূপ ব্যাপার মুক্তকের বিষয় হইতে পারে, প্রবন্ধের নহে তাহা ঠিক নহে। যেহেতু যে ইতিবৃত্ত সমগ্র বিষয়কে অধিকার করিয়া আছে তাহাতে ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গের সমান প্রাধান্যই সম্ভব। যেমন রত্নাবলীতে সিদ্ধি সচিবায়ত্ত মনে করিলে পৃথিবীরাজ্য লাভই নাটকের মৌলিক ফল এবং কণ্ঠারত্ন লাভ প্রাসঙ্গিক ফল। আবার নায়কের অভিপ্রায়ানুসারে ইহার বিপরীত বৃত্তিতে হইবে। সুতরাং মন্ত্রিবুদ্ধি ও নায়কবুদ্ধি যখন এইরূপই তখন প্রভু ও অমাত্যের অভিপ্রায়েব ফল একই। এইরূপ একীকরণের জগৎ শেষ পর্য্যন্ত বীররস ও শৃঙ্গার বসেব সমপ্রাধান্যই হইয়া থাকে। যেহেতু কথিত হইয়াছে—“প্রাসঙ্গিক ফলের যদি কোনও উৎকর্ষ থাকে তবে সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় করিয়া কবি ইচ্ছা করিলে স্বকল্পিত বিভিন্ন পাত্রের সাহায্যে সমগ্র নাটকের ফলের সঙ্গে ঐ প্রাসঙ্গিক ফলের ঐক্য সাধন করিবেন।” (নাট্যশাস্ত্র, ২১।৪) সুতরাং বহু অবাস্তব কথা বলিয়া লাভ নাই। এইভাবে প্রথম প্রকাব নিরূপণ

এইখানে। প্রধান বা অঙ্গী রসের বিরুদ্ধ ব্যভিচারী ভাবের প্রাচুর্যের সহিত সন্নিবেশ না করা এবং সন্নিবেশ করিলেও তাহারা যাহাতে ক্ষিপ্ততার সহিত অঙ্গী রসের ব্যভিচারীদের অঙ্গুগমন করে তাহার ব্যবস্থা করা। ইহা পরিপুষ্টির দ্বিতীয় পরিহার। অঙ্গভূত যে রস তাহা পরিপুষ্টির দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলেও যাহাতে তাহা অঙ্গরূপেই থাকে তৎপ্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি দেওয়া—ইহা পরিপুষ্টির তৃতীয় পরিহার। এইভাবে অঙ্গুসন্ধান করিলে এই বিষয়ের অগ্ন্যাস্ত্র প্রকারও কল্পনা করা যাইতে পারে। যে কোন বিরোধী রস তাহা যাহাতে অঙ্গী রস অপেক্ষা ন্যূন থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যেমন শাস্ত্ররস অঙ্গী হইলে শৃঙ্গারের অথবা শৃঙ্গাররস অঙ্গী হইলে শাস্ত্রের। যদি প্রশ্ন করা যায়, যে রস পরিপুষ্টি লাভ করে নাই তাহা কেমন করিয়া রসত্ব লাভ করে, তদ্বত্তরে বলিব, অঙ্গী রসের তুলনায় পরিপুষ্টি লাভ করে নাই, এই পর্য্যন্ত। যে রস অঙ্গী তাহার যতখানি পরিপুষ্টি হইবে, ইহার ততখানি হইবে না ; কিন্তু যে পরিপুষ্টি আপনা হইতেই হইবে তাহাতে কে বাধা দিবে? যাহারা রসসমূহের

করিয়া দ্বিতীয় প্রকারের কথা বলিতেছেন—অঙ্গীতি। অনিবেশনমিতি। রস অঙ্গভূত হইলে এইরূপ ধরিতে হইবে। এইভাবে ইহা পরিতুষ্ট হইবে না। এই আপত্তি হইতে পারে। এই আশঙ্কা করিয়া অগ্রমত বলিতেছেন—নিবেশনে বেত্তি। ‘বা’-শব্দের দ্বারা নিজের সিদ্ধান্ত দৃঢ় করা হইতেছে ; অত্যাধিকারিত হইলে দুই প্রকার হইত। অঙ্গী রসের যে অঙ্গুগতি অর্থাৎ অঙ্গুসন্ধান। যেমন—“কোপাৎকোমললোল”—এই শ্লোকে অঙ্গী রসের অঙ্গরূপে ক্রোধ ব্যভিচারী ভাব সন্নিবেশিত হইয়াছে ; সেইখানে “বন্ধা দৃঢ়ং” এই অমর্যের সমাবেশ হইলেও আবীর শীঘ্রই ‘রুদত্যা’, ‘হসন্’ ইত্যাদিতে সমুচিত ঝঁঝা, ঔৎসুক্য, হর্ষ প্রভৃতির অবতারণার দ্বারা অঙ্গী রসেরই অঙ্গুবর্তন করা হইতেছে। তৃতীয় প্রকারের পরিপুষ্টি পরিহারের কথা বলিতেছেন—অঙ্গুসন্ধানমিতি। এখানে তাপসবৎসরাজের পদ্মাবতীবিষয়ক সঙ্গোগশৃঙ্গার উদাহরণ হিসাবে উল্লিখিত হইতে পারে। অগ্ন্যেহীতি। অঙ্গী রসের বিরোধী বিভাণ ও অঙ্গুভাবেরও উৎকর্ষ সম্পাদন করা হইবে না, তাহাদের সন্নিবেশও

অঙ্গাঙ্গিভাব মানেন না, বহুরস-সমন্বিত কাব্যপ্রবন্ধে একটি রসের যে আপেক্ষিক প্রকর্ষ হইতে পারে তাহা তাঁহারাও নিবারণ কবিত্তে পারেন না। সুতরাং এইভাবে প্রমাণিত হইল যে কাব্যপ্রবন্ধে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিরোধী এবং অবিরোধী রসের সমাবেশ হইলে কোন বিরোধ হয় না। “এক রস অপর রসের ব্যভিচারী হইতে পারে”—ইহা যাহাদের মত তাঁহাদের যুক্তি অনুসারেই এই সকল কথা বলা হইল। এই প্রকারের অপর একটি মত আছে যে রস সমূহের স্থায়ী ভাবগুলিই উপচারের বলে রস বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই মতানুসারে একটি রস যে আর একটি রসের অঙ্গ হইতে পারে তাহাতে কোন বিরোধই থাকে না। কাব্যপ্রবন্ধস্থ একটি অঙ্গী বা প্রধান রসের সঙ্গে অপর বিরোধী বা অবিরোধী রসের সমাবেশ হইলে কেমন করিয়া ইহাদের সম্ভাবিত বিরোধের নিরসন করিতে হইবে তাহার উপায় এইরূপে সাধারণভাবে প্রতিপাদন করিয়া বিরোধী রসের সম্পর্কিত বিরোধ নিরসনের যে

কষ্টব্য নহে; করিলেও অঙ্গী রসের সমুচিত বিভাব ও অঙ্গুভাবের দ্বারা তাহাদের পরিপূষ্টি করিতে হইবে। বিকল্প রসের বিভাব ও অঙ্গুভাব পরিপুষ্ট হইলেও তাহারা যেন অঙ্গ হইয়াই থাকে সেই দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সকল বিষয় নিজেই কল্পন, করা যাইতে পারে। এইভাবে বিরোধী ও অবিরোধীর সাধারণ প্রকারভেদে বলার পর বিরোধী রসবিষয়ক যে সকল অসাধারণ দোষ আছে তাহাদের পরিহার প্রকারস্থিত অল্প বিশেষ ব্যাপারের কথাও বলিতেছেন—বিরোধিন ইতি। সম্ভবীতি। যাহা প্রধান রসের সঙ্গে অবিরোধিতা করিয়া থাকে। এতচ্চেতি। “রসসমূহ নিজের চমৎকৃতিভেই বিজ্ঞান্টি লাভ করে বলিয়া তাহাদের উপকারী-উপকারক ভাব থাকিতে পারে না। অল্পথা রসেরই সংযোগ হয় না। রসের অভাবে কেমন করিয়া অঙ্গাঙ্গিভাব হইবে?”—যাহারা এইরূপ মত পোষণ করেন তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে কোন একটি রস প্রকর্ষ লাভ করে; তাহাই আবার সমগ্র প্রবন্ধে ব্যাপ্ত হয় এবং অল্পাংশ রস অঙ্গ করিয়া প্রবন্ধের অঙ্গগামী হয়; কারণ তাহা না হইলে ইতিবৃত্ত সংঘটনারই সৃষ্টি হয় না। আবার বলা হয় যে প্রবন্ধব্যাপী রসের সঙ্গে অল্প রসের কোন সঙ্গতি না থাকিলে

উপায় আছে তাহার কথা প্রতিপাদন করিবার জ্ঞান ইহা বলা হইতেছে—

যাহা স্থায়ী রসের সঙ্গে এক আশ্রয়ে থাকিলে স্থায়ী রসের বিরোধী হয় তাহাকে পৃথক্ আশ্রয়ে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। সেইভাবে সন্নিবেশ করিয়া তাহার প্রতিপাদন পরিপুষ্টি বিধান করিলেও দোষ হয় না। ২৫ ॥

রস দুইভাবে অপর রসের বিরোধী হইতে পারে—এক আধারে থাকিয়া বিরোধী হইতে পারে অথবা ব্যবধান না রাখিয়া সন্নিবেশিত করিলে বিরোধী হইতে পারে। তন্মধ্যে যে রস কাব্য প্রবন্ধে স্থায়ী ভাবে আছে তাহার সঙ্গে এক আশ্রয়ে যদি বিরুদ্ধ রসের সমাবেশ হয় তাহা হইলে ঔচিত্যের দিক্ দিয়া বিরোধের সৃষ্টি হয়—যেমন বীররসের

ইতিবৃত্তের তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না তাহা হইলে বলিব যে ইহাই তো উপকার্য-উপকারক ভাব। চমৎকৃতির বিশ্রান্তি বিষয়েও কোন বিরোধ নাই, ইহাও সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইল। তাই বলিতেছেন—অনভ্যুপগচ্ছতাপীতি। শুধু বাক্যের দ্বারা স্বীকার করিবেন না; কিন্তু যুক্তির দ্বারা আপনা হইতেই স্বীকার করাইতে হইবে। অম্ব কহ বলেন—“এতচ্চাপেক্ষিকং” এই সকল দ্বিতীয় মতকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে; যেখানে রসসমূহের উপকার্য-উপকারকতা নাই, সেইখানেও ঘটনার অধিকাংশ স্থলে ব্যাপ্ত হইলেও তবে অঙ্গিত্ব হইবে। (নচেৎ অঙ্গতাই হইবে।) এই মত ঠিক নহে। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে “এতচ্চসৰ্ব্বম্” এই অংশের ‘সৰ্ব্ব’ শব্দের প্রয়োগের দ্বারা উপসংহার করিয়া যে একপক্ষের বিষয় দেখান হইয়াছে এবং “মতান্তরেহপি” ইত্যাদির দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষের যে আরম্ভ করা হইয়াছে তাহা অতিশয় দুঃশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। নিজবংশীয় প্রাচীনদের সঙ্গে আর অধিক বিবাদ করিয়া লাভ নাই। যেমামিতি। নাট্যশাস্ত্রে ভাব অধ্যায়ের সমাপ্তিতে এই শ্লোক আছে :—“সমবেত রসসমূহের মধ্যে যাহার বহুরূপ থাকে, তাহাকে স্থায়ী রস বলা যায়; অবশিষ্টগুলি সঞ্চারী।” এই উক্তির ক্রমানুসারে মূল ইতিবৃত্তে পরিব্যাপ্ত চিত্তবৃত্তি অবশ্যই স্থায়ী বলিয়া প্রতিভাত হয়। প্রাসঙ্গিক-ভাবে বৃত্তান্তের অন্তর্গামী চিত্তবৃত্তি ব্যভিচারীরূপে প্রতিভাত হয়।

সঙ্গে ভয়ানক রসের। এই বিরোধী রসকে পৃথক্ আশ্রয়ে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। সেই বীররসের আশ্রয় যে নায়ক তাহার প্রতিপক্ষের মধ্যে ভয়ানক রসের সন্নিবেশ করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া যদি সেই বিরোধী রসেরও পরিপুষ্টি সাধন করা হয় তাহাও নির্দোষ হয়। প্রতিপক্ষে ভয়াতিশ্যের বর্ণনা করা হইল নায়কের নয়, পরাক্রম প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহা আমার অৰ্জ্জুনচরিতে অৰ্জ্জুনের পাতালে অবতরণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে।

এইভাবে এক আধারে থাকিলে যাহা কাব্যপ্রবন্ধস্থিত স্থায়ী রসের বিরোধী হয় তাহা স্থায়ী রসের অঙ্গত্বলাভ করিলে যে ভাবে বিরোধের নিরসন হয় তাহা দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয়ের অর্থাৎ অব্যবধানে স্থাপিত রসের সম্পর্কে যে বিরোধ নিরসন হয় তাহা প্রতিপাদন করিবার জগ্গ বলা হইতেছে—

সুতরাং রসে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে স্থায়ী ও ব্যভিচারীর মধ্যে কোন বিরোধ নাই—এইরূপ কেহ কেহ বলিয়াছেন। তাই ভাণ্ডরি প্রস্ত করিয়াছেন, “রসসমূহের কি স্থায়িতা-সঞ্চারিতা আছে? এবং তৎপর নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, “নিশ্চয়ই আছে।” অগ্নি কেহ কেহ বলেন, “রসকে স্থায়ী বলিয়া পাঠ করিলেও এক রসের সম্পর্কে অগ্নি রস ব্যভিচারী হয়। যেমন ক্রোধ বীররসে ব্যভিচারী বলিয়া পঠিত হইলেও অগ্নি রসে স্থায়ী ভাব হয়। যেমন তত্ত্বজ্ঞান যে নির্বোধের বিভাব সেই নির্বোধ শাস্ত্ররসে স্থায়ী হয়। ব্যভিচারী ভাবও অগ্নি ব্যভিচারী ভাব অপেক্ষা স্থায়ী হয়, যেমন বিক্রমোর্কসীর চতুর্থ অঙ্কে উদ্যাদ ব্যভিচারী ভাব। এইমতে এই শ্লোকের উদ্দেশ্য এইরূপ অর্থ বোঝান—বহুচিত্তবৃত্তিরূপ ভাবের মধ্যে যাহার বহলরূপ উপলব্ধি করা হয় তাহার নাম স্থায়ী ভাব; সে রসীকরণযোগ্য হইলে রস বলিয়া কথিত হয়। অবশিষ্ট-গুলি সঞ্চারী নামে আখ্যাত। কিন্তু তাই বলিয়া স্থায়ী ও সঞ্চারীর দ্বারা এমন বলা হয় নাই যে একটি অঙ্গী আর একটি অঙ্গ। অতএব অপর কেহ কেহ ‘রসস্থায়ী’-পদে ষষ্ঠী বা সপ্তমীর দ্বারা সমাস পাঠ করেন। কেহ বা আশ্রিতাদিতে “গম্যাদীনাম্পসংখ্যানম্” এই বার্তিক সূত্রানুসারে দ্বিতীয়ান্ত

এক আশ্রয়ে থাকিলে যাহা নির্দোষ অথচ ব্যবধান না রাখিয়া সন্নিবেশিত হইলে যাহা বিরোধের উৎপাদন করে মেধাবী কবি মাঝখানে অন্য রসের দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ব্যঞ্জিত করিবেন। ২৬ ॥

যাণা আবার এক আশ্রয়ে থাকিলে বিরোধী হয় না কিন্তু ব্যবধান না থাকিলে বিরোধী হয় তাহাকে কাব্যপ্রবন্ধে রসান্তরের ব্যবধানে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। যেমন নাগানন্দে শান্তরস ও শৃঙ্গাররস সন্নিবেশিত হইয়াছে। তৃণাব ক্ষয় হইতে যে সুখ হয় তাহার যে পরিপুষ্টি সেই লক্ষণযুক্ত রসের নাম শান্তরস : তাহা অবশ্যই প্রতীত হয়। এই মতেই সমর্থনে এই উক্তি উদ্ধার করা যাইতে পারে—

“ভুলোকে অভীষ্টসাধনজনিত যে সুখ এবং সর্গে যে মত্তসুখ আছে—ইহা বা আকাজ্ঞার ক্ষয়জনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও লাভ করিতে পারে না।”

সমাস পাঠ কবেন। তাই বলিতেছেন—মতান্তরেহপীতি। রসশব্দেনেতি।
—রসান্তর সমাবেশঃ (৩২২)—ইত্যাদি পূর্বকারিকাগত ‘রস’-শব্দের দ্বারা। ২৭॥

এখন সাধাবণ প্রকরণের উপসংহাৰ করিয়া অসাধারণ প্রকরণের সূত্র যোজনা করিতেছেন—এবামতি। তমিতি—অবিরোধের উপায়। বিকল্পেতি—ইহা ছেতুগুণবিশেষণ। যাহা স্থায়ী তাহার অল্প স্থায়ীর সঙ্গে একাশ্রয়ত্ব অসম্ভব বলিয়া তাহা বিরোধী হয়—যেমন উৎসাহের সঙ্গে ভয়—তাহা বিভিন্নাশ্রয়ে প্রতিনায়কগত হইলে সন্নিবেশিত করা হাইতে পারে। তন্ত্বেতি—বিরোধী রসেরও। বিরোধী রসও সেইভাবে নিবন্ধ হইয়া পরিপুষ্টি লাভ করিলে দোষাবহ হয় না, কারণ পরিপোষকতা করিলেই নায়কের উৎকর্ষ সাধিত হয়, অধিকন্তু পরিপোষকতা না করিলেই দোষ হয়। ‘অপি’-শব্দের ক্রম উল্টাইয়া দিতে হইবে, কারণ বৃত্তিতেও এইরূপেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। একাধিকরণ্যম্—একাশ্রয়ের সহিত সম্বন্ধমাত্র; ঐরূপে বিরোধী—যেমন ভয়ের সঙ্গে উৎসাহ; কোন দুইটি ভাব যদি বা একাশ্রয়ে থাকিতে পারে তাহা হইলেও নৈরন্তর্য বা অব্যবধানের দ্বারা বিরোধের সৃষ্টি হয়, যেমন রত্নের সঙ্গে নির্ঝেদের। প্রদর্শিতমিতি। যেমন, “অর্জুনের ধ্বংস হইতে ভ্রাবহ ধনি

যদিও ইহা সর্বজনের অনুভবের বিষয় নহে তাহা হইলেও এই যুক্তির বলে যেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে ইহা আলোক-সামাগ্র, মহান অন্তঃসম্মিত চিওরুত্তিরিণেষ । ইহাকে বীৰবসেব অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত নহে, কারণ বীৰবসেব আত্মাভিমানযুক্ত বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, অথচ অহঙ্কার নিবোধই শাস্ত্রবসেব লক্ষণ । এবংবিধ পার্থক্য থাকে সত্ত্বেও যদি ইহাদিগকে এক বলিয়া পরিকল্পনা করা হয় তবে বানবস ও বৌদ্ধবসও এক হইয়া পড়িতে পারে । দয়াবাবাদি চিওরুত্তিরিণেষ একপ্রকার অহঙ্কার বহিত হইয়া যায় বলিয়া ইহারা শাস্ত্রবসেবই প্রভেদ বিশেষ, অত্যাধা অর্থাৎ যদি ইহারা অহঙ্কারযুক্তই হইত তাহা হইলে ইহাদিগকে বীৰবসেব প্রভেদ বলিয়া নির্দেশ করিলে কোন বিবোধ হইত না । সুতরাং ইহা প্রমাণিতই হইল যে শাস্ত্রবস বলিয়া বস আছে । কাব্যপ্রবন্ধে বিবোধী বস থাকিলেও সমুচিত হইলে, হৃদয়ের শব্দদেব নগরে মহা বিপর্যাসেব সৃষ্টি হইল ।” ইত্যাদি বচন । ২৫৫।

দ্বিতীয়শ্রেণী । নৈবক্ষ্য, বা অব্যবধানেব জ্ঞান যাহা বিবোধী তাহা । তদ্বিত্তি । নির্বিবোধত্ব । কাব্যপ্রবন্ধেব অত্র গাহা নির্দোষ বা অবিবোধী তাহা ব্যবধান না থাকায় তা বিবোধী হইতে পারে । তাহা এমনভাবে ব্যবস্থাপিত হইবে যে তথাবিধ বিবোধী রস দুইটির মাঝখানে একটি অবিরোধী বস সন্নিবেশিত হইয়া যুক্ত হইবে । ইহাই কাবিকাব অর্থ । প্রবন্ধেও বহল পরিমাণে দেখা যায়, মুক্তকেও কখন কখনও এইরূপ হয়, যেহেতু পরেই বলা হইবে—“একবাক্যস্থয়োবপি” (৩৩৭) যথোক্তি । সেই-খানে নাগানন্দে “বাগশ্রাস্পদমিত্যবৈমি” ইত্যাদির দ্বারা উপক্লেপ হইতে আবস্ত করিয়া পরেব জ্ঞান শরীবত্যাগাত্মক সমাপ্তি পর্য্যন্ত শাস্ত্রবস, ইহার বিরোধী হইতেছে মলম্ববতীবিষয়ক বহিমূলক শৃঙ্গার । ইহাদেব উভয়ের অবিরুদ্ধ অন্তত রসকে মাঝে মাঝে ইহাদেব অন্ততবের ক্রমিক বিস্তার সম্ভব হইবে এই মতন করিয়া কবি “অহো গীতমহোবাদিক্রম” ইত্যাদি রচনা করিয়াছেন । এই জন্তই “ব্যক্তিব্যঞ্জনধাতুনা” ইত্যাদি দ্বারা রসের ক্রমিক বিস্তারও দেখান হইয়াছে, যেহেতু বলা হইয়াছে—“নিমিত্তনৈমিত্তিকক্রমে

যদি ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া অগ্নি রসকে মাঝখানে রাখিয়া শাস্ত্ররসের সমাবেশ হয় তাহা হইলে আর বিরোধ থাকে না, যেমন নাগানন্দ প্রভৃতি প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে। ইহাই নিশ্চিত করিয়া দেওয়ার জন্ত বলা হইতেছে—

দুইটি (বিরোধী) রস একবাক্যে থাকিলেও যদি তাহাদের মাঝখানে অগ্নি একটি রসের সমাবেশ করা হয় তাহা হইলে তাহাদের বিরোধের অবসান হয়। ২৭।

অগ্নি তৃতীয় রসের ব্যবধানের দ্বারা এক কাব্যপ্রবন্ধে অবস্থিত দুইটি রসের বিরোধিতার নিরসন হয়। ইহাতে ভ্রান্তির কোন অবকাশ নাই, কারণ উক্ত নীতি অনুসারে একবাক্যস্থিত দুইটি রসের মধ্যে বিরোধিতা থাকে না। যেমন—

চিত্তবৃত্তিগুলি যাহাতে পুরুষার্থের সাধক হইতে পারে এইরূপভাবে চিত্তবৃত্তির প্রসরণ-ক্রিয়াকে একটি একটি করিয়া যে নির্ধারণ করা হইয়াছে সেই নির্ধারণ কার্যের নাম সংখ্যা।” অনন্তর নিমিত্তনৈমিত্তিক ভাবে আগত যে শৃঙ্গার রস যাহা শেখবক বৃত্তান্তে কথিত হাশ্বরসকে উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে সেই শৃঙ্গারের বিরুদ্ধ বৈরাগ্য ও শমশুণের পরিপোষক যে নাগীয়দেহের অস্থিজাল দর্শনবৃত্তান্ত তাহা ক্রোধ ব্যভিচারিভাবরূপ উপকরণসমন্বিত যৌর-রসের ব্যবধানে নিবেশিত হইয়াছে। এই ক্রোধ মলয়বতী-নির্গমনকারী যিত্রাবতের “সংসর্পন্তিঃ সমস্তাং” ইত্যাদি কাব্যে নিবদ্ধ হইয়াছে। আপত্তি হইতে পারে, শাস্ত্ররসই নাই; তাহার স্থায়ী ভাবও মুনি কর্তৃক নির্দিষ্ট হয় নাই, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—শাস্ত্রশ্চেতি। তৃষ্ণা বা বিষয়াভিলাষ প্রভৃতির যে ক্ষয় বা সর্বতোভাবে নিবৃত্তিরূপ নির্বেদ তাহাই স্তম্ভ। সেই স্থায়ীস্থের রসপরিণতির দ্বারা যে পরিপুষ্টি তাহাই যাহার লক্ষণ তাহার নাম শাস্ত্ররস। প্রতীয়ত এবেতি। ভোজনাদি অশেষ বিষয়েচ্ছার প্রসার যে নিবৃত্ত হয় তাহা যথাসময়ে নিজের অল্পভবের দ্বারাই জ্ঞান যায়। অগ্নি কেহ কেহ মনে করেন যে সর্বচিত্তবৃত্তির প্রশম ইহার স্থায়ী ভাব। ইহার দ্বারা যদি তৃষ্ণার আভ্যন্তরিক অভাব মনে করা যায় অর্থাৎ তৃষ্ণা একেবারেই ছিল না এইরূপ মনে করা যায় (প্রসঙ্গ্যপ্রতিষেধরূপ

অভাব), তাহা হইলে বলিব যে ইহাতে চিত্তবৃত্তিই অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে, তাহাকে আর ভাব বলা যায় না। আর চিত্তবৃত্তিব প্রশ্ন বা তৃষ্ণাক্ষয় পদের দ্বারা যদি চিত্তবৃত্তির বিরোধী কোন চিত্তবৃত্তিবিশেষ (পর্য্যাদাস) বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে আমাদের পক্ষই প্রমাণিত হইল। “স্বীয় স্বীয় নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া শাস্ত অর্থাৎ নির্বিকার প্রকৃতি হইতে ভাব প্রবর্তিত হয়। আবার নিমিত্তের বিনাশ হইলে শাস্তবসেই লয়প্রাপ্ত হয়।” এই মত আমাদের মত হইতে খুব বেশী বিভিন্ন নহে। পার্থক্য এই যে এই মতে চিত্তবৃত্তি জাগরণের পূর্বাবস্থাকে (প্রাগভাবকে) ‘শাস্ত’ বলা হয়, আমাদের মতে চিত্তবৃত্তি ধ্বংসজনিত অভাবকে (প্রধ্বংসভাব) ‘শাস্ত’ বলা হয়। তৃষ্ণাসমূহের প্র-ধ্বংসেব কথা বলাই যুক্তিযুক্ত, যেহেতু বলাই হইয়াছে—“বীতরাগ-ব্যক্তির জন্ম হইতে দেখা যায় না।” প্রতীয়ত্ত এবেতি। “ক্চিৎ শম” ইত্যাদি বলিয়া ভবতমুনিও তৃষ্ণাব প্রধ্বংসকেই স্বীকার করিয়াছেন। শাস্তবসেব সর্ব্বচেষ্টাশূন্যত। লক্ষণযুক্ত শেয অবস্থা বর্ণনীয় নহে, তাহা হইলে সকল চেষ্টার বিরতিব জন্ম অল্পভাবেব অভাব হইনে বলিয়া শাস্তরস প্রতীয়মান হইবে না। শৃঙ্গাবাদিবও স্তবতাদিব লক্ষণযুক্ত অস্তিম অবস্থা বর্ণনীয় নহে। বৃত্তির নিরোধের সংস্কারের জন্ম চিত্তের গতি প্রশান্ত প্রবাহের গতির মত হয়।” “পূর্বে সংস্কারেব জন্ম সমাধি অবস্থার অন্তরালে (সমাধি হইতে) মুখান অবস্থায়। অগ্ন্যন্ত প্রত্যয়। সজ্জাত হয়।” এই দুই যোগসূত্রের বলে জনক প্রভৃতিতে শাস্তরসেব যমনিয়মাদি (সমাধি অবস্থায়) এবং রাজ্যভার বহনাদিব বিষয়কর প্রচেষ্টা দেখা যায়। এইরূপে সেইখানে অল্পভাবের অস্তিত্ব থাকায় এবং যমনিয়মাদির মধ্যস্থলে নানাপ্রকার ব্যভিচারী ভাবের সদ্ভাব থাকায় শাস্তরস প্রতীতই হইয়া থাকে। যদি আপত্তি করা হয় যে ইহা প্রতীত হয় না, ইহার বিভাবও নাই, তাহা হইলে বলিব এই আপত্তি ঠিক নহে, ইহা প্রতীতই হইয়া থাকে। প্রাক্তন সংকর্ষের পরিপাক, পরমেশ্বরের অগ্রগ্রহ, বেদান্তাদি অধ্যাত্ম-রহস্যবিষয়ক শাস্ত্রাদিতে এবং বীতরাগব্যক্তিগণে অবগাহন—এই সব বিভাবের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া এইপ্রকারেই বিভাব, অল্পভাব ও ব্যভিচারী ভাব সমন্বিত শাস্তরস স্থায়ী বলিয়া প্রদর্শিত হইল। আপত্তি হইতে পারে, হৃদয় সম্মিলনের অভাবের জন্ম ইহার রসমানতা প্রমাণিত হয় না। কে বলে, ইহাতে হৃদয় সম্মিলন হয় না? ইহা যে প্রতীতই হয় তাহা তো বলা হইয়াছে। পুনরায় আপত্তি

“তখন বীরেরা নিজেদের দেহ মাটিতে পতিত দেখিতে পাইলেন -- সেই বীরেরা বিমানপালকে শায়িত, নবপারিজাতমালার রেণুতে তাঁহাদের রক্ত সুবাসিত। তাঁহাদের বাজত্বয়ের অন্তরাল সুরাঙ্গনা কর্তৃক আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ, চন্দনবারিসিক্ত সুগন্ধি কল্পলতারূপ বস্ত্রের নীজনের দ্বাৰা তাঁহাবা স্নিগ্ধ। এই ভূপতিত দেহগুলির প্রতি রমণীরা কোতূহলে অঙ্গুলী নির্দেশ করিতেছে, ধূলিতে এই দেহগুলি আচ্ছন্ন, শৃগালেরা ইহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে, মাংসালী গুপ্ত প্রভৃতি পক্ষীবা শোণিতসিক্ত পক্ষের দ্বারা ইহাদের বাজন করিতেছে।” ইত্যাদিতে। এখানে শৃঙ্গার বস ও বীভৎস বসের অথবা তাহাদের অঙ্গের সমাবেশ বিরোধিতা নাই, কাবণ মাঝখানে বীর রস আসিয়া ব্যবধানের সৃষ্টি করিতেছে।

হইতে পারে, প্রতীত হইলেও ইহা সকলের গ্ৰাস্যাম্পদ হইবে না। তাহা হইলে হো বীতবাগ ব্যক্তির কাছে শৃঙ্গারবস খাঘা হয় না বলিয়া বলা যাইতে পারে, তাহা বসত্ব হইতে চ্যুত হউক। তাই বলিতেছেন—যদি নামেতি। আপত্তি হইতে পারে যে এই শাস্তবস ধর্মপ্রধান বীরবস, স্তুরাং ইহা বীরবসই এইরূপ সম্ভাবনা করা হইবে। তাই বলিতেছেন—ন চেতি। তস্য বীরের। অভিমানময়ত্বেনহি। “আমি এইরূপ কবিত্তে পারি”—এই অভিমানই উৎসাহের প্রাণ। অত্র চেতি—শাস্তবসের। তসোশ্চেতি। ইহা (ইচ্ছা, চেষ্টা) ময়ত্ব ও নিরীহত্বের জন্ত ইহাদের মধ্যেও—ইহাই ‘চ’-শব্দের অর্থ। বীরবস ও রোদ্রবসের মধ্যেও অন্ত্যন্ত বিরুদ্ধতা নাই। ধর্মার্থকামাঙ্কনে উপযোগিতা ইহাদের সমান ভাবে আছে। প্রশ্ন হইতে পারে, এইভাবে দেখিলে দয়াবীর ধর্মবীর হইবে না দানবীর হইবে? দয়াবীর, ধর্মবীর বা দানবীর কিছুই নহে, ইহা শাস্তবসের নামান্তর মাত্র।

ভরতমুনিও সেইভাবে বলিয়াছেন, “ব্রহ্মা দানবীর, ধর্মবীর ও যুদ্ধবীর এই তিনভাগে ভাগ করিয়া রসবীরের সংজ্ঞা দিয়াছেন।” স্তুরাং আগমবাক্য অনুসারে ভরতমুনিও তিন অংশে বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন। দয়াবীর-দীনাশ্চেতি—আদি’-শব্দের দ্বারা ইহাই বলিতেছেন। শাস্তবস বিষয়ের প্রতি জুগুপ্সায়া বলিয়া ইহা বীভৎসবসের অন্তর্ভূত হইতে পারে এই কথা

এইভাবে বিরোধ ও অবিরোধ সর্বত্র নিরূপণ করিতে হইবে। বিশেষতঃ শৃঙ্গারে, কারণ সকল রসের মধ্যে ইহাই সুকুমারতম। ২৮ ॥

সহৃদয় ব্যক্তি কাব্য প্রবন্ধে অথবা মুক্তকাদি অন্যান্যস্থানে উক্ত লক্ষণানুসারে সকল বসে বিবোধ এবং অবিবোধের নিরূপণ করিবেন—বিশেষ কবিয়া শৃঙ্গারে। বতির পবিপৃষ্টিই তাহাব আত্মা এবং অল্প কারণেই রতির ধ্বংসেব সম্ভাবনা থাকে। তাই ইহা অল্প রস অপেক্ষা শুকুমার এবং বিরোধী রসের ঈষৎ সমাবেশও ইহা সহ্য করিতে পারে না।

সেই রসবিষয়েই কবি অতিশয় সাবধান হইবেন; তাহার মধ্যে ভুল হইলে তাহা শীঘ্রই লক্ষিত হয়। ২৯ ॥

হয় হইতোহ। কিন্তু তাহা ইহাব (শান্তবসের) ব্যাভিচারী ভাব হইতে পারে, কিন্তু দ্বায়ী ভাব হইতে পারে না, কারণ শেষ পর্য্যন্ত নির্ধারিত হইলে কিন্তু ক্ষুণ্ণসাব মূলট উচ্ছেদ করা হইবে। চন্দ্রিকাশব বলিয়াছেন শান্তরস ইতিবস্তুর মূলবিষয়রূপে বাচ্য হইবে না। আমরা এখানে সেই মতের বিচার করিলাম না, কারণ তাহা অল্প প্রসঙ্গের অবতারণা করিবে। এই রসের কল মোক্ষ এবং ইহা পক্ষপাতার্থে নিহিত থাকে বলিয়া ইহা সকল বস হইতে প্রধান। আমাদের উপাধ্যায় ভট্টতৌত কাব্যকৌতুকগ্রন্থে এবং আমরা তাহার বিবরণে এই শান্তবস এবং তৎসম্পর্কিত পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্তের বিচার করিয়াছি। আর অধিক বলিয়া লাভ কি ? ২৬ ॥

দ্বিতীকর্তৃমিতি। শিববুদ্ধিতে। ‘অপি’-শব্দের দ্বারা এবং বিষয়ে এই অর্থ সিদ্ধ হইল, ইহা দেখাইতেছেন—ভূরেমিতি। বিশেষপদগুলির দ্বারা অত্যন্ত বিভিন্নতা ও অসম্ভাব্যতার কথা বলা হইয়াছে। বহুগোনাৎ—এই শব্দের দ্বারা বুঝাইতেছেন যে বীরগণ পতিতদেহগুলিকে নিজেদের দেহ বলিয়া মনে করিতেছেন। স্তবরাং প্রতিপত্তার নিকট শব্দার রস ও বীভৎস রসের বিক্ষয়ীভূত দেহদ্বয়ের একান্ততার জন্য একাগ্রযত্ন সূচিত হইয়াছে। নচেৎ বিভিন্নবিষয়ত্বের জন্য কোনই বিরোধ হইত না। প্রায় হইতে পারে—এখানে বীররসই হইয়াছে, শৃঙ্গারও নহে বীভৎসও নহে, রতি ও ক্ষুণ্ণা

অন্য সকল রস অপেক্ষা সেই রস অধিক সৌকুমার্যযুক্ত হয় বলিয়া কবি তাহার সম্পর্কে অধিক প্রয়ত্ত্ববান হইবেন। সেইখানে ভুল করিলে তিনি সন্দ্বয় সমাজে অতি শীঘ্র অবজ্ঞার পাত্র হইবেন। যেহেতু কমনীয়তার জন্ত শৃঙ্গার রস সকল রসের মধ্যে প্রাধান্য পায় সেইজন্ত সংসারী ব্যক্তির অতি অবশ্যই ইহা অনুভব করিতে পারে। ব্যাপার যখন এই :—

শিষ্যব্যক্তিকে উন্মুখী করিতে যে কাব্যশোভার প্রয়োজন হয় তজ্জন্ত যদি শৃঙ্গার রসের অঙ্গ সমূহের মধ্যে শৃঙ্গার-বিরুদ্ধ রসের স্পর্শ হয় তাহা হইলে কোন দোষ হয় না। ৩০ ॥

বীররসের ব্যতিচারীই হইয়াছে। তাহা হয় তা হউক ; তাহা হইলেও প্রস্তাবিত বিষয়ের উদাহরণতা তো হইলই। তাই বলিতেছেন—তদঙ্গ-য়োর্তাবেতি। তাহাদের অঙ্গদ্বয় অর্থাৎ তাহাদের স্বামী ভাবদ্বয়। বীর বসেতি। “বীরা স্বদেহান্”—ইত্যাদির দ্বারা তদীয় উৎসাহের অবগতি হইয়াছে। কর্তা ও কর্মের প্রতীতি সমগ্র বাক্যার্থের প্রতীতির অনুসারে হইয়া থাকে ; মধ্যস্থিত কোন বীররসব্যঞ্জক পদ না থাকিলেও বীররস বীভৎস ও শৃঙ্গারের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রচনা করিতেছে। অগত্যা চেতি। মুক্তকাদিতে। সেই শৃঙ্গারই সুকুমারতম এইভাবে যোজনা করিতে হইবে। সুকুমারতা সকল রসেরই লক্ষণ ; ‘অনুরস অপেক্ষা করুণ অধিক সুকুমার আবার তাহার অপেক্ষাও শৃঙ্গার। এই জন্ত ‘তম’ প্রত্যয় : ২৭-২২ ॥

এবং চেতি। যেহেতু ইহা সকলের অনুভবের বিষয়। তদিত্তি। শৃঙ্গারের বিরুদ্ধ যে সকল রস যেমন শাস্ত্ররসাদি তাহাদিগকেও শৃঙ্গার যদি অঙ্গরূপে স্পর্শ করে তবে তাহা দোষাবহ হয় না। বিভাব ও অনুভাব অপর রসে নিহিত হইলেও সেই ভঙ্গীতেই তাহাদের বর্ণনা কবিত্তে হইবে যাহার দ্বারা তাহার শৃঙ্গারাজ হয় অর্থাৎ শৃঙ্গারের বিভাবাদির জ্ঞান হয়। যেমন আমারই শ্লোকে—“তুমি চক্রচূড় প্রাণেশ্বর, তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমার গাঢ়বিরহতপ্ত চেতনা চক্রকাস্ত্রাকৃতি পুত্তলিকার জ্ঞান অতি দ্রুত প্রবীভূত হইয়া বিলীন হইতেছে।”

এখানে শাস্ত্ররসের বিভাব ও অনুভাব সমূহেরও শৃঙ্গারের ভঙ্গীতেই নিরূপণ

শৃঙ্গারের অঙ্গ সমূহে শৃঙ্গারের বিরোধী রসের যে সংস্পর্শ তাহা যে কেবল অবিরোধের সংযোগেই দোষশূণ্য হয় তাহা নহে, যেহেতু শিষ্যদিগকে উন্মুখী করিতে যে কাব্যশোভার দরকার হয় তাহার জ্ঞাত ইহা দোষের কারণ হয় না। শৃঙ্গাব রসের অঙ্গের দ্বারা শিষ্যেরা উন্মুখীকৃত হইলে তাঁহারা আনন্দে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করেন। শিষ্যজনের মঙ্গলের জ্ঞানই মুনিরা সদাচার-উপদেশকপ নাটকাদির আলাপেব অবতারণা করিয়াছেন।

অধিকন্তু শৃঙ্গার সকল জনের মনোহরণ কবিবার মত সৌন্দর্য্যাসম্পন্ন; তাই কাব্যে তাহাব অঙ্গের সমাবেশ শোভাতিশয্যেব পোষকতা করে। এইভাবে বিচার করিলেও বিরোধী রসে শৃঙ্গার রসের অঙ্গের সমাবেশ বিরুদ্ধতা আনয়ন করে না। সেই জ্ঞাত—“ইহা সত্য বটে যে রমণীরা মনোহারিণী, ধনৈশ্বর্য্য যে মনোরম তাহাও সত্য; কিন্তু মানুষের জীবনই মদোন্মত্ত রমণীর অপাক্ষক্ষেপণেব মত চঞ্চল।” ইত্যাদিতে রসবিরোধিতা-জনিত দোষ নাই।

করা হইয়াছে। শিষ্যদিগকে উন্মুখী কবিবার জ্ঞাত যে কাব্যশোভা তজ্জ্ঞাত কোন দোষ হয় না এই ভাবে যোজনা কবিত হইবে। ‘বা’ পদের দ্বারা অল্প এক পক্ষের কথা বলিতেছেন। তাহাও কোথাও বলিতেছেন—ন কেবলমিতি ‘বা’-শব্দের ইহাই অর্থ। অবিরোধের লক্ষণযুক্ত পরিপোষকতার পরিহারের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শিষ্যদিগকে উন্মুখী করণেব জ্ঞাত যে কাব্যশোভা তাহাব জ্ঞাত বিরুদ্ধ রসের যে সমাবেশ হয়; কেবল যে পূর্বোক্ত প্রকারের জ্ঞাত তাহা নহে। শিষ্যের উন্মুখীকরণার্থ বাতিরেকে কাব্যশোভা থাকিতেই পাবে না, শুধু রসান্তরের ব্যবধান ও অব্যবধানের দ্বারা কাব্যশোভা পাওয়া যায়—অন্তে যে এইরূপ ভাবে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। সুখমিতি। রঞ্জনাপুরঃসর। আপত্তি হইতে পারে, কাব্য তো ক্রীড়াস্বরূপ—তাহাই বা কোথায় আর বেদাদি উপদেশই বা কোথায়? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—সদাচারেতি। মুনিভিবিতি। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি কাব্য ক্রীতিপূর্বক ব্যাংপত্তি আনয়ন করে, এই ব্যাংপত্তি কাব্যে ও নাট্যে নিহিত থাকে। ইহা জায়াসদৃশ বলিয়া প্রভাসদৃশ শাস্ত্র এবং মিত্রসদৃশ

এইভাবে রসপ্রভুতির বিরোধ ও অবিরোধের বিষয় জানিয়া মুকবি কাব্য রচনা করিলে কোথাও ভ্রমে পতিত হইবেন না। ৩১ ॥

ইং—এই প্রসঙ্গে কথিত প্রকারের দ্বারা। রসাদীনাং—রস, ভাব ও তাহাদের আভাস সমূহের। ইহাদের পরস্পরের বিরোধের এবং অবিরোধের বিষয় জানিয়া কাব্য-বিষয়ে অতিশয় প্রতিভাশালী মুকবি কাব্য রচনা করিলে কোথাও ভ্রমে পতিত হইবেন না।

এইভাবে রসাদিতে বিরোধ এবং অবিরোধের উপযোগিতা প্রতিপাদন করিয়া বিভাবাদি বাচ্য এবং সুপ্, তিও, প্রভৃতি বাচক রসাদিবিষয়ে এক যে ব্যঙ্গক ইহাদের নিরূপণের উপযোগিতাও প্রতিপাদন করা হইতেছে—

বাচ্য এবং বাচক সমূহের ঔচিত্যের সহিত যোজনা করা—
রসাদিবিষয়ে মহাকবির ইহা মুখ্য কাম্য। ৩২ ॥

ইতিহাসাদি ইহাতে সত্ত্বাত ব্যাপ্তি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। পুনরুক্তিব ভয়ে এখানে আর লিখিলাম না। প্রক্স ইহাতে পাবে, শৃঙ্গারকতা-ভঙ্গীর দ্বারা যে বিভাবাদির নিরূপণ করা হয় কেবল কি তাহাব দ্বারাষ্ট শিষ্যেরা উন্মূখীকৃত হইবেন? তাহা নহে; অত্র প্রকারও আছে, তাহা বলিতেছেন—
কিং চেতি। শোভাতিশয়মিতি। উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারবৈশিষ্ট্যের শোভা বর্জন করে অর্থাৎ সুন্দর কবে। এইজন্য বলা হইয়াছে—“যে সকল দ্বন্দ্ব কাব্য-শোভার কষ্ট তাহাদের নাম গুণ, অলঙ্কার তাহার আতিশয়ের হেতু।” মন্তাবনেতি। এখানে সকল বস্তুর অনিত্যতা শাস্ত্রসের বিভাবরূপে বর্ণ্যমান হওয়ায় কোন বিভাব শৃঙ্গারভঙ্গীতে রচিত হয় নাই। কিন্তু ‘সত্যম্’ ইত্যাদি পদের মত অঙ্গীকার করিয়া বলা হইতেছে। আমরা বলীক বৈরাগ্যালীলায় কুচি প্রকাশ করিতেছি না; বয়ঃ বাহার জন্য সকল বস্তুর অত্যাধনা করা হয় তাহাই চকল। মন্তাবনার অশাস্ত্রক্ষেপণ শৃঙ্গারের বিভাব ও অমুভাব হইতে পারে; লোলতা-বিষয়ে জীবনের সঙ্গে উপমা কথিত হইয়াছে। প্রিয়তমার কটাক সকলেরই অভিলষের বস্তু। সুতরাং জিহ্বায় শুড়লেপন করিয়া যেমন ঔষধ সেবন করা যায় তেমন প্রিয়তমার কটাকের প্রতি ক্রীতির দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া শিত

ইতিবৃত্তবৈশিষ্ট্যকপ বাচ্য এবং তদ্বিষয়ক যে বাচক—রসাদিমূলক ঔচিত্য অনুসারে ইহাদেব যে যোজনা তাহা মহাকবিব মুখ্য কাম্য। ইহাই মহাকবিব মুখ্যব্যাপ্য যে বসাদি সম্বন্ধেই কাব্যের প্রধান বিষয় বলিয়া স্বাক্য কবিতা লইয়া গ্রন্থাব অভিব্যক্তির অনুকূল করিয়া তিন শব্দ ও অর্থের বিশ্লেষণ করিবেন। বসাদিকে যুগ্ম কবিতা বচনা কবিতা হইবে— ইহা ভরতেব নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতিতেও সুপ্রসিদ্ধ। ইহা প্রতিপাদন করিবাব ক্ষমতা বাল্যেই—

রসাদির অনুকূল করিয়া অর্থ ও শব্দের যে সমুচিত ব্যবহার তাহাই রসিত ; এই রসিতগুলি দুই প্রকারের। ৩৩ ॥

ব্যবহারই বৃত্তি বাণীয়া বাচ্য ৩৪ ॥ এখানে বসেব অনুকূল বাচ্য (অর্থ) বিষয়েও যে সমুচিত ব্যবহার তাহা এক বিশেষ প্রভৃতি বৃত্তি নামে খ্যাত। উপনাগবিকা প্রভৃতি ১ ও বাচকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছে। বসাদির গ্রন্থপদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৃত্তিগুলির সন্নিবেশ কবিলে কাব্য ও নাটকের পবমান্দ্য শোভা হয়। দুই প্রকার বৃত্তিবই রসাদি প্রাণস্বকপ। কিন্তু ইতিবৃত্তাদি কাব্যের শব্দার্থান্বিত। কেহ কেহ এই বলিয়াছেন—“বসাদি বসন্তে ইতিবৃত্তেব ব্যবহার গুণীর প্রাসঙ্গিক, অপ্রাসঙ্গিক বসন্তেই নহে। নব দ্বারা অংশে বৈবাগ্য উপনীত হইবে। ইহাব উপসংহারে যে প্রকরণেব বসাদি বসন্তে ইহাব ফল দেখাইতেছেন—বিজ্ঞায়েখমিতি। ৩৫ ৩৬ ॥

বসাদিতে অর্থাৎ বসাদিবিষয়ে যে সকল বিভাবাদি বাচ্য ব্যঞ্জক হয় এবং সুপ্ৰতিষ্ঠিত প্রভৃতি যে সকল বাচক ব্যঞ্জক হয় তাহাদের যে নিকৃপণ তাহার। তদ্বিষয়েই। রসাদিবিষয়েব। তদ্বিতি—উপযোগিত্ব। ‘আলোকার্থী’ ইত্যাদিতে (১৯) বাচ্য বলা হইয়াছে তাহাবই উপসংহার করা হইল। মহাকবিবিত্তি। ফলটাকে স্বতঃসিদ্ধরূপে করা হইল। এই ভাবেই মহাকবিব লাভ হয়, অল্প কোন উপায়ে নহে। ইতিবৃত্তবিশেষ্যমিতি। “ইতিবৃত্ত প্রবন্ধের দ্বারা গাঢ়, বিভাবাত্মক সকার্যোচিত্যচাক্ষুঃ” (৩১০) ইত্যাদির দ্বারা তাহার বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কাব্যার্থীকর্ত্তে। তাহা না হইলে লৌকিক ও

সঙ্গে গুণের ব্যবহারের আয় ; ইহা প্রাণের সঙ্গে শরীরের ব্যবহারের আয় নহে । বাচ্য অর্থ রসাদিতে তন্ময় হইয়া প্রকাশিত হয় । পৃথক্ ভাবে বসাদিব দ্বারা প্রকাশিত হয় না ।” এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে— শরীর যেমন গৌরত্ময় বাচ্য অর্থও যদি সেইরূপ বসাদিময় হইত তাহা হইলে যেমন শরীর প্রকাশিত হইলেই গুণী ও গুণের ধর্ম অনুসারে গৌরত্বও অবশুই সকলের কাছে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ বাচ্য অর্থের প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গেই বসাদিও সহৃদয়-অসহৃদয় সকলের কাছে প্রতিভাত হইবে । কিন্তু এইরূপ তো হয়না ; ইহাও প্রথম উদ্যোতে প্রতিপাদন করিয়া দেখানই হইয়াছে । এইরূপ একটি মত থাকিতে পারে—রত্ন-সমূহের উৎকৃষ্ট রূপশালিতা কোন বিশেষ বোদ্ধা ব্যক্তির উপলব্ধি করিতে পারেন । সেইরূপ বাচ্য অর্থের বসাদিরূপত্বও সহৃদয় ব্যক্তিই জানিতে পারেন । ইহা ঠিক নহে ; কারণ রত্নের উৎকৃষ্টতা প্রতিভাত হইলে ইহাও দেখা যায় যে সেই উৎকৃষ্ট রত্নের স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে । যদি রসাদি রত্নের উৎকৃষ্টত্বের মত হইত তাহা হইলে রসাদিও বিভাব-অনুভাব রূপ বাচ্য বিষয় হইতে অনতিবিক্ত হইত । কিন্তু সেইরূপও হয় না । বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীরাই রস—এইরূপ কাহাবও প্রতীতি হয় না । যেহেতু বিভাবাদিব প্রতীতি হইলেই রসাদির প্রতীতি শাস্ত্রীয় বাক্যের অর্থ হইতে কাব্যের অর্থের কোণায় বৈশিষ্ট্য থাকে ? প্রথম উদ্যোতে “কাব্যশাস্ত্রা স এবার্থঃ” (১৫) ইত্যাদির প্রসঙ্গে ইহা নিরূপিত হইয়াছে । ৩২ ॥

এতচ্চেতি । আমরা যে বলিয়াছি । ভরতাদাবিতি—আদি শব্দের দ্বারা অলঙ্কারশাস্ত্রস্থিত পঙ্কষাদি বৃত্তির কথাও বলা হইল । দ্বয়োরপি তয়োরিতি । বৃত্তিলক্ষণযুক্ত ব্যবহারদ্বয়ের । জীবভূতা ইতি । “বৃত্তি কাব্যমাতৃক” ইহা বলিয়া ভরতমুনি রসোচিত ইতিবৃত্ত আশ্রয় করিবার উপদেশ দিয়া রসই যে কাব্যের প্রাণস্বরূপ তাহা বুঝাইতে-ছেন । “লোকে প্রথমে মধু লেহন করিয়া পরে কটু ঔষধ পান করে ; সেইরূপ আশ্বাদময় কাব্যরসের সহিত মিশ্রিত বাক্যার্থও উপভোগ করে ।” ডামহও এইকথা বলিয়া এমন শব্দবৃত্তির ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছেন বাহার

হয়। সেই জন্ত এই উভয় প্রতীতির মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব থাকায় পৌর্বাপর্য্যক্রম অবশ্যই থাকিবে। সেই ক্রম খুব অল্প বলিয়া লক্ষিত হয় না; তাই বলা হইয়াছে পৌর্বাপর্য্যক্রম লক্ষিত না করিয়াই রসাদি ব্যঙ্গ্য হয়। আপত্তি হইতে পারে—শব্দই প্রকরণ (প্রসঙ্গ) প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হইয়া একই সঙ্গে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি জন্মায়; সুতরাং সেইখানে পৌর্বাপর্য্যক্রমে কল্পনা করিয়া কি লাভ হইবে? শব্দের বাচ্য অর্থের জ্ঞানই ব্যঙ্গ্যকথের কারণ নহে; যেহেতু সঙ্গীত প্রভৃতির শব্দ হইতেও রসাভিব্যক্তি হয়। গীতাদি শব্দ ও তাহাদের ব্যঙ্গ্যকথ—ইহাদের মাঝখানে বাচ্য অর্থের উপলব্ধি হয় না।

প্রাণ হইতেছে রসযোজনা। শরীরভূতমতি। ভরতমুনি বলিয়াছেন, “ইতিব্রহ্মই নাট্যের শরীর।” রসই নাট্য--ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। গুণ-গুণিব্যবহার ইতি। অত্যন্ত মিশ্রিতভাবে প্রকাশিত হওয়ার জন্ত সেইরূপ ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত যেইরূপ ব্যবহার ধর্ম্মী ও ধর্ম্মের মধ্যে আছে। নৃত্তিতি। ক্রমেব জ্ঞানাভাবের জন্ত। প্রথমমতি। “শকার্থশাসনজ্ঞানমাত্রৈণৈব ন বেত্ততে” ইত্যাদির (১৭) দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হইয়ায়ছ। বলা যাইতে পারে, যাহা যাহার ধর্ম্মস্বরূপ সেই ধর্ম্মী প্রাতিভাত হইলে ধর্ম্মও সকলের কাছে অবশ্যই প্রতিভাত হয়। কিন্তু এখানে ইহার ব্যভিচার দেখা যায়। মানিক্যেব যে উৎকৃষ্টত্ব ধর্ম্ম তাহা মানিক্য প্রকাশিত হইলে অবশ্যই সকলের কাছেই প্রতিভাত হয় না। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—স্বাদিতি। ইহা পরিহার করিতেছেন—নৈবমতি। কথাটা দাঁড়াইল এই—স্বতন্ত্র উন্নয়ন স্বভাবের (উপরিভাগে থাকিবার) জন্ত নিজের আশ্রয় হইতে ভিন্ন হইয়া প্রতিভাত হইলেও ইহা (রত্নের উৎকর্ষ) ধর্ম্মীর ধর্ম্ম বলিয়া ধর্ম্মীতে নিবিষ্ট হইয়া থাকে—এই বৈশিষ্ট্য আমবা দেখাইয়াছি, কিন্তু রূপবানের গৌরবাদিরূপ যেমন উপরিভাগে থাকে (উন্নয়নস্বভাববিশিষ্ট) রত্নের উৎকর্ষ সেইরূপ নহে, কারণ তাহার প্রকৃতি এই যে তাহা ধর্ম্মীতে অতিশয় লীন হইয়া থাকে। রসাদি কিন্তু উন্নয়নস্বভাববিশিষ্টই অর্থাৎ তাহা আশ্রয় হইতে ভিন্ন হইয়াই প্রতিভাত হয়। কেহ কেহ এইভাবে গ্রন্থ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের গুরুরা কিন্তু বলিয়াছেন—“অত্রোচ্যতে” ইহার দ্বারা

এই প্রসঙ্গেও বলিতেছি—শব্দসমূহের বাঞ্জকত্ব যে প্রকরণ প্রাভূতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে তাহা আমাদের মত-মজ্ঞ হই। কিন্তু তাহাদেব সেই বাঞ্জকত্ব কখনও স্বরূপে বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান হইয়া থাকে, কখনও বাচক শক্তির জ্ঞান হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে সকল শব্দের বাচকশক্তির জ্ঞান বাঞ্জকত্ব হইয়া থাকে সেইখানে তাহাদেব বাচক স্বার্থেব প্রতীতি ছাড়াই শব্দের স্বরূপেব প্রতীতির দাবা যদি বাঞ্জকত্ব নিম্পন্ন হয় তাহা হইলে সেই বাঞ্জকত্ব শব্দের বাচকত্ব শক্তির জ্ঞান হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না। যদি বাঞ্জকত্ব বাচকত্ব শব্দের জ্ঞান নিম্পন্ন হয় তাহা হইলে অতি অবশ্যই মানিতে যে বাচ্যবাব ভাবেব প্রতীতির পদ ব্যঞ্জ্যার্থেব প্রতীতি হয়। এই যে পৌরুষাপব্যবহর ইহা শুদ্ধ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া অনেক সময় যদি লক্ষিত না হয় তাহা হইলে কি বলা যাইতে পারে; যদি বাচ্য অর্থের প্রতীতি

বলা হইলেও, যদি বসাদি বাচ্যেবই দৃশ্য হয় তবে দুই পক্ষ অবলম্বন করা সম্ভব—হয় তাহা বসাদিসদৃশ হইতে পারে, না হয় মাণিক্যগত উৎকৃষ্টত্বসদৃশ হইতে পারে। প্রথম পক্ষ গ্রাহ্য নহে, বাবণ সকল লোকেব কাছে তাহা ঐক্যে প্রতিভাত হয় না। দ্বিতীয় পক্ষও গ্রহণ কবা যায় না কাবণ রত্নাদিব উৎকৃষ্টত্বের জ্ঞান তাহা দৃশ্য হইতে অনতিরিক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় না। ঐক্য হেতু প্রথম পক্ষেও গাটে। এই কথাটি “জ্ঞানাত্ম” হইতে আবণ্ড করিয়া “ন চৈবম” পশ্যন্ত বলা হইয়াছে। ইহাই সমর্থন করিতেছেন—নহীতি। অতএব চোতি যেহেতু বসাদি বাচ্যেব ধর্মরূপে প্রতীত হয় না এবং যেহেতু রসপ্রতীতিতে বাচ্যপ্রতীতি সর্বথা অমুপযোগী, সেই জগুই বাচ্যপ্রতীতি ও রসপ্রতীতির মধ্যে ক্রম অবশ্যই থাকিব, কাবণ যাহাবা একসঙ্গে থাকে তাহাদেব মধ্যে উপকার্য-উপকাবক ভাব থাকিতে পারে না। কিন্তু সহদয় ব্যক্তি তাহার ভাবনায় অভ্যস্ত বলিয়া বাচ্য ও ব্যাঙ্গ্যের সেই ক্রম লক্ষিত হয় না; তাহা না হইলে লক্ষিত হইত।—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যিনি পূর্বে বলিয়াছেন যে রস প্রতীতিবিশেষ স্বরূপ জ্ঞানরূপ মতে রসাদির প্রতীতিতে ব্যপদেশিবৎ ভেদ আরোপ করা হইবে। অন্ততঃ এইরূপ ব্যবহার হয়।

ছাড়াই শুধু প্রকরণে (প্রসঙ্গের) সঙ্গে অবিলম্বে সম্পর্কে সম্বন্ধ শব্দের দ্বারা বসাদি প্রতীতি উৎপন্ন হয় তাহা হইলে যে সকল বোদ্ধা ব্যক্তি বা নিজে বা বাচ্য ও বাচকের সম্বন্ধ জানেন না, যাহারা কেবল প্রসঙ্গ ভাগ করিয়া অবধারণ করিয়া দেখেন নাহ, তাহাদেবও শব্দ শুনিবামাত্রই ব্যঙ্গ্য প্রতীতি হইবে। যদি বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থ একত্রে সঙ্গে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে বাচ্য প্রতীতি যে বসাদি প্রতীতি বিনিমিত্ত্বরূপ সেই উপযোগিতা থাকে না আব সেই উপযোগিতা থাকিলে তাহা বা একই সঙ্গে উৎপন্ন হইতে পারে না। গীতাদিশব্দের দ্বারা শব্দের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য প্রতীতি বজ্রই ব্যঞ্জকত্বের সৃষ্টি

আবার *হৃৎ পাণ ব* ১০ চোব অতিবাক হইতে শুউক কিন্তু ভুমিহ তো বিজ্ঞ যে ন লজ্জা হয় ন। সেত কম কল্পনা পমাণও নাহ। কাবল গুণ ও বসাদিবেক দ্বারা দেখা যায় যে শব্দমাাত্রের উপযোগিতাব দ্বারা পদশূন্য স্বরূপ গীতাদিতে অর্থপ্রতীতিব্যাতিবেক বস প্রতীতির উদয় হইয়া থাকে। স্তব্ধতা একই সামগ্রী দ্বারা বাচ্য বা ব্যঙ্গ্য সম্বন্ধ বসাদি প্রকাশিত হয়। তাই বাচ্য অর্থ প্রতীতিপাদন এবং ব্যঙ্গ্য এইরূপ দুইটি ব্যাপারের কল্পনা করিয়া কে- লাভ নাহ। তাই বলিতেছেন—ন দ্বিতি। যেখানে গীতশব্দাদিবও র্থ আছে সেইখানেও সেই বাচ্যপ্রতীতি বসাদি পক্ষে অল্পযোগী, কারণ বাচ্য অর্থের অল্পসংখ্যে হেয় করিয়া গ্রামবাগের অল্পবর্তনের দ্বারা বসের উদয় হয় এইরূপ দেখা যায়। বাচ্যপ্রতীতিও যে সর্বত্র হয় এইরূপ দেখা যায় না। তাই বলিতেছেন—ন চেতি। তেষামিতি—গীতাদিশব্দসমূহেব। অর্থাৎ শব্দের দ্বারা বাচ্য, বিলাপ প্রভৃতি নির্দেশ করা হইয়াছে। অল্পমতিমিত। “স্বার্থঃ শব্দো বা” ইত্যাদিতে (১১৩) বলিয়াছি। ন তহীতি। তাহা হইলে গীতের দ্বারা অর্থের বোধ ছাড়াই কাব্যশব্দ হইতে বসের প্রকাশ হইত কিন্তু সেইরূপ হয় না। তজ্জন্ত বাচকশক্তিরও অপেক্ষা করা দরকার। সেই শক্তি বাচ্যে নিহিত থাকে, তাই পূর্বে বাচ্যের প্রতিপত্তি হয় এইরূপ বুঝিতে হইবে। তাই বলিতেছেন—অর্থতি। তদ্বিতি—বাচকশক্তি। বাচ্যবাচকভাবেতি—তাহাই বাচকশক্তি বলিয়া কথিত হয়। কথাট।

হয় তাহাদেরও স্বরূপের প্রতীতি এবং ব্যঞ্জকত্বের প্রতীতি—ইহাদের মধ্যে পৌৰ্ব্বাপর্য্যক্রম অবশ্যই থাকে। যে রসাদি বাচ্য অর্থের বিরোধী নহে, যাহা বাচ্যার্থ বিশেষ হইতে পৃথক্ তাহার মধ্যে শব্দের সেই ক্রিয়া-পৌৰ্ব্বাপর্য্যক্রম লক্ষিত হয় না, কারণ তন্মধ্যে যে সকল শব্দ-সংঘটনা থাকে তাহারা রসাদিপ্রতীতিরূপ ফল আনয়ন করে ; ঐ সকল শব্দ সংঘটনা নিজের বিষয় ছাড়া অণু কিছু প্রকাশ করিতে পারে না এবং সেইখানে বাচ্যপ্রতীতির অপেক্ষা না করিয়াই অতি শীঘ্র রসাদির উপলব্ধি করা হয়। কোন কোন জায়গায় কিন্তু এই ক্রম লক্ষিতই হয়। যেমন অনুরণনরূপ ব্যঙ্গের প্রতীতিতে। যদি প্রশ্ন করা যায়, সেইখানেই বা কি করিয়া লক্ষিত হয়, তত্ত্বতরে বলা হইতেছে—

দাঁড়াইল এই—বাচ্য অর্থ রসাদির ব্যঞ্জক না হয় নাই হউক। শব্দ হইতেই রসাদির প্রতীতি হয়তো হউক। তথাপি শব্দের দ্বারা রসপ্রতীতির উৎপাদন করিতে হইলে শব্দের নিজের বাচকশক্তির অপেক্ষা অবশ্যই করিতে হইবে। এইভাবে প্রমাণিত হইল যে বাচ্য অর্থের প্রতীতি রসপ্রতীতির পূর্বে হয়। আপত্তি হইতে পারে যে গীতাदिশব্দের ক্ষেত্রেই ত্রায় বাচকশক্তি এইস্থলেও অমুপযোগী ; যেখানে একবার শুনিলেই কাব্যে রসাদির প্রতীতি হয় বলা যাইতে পারে সেইখানে সমুচিত প্রকরণাদিজ্ঞানের সহকারিতা নাই। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যদি চেতি। কাহাকে প্রকরণের জ্ঞান বলা হয় ? ইহা কি অগ্ৰবাক্যের সহায়ত ? না, অগ্ৰবাক্যের বাচ্য অর্থ ? এই উভয়ের জ্ঞান হইলেও প্রস্তাবিত বাক্যের অর্থ না জানিলে রসোদয় হয় না। স্বয়মিতি। যাহাদের কাছে অপর কোন ব্যক্তি প্রকরণ বুঝাইয়া দিয়াছেন—ইহাই ভাবার্থ। বাচ্যের প্রতীতি থাকিলে রসাদির প্রতীতিও থাকে, বাচ্যের প্রতীতি না হইলে রসাদির প্রতীতিও হয় না। তাই বাচ্য-প্রতীতির সঙ্গে রসাদিপ্রতীতিব অদ্বয়ব্যাতিরেকী সম্বন্ধ আছে। এই বাচ্য-প্রতীতির অস্তিত্ব ও অভাব দেখিয়া সত্যের অপলোপ করিয়া যদি এই অদ্বয়-ব্যাতিরেকী সম্বন্ধযুক্ত বাচ্যপ্রতীতিকে রস প্রতীতির একমাত্র প্রসোজক বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে মাৎসর্য্য ছাড়া আর কিছুই পোষকতা করা হইবে না। ইহাই অভিপ্রায়। আচ্ছা, বাচ্যের প্রতীতির উপযোগিতা থাকে তো

থাকুক, তাহাবও বসাদির প্রতীতিব মধ্যে ক্রম স্বীকার কবাব দবকাব কি ? ইহাবা একই সঙ্গে থাকে, একই সামগ্রীর অধীন—ইহাই তো বাচ্যের প্রতীতির উপযোগিতা। এহ আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন,—যথেষ্ট। এইই যদি উপযোগিতা হয়, তাহা হইলে ইহাদেব উপকায্য উপকাবক ভাব থাকে না; ইহাতে শুধু নামকরণ হয়, ইহাব মধ্যে কোন বস্তু থাকে না। উপকাবক যে উপকায্যেব পূর্বে থাকে তাহা ডুমাই স্বীকার কবিয়াছে, তাই বলিতেছেন—যেষামিতি। বাচ্য প্রতীতিব পূর্বে থাকে ইহা আমবা। ইহাদেব দেওয়া গীতাদি দৃষ্টান্তেব দ্বাযাই সমর্থন কবিব। প্রশ্ন হইতে পাবে, ক্রম যদি থাকেই তবে তাহা লক্ষিত হয় না কেন? এই আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন তাঁহি। ‘ক্রিয়া পৌরুষাপ্যম্’ ইহার দ্বাবা ক্রমেব স্বরূপ বলিতেছেন—ক্রিয়োতি। এক্ষে—বাচ্যেব প্রতীতি ও ব্যাক্যাব প্রতীতি, এই দুই ক্রিয়া। অথবা অভিধাব ব্যাপাব এবং ব্যঞ্জনাব পৰপধ্যায়ভুক্ত ধ্বনন ব্যাপাব। ইহাদেব পৌরুষাপ্য প্রতীতি হয় না। কোথায় ? তাই বলিতেছেন—রনাদৌ। সেই বসাদি বিষয়ে। কিরূপ বিষয়ে ? অভিধেয়াস্তবৎ অর্থাৎ সেই সেই বাচ্য অর্থ হইতে বিভিন্ন সর্বপ্রকারে অনভিধেয় বিষয়ে এই ক্রম অন্তর্ভুক্ত হইবে। যেখানে ক্রম লক্ষিত হয় না সেইখানে ব্যাক্য অর্থ ব্যাচ্য অর্থের বিবোধী নহে, বিবোধী হইলে ক্রম অবশ্যই লক্ষিত হইবে। কেন লক্ষিত হয় না ? নিমিত্ত সূচক সম্পর্কীব দ্বাবা নির্দিষ্ট, অনন্তসাব্য তৎফলরূপ এত্ব হেতুগত হেতু বলিতেছেন—আশুভাবিনীষিতি। অনন্তসাব্যতৎফলঘটনাঃ—পূর্বেই গুণনিকূপণ প্রসঙ্গে মাদুযাদিলক্ষণযুক্ত সংঘটনা প্রতিপাদিত হইবাছে তাহাবাৎ তৎফলঃ বসাদি প্রতীতি বলা হইবাছে, অনন্তঃ—সেই ফল অনন্তঃ পরে, তাহাট সাব্যস্ত হইবাছে; তাহাবাৎ সংঘটনাব দ্বাবা ককণবসাদিব প্রতীতি সাব্যস্ত। কথ্যটা দিচ্চন এহ—গুণবিশেষে কাব্যে বসাদি বসাদেব অটিলতা না পাই। সংঘটনাব প্রয়োগ হয় তবে সেইজন্য ক্রম লক্ষিত হয় না। প্রায়, ১০ ১০ এইরূপ ভাবে অবস্থিত থাকে তাহা থাকুক। কিন্তু ক্রম কেন লক্ষিত হয় না ? এইজন্য বলিতেছেন আশুভাবিনীষিতি। বাচ্য অর্থের প্রতীতিব বাল প্রতীক্ষা না কবিয়াই বসাদিকে অতি শীঘ্র ভাবিত কবে অর্থাৎ তাহাব আশ্বাদকে আনয়ন কবে। বসাদি সংঘটনাব বাবা ব্যাক্য হয়। অর্থের জ্ঞানেব সংযোগ না হইলেও বাচ্যার্থ জ্ঞানাব পূর্বেই সমুচিত সংঘটনাব অবগন হইলেও

‘ইব’ প্ৰভৃতি উপমাৰূপক শব্দ না থাকায় বাচ্য ও ব্যঞ্জনৰ মধ্য য়ে ‘উপমান-উপমেব’ ভাব আছে তাত। অৰ্থেৰ সামৰ্থ্যেৰ দ্বাৰা আক্ষিপ্ত হইযাছে। সেইখানেও বাচ্য গুলফাব এবং ব্যঞ্জ্য গুলফাবেন প্ৰৱৰ্ত্তনৰ পোকাপয়াক্ৰম সহজতই লক্ষ্য হয়।

যে শব্দশক্তিগনক অনুবৰ্ণনকপব্যঞ্জননি পদেব দ্বাৰা প্ৰকাশিত হয় তাহাব মধ্যও যে বিশেষণ পদ উভয় অৰ্থ বুঝাইতে পাবে ‘যথা’, ‘ইব’ প্ৰভৃতি যোজনকপদব ব্যতিবেকে সেই বিশেষণেৰ যোজনা শব্দব দ্বাৰা নিষ্পন্ন না হইলেও আৰ্থব শক্তিবলেই উপলব্ধিৰ বিষয় হয়। সেইজন্য পদবৎ এইখানেও বাচ্য গুলফাব এবং তাহাব সামৰ্থ্যেৰ দ্বাৰা আক্ষিপ্ত ব্যঞ্জ্য গুলফাবেন প্ৰৱৰ্ত্তনৰ মধ্য য়ে পোকাপয়াক্ৰম আছে তাত। সুপমাণিততই হইল। এই উপমাৰ্ক্তি গৰ্হ হইল উৎপন্ন হইলৈও যোহেতু তথাবিধ বিষয়ে হইল উৎপাদনসম্বন্ধবোধক শব্দেব সামৰ্থ্যেৰ দ্বাৰা নিষ্পন্ন হইযাছে তাত ইহা শব্দশক্তিগনৰ পৰিণাম কল্পিত হয়। অবিবক্ষিতবাচ্যৰ্শনিত বাচ্য অৰ্থেব নিজেব যে প্ৰসিদ্ধ বিষয় আছে তাহাব প্ৰতি বিমুখতাব পদই অধোগ্ৰবেৰ পকাশ হয়। তাহ

দেখিয়া গভীৰগতিক পদেব ইমান বহুত ব্যাখ্যা কৰি গেল — তাহাব অৰ্থাৎ শব্দেব অথবা তাহাটো বাচ্যবাদ্যপ্ৰৱৰ্ত্তী শব্দৰ দ্বাৰা তাহাব মত। অৰ্থাৎ সম্পাদনা, যেহেতু ইহা অনগ্ৰসাদা অৰ্থাৎ একমাত্ৰ শব্দব্যৱহাৰ সঙ্ঘাত। এইকপ ব্যাখ্যাব মতে এমন কিছু পাটনাম না যাহাব দ্বাৰা সঙ্গত অৰ্থবাদ হইত পাবে। নিজস্বশীৰ প্ৰচীনেদেব সঙ্গ অৰ্থক বিবাদ কৰিয়া লাভ নাই। যেখানে সংঘটনাব দ্বাৰা বস ব্যঞ্জ্য হয় না, সেইখানে পোকাপয়াক্ৰম লক্ষিত হয়ই—কচিৰ্দ্ধিতি। ব্যঞ্জ্য যখন সৰ্ব্বত্র এককপট্ট হইত তখন তদেবোপা হইতে আসে এই আশঙ্ক। কবিষা বলিতেছেন —

তত্ৰাপীতি। স্ফটমেবেতি। পূৰ্বে ‘অবিবক্ষিতবাচ্য’ ইত্যাদিতে (৩১) বৰ্ণসংঘটনাদি ইহাব ব্যঞ্জক হয় না। গাথাৱিতি। “ভয় বান্ধব” ইত্যাদিতে (পৃ: ২২)। তাহাব সেইখানে ব্যাখ্যাত হইযাছে। শব্দ্যৱিতি। অভিধানিবন্ধন শব্দজনিত হইলেও। উপমাৰূপক—‘যথা’, ‘ইব’ প্ৰভৃতি। অৰ্থসামৰ্থ্যাদিতি। বাক্যেব অৰ্থসামৰ্থ্যেব জগ্ৰ। এইভাবে বাক্যেব দ্বাৰা

পৌৰ্ব্বাপৰ্য্যক্রম অবশ্যস্বাভাবী। সেইখানে বাচ্য বিবক্ষিত হয় না বলিয়া বাচ্যেব প্রতীতিব সঙ্গে ব্যঙ্গ্যেব প্রতীতিব পৌৰ্ব্বাপৰ্য্যক্রমেব বিচাৰ কৰা হইল না। স্মৃতবাং যেমন অভিধানেব (শব্দেব) প্রতীতি এবং অভিধেয় (বাচ্য) অৰ্থেব প্রতীতিব মধ্যে নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব আছে বলিয়া ক্রম অবশ্যস্বাভাবী হয় সেইকপ বাচ্যপ্রতীতি ও ব্যঙ্গ্য-প্রতীতিব মধ্যেও পৌৰ্ব্বাপৰ্য্যক্রম অবশ্যই থাকে। উপবি-উক্ত যুক্তিৰ দ্বাৰা দেখা যায় যে সেই ক্রম কখনও লক্ষিত হয়, কখনও লক্ষিত হয় না। এইভাবে ব্যঞ্জকমার্গ অনুসরণ কৰিয়া ধ্বনিব প্রকাৰ নিকপিত হওয়ায় কেহ বলিবেন—এই ব্যঞ্জকই আৰাব কি পদার্থ? যদি বলা হয় ইহা ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রকাশেব সামৰ্থ্য, তবে পূৰ্ব্বপক্ষী উত্তৰ কৰিবেন, অৰ্থেব যাহা ব্যঞ্জকই তাহা ব্যঙ্গ্যই হইতে পাবে না। ব্যঙ্গ্যত্বেব সিদ্ধি ব্যঞ্জকত্বেব সিদ্ধিৰ উপবেই নিভব কবে; আৰাব ব্যঙ্গ্যেৰ উপবে নিৰ্ভব কবে বলিয়াই ব্যঞ্জকেৰ অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। স্মৃতবাং এখানে অন্তোন্তসংশয় বা উভয়েব মধ্যে পাবস্পন্দিক নিৰ্ভবশীলতা থাকে বলিয়া অব্যবস্থাদোষ হইয়াছে। পূৰ্ব্বপক্ষীৰ এই

প্রকাশিত শব্দশাণ্ডমলক অন্তৰ্গণকপব্যঙ্গ্যধ্বনিব বিচাৰ কৰিয়া পদপ্রকাশিত অন্তৰ্গণকপব্যঙ্গ্যধ্বনিব বিচাৰ কৰিতেছেন—পদপ্রকাশোত। বিবেষণপদ স্মৃতি। ‘দুঃ’ (পৃ: ১০০) এহ পদেব। যোজকমিতি। ‘কপ.’ এবং ‘অহম্’ এহ উভয় পদেব সমানাবিবকবগত্বেব দ্বন্দ্ব সাম্মশ্রল। অভিধেয়তঃসামৰ্থ্য। ক্ষিপ্পালকাবমার প্রতীতিত্যাঃ—যে অলঙ্কাৰ বাচ্য এবং যে অলঙ্কাৰ তাহাব সামৰ্থ্যৰ দ্বাৰা আক্ষিপ্ত এই দুই অলঙ্কাৰ মায়েব প্রতীতি, হৃদাদেব পৌৰা পৰ্য্যাবন। স্মৃতিতং—স্মৃতিস্মিত। ‘ম’ শব্দেব দ্বাৰা দেখাতেছেন যে বস-প্রতীতি সংস্থানেও আক্ষিপ্তমত। এইভাবে বিচাৰ কৰিলে অর্থসম্বন্ধিতা ও শব্দশাণ্ডমলক পাবস্পন্দিবোধো হয় এই আশঙ্কা কৰিয়া বলিতেছেন—সামৰ্থ্যপীতি। এখানে বিবেচন বিড়িত নাই—হুই হুই ভাবার্থ। হুই পূৰ্কেই বিস্মৰিতভাবে নিদীত হইয়াছে, তাই পুনৰাব বলা হইতেছে না স্ববিষয়েতি। ‘অঙ্ক’-শব্দাদিব (পৃ: ৯১) ‘নয়নালোকবিনষ্ট’ এই অর্থসূচক যে বিষয় তাহাতে বিষ্ময়তা বা অনাদব ইহাই অর্থ।

যুক্তির উত্তরে বলা হইতেছে—আচ্ছা, বাচ্যের অতিরিক্ত যে বাঙ্গা আছে তাহার প্রমাণ পূর্বেরই দেওয়া হইয়াছে। তাহার সিদ্ধির উপরে বাঙ্গার তত্ত্বের প্রমাণ নির্ভর করে—ইহাতে প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? পূর্বপক্ষী বলিতে পাবেন, ইহা সত্য বটে পুনরুক্তিত যুক্তিসমূহের বলে বাচ্য অর্থের অতিরিক্ত বস্তু অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে; তাহাকে বাঙ্গা বলিয়া উল্লেখ করা হয় কেন? যেখানে উহা প্রধানভাবে থাকে সেইখানে উহার বাচ্যরূপে নামকরণ করাই সম্ভব, কারণ যাহার অধীন হইয়া বাক্য থাকে তাহাই বাক্যের অর্থ। অতএব যাহাকে বাঙ্গ্য অর্থ বলা হয় তাহার প্রকাশক বাক্যার্থ বাচকত্বেরই ব্যাপার। তাহার অন্য ব্যাপার কল্পনা করিয়া লাভ কি? সুতরাং তাৎপর্য্যবিষয়ক যে অর্থ তাহাই মুখ্যভাবে বাচ্য। তথাবিধ বিষয়ে মান্যখানে যে অন্য বাচ্য অর্থের প্রতীতি হয় তাহা পূর্বোক্ত বাচ্যার্থের প্রতীতির উপায় মাত্র। যেমন পদের অর্থের প্রতীতির উপায়ে বাক্যের অর্থের প্রতীতি হয় এইখানেও সেইরূপ। পূর্বপক্ষীর এই যুক্তির উত্তরে বলা হইতেছে—যেখানে শব্দ নিজের

বিচারো ন কৃত ইতি। নাম প্রতীতির নিরূপণের দ্বারা। এক সঙ্গে থাকে এইরূপ (সহ ভাবের) শব্দা এখানে যুক্তিযুক্ত নহে। ইতিবৃত্তেও ভাগ স্বরূপ যে কৈশিকী প্রভৃতি বৃত্তি আছে রসাদি তাহাদের প্রাণস্বরূপ, উপনাগারকাদি বৃত্তি সম্পর্কেও তাই। কারণ এই উভয় জাতীয় সকল বৃত্তির বিষয় রসাদিই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই যে প্রস্তাবিত বিষয় এই প্রসঙ্গে রসাদির বাচ্যার্থতিরিক্তের সমর্থন করিবার জন্য ক্রম প্রচারিত হইল; ইহাই উপসংহারে বলিতেছেন—তস্মাদিতি। পূর্বে অভিধানের অর্থাৎ শব্দ স্বরূপের প্রতীতি, তাহা হইতে অভিদেয় বা বাচ্যের প্রতীতি। দ্রবত-মুনিই বলিয়াছেন—“যে শব্দসমূহের বিষয় জানা যায় নাই তদ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয় না।” এই জগুই শব্দের রূপ না জানা থাকিলেই প্রশ্ন করা হয়, “বক্তা কি বলিলেন?” সেইরূপ যেমন অবিনাভাবী সম্বন্ধযুক্ত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে ক্রম লক্ষিত হয় না, তেমনি এইখানেও অতিশয় অভ্যাসের জন্য বাচ্য-প্রতীতি ও রসপ্রতীতিব মধ্যে পৌরুষাধ্যাক্রম নাও লক্ষিত হইতে পারে।

অর্থকে অভিহিত কবিয়া অল্প অর্থকে বোঝায় সেইখানে তাহাব নিজেব অর্থ অভিহিত কবাব ব্যাপার এবং তাহা যে অল্প অর্থ বুঝাইবার হেতু হয়—ইহারা একই ব্যাপার হইবে অথবা বিভিন্ন ব্যাপার হইবে। ইহাবা এক হইতে থাকে না, কাবণ ইহাদের বিষয়েব বিভিন্নতা অবশ্যই প্রতীত হয়। তাই শব্দেব যে বাচকত্ব ব্যাপার তাহা নিজেব অর্থ সম্পর্কিত, তাব তাহাব যে গমকত্ব বা বোধকত্বলক্ষণযুক্ত ব্যাপার তাহা অপব অর্থের বিষয় সম্পর্কিত। বাচ্যকে ‘স্ব’-পদার্থের বা স্বার্থের দ্বাবা এবং ব্যঙ্গ্যকে অপব পদার্থের দ্বাবা যে নিদেশ কবা হয় তাহাকে আশ্রয় কবিয়া বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যেব মধ্যে যে প্রভেদেব সৃষ্টি হয় কিছুতেই তাহাব অপলাপ কবা যায় না। একটি (বাচ্যেব) প্রতীতি হয় শব্দেব সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেব দ্বাবা, অপবটির প্রতীতি হয় সেই সম্বন্ধযুক্ত অর্থের সঙ্গে অল্প সম্বন্ধ যোজনা কবিয়া। বাচ্য যে অর্থ তাহা শব্দেব সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সম্পর্কিত; তদতিরিক্ত যে অর্থ তাহা বাচ্যেব সামর্থ্যেব দ্বাবা আক্ষিপ্ত হয় বলিয়া তাহা সম্পর্কান্বিতব সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। যদি সেই অপব অর্থ সাক্ষাৎভাবে শব্দেব সঙ্গে সম্বন্ধ হয় তাহা হইলে অল্প

উদ্যোতবে আবশ্যে বলা হইয়াছে যে ব্যঙ্গকমার্গে ধ্বনির স্বরূপ প্রতিপাদিত হইতেছে, ইদানীং তাহার উপসংহার করা হইতেছে। প্রথম উদ্যোতে ব্যঙ্গক-ভাবে সমর্থিত হইলেও এক প্রকরণত্বক কবিয়া তাহাকে শিষ্টাদেব ক্ষেত্রে সঙ্গি-বেশিত কবিবার জন্ত পূর্বপক্ষেব মত বলিতেছেন—তদেবামতি। কষ্টচিন্তি। মীমাংসকাদিঃ। কিমিদমিতি। যুক্তিব বক্ষ্যমাণ অভিপায়। প্রাগেবেতি। প্রথম উদ্যোতে অনন্তিহাদেব নিবাকরণ-প্রসঙ্গে। এই ব্যবধেও বাক্যসম্বন্ধ দ্বারা ব্যঙ্গ্যের সিদ্ধি হয় না যাংগতে অত্যাগাশ্রয় বা অব্যবহাতি হইতে পারে, অল্প হেতুব দ্বাবাও এই ব্যঙ্গক সাধিত হইয়াছে। তাই বলিতেছেন—তৎসিদ্ধিতি। স ভিত্তি। এই দ্বিতীয় অর্থ থাকে তো থাকুক। তাহাব যদি ‘ব্যঙ্গ্য’ এই নামই দেওয়া হইয়া থাকে, তবে ‘বাচ্য’ এই নামের কোন বা করা হইল না কেন? যাহা ‘বাচ্য’ বলিয়া বর্ণিত হয় তাহাকে ‘ব্যঙ্গ্য’ এই নাম দেওয়া হয় না কেন। অবগতি কনাইয়াই শব্দেব অর্থ পাওয়া যায়, তাহাই বাচকত্ব। যে পর্য্যন্ত শব্দেব অভিধা পছন্দায় তৎপর্য্যন্তই শব্দেব

অর্থ বুঝাইতে তাহার ব্যবহাব হইতেই পাবে না। সুতবাং এই দুই ব্যাপাবেব বিষয়ের পার্থক্য সুপ্রসিদ্ধই; ইহাদের আকারের (রূপের) পার্থক্যও প্রসিদ্ধই বটে। যাহাই অভিধানশক্তি তাহাই অবগমন বা বোধন শক্তি নহে। কাবণ বাচকত্ব শক্তিহীন।

গীতাদি শব্দের দ্বাবাও বসাদিলক্ষণযুক্ত অর্থ বোঝা ন হয় ইহা দেখা যায় এবং শব্দহীন প্রচেষ্টাদিও অর্থ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে পাবে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। তাই “ব্রীড়াযোগান্নতবদন্যা” ইত্যাদি শ্লোকে (পৃঃ ১৮৮) সুকবি অঙ্গভাঙ্গিরূপ প্রচেষ্টাকে অর্থ প্রকাশের হেতু বলিয়াই দেখাইয়াছেন। সুতবাং শব্দেব নিজের অভিব্যাপ্যাব এবং তাহান অন্ম অর্থ বুঝাইবার নিমিত্ত হওয়ার শক্তি ইহাদের ভেদ বিষয়ের পার্থক্যেব জন্ম এবং আকারের (রূপের) পার্থক্যেব জন্ম স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে। যদি স্বীকার করা যায় যে এই দুই ব্যাপাবেব মধ্যে পার্থক্য আছে তাহা হইলে যে অবগমন বা বোধনশক্তি বাচ্য অর্থের সামর্থ্যেব দ্বাবা অন্ম অর্থ বে কায় তাহাকে বাচ্য বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। ইহা যে শব্দেব ব্যাপাবেব অন্তর্গত তাহা আমাদেরও

অভিধায়কত্ব—ইহা বলাই উচিত। সেই প্রধানীভূত অর্থেও সেই পর্য্যন্ত তা অর্থাৎ অভিধায় তাৎপর্য্য রহিয়াছে। সুতবাং ধর্মিব যে রূপ শিবোধাদ্য বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে তাহা অভিধাব্যাপাবেব দ্বারা হয় ইহাই যুক্তিযুক্ত।

তাই বলিতেছেন—যত্র চেতি তৎপ্রকাশিন ইতি। ব্যঙ্গ্যসম্বৎ অর্থ য়ে বাক্য প্রকাশ কবে তাহাব। উপাঙ্গমাত্রমিহি ইত্যাদি দ্বাব সাধারণভাবে ভট্টমতাবলম্বী এবং প্রভাকরমতাবলম্বী মতাদ্বন্দ্বদেব এবং বৈয়াকরণদেব মত স্থচিত কবিতেন। ভট্টমতাবলম্বী মতে “পদসমূহ বাক্যার্থের অবগতির ভগ্নই উপায়রূপে প্রবৃত্ত হয়। সুতবাং অন্তর্ভুক্তার্থেব উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত কার্যেব জননশক্তিব লগ্ন তাহাব। বিনাবাণ দ্বীয় অণের প্রতিপাদন করে।” এইভাবে শব্দেব সাহায্যে পদেব অণেব অবগতি হয় এবং এই পদসমূহের তাৎপর্যেব দ্বারা যাহা উৎপাদিত হয় তাহাই বাক্যার্থ এবং তাহাই বাচ্য। প্রভাকরবদর্শনে পদার্থের একই ব্যাপাব ত্রৈমিত্তিক বাক্যার্থ বিষয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ হয়, সুতরাং সেখানে পদের অর্থই নিমিওযরূপ এবং

অভিপ্রেত, কিন্তু তাহা ব্যঙ্গ্যত্বের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, বাচ্যত্বের দ্বারা নহে। শব্দ তাহার বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা বাচ্য অর্থের সহস্বকযোগ্য করিয়া অগ্ন্য অর্থের প্রতীতি জন্মায়—এই প্রতীতিকে যদি স্বার্থবাচক অগ্ন্য কোন শব্দের বিবখ্যাত কবা যায় তবে সেই স্থলে ইহাকে পূর্বোক্ত শব্দের প্রকাশন বলাই যুক্তিযুক্ত। পদের অর্থ এবং বাক্যের অর্থের মধ্যে যে সহস্বক থাকে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের সম্পর্ক সেইরূপ নহে; যেহেতু কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তিবা মনে করেন যে পদের অর্থের কোন পরিমার্খিক সত্যতা বা স্থিরতা নাই। যাহারা পদের অর্থের অস্থিরতা বা অসত্যতা স্বীকার না করেন তাহারাই মনে করেন যে ঘট ও তাহার উপাদানের মধ্যে যেরূপ সহস্বক আছে পদের অর্থ ও বাক্যের অর্থের মধ্যেও সেইরূপ সহস্বকই মানিয়া লইতে হইবে। যেমন ঘট নিষ্পন্ন হইলে যে সমস্ত উপাদানের দ্বারা তাহা নিষ্পন্ন হয় সেই সমস্ত উপাদানরূপ কারণ আর পৃথকভাবে উপলব্ধির বিষয় হয় না সেইরূপ বাক্য বা তাহার অর্থের প্রতীতি হইলে যদি পদ এবং তাহার অর্থের পৃথকভাবে উপলব্ধি হইতে হয় তাহা হইলে বাক্যার্থের বোধই দূরীভূত হইবে। বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের সম্পর্কে তাহাই পারমাখিকরূপে সত্য। বৈয়াকরণদের মতের বৈশিষ্ট্য এই যে তদনুসারে পদের অর্থও পারমাখিকরূপে সত্য নহে। এই সকল কথা আমরা প্রথম উদ্যোতে বিস্তারিতভাবে নির্ণয় করিয়াছি। তাই পুনরায় প্রযত্ন করা হইতেছে না, শুধু রচনার সঙ্গতি রক্ষার জগ্নই যোজন্য করা হইতেছে। পূর্বপক্ষে এই তিন মতের সম্মিলন করিতে হইবে। অত্রিতি—পূর্বপক্ষ করা হইলে। উচ্যতে ইতি। সিদ্ধান্ত। বাচকত্ব ও গমকত্ব—ইহাদের স্বরূপেরই পার্থক্য আছে এবং শব্দ নিজের অর্থ বুঝাইয়া পরে অগ্ন্য অর্থ বুঝায় বলিয়া এই পৌর্ক্যাপর্ধ্যের ক্রমেব জগ্ন্য বিষয়েরও ভেদ থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে, যাহা হইতে বাচ্য অর্থের প্রতীতি হয় তাহা হইতেই যখন ব্যঙ্গ্য অর্থের অবগতি হয় তখন সেই অর্থকে অগ্ন্য অর্থ বলা হয় কেন? সেই নিজ অর্থবোধক শব্দ যদি অগ্ন্য অর্থের কিছুই না হয় তাহা হইলে শব্দের ‘বিষয়’ এই কথা বলার কি অর্থ থাকে? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—ন চৈদৃতি। ন স্তাদৃতি। ‘এব’-কারের ক্রম বদলাইতে হইবে—“নৈব স্তাৎ”। যাহার

এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে, বাঙ্গা প্রতীকসমূহ হইলে বাচ্য অর্থের তাৎপর্য দৃষ্ট হইত হয় না, কাবণ বাচ্যের প্রকাশের সঙ্গে এবং তাইহাই তাৎপর্য প্রকাশ হয়। সুতরাং বাচ্য ও বাঙ্গার মধ্যে যে সম্পর্ক তাৎপর্য ও প্রদীপের মধ্যস্থিত সম্পর্ক তদনুরূপ; এমন প্রদীপের দ্বারা ঘটিত পানী উৎপন্ন হইলে প্রদীপের প্রকাশ শেষ হইয়া যায় না সেইরূপ বাঙ্গার প্রতীতি জন্মান্তে বাচ্যের প্রতীতির অনসান হয় না। প্রথম উদ্দোহে যে বলা হইয়াছে “যথা পদার্থদ্বারণ” ইত্যাদি (১।১০) তাহান উদ্দেশ্য কেবল এই যে একটি বস্তু (পদার্থ অর্থ—বাচ্য অর্থ) অপূর্ণ বস্তু (বাক্যের অর্থ—বাঙ্গা) উপায়স্বরূপ। আপত্তি হইতে পারে যে এই ভাবে বাক্যের একত্ব সঙ্গে দুইটি অর্থ দৃষ্ট হইবার উপযোগিতা থাকিলে তাহাব বাক্যই নষ্ট হইয়া যাইবে, যেহেতু বাক্যের লক্ষণই এই যে তাহা একার্থবোধক। ইহা দোষের নহে কাবণ অর্থ দুইটি প্রধান ও অপ্রধানভাবে থাকে। কোথাও বাঙ্গা অর্থ প্রাধান্য পায়, এবং বাচ্য অর্থ গৌণ হয়। আবার কোথাও বাচ্য প্রধান হয়

সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই তাহা যুক্ত হয় বলিয়াই অল্প অর্থে ব্যবহার হইতে পারে। এইরূপে বিষয়ভেদের কথা বলা হইল। আপত্তি হইতে পারে বিষয় ভিন্ন হইলেও ‘অঙ্গ’-শব্দাদি অনেক ভাবে এক অর্থই অভিধাব ব্যাপান হয়। এই আশঙ্কা করিয়া রূপভেদের কথা বলিতেছেন—রূপভেদোপপত্তি। যাহা প্রসিদ্ধ তাহাই দেখাইতেছেন—ন হীতি।

বাচকত্ব, গমকত্ব (বা বোধকত্ব) হইতে ভিন্ন নহে এই মিথ্যাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রুত বলিতেছে—অবাচকস্বাপত্তি। যাহাই বাচকত্ব তাহাই যদি গমকত্ব হয় তাহা হইলে অবাচক শব্দের গমকত্ব শক্তি থাকিতে পারে না, আবার গমকত্ব থাকিলেই বাচকত্বও থাকিবে। সম্মত প্রভৃতির শব্দে এবং অধোমুখীনতা, কুচকম্পন, বাষ্পাবেশাদি শব্দবিহীন ব্যাপারে ইহাদের উভয়ের অস্তিত্ব নাই, কাবণ গীতশব্দাদি অবগমনকারিতা এবং তাহাদের অবাচকত্ব প্রসিদ্ধই ইহাই তাৎপর্য। উপসংহারে ইহা বলিতেছেন—তস্মাচ্ছিন্নমতি। ন তর্হীতি। বাচ্যত্ব অভিধান্যাপাববিষয়ক, যে কোন ব্যাপারমাত্রাবিষয়ক নহে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে প্রমাণিত

এবং বাঙ্গা অগ্রগতি হয়। তন্মধ্যে ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য থাকিলে তাহাকে যে ধ্বনি বলা হয় তাহা কথিতই হইয়াছে, বাচ্যের প্রাধান্য হইলে অন্য একপ্রকারের উদ্ভব হয় তাহাব নিদেশ পবে দেওয়া হবে। সুতরাং ইহা নিশ্চয়রূপে পনাদিত হইল বাবে যেখানে বাঙ্গা অর্থ প্রাপ্ত পায় সেইখানে তাবা অভিবেব না হইয়া ব্যঙ্গ্যই হইয়া থাকে।

[illegible]

তাহার প্রাধান্য সেইখানেইও তাহাব স্বরূপের আলাপ করা কেমন কবিয়া সম্ভব হইবে ? এইরূপে ব্যঙ্গকহ বাচকহ হইতে বিভিন্ন হইল। ইহাও তাহাদেব পার্থক্যের অগ্রতম কাবণ যে বাচকহ শুধু শব্দকে আশ্রয় কবিয়া থাকে, ব্যঙ্গকহ শব্দ ও অর্থ উভয়কে আশ্রয় কবে। শব্দ ও অর্থের উভয়ের ব্যঙ্গকহই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অবশ্য উপচাব এব সঙ্কণার দ্বারা গোণীবৃত্তিও শব্দ ও অর্থ উভয়কে আশ্রয় কবে। কিন্তু সেইখানেও ব্যঙ্গকহের আকাবের (স্বরূপের) এব বিষয়ের পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। আকাবের পার্থক্য তো এই গোণীবৃত্তি শব্দেব অপ্রধান ব্যাপার ইহা প্রসিদ্ধ, কিন্তু ব্যঙ্গকহ প্রধান-

বিষয়াকৃত হয় ? এই আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন— প্রতীতেবিতি। সেই অর্থ প্রতীত হয়, কিন্তু বাচ্য-বাচক ব্যাপারের দ্বারা নহে। কাজেই এই ব্যাপার পৃথক্ হই বটে। আপত্তি হইতে পারে যে বাচকত্বশক্তি এইরূপ না হয় নাই হইল, কিন্তু তাৎপর্যশক্তি তো এখানে থাকিতে পাবে। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—ন চেতি। কৈশিদি। বৈয়াকবগণ কহুক। যৈবপীতি। ভদ্র প্রভৃতি কহুক।

সেই নীতিই বুঝাইতেছেন—যথাহীতি। তত্পাদানকাবণানামিতি। এই শব্দেব দ্বারা কপাল প্রভৃতি সমবায় কারণ নিকপিত হইল। যদিও বৌদ্ধ ও কপিলপন্থীদের (সাংখ্য) মতে ঘট প্রভৃতির উৎপাদনকালে উপাদান কাবণগুলিব অস্তিত্ব থাকে না, কারণ বৌদ্ধমতে উপাদান কাবণগুলি ক্ষণভঙ্গুর এবং সাংখ্যমতে তাহারা রূপান্তরিত হইয়া তিবোহিত হয়। তথাপি তাহাদেব পৃথক্ ভাবে উপলব্ধি হয় না। ইহাই এই অংশে দৃষ্টান্ত। দূর্বাবেদিত্তি। তাহা হইলে অর্থের ঐক্য থাকে। এইভাবে প্রস্তাবিত বিষয়ে তাৎপর্যশক্তির সাধক পদের অর্থ এবং বাক্যেব অর্থ সম্পর্কিত ত্রায়ের নিরাকরণ কবিয়া প্রকাশ-শক্তির সমর্থনের জন্য এই প্রশঙ্গে তত্পরযোগী ঘট-প্রদীপতায়ের প্রয়োগ করিয়া বলিতেছেন—তন্মাদিতি। যেহেতু পদার্থ-বাক্যার্থ ত্রায় এখানে যুক্তিযুক্ত হয় না, সেইজন্য প্রকৃত ত্রায়ের বিবরণ দিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে তাহার প্রয়োগ করা হইতেছে—যথৈবহীতি। প্রশ্ন হইতে পারে : পূর্বেই তো বলা হইয়াছে—যেমন পদের অর্থের সাহায্যে বাক্যেব অর্থের অবগতি হয় সেইরূপ ব্যাঙ্গ

ভাবেরই শব্দের ব্যাপার হইয়া থাকে। অর্থ হইতে যে তিন প্রকারের বাঙ্গা উৎপন্ন হয় তাহান ঈষৎ অপ্রধানভঙ্গ দেখা যায় না। আকার-ব্যাপার একটি ভেদ এই- গোণীবৃত্তি অপ্রধানভাবে অবস্থিত থাকিয়া বাচক ও বলিয়াও কথিত হয়। কিন্তু বাচক হইতে বাঙ্গকই ব পার্শ্বীয় খুবই বেশী। ইহাও পাকেরই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আকারের দিক দিয়া আবার একটি প্রভেদ এই যে গোণীবৃত্তি যখন মুখ্য অর্থ হইতে পৃথক অপর একটি অর্থকে উপলক্ষিত করে তখন শব্দের মুখ্য অর্থ লক্ষিত অর্থের মাধ্যমি মিশ্রিত হয় বলিয়াই লক্ষণা সম্পাদিত হয়। যেমন “গঙ্গায়া ঘোষবসতি” ইত্যাদিতে। বাঙ্গকইমার্গে যখন এক অর্থ অল্প অর্থের দ্বারা বাক্য যখন প্রদীপের মত বাচ্য অর্থ নিজের স্বরূপকে প্রকাশিত করিয়াই আনুষঙ্গিক প্রকাশক বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন— “লীলাবতীমলপত্রি গণ্যামাস পাকতী” ইত্যাদিতে। (পৃ: ১৪৬)।

অর্থের পোষক পূর্বে বাচ্য অর্থের পক্ষে। তবে এখন কেন সেই গায় যন্ত্রপূর্ণক নিবাক্ত হইল? এই প্রশ্ন কবিয়া বলিতেছেন যথার্থ। তাহাতি। সর্বল প্রকারে ইহাও যুগপৎ প্রকাশের জ্ঞান। তত্ত্বাঃ—বাক্য-ভাব। বাক্যের অর্থ এক সেই একার্থতা লক্ষণের জ্ঞানই বাক্য এক — এইরূপ বলা হইয়াছে। একবার মাত্র ক্রত হইলেও যে অর্থের সঙ্কেতের স্বরণ কারণে সেই অর্থ যদি সেই লক্ষণের স্বরণের দ্বারা বাক্য যায় তাহা হইলে অর্থের ভেদের অবসর কোথায়? কারণ একটি সঙ্কেতের বিবর্তিত পর আর একটি সঙ্কেতের উদয় হইবে, শব্দের ব্যাপার এইরূপ নহে, আবার বহু সঙ্কেতের স্বরণও একসঙ্গে হয় না। শব্দ যদি পুনরায় ক্রত হয় অথবা সঙ্কেতও যদি পুনরায় স্বল্পপথে আসে তাহা হইলে পূর্বেবটির আব উদয় হয় না। তথ্যোবিত্তি। বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের। তত্ত্বোতি। উভয় প্রকারের মধ্য হইতে যখন প্রথম প্রকার। প্রকারান্তরমিতি। গুণীভূতবাক্য নামক। ব্যাক্ত্যমে-বেতি। প্রকারান্তর। আপত্তি হইতে পারে যে যখন শব্দ যাচ্য অল্পগামী তাহাই শব্দের অর্থ তখন ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য হইলে বাচ্যই হইয়াছে এইরূপ বলাই যায়। উত্তরে প্রশ্ন করা যাইতে পারে: অপ্রাধান্য হইলে কি বলা যুক্তিযুক্ত হইবে? যদি বলা হয়, ব্যাক্ত্য, তাহা হইলে আমাদের পক্ষই

যেখানে অর্থ নিজেব প্রতীতিকে আচ্ছন্ন না কবিস্যদি অথ অর্থকে লক্ষিত কবে সেইখানে যদি লক্ষণাব ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে লক্ষণাই শব্দের মুখ্য ব্যাপাব হইয়া দাডায়, কাবণ প্রায়ই বাক্যসমূহ বাচ্য অর্থের অতিবিক্ত অথ তাৎপর্য্য প্রকাশ করে।

প্রশ্ন হইতে পারে—তোমার মতানুসারেও যখন অর্থ তিন প্রকাৰেব ব্যঙ্গ্য প্রকাশ করে তখন শব্দের আবাব কি ব্যাপাব হইয়া থাকে ? উত্তরে বলা হইতেছে—প্রকবণাদিৰ সাক্ষ অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে জড়িত শব্দের সত্যবাবিতাব্যবহাৰ অর্থ ব্যঞ্জকই লাভ করে, স্মৃতবাং সেইখানে কেমন কবিস্য শব্দের উপযোগিতাব অপলাপ করা যাইবে ? গৌণীকৃষ্টি ও ব্যঞ্জকত্বের বিষয়ভেদ স্পষ্টই, যে হুঃ ব্যঞ্জকত্বের তিনটি বিষয় আছে—বসাদি, অলঙ্কারবৈশিষ্ট্য ও ব্যঙ্গ্যস্বরূপের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত

সিদ্ধ হইল। ইহা বলা হইল—কিকেরিতি। প্রাধান্য হইলে ব্যঙ্গ্য হইবে না, এইকপ আপত্তি আশঙ্কা কবিস্য বলিতেছেন—যত্রাপত্তি। ব্যঙ্গ্যতাব কাবণ হইতেছে অথ অর্থের বোঝা, সম্বন্ধীয় সম্বন্ধিনা এবং সম্বন্ধেব অন্তর্যোগিতা। তাহা পূর্বান হইয়া থাকে স্মৃতবাং ইহাব স্বরূপ অগাহ করা যায় না। উপসংহার হুঃ বলিতেছেন—এবমিতি। নিম্ন ভেদ “স্বরূপেব (আকাবের) ভেদেব দ্বাব। প্রাদিতি। অথ বক্তব্যেব স্থলযোজন। করা হইতেছে তাহাই বলিতেছেন হুঃশ্চেরিতি। ইহাব দ্বাব। দেখাইতেছেন যে সহকাৰী প্রকৃতি সামগ্রী প্রভেদেব দ্বাব। মন্দামক কাবণেবও পৃথক্য হইয়া থাকে। পূর্বান উদ্যোতে পূর্নি লক্ষণ প্রসঙ্গ “যত্রার্থঃ শব্দো বা” —ইত্যাদিতে (১১১৩) ‘বা’ শব্দের প্রয়োগে ‘ব্যক্তঃ’ এই দ্বিবিচনের প্রয়োগ বিচার কবিস্যাব সময় ১১২৭। এবং বস্তু বহু কবিস্য বলা হইয়াছে। তাই পূর্ববৎ সন্নিগ্ধাবে বলা স্মরণ না। এতবৎ পূর্ব ভেদ, স্বরূপভেদ এবং কাবণভেদেব জন্ত মুখ্য পাটক হুঃশ্চেরিতি প্রকাশিত হুঃ ব্যঞ্জকত্বের পার্থক্য প্রতিপাদন করা হইল। কিন্তু যদি শব্দ ও অর্থ এই উভয়েব আশ্রয়ত্বের জন্তই এই উক্ত প্রভেদ বলা হইয়া থাকে, তবে বোঝা ও ব্যঞ্জকত্বের মধ্যে ভেদ থাকে কোথায় ? এই আশঙ্কা কবিস্য অন্ত্য পাট হইতে ব্যঙ্গ্যেব প্রভেদ প্রতিপাদন কবিস্যব অথ বলিতেছেন—ওপরিণামতি।

বস্তু। ওন্দো রসাদির প্রতীতি গোণীবৃত্তির অন্তর্ভূত, ইহা কেহ বলেনও নাহ, কেহ বর্ণনঃ পাবেনও না। ব্যঙ্গ্য অলঙ্কারের প্রতীতি সম্পর্কেই সেই বলা যাহাও পাবে। বস্তুর চাক্ষুসেব প্রতীতি জন্মাইবার জন্য বস্তুর যে অর্থ প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা হয়, যাহা স্ববোধক শব্দের (স্বশব্দের) দ্বারা বোঝান যায় না তাহা হইল ব্যঙ্গ্য অর্থ। এই ব্যঙ্গ্য অর্থ সমাক্রুপে গোণীবৃত্তির বিষয় নহে, কারণ ইহা দেখা যায় যে “সিদ্ধি ও বিশেষ পয়োজন বলাহবার জন্যও গোণ অর্থে শব্দসমূহের প্রয়োগ হয় ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। চার প্রতীতির যেটুকুমাত্র গোণীবৃত্তির বিষয় তাহাও ব্যঙ্গ্যের অন্তর্গত হইয়া থাকে। সুতরাং গোণীবৃত্তিও ইহাতেও ব্যঙ্গ্যের একেবারে পৃথক্। বাচকই এবং গুণবৃত্তি ইহাতে বিভিন্ন হইলেও তাহা ইহাদের উভয়কেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিত থাকে। ব্যঙ্গকও কোথাও কোথাও বাচককে আশ্রয় করিয়া অধিষ্ঠিত থাকে, যেমন বিবাক্তাহাপববাচ্যধ্বনিত। কোথাও বা গোণীবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে, যেমন আবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিত। তাহাদের উভয়েব আশ্রয়ই প্রতিপাদন করিবার জন্যই প্রথমে ধ্বনিব দুই প্রভেদ

উদ্ভাষণবাপী • । শব্দাশ্রয়া ও অর্থশ্রয়া। প্রথম উদ্ভাষণেই উপচাব ও লক্ষণাব বিভাগ করিয়া তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় হইয়াছে। তাহ পুনরায় লিপিত হইল না। মুখ্যতয়েবোতি। গতি বাধা না পাওয়ায়।

ব্যঙ্গ্যত্রয়মিতি। বস্তু, অলঙ্কার ও রসাত্মক। বাচকওমেবোতি। সেইখানেও সেইরূপ সঙ্কেতের উপযোগিতা আছেই। প্রতিপাদিতমিতি। এখনই প্রতিপাদিত হইয়াছে। পবিণত ইতি। নিজেব রূপে প্রকাশিত না হইয়া। কীদৃশ?—মুখ্য অথবা অমুখ্য? কারণ অত্র কোন তৃতীয় প্রকার নাই। মুখ্য হইলে বাচকই থাকিবে; অগ্রথা গুণবৃত্তি, গুণ অর্থাৎ সাদৃশ্যাদি নির্মিত তদ্বাচ্য আনীতবৃত্তি অর্থাৎ শব্দের ব্যাপারই সামগ্রীভেদবশতঃ বাচকই হইতে অতিরিক্ত লাভ কবে। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—উচ্যত ইতি। ব্যঙ্গকই শব্দের গতি একটুও বাধা পায় না, সেইখানে অর্থ কোনরূপেই সঙ্কেতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না এবং তাহা পৃথকভাবে আভাসিত হয়—এই তিনটি প্রকার হইতেই গোণীবৃত্তির ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। এইভাবে ব্যঙ্গক

উপস্থাপ্ত হইয়াছে। ধ্বনি তাহাদের উভয় কপকেই আশ্রয় কবে বলিয়া ইহা তাহাদের যে কোন একটির সঙ্গে একাত্মক এইকপ বলা যায় না। তাহা বাচকত্বের সঙ্গে একাত্ম হইতে পারে না, কাবণ তাহা কোথাও লক্ষণাব আশ্রয়েও থাকে আবার লক্ষণাব সঙ্গেও তাতাকে একাত্মক বলিয়া বলা যায় না, কাবণ অগ্ন জায়গায় তাহা বাচকত্বকে আশ্রয় কাবয়া থাকে। শুধু উভয়ের ধর্মকে গ্রহণ কবে বলিযাত যে তহা কোন একটির সঙ্গে একাত্মক হয় না তাহা নহে, যেহেতু বাচকাদেশশৃঙ্খলা শব্দেব বস্তুব ও বাচ্যবস্তুব প্রকাশ হয়। উদন্তশব্দেব সগৌণেব বাচকত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহাদেব মধ্যে বাচকত্ব ও লক্ষণ একত্ব দেখা যায় না। শব্দভাষ্য অগ্নিত্ব বাচকত্ব দেখা যায় বলিয়া ইহা বাচকত্ব প্রভৃতি শব্দমূলক বোধ্যতা গ্রাস্ত বচকপ বলা সঙ্গত হইবে না। শব্দেব .৭ সকল প্রকার আছে তন্মধ্যে বাচকত্ব, লক্ষণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রকার হইতে ব্যক্তকত্ব বিভিন্ন, তৎসঙ্গে

ও গৌণবৃত্তিব মনো স্বরূপ বা তাকার সম্বন্ধাব পার্থক্যাব ব্যাখ্যা প্রাপ্যাবদ ভেদেব কথা বলিতেছেন—বিষয়ভেদে পার্থক্য। বস্তুমাং গৌণবৃত্তিব বিষয় হওয়া থাকে, এই অভিপ্রায়ে তাহার বৈশিষ্ট্য দেখাতেছেন ব্যাখ্যারূপাবচ্ছিন্নমিতি। যাহা ব্যক্তনাব বিষয় তহা গৌণবৃত্তিব বিষয় নহে। তাহাব অগ্ন বিষয়ভেদও যোজনীয়। সেই বিষয়ে প্রথম প্রবাবেব কথা বলিতেছেন - তত্রিতি। ন চ শক্যত ইতি। কাবণ লক্ষণাব সামগ্রী সেইখানে থাকে না, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তথৈবেতি। সেইখানে গৌণবৃত্তিব স্বাক্ষতি হয় না। বস্তুব পূর্বে যে বিশেষণের প্রয়োগ কবা হইয়াছে তাহা পুনরাবৃত্তি বলিতেছেন—চাক্ষরপ্রতীত্য ইতি। ন সর্কমিতি। কিঞ্চিৎ তব, যেমন “নিঃখাসান্ধ ইবাদর্শঃ” ইত্যাদিতে (পৃ: ২১)। যেহেতু বলাই হইয়াছে, “কস্মিন্ধ্বনিভেদস্ত সা তু স্তাহপলক্ষণম্” (১১৬)। প্রসিদ্ধিবশতঃ—লাবণ্যাদি শব্দসমূহ, অহুরোধ অর্থাৎ ছন্দের ও প্রয়োগেব অহুবোব, যেমন ‘বদতি-বিসিনীপত্র শয়নম্।’ (পৃ: ৭৪) ইত্যাদিতে। প্রথম উদ্যোতে “কটাঃ যে বিষয়েহৃদ্র” (১১৬)-এই প্রসঙ্গে। ন সর্কম্—যেমন আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি সেইরূপই। স্পষ্ট কবিয়া বলিতেছেন—যদপি চেতি। গুণবৃত্তে:

যদি ব্যঞ্জককে এই সকল শব্দ-প্রকাৰেব অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কল্পনা করা হয় তাহা হইলে তাকে শব্দের বৈশিষ্ট্য বলিয়াই বেন পরিকল্পনা করা হয় না? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—শব্দের ব্যবহাবে তিনটি প্রভেদ আছে, বাচকত্ব, গোণীবৃত্তি এবং ব্যঞ্জকত্ব। তন্মধ্যে ব্যঞ্জকত্ব-ঘটিত ব্যবহাবে যখন ব্যঞ্জকত্ব প্রাধান্য লাভ করে তাহাব নাম হয় ধ্বনি, তাহাব অবিবাক্ততবাচ্য এবং বিবক্ষিতাত্মপৰবাচ্য এই দুই প্রকাৰেব প্রভেদ আছে গ্রন্থেব প্রথম অংশেই সৰ্বিস্তাবে তাহাব নির্ণয় কবা হইয়াছে।

অপৰ কেহ বলিতে পাবেন—আচ্ছা, বিবক্ষিতাত্মপৰবাচ্য ধ্বনিতে গোণীবৃত্তি নাই, এই মত যুক্তিসঙ্গতই। যেহেতু যেখানে অশ্রু অর্থের প্রতীতিব পূর্বে বাচ্য ও বাচকসম্পর্কিত জ্ঞান থাকে সেইখানে কেমন কবিয়া গোণীবৃত্তিব প্রয়োগ হইবে? কিন্তু যেখানে কোন নিমিত্তকে উপলক্ষ্য কবিয়া গোণীবৃত্তিতে শব্দ তাহাব নিজের অধিকে একেবাৰে

পকম্যৎ। গোণীবৃত্তিব সমাশ্রয়ত্বের দ্বাৰা বাচকত্ব হইতে, বাচকত্বেব সমাশ্রয়ত্বেব দ্বাৰা গোণীবৃত্তি হইতে—এইরূপ ক্রমাশ্রয়ে। এই উভয় হইতেই ব্যঞ্জকত্ব বিভিন্ন, ইহা এখন প্রতিপাদন কবিতোছেন—বাচকত্বেরি। ‘চ’-শব্দ অবধাবণ বুঝাইতেছে, ‘তাহাব সমাশ্রয় কাবয়া লইতে হইবে; ‘অপি’ শব্দেবল তাই। (বাচকত্ব গোণীবৃত্তিবিলক্ষণস্বাচীনত্ব তদুভয়াশ্রয়ে ব্যবস্থানমাপ—এইরূপ পাঠ হইবে।) কেবল পূর্বেবক্ত ক্রিয়াকলাপই যে (এখানে প্রযোজ্য) তাহা নহে, ব্যঞ্জক ই মুখ্য বাচকত্ব এবং উপচারসঙ্গাত গোণীবৃত্তি এই উভয়কেই আশ্রয় কাবয়া অবস্থান কবে; এই হেতুেব জগত ইহা বাচকত্ব ও গোণীবৃত্তি হইতে বিভিন্ন। এই ব্যাপ্তিব সাহায্যে এই বৈলক্ষণ্য প্রমাণিত হয়। সুতবাং এই তাত্পৰ্য্য পাওয়া গেল—এই উভয় ব্যাপ্তিবকে আশ্রয় কবে বলিয়া হই। যে কোন একটি হইত—বিভিন্ন। ইহান্ন ভাগ কবিয়া বলিতেছেন—ব্যঞ্জকত্ব-হীতি। প্রথমতঃবর্ণিত। প্রথম উদ্যোতে “স চ” ইত্যাদি (পৃ: ১০) গ্রন্থ রচনাব দ্বাৰা। অশ্রু হেতুেব সূচনা কাবতেছেন—নোতি। বাচকত্ব, গোণত্ব এই উভয় বৃত্তান্ত হইতে বিভিন্ন বলিয়া, এই হেতু সূচিত হইল। তাহাই প্রকাশ কবিতোছেন—

স্বাক্ষর কবিতা অথবা বিষয়ে আনোদিত হয়, যেমন “বালকটি হাণ্ড”
অথবা “যশোনেত্র” শিরোনামে নিজেব অথবা পান্ডিত্য নানা
তাত্ত্বিক স্বাক্ষর কবিতা অথবা বিষয় অধিকাংশ করে, যেমন “স্বাক্ষর
ঘোষণা”। “স্বাক্ষর”ই গোলাবর্ণিত নাই এমন কথা বলা হয়।
“স্বাক্ষর” “স্বাক্ষর” অবিবক্ষিত বাচ্য উৎপন্ন হয়। এই ক্ষেত্রে
নিবন্ধ প্রাপ্ত পত্র বাচ্য নিবন্ধিত, দেখা যায় যে বাচ্য উৎপন্ন হয়।
নিজ স্বাক্ষরে পত্রটি হয় এবং অত্র অর্থও নোমান হয়; শব্দ
স্বাক্ষরে ব্যক্তিগত ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত। ব্যক্তিগত কথা কই
বলে যাওয়া নিজেব কপকে প্রকাশিত কবিতাই পনের পোষক হয়।
সেইরূপ বিষয়ে বাচ্য হইবেই ব্যক্তিগত হয় বলিয়া ওখান গোলাবর্ণিত
ব্যবহার কখনই কবা যাইতে পারে না। কিন্তু অবিবক্ষিত বাচ্য
কমন কবিতা গোলাবর্ণিত হইতে পৃথক হইবে? যেহেতু তাত্ত্বিক
যে দুই প্রকার ভেদ আছে তাত্ত্বিক গোলাবর্ণিত দুইটি প্রকারে
কণ অগ্রাণ্ডিত দেখা যায়। উক্তবে বলা যায়—ইহাও নোমেন নহে,

কথা হিঁচাদি বদ্বা। ১৩মামিত্তি। মঙ্গোতাদিব শব্দসংগে। গাজ হুঙ
শ্ৰুতিও বাবতেছেন—শব্দাদ্যন্তেতি। বাচক ও গোণত্র হইতে ব্যঞ্জন বিভিন্ন,
ইহা শব্দ হইবে অল্প জ্ঞাপয়ণ থাকে, সুএবাং ইশ অনমানস্য পমেবে
জায়—এই হেতু স্রুতি হইল। আপত্তি হইতে পাবে যে যাবচ শব্দেব
চেষ্টাদিতে যে নামক তাহা বাচক হইতে বিভিন্ন হয় ত ইউক নিখ
ব্যঞ্জক বাচবে আচ্ছ তাহা বাচক হইতে অপৃথক হইবে। এখানে
আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন—সদীতি। ‘আদি’ পদেব দ্বারা গোণ অর্থ প্রকাশ
হইয়াছে। শব্দশৈবেতি। ব্যঞ্জক ও বাচক—ইহাবা যদি কে পক্ষ্যাত্মক
বলিয়া কল্পিত হয় তাহা হইলে ব্যঞ্জক ও শব্দ ইহাবা এক পক্ষ্যাত্মক
হইবে না, কাবণ ইচ্ছাবতো বাবা নাই। ব্যঞ্জকেব স্বরূপ পৃথক কবি
দেখান হইয়াছে। তবে তাহা কেমন কবিয়া বিষয়ান্তরে অর্থাৎ বাচক
বাচিকাস্থ হইয়া পড়িলে? এইভাবে দেখিলে অনুমান করা সম্ভব হইবে
যে পরীক্ষিত বাক্য অগ্রিমুক্ত নহে। যে বিভাগ এখন প্রতিপাদিত হইল
তাহার উপসংহাৰ করিতেছেন—তদেবমিত্তি। ‘ব্যবহাৰ’ বলান ভুল

যেহেতু অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি গোণীবৃত্তির মার্গ আশ্রয় করিলেও তাহার ও উহার রূপ একেবারে এক নহে, কারণ যেখানে ব্যঞ্জকত্ব মোটেই নাই সেইখানে গোণীবৃত্তি আছে এইরূপ প্রয়োগও দেখা যায়। যে ব্যঙ্গ্য অর্থকে চাক্ষুশের হেতু বলিয়া বলা হইয়াছে তাতাকে বাদ দিয়া ব্যঞ্জকত্ব অবস্থান করে না। কিন্তু গোণীবৃত্তি অভিন্নরূপে হুঁভাবে উপচারিত হইতে পারে—ইয় বাচ্যধর্মকে আশ্রয় করিয়া অথবা শুধু ব্যঙ্গনার প্রয়োজনকে অঙ্গলব্ধন করিয়া। একটি বস্তু অপর কোন বস্তুর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইতে পারে, যেমন তীক্ষ্ণতারূপ প্রয়োজন বুঝাইবার জন্ত বলিতে পারা যায় “বালকটি অগ্নি” অথবা আহ্লাদকত্ব বুঝাইবার জন্ত বলা যাইতে পারে, ইহার মুখই চন্দ্র, অথবা যেমন “প্রিয়ে জনে নাস্তি পুনরুজ্জম” ইত্যাদিতে (পৃ: ৭৫)। আবার লক্ষণারূপ যে গোণীবৃত্তি আছে তাহাও লক্ষণীয় সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে। সেইখানে চাক্ষুশশালী ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতি ছাড়াই লক্ষণা অবশ্যই সম্ভব হয়, যেমন—মঞ্চগুলি

“গঙ্গায় ঘোষবসতি”র পরিবর্তে “সমুদ্রে ঘোষবসতি”র প্রয়োগের নিরাকরণ করা হইয়াছে, যেহেতু ‘সমুদ্র’-পদের সেইরূপ অভিধাশক্তি নাই। আপত্তি হইতে পারে বাচকরূপ উপজীবক বা অবলম্বন এবং তৎসম্মিধিতে স্থিত তদাশ্রিত (অন্তজীবক) গোণীবৃত্তি—এই যে হেতুদ্বয় কথিত হইয়াছে তাহা অবিবক্ষিতবাচ্যে সিদ্ধ হয় না, কারণ তাহা লক্ষণা হইতে অভিন্নদেহ। এইজন্ত বলিতে আরম্ভ করিতেছেন—অগ্নো জ্বলাদিতি। যদিও ব্যঞ্জকত্ব উভয় আশ্রয়ে বিরাজ করে বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তথাপি যিনি মনে করেন যে অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি ও গোণীবৃত্তির বৈষম্য হ্রস্বরূপ্য তাঁহার আশঙ্কা নিবারণের জন্ত বলিতে উপক্রম করিতেছেন। অতএব বিবক্ষিতাত্তপরবাচ্য নামক প্রথম প্রভেদ স্বীকার করিয়া অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিরূপ দ্বিতীয় প্রভেদের প্রতিবেদন করিতেছেন। বিবক্ষিতাত্তপরবাচ্য ইত্যাদি ব দ্বারা দেখাইতেছেন যে পরে যাহা স্বীকার করেন তাহাই নিজেও স্বীকার করিতেছেন। যে যে হেতুবশতঃ গোণীবৃত্তির ব্যবহার হইতে পারে না তাহা দেখাইবার জন্ত গোণীবৃত্তির সমস্ত বৃত্তান্ত

চীৎকার করিতেছে ইত্যাদিতে। যেখানে লক্ষণা চাক্ৰহশালী ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতির হেতু হয় বাচকহের গ্রায় সেইখানেও ব্যঙ্গকহের অনুপ্রবেশের দ্বারাই তাহা সম্ভব হয়। যেখানে অসম্ভাব্য অর্থ বুঝাইতে গোণীবৃত্তির প্রয়োগ হয় যেমন “সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীম্” (পৃ: ৭০) ইত্যাদিতে, সেইখানেও চাক্ৰহশালী ব্যঙ্গ্যের প্রতীতিই প্রয়োজক। তথাবিধ বিষয়েও গোণীবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও ধ্বনির ব্যবহারই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির দুই প্রভেদেই যে গোণীবৃত্তি আছে সেইখানে ব্যঙ্গকহেব বৈশিষ্ট্য নাই। ইহারা অভিন্নরূপ নহে, কারণ সহৃদয় হৃদয়ের আহ্বাদকারী প্রতীয়মান্বে প্রতীতি ব্যঙ্গকহের হেতু, অথচ অন্য বিষয়ে এমন গোণীবৃত্তির প্রয়োগও দেখা যায় যাহা চাক্ৰহ প্রতীতির হেতু নহে। এই সকল কথা পূর্বে সূচিত হইলেও স্মৃতিতর প্রতীতির জ্ঞান পুনরায় কথিত হইল। অপিচ, শব্দ ও অর্থের ব্যঙ্গকত্বলক্ষণযুক্ত যে ধ্বনি তাহা যে প্রসিদ্ধ বাচক সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছে—ইহা কাহারও সন্দেহের কারণ হইতে পারে না। শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচক-দেখাইতেছেন—ন হীতি। গুণবৃত্তি—এতা বা অপ্রাপ্ততাব যে ব্যাপ্য (বৃত্তি) তাহা গুণবৃত্তি। অপিচ গুণেন—সাদৃশ্যাদি নিমিত্তের অর্থাস্তব বিষয়েও যে শব্দের বৃত্তি বা সমানারি বর্ণে ব্যবহার তাহা গুণবৃত্তি; ইহা দেখাইতেছেন। যদা বা স্বার্থমিতি—লক্ষণা দেখাইতেছেন।

অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনিতে যে দুই প্রকার আছে এই প্রভেদদ্বয়ের দ্বারা তাহাবই সূচনা করিতেছেন। সেইজ্ঞা ‘অত্যন্তবিস্কৃতস্বার্থ’ এবং “বিষয়ান্তরমাক্রামতি” (অর্থান্তবসংক্রমিতবাচ্য) এই শব্দের দ্বারাও সেই দুই প্রভেদই দেখাইতেছেন—স্বরূপমিতি। প্রদীপাদি ব্যঙ্গক বলিয়া কথিত হয়। প্রতীতির উপপত্তিতে ইন্দ্রিয়াদি করণস্বরূপ, তাই তাহাদের ব্যঙ্গকত্ব নাই। পূর্বপক্ষী এইভাবে ব্যঙ্গকত্ব স্বীকার করিয়া তাহাব প্রতিষেধ করিতেছেন—অবিবক্ষিতেতি। ‘তু’-শব্দ পূর্বপ্রভেদ হইতে বৈশিষ্ট্যের দ্বোতন। করিতেছে। অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনির যে দুই প্রভেদ আছে তন্মধ্যে গোণায়ক ও লাক্ষণিকাত্মক দুই প্রকার লক্ষিত হয় অর্থাৎ প্রকাশিত হয়। পূর্বপক্ষী এই মত পরিহার করিতেছেন—অর্থমপীতি। গুণবৃত্তিমার্গাশ্রয়ঃ—গোণীবৃত্তির যে

ভাবাপ্য যে প্রসিদ্ধসম্বন্ধ আছে তাহাকে উপজীবা কারয়াই অল্প কাবণকলাব সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া ব্যঞ্জকবলক্ষণযুক্ত ব্যাপাব দ্বারা বৃত্ত হয়। এই সম্বন্ধ ঔপাধিক অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট সম্বন্ধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়াও ইহা ব্যঞ্জকরূপ বৈচিত্র্যযুক্ত হয়। এই জন্তই বাচক হইতে ইহাব পার্থক্য। বাচক হইতেছে শব্দের বৈশিষ্ট্যব নৈসর্গিক, অবিচল, নিয়ত আত্মা; বাচ্যবাচকরূপ সম্বন্ধে প্রথম ব্যাপ্তি হইতে আবৃত্ত করিয়া তাহা শব্দের সঙ্গে অবচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া থাকে, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু ব্যঞ্জনাব্যাপাব শব্দের ব্যতিক্রমহীন নিয়ত বৈশিষ্ট্য নহে যেহেতু ইহা ঔপাধিক, অ-নৈসর্গিক এবং বৈচিত্র্যময়। প্রকরণাদিব সঙ্গে অবচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হইলেই তাহাব প্রতীতি হয়, নচেৎ তাহার প্রতীতি হয় না। প্রশ্ন হইতে পাবে, যাহা অব্যভিচারী, অবিচল নহে তাহাব স্বরূপের পবীক্ষা

প্রভেদনয় (মাগ) তাহা সাহাব আশ্রয়, নির্দিষ্টাব জন্ত ইহা ব্যঞ্জনাব পক্ষকক্ষ্যাব নিবিষ্ট হয়। ইহা পক্ষেই নির্ণীত হইয়াছে। ইহাদেব নপেব সে একা নাহ তাহাব হেতু বলিতেছেন ঔপাধির্ভাবতি। গৌণ ও লাক্ষণিক এই উভয়ব্দী হইলেও। আপাত হইতে পাবে যে গৌণীর্বাও যেমন পবিত্র ব্যাপক হইতে পাবে, বাক্য পক্ষেই বলা হইয়াছে—“যে পাবে শব্দের মুখ্য বৃত্তি পবিত্রাগ এবং গৌণবৃত্তিব দ্বারা অর্থ বোঝান হইতেইখানে পাবে বা প্রযোজন উদ্দেশ্য এবং শব্দ প্রযুক্ত হয় তাহাতে শব্দের গতি বাব হয় না।” (১১৭) উপচাব প্রযোজনশব্দ হইতেই পাবে না এবং বাঞ্ছনা ব্যাপাব প্রযোজনশেষ নিবিষ্ট থাকে ইহা তো আপনাবাই স্বীকার করিয়াছেন। এই আশঙ্কা করিয়া দেখা হইতেছেন যে গৌণীর্বা স্থলেও প্রতীতি বাজকই প্রশাস্তি লাভ কবে না, তাই বলিতেছেন-- ব্যঞ্জকত্ব চেতি। বাচ্যবশ্চেতি। বাচ্যবিষয়ক যে ধর্ম অর্থাৎ অভিধাব্যাপাব তাহাব আশ্রয়ে অর্থাৎ তাহাব পবিত্রপোষণেব জন্ত শতার্থাপত্তিতে (“স্থূলকায় দেবদত্ত দিনে ভোজন কবে না”) যে অঙ্গ অর্থ। বাত্রি ভোজনাদি) কল্পিত হয় তাহা যেমন বাচ্য বা অভিধেয় অর্থের (স্থূলকায় ইত্যাদির) মধ্যে পর্যাবসিত হয় সেইরূপ। সেইখানে গৌণ অর্থের উদাহরণ

কবিয়া লাভ কি? উত্তরে বলা যাউতে পারে, ইহাতে দোষ নাই, যেহেতু শব্দেব আত্মার সঙ্গে ইহাব সম্বন্ধ বিচার কবিলে ইহাকে অনিয়ত বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু ইহাব নিজেব ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত বিষয়ে ইহা সেইকপ নহে। এই ব্যঞ্জকত্ববিষয়ে অনুমান-প্রমাণ-বিষয়ক হেতুব (লিঙ্গের) ব্যবহাবেব অনুকপ ব্যবহার দেখা যায়। যে আশ্রয় বা আশ্রয়ে হেতু থাকে তাহাব সঙ্গে হেতুব যে সম্পর্ক তাহা নিয়ত ও নিশ্চিত নহ, কাবণ ইচ্ছানুসাবে তাহা আমাদেব ক্ষানেব বিষয় হইতে পারে বা পাবে না; কিন্তু নিজেব বিষয়ে অর্থাৎ আশ্রয়ে বা পক্ষে তাহাব অস্তিত্ব, সমজ্ঞাতীয় বস্তুতে অস্তিত্ব এবং বিপক্ষজাতীয় বস্তুতে তাহাব অন্তিত্বেব বোধ হইলে ইহাব ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ব্যঞ্জকত্বেব স্বকপ যেভাবে দেখান হইল তাহাও এইকপ। শব্দেব আত্মার সঙ্গে ইহাব যে সম্পর্ক তাহা অবিচল নহে বলিয়া তাহা

দিতেছেন যথোক্ত। দ্বিতীয় প্রকাবও ব্যঞ্জকত্বশূন্য ইহা দেখাহবাব উপক্রম কবিতেছেন—যাপীতি। চাকুয়ই বিশ্রান্তিস্থান, তাহাব অ-াবে সেই ব্যঞ্জকত্ব ব্যাপাব উন্নীলিতই হয় না। কাবণ প্রতীতি সেইখানে প্রত্যাবর্তন কবিয়া বাচ্য অর্থেই বিশ্রান্তি লাভ করে যেন কোন একটি সামান্য লোক লক্ষণকালেব ভ্রান্ত স্বর্গীয় শিভব দেখিয়। পৃথিবীতে বিবিধা আসিয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে, যেখানে বাক্য অর্থে বিশ্রান্তি হয় সেখানে কি কর্তব্য? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যত্রত্বিতি। সেইখানেই অপব ব্যঞ্জনা ব্যাপাব পরিস্ফুট হইয়াহ আছে। পবেব অঙ্গীকৃত দৃষ্টান্তই উল্লেখ কবিয়া বর্ণিতেছেন—বাচকত্ববদ্বিতি। প্রথম ধ্বনিপ্রকাব (বিশ্রান্তিতান্ত্রপরবাচ্য ধ্বনি) অস্বীকার না কবিয়া তুমিই বাচকত্বের মধ্যে ব্যঞ্জনা ব্যাপাব মানিয়া লইয়াছ। অপিচ মুখ্য অণুবল্ল সম্ভব হইলে সেই মুখ্য অণুবল্ল সম্ভব হইয়াই আবেপিত হয়। ইহাদেব বিয়ত্তে হইতেই এককে অপরে আবেপ কবা হয়, ইহা উপচারেব প্রাণস্বকপ। স্ববর্ণপুষ্প তো মূলতঃ অসম্ভব, স্ততরাং সেইখানে চয়নেব আবেপ কেমন কবিয়া হইবে? “স্ববর্ণপুষ্পা পৃথিবী”—এইকপ আবেপ অবশ্যই হইতে পারে। স্ততরাং এখানে ব্যঞ্জনা ব্যাপারই প্রধান হইয়াছে, আবেপমূলক গোণীবৃত্তিব ব্যবহার নহে। ব্যঞ্জনা ব্যাপারের

বাচকত্বের প্রকারবিশেষ এইরূপ কল্পনা করা যায় না। যদি তাহা বাচকত্বের প্রকারবিশেষই হয় তাহা হইলে বাচ্য যেমন শব্দের আত্মার সহিত অবিচলভাবে সর্বদা সযুক্ত থাকে ব্যঞ্জকত্বেরও সেইরূপ হইবে। যে বাচ্যবিদ মীমাংসক শব্দসমূহে শব্দ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধ কল্পনা করেন, যিনি লৌকিক এবং অপৌরুষেয় বেদ বাক্যের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পান তাঁহাকেও তথ্যবিশ্ব ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত অনৈসর্গিক ঔপাধিক ধর্মকে অবশ্যই মানিতে হইবে। যদি মীমাংসক ব্যঞ্জনা অস্বীকার করেন তাহা হইলে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য হইলেও অপৌরুষেয় বেদবাক্য ও লৌকিক বাক্যের অর্থপ্রতিপাদনের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। আর যদি ব্যঞ্জনাকে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে লৌকিক বাক্য সম্পর্কে এই বলা যায় যে সেইখানে শব্দসমূহ বাচ্যবাচকভাব পরিত্যাগ না করিলেও তাহাদের মধ্যে পুরুষের ইচ্ছার বিধান অনুসারে অন্য অনিত্য ঔপাধিক ব্যাপার সমারোপিত হয় বলিয়া তাহাদের অর্থ মিথ্যাও হইতে পারে। ইহা দেখা যায় যে যদিও বস্তুসমূহ নিজেদের

অহরোদেই আরোপ ব্যবহার আসিয়াছে। তাই বলিতেছেন—অসম্ভাবনেতি। প্রয়োজকেতি। গৌণবৃত্তির প্রয়োজন্যাংশ বাদ্যই এবং তাহাই প্রতীতিব বিশ্রাস্তিশূল। আরোপিত বস্তু অসম্ভব হইলেও তাহার মধ্যে প্রতীতির বিশ্রাস্তি আশঙ্কনীয়ও হয় না। গত্যামপীতি। ব্যঞ্জনা ব্যাপারের সম্পাদনের জগৎ ক্ষণকালের জগৎ অবলম্বিত গৌণবৃত্তিতে। তস্মাদিতি। ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত যে বৈশিষ্ট্য তাহার দ্বারা অবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহার মধ্যে সেই বিশেষ বা ভেদ নাই তাহার, অর্থাৎ ব্যঞ্জকত্ব তাহার বৈশিষ্ট্য নয়। অথবা—ব্যঞ্জকত্বলক্ষণ-যুক্ত ব্যাপার বিশেষের দ্বারা অবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহার দ্বারা দিক্ত হইয়াছে স্বভাব যাহার অথবা ব্যঞ্জকত্ববিশেষ যেখানে চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত। তদেকেতি। ব্যঞ্জকত্ব লক্ষণের সঙ্গে যাহার রূপের ঐক্য থাকে; গৌণবৃত্তি সেইরূপ হয় না। ব্যঞ্জকত্ব চারুত্বপ্রতীতির হেতু বলিয়া গৌণবৃত্তি হইতে পৃথক; তাই অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিতে ব্যঞ্জকত্ব বিনশ্চিতবাচ্যস্থিত ব্যঞ্জকত্বের দ্বায়। গৌণবৃত্তির মধ্যে চারুত্বপ্রতীতির হেতু নাই, ইহাই দেখাইতেছেন—বিষয়ান্তর ইতি। “বালকটি অগ্নি” ইত্যাদি দৃষ্টান্তে। প্রাগিতি—প্রথম উদ্যোতে।

স্বভাব পরিবর্তন করে নাই তথাপি অল্প কারণকলাপের প্রভাবে অল্প ঔপাধিক ব্যাপার সম্পন্ন হয় বলিয়া তাহারা স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করিয়া থাকে। তাই চল্ল প্রভৃতি সকল জীবলোকের তাপশাস্তিদায়ক শীতলতা বহন করে; কিন্তু যাহাদের মন প্রিয়ার বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে তাহারা ইহাদিগকে দেখিলে যে সম্যাপ আনয়ন করে তাহা প্রসিদ্ধই। সুতরাং শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য হইলেও যে মীমাংসক লৌকিক বাক্যের অর্থের মিথ্যা প্রমাণ করিতে চাহেন তিনিও বলিবেন যে তাহাতে এমন কিছু প্রকাশ পায় যাহা বাচ্যবাচকের অতিবিক্ত এবং যাহা ঔপাধিক অর্থাৎ যাহা নৈসর্গিক নহে। তাহা ব্যঞ্জকত্বব্যতিরেকে আর কিছু নহে। ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রকাশনই ব্যঞ্জকত্ব। লৌকিক বাক্যসমূহ প্রধানতঃ লোকের অভিপ্রায়ই প্রকাশ করে। পুরুষের এই অভিপ্রায় ব্যঙ্গ্যই, বাচ্য নহে, কারণ তাহার সহিত শব্দের

যে ব্যঞ্জকত্বের স্বভাব অনিয়ত বাচ্যবাচক হইতে তাহা কেন না ভিন্নস্বভাব বিশিষ্ট হইবে? ইহা দেখাইতেছেন—অপিচেতি। ঔপাধিক ইতি। যে ব্যঞ্জকত্ব বৈচিত্র্যের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহার দ্বারা কৃত। অতএব যে অভিধাব্যাপার সঙ্কেতের দ্বারা নিষ্পত্তি তাহা হইতে বিভিন্ন। ইহাই স্মৃতি করিতেছেন—অতএবেতি। ঔপাধিকত্ব দেখাইতেছেন—প্রকরণাদীতি। কিং তস্মেতি। অনিয়তত্বের জগৎ যথেষ্ট কল্পনা করা যাইতে পারে, ইহার কোন পারমার্থিক রূপ নাই। অবস্তুর পরীক্ষা সম্ভব নহে। শব্দাহেতি। সঙ্কেতের বিষয়ে, শুধু পদস্বরূপে। আশ্রয়েষিতি। ধূমের বহির্বোধন শক্তি নিত্য নহে। তাহা অল্প বিষয়েরও বোধ জন্মায় এবং বস্তুর বোধ জন্মায় না এমনও দেখা যায়। এখানে ব্যাপ্যের (ধূমের) পক্ষে (পর্ততে) অগ্নির জিজ্ঞাসা, ব্যাপ্তিস্বরূপে প্রভৃতি বুঝাইতেছে। স্ববিষয়েতি। নিজের বিষয়ে গৃহীত হইলে অর্থাৎ এইরূপে সাধ্যসাধন ভাব গৃহীত হইলে পক্ষে অস্তিত্ব। সমানর্থ-বিশিষ্ট বস্তুতে (স্বপক্ষে) অস্তিত্ব এবং বিপক্ষজাতীয় বস্তুতে অনস্তিত্ব—এই ত্রিরূপদিশ্বে ব্যতিক্রম হয় না। জৈমিনির মতানুসারে প্রথম ভাববিকারের নাম জন্ম, দ্বিতীয় ভাববিকারের নাম সত্তা। এখানে উৎপত্তি (জন্ম) শব্দের দ্বারা সামীপ্যবশতঃ দ্বিতীয় ভাববিকার সত্তাকে লক্ষিত করিতেছে;

বাচ্যবাচকভাবলক্ষণযুক্ত সম্বন্ধ নাই। আপত্তি হইতে পারে যে এই যুক্তিতে সকল লৌকিকবাক্যেই ধ্বনি সংযুক্ত হইয়া পড়িবে, কারণ এইভাবে তর্ক করিলে সকল বাক্যেরই ব্যঞ্জকত্ব থাকে। এই যুক্তি সত্য; বক্তার অভিপ্রায় প্রকাশ করার জন্য যে ব্যঞ্জকত্ব থাকে তাহা সকল লৌকিক বাক্যেই তুল্যভাবে অবশ্যই থাকে। তাহা কিন্তু বাচকত্ব হইতে ভিন্ন নহে; যেহেতু ব্যঙ্গ্য সেইখানে প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হয় না, বাচ্য অর্থের মধ্যে লীন থাকে। যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রধান ভাবে বিবক্ষিত হয় সেইখানে ব্যঞ্জকত্ব ধ্বনিবাবহাবেব প্রয়োজক হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে অভিপ্রায়বৈশিষ্ট্যরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থ শব্দ ও অর্থের দ্বারাই প্রকাশিত হয় সেইখানে তাহা বাচ্যের পরে ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রকাশিত হইয়া প্রাধান্য লাভ করে। আবার ধ্বনির ব্যবহারের ক্ষেত্র অপরিমিত বলিয়া তাহাই ধ্বনির প্রয়োজক হয় না, কারণ তাহার ব্যাপকত্ব নাই। তাই ব্যঙ্গ্যেব যে তিন প্রকারভেদ দেখান হইয়াছে তাহা অভিপ্রায়রূপই হউক আর অনভিপ্রায়রূপই হউক বাচ্য অর্থের অথবা বিপবীত লক্ষণ দ্বারা উৎপত্তি এখানে অমুৎপত্তি বুঝাইতেছে, অথবা প্রসিদ্ধি বস্তু ‘উৎপত্তিক’ শব্দ নিত্যশ্রেণীব। সূত্রবাং মীমাংসকেবা শব্দ ও অর্থের বোবনসামর্থ্যরূপ যে নিত্যসম্বন্ধ ইচ্ছা কবেন তৎকর্তৃক। নিবিশেষত্ব-মিতি। সূত্রবাং বক্তা পুরুষের দে ষ বাক্যে অমুপ্রবিষ্ট হয়, কিন্তু শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া সেই দোষ অকিঞ্চিৎকর হইবে এবং তন্নিমিত্ত পৌরুষেয় বাক্যের অপ্ৰামাণ্যতা সিদ্ধ হইবে না। প্রতিপত্তাই যদি সেইভাবে অযথার্থকপে বাক্যের অর্থগ্রহণ কবেন, তবে বাক্যের কোন অপবাধ হয় না। সূত্রবাং কেমন কবিয়া তাহা অপ্ৰামাণ্য হয়? অপৌরুষেয় বাক্যেও প্রতিপত্তার দোষের জন্য সেইরূপ অযথার্থতা চইতে পাবে। প্রশ্ন হইতে পাবে, শব্দের দক্ষাঙ্গর গ্রহণ স্বীকার করিলেও কেমন কবিয়া তাহা সিদ্ধ হইবে? কারণ শব্দ নিজের অর্থবোবন সামর্থ্যরূপ ধম্ম কখনও ত্যাগ কবে না। এই আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন—দৃশ্যত ইতি। প্রাবাঞ্ছেনেতি। বলাই হইয়াছে—“বক্তা পুরুষের এই অভিপ্রায়, এইরূপেই প্রত্যয় হয়। এই অর্থ এই প্রকারে আসিল, এইরূপ প্রত্যয় হয় না।” সূত্রবাং বক্তাপুরুষের অভিপ্রায়

পরে ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রকাশিত হইলে তাহা সবই ধ্বনির প্রযোজক হইতে পারে। এইরূপ ব্যঞ্জকত্ববৈশিষ্ট্যময় ধ্বনিলক্ষণ করিলে অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তি কোন দোষই হয় না। সুতরাং ব্যঞ্জকত্ব-লক্ষণযুক্ত শব্দেব এই সমগ্র ব্যাপার মীমাংসকদের মতের বিরোধী নহে, বরং ইহা তাঁহাদের মতের অনুকূলই হয় এইরূপ দেখা যায়। যে পণ্ডিতগণ নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত, অশ্রুত শব্দব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহাদের মত আশ্রয় করিয়া এই ধ্বনিব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি; তাঁহাদের সঙ্গে বিরোধ বা অবিরোধের কথা কেন চিন্তা করা হইবে? যে যুক্তিবাদীরা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে কৃত্রিম বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের কাছে শব্দের এক অর্থ প্রকাশ করিয়া আর এক অর্থ প্রকাশ করিবার শক্তির মত এই ব্যঞ্জকত্বাব অনুভবসিদ্ধ এবং তাঁহাদের মতের সঙ্গে ইহার কোন বিরোধ নাই; সুতরাং তাহাদের মত আমাদের খণ্ডনীয় নহে।

শব্দের বাচকত্ববিষয়ে তार्কিকদের সংশয় প্রবর্তিত হয় তো হউক এই শক্তি কি নৈসর্গিক না ইহা কৃত্রিম ইত্যাদিতে সংশয় থাকিতে পারে। (প্রদীপাদি একটি বস্তু বুঝাইয়া যেমন আর একটি অন্তপ্রবিষ্ট হয় বলিয়াই পৌরুষেয় বাক্যে প্রত্যক্ষত্বাদি অণু প্রমাণের দ্বারা অর্থগ্রহণ বাধিত হয়। শব্দঘটিত অম্বয় বাবিত হয় না। এইভাবে “অঙ্গুলীর অগ্রে গত কবির” প্রভৃতি বাক্যে মিথ্যার্থতা কথিত হয়। তেন সহেতি। অনিয়তত্ববশতঃ নৈসর্গিকত্বের অভাবের ক্ষণ। নাস্তরীয়কতয়েতি। “গরু আনয়ন কর”—ইহা শ্রুত হইলে অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলেও সেই অভিপ্রায়-বিশিষ্ট অর্থই অভিপ্রেত আনয়নাদি ক্রিয়ার যোগ্যতা লাভ করে, শুধু অভিপ্রায়েব দ্বারাই কিছু করা হয় না, বিবক্ষিতত্বেনেতি। প্রাধাণ্যের দ্বারা যন্ত ত্রিতি। কাব্য বাক্য হইতে নয়ন-আনয়নের উপযোগী প্রতীতি কেহ চাহে না, কাব্যেব প্রতীতি বিশ্বাস্তিকারিণী, তাহা অভিপ্রায়েব মণ্যেই নির্ভিত থাকে, অভিপ্রেত বস্তুতে পর্য্যবসিত হয় না।

এইভাবে যদি অভিপ্রায়ই ব্যঙ্গ্য হয় তবে পূর্বে যে বলা হইয়াছে যে ব্যঙ্গ্য ত্রিবিধ তাহার সার্থকতা কি? এইরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যত্ত্বিতি। মীমাংসকদের এই বিষয়ে সংশয় যুক্তিসঙ্গত নয়, ইহা দেখাইয়া প্রমাণ

বুঝায়—ইহা যেমন লৌকিক জগতে প্রসিদ্ধ আছে তেমন) ব্যঞ্জকত্ব বাচকত্বের পরে উৎপন্ন হইয়া উপলব্ধির বিষয় হয় ইহাতে সংশয়ের অবকাশ কোথায় ? যে বিষয় অলৌকিক তৎসম্পর্কে তार्কিকদের প্রচুর সংশয় প্রবর্তিত হয়, কিন্তু লৌকিক জগতের প্রত্যক্ষ বস্তু সম্পর্কে নহে । লোকের ইন্দ্রিয়গোচর যে নীল, মধুরাদি তত্ত্ব তাহাতে বিরোধিতার কোন অবকাশ নাই ; তार्কিকেরা সেইখানে সংশয়াচ্ছন্ন হইয়াছেন এমন দেখা যায় না । যাহা অবিসংবাদিতরূপে নীল তাহাকে নীল বলিলে অপর ব্যক্তি বিরোধিতা করিয়া বলেন না যে ইহা নীল নহে, ইহা পীত । সেইরূপ বাচকশব্দ, অবাচক সঙ্গীতস্বনিদের শব্দ এবং শব্দহীন প্রচেষ্টা—ইহাদের সকলেরই ব্যঞ্জকত্ব অনুভবসিদ্ধ ; কে তাহাব অপলাপ করিতে পারে ? বিদগ্ধগোষ্ঠিতে দেখা যায় যে নানারূপ ব্যাপার সুন্দর অর্থ স্মৃচনা করিতেছে, অথচ সেই অর্থের সঙ্গে শব্দের অভিধাব কোন সম্পর্ক নাই । আবার কোন

করিতেছেন বৈয়াকরণদেরও সংশয় থাকিতে পারে না । পরিনিশ্চিতত্ব । পরিতঃ নিশ্চিতং অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা স্থাপিত (পরিনিশ্চিত) ; নিরপভ্রংশং—ভেদপ্রপঞ্চ দূর হইয়া যাওয়ায় অবিভাসংস্কাররহিত ; শব্দার্থ স্বপ্রকাশজ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম । ব্যাপকত্বের জ্ঞাত বৃহৎ ; সকল বিশেষ বিশেষ পদার্থের শক্তির নির্ভরমূল বলিয়া বৃংহিত বা বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত, বিশ্বনির্মাণশক্তিকুশলতাবশতঃ ও বৃংহিত বা বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইয়া থাকে । ঘৈরিত্তি—ঐহাদের দ্বারা । কথাটা দাঁড়াইল এইঃ—বিভাদশায় ব্রহ্ম তইতে অণু আর কিছু আছে ইহা বৈয়াকরণেরা বলিতে ইচ্ছা করেন না ; সেইখানে বাচকত্ব-ব্যঞ্জকত্বের কোন কথাই উঠিতে পারে না । কিন্তু অবিভাদশায় বা লৌকিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঔহার্য ও ব্যাপারান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন । এই সকল কথা প্রথম উদ্যোতে বিস্তারিত করিয়া নিরূপণ করিয়াছি । এইভাবে মীমাংসকদের ও বৈয়াকরণদের সংশয়ের নিরসন করিয়া দেখাইতে চাহেন যে এই বিষয়ে প্রমাণতত্ত্ববিদ নৈয়ায়িকদেরও সংশয় যুক্তিযুক্ত হইবে না । এতদ্ব্যতীত বলিতেছেন—কৃত্রিমত্ব । সঙ্কেত মাত্র স্বভাব বলিয়া শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ কৃত্রিম অর্থাৎ যাহার একমাত্র স্বভাব অভিধাকৃত সঙ্কেত বলিয়া পরিকল্পিত—এইরূপ ঐহার্য বলেন ; নৈয়ায়িক ও

কোন রমণীয় অর্থছোতক ব্যাপার মুক্তকাদিতে প্রসিক্করূপে নিবদ্ধ হইয়াছে অথবা গতের মত অবিগুস্তরূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই যে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত ব্যাপারসমূহ—নিজেকে উপভাসাম্পদ না কাবয়া কোন সচেতা ব্যক্তি তাহার অস্তিত্ব সম্পর্কে অতি সন্দেহপরাধণ হইবেন ? কেহ বলেন—সন্দেহ কাবয়া দেখাব অবসব অবশ্যই আছে। ব্যঞ্জক শব্দসমূহের অর্থবোধক শক্তি ; তাহা অনুমিতির সাধনরূপে লিঙ্গস্বরূপ। ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি লিঙ্গী বা সাধ্য প্রতীতিই। স্তব্ধ শব্দসমূহের ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক সম্বন্ধ লিঙ্গ এবং লিঙ্গীর সম্বন্ধই, তাব কিছু নহে। তুমি এখনই প্রতিপাদন কাবিয়াছ যে ব্যঞ্জক বক্তাব অভিত্রায়েব অপেক্ষা রাখে এবং বক্তাব অভিত্রায়ে অনুমেয়স্বরূপই। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত অবশ্য গ্রহণ কাবিতে হইবে যে ব্যঞ্জক ও ব্যঙ্গ্যের সম্বন্ধ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্পর্কের ন্যায়।

ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—যদি এইরূপই হয় তাহা হইলেও আমাদেব মতের কোন অংশ খণ্ডিত হইল ? বাচক ও গোণাধিত্ব বোধমতাবলম্বী প্রভৃতি। যেহেতু বলাই হইয়াছে—“শব্দপ্রত্যয় সন্ধেত নিয়ন্তিত বলিয়া প্রামাণ্য নহে।” তাহাদেব মতে শব্দ শুধু সন্ধেতিত বিষয়ই বলে। অর্থাস্তরাণামিতি। দীপাদিব। আপত্তি হইতে পাবে এইভাবে অনুভবেব ছাবা তো দুইটি চক্রও সিদ্ধ হইতে পাবে, সেইরূপ সংশয়স্থল আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অবিবোধেতি। দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞা যেখানে বিবোধ বা বাধকাঙ্ক প্রতিবন্ধক উপস্থিত থাকে না তজ্জ্ঞা অনুভবসিদ্ধ ও অব্যবহিত। যেমন বাচকত্বের সম্পর্কে সংশয় উপস্থিত হইতে পাবে না যাহা অনুভবসিদ্ধ তৎসম্পর্কে সেইরূপে সংশয় হইতে পারে না। আপত্তি হইতে পাবে যে বাচকত্বসম্পর্কে তো ইহাদেব সংশয় আছে। এই আপত্তি ঠিক নহে। বাচকত্বশক্তি সম্পর্কে ইহাদের সংশয় নাই, সেই সেই শক্তি নৈসর্গিক কি কৃত্রিম ইহা লইয়াই সংশয়। তাই বলিতেছেন—বাচকত্ব ইতি। এইভাবে ব্যঞ্জকত্বের নৈসর্গিকত্ব প্রভৃতি ধর্মাস্তব সম্পর্কে সংশয় হইতে পারে ; এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—ব্যঞ্জকত্ব ইতি। ভাবান্তরেতি। চক্ষু প্রভৃতির যোগ্যতা অনাদি, চক্ষুর

শব্দের আর একটি ব্যাপার আছে যাহা ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত—আমরা এইমত মানিয়া লইয়াছি। এইরূপ লিঙ্গ-লিঙ্গী ভাব বিচার করিলেও তাহার কোন ক্ষতি হয় না। সেই যে ব্যঞ্জকত্ব তাহা লিঙ্গত্বই হউক বা অম্ম কিহু হয়তো হউক। শব্দের যে বাচকশক্তি, ব্যঞ্জকত্ব তাহা হইতে বিভিন্ন অথচ ইহা শব্দেরই ব্যাপার—এই দুইটি জিনিষ মানিয়া লইলে আমাদের মধ্যে আর বিরোধই থাকে না। যাহা ব্যঞ্জকত্ব তাহাই লিঙ্গত্ব এবং যাহা ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতি তাহাই লিঙ্গীর প্রতীতি—এইরূপ মত কিন্তু খাটি কথা নহে, যেহেতু নিজের মত প্রমাণ করিবার জন্য তুমিও আমাদের কথার অনুসরণ করিয়া বক্তার অভিপ্রায়কেই ব্যঙ্গ্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছ এবং সেই অভিপ্রায় প্রকাশন বিষয়ে শব্দের ব্যাপাবকে লিঙ্গত্ব বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছ।

সেইজন্য আমাদের পূর্বে প্রচারিত মত এখন বিভাগ করিয়া বলিতেছি। শ্রবণ কব—শব্দের বিষয় দ্বিবিধ—প্রতিপাদ্য ও অনুমেয়। বিকাশাদি শক্তি কৃত্রিম ও সঙ্কেতেব দ্বারা নিয়মিত, ইহা দেখিয়া শব্দের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ শক্তি সম্বন্ধে সংশয় হয় ত হউক। প্রদীপাদির দ্বারা একটি বস্তু বুঝাইবার ব্যাপাবে ব্যঞ্জকত্বের যে রূপ থাকে প্রস্তাবিত বিষয়েও তাহাব সেই একই রূপ। যাহাব রূপ নিশ্চিতভাবে একই তাহার সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ কোথায়? নীল বিষয়ে এইরূপ সংশয় হয় না যে ইহা নীল নহে। ইহা মূল প্রকৃতির বিকারজাত কি না, অথবা পরমাণু-জন্তু কিনা, ইহা বিজ্ঞানস্বরূপ কিনা, ইহা বস্তুশূন্য কি না—জগৎস্থিতি বিষয়ে এই সকল অলৌকিক ব্যাপারেই সংশয় থাকিতে পারে। বাচকানামিতি। ধ্বনিব উদাহরণ সমূহে। অভিধাব্যাপারেব দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া। রমণীয়মিতি। গোপনীয়তার জন্তই ইহা সুন্দর হইয়া থাকে। ইহাব দ্বাবা যে আশ্বাসাত্মক অসাদারণ প্রতীতিলাভ হয় তাহাই ধ্বন্যমানতার প্রয়োজন বলিয়া কথিত হয়। নিবন্ধাঃ—প্রসিদ্ধ। তানিতি। ব্যবহাবসমূহ। কোন্ সচেতা অতি সন্দেহ করিবে বা আদর করিবে না অর্থাৎ কেহই সন্দেহ করিবে না। পরিহারণ্—লক্ষণ বুঝাইতে শত্বপ্রত্যয়। আশ্বনঃ—(উপহাসক্রিয়ার) কথ্যভূত, নিজের যে উপহাসনীয়তা তাহার পরিহারের দ্বারা উপলব্ধিত, সেই উপহাস্যতাকে পরিহার করিতে হইলুক—ইহাই ভাবার্থ। অস্বীতি। ব্যঞ্জকত্বের স্বরূপ

তন্মধ্যে অনুমানের লক্ষণই হইল বিবক্ষা। সেই বিবক্ষা দুই প্রকারেব হইতে পারে—শব্দস্বরূপের প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আর শব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা। তন্মধ্যে প্রথমটি শব্দের ব্যবহারেব অঙ্গ নহে। তাহা শুধু ততাহ বুঝায় যে শব্দ সঙ্গীত শ্রাণী। দ্বিতীয় যে ইচ্ছা তন্মধ্যে শব্দ স্বরূপের অববাবণ ব্যবহারেব সৃষ্টি বনে; তাহাব অবসান হইলে শব্দের অর্থের বোধ হয় এবং শব্দের কবচরূপে ব্যবহারই এই শব্দসম্প্রদায়ের প্রধান কাৰণ। এহ দুই ইচ্ছাহ শব্দসমূহের অনু-মেয় বিষয়। কিন্তু প্রয়োগকর্তার অর্থ প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছাব বিষয়ভূত যে অর্থ তাহা শব্দের প্রতিপাত্ত ব্যাপাব; তাহাও দ্বিবিধ—বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য। প্রয়োগকর্তা কখনও কখনও স্ববোধক শব্দের (স্ব-শব্দের) দ্বারা অর্থপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা কবে আবার কখনও এমন কোন প্রয়োজনের অনুসারে অর্থপ্রকাশ করিতে চাহে যাহা স্ববোধক শব্দের দ্বারা অভিহিত কবা যায় না। শব্দসমূহের সেই দ্বিবিধ প্রতিপাত্ত বিষয়ের কোনটিই শব্দকে নিজরূপে ব্যবহার করিয়া নিজেব প্রকৃত রূপে

আচ্ছন্ন হয় না; কিন্তু তাহা যখন আবিষ্কৃত নাহি, এবং তহা অঙ্গ-লক্ষণী নাহি। তদানীমেবোক্তি। আমি এখানে মতেব আনোচনার আবেত্তে।

বর্দি নাম স্মাদিত। তন্মধ্যে সিদ্ধি প্রমাণ কাৰণাব জহ পদম। স্বীকার করিবার বাতিতে। তাহা নানিবা বৈলেও পূর্ণপক্ষীয় মত সিদ্ধ হয় না, তহা দেখাইবে। এদেব শব্দেব ইচ্ছা পিবেব ততি শব্দব্যাপাব বিষয়। এহে প্রকরণ ব্যাখ্যা করেন—এদেব শব্দেব তাহাব পদাব বিশেষ। ন পূর্নাবতি। প্রমাণ—আলোচনাদেব। এদেব শব্দেব শব্দেব ব্যাখ্যাও তাহা আছে, কিন্তু বিজ্ঞানব ব্যাখ্যাও তাহা পায়। তাহা যাচবে তাহা নহে। সুতরাং কখন কাৰণ তাহাব। এবাছ সত্য বিবক্ষতি। শব্দ উচ্চাৰিত হইলে যে প্রতিপাত্ত হয় তাহা পিবেব বলিয়া কথিত হয়। তাহাতে শব্দ প্রয়োগেব ইচ্ছা এবং অর্থপ্রতিপাদনের ইচ্ছা—এই উভয়কপ বিবক্ষাই অনুমানের বিষয়। দেখানে অর্থপ্রতিপাদনের ইচ্ছা বিষয়ীভূত হয় সেইখানে শব্দ কবচরূপে অবস্থিত থাকে, তাহা অনুমেয় নহে। কেবল সেই বিষয়ক ইচ্ছা অনুমেয় হয়। যে অর্থ বুঝাইতে শব্দ ব্যবহারে

প্রকাশিত হয় না; বরং কৃত্রিম-অকৃত্রিম বা অগ্নি কোন সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হইয়া থাকে। শব্দের প্রতিপাত্ত যে অর্থ তাহার বিবক্ষা অনুমেয়রূপে প্রতীত হয়, অর্থের প্রতিপাত্ত বাচ্যত্ব ও ব্যঞ্জনা সেইভাবে প্রতীত হয় না। যদি এই অর্থ লিঙ্গ-ভাবেই প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে ধূমাদি লিঙ্গের দ্বারা অগ্নি প্রভৃতি অগ্নি অনুমেয় বিষয়ে যেমন সত্যমিথ্যা লইয়া বিবাদ হইতে পারে না এইখানেও সেইরূপ বিবাদের কোন অবকাশই থাকে না। ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয় বলিয়া বাচ্য অর্থের মত ইহাও শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্তই। যদি আপত্তি হয় যে ইহা সাক্ষাৎভাবে শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত হয় না, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে সাক্ষাৎ-অসাক্ষাৎভাবে এখানে অপ্ৰাসঙ্গিক, কারণ তাহার দ্বারা সম্বন্ধের যোজনা হইতেছে না। ব্যঞ্জকই যে বাচ্যবাচক ভাবে আশ্রয় করে তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং ব্যঙ্গ্যবিষয়ে বক্তার অভিপ্রায় যে বোঝান হয় তাহাই এখানে শব্দসমূহের লিঙ্গভাবমূলক ব্যাপার। কিন্তু তাহার বিষয়ীভূত যে অর্থ তাহা প্রতিপাত্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। সেই

অবস্থিত থাকে সেইখানে পক্ষদ্বয় গ্রহণরূপ লিঙ্গ নিগয়ের সহকারিতা (ইতিকর্তব্যতা) নাই, বরং সঙ্কেতক্ষুরণাদি বিষয়ক অগ্নি শক্তি আছে। সুতরাং সেইখানে শব্দ লিঙ্গ নহে। ইতিকর্তব্যতা বা সহকারিতা দুই প্রকারের—একটির দ্বারা অভিব্যাপ্যাব সম্পাদিত হয়, অপরের দ্বারা ব্যঞ্জনাব্যাপার। তাহাই বলিতেছেন—তত্র ইত্যাদির দ্বারা। কয়াচিদিতি। গোপন করা হইয়াছে যে সৌন্দর্যাদি তাহার লাভের প্রতি অনুমান মূলক চেষ্টার দ্বারা। শব্দার্থ ইতি। অনুমানের স্বরূপই নিশ্চিত জ্ঞান। উপাধিকত্বেনেতি। বক্তার ইচ্ছা বাচ্য অর্থের বিশেষণ রূপে প্রতিভাত হয়। প্রতিপাত্তন্তেতি। অর্থ্যং ব্যঙ্গ্য অর্থের। লিঙ্গিত্ব ইতি। অনুমেয়ত্ব হইলে। লৌকিকৈরিতি। ইচ্ছা প্রভৃতি সম্পর্কে লোকের সংশয় হয় না; অর্থ সম্পর্কে সংশয় হয়ই বটে। আপত্তি হইবে যে ব্যঙ্গ্য অর্থ যদি প্রতিপন্ন হইল তবে অনুমানরূপ অগ্নি প্রমাণ হইতেই তাহার সত্যনিশ্চয় করা হইবে। সুতরাং আবার দেখা যাইতেছে যে এই ব্যঙ্গ্য অনুমেয়ই। এই আপত্তি ঠিক নহে; বাচ্যের সত্যনিশ্চয় অনুমান হইতেই করা হয়। যেহেতু বলা হইয়াছে—“আশু-

যে অর্থ যাহার মধ্যে আংশিকভাবে অভিপ্রায় আছে এবং আংশিকভাবে অভিপ্রায় নাই, তাহা যে প্রতীয়মান হয় তাহা বাচকত্বের দ্বারাই প্রতীয়মান হয় অথবা অশ্রুসম্বন্ধের দ্বারা হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বাচকত্বের দ্বারা ইহা সম্পাদিত হইতে পারে না। যদি অশ্রুসম্বন্ধ স্বীকার করা যায় তবে দেখা যে যায় তাহার মধ্যে ব্যঞ্জকত্বই আছে। ব্যঞ্জকত্ব লিঙ্গত্বস্বরূপ নহে, কারণ আলোকাদিতে অশ্রুপ্রকার দেখা যায়। সুতবাৎ শব্দ সমূহেব যে প্রতিপাত্ত বিষয় তাহা ঠিক বাচ্যের মতই লিঙ্গ-লিঙ্গী ভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয় না। তাহাব যে ব্যাপার লিঙ্গ-লিঙ্গী ভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয় বলিয়া দেখান হইয়াছে তাহা বাচ্যরূপে প্রতীত হয় না; বৎ তাহা বক্তাব ইচ্ছারূপে বাচ্য অর্থের উপাধিরূপে প্রতীত হয়। লৌকিক ব্যবহারে বক্তাব অভিপ্রায় লইয়া কোন কলহ নাই; বক্তাপ্রযুক্ত শব্দের অর্থ লইয়াই যত মতদ্বৈধ। এই অর্থ যদি শব্দের দ্বারা লিঙ্গীরূপে অনুমেয় হইত তাহা হইলেও কোন সংশয় থাকেব সাধারণ লক্ষণ এহ যে তাহাতে বিসংবাদেব অবকাশ নাই, যদি তাহা হইতে মনে করা যায় যে বাক্যেব অর্থ অনুমানেব দ্বারা পাওয়া যায়, তাহা ঠিক নহে।” বাক্যেব প্রতীতি যে অনুমান হইতে পাওয়া যায় তাহা দেখান হয় নাই, কিন্তু বাচ্যগত অর্থ তাহা হইতে অধিক যে সত্য হইত অনুমানেব বিষয়। সেইরূপ ব্যাখ্যেও হইবে। ইহা বলিতেছেন যথাত ইত্যাদি দ্বারা। এই সকল কথা তর্কেব খাতিরে স্বীকার কবিয়া বলা হইল, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কাব্যবিষয়ে চেতি। অপ্রয়োজকত্বমিতি। অগ্নিষ্টোমাদি বাক্যেব গ্রাম অর্থাৎ বেদবাক্যেব গ্রাম কাব্যবাক্য সত্য প্রতীপাদনেব দ্বারা কাব্যে প্রযুক্তি জাগবণের উদ্দেশে প্রামাণ্যের সন্ধান করে না; কারণ তাহা প্রীতিতেই পর্যাবসিত হয় এবং সেই প্রীতিই অলৌকিক চমৎকাররূপ ব্যুৎপত্তিব অঙ্গ। পূর্বেই এই সকল কথা বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে। উপহাসায়ৈবেতি। “ইনি সহৃদয় ব্যক্তি নহেন; কেবল শুদ্ধতর্কের অবতারণার দ্বারা ইহার হৃদয় কর্কশ হইয়াছে; ইনি কাব্যজনিত প্রতীতির স্বরূপ নির্ধারণ করিতে পারেন না” এই জাতীয় উপহাস্তা।

থাকিত না। এই সকল কথা বলতে হইবে। যেমন বাংলা ভাষার বিষয়ে অল্প প্রমাণের জন্য বোধ্য ও সম্ভাব্য কথা ও সম্পর্কিত তথ্য লওয়া তাই সেই অল্প প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব ও নীতি স্থাপন করা যায়। এই বিষয়েই তিনি তথ্য না, বাক্য ও সংকল্প। কালক্রমেও সংশ্লিষ্ট নিকটবর্তী ব্যক্তিগণের প্রয়োজক তথ্য না। সেখানে ব্যক্তিগত বিবৃতি অল্প কাল প্রমাণের পরীক্ষা করিতে গেলে উপহাসসম্পদ হইতে হইবে। শব্দ এইটা বলা যায় না যে নিজেই প্রতীতিই সকল ব্যক্তির পক্ষে। অভিপ্রায়সম্পন্ন যে অনুমেয়কপ ব্যক্তি তত্ত্বের শব্দসমূহ যে ব্যক্তি আছেন তাহা বিনি-বাবহাণের কারণ হয় না। বলা শব্দসমূহ যে ব্যক্তি বহুসংখ্যক ব্যাপার তাহা যে মীমাংসক শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে নিতা বলিয়া মনে করেন। তিনিও স্বীকার করিবেন; ইহা প্রদর্শন করিবাব জন্ত এই যুক্তিসমূহ বিলুপ্ত হইল। সেই ব্যক্তি যে কোথাও লিখিতরূপে, কোথাও অল্পকপে বাচক এবং অব্যবহিক শব্দে থাকে তাহা সকল মতাবলম্বীর পক্ষেই

[illegible]

অনস্বীকার্য। ইহা দেখাইবার জন্য আমরা যত্ন আরম্ভ করিয়াছি। সুতবাং এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে শব্দের গোণাবৃত্তি, বাচকত্ব প্রভৃতি প্রকার হইতে ইহা অবশ্যই বিভিন্ন। সেই ব্যঞ্জকত্ব গোণাবৃত্তি ও বাচকত্বের অন্তর্ভুক্ত হইলেও যদি জোব করিয়া তাকে অভিধাব পর্যায়ে আনা যায় তাহা হইলেও ব্যঞ্জকবিশেষাত্মক ধ্বনির যে প্রকাশন ব্যাপাব তাহা সহৃদয়েব ব্যুৎপত্তির জন্য অথবা সন্দেহের নিরসনেব জন্য সম্পাদিত হইলে অতিশয় আদরনীয় হইবে। সাধাবণ লক্ষণ মাত্র কবা হইলে তদ্বাৰা বিশেষ বিশেষ লক্ষণের উপযোগিতাব খণ্ডন কবা হয় না। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে শুধু অস্তিত্বের লক্ষণ কবিলেই তদন্তর্গত সকল অস্তিত্বশালী বস্তুর লক্ষণ কবা হইয়া যায় এবং তাহাদেব কথা বলিতে গেলে পুনরুক্তির সম্ভাবনা থাকে। সুতবাং এইভাবে বলা যাইতে পারে—

“কাব্যেব ধ্বনি নামক তত্ত্ব জানা ছিল না ; তাই তাহা মনীষীদের সংশয়েব বিষয় ছিল ; সেই ধ্বনি প্রকাশিত হইল।”

সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় সে'জন্ত ইহাদের সকলেব রূপ হইতে ইহাব রূপ যে বিভিন্ন আমাদের সেই মত সিদ্ধ হইল। তাই বলি' তছেন—তদেবমিতি। আপত্তি হইতে পারে—প্রসিদ্ধ অভিধাব্যাপাব ও গোণাবৃত্তিব রূপসঙ্কোচ কেন করা হইতেছে ? ইহাবা অণু সামগ্রীতে নিপতিত হইলে যে বিশিষ্ট রূপ পাওয়া যায় তাহাকেই ব্যঞ্জকত্ব বলা হউক। এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—তদন্তঃপাতিত্বংপীতি। আমরা নামকরণে নিষেধ করি না। বিপ্রতিপত্তিঃ—ব্যঞ্জকত্বরূপ বিশেষ বস্তু নাই এইরূপ ব্যুৎপত্তি। বিপ্রতিপত্তিব নিবসন অর্থাৎ সংশয় ও অজ্ঞানের নিরসন। ন হীতি। উপযোগি-বিশেষলক্ষণানাং—লোকযাত্রাব উপযোগী বস্তুবিশেষে যে সকল লক্ষণ তাহাদেব। ‘উপযোগি’-পদেব দ্বারা কাকদস্তাদির স্থায় অস্থাপযোগী পদার্থের নিবসন কবা হইল। এবং হীতি। সম্ভা ত্রিপদার্থ লক্ষণযুক্ত, ইহা বলিলেই দ্রব্যগুণকর্ম লক্ষিত হয় বলিয়া স্রুতি, স্মৃতি, আয়ুর্বেদ, ধর্মুর্বেদ প্রভৃতি লোকযাত্রাব উপযোগী সকল ব্যাপাবেব আরম্ভে বাধা হইতে পারে—ইহাই ভাবার্থ। সংশয়বিষয়ে হেতু—অবিদিতসত্য ইতি। সুতরাং এখন অর্থাৎ

গুণীভূতব্যাঙ্গ্য নামে কাব্যের আর এক প্রকার দেখা যায় ; সেইখানে ব্যাঙ্গ্য অর্থের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাচ্য অর্থের সৌন্দর্য্য প্রকর্ষ লাভ করে । ৩৪ ॥

রমণীক লাবণ্যসদৃশ যে ব্যাঙ্গ্য অর্থ প্রতিপাদন করা হয় তাহার প্রাধাত্য হইলে তাহা ধ্বনিপদবাচ্য হয় । তাহা গৌণ হইলে যেখানে বাচ্য অর্থের দ্বাবা প্রকট হয় তাহাকে কাব্যের গুণীভূতব্যাঙ্গ্য নামক প্রভেদ বলিয়া কল্পনা করা হয় । সেইখানে যে বাচ্য অর্থ আচ্ছন্ন হইয়াছে তাহা হইতে যদি শুধু বস্তু প্রতীয়মান হয় এবং সেই ব্যাঙ্গ্যবস্তু পুনরায় কোথাও বাচ্যরূপ বাক্যার্থের তুলনায় অপ্রধান হয় তাহা হইলে গুণীভূতব্যাঙ্গ্য কাব্যের নিদর্শন পাওয়া যায় । যেমন—

“এখানে এই কি অপূর্ব লাবণ্যের সিক্তু যেখানে চন্দ্রের সহিত উৎপলেরা সন্মিলন করিতেছে, যেখানে হস্তীর কুম্ভতট উঁচু হইয়া আছে, যেখানে অনন্তসাধারণ কদলীকাণ্ড ও মুগালদণ্ড আছে ।”

যে সকল শব্দসমূহের বাচ্য অর্থ আচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই সেইরূপ শব্দ হইতেও যদি ব্যাঙ্গ্য অর্থ প্রতীয়মান হয় এবং সেইখানে যদি বাচ্য অর্থের প্রাধান্যের দ্বারা কাব্যের চারুত্বলাভ হয় এবং ব্যাঙ্গ্য অর্থ তদপেক্ষা গৌণ হইয়া পড়ে তাহা হইলেও গুণীভূতব্যাঙ্গ্যতা হয় । যেমন—

এইক্ষণ হইতে কাহারও বিমতি থাকিতে পারে না—ইহা প্রতিপাদন কবিরাজ জগ্গ বলা হইয়াছে—আসীং । ৩৩ ॥

এইভাবে ভেদ-উপভেদ সহিত ধ্বনির যাবতীয় আত্মগত রূপ এবং ব্যঙ্গক-ভেদ মার্গে তাহার যে রূপ তাহা প্রতিপাদন করিয়া প্রাণস্বরূপ যে ব্যাঙ্গ্যব্যঙ্গক-ভাব—একই প্রচেষ্টার দ্বারা ইহাদিগকে শিশুবুদ্ধিতে সন্নিবেশিত করিবার জগ্গ ব্যঙ্গকবাদস্থান রচিত হইয়াছে । ধ্বনি সম্পর্কে যে বক্তব্য ছিল তাহা বলা শেষ হইল । গৌণ হইলেও এই ব্যাঙ্গ্য কবিবাক্য পবিত্রিত করে , এই ভাবে ধ্বনিরই আত্মত্ব সমর্থন করিবার জগ্গ বলিতেছেন—প্রকার ইতি । ব্যাঙ্গ্যের সঙ্গে সম্বন্ধের ফলে বাচ্যের যে অলঙ্করণ হয় । প্রতিপাদিত ইতি । “প্রতীষ-মানং পুনরন্তদেব” ইত্যাদিতে (১৪) । উক্তমিতি । “যত্রার্থঃ শকো বা”

(১১৩)—এই প্রসঙ্গে বস্তুবাক্য প্রভৃতি যে তিনপ্রকার বাক্যের প্রভেদেব
 বলা হইয়াছে, ক্রমান্বয়ে তাহাদের গৌণতা দেখাইতেছেন -তত্রৈতি।
 নান্যগোচি। কোন তরুণেব এই অভিনাষ-বিশ্বয়গত উক্তি। এখানে ‘সিন্ধু’
 শব্দেব দ্বাৰা পৰিপূৰণ, ‘উৎপল’ শব্দেব দ্বাৰা কটাক্ষচ্ছটা, ‘শশি’-শব্দেব দ্বাৰা
 বন, ‘দ্বিবদকুম্ভতটী’ শব্দেব দ্বাৰা স্নানযুগল, ‘কদলিকাণ্ড’ শব্দেব দ্বাৰা উরুযুগল,
 ‘মৃগানন্দ’ দ্বাৰা বাহুদ্বয়— এই সকল বস্তুনিত হইতেছে। এইখানে এই সকল
 শব্দেব নিজেব আঁৰ সৰ্ব্বা অমূল্যব জগৎ ‘নিঃখাসাক্ষ ইবাদর্শঃ’ তিতাদিতে
 (১১৩) ‘অক্ষ’ শব্দে সে নীতি অবলম্বন কৰা হইয়াছে তাহাব অমূল্যবে
 গাচা অর্থ ইতিবস্তু হইয়াছে। সেই অর্থ বিশেষ প্রতায়মান হইলেও ‘অপৰিব
 ১১৩’ গুণ উক্তিগ-বাচ্য অর্থ চাব্য অমানবন কবে, কাবণ বাচ্যই নিজে
 উন্নয় কাব্যা তোলেন বলিয়া স্তম্ভব বলিয়া পতিভাত হয়, ব্যাক্যসমূহ বাচ্যমুখ-
 প্রস্তুতিব জগৎ নান্য থাকে। ১১৩ কবলবাণি পদার্থ সকললোকসারভূত,
 তাহাদেব সঙ্গে সমাগন, অস্তুব তাহাবা এই নান্যিকারূপ এক অতি স্তম্ভব
 আনন্দেব মৰো বিশ্রাম নীতি কবিয়া একত্বিত হইয়াছে। এইজগৎ ইহাৰা
 বিশেষে বিভোব হইয়াছে এবং ইহাকেই পূৰ্বোভাগে রাখিয়া ব্যাক্য অর্থ বাচ্য
 অর্থব সমৃদ্ধি ও বৈচিত্ৰ্যেব পৰিপোষকতা কবিতেছে। এইরূপ বাচ্য অর্থ
 উন্নয় হইয়া অভিনাষাদিবি বিভাবদেব জগৎ সৌন্দৰ্য লাভ কৰিয়াছে। অতএব
 দাদণ এইটুকুমাত্র বাচ্যেব প্রাণাণ তথাপি বস্তুনিতে বাচ্যেবই গৌণতা।
 গুণভব ব্যাক্যকাবো সৰ্ব্বত্র এইরূপ হয় ১১৩ মনে বানিতে হইবে। অতএব
 ধ্বনিই কাবোব আত্মা—ইহা স্তম্ভাবে বলা হইয়া গেল। অস্ত স্তম্ভব ব্যক্তি
 ইহাব এইরূপ গাথ্য কবেন—জলক্ৰীড়াব স্তম্ভ অবতীর্ণ তরুণীৰ লাবণ্যরূপ
 তবল পদার্থেব দ্বাৰা স্তম্ভবীকৃত নদীবিষয়ক এই উক্তি। সেইখানেও কথিত
 প্রকাৰেই যোজনা কৰিতে হইবে। অথবা বলা যাউতে পারে নদীসন্নিহিত,
 স্তম্ভেব জগৎ অবতীর্ণ যুবতীবিষয়ক এই উক্তি। সকল বকমেই এখানকার
 ব্যাপাব গুণভববাক্যেব বিশ্বয়মার্গ অবলম্বন কৰে। উদাহৃতমিতি। ইহা প্রথম
 উদ্যোতে নিৰূপিত হইয়াছে। যে পদার্থ তাহাব দ্বাৰা উপরঞ্জিত হয় সেই
 পদার্থ সেই বস্তুই, এই লক্ষণাব জগৎ ‘অমূল্যগ’ শব্দ অভিনাষ বিষয়ে লাবণ্যবৎ
 (১১৩) প্রযুক্ত হইয়াছে। এই অভিপ্ৰায়েই বলা হইয়াছে যে বাচ্য অর্থ
 তিবস্তুত বা আচ্ছন্ন হয় নাই। তত্রৈতি। ‘আদি’ শব্দেব দ্বাৰা তাবাদি
 আর বসাদি শব্দেব দ্বাৰা শ্রেয়, উৰ্জস্বী প্রভৃতি অলঙ্কার উপলব্ধিত হইয়াছে।

উদাহৃত—“অমুরাগবতী সন্ধ্যা” ইত্যাদিতে (পৃ: ৫৪)। এই প্রকার ভেদেই যেখানে নিজের উক্তির দ্বারাই ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রকাশিত হইয়া তাহার অপ্রাধাণ্য হয়, তাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, যেমন— ‘সঙ্কেতকালমনসমং’ ইত্যাদি (পৃ: ১৪৭)। রসাদিরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের যে অপ্রধান অবস্থা তাহা রসবদ্ অলঙ্কারে দর্শিত হইয়াছে। সেই রসবদ্ অলঙ্কারাদিতে বাক্যের যে মূল প্রতিপাদ্য অংশ তাহার তুলনায় যে ব্যঙ্গ্য অর্থ অপ্রধান হয় তাহা যেন বিবাহে প্রবৃত্ত ভৃত্যঃ পশ্চাতে রাজার অনুগমন। ব্যঙ্গ্য অলঙ্কার অপ্রধান হইলে তাহা দীপকাদির বিষয় হয়। সুতরাং—

এই যে প্রসন্ন, গম্ভীর পদবিশিষ্ট কাব্যনিবন্ধসমূহ যাহারা সুখ আনয়ন করে তন্মধ্যেই মেধাবী ব্যক্তি এই প্রভেদটি যোজনা করিবেন। ৩৫ ॥

এই যে কাব্যনিবন্ধসমূহ ইহাদের স্বরূপ পরিমাপ করা না গেলেও প্রকাশমান হইলে ইহারা তথাবিধ অর্থের জ্ঞাত রমণীয় হইয়া সুবিবেচক প্রশংসিত হইতে পারে অতিশয় প্রধানীভূত রসাদি কেমন কবিয়া গোণ হয় এবং গোণ হইলে কেনই বা তাহাব অচাক্ষু হয় না? এই প্রশংসা কবিয়া প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইতেছেন যে অ-চাক্ষু তো হয়ই না বরং সৌন্দর্য্য হয়— তত্র চোতি। রসবদ্ প্রভৃতি অলঙ্কার বিষয়ে। এইভাবে বস্তু ও রসাদিব গোণতা দেখাইয়া অলঙ্কারাত্মা তৃতীয় প্রকাবেও তাহাই হয় ইহা দেখাইতেছেন—বাস্ক্যালঙ্কারসংক্ষেপে। উপমাদিব। ৩৬ ॥

এইভাবে তিন প্রকাবেই গোণতা দেখাইয়া ইহা যে বহুতর লক্ষ্য বস্তুতে ব্যাপ্ত হয় তাহা দেখাইবার জ্ঞাত বলিতেছেন—তথোতি। পদগুলি প্রসাদগুণবিশিষ্ট হইয়া এবং বাস্ক্য আক্ষিপ্ত করিয়া গাম্ভীর্য্য লাভ করে যাহাদের মধ্যে। সুগাহঃ। হতি—চাক্ষুহেতু। সেইখানে এই প্রকারই— ইহাই ভাবার্থ। যিনি এই সকল প্রকাব যোজনা করিতে পারেন না তিনি মিথ্যা সহৃদয়দের ভাবনার দ্বারা লোচন মুকুলিত করিয়া অতিশয় উপহাসনীয় হইবেন—ইহাই ভাবার্থ। লক্ষ্যী :—সকলজনের অভিলষের পাত্র, তাহার হুহিতা। জামাতা হরি যিনি সকল ভোগ ও

ব্যক্তিদের সুখ আনয়ন করে। এই সকল কাব্যবন্ধের মধ্যেই গুণীভূত ব্যঙ্গাপ্রকাবণ যোগ করিতে হইবে। যেমন—

“কণ্ঠা লক্ষ্মী, জামাতা হরি, গৃহিণী গঙ্গা পুত্রদ্বয় চন্দ্র ও অমৃত—
অহো সমুদ্রেব কি কটুধ্ব-সৌভাগ্য।”

ব্যঙ্গ্য অংশ বাচ্যের অনুসরণ করিলে এই বাচ্য-অলঙ্কারবর্ণ প্রায়ই অতিশয় শোভা ধারণ করে—ইহা লক্ষ্য দৃষ্টান্তে দেখা যায়। ৩৬ ॥

ব্যঙ্গ্য অলঙ্কার অথবা ব্যঙ্গ্য বস্তুমাত্র যথাযোগ্য ভাবে বাচ্যেব অনুসরণ করিলে এই বাচ্য-অলঙ্কারবর্ণ অতিশয় শোভা লাভ করে। ইহা লক্ষণকাবকেরা একদেশবিবর্তী কাব্য সম্পর্কে দেখাইয়াছেন। লক্ষ্য দৃষ্টান্তে সকল অলঙ্কার পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে সর্বত্রই প্রায় এইরূপ দেখা যায়। এষ্টভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে দীপক ও সমাসোক্তির শ্রায় অল্প অলঙ্কারসমূহও অল্প ব্যঙ্গ্য অলঙ্কার অথবা গল্প ব্যঙ্গ্যবস্তুর সংস্পর্শ লাভ করে। যেহেতু প্রথমেই বলা যাইতে পাবে সকল অলঙ্কারের অভ্যন্তরেই অতিশয়োক্তির সন্নিবেশ করা যাইতে পাবে এবং মহাকবিরা তাহাব সন্নিবেশ করিলে তাহা কি না

অপারগদান বলিতে সমস্ত উত্তমশীল। গৃহিণী গঙ্গা যিনি সকল অভিলক্ষণীয় বস্তু গ্রাসিবার উপায়স্বরূপ। অমৃত ও মৃগাঙ্ক যাহাব পুত্র—এখানে অমৃত গলিতে বাক্যগা বুঝিতে হইবে। গঙ্গাস্নান, হবিচরণ আবাদনা প্রভৃতি অসংখ্য উৎসাহের দ্বারা যে লক্ষ্মী লাভ হয় তাহাব মুখ্যফল চন্দ্রোদয় ও অমৃত বস। ইহাতে সমুদ্রেব ত্রিজগতে সাবভূততা প্রতীয়মান হইয়া “অহো কটুধ্ব মনোদধেঃ” বাক্যাংশেব ‘অহো’-শব্দের অল্প গুণীভাব অল্পভূত হয়। ৩৫ ॥

যেখানে অলঙ্কার নাই সেইখানেও প্রতীয়মান অর্থ অতি অল্পভাবে প্রতিভাত হইয়া কাব্যের অঙ্গসাবকপে তাহাকে পবিত্রিত করে এই কথা বলিয়া দেখাইতেছেন যে ইহাব দ্বারাই অলঙ্কারও স্বন্দবতর হয়—বাচ্যেতি। গুণীভূত ব্যঙ্গ্যসমূহই বাচ্যের অংশত্ব। একদেশেতি। ইহাব দ্বারা একদেশবিবর্তী রূপক দর্শিত হইল। সুতরাং অর্থ এই :—
“একদেশবিবর্তিকপকে—শরৎকাল বাজহংসের দ্বার। সম্রাটের নৃপতিদিগকে

অপূর্ব শোভার পোষকতা করে। অতিশয়ের সংযোগ নিজেই বিষয়ের ঔচিত্যের অনুসারে করা হইলে কেনই বা না তাহা উৎকর্ষ বহন করিয়া আনিবে? ভামহও অতিশয়োক্তির লক্ষণ নির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

“এই সবই বক্রোক্তি; ইহার দ্বারা অর্থ বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়। ইহার বিষয়ে কবি যত কবিবেন; ইহা ব্যতিরেকে আর কি অলঙ্কার আছে?”

সেই অলঙ্কার বিষয়ে দেখা যায় যে অতিশয়োক্তি যে অলঙ্কারের মধ্যে থাকে কবির প্রতিভাবলে তাহা অতিশয় চারুত্বযুক্ত হয়; অত্যা অলঙ্কার শুধু অলঙ্কারই থাকে। সুতরাং ইহার সকল অলঙ্কারের শরীর গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকায় উপচারবলে মনে হয় যে ইহাই সর্বালঙ্কাররূপী। এই অর্থই বঝিতে হইবে। তাহার যে অত্যা অলঙ্কারের সঙ্গে সন্নিবেশ বা সঙ্গ হয় তাহা কদাচিৎ বাচ্যার্থের দ্বারা আবার কদাচিৎ ব্যঙ্গ্যার্থের দ্বারা সম্পাদিত হয়। ব্যঙ্গ্যার্থ কদাচিৎ

বীজন কবিয়াছিল।” এখানে হংসসমূহেব যে চামবদ্ব কপ প্রতীয়মান অর্থ তাহা ‘সবোনপ’ এই বাচ্য অর্থে গৌণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; আলঙ্কারিকেরা যাহা দেখাইয়াছেন তাহাতে এইভাবে এও প্রকারই দর্শিত হইয়াছে! “একদেশে দর্শিতঃ”—ইহার ব্যাখ্যা অত্যা কেহ কেহ কিন্তু বাচ্যবিভাগবৈচিত্র্যমাত্রের দ্বারা কবিয়াছেন, সুতরাং তাহাদেব মতে ব্যঙ্গ্য এখানে অস্বীকৃত অর্থাৎ তাহার অর্থ অস্পষ্ট। যাহা ব্যঙ্গ্য অত্যা অলঙ্কার বা অত্যা বস্তুকে স্পর্শ করে, যাহাবা নিজেদের সাতিশয় উপযোগিতার জন্য আশ্রিত হইয়া থাকে সেই তথাকৃত অলঙ্কারবর্গ। মহাকবিভিবিতি। কালিদাসাদি কর্তৃক। কাব্যশোভার পোষকতা করে—ইহা যে বলিয়াছেন তাহার হেতু দেখাইতেছেন—কথং হীতি। হি শব্দ হেতু বুঝাইতেছে। অতিশয়োক্তির সংযোগ কেন কাব্যে উৎকর্ষ আনয়ন কবিবে না অর্থাৎ কাব্যে এমন কোন প্রকারই নাই। নিজেই বিনয়ে যে ঔচিত্য তাহা ক্ষম্যে স্থাপিত করিয়া কবি সেই অতিশয়োক্তি অলঙ্কার সৃষ্টি করেন। যেমন, ভট্টেন্দুবাজারের নিম্নলিখিত শ্লোক—“যে সকল বিষয় পূর্বের বেশ ভাল করিয়া দেখা হইয়াছে চোখ দুইটি থাকিয়া

থাকিয়া যে তাহাদের প্রাতি চঞ্চল হইয়া উঠে, ছিন্নপদ্মেব যুগলেব নানের মত অঙ্গগুলি যে বিশীর্ণ হইতেছে, গাণ্ডেব নিবিড়তা যে ঢুর্লাকাণ্ডকে বিড়াষত কবিত্তেছে—ক্ষুণ্ণ প্রণয়ী হইলে যুবতী বমণীদেব এইরূপে ভ্রমণ বচনা হয়।” এই যে শ্লোক ইহাতে কামদেহাবশিষ্ট ভগবানের সৌভাগ্য-তিশয়া সম্ভাবিত হইয়াছে। “হৃদয়-এই আতিশয়া। এই কানে। লোকো-এই শোভা প্রকাশ পাবে। অনৌচিত্য হইলে সেই শোভা লয়ত প্রাপ্ত হইত। যেমন—“তোমার স্তনেব বিকাশ যে এইরূপ হইবে তাহাব আলোচনা না কবিয়াই বিধাতা আকাশকে সৃষ্টি কবাব আকাশ ছোট হইয়া গিয়াছে।” প্রসঙ্গ হইতে পাবে, পুরে যে বলা হইয়াছে যে সকল মনস্কাবে অতিশয়োক্তি ব্যঙ্গ্যরূপে অন্তর্নিহিত হইয়া থাকে তাহাব অর্থ কি? ভামহ বলিয়াছেন যে অতিশয়োক্তি সকল অলঙ্কারেব একটি সামান্য রূপ। শব্দ হইতে বিশেষ অর্থের প্রতীতিব পব লাবণ্য স্বর্ণ পবে পথক্ভাবে প্রকাশিত হয় না, তবে কেমন করিয়া মাধব্যাংক অতিশয়োক্তিব ব্যঙ্গ্য হয়? এই আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন ভামহেন্তি। ভামহেন যত্র “তদম্মেবার্থোচবগম্যব্যঃ”—এইভাবে দ্ববস্ত্রী পদেব সঙ্গে সম্বন্ধ বাখিয়া যোজন। করিতে হইবে। তিনি কি বলিয়াছেন? সৈমসেতি। যে অতিশয়োক্তিব লক্ষণ কবা হইয়াছে সেই সকল প্রকার অতিশয়োক্তিই বক্রোক্তি এবং তাহাই সকল অলঙ্কারেব বিশিষ্ট প্রকার। যেহেতু তিনি বলিয়াছেন, “বক্র অর্থ বৃত্ত।” তে পাবে এইরূপ অভিপ্রায়ে শব্দেব উক্তি যে বাক্যে সম্মিলিত হয় তাহাত বাক্যে অলঙ্কার।” শব্দেব বক্রতা ও অবিষয় অর্থের বক্রতা লোকোত্তররূপে অবস্থান কবে, এই ভাবেই অলঙ্কারেব অলঙ্কার শব্দ হয়। এই লোকোত্তরতাই আতিশয়া এবং এতটুকু অতিশয়োক্তি সকল অলঙ্কারে আছে। অতএব অন্যথা অর্থাৎ অতিশয়োক্তিব দ্বাবা অর্থ বিভাষিত হয় অর্থাৎ সকল জনের উপভোগেব দ্বাবা পুৰান হইয়া গেলেও বিচিৎররূপে ভাবিত হয়। সেইভাবে প্রমদা, উন্মাদ প্রভৃতি বিভাবতা প্রাপ্ত হয়। বিশেষরূপে ভাবিত হয়। অর্থাৎ রসময় হয়। এই যে তিনি বান্ধাছেন তাহার অর্থ কি? তাহ বলিতেছেন—অভেদোপচায়াংসৈব সঞ্চালকাবেপতি। উপচাবেব নিমিত্ত বলিতেছেন—সঞ্চালকাবেতি। উপচাবেব প্রয়োজন বলিতেছেন—“অতিশয়োক্তি” হইতে আরম্ভ করিয়া ‘অলঙ্কার মাত্রতা’ পর্যন্ত উক্তির দ্বারা। মুখ্যার্থে বাধাও এইখানেই দর্শিত হইয়াছে—‘কবি প্রতিভাবশাৎ ইত্যাদির দ্বারা’।

প্রাধান্য লাভ করে আবার কদাচিৎ অপ্রধান থাকে। প্রথম প্রকারে পাই বাচ্য অলঙ্কার, দ্বিতীয় প্রকারে তাহা ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তৃতীয় প্রকারে পাই গুণীভূতব্যাঙ্গ্যতা। এইরূপ প্রকারভেদ অন্যান্য অলঙ্কারেও পাওয়া যায় কিন্তু তাহারা সমস্ত অলঙ্কারের সাধারণ রূপ গ্রহণ করে না। কিন্তু সকল অলঙ্কারই অতিশয়োক্তির বিষয় হইতে পারে অর্থাৎ অল্প অলঙ্কার অল্পপ্রবিষ্ট হইলেও অতিশয়োক্তি সম্ভব হয়। ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য। রূপক, উপমা, তুল্যযোগিতা, নিদর্শনা প্রভৃতি যে সকল অলঙ্কারে সাদৃশ্যের দ্বারা নিহিত তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে হয় সেইখানে ব্যঙ্গ্য সাদৃশ্যধর্মই শোভাতিশয্যশালী হয়। তাহারা চারুত্বাতিশয্যযুক্ত হইয়া সবাই গুণীভূতব্যাঙ্গ্যের বিষয় হয়। সমাসোক্তি, আক্ষেপ, পর্য্যায়োক্ত প্রভৃতিতে নিহিত তত্ত্ব ব্যঙ্গ্য অংশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকে; তাই ইহা যে গুণীভূত ব্যঙ্গ্য হয় তাহা লইয়া বিবাদের অবকাশই নাই। সেই গুণীভূতব্যাঙ্গ্য অবস্থায় দেখা যায় যে কোন কোন অলঙ্কার অল্প অলঙ্কারের অভ্যন্তরে থেকে—ইহাই

ভাবার্থ এই :—যদি অতিশয়োক্তি সকল অলঙ্কারে সাধারণভাবে থাকে, তবে ইহা তাহাদের সঙ্গে একায়তায় পর্য্যবসিত হয়, স্বতরাং তদ্ব্যতিরিক্ত অলঙ্কারই দেখা যায় না এবং কবিপ্রতিভার উপরেও অপেক্ষা করার প্রয়োজন থাকে না। অধিকন্তু অল্প অলঙ্কারও আর দেখা যাইবে না। আর যদি অতিশয়োক্তিকে কাব্যের প্রাণস্বরূপ করার উদ্দেশ্যে এইরূপ বলা হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐচ্ছিকের সহিত বচিত না হইলেও তাহা কাব্যের প্রাণই হইবে। যদি বলা হয় যে ঐচ্ছিত্যশালী অতিশয়োক্তিই কাব্যের প্রাণ, তাহা হইলে বলিব যে ঐচ্ছিত্যের কারণ রস, তাহা প্রভৃতি ছাড়া আর কিছুই নহে। স্বতরাং রসভাবাদিই কাব্যের অন্তরস্থ মুখ্য প্রাণস্বরূপ, অতিশয়োক্তি নহে—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কেহ কেহ বলেন, “ঐচ্ছিত্যষটি স্বন্দর শব্দার্থময় কাব্যে অল্প আয়ত্বত ধ্বনি থাকার প্রয়োজন কি? তাহারা স্বীয় উক্তিকেই ধ্বনির অস্তিত্বের সাক্ষী বলিয়া মানিয়া লইলেন। ইহার দ্বারা তাহাদের প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল। স্বতরাং মুখ্য অর্থে বাধা হেতু এবং উপচারের নিমিত্ত ও প্রয়োজন থাকার জগ

নিয়ম। যেমন ব্যাঙ্গস্তুতি অলঙ্কারের অভ্যন্তরে কোন বিশেষ অলঙ্কার থাকে না, যে কোন অলঙ্কারের স্পর্শ থাকে। যেমন সন্দেহাদি অলঙ্কারের অভ্যন্তরে থাকে সাদৃশ্য বা উপমা। আবার কোন কোন অলঙ্কার পবস্পর্শ পবস্পর্শেব অভ্যন্তরে থাকে। যেমন—দীপক ও উপমা। দীপকের অভ্যন্তরে যে উপমা থাকে তাহা স্তপ্রসিদ্ধই। উপমাও কোথাও কোথাও দীপকের শোভাব উপকরণ হয়। যেমন—মালোপমা। এই ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে “প্রভামত্যা শিখ্যেব দীপঃ” (মহতী প্রভাবিনিষ্ট শিখার দ্বারা দীপ যেমন) ইত্যাদিতে (কুমারসম্ভব ১১৮) দীপকের শোভা স্পষ্ট হইয়াই প্রকাশিত হয়।

ইহা চণ্ডদায় উপচাবই বাটে। তাহা হইতেই অতিশয়োক্তির ব্যাঙ্গ প্রমাণিত হইল। অতঃপর অনেক সঙ্গীতের কথা যে বলা হইয়াছে তাহাকে তিনভাগে ভাগ করিতেছেন অত্যাশ্চর্য। বাচ্যে:নেতি। তাহাও বাচ্য হইবে। যথা “অপদৈব হি কেদময়” ইত্যাদি (পৃ: ৩০৬)। এখানে রূপক বাক্যেও অতিশয়োক্তি অনেক স্পর্শ বহির্ভূত আছে। এই ত্রৈবিধ্যের বিষয় বিভাগ করিতেছেন—তত্র্যেতি। সেই পদ্যের সমূহের মধ্যে যে প্রথম প্রকার প্রমাণে। প্রমাণ হইতে পারে যদি অতিশয়োক্তি এইরূপ হয় তবে কাহাব অপেক্ষা করিয়া ইহা প্রথম এইরূপ কণ্ঠস্থ হইল? এই প্রশ্ন করিয়া বলিতেছেন অসংগতি। এক অলঙ্কার যন্ত্র অলঙ্কারে যন্ত্রপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকে এই যে বৈশিষ্ট্য অতিশয়োক্তি সম্পর্কে নিকপিত হইয়াছে তাহা। যন্ত্রান্ত্র অলঙ্কার সম্পর্কেও প্রযোজ্য। প্রশ্ন হইতে পারে, এইরূপ হইলেও অতিশয়োক্তি প্রথম ইহা কি অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে? এই প্রশ্ন করিয়া বলিতেছেন—তেষামিতি। এইভাবে অলঙ্কার সমূহে ব্যাঙ্গের স্পর্শ আছে সমগ্রভাবে এইরূপ বলায় সেইখানে কি ব্যাঙ্গ হইয়া প্রতিভাত হয়? এহ বিভাগ বুঝাইতেছেন—যেষু চোতি। রূপকাদিব স্বরূপ পূর্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু নিদর্শনার লক্ষণ এই শ্রুতির দ্বাবাই সেই বিশিষ্ট অর্থের উপমাব নিকটবর্তীকরণে দর্শন। ইহা নিদর্শনা বলিয়া অভিপ্রেত। উদাহরণ—“সম্প্রসাধী উদয় পতনের জ্ঞান হইয়া থাকে ইহা বুঝিতে বুঝিতে এই উজ্জলময়িত মন্দ্রাতি সূর্য্যদেব যন্ত্র

এইভাবে ব্যঙ্গ্যেব সম্পর্শ হইলে রূপকাদি অলঙ্কারবর্গ অতিশয় চারুত্ব-যুক্ত হয় এবং ইহা বা সবাই গুণীভূতব্যঙ্গ্যের মার্গ। যে সকল অলঙ্কারের কথা বলা হইল অথবা বলা হয় নাই তজ্জাতীয় সকল অলঙ্কারের মধ্যেই গুণীভূতব্যঙ্গ্য সাধারণভাবে থাকে। তাহার লক্ষণ করা হইলে ইহারা সবাই ভালভাবে লক্ষিত হইয়া পড়ে। সকল শব্দের সাধারণ লক্ষণ বাদ দিয়া প্রতিপদ পাঠ করিয়া তাহাদের তত্ত্ব নিশ্চিত করিয়া জানা যায় না, কারণ শব্দের অর্থ নাই। এইখানেও সেইরূপ। শব্দ সংখ্যাভীত এবং অলঙ্কার তাহাবই প্রকার। অলঙ্কার ছাড়া ব্যঙ্গ্যেব বস্তু ও রসমূলক আন যে দুইপ্রকার আছে তাহাদের বিচার করিলেও দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যেও যথানে ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্য অর্থের উপকরণ হয় সেই-খানে গুণীভূতব্যঙ্গ্যেব বিষয় অবশ্যই আছে। সুতরাং এই যে দ্বিতীয় প্রকার আছে যাহাতে ধ্বনি নিঃশব্দিত হয় তাহাও অতি বমণীয় বলিয়া

যাইতে আরম্ভ করেন।” প্রেয়োলঙ্কারশ্রেণি। তাহা চাট্ট উদ্ধৃতিতে পুন্যবসিত হয় বলিয়া। দ্বিতীয় উদ্যোতে আমাদের কর্তৃক তাহা উদাহৃত হইয়াছে। উপমাগত্রে ইতি। এখানে ‘উপমা’ শব্দের দ্বারা রূপক প্রতিতি তাহা সকল প্রকার বিবক্ষিত হইয়াছে, অথবা উপমা বা সাদৃশ্য উপমাজাতীয় অলঙ্কারসমূহে সাধারণভাবে থাকে, স্তত্বাং উপমাশব্দের দ্বারা সেই শ্রেণীর সকল অলঙ্কার আশ্বিনপূর্ত হয়। স্বটেনেতি। “তদ্বা বা সে পৃ ৩৬ হইল, বিবৃষিতও হইল” ইত্যাদি। দীপ যেরূপ বহু পদার্থের প্রকাশ কবে সেইরূপে এখানে দীপক অলঙ্কার বহু অর্থের যুগপৎ প্রকাশ কবে, দীপক এখানে প্রাতিষম্যনকপে অল্প-প্রাতিষ্ঠ হইয়াছে। এই মালোপমায় স্পষ্ট অভিধাব্যাপারের দ্বাৰাই সাধারণ ধর্মের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তথা জাতীন্দ্রমিতি। চারুত্বাতিশয়্যাসম্পন্ন অলঙ্কার সমূহের। সুলক্ষিত ইতি—উপমাদি ব গুণীভূতব্যঙ্গ্যবিরহিত যে রূপ তাহা নিশ্চয়ই কাব্যে অভিনন্দনীয় নহে। উপমা—“যেমন গো তেমন গবয়। রূপক—“খলবালি (কাষ্ঠ বিশেষ) যুগই ” শ্লেষ—“দ্বির্বচনে অচি।”। এই পারিগিনিসূত্রে। যথাসংখ্যং -- “তুদীশলাভুঃ” ইত্যাদি পারিগিনিসূত্রে। দীপক—গোকে, অশ্বকে। সদন্দেহ—“স্বাহু হইবেও বা!” অপহুতি—“ইহা রজত নহে।” পব্যায়োক্ত—“কুলকায় দেবদত্ত (দিনে) খায় না।” তুল্যযোগিতা—

“স্বাক্ষারিচ” এই পাণিনিমুদ্রে। অপ্রস্তুতপ্রশংসা—সমস্ত জ্ঞাপক মুদ্রই অপ্রস্তুত প্রশংসাব উদাহরণ যেমন—“যাহার দ্বাৰা বিধি কৰা হইতেছে তাহা পদাঙ্কে থাকিবে, অতঃপৰা অর্থাৎ সংজ্ঞাবিন্যাসে প্রত্যয় গ্রহণ করিলে সেই পদাঙ্ক বিধিব প্রয়োগ হইবে না।” আশ্বেপ—“যেখানে উভয়ত্র বিভাষা সেইখানেই বিকল্পীয়ক কোন অভিধানের ইচ্ছা থাকিলে বিধি সেইখানেই অভিপ্রেত হইলেও পূর্বে নিষেধ থাকার দরুন সেই নিষেধের বিষয় সমানীকৃত হইয়া বিধি স্থচিত করে।” এই গ্রন্থবশতঃ। অতিশয়োক্তি—জনপূর্ণ কুণ্ডিকা দেখিয়া কেহ বলিতে পারে, “কুণ্ডিকাই সমুদ্র।” “বিন্দুপাত্ত বন্ধিত হইয়া স্থৰ্য্যের পথ আটকাইয়াছে।” এতক’ আবণ্ড। এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা কাব্যের বহুতা কীৰ্ত্তন কৰা হয় না, কারণ গুণীভূতব্যঙ্গ্যই অলঙ্কারতাব মন্থস্বরূপ এবং তাহা’ সকল অলঙ্কারকে সুন্দরভাবে লক্ষিত কৰে। গুণীভূতব্যঙ্গ্যতাব দ্বাৰা তাহা’ সুন্দরভাবে লক্ষিত বা সংগৃহীত হয় না যে অতিশয় অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। তাহা’ বলিতেছেন—“ককশ্চেতি। চাকরহীন অতিশয়োক্তি, বক্রোক্তি ও উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারে কোন সাধাবণ রূপ হইতে পারে না। চাকর হইতেছে গুণীভূতব্যঙ্গ্যের আধার, সুতরাং গুণীভূতব্যঙ্গ্যেরই গুণীভূতব্যঙ্গ্যই সকল অলঙ্কারেব সাধাবণ লক্ষণ। বসেব অভিযুক্তিব যোগ্য হইব ব্যঙ্গ্যেব চাকর, বস আপনাতে আপনি বিশ্রাম লাভ কৰে বলিয়া তাহা’ আনন্দায়ক, সুতরাং কোন অনবয়’ হয় না—ইহা’ তাৎপৰ্য্য। অনশ্যতীতি। প্রথম উদ্যোতেই ইহা’ ব্যাখ্যাত হইয়াছে—বাস্তবিকজনমানন্ত্য’ হইয়াদিব (পৃঃ ১১) আলোচনা’ অবসৰে। সকল অলঙ্কারেব তা’ অলঙ্কার ব্যঙ্গ্য হইয়া প্রকাশ পায় না; তবে কেমন কবিয়া গুণীভূতব্যঙ্গ্যের দ্বাৰা লক্ষণ করিলে সকল অলঙ্কার সংগৃহীত হইবে? ইহা’ ঠিক নহে। বস্তুতঃ তা’ রম গুণীভূত হইয়া ব্যঙ্গ্য হইবে। তাই বলিতেছেন—বস্তু বা বসরূপ আঘা’ বাবা উপ-লক্ষিত গুণীভূতব্যঙ্গ্যেব। অবশ্য যদি এহ’ভাবে অবতরণিকা কৰা যায় গুণীভূতব্যঙ্গ্যের দ্বারা যদি অলঙ্কার লক্ষিত হয় তবে লক্ষণ অবশ্য বস্তুব্য’, কিন্তু তাহা’ কেন বলা হয় নাই? এই প্রশ্ন আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন—গুণীভূতেতি। বিষয়হুমিতি। লক্ষণীয়হ। কেমন কবিয়া লক্ষণীয়হ? ধনিব্যতিবিক্ত যে প্রকা’ব হাতাতে ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্য অর্থের অন্তর্গামী হয়, তাহাই লক্ষণ, তাহাব দ্বাৰা। ব্যঙ্গ্য লক্ষিত হইলে এবং তাহাব গৌণভা’ নিরূপিত হইলে অতঃপৰা কি লক্ষণ করা হইবে? ইহা’ তাৎপৰ্য্য।

মহাকবিদের কাব্যের বিষয়ীভূত হয় ; সহৃদয় ব্যক্তির ইহার লক্ষণ নিকপণ কবিবেন । এমন কোন কাব্য নাই যাহা সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়-
গোষ্ঠী অথচ যেখানে প্রতীয়মান অর্থের সংস্পর্শের দ্বারা সৌন্দর্য্যলাভ হয়
নাই । সুতরাং ইহাই কাব্যের রহস্য ; পণ্ডিতেরা ইহা মনে রাখিবেন ।

রমণীরা অলঙ্কার ধারণ করিলেও যেমন লজ্জাই তাহাদের
প্রধান ভূষণ হয় মহাকবিদের কাব্যের প্রতীয়মান অর্থের
শোভাও সেইরূপ । ৩৭ ॥

অর্থ সুপ্রসিদ্ধ হইলেও ইহার জন্ম কি অপূর্ব কমনীয়তা লাভ করে ।

“সন্তোষকালো কামদেবের আজ্ঞানুসারে মুগ্ধনয়না রমণীর মধ্যে যে
অপূর্ব চিবনবীন লালাবিলাস সমূহ দেখা দেয় তাহা কেবল চিত্তের মধ্যে
ভাবনার বিষয় ।”

এইখানে “কেশপি” (কি অপূর্ব) এই পদের দ্বারা বাচ্য অর্থকে
স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া অনন্ত প্রশসিত, সুস্পষ্ট প্রতীয়মান অর্থের বিস্তার
করিয়া কি শোভাই না সম্পাদন করা হইয়াছে ।

“কাব্যের আত্মা ধ্বনি এত প্রসঙ্গ এইভাবে নিরূপিত করিয়া উপসংহাব
কবিতােছেন—তদযম ইত্যাদি হইতে আরম্ভ কবিয়া শোভাগাম্ এই পথান্ত
উক্তি দ্বারা পূর্বে যে বলা হইয়াছে যে ইহা সকল কাব্যের উপনিষদ্ বা
সাব্যস্বরূপ তাহাব দ্বারা প্রতারণা কবিয়া অর্থবাদ বচনা করা হয় নাই, ইহা
দেখাইতে বলিতেছেন—তদ্বিদ্ভিত্তি । ৩৬ ॥

মুখ্য ভূষিত । অলঙ্কৃতিভূতামপি—‘অপি’ শব্দের দ্বারা বুঝান
হইতেছে অলঙ্কারশূণ্য বাক্যসমূহেবও । প্রতীয়মান অর্থের দ্বারা কৃত
ছায়া অর্থাৎ শোভা, তাহা লজ্জার মত, কারণ গোপনভাবে যে সৌন্দর্য্য
নিঃসৃত হয় তাহা তাহার প্রাণস্বরূপ । নাট্যকারা অলঙ্কারধারিণী
হইলেও লজ্জা তাহাদের মুখ্য ভূষণ । প্রতীয়মানছায়া শোভা
(ছায়া) অর্থাৎ আস্তরিক কামভাবজাত হৃদয়সৌন্দর্য্যই রূপ যাহার, সেই
শোভার দ্বারা প্রতীয়মান ; লজ্জা হইতেছে অগ্নিরূপ কামবিকার গোপন
কবিতার ইচ্ছারূপ এবং কামেরই প্রকাশ, কারণ বীতবাগ ব্যক্তিদের কৌপীন
অপসারিত করিয়া লইলেও লজ্জা বা কলঙ্ক দেখা যায় না । তাই কোন কবির

“কুব্জাবাক্রানি” ইত্যাদি শ্লোক। (পক্ষান্তবে) যে হেতুবশতঃ প্রিয়তমাব
অশ্লিষ্য প্রার্থনা, মান প্রভৃতিব কাস্তি বা শোভা (চায়) হইয়া থাকে। শূদ্রাব
বসত বাক্যগণ লঙ্কাব দাবাব অবরুদ্ধ হইলে গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় এবং তচ্ছব গাত্র-
নেত্রাবিবাব পবম্পবাক্য কতবশতঃ বিশেষ বিশেষ িলাসেব সৃষ্টি হয়, স্তব্ধতাং
ইশা সেই বাচ্যব প্রকাশ বাহাব মনো সৌন্দর্য গোপনে সজ্জানিত হয়।
বিশ্রোথাত। মন্যথাচাশা যাহাব বিচাব ত্রিভুানে বন্দনীয় এম যিনি
লম্বাভৌকতাব দ সৌন্দর্য দত্ত অলঙ্কারীয় সাজা, তাহাব মনস্কান অবশ্য
কবণীয় হইলো ভয় ও না। পবিত্যাগপূর্বক যাহাব সন্তোষনালে সমুপস্থিত
হইবাচে, মুকাম। তাঃ গ্রন্থপট সন্তোষেব আশ্বাদেব দাবা যাহার দৃষ্টি-
বিশাব পবিত্রিত হইবাচে, সে সব সমানাবণ বিলাস অর্থ্যাং গাত্র ও নেত্রের
বিবাব, অমৃতা. অর্থ্যাং যাহার প্রতিধরণ নব নব কপ উন্মেষণলীল তাহাবা,
কেবলেন - মত্তত্ব অভিনিবেশ বা কবিয়া, একান্তে অবস্থানপূর্বক, সৰ্ব টান্দয়
গহন কবিয়া ভাবনীয় :—ভাবনা কবাব উপযুক্ত। যেহেতু ইহাদের
কোনটিই অল্প উপায়ে নিরুপণীয় নহে। ৩৭ ॥

গুণীভূতব্যঙ্গ্যেব গ্রন্থ উদাহরণ দিলেভেছেন—অর্থ্যাংবেতি। “কক
শৌলো” -এই ‘কক’ দাতু হইতে কাকৃ নিম্পন্ন হইয়াছে। কাকৃ বিষয়ে শব্দ
শাকাজ্ঞ অথবা নিবাকাজ্ঞ যে কোন না। পঠিত হইলে তাঃ প্রগত অর্থ্যেব
অনিবৃত্ত কিছু প্রকাশ কবিতে চক্ষ্য কবে। তাঃ ইহার মধ্যে ইচ্ছা বা
লৌল্য অভিহিত হয়। অথবা ক্রিয় অর্থ্যে কৃ শব্দ, তাহাব ‘ক’ আদেশ।
এইভাবে ব্যাখ্যা কবিলে, কাকৃ - জদর্যাস্তত্ব অর্থ্যেব প্রতীতির কোন উপায়,
তাহাব দাব যে অর্থ্যাস্তবেব প্রতীতি হয় সেই বাণ্যবিশেষ এই গুণীভূতব্যঙ্গ্য
কাব্যপকাবকে আশ্রয় কবে। ইহাব শুদ্ধ এই যে সেইখানে ব্যঙ্গ্যাব
গৌণতা হয়। এখানে ‘অর্থ্যাস্তবগতি’ শব্দের দাবা কাব্যেব কথাই বলা
হইয়াছে। প্রতীতি গুণীভূত হয় এমন কথা এখানে বলা হয় নাই, কাব্যের
গুণীভূতব নিরুপিত হইয়াছে। অত্রে কেহ কেহ কিস্ত বলিয়াছেন—ব্যঙ্গ্যের
গৌণতা হইলে এই গুণীভূত প্রকাব, অত্থা কাকৃতেও ধ্বনিত্বই হয়। এই মত
ঠিক নহে, কাবণ কাকৃ প্রয়োগ হইলে তাহা সর্বত্র শব্দের দ্বারা অমুগৃহীত
হওয়ায় ব্যঙ্গ্য উন্নীলিত হইলেও গৌণ হয়। কাকৃ হইতেছে শব্দেবই কোন
একটি ধ্বনি। “হসয়েত্রাণিতং আকুতম্” (পুঃ ১৪৭) ইত্যাদিতে ব্যঙ্গ্য অর্থ
যেমন শব্দের দ্বারা অমুগৃহীত হয় তেমনি “গোপৈব্যং গদিতঃ সলেশং”

কাকু বা স্বরব্যতিক্রমের দ্বারা এই যে অর্থান্তরের বোধ জন্মান হয় তাহাতে ব্যঙ্গ্যের অপ্রাধান্য হয় এবং তাহা এই গুণীভূতব্যঙ্গ্যপ্রকারকে আশ্রয় করে। ৩৮ ॥

কাকুর দ্বারা এই যে অর্থান্তরের প্রতীতি কোথাও দৃষ্ট হয় তাহাতে ব্যঙ্গ্য অর্থের অপ্রাধান্য হয় বলিয়া তাহা এই কাব্যপ্রভেদকে আশ্রয় করে। যেমন “স্বস্থা ভবন্তি ময়ি জীবতি ধার্তরাষ্ট্রাঃ” (“আমি জীবিত থাকিতে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা স্থস্থ থাকিবে”) ইত্যাদিতে। অথবা যেমন—

“আমরা তো অসতীই ; হে পতিব্রতে, তোমাকে আর বলিতে হইবে না ; তোমার কুল তো কলঙ্কিত হয় নাই। আমরা কিন্তু অপরের স্ত্রী হইয়া সেই নাপিতের প্রতি অমুরক্ত হই নাই।”

(পৃ: ১২৩) কাকুরূপ শব্দধর্মের দ্বারা স্পষ্ট হইয়া শব্দানুগৃহীতই হইয়া থাকে । “ভম ধম্মিঅ” ইত্যাদিতে (পৃ: ২২) কাকু যোজনা করিলে গুণীভূতব্যঙ্গ্যতাই ব্যক্ত হইবে। কারণ সেইভাবে অর্থের অবগতি হইবে। স্বস্থা: ভবন্তি, ময়ি জীবতি, ধার্তরাষ্ট্রাঃ—উদ্বাপনেব দ্বারা বিচিহ্নিত। এখানকার অর্থ (“আমি জীবিত থাকিতে তাহারা স্থস্থ থাকিবে”) অসম্ভাব্য ও অতিশয় অমুচিত ; কাকু সেই অসম্ভাব্যতাসূচক ব্যঙ্গ্য অর্পকে স্পর্শ করিয়া এবং ব্যঙ্গ্যকে উপকরণরূপে গ্রহণ করিয়া ব্যঙ্গ্য অর্থের দ্বারা অলঙ্কৃত বাচ্য অর্থকেই ক্রোধের অমুভাববৎ দান করিতেছে। আম অসত্য:—আমরা অসতী ; এখানে কাকু স্বীকারমূলক হইয়া উপহাসের আকাজক্ষা পূরণ করিতেছে। উপরম—এখানে কোন আকাজক্ষা নাই : অথচ ইহার দ্বারা কিছু সূচিত হইতেছে। পতিব্রতে দীপ্ত হাস্য সমন্বিত উক্তি। ন হুয়া মলিনিতং লীলং—এখানে গদগদময় সাকাজ্জ কাকু। কিং পুনর্জনস্তজ্জায়েব অর্থাৎ তবে কামান্ধই বা কেন ? চান্দলং (নাপিতকে) ন কাময়াগহে এইখানে নিরাকাজ্জ। এবং গদগদময় উপহাসগর্ভ কাকু। কোন নাপিতানুরক্ত কুলবধু কোন রমণীর অভিনয় দেখিয়া তাহাকে উপহাস করিলে সে প্রতি উত্তর দেয়। এই প্রত্যাঙ্কি প্রত্যাপহাসগর্ভ, কাকুপ্রধান উক্তি। গোপতা দেখাইবার জন্ত প্রমাণ করিতেছেন ইহা কেমন করিয়া শেষের দ্বারা অনুগৃহীত হয়

শব্দের শক্তিই নিজের অভিধেয় অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত স্বর-বিকারের (কাকুর) সহায়তা লাভ করিলে অর্থ বিশেষের বোধ জন্মাইতে পারে, যে কোন কাকু নহে। কারণ অল্প বিষয়ে নিজের ইচ্ছানুসারে যে কোনভাবে স্বরবিকার করিলে তাহার দ্বারা সেই প্রকারের অর্থের বোধ সম্ভব নহে। যেখানে প্রতীয়মান অর্থ থাকে সেইখানে বিশেষ স্বরবিকার শব্দব্যাপারের সহকারী হইলেও এবং প্রতীয়মান অর্থ শব্দব্যাপারের আশ্রয় লইলেও তাহা অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা প্রাপ্যগী ; তাই ইহাও ব্যঙ্গ্যেরই প্রকারবিশেষ। যেখানে ব্যঙ্গকত্ব পাচকদের অনুগমন করে এবং সেইজন্যই ব্যঙ্গ্যবিশিষ্ট বাচ্যের প্রতীতি হয় সেইখানে সেই জাতীয় অর্থবোধক কাব্যকে গুণীভূতব্যঙ্গ্য বলিয়া নামকরণ করিতে হইবে। যাহা ব্যঙ্গ্যবিশিষ্ট বাচ্য অর্থ অভিহিত করে তাহা গুণীভূতব্যঙ্গ্য লাভ করে।

শব্দ-শক্তি ইত্যাদির দ্বারা। এইভাবে দেখিলে ব্যঙ্গ্য কেমন করিয়া হয় ? এই প্রশ্ন করা বলিতেছেন—স চেতি। এখন গুণীভাব বা গৌণতা দেখাইতেছেন—বাচকত্বের। পাচক অনুগমননৈব বাচকত্বের অনুগমন অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যব্যঙ্গকভাবে গৌণতা। সেইখানেই ব্যঙ্গ্যবিশিষ্ট বাচ্যপ্রতীতির দ্বারা কাব্যের প্রকাশ্য কল্পিত হয়; সেই জন্য তাহার সেইরূপ নামকরণ হইয়াছে। সুতরাং কাকুদোষনা করা হইলে সর্বত্র গুণীভূতব্যঙ্গ্যতাই হইয়া পাকে। সুতরাং “মথু্যমি কৌরবশতঃ সমরে ন কোপাং (যুদ্ধে কোপভরে আমি শত কৌরবকে মথিত করিব না)” এখানে যাহারা বিপরীত লক্ষণার কথা বলেন তাহারা সম্যক্ বিচার করিয়া বলেন নাই। “ন কোপাং” ইহার উচ্চারণ কালে দীপ্ত, তার, গদগদময় সাকাজ্জ কাকু বলে কোপের নিবেদ নির্ঘঙ্ক হইয়াছে। যুদ্ধির প্রস্তাবিত সন্ধিনার্স যে অক্ষমগীয়ে সেই অভিপ্রায় ইহার দ্বারাই বুঝান হইতেছে। সুতরাং মূখ্য অর্থে বাধা প্রভৃতির অনুসরণ করিলে যে বিশ্লেষের আবশ্যক হয় তাহা নাই বলিয়া বিপরীতলক্ষণার কি অবকাশ আছে ? (মীমাংসককে বলিতেছেন) “দর্শে (অমাবস্তায়) বজ্রন করিবে।” এখানে তথার্থি কাকু প্রভৃতি উপায়ান্তরের অভাবে বিপরীতলক্ষণা হয়ত হউক। বহু অবান্তর কথা বলিয়া লাভ কি ? ৬৮।

যেখানে যুক্তির প্রয়োগের দ্বারা গুণীভূতব্যক্ত্যের বিষয় নির্দ্ধারিত হয় সহৃদয় ব্যক্তির। তাহাতে ধ্বনি যোজনা করিবেন না। ৩৯ ॥

দৃষ্টান্ত বিচার করিলে দেখা যায় যে ধ্বনি ও গুণীভূতব্যক্ত্যের কোন কোন মার্গ মিশিয়া যায়। সেইরূপ হইলে যেখানে যে মার্গ অধিক যুক্তিসঙ্গত তদ্বারাই সেইখানে নামকরণ করিতে হইবে। সর্বত্রই যে ধ্বনির প্রতি অনুরাগ দেখাইতে হইবে তাহা নহে। যেমন—

“পতির শিরস্থিত চন্দ্রকলা ইহার দ্বারা স্পর্শ করিও”—সখী তাহার চরণ অলঙ্ককে রঞ্জিত করিয়া পরিহাসপূর্ব্বক এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি কথা না বলিয়া মাল্যের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন।’

অথবা যেমন—

“স্বামী উচ্চস্থিত পুষ্পগুলি দিতে যাইয়া সপত্নীর নাম উচ্চারণ করিয়া ফেলিলে মানিনী নায়িকা কিছুই বলিল না ; বাম্পা কুললোচনে পা দিয়া মাটিতে লিখিতে লাগিল।”

এইখানে “নির্বচনং জঘান” (কিছু না বলিয়া আঘাত করিলেন) এবং “ন কিঞ্চিদ্ধৃচে” (কিছুই বলিল না)—এই বাক্যাংশদ্বয়ে কথা বলার নিষেধ বুঝাইতেছে বলিয়া ব্যঙ্গ্য কথঞ্চিৎ বাচ্য অর্থের বিষয়ীকৃত হইয়া গৌণভাবেই শোভা পাইতেছে। যেখানে ভঙ্গীবিশিষ্ট বক্র উক্তি ছাড়া ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রকাশিত হয় সেইখানে তাহার প্রাধান্য হয়।

অধুনা সঙ্করযুক্ত বিষয়ের বিভাগ করিতেছেন—প্রভেদেদন্তেতি। যুক্ত্যেতি। চারুত্বপ্রতীতিই এখানে যুক্তি। পত্ন্যুরিতি। অনেনেতি। অলঙ্ককের দ্বারা উপরঞ্জিত হওয়ার সৌভাগ্য হইতে পারে না। উপদেশ এই যে অনবরত পায়ে পড়িয়া প্রসাদন না করিলে পতিব যথেষ্ট অসুখভিনী হইবে না। শিরস্থিত যে চন্দ্র কলা তাহাকেও পরাস্ত কর ; ইহাতে সপত্নীর পরাজয় কথিত হইল। নির্বচনমিতি। নির্বচনং জঘান। এই বাক্যাংশের দ্বারা লজ্জা, সঙ্কোচ, হর্ষ, ঈর্ষ্যা ভয়, সৌভাগ্য, অভিমান প্রভৃতি ধ্বনিত হইলেও তাহার কুমারীজনোচিত

যেমন—“এবংবাদিনি দেবর্ষৌ” ইত্যাদিতে (পৃ: ১৪৬)। এখানে কিন্তু উক্তির বক্রতা বা বিশেষ ভঙ্গীর দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হওয়ায় বাচ্যেরই প্রাধান্য। সুতরাং এইখানে অল্পরূপক ব্যাক্যধ্বনি নাম-করণ করিলে তাহা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

কাব্যের এই প্রকারকে গুণীভূতব্যাক্য বলা হইলেও যে কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাহাতে রসাদি মুখ্য-রূপে আছে তাহা ধ্বনিরূপ পাইয়া থাকে। ৪০ ॥

যে কাব্যপ্রকার গুণীভূতব্যাক্যশ্রেণীভুক্ত তাহার মধ্যেও পর্যালোচনার দ্বারা যদি রস-ভাব প্রভৃতির মুখ্যতা পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহা ধ্বনিই লাভ করে। যেমন, এইখানেই যে শ্লোক দুইটির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে। অথবা যেমন—

“হে সুন্দর, রাধা সহজে আরাধ্য নহে। যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তুমি প্রাণেশ্বরীর নীবী-বসনের দ্বারা অশ্রুমোচন করিতেছ।

অপ্রগল্ভতাস্থচক ‘নির্ধ্বজনম্’ শব্দের অর্থকে অলঙ্কৃত করে। অর্থ ঐরূপে অলঙ্কৃত হইয়া শৃঙ্গারাদিতা লাভ করে। প্রায়চ্ছতেতি।, উচ্চৈরিতি। উচ্চস্থিত যে সকল কুহুম কান্তা স্বয়ং গ্রহঃ করিতে পারে নাই বলিয়া সে স্বামীর কাছে দাচঞা করিয়াছে। আমাদের উপাখ্যায়েরা কিন্তু উচ্চৈঃ শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“হে অম্কে (সপত্নীর নাম করিয়া) মনোহর ফুলগুলি নেও, নেও।” এইরূপ উচ্চৈঃশব্দে আদরাতিশয্য দেখাইয়া ফুলগুলি দিতে দিতে। অতএব লজ্জিতা—(প্রতিদ্বন্দ্বিনীর নাম) শোনান হইল। ন কিঞ্চিদুচেতি। এবংবিধ শৃঙ্গারের অবকাশে এই ব্যক্তি অল্প নারিকাকে স্মরণ করিতেছে। তাই মানপ্রদর্শন এখানে যথেষ্ট হইবে না; সাত্তিশয় মত্য় এখানে ব্যাক্য। তাই বলিবেন—উক্তি ভঙ্গ্যাস্তীতি। তস্মেতি—ব্যাক্যের। ইহেতি—‘পত্ন্যঃ’ ইত্যাদিতে। বাচ্যাস্তাপীতি। ‘অপি’-শব্দের ক্রমভঙ্গ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে—প্রাধান্যমপি ভবতি বাচ্যস্ত। বাচ্যের প্রাধান্যও হয়, কিন্তু রসাদির অপেক্ষায় গৌণতা হয়। অতএব উপসংহারে ধ্বনিশব্দের অল্পরূপ ব্যাক্য এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। ৩২ ॥

জীৱিত কঠিন, সুতরাং আৰু প্ৰসাদোপচাৰ কৰিয়া লাভ কি ? অতএব তুমি বিৰত হও । বহু অমুনয়পৰায়ণ হইলে যে হৰিকে এৰূপ বলা হইল তিনি তোমাদেৱ কল্যাণ কৰুন ।”

এইভাবে ধ্বনি ও গুণীভূতব্যক্ত্যেৰ প্ৰভেদ স্থিৰ কৰা হইলে বোঝা যায় যে “জ্ঞান হুয়মেব” ইত্যাদিতে (পৃ: ২২২) নিৰ্দিষ্টপদে ব্যক্ত্য-বিশিষ্ট বাচ্য অৰ্থেৰ প্ৰতিপাদন কৰা হইয়া থাকিলেও বাক্যেৰ প্ৰধান অৰ্থ হইল রসেৰ অভিব্যক্তি এবং তাহাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়াই এই শ্লোকেৰ ব্যঞ্জকত্ব কথিত হইয়াছে । সেই সকল পদে অৰ্থান্তৰসংক্ৰমিতবাচ্য ধ্বনি আছে এইৰূপ ভ্ৰম কৰিলে চলিবে না, কাৰণ সেই সকল পদেৰ

ইহা নিৰ্বাহিত কৰিয়া ধ্বনিই যে কাব্যেৰ আত্মা তাহা স্পষ্ট কৰিতেছেন—
 প্ৰকাৰ ইতি । শ্লোকদ্বয় ইতি । ‘পত্ন্যঃ’ ইত্যাদি তুল্যাশোভাবিশিষ্ট যে দুই শ্লোক উদাহৃত হইয়াছে সেইখানে । ‘দ্বয়’ শব্দেৰ ব্যবহাৰ কৰায় “এবংবাदिनि” ইত্যাদি (পৃ: ১৪৬) এই শ্লোকেৰ বিচাৰেৰ অবকাশ থাকে না । দুৱাৰাধেতি । নায়ক বলিতেছেন, “আমি পায় পড়িলে তুমি অকাৰণে কুপিতা হইয়া আমাৰ উপৰে প্ৰসন্ন হইতেছ না । অহো তুমি কি দুৱাৰাধা !” নায়কেৰ এই উক্তি স্বীকাৰ কৰিছা লইয়া সখী হৰিকে বলিলেন, “তুমি ৰোদন কৰিও না” এবং অশ্ৰমোচন কৰিতে থাকিলে সখীৰ স্বীকাৰগৰ্ভ এই উক্তি । স্তভগেতি । যে তুমি পিয়ামন্তাগৰূপ ভূষণবিহীন হইয়া ক্ষণকালও অতিবাহিত কৰিতে পাৰ না । অনেনাপীতি । তুমি ইহা প্ৰত্যক্ষ কৰিয়া দেখ । এই যে তুমি আদৰ কৰিতেছ ইহা তুমি লজ্জা ত্যাগ কৰিয়াই কৰিতেছ, ইহা অবধাৰিত । মুজতঃ ইতি—ইহাৰ দ্বাৰা বুঝাইতেছে যে নয়নে বাষ্পশ্ৰোত সহস্ৰধাৰায় প্ৰবাহিত হইতেছে । তুমি এইৰূপ হতচেতন হইয়াছ যে আমাকে ভুলিয়া সেই প্ৰণয়কুপিতাকেই বহুমান দিতেছ । তাহা না হইলে এইৰূপ কৰিবে কেন ? পতিভমিতি । এখন ৰোদনেৰ অবকাশও চলিয়া গিয়াছে । যদি বলা হয় যে এত আদৰেও কোপ পৰিত্যাগ কৰিতেছ না কেন, তবে বলিব কি কৰা যায় ? জীৱিত স্বভাবতঃই কঠোৰ । জীতি । প্ৰেম না থাকিলে জী বস্তুবিশেষমাত্ৰ ; তাহাৰ ইহা স্বভাব । ৰাধাগত ব্যক্ত্য এই—ৰাধা যে মনে কৰেন নাৱীয়া স্বকুমাৰস্বৰূপবিশিষ্ট তাহা সত্য নহে ।

বাচ্য অর্থই বিবক্ষিত হইয়াছে। সেই সকল পদে বাচ্য অর্থের উপ-
করণ রূপে ব্যঙ্গ্য অর্থ থাকে এইরূপ প্রতীতি হয়, বাচ্য অর্থ ব্যঙ্গ্য
অর্থে পরিণত হয় এইরূপ দেখা যায় না। সুতরাং সেইখানে সমগ্র
বাক্যই ধ্বনির অন্তর্গত। পদগুলিতে রহিয়াছে গুণীভূতব্যঙ্গ্যতা। কেবল
যে গুণীভূতব্যঙ্গ্যের পদগুলিই অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির ব্যঞ্জক হয়
তাহা নহে; অর্থাৎ রসংক্রমিতবাচ্য ধ্বনি প্রভেদগুলিও অলক্ষ্যক্রম-
ব্যঙ্গ্যের ব্যঞ্জক হয়। যেমন এই শ্লোকেই 'রাবণ' এই পদ ধ্বনির অন্য
প্রভেদের ব্যঞ্জক হইয়াছে। কিন্তু যে বাক্যে রসাদিতাৎপর্য্য নাই,
সেই বাক্য গুণীভূতব্যঙ্গ্যের অন্তর্গত পদসমূহের দ্বারা উদ্ভাসিত হইলেও
গুণীভূতব্যঙ্গ্যতাই সেইখানে সমুদায় বাক্যের ধর্ম্ম। যেমন—

“মানুষেরা রাজাকেও সেবা করে, বিবও ভক্ষণ করে, স্ত্রীদের
সহিতও রমণ করে—ইহারা বস্তুতঃই কর্ম্মকুশল।”

ইহাদের হৃদয় বজ্রসারের অপেক্ষাও কঠিন, যেহেতু এইরূপ বৃত্তান্ত দেখিয়াও
তাহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না। উপচারৈরিতি। দাক্ষিণ্যপ্রযুক্ত
অমূল আচরণের দ্বারা। অহুনয়েষিতি। বহুবচনের দ্বারা বুঝান হইতেছে
যে বারংবার এই বহুবল্লভের এই দশাই ঘটিবে। অতএব সৌভাগ্যের
আতিশয়া কথিত হইল। এইভাবে ব্যঙ্গ্য অর্থের সারাংশ বাচ্য অর্থকেই
অলঙ্কৃত করিতেছে। সেই বাচ্য অর্থই কিন্তু অলঙ্কৃত হইয়া ঈর্ষ্যাবিশ্রলম্ব-
শৃঙ্গার রসের অঙ্গত্ব লাভ করিতেছে। এই তিনটি শ্লোকেই প্রতীয়মান
অর্থের রসাত্মক হইয়াছে বলিয়া যিনি বলিয়াছেন তিনি দেবতাকে বিক্রয়
করিয়া দেবতার যাত্রার উৎসব করিয়া থাকিবেন। প্রস্তাবিত বিষয়ে ব্যঙ্গ্যের
গৌণতা থাকিলেও এইভাবে বিচার করিলে তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইত।
রসাদিব্যতিরিক্ত যে ব্যঙ্গ্য (অর্থাৎ বস্তু বা অলঙ্কার) রসের অঙ্গ হইবার
উপযোগিতাই তাহার প্রাধান্ত, অস্ত্র কিছু নহে। সুতরাং নিজসম্প্রদায়ের
প্রাচীনদের সঙ্গে আর বিবাদ করিয়া লাভ কি? এবং স্থিত ইতি। এইমাত্র
ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্গ্যের যে বিভাগ বলা হইল তাহা ঐক্যে নির্দ্ধারিত হওয়ায়।
কারিকাগত ‘অপি’ শব্দ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—ন চেতি। এই শ্লোক
পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাই পুনরায় লিখিত হইল না। যত্রস্থিতি।

ইত্যাদিতে। যত্নের সহিত বাচ্য অর্থ ও ব্যাক্য অর্থের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য বিচার করিতে হইবে, যাহাতে ধ্বনি, গুণীভূতব্যাক্য ও অলঙ্কারের বিশুদ্ধ অবিমিশ্র বিষয় ভালভাবে জানা যাইতে পারে। তাহা না হইলে প্রসিদ্ধ অলঙ্কার বিষয়েই ভ্রম হইবে। যেমন—

“এই তবীর দেহ নির্মাণ করিবার সময় বিধাতার মনে কি ইচ্ছা ছিল তাহা আমরা জানি না। তিনি লাবণ্যধনের ব্যয় গণনা করেন নাই। মহান্ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন; যে লোকসমাজ সুখে, নিশ্চিন্তে, স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতেছিল তাহার চিন্তাগ্নি উদ্দীপিত করিয়াছেন আর এই হতভাগিনীও উপযুক্ত প্রণয়ীর অভাবে নিপীড়িতা হইতেছে।”

বিষয়নির্দেশদাতক শাস্ত্রসের প্রতীতি হইতেছে তথাপি ঐ চমৎকার বাচ্যেই নিহিত হইয়া রহিয়াছে। রাজসেবাদি অসম্ভব ও বিপরীত ফল আনয়নকারী— ইহাই বাচ্য অর্থ এবং ব্যাক্য ইহারই অমুগামী। উভয়তঃ যোজিত ‘অপি’-শব্দ (রাজানমপি সেবন্তে ইত্যাদি), স্থানত্বে যোজিত ‘চ’-শব্দ, উভয়তঃ যোজিত ‘খলু’-শব্দ এবং ‘মানব’-শব্দ—ইহাদের ব্যাক্য অর্থ কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে; অতএব ব্যাক্য-যে গুণীভূত তাহা স্পষ্টই। যে বিভাগবিচার দেখান হইল তাহা অমুপযোগী নহে, ইহা দেখাইতেছেন—বাচ্যব্যাক্যয়ো রিতি। অলঙ্কারানাং চেতি। যেখানে ব্যাক্য নাই, সেখানে বিশুদ্ধ অলঙ্কারেরই প্রাধান্য। অন্যথা স্মৃতি। যদি প্রযত্নবান্ না হওয়া যায়। যে ব্যাক্যপ্রকার আমি পূর্বে দেখাইয়াছি তাহা অবশ্যই বিভ্রান্তির বিষয়; ‘এব’ প্রয়োগের এই অভিপ্রায়। লাবণ্যে ধনব্দ আরোপ করিয়া ইহাই কথিত হইয়াছে যে তাহা সর্বস্বপ্রায় এবং বিধাতার অনেক সঞ্চিত কৃতিত্বের উপযোগী। গণিত ইতি। যে বায় দীর্ঘকাল ধরিয়া হয়, বিদ্যুতের মত হঠাৎ শেষ হইয়া যায় না—তৎসম্পর্কে গণনা অবশ্য করিতে হইবে। অনন্তকাল ধরিয়া নির্মাণকার্যে লিপ্ত থাকিলেও বিধাতা কিন্তু এখানে বিন্দুমাত্র বিবেচনা করেন নাই; স্ততরাং তাঁহার অবিস্মৃশ্কারিতা খুব বেশী। অতএব বলিতেছেন—ক্লেশো মহানিতি। স্বচ্ছন্দস্মৃতি। যিনি বাধারহিত তাঁহার। এষাপীতি। যাহা নিজেই নির্মাণ করিয়াছেন তাহা নিজেই নষ্ট করিতেছেন—ইহা পরম ক্ষোভের বিষয়, ইহা ‘অপি’ এবং ‘এব’-পদেই স্বারা কথিত হইয়াছে। কোথর্থ ইতি। না নিজের,

এই শ্লোকটিকে কেহ কেহ যে ব্যাঙ্গস্তুতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। যেহেতু এই পঙ্ক্তির বাচ্য অর্থ যদি ব্যাঙ্গস্তুতি অলঙ্কারমাত্রে পর্য্যবসিত হয় তাহা হইলে তাহাতে অর্থের সুসঙ্গতি হয় না, কারণ কোন অমুরাগী ব্যক্তি এইভাবে বিতর্ক করিতে পারে না। “এষাপি স্বয়মপি তুল্যরমণাভাবাদ্ভরাকী হতা”—এবংবিধ উক্তি তাহার পক্ষে অসম্ভব। বীতরাগ ব্যক্তির পক্ষেও এই যুক্তি শোভন নহে। কারণ যে অমুরাগকে জয় করিয়াছে এবংবিধ বিতর্ককে পরিহার করাই তাহার একমাত্র কাজ। এই শ্লোক কোন বিশেষ কাব্যপ্রবন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে এমন শোনা যায় নাই; তাহা হইলে সেই প্রকরণ অনুসারে ইহার অর্থ পরিকল্পিত হইতে পারে। সুতরাং ইহা অপ্রস্তুত-প্রশংসা। যেহেতু এই শ্লোকের বাচ্য অর্থ গৌণ হইয়া উপচাররূপে গৃহীত হইয়া কোন বিশেষ মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকের পরিচাপ প্রকাশ করিতেছে। বক্তা নিজেকে অসামান্য গুণশালী বলিয়া মনে করে এবং সেই অভিমানে স্ফীত; নিজের মহিমার আধিক্যের জন্ত এই ব্যক্তি অপরের প্রতি মাৎসর্য্যাক্রান্ত এবং অশ্রু কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছে বলিয়া সে মনে করে না। ইহা ধর্ম্মকীর্ত্তির শ্লোক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহা সম্ভবও বটে যে এই শ্লোক তাঁহারই। যেহেতু তাঁহারই—

না জনসমাজের, না নির্ম্মিত ব্যক্তির—ইহাই অর্থ। তস্মৈতি। এই কার্পণ্যসূচক, অকলাগদুষ্ট বচন অমুরাগীর পক্ষে শোভন নহে। “বরাকী হতা”—নিজেকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ উক্তি করিলেও তাহা অমুচিত হইবে। অপরের কথা ছাড়িয়া দিলেও নিজের সম্পর্কেও তুল্যরমণত্বের অভাব অথচ অমুরাগিতা পশুপ্রায়ই সূচনা করে। কিন্তু কোন অমুরাগী ব্যক্তিও কোন কারণে কতিপয় কালের জন্ত ব্রত ধারণ করিলে অথবা রাবণসদৃশ লোকের নীতা প্রভৃতি বিষয়ে অথবা দুঃস্থাদির অজ্ঞাতকুলশীল শকুন্তলাদিতে এইরূপ স্বীয় সৌভাগ্যসূচক এবং সেই রমণীর স্তুতিগর্ভ উক্তি কেন সম্ভব হইবে না? অনাদিকালধাবত অভ্যস্ত অমুরাগ ও বাসনার সংস্কারের জন্ত বীতরাগ ব্যক্তিও

“অল্প ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আমার মতবাদের মধ্যে গাহন করিতে পারে নাই। যাহারা অধিক আয়াস করিয়াছে তাহারাও ইহার পরমার্থতত্ত্ব দেখিতে পায় নাই। আমার মত জগতে কোন উপযুক্ত প্রতিগ্রাহক লাভ না করিয়া সমুদ্রের জলের মত স্বদেহের মধ্যেই জরা প্রাপ্ত হইবে।”

এই শ্লোকের দ্বারাও এবংবিধ অভিপ্রায়ই প্রকাশিত হইয়াছে। অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কারেও যাহা বাচ্য তাহা কোথাও বিবক্ষিত হয়, আবার কোথাও অবিবক্ষিত হয়, আবার কোথাও তাহা বিবক্ষিত ও অবিবক্ষিতও হয়—এই তিন রকমেই ইহার রচনা হইতে পারে। তন্মধ্যে বিবক্ষিতত্বের উদাহরণ যেমন—

“পরার্থে যে পীড়া অনুভব করে, ভাঙ্গিলেও যে মধুর থাকে, যাহার বিকার সংসারের সকলের কাছে প্রিয়ই হয়, সেই ইক্ষু যদি একেবারে অক্ষত্রে পতিত হইয়া বৃদ্ধি না পায় তাহা কি ইক্ষুর দোষ না উষর মরুভূমির অপরাধ?”

স্বীয় ঔদাসীন্য় সত্ত্বেও তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিলে যদি এইরূপ উক্তি করেন তাহা অসম্ভব হইবে কেন? বীতরাগ ব্যক্তি ভাবসমূহ উল্টা রকমে দেখেন না; বীণানিক্ষণ তাঁহার কাছে কাকের রবের মত শোনায় না। স্তবরাগ প্রস্তাবিত বিষয় অনুসারে অনুরাগী ও বীতরাগ উভয়ের পক্ষেই এইরূপ উক্তি সম্ভব। অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কারেও অপ্রস্তাবিত অর্থ সম্ভবপর হইলেই সেই অর্থ গ্রাহ্য হয়। তেজস্বী ব্যক্তি সম্পর্কে এইরূপ অপ্রস্তুতপ্রশংসা হইতে পারে না—“অহো দিক্ তোমার দীনতা।” আপত্তি হইতে পারে যে এই শ্লোকে ব্যাজস্তুতি প্রসঙ্গানুগত বলিয়াই অসম্ভব হইবে না; এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—ন চেতি। এই শ্লোকের চারিটি পদের দ্বারা ক্রমান্বয়ে নিঃসামান্তগুণশীলতা, নিজের মহিমার উৎকর্ষ, বিশেষজ্ঞতা ও পরিতাপ ব্যঞ্জিত হইয়াছে এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে, ইহারই (অপ্রস্তুতপ্রশংসারই) বা কি প্রমাণ আছে? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—তথা চেতি। “এই শ্লোক ধর্মকীর্তির রচিত।”—এইরূপ বলায় কি সুবিধা হইল? এইরূপ আপত্তি আশঙ্কা করিয়া তাঁহার রচিত এমন একটি

অথবা যেমন মদীয় শ্লোকে—

“এই যে সুন্দরাকৃতিবিশিষ্ট অবয়বসমূহ দৃষ্টি পথে আসে ক্ষণকালের জ্ঞানও যে চক্ষুর বিষয়ীভূত হইলে ইহারা সফলতা লাভ করে সেই চক্ষু এখন আলোকহীন লোকজগতে অশ্রু সকল নগণ্য অবয়বের তুল্য হইয়াছে অথবা তাহাদের তুল্য হয় নাই।”

এই দুই শ্লোকে ইক্ষু ও চক্ষুর স্বরূপ বিবক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু ইহারা প্রস্তাবিত বিষয় নহে; যেহেতু কোন মহাপুণ্যসম্পন্ন ব্যক্তি অনুপযুক্ত স্থানে পতিত হইলে তিনি যে ব্যর্থতা লাভ করেন তাহা বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যই দুইটি শ্লোকের ব্যঞ্জিত তাৎপর্য্য এবং তাহাই প্রস্তাবিত বিষয়। অবিবক্ষিতত্বের উদাহরণ, যেমন—

শ্লোকের সাহায্যে ইহার অভিপ্রায় বুঝাইতেছেন যাহার অর্থসম্পর্কে কোন বিবাদ নাই—সম্ভাব্যত ইতি। অন্য্যবসিতাবগাহনম্—যেখানে অবগাহনের উল্লেখ করা হইলেও তাহা সম্পাদিত হয় নাই। পরমার্থতত্ত্বম্—যে পরম অর্থতত্ত্ব কৌস্তভাদি হইতেও উদ্ভূত। অলঙ্কসদৃশপ্রতিগ্রাহকম্—অলঙ্ক: যত্নের সহিত পরীক্ষিত হইলেও পাওয়া যায় নাই, যাহার সদৃশ বস্তু যেখানে সেইরূপ প্রতিগ্রাহন—একটি একটি করিয়া গ্রাহ বা জলচর প্রাণী অর্থাৎ ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা ধ্বজন্তরী সদৃশ। এবংবিধ ই' ৫। পরিদেবিত বা খেদ-বিষয়ক।

এই সমগ্র অর্থে অপ্রস্তুতপ্রশংসা ও উপমা—এই দুইটি অলঙ্কার আছে। বাচ্য অলঙ্কারের প্রতীতির পর নিজের মধ্যে বিশ্বাসের আধার থাকায় অদ্ভুত রসে বিশ্বাস্তি হইতেছে। এই অর্থ পরের কাছে অত্যন্ত আদরের বস্তু হওয়ায় এবং প্রযত্নের সহিত গ্রহণযোগ্য হওয়ায় উৎসাহ উৎপাদন করিতেছে; ইহা অত্যন্ত উপদেশ্য হইয়া কতিপয় সমুচিত জনের উপকার সাধন করিয়াছে। এইভাবে নিজের মধ্যে কুশলকারিতা প্রদর্শনের দ্বারা দর্শকবীরের কথঞ্চিৎ স্পর্শের জ্ঞান বীর রসে বিশ্বাস্তি হইতেছে—ইহা মানিতে হইবে। অত্যাশা শুধু খেদোক্তি প্রকাশে কি ফল হইবে? যদি বলা যায় নিজের সম্বন্ধে অদূরদর্শিতা আবেদিত হইয়াছে, তদ্বারা নিজেরও কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইল না, পরেরও কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। অধিক বলিয়া লাভ কি? আপত্তি হইতে পারে যে যেখানে সখাশ্রুত-প্রস্তাবিত অর্থের সঙ্গে অসঙ্গতি ঘটে সেইখানে অপ্রস্তুত-

“ওহে তুমি কে ?” বলিতেছি, আমাকে দৈবাহত শাখোটক বৃক্ষ বলিয়া জানিবে। ‘তুমি যেন বৈরাগ্য হইতেই এইরূপ বলিতেছ ?’ ‘তুমি তো তাহা ভাল করিয়াই জান।’ ‘কেন এইরূপ কথা বলিতেছ ?’ ‘এখানে বামদিকে বটবৃক্ষ ; তাহাকে পথিকেরা সর্বতোভাবে স্বীকার করে। কিন্তু আমি পথে অবস্থিত থাকিলেও আমার পরোপকারক ছায়ামাত্র নাই।’ ”

কোন বৃক্ষবিশেষের সঙ্গে উক্তি-প্রত্যুক্তি সম্ভব নহে। সুতরাং এই শ্লোকের বাচ্য অর্থ বিবক্ষিত হয় নাই। সমৃদ্ধিশালী অসংপুরুষের সমীপবর্তী কোন দরিদ্র মনস্বী ব্যক্তির পরিতাপ এই বাক্যের তাৎপর্য। তাহাই বাচ্য অর্থের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া প্রতীত হইতেছে। বিবক্ষিতত্ব ও অবিবক্ষিতত্ব যেমন—

“হে পামর, তুমি এষ্ট উপপদবর্তী শোভাহীন ফুলফলপত্ররহিত বদরীবৃক্ষকে জীবিকা দান করিয়া উপহাসের পাত্র হইবে।”

এখানে বাচ্য অর্থ সুসঙ্গত নহে আবার একেবারে অসম্ভবও নহে। সুতরাং বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রাধাণ্য ও আপ্রাধাণ্য যত্নসহকারে নিরূপণীয়।

প্রশংসার বিষয় হয়ত ইউক ; এখানে তো অর্থসঙ্গতি আছেই। এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া দেখাইতে উপক্রম করিতেছেন যে সঙ্গতি থাকিলেও এইখানেও অপ্রস্তুতপ্রশংসা হইবে—অপ্রস্তুতেতি। নথিতি। যাহাদের দ্বারা জগৎ অলঙ্কৃত হয়। যাহার অর্থাৎ চক্ষুর ক্ষণকালের ক্ষণ বিষয়ীভূত হইলে ইহারা সফলতা লাভ করে সেই চক্ষু—এইভাবে যোজনা করিতে হইবে। ‘আলোক’ বলিতে বিবেচনাও বুঝিতে হইবে। ন সমমিতি। হাত পরের স্পর্শ ও গ্রহণ প্রভৃতির পক্ষেও উপযোগী। অবয়বৈরিতি। অর্থাৎ অতিতুচ্ছপ্রায়। অপ্রাপ্তপরিভাগ্যস্ত—অপ্রাপ্ত পরঃ উৎকৃষ্ট ভাগঃ—অর্থলাভাত্মক ও কীর্তিবিস্তারাত্মক সৌভাগ্য যাহার দ্বারা তাহার। কথ্যামি—ইত্যাদি তৎপ্রব্দের প্রত্যুত্তর। এই পদের দ্বারা বলিতেছেন যে ইহা বলিবার বিষয় নহে, কারণ অনিলে খেদেরই কারণ হইবে ; তথাপি যদি নির্দ্বন্দ্ব দেখাও তাহা হইলে বলিতেছি। বৈরাগ্যাদিতি। কাকুর দ্বারা এবং ‘দৈবাহতকঃ’ এই পদের দ্বারা তোমার

বৈরাগ্য সূচিত হইতেছে। সাধুবিদিতমিতি—ইহা উত্তর। কস্মাদিতি—বৈরাগ্যবিষয়ে হেতুবাচক প্রশ্ন। ইদং কথ্যতে—এই অংশে যে উত্তর দেওয়া হইতেছে নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়া তাহার তাৎপর্য কোনরূপে নিরূপণ করিতে হইবে। বামেনেতি। অর্থাৎ নীচকুলোদ্ভব। বট ইতি। ফলদানশক্তিরহিত : শুধু ছায়া করিতেছে তাই ঘাড় উচু করিয়া আছে। ছায়া-পীতি। শাখোটক এক প্রকারের বৃক্ষ শ্মশানায়ির শিখা যাহাকে স্পর্শ করে।

এখানে অবিবক্ষিত হওয়ার কারণ বলিতেছেন—ন হীতি। যে অসংপুরুষ সমৃদ্ধিশালী। ‘সমৃদ্ধসংপুরুষঃ’—এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিলে, সমৃদ্ধিবশতঃ সংপুরুষ, গুণের জ্ঞাত নহে; এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। নাত্যন্তমিতি। ব্যক্তি আছে বলিয়া বাচ্যের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নাই, এইরূপ বলা যায় না—ইহাই তাৎপর্য। সূতরাং উৎপথজ্ঞাতায়াঃ ইতি—সেই কুলোদ্ভূতা নহে এইরূপ রমণীর। অশোভনায়াঃ ইতি—লাবণ্যরহিতার। ফলকুসুমপত্ররহিতায়াঃ ইতি—এইরূপ হইলেও কোন রমণী পুত্রশালিনী হইলে অথবা ভ্রাতা প্রভৃতি জনে পরিপূর্ণ হইলে সঙ্কটবর্ণের দ্বারা পোষিত হইয়া পরিরক্ষিত হয়। হে পামর, কেহ যদি বদরীবৃক্ষকে অতিশয় যত্নে লালনপালন করে তাহা হইলে সে যেমন উপহাসাস্পাদ হয় তুমিও সেইরূপ হইবে। এইভাবে প্রসঙ্গক্রমে অপ্রস্তুতপ্রশংসার নিরূপণ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে যাহা নিরূপণীয় তাহার উপসংহার করিতেছেন—তস্মাদিতি। যেহেতু লাবণ্য ইত্যাদি (পৃঃ ২১৬)। অপ্রস্তুতপ্রশংসার উদাহরণেও লোকের দৃষ্টি দৃষ্ট হইয়াছে সেই জ্ঞাত। ৪০ ॥

এইভাবে ব্যঙ্গ্যের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া যেখানে তাহা একেবারেই নাই সেইখানে কিরূপ হইবে তাহা নিরূপণ করিতেছেন—‘প্রধান’ ইত্যাদি কারিকা দুইটির দ্বারা। শব্দ চিত্রমিতি। যমক, চক্রবাক্য প্রভৃতি চিত্র বলিয়া তো প্রসিদ্ধই; অর্থচিত্রও সেইরূপ মনে রাখিতে হইবে। আলেখ্যপ্রথ্যমিতি। রসাদি প্রাণবশ্জিত, মূখ্যবস্তুর প্রতিকৃতিস্বরূপ। অথ কিমিদমিতি। পূর্বপক্ষীর প্রশ্ন উত্থাপনের দ্বারা অভিপ্রায় বলা হইতেছে। প্রশ্নের উত্তর—যত্র নেতি। যিনি আক্ষেপ বা অভীষ্ট বস্তুর প্রতিবেদন করিয়াছেন তিনি স্বীয় অভিপ্রায় দেখাইতেছেন—প্রতীয়মান ইতি। অবস্থাসংস্পর্শিতা। ক-চ-ট-ত-পাদিবৎ অর্থশূন্য অথবা দশদাড়িম্ প্রভৃতি বাক্য যাহাদের মধ্যে প্রত্যেকটির অর্থ আছে কিন্তু সব কয়টি বাক্য মিলিয়া কোন অর্থ হয় না। আপত্তি হইতে পারে যে ইহা কবির বিষয় হইবে না, এই আপত্তা করিয়া বলিতেছেন—কবিবিষয়শ্চেতি।

“কথিত নিয়মানুসারে ব্যঙ্গ্য অর্থ কাব্যে প্রধান ও অপ্রধান উভয় প্রকারে অবস্থিত থাকে। তাহা ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু তাহা চিত্র বলিয়া অভিহিত হয়।” ৪১ ॥

“শব্দ ও অর্থের প্রভেদানুসারে চিত্র দ্বিবিধ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে কতক অংশ শব্দচিত্র; বাকী অংশ বাচ্য অর্থ-সম্পর্কিত।” ৪২ ॥

ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রাধাণ্য লাভ করিলে ধ্বনিनाমক কাব্যপ্রকারের পরিচয় পাওয়া যায়; তাহার অপ্রাধাণ্য হইলে সেই কাব্যকে বলা যায় গুণীভূতব্যঙ্গ্য। এতদ্ব্যতিরিক্ত যাহা রসভাবাদি তাৎপর্য্যরহিত ও ব্যঙ্গ্যার্থপ্রকাশের শক্তিশূণ্য তাহা কেবল বাচ্য ও বাচকের বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করিয়া রচিত হয়; তাহা প্রাণহীন আলেখ্যের মত হইয়া প্রকাশিত হয় এবং তাহার নাম চিত্র। তাহা প্রধানতঃ কাব্য নহে; তাহা কাব্যের অন্তর্করণ। তন্মধ্যে কোনটি শব্দচিত্র, যেমন দুর্ঘট যমকাদি। বাচ্যচিত্র শব্দচিত্র হইতে বিভিন্ন; ইহাতে ব্যঙ্গ্যার্থের সংস্পর্শরহিত,

যদিও এই বক্তব্য কাব্যরূপে নির্দিষ্ট হয় নাই। তবু কবিরা এইরূপ করিয়াই থাকেন; যেহেতু বাহ্যিকবৃত্তান্তের জায় অল্প কোন অপ্রকৃত বিষয়ের এখানে নামকরণ করা যাইতে পারে না। যদি ইহা কবির বিষয়ীভূত হইল তাহা হইলে ইহার দ্বারা প্রীতি উৎপাদন করিতে হইবেই এবং তাহা অবশ্য বিভাব, অহুভাব ও ব্যভিচারী ভাবে পর্য্যবসিত হইবে। কিংবিত্তি। “বিবক্ষা তৎপরত্বেন নাস্তি ত্বেন কদাচন” ইত্যাদিতে (২।১৮) অলঙ্কার প্রয়োগ করিবার সম্পর্কে অভিনিবেশের যে নিয়মপ্রকার বলা হইয়াছে তাহা যখন অহুসরণ করেন না। রসাদিশূণ্যতেতি। সেইখানে রসাদির প্রতীতি নাই, যেমন পাক প্রভৃতিতে অনভিজ্ঞ পাচক কর্তৃক বিরচিত মাংসপাকবিশেষ। আপত্তি হইতে পারে যে যেমন অকুশলী ব্যক্তিকৃত শিখরিণী নামক খাণ্ডে মধুর আশ্বাদ পাওয়া যায় সেইরূপ সেইপ্রকার কাব্যেও বস্তুনিষ্ঠ সৌন্দর্য্য হইতে কখনও কখনও রসাস্বাদ হইয়া থাকে; এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—বাচ্য ইত্যাদি। অনেকাপীতি। পূর্বে সম্পূর্ণরূপ রসশূণ্যতার কথা বলা হইয়াছে; এখন রস-দুর্বলতার কথা বলা হইতেছে। ইহা ‘অপি’ শব্দের অর্থ। অল্প ব্যক্তি

রসাদিতাৎপর্য্যাপ্ত উৎপ্রেক্ষাদি বাক্যের অর্থরূপে অবস্থিত থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে—আচ্ছা, এই চিত্রনামধেয় বস্তুটি কি?—যেখানে প্রতীয়মান অর্থের সংস্পর্শ নাই। পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে প্রতীয়মান অর্থ তিন প্রকারের। তন্মধ্যে যেখানে বস্তু বা অস্ত্র অলঙ্কার ব্যঙ্গ্য হয় না তাহা চিত্রের বিষয় বলিয়া কল্পিত হউক। যেখানে রসাদির বিষয় থাকে না, সেইরূপ কাব্যপ্রকার সম্ভবই হয় না; কারণ কাব্য কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসিবে না এইরূপ হইতেই পারে না। আবার জগৎগত সকল বস্তুই কোন রস বা ভাবের অঙ্গ হিসাবে থাকে, অন্ততঃ ইহাদের বিভাব হিসাবে। রসাদিও চিত্তবৃত্তিবিশেষ; এমন বস্তু জগতে নাই যাহা কোন চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন করে না। তাহা উৎপন্ন না হইলে উহা কবির বিষয়ই হইবে না; তাই কবির কোন বিশেষ বিষয়ই চিত্র বলিয়া নিরূপিত হয়। পূর্ব্বপক্ষীর এই আপত্তির উত্তরে বলা হইতেছে—ইহা সত্য; এমন কোন কাব্যপ্রকার নাই যাহাতে রসাদির প্রতীতি হয় না। কিন্তু যখন রসভাবাদি প্রকাশ

যে শিখরিণী প্রস্তুত করিয়াছে তাহাতে “অহো শিখরিণী” শিখরিণীসম্পর্কিত এইরূপ জ্ঞান হইয়া চমৎকারের আনন্দ হয় না; বরং বক্তারা বলিয়া থাকেন, “এখানে দধি, গুড় ও মরিচের সামঞ্জস্যের সংযোগ হইয়াছে।” উক্তমিতি। আমাকর্জুকই। অলঙ্কারনিবন্ধ :—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের যোজনা। প্রশ্ন হইতে পারে “তচ্চিত্রমভিধীয়তে” (তাহা চিত্র বলিয়া অভিহিত হয়—৩৪১)—এইরূপ উপদেশের কি প্রয়োজন? তাহা কাব্য নহে—ইহা কথিতই হইয়াছে। যদি বলা হয় তাহা হেয় এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে উত্তর দেওয়া বাইতে পারে, আচ্ছা, কেহ ঘট নির্মাণ করিলে তো কবি হয়েন না। এই বক্তব্যই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে কবির অবশ্যই চিত্র রচনা করিয়া থাকেন এবং সেইজন্ত উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে ইহা হেয়; ইহা নিরূপণ করিতেছেন—এতচ্ছ ইত্যাদির দ্বারা। পরিপাক-বতামিতি। শব্দার্থবিষয়ক রসৌচিত্যলক্ষণযুক্ত পরিপকতা আছে যাহাদের। “পদসমূহ যে পরিবর্তনসহিষ্ণুতা পরিত্যাগ করে”—পরিপকতার এই যে লক্ষণ ইহা রসৌচিত্যকে আশ্রয় করে এইরূপ বলিতে হইবে : অতথা তাহার

করিবার ইচ্ছা না করিয়া কবি শব্দালঙ্কার বা অর্থালঙ্কার রচনা করেন তখন রচয়িতার সেই বিবক্ষা অমুসারে অর্থের রসাদিশূণ্যতার পরিকল্পনা করা হয়। কাব্যে শব্দসমূহের অর্থ কবির বিবক্ষাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত থাকে। কবির বিবক্ষা না থাকিলেও শুধু বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বারাই রসাদির প্রতীতি উৎপন্ন হইলে তাহা অতিশয় দুর্বল হয়। এই ভাবেই নীরসদের পরিকল্পনা করিয়া রসহীন চিত্রের বিষয় ব্যবস্থাপিত হয়। তাই ইহা বলা হইয়াছে—

“রসভাবাদিবিষয়ক বিবক্ষা না থাকিলে যে অলঙ্কার রচনা করা হয় তাহা চিত্রের বিষয় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। রসাদির বর্ণনা দেওয়ার বিবক্ষাই যেখানে কাব্যের তাৎপর্য্যের বিষয় হয় সেইখানে এমন কাব্যই হইতে পারে না যাহা ধ্বনির অন্তর্গত নয়।”

বিশৃঙ্খলবাক্য কবির রসাদির তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়াই কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েন দেখিয়া আমরা এই চিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছি। আধুনিক লেখকগণ উপযুক্তরূপে কাব্যনীতির ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া এখন আর এমন কাব্যপ্রকারই নাই যাহা ধ্বনির বহির্ভূত; যেহেতু পরিপক্ব কবির রসাদিতাৎপর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অশ্ল ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে তাহা শোভন হয় না। রসাদিতাৎপর্য্যে

কোন হেতু থাকে না। অপার ইতি। অনাদি ও অনন্ত। যথাক্রমি পরিবর্তনের কথা বলিতেছেন—শৃঙ্গারীতি। শৃঙ্গারোক্ত বিভাব, অমুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের চর্ণগরূপ প্রতীতি থাকিলেই কবি শৃঙ্গারী হয়েন, জীর প্রতি আসক্তিশীল হইলেই তিনি শৃঙ্গারী হয়েন না—ইহা মনে রাখিতে হইবে। সুতরাং “কবেরন্তর্গত ভাবঃ” (কবির অন্তর্গত ভাব) “কাব্যার্থান্ ভাবয়তি” (কাব্যার্থসমূহকে ভাবিত করে)—ইত্যাদি বাক্যে ভরতমুনি ‘কবি’ শব্দকেই প্রধান করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন। রসের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে এই সকল কথা নিরূপিত হইয়াছে। জগদীতি। সেই রসে নিমজ্জন-বশতঃ। সকল রসের উপলক্ষণ হিসাবে ‘শৃঙ্গার’ পদের প্রয়োগ হইয়াছে।

এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহা অভীষ্ট রসানুভূতি লাভ করিলে প্রশস্ত গুণসম্পন্ন না হয়। এমন অচেতন বস্তু নাইই যাহারা যথাযথভাবে সমুচিত রসের বিভাব হইলে অথবা যাহাদের বর্ণনায় চেতনবস্তুর বৃত্তান্ত যোজন্য করা হইলে তাহা রসের অঙ্গ হয় না। তাই ইহা বলা হইতেছে—

“অপার কাব্যসংসারে কবিই একমাত্র প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মা। যেমন ইহার অভিক্রটি সেইভাবেই এই বিশ্ব পরিবর্তিত হয়। যদি কবি শৃঙ্গাররসপ্রবণ হয়েন তাহা হইলে সমগ্র জগৎ রসময় হয়। আবার তিনিই যদি বীতরাগ হয়েন তাহা হইলে সকল জগৎ রসহীন হইয়া পড়ে। সুকবি নিজের স্বাধীন প্রেরণা অনুসারে চেতনাহীন বস্তু-সমূহকে চেতনপ্রাণীর মত ব্যবহারে প্রবর্তিত করান এবং চেতনবস্তুকে অচেতনবস্তুর মত ব্যবহারে নিয়োজিত করান।”

সুতরাং এমন বস্তু নাই যাহা সর্বতোভাবে রসতাৎপর্যবান্ কবির রসসৃষ্টিমূলক ইচ্ছানুসারে তাঁহার অভিপ্রেত রসের অঙ্গতা লাভ না করে এবং সেইভাবে সন্নিবেশিত হইলে চাক্রহাতিশয্যের পোষকতা

স এবৈতি যতক্ষণ রসিক না হইবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই বস্তুনিচয় (ভাবার্থ) পরিদৃশ্যমান হইলেও ইহারা সুখ, দুঃখ, উদাসীন প্রভৃতি লৌকিক অনুভূতিমাত্র দান করিতে পারে, তথাপি কবিবর্ণনা পর্য্যন্ত না পহঁছিতে পারিলে ইহারা অলৌকিক রসাস্বাদভূমিতে অধিষ্ঠিত হয় না। যাহা চাক্রহাতিশয্যের পরিপোষণ করে না তাহা নাইই—এইরূপ যোজন্য করিতে হইবে। স্বেচ্ছাতি। বিষমবাণলীলাদিতে। হৃদয়বতীষতি। “হি অ অ ল লি আ”—প্রাকৃত কবিগোষ্ঠিতে প্রসিদ্ধ এই সকল গাথাসমূহে। ধর্ম প্রভৃতি (ধর্ম, অর্থ, কাম) ত্রিবর্গের যে উপায় সেই সকল জাতব্য বিষয়ের বর্ণনায় কুশল যে সকল গাথা তাহাদের সম্পর্কে যাহারা প্রাজ্ঞ তাঁহারা সহৃদয় বলিয়া কথিত হয়েন। সেইরূপ গাথা যেমন ভট্টেশ্বরাজের—“কার্পাসলতা গগনলজ্জী ‘ইউক’—এইভাবে কেহ কৃষকের স্বথবর্দ্ধন করিয়া প্রতিবেশী বধূর পরম শান্তির ব্যবস্থা করিল।” কার্পাসলতা গগন-লজ্জান কক্কক—এখানে এইভাবে কৃষকের স্বথ বর্দ্ধন করিয়া প্রতিবেশী

না করে। এই সকল জিনিষই মহাকবিদের কাব্যে দেখা যায়। আমরাও স্বীয় কাব্যপ্রবন্ধে ইহা যথাযথভাবে দেখাইয়াছি। এইভাবে অবস্থিত থাকিলে কোন কাব্যপ্রকারই ধ্বনির ধর্ম হইতে বিচ্যুত হয় না। রসামুযায়ী হইলে কবির রচিত গুণীভূতব্যঙ্গ্যলক্ষণযুক্ত কাব্যও রসাক্রান্ত লাভ করে—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। আবার চাটু বাক্যসমূহে অথবা দেবতাস্তুতিসমূহে রসাদি যে অঙ্গ হিসাবে থাকে অথবা ত্রিবর্গলাভোপায়ের জ্ঞাতব্য বিষয়ে নৈপুণ্যশালী ব্যক্তির হৃদয়গ্রাহী কোন কোন গাথাতে যে ব্যঙ্গ্যসমন্বিত বাচ্য অর্থের প্রাধান্য থাকে ও সেই গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্যে বাচ্যপ্রাধান্য লাভ করে বলিয়া ধ্বনি নিশ্চল হইয়া থাকে—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং কাব্যবিষয়ক নীতির উপদেশ দেওয়া হইয়া গেলে যদি বা প্রাথমিক অভ্যাসার্থী চিত্রের ব্যবহার করে তবুও পরিণতবুদ্ধি কবিদের পক্ষে ধ্বনিই কাব্য। তাই এই সংগ্রহশ্লোক দেওয়া হইল—

“যেখানে রস বা ভাব তাৎপর্যের সহিত প্রকাশিত হয়, যেখানে বস্তু বা অলঙ্কারকে গোপন করিয়াই অভিহিত করা হয়, কাব্যমার্গে তাহার নাম ধ্বনি; ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য তাহার একমাত্র নিমিত্ত এবং সঙ্গদয় ব্যক্তির তাহাকেই কাব্যের বিষয় বলিয়া জানিবেন।”

বধূকে পরম শাস্তি দেওয়া হইল। চৌর্য্যসম্ভোগ অভিলষণীয়; এই ব্যঙ্গ্যের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া বাচ্যই সুন্দর হইয়াছে। “গোদাবরী তীরস্থিত লতানিকুঞ্জ পরিপক জম্বুফলে পরিপূর্ণ হইলে কৃষকবধূ জম্বুফলের রসের ন্যায় রক্তবর্ণ বসন পরিধান করে।” অতএব বরিত চৌর্য্যসম্ভোগের জন্ত বস্ত্রের সেই সেই ভাগ জম্বুফলের রসে রঞ্জিত হইতে পারে; তাহা গোপন করিবার ইচ্ছা এখানে গুণীভূতব্যঙ্গ্যের বিষয়। অধিক বলিয়া লাভ নাই। ধ্বনিরেব কাব্যমিতি। দেহ ও দেহী অভিন্নই বটে; শুধু ভেদ বুঝাইবার জন্ত ইহাদের মধ্যে বিভাগ করা হইয়াছে। ‘বা’ পদের প্রয়োগের জন্ত তাহার পূর্বোক্ত আভাস প্রকৃতিও ধরিতে হইবে। সংস্কৃতোক্তি। গোপন করিবার জন্ত ইহার সৌন্দর্য্য লাভ হয়—ইহাই অর্থ। কাব্যাদ্বনিমিতি। কাব্যমার্গে। বিষয়ীতি। ত্রিবিধ ধ্বনির তাহা কাব্যমার্গ বা বিষয়। ১১, ৪২।

সেই ধ্বনির আবার গুণীভূত অলঙ্কার এবং নিজের প্রভেদসমূহের সঙ্গে সঙ্কর বা সংসৃষ্টি হয় বলিয়া তাহা বহুভাবে প্রকাশিত হয়। ৪৩ ॥

সেই ধ্বনির নিজের প্রভেদসমূহের সঙ্গে এবং গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও বাচ্যালঙ্কারসমূহের সঙ্গে সঙ্কর ও সংসৃষ্টির ব্যবস্থা করিলে দৃষ্টান্তে ইহার বহু প্রভেদ লক্ষ্য করা যাইবে। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে নিজের প্রভেদের সঙ্গে সঙ্করযুক্ত, নিজের প্রভেদের সঙ্গে সংসৃষ্টিযুক্ত, গুণীভূতব্যঙ্গ্যের সঙ্গে সঙ্করযুক্ত, গুণীভূতব্যঙ্গ্যের সঙ্গে সংসৃষ্টিযুক্ত, ব্যঙ্গ্যাতিরিক্ত বাচ্যালঙ্কারের সঙ্গে সঙ্করযুক্ত, ব্যঙ্গ্যাতিরিক্ত বাচ্য অলঙ্কারের সঙ্গে সংসৃষ্টিযুক্ত, সংসৃষ্টিমূলক অলঙ্কারের সঙ্গে সংসৃষ্টিযুক্ত—ইত্যাদি বহুরকমে ধ্বনি প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে নিজের প্রভেদের সঙ্গে সঙ্কর কখনও কখনও অল্পগ্রাহ্য-

এইভাবে দুইটি শ্লোকের দ্বারা সংগ্রহার্থ বুঝাইয়া তাহার বহুপ্রকারত্ব প্রদর্শক কারিকা পাঠ যোজনা করিতেছেন—সংগীতি। গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও অলঙ্কারের সহিত যাহারা বর্তমান থাকে তাহারা ধ্বনির নিজস্ব প্রভেদ; তাহাদের সঙ্কর ও সংসৃষ্টিমূলক মিশ্রণের জন্ম ধ্বনি অনন্তপ্রকারযুক্ত হয়—ইহাই তাৎপর্য। বহুপ্রকারতা দেখাইতেছেন—তথাহীতি। নিজের ভেদসমূহের দ্বারা, গুণীভূতব্যঙ্গ্যের দ্বারা এবং অলঙ্কারের দ্বারা প্রকাশিত হয়—এই তিন প্রভেদ; সেইখানেও প্রত্যেকটির সঙ্কর ও সংসৃষ্টির জন্ম ছয় প্রকার। সঙ্করেরও তিন প্রকার হইতে পারে—অল্পগ্রাহ্য-অল্পগ্রাহক ভাবমূলক সঙ্কর, সন্দেহমূলক সঙ্কর এবং একই বাক্যে অল্পপ্রবেশমূলক সঙ্কর। এইভাবে দ্বাদশ প্রভেদ। পূর্বে যে পয়ত্রিশ ভেদের কথা বলা হইয়াছে তাহা গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য। ধ্বনির নিজের পঞ্চত্রিংশ প্রভেদ অলঙ্কার-বিশিষ্ট হইলে একসপ্ততি প্রভেদ পাওয়া যায়। তাহাদের সঙ্গে তিন প্রকারের সঙ্কর ও সংসৃষ্টির গুণন করিলে দুইশত চুরাশি প্রভেদ হয়। তাহাদের সঙ্গে পূর্বোক্ত পয়ত্রিশ ভেদের গুণ করিলে সাত হাজার চারশত কুড়ি প্রভেদ হয়। অলঙ্কার প্রভৃতির অনন্তত্বের জন্ম ইহারা অসংখ্য হইয়া পড়ে। সেই বিষয়ে ব্যুৎপত্তি ভুয়াইবার জন্ত কয়েকটি প্রভেদের উদাহরণ দিতে চাহিতেছেন;

অনুগ্রাহক ভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে এইরূপ দেখা যায়, যেমন “এবংবাদিনি দেবধৌ” ইত্যাদিতে (গৃ: ১৭৬)। এখানে অর্থশক্তি-মূলক অনুরণনরূপ ব্যাক্যধ্বনি প্রভেদের দ্বারা অলক্ষ্যক্রমব্যাক্যধ্বনি অনুগৃহীত হইতেছে। কোথাও প্রভেদদ্বয়ের সম্পাতসম্পর্কে সন্দেহ-মূলক সঙ্করও এইভাবে প্রতীত হয়। যেমন—

“হে দেবর, এই রমণী উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া এখানে আসিয়াছিল, তোমার স্ত্রী ইহাকে কি জানি বলিয়াছে। এই হতভাগিনী শূন্য বলভীর্গৃহে রোদন করিতেছে—ইহাকে অনুনয় কর।”

এখানে ‘অনুনীয়তাম্’ (অনুনয় কর) —এই পদ অর্থাত্তরসংক্রমিত-বাচ্য এবং বিবক্ষিতাশ্রয়পরবাচ্য দুই ভাবেই আসিতে পারে।

‘সঙগীভূতবাক্যে:’, ‘সালঙ্কারে:’—এই দুই অপর পদার্থের দ্বারা কারিকায় ধ্বনির স্বীয় প্রভেদের প্রাধান্ত কথিত হইয়াছে বলিয়া সেই বিষয়েরই চারটি উদাহরণ দিতেছেন—তত্ত্বোক্তি। অনুগৃহমাণ ইতি। লজ্জা প্রতীত হওয়ায় তৎ কর্তৃক। লজ্জা শৃঙ্গারের ব্যভিচারী ভাব বলিয়া এখানে অভিলাষ-শৃঙ্গার অনুগৃহীত হইয়াছে। ক্ষণ:—উৎসব; সেইখানে নিমন্ত্রণের দ্বারা আনীত হইলে, হে দেবর, এই রমণীকে তোমার স্ত্রী এমন কিছু বলিয়াছে যাহাতে সে রোদন করিতেছে। এই হতভাগিনীকে পড়াহরে অর্থাৎ শূন্য বলভীর্গৃহে তুমি অনুনয় কর। সেই রমণী দেবরের প্রতি অনুরক্ত; দেবর-জায়া সেই বৃত্তান্ত জানিয়া তাহাকে কোন অসুচিত বাক্য বলিয়াছে। যে রমণী এই শ্লোক বলিতেছে সেও সেই দেবরের চৌরপ্রণয়িণী; সে এই ঘটনা দেখিয়া এই উক্তি করিতেছে—তবে তোমার গৃহিণী এই বৃত্তান্ত জানিয়াছে। এইভাবে উভয়ের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই সে এইরূপ বলিতেছে। “যে সম্ভোগ একান্ত নির্জনেই কর্তব্য তদ্বারা ইহাকে পরিতুষ্ট কর”—এইভাবে দেখিলে বাচ্য অর্থ এবং বিধ অর্থান্তরে সংক্রমিত হইতেছে। (অথবা) “তুমি তো ইহার প্রতিই অনুরক্ত হইয়াছ”—এই ভাবে বিচার করিলে ঈর্ষ্যাকোপতাৎপর্ঘ্যের জন্ত ‘অনুনয়ন’-শব্দের বাচ্য অর্থ ঈর্ষ্যাকোপব্যাক্যসূচক হয়। “ইদানীং এই রমণী তোমার উপযুক্ত অনিন্দনীয় প্রেমাস্পদ; আমরা কিন্তু আজকাল গর্হণীয় হইয়া পড়িয়াছি।”

ইহার কোন একটি পক্ষ গ্রহণ করিবার স্বপক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ নাই। একই ব্যক্তিকে অলক্ষ্যক্রমব্যাখ্যাব্যবহার ও তাহার স্বীয় অল্প প্রভেদ প্রবেশ করিতেছে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখান সম্ভব। যেমন—“স্নিগ্ধশ্রামল” ইত্যাদিতে (পৃ: ৮৯)। নিজের প্রভেদের সঙ্গে সংস্কৃতির উদাহরণ যেমন পূর্ব উদাহরণেই। এই যে শ্লোক ইহাতে অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য ধ্বনি ও অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য ধ্বনির সংসৃষ্টি হইয়াছে। গুণীভূতব্যাঙ্গের সঙ্গে সঙ্করের উদাহরণ, যেমন—“শুক্লারো হুয়মেব যদরয়ঃ” ইত্যাদিতে (পৃ: ২২২)। অথবা যেমন—

“যে দ্যুতক্রীড়াচাতুরীসমূহের কর্তা, যে জটুময় গৃহে অগ্নি-সংযোগ করা হইয়াছে, যে কুম্ভার কেশ এবং উত্তরীয় অপনয়নে পটু, পাণ্ডবেরা যাহার দাস, ছঃশাসনাদির যে রাজা, একশত অমুজের যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অঙ্গরাজের যে মিত্র—সেই অভিমানী ছুর্য্যোধন কোথায় আছে বল। আমরা ক্রোধভরে তাহাকে দেখিতে আসি নাই।”

এই ঈর্ষ্যানুচক ব্যাখ্যা অর্থের অমুগামিতা বশতঃ বিবক্ষিতান্ত্রপন্ন হইয়াছে। উভয়প্রকারেই নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ হওয়ায় একটি পক্ষের নিশ্চিত সিদ্ধান্তের কোন প্রমাণ নাই, ইহাই কথিত হইয়াছে। যে অর্থ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সেই শব্দের সেই বাচ্য অর্থ রাখিয়াই ইহা ব্যাখ্যাপরতন্ত্র হইয়াছে; কিন্তু অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যের ক্ষেত্রে বাচ্য অর্থের রূপান্তর ঘটিয়াছে। অথবা অল্প ব্যাখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে :—দেবরকে অল্প রমণী সম্ভোগ করিতে দেখিয়া ঐ দেবরানুহরক্ত কোন ভ্রাতৃজায়া সেই দেবরকে ইহা বলিতেছে, যেহেতু ‘হে দেবর’ এইরূপ আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। পূর্বব্যাখ্যায় “হে, দেবর” এই সম্ভাষণ আমন্ত্রিতা রমণীর প্রতি অপেক্ষা-সূচক বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাহুল্যেনোতি। কাব্যে সর্বত্র রসাদি তাৎপর্য আছে; সেইখানে একই ব্যক্তির অল্পপ্রবেশের দ্বারা রসধ্বনি ও ভাবধ্বনির অভিযুক্ত হইতে পারে; যেমন “স্নিগ্ধশ্রামল” ইত্যাদিতে বিপ্রলম্ব শব্দের রস ও তাহার শোক ও আবেগাত্মক ব্যাভিচারী ভাবের চর্চণা হয়।

এইভাবে ত্রিবিধ সঙ্করের ব্যাখ্যা করিয়া সংস্কৃতির উদাহরণ দিতেছেন—

এই যে উদাহরণ ইহাতে অলঙ্কারমব্যাক্যধ্বনি সমগ্র বাক্যের অর্থ ; পদগুলি ব্যাক্যসম্বন্ধিত বাচ্য অর্থ অভিহিত করিতেছে ; তজ্জন্ত ইহাদের সম্বিশ্রণ হইয়াছে । সুতরাং আরও বলা যাইতে পারে যে যদি পদের অর্থকে আশ্রয় করিয়া গুণীভূতব্যাক্য থাকে এবং বাক্যের অর্থকে আশ্রয় করিয়া ধ্বনি থাকে, এইভাবে সঙ্কর হইলেও তাহাতে কোন বিরোধ হয় না । যেমন নিজ প্রভেদসমূহের মধ্যে সঙ্করের ফলে বিরোধ হয় না, এইখানেও তেমনি । আবার ধ্বনির অস্থায়ী প্রভেদ-সমূহ পদের অর্থ এবং বাক্যের অর্থকে আশ্রয় করিয়া পরস্পরের সঙ্গে সঙ্করমূলক সম্বন্ধের দ্বারা যুক্ত হইলে কোন বিরোধিতা হয় না । অধিকন্তু, এই ব্যাক্যকে আশ্রয় করিয়া প্রধান ও অপ্রধান ভাব হইলে তাহার পরস্পরবিরোধী হয় ; বিভিন্ন ব্যাক্যকে আশ্রয় করিলে সেই বিরোধিতা হয় না । এই কারণেও ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধিতা হয় না । বাচ্যবাচকভাব থাকিলে যেমন একই জায়গায় বহু পদার্থের এই সঙ্কর ও সংসৃষ্টিমূলক

স্বপ্রভেদেতি । অত্রহীতি । ‘লিপ্ত’ শব্দাদিতে বাচ্য অর্থ তিরস্কৃত হইয়াছে । ‘রামা’দিতে বাচ্য অর্থান্তরে সংক্রমিত হইয়াছে । এইভাবে স্বপ্রভেদ-সম্পর্কিত চারটি প্রকারের উদাহরণ দিয়া গুণীভূতব্যাক্যের সঙ্গে সঙ্কর ও সংসৃষ্টির উদাহরণ দিতেছেন—গুণীভূতেতি । অত্রহীতি । এই দুই উদাহরণেও অলঙ্কারমব্যাক্যশ্রেতি । রৌদ্রসের , ব্যাক্যবিশিষ্টেতি—ইহার দ্বারা ব্যাক্যের গৌণতা কথিত হইয়াছে । পদৈরিতি—উপলক্ষণে তৃতীয়া । সুতরাং তদুপলক্ষিত যে বাচ্য অর্থ ব্যাক্য অর্থকে গৌণ করিয়া বর্তমান থাকে তাহার সহিত সম্বিশ্রতা বা সঙ্কর । অল্পগ্রাহ-অল্পগ্রাহক ভাবমূলক সঙ্কর ; সন্দেহ-সংযোগমূলক সঙ্কর এবং একব্যাক্যকালুপ্রবেশমূলক সঙ্কর—এই তিন প্রকারের সম্বিশ্রতা যথাসম্ভব এই উদাহরণ দুইটিতে যোজনা করিতে হইবে । সেই ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে “মে যদরয়ঃ” ইত্যাদি সকল পদের অর্থ এবং ‘কর্তা’ ইত্যাদি পদের অর্থ বিভাবাদিরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদের দ্বারা রৌদ্রসই অল্পগ্রহীত হইতেছে । ‘কর্তা’—ইত্যাদিতে প্রতি পদ, প্রতি অবাস্তর বাক্য, প্রতি সমাস ব্যাক্য অর্থ বুঝাইতে পারে ; তাই লিখিত

ব্যবহারে কোন বিরোধিতা হয় না, ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবের প্রয়োগেও সেইরূপই—ইহা মনে রাখিতে হইবে। আবার যেখানে কোন কোন পদ অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির অন্তর্গত, কোন কোন পদের বাচ্য অর্থই প্রধান এবং অন্তর্যননরূপ ব্যঙ্গ্য তাহার, সহকারী, সেই সকল ক্ষেত্রে ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্গ্যের সংস্থিতি হয়। যেমন—“তেষাং গোপবধুবিলাস মুহুদাম্” ইত্যাদিতে (পৃ: ১১১)। এখানে ‘বিলাস-মুহুদাম্’, ‘রাধারতঃ সাক্ষিণাম্’—এই দুইটি পদ ধ্বনির প্রভেদস্বরূপ-বিশিষ্ট, ‘তে’, ‘জ্ঞানে’ এই দুইটি পদ গুণীভূতব্যঙ্গ্যের লক্ষণযুক্ত। বসবদন্তলঙ্কারযুক্ত কাব্যে অলঙ্কারক্রমব্যঙ্গ্যের সঙ্গে বাচ্যলঙ্কারের সঙ্গের নিশ্চয়ই হইতে পারে। বস্তুধ্বনি প্রভৃতি অল্প প্রভেদসমূহেরও সঙ্গের হইয়াই থাকে। যেমন মদীয় নিম্নোক্ত শ্লোকে—

হইল না। “পাণ্ডবা যন্ত দাসাঃ”—ইহা দুর্ঘোষনের উক্তির অঙ্গুরণ। সেইখানে গুণীভূতব্যঙ্গ্যতাও যোজনা করা যাইতে পারে, কারণ বাচ্য অর্থই কোপের উদ্দীপন করে। কাজ সমাপন করিয়া দাসদের পক্ষে অবশ্যই প্রভুর সঙ্গে দেখা করা উচিত, সুতরাং এখানে অর্থশক্ত্যুদ্ভব অন্তর্যননরূপ ব্যঙ্গ্যও আছে। উভয়ভাবেই চারু থাকে বলিয়া কোন একটি পক্ষ গ্রহণ করিতে গেলে প্রমাণের অভাব হয় (সন্দেহস্বর)। সেই সকল পদের দ্বারাই গুণীভূতব্যঙ্গ্য অভিযাক্ত হয় আবার প্রধানীভূত রস বিভাবাদির দ্বারা প্রকাশিত হয়। সুতরাং একব্যঙ্গ্যকানুপ্রবেশমূলক সঙ্গের। অতএব চেতি। যেহেতু এই উদাহরণে দেখা যায় সেই জগুই। আপত্তি হইতে পারে ব্যঙ্গ্য যুগপৎ গৌণ ও প্রধান; ইহার পরস্পরবিরোধীই হয়। তাহা উদাহরণে দেখা গেলেও বিরুদ্ধ হয় না—এইরূপ মত অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়ে। এই আপত্তি আশঙ্ক্য করিয়া দেখাইতেছেন যে ব্যঙ্গকের বিভিন্নতার জন্য কোন বিরোধ হয় না—অতএবেতি। স্বেতি। নিজের অন্ত্য প্রভেদের সঙ্গের উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে; সেই সেই উদাহরণকেই পুনরায় দৃষ্টান্তরূপে দেখান হইতেছে। তাহাই বলিতেছেন—বথা হীতি। “তথা অত্রাপি” (সেইরূপ এইখানেও) বাক্যাশেষে এই অংশ বসাইয়া লইতে হইবে। “তথাহি” এইরূপ পাঠও আছে। প্রসঙ্গ হইতে পারে,

‘‘হে সমুদ্রশয্যাশায়ি, কবিদিগের যে নবীন দৃষ্টি রসসমূহকে রসায়িত করিতে ব্যাপ্ত থাকে, পণ্ডিতদের যে দৃষ্টি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত বিষয়ের উন্মেষণে নিয়োজিত—আমরা এই দুইটিকেই অবলম্বন করিয়া বিশ্বকে নিঃশেষে বর্ণনা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু তোমার প্রতি ভক্তির তুল্য সুখ আমরা একেবারেই পাই নাই।’’

ব্যাঙ্গকের প্রভেদের জ্ঞান প্রথম দুই প্রকারে ধ্বনি ও গুণীভূতব্যাঙ্গের বিরোধের পরিহার করা হয় তো হউক। কিন্তু একব্যঙ্গকানুপ্রবেশমূলক সঙ্করে কি বল যাইবে? এই আশঙ্কা করিয়া সমূলে বিরোধ পরিহারের কথা বলিতেছেন—কিঞ্চিৎ। ততোহপীতি। যেহেতু একটি ব্যঙ্গ্য গুণীভূত (গৌণ) আর একটি প্রধান হইল; সুতরাং বিরোধ কোথায়? আপত্তি হইতে পারে, বাচ্য অলঙ্কারের বিষয়ে এই সঙ্করাদির ব্যবহারের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু ব্যঙ্গ্যবিষয়ে নহে, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অয়ং চোতি। মন্তব্য ইতি। মনন অর্থাৎ প্রতীতির দ্বারা সেইভাবে নিশ্চিত করিতে হইবে, কারণ উভয়ত্র প্রতীতিই আশ্রয়—ইহাই ভাবার্থ। এইভাবে গুণীভূতব্যাঙ্গের তিনটি প্রভেদের উদাহরণ দিয়া সংসৃষ্টির উদাহরণ দিতেছেন—যত্রতু পদানীতি, ‘‘কানিচিং’’—ইহার দ্বারা সঙ্করের অবকাশ নিরাকরণ করিতেছেন। ‘‘স্বহৃদ’’-শব্দ, ‘‘সাক্ষি’’-শব্দে অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি; ‘‘তে’’-এই পদের দ্বারা অসাধারণগুণ-সমূহ আভিব্যক্ত হইলেও ব্যঙ্গ্য গৌণ হয়, যেহেতু স্বরণমূলক বাচ্য অর্থের প্রাবাহের জ্ঞান চাক্ষুর সৃষ্টি হইতেছে। ‘‘জানে’’—এই পদ পরিকল্পিত অননুদ্বন্দ্বের ব্যঙ্গক হইলেও বাচ্যই সেই পরিকল্পনার স্বরূপ, তাই ইহা প্রধান হইয়াছে। এইভাবে গুণীভূতব্যাঙ্গেরও চারিটি প্রভেদ উদাহৃত হইল। এখন অলঙ্কারগত ভেদে সঙ্কর ও সংসৃষ্টি দেখাইতেছেন—বাচ্যালঙ্কারেতি : অলঙ্কারসমূহ ব্যঙ্গ্য হইলে উক্ত আট ভেদেরই অন্তর্ভূত হয়—ইহা। ‘‘বাচ্য’’-শব্দের আশয়। কাব্য ইতি। কাব্য এবংবিধ হয়। সুবাবস্থিতমিতি। ‘‘বিবক্ষা তৎপরঞ্জন’’—দ্বিতীয় উদ্যোতে এই কারিকার (২১৮) ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বৃত্তিতে যে মূল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে তিন প্রকারের সঙ্কর ও সংসৃষ্টি পাওয়া যায়। ‘‘চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং’’—এই

শ্লোকে (পৃ: ১২৭) পূর্বেই যে রূপক ও ব্যতিরেকের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা শব্দার রসের সঙ্গে অল্পগ্রাহ্য-অল্পগ্রাহক ভাবে সম্বন্ধ। স্বভাবোক্তি অলঙ্কার ও শব্দার রসও একই পদে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়াছে ; “উপপদ জায়া” এই গাথাতে (পৃ: ৩২৮) প্রকরণাদির অভাবে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না ইহা মূর্খ-স্বভাবোক্তি অলঙ্কার না ধ্বনি : এই স্থানে একটি গ্রহণ করিবার পক্ষে প্রমাণ নাই। যদিও অলঙ্কার অবশ্যই রসের অল্পগ্রাহক হয়, তথাপি যে অভিপ্রায় “নাতিনিবহনৈমিতা” ইত্যাদিতে (২:১২) বলা হইয়াছে সেইখানে সঙ্করের সম্ভাবনা নাই বলিয়া রসধ্বনির সহিত অলঙ্কারের সংসৃষ্টিই বিবক্ষিত হইয়াছে। যেমন “বাহুল্যিকাপাশেন বধ্বা দৃঢ়ম্” ইত্যাদি শ্লোকে (পৃ: ১৩২)। প্রভেদান্তরাগামপীতি। রসাদিধ্বনি ব্যতিরিক্ত প্রভেদসমূহের। ব্যাপারবতীতি। নিষ্পাদন রসের প্রাণ, সেই বিষয়ে বিভাবাদি যোগ করিয়া বর্ণনা; তাহা হইতে আবস্ত করিয়া সংঘটনা শেষ হওয়া পর্যন্ত ক্রিয়ার নাম ব্যাপার, তদ্বারা সত্ত্ব যুক্ত। বসানিতি। যে স্থায়ী ভাবসমূহের সাব বস্ত্রমানতা। রসযুক্ত—বস্ত্রমানতাপ্রতীতির যোগ্য করিতে। কাচিদিতি। লৌকিক জ্ঞানের অবস্থা ত্যাগ করিয়া যাহা উন্মীলিত হয়। তাহাদেব বর্ণনা করিতে সমর্থ বলিয়া তাঁহাবা কবি; তাঁহাদের। ক্ষণে ক্ষণে নতন নতন বৈচিত্র্যের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া। দৃষ্টিরিতি। প্রতিভারূপ। সেইখানে অর্থাৎ লৌকিক জগতে দৃষ্টি অর্থে চাক্ষুষ জ্ঞান। দৃষ্টিও এখানে মিছরীর ন্যায় মধুর রসে যুক্ত করে; তাই বিরোধ অলঙ্কার এবং এই দৃষ্টিই দৃষ্টিকে ‘নবা’ বলা হইয়াছে। বিরোধ-অলঙ্কারের দ্বারা ধ্বনি অল্পগৃহীত হইয়াছে। তাই চাক্ষুষ জ্ঞান এখানে অবিবক্ষিতবাচ্য নহে, কারণ তাহা একেবারে অসম্ভব নহে। ইহা বিবক্ষিতাঙ্গপরবাচ্যও নহে। বরং বাচ্য অর্থ অর্থান্তরে সংক্রমিত হইয়াছে; দর্শন-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পুনঃপুনঃ দেখিতে দেখিতে বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানার যে প্রতিভা জন্মায় ‘দৃষ্টি’ সেই প্রতিভা অর্থে সংক্রমিত হইয়াছে। এই অর্থান্তরসংক্রমণ ব্যাপারে বিরোধ অলঙ্কার অল্পগ্রাহকই। বিরোধালঙ্কারেণ ইত্যাদির দ্বারা ইহাই বলিবেন। যে এবংবিধ দৃষ্টি, নিশ্চয়যোগ্য বিষয়ে যাহার উন্মেষ অবিচল থাকে তাহাই পরিনিষ্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষা। (অথবা) পরিনিষ্ঠিতে অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ অর্থে। কবিরং অপূর্ণ অর্থে নহে—উন্মেষ যাহার সেই দৃষ্টি। ইহা বিপক্ষিৎদের এই অর্থে বৈপক্ষিতী। তে অবলম্ব্যতি। কবীনামিতি

এইখানে বিরোধ-অলঙ্কারের সঙ্গে অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য নামক ধ্বনি প্রভেদের সঙ্কর। বাচ্য অলঙ্কারের সঙ্গে সংসৃষ্টি হইতে হইলে, পদকে আশ্রয় করিয়াই সেইরূপ সংসৃষ্টি হইতে পারে, যেহেতু সেইখানে কোন কোন পদে বাচ্য অলঙ্কার থাকে আর কোন কোন পদে ধ্বনির প্রভেদ থাকে। যেমন—

“যেখানে সারসদের নিপুণ, মদোচ্ছ্বসিত ক্জনকে বিস্তীর্ণ করিয়া,
প্রস্তুত কমলের সুগন্ধের সঙ্গে সংস্পর্শের জ্ঞান সুরভিত হইয়া সিপ্রা-
নদীর বায়ু অঙ্গের অহুকূল হইতেছে এবং প্রিয়তমের মত চাঁটু প্রার্থনা-
পরায়ণ হইয়া সুরতগ্নানি হরণ করিতেছে।”

বৈপশ্চিত্তী—কবিদের এবং বিপশ্চিৎদের এইরূপ বলায় আমি কবিও নহি, পণ্ডিতও নহি এইভাবে স্বীয় অনৌদ্ধত্য ধ্বনিত হইতেছে। দবিভ্রগৃহে যেমন অগ্ন্যগৃহ হইতে উপকরণ আহৃত হয়, সেইরূপ এই দৃষ্টিদ্বয় আমার নিজেব না হইলেও আমি ইহাদিগকে আহরণ করিয়াছি। তে ঘে অপীতি। একটি দৃষ্টির দ্বারা নিঃশেষরূপে বর্ণনা নিবাহ করা যায় না। বিশ্বমিতি—অশেষ ; অনিশমিতি। পুনঃ পুনঃ, অনবরত। নিবর্ণয়ন্তঃ—বর্ণনার দ্বারা ; নিবর্ণ্যন্তে এবং নিশ্চিত বিষয়ে বর্ণনা করিয়া ; “ইহা এই বকমের”—এইরূপ পরামর্শ ও অনুমানের দ্বারা বিভক্ত করিয়া নিবর্ণন অর্থাৎ এখানে কি সারবস্তু থাকিতে পারে তিল তিল করিয়া তাহার অনুসন্ধান। যাহা নির্বণিত হইতেছে তাহা নিশ্চয়ই মধ্যে মধ্যে ব্যাপারের বিষয়ীভূত হয়, মধ্যে মধ্যে অর্থবিশেষে অবিচল দৃষ্টির নিশ্চিত উন্মেষের দ্বারা সম্যকরূপে নির্বণিত হয়। বয়মিতি। আমরা মিথ্যাতত্ত্বদৃষ্টি আহরণে অর্থাৎ মিথ্যাবস্তুকে দেখিতে তৎপর ; এইভাবে ব্যসনযুক্ত—ইহাই অর্থ। শ্রান্ত ইতি। কেবল যে সারই লাভ করা যায় না তাহা নহে ; খেদও হইয়াছে। ‘চ’-শব্দ ‘তু’ (কিন্তু)-শব্দের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অক্লিণয়নেতি। তুমি ধোগনিজ্রায় শায়িত আছ, অতএব বিশ্বসারভূত যে স্বরূপ তাহা তুমি জান এবং নিজরূপে তুমি অবস্থিত আছ! যে শ্রান্ত সে শয়নাবস্থিভের প্রতি বহুমান দেখাইয়া থাকে। ষড়্ভজীতি। তুমিই পরমাত্মস্বরূপ, বিশ্বের সার। সেই তোমার প্রতি ভক্তি অর্থাৎ শ্রদ্ধাদিপূর্বক উপাসনাক্রম সঙ্গাত যে

আবেশ ; তজ্জাতীয় স্মৃতির কথা দূরে থাকুক তাহার তুল্য স্মৃতিই লাভ করা যায় নাই। এইভাবে পরমেশ্বরে ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কৌতূহল যাত্র অবলম্বন করিয়া কবি বা তাত্ত্বিকের বৃত্তি গ্রহণ করিবেন এবং পরে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তির মধ্যে বিশ্রাস্তি লাভ করিবেন—ইহাই যুক্তিযুক্ত, এইরূপ মতাবলম্বী ব্যক্তির এই উক্তি। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়। বিশেষের সম্পর্কে সকল প্রমাণের দ্বারা পরিনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিলে যে স্মৃতি হয় আবার যে স্মৃতি রসচর্চণাত্মক বলিয়া অলৌকিক—পরমেশ্বরে বিশ্রাস্তির যে আনন্দ তাহা এই উভয় প্রকারের স্মৃতি হইতে প্রকট। সেই আনন্দের অংশমাত্রের প্রকাশনই রসাবাদ—ইহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। লৌকিক স্মৃতি কিন্তু তাহাদের অর্থাৎ রসচর্চণাত্মক এবং পরিনিশ্চিতজ্ঞানজাত স্মৃতি অপেক্ষাও নিরুপক, কারণ ইহার সঙ্গে আত্ম বস্তুকভাবে বহু দুঃখ জড়িত আছে—ইহাই তাৎপর্য। এই প্রকাবেই ‘দৃষ্টি’ পদকে আশ্রয় করিয়া একপদাত্মপ্রবেশরূপ সন্দেহসঙ্কর হইয়াছে। অথবা দৃষ্টিকে অবলম্বন করিয়া নিবর্ণন করা হয় বলিয়া বিরোধ অলঙ্কার আশ্রয় করিতে হইবে : অথবা “নিঃশাস্তি ইবাদর্শঃ” (পৃ: ১১) এই বাক্যাংশের দ্বারা ‘দৃষ্টি’—শব্দে সত্যত্বতিরস্কৃতবাচ্যধ্বনি হইবে। ইহাদের কোন একটিকে নিশ্চিতরূপে অবলম্বন করার পক্ষে প্রমাণ নাই, কারণ দুই প্রকারই স্বদয়গ্রাহী। “যা দৃষ্টি: রসান্ রসয়িতুং” ইত্যাদিতে কিন্তু এইরূপ বলা যাইতে পারে না, কারণ এইখানে ‘নবা’ শব্দের দ্বারা শব্দশব্দকৌতব অনুরণনবশতঃ অবশ্যই বিরোধ অলঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

এইভাবে ত্রিবিধ সঙ্করের উদাহরণ দিয়া সংসৃষ্টির উদাহরণ দিতেছেন—
বাচ্যোতি সপূর্ণ বাক্যে যদি অলঙ্কার ও ব্যঙ্গ্যার্থ প্রধান হয় তবে অনুগ্রাহক-অনুগ্রাহকভাবমূলক সঙ্কর, সেই সঙ্করের অভাবে অসঙ্গতি হইবে। সুতরাং সংসৃষ্টিতে ধ্বনি বা অলঙ্কার পর্যায়ক্রমে পদে বিশ্রাস্তি লাভ করে অথবা উভয়ই যুগপৎ বিশ্রাস্তি লাভ করে—একথা হইতে হইবে। এইভাবে তিন প্রকারের প্রস্তাব। এই অন্তর্লীন উদ্দেশ্য লইয়া অবধারণ-পূর্বক বলিতেছেন—পদাপেক্ষ্যেবেতি। যেখানে অনুগ্রাহক-অনুগ্রাহক ভাবের আশঙ্কাও থাকে না সেই তৃতীয় প্রকারেরই উদাহরণ দিতে উপক্রম করিতেছেন—ঋত্বহীতি। যেহেতু যেখানে কোন কোন পদ অলঙ্কার সম্বিষ্ট, কোন কোন পদ ধ্বনিযুক্ত, যেমন—দীর্ঘাক্ষর ইত্যাদিতে। তথাপি পদের উপরে অপেক্ষা রাখিয়াই বাচ্য অলঙ্কারের সংসৃষ্টি—এইরূপ

এখানে ‘মৈত্রী’ পদে অবশ্যই অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি আছে এবং অশ্রুপদে অশ্রু বাচ্য অলঙ্কার আছে। সংসৃষ্টিযুক্ত অলঙ্কারসমূহের সঙ্গে সঙ্করের উদাহরণ, যেমন—

“আপনার শরীরে ঘন রোমাঞ্চ উদ্ভিন্ন হইয়াছে ; রক্তলোলুপ সিংহ-বধু সেই দেহে দাঁত দিয়া ক্ষতের সৃষ্টি করিতেছে এবং নখ দিয়া বিদীর্ণ করিতেছে। মনিরা পর্য্যন্ত স্পৃহাযুক্ত হইয়া তাহা দেখিতেছে।”

পুনরাবৃত্তি করিয়া পূর্ব্ব কথার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইবে। অত্রহীতি। এখানকার ‘হি’-এক ‘মৈত্রী’পদের পরে যোজনা করিতে হইবে—ইহাই পাঠসঙ্গতি। দীঘীপূর্ণমিতি। ‘সিপ্রাবায়ু’ এই শব্দ দ্বারেও বহন করিয়া নেয় ; তজ্জন্ত মন্দ পবনের স্পর্শে হর্ষ সজাত হওয়ায় পাখীরা দীর্ঘ সময় কুজন করে ; তাহাদের কুজন বায়ুতে আন্দোলিত সিপ্রাতরঙ্গ হইতে উথিত মধুর শব্দের সহিত মিশ্রিত হয় বলিয়া দীর্ঘত্ব। পট্টিতি। বায়ুসেইরূপ স্বকুমার যাহাতে তল্লনিত শব্দ সারসের কুজনকেও অভিভূত করে না, প্রত্যুত তৎসদৃশ হইয়া তাহারই পোষকতা কবে। এই পরিপোষণ তাহার পক্ষে অল্পপযোগী নহে, কারণ তাহার মাদকতাবশতঃই ইহা কল অর্থাৎ শ্রুতি-মধুর। প্রত্যাশেষিতি। প্রভাতে তথাবিধ সেবার অবসর আছে ; উজ্জয়িনীতে সর্বদা এইরূপ বমণীয়তা আছে—বহুবচনের দ্বারা ইহা নিরূপিত হইতেছে। স্ফুটিতানি—অন্তঃস্থিত মকরন্দভরে স্ফুটিত। সেইরূপে স্ফুটিত বা বিকসিত যে সকল নয়নহরণকারী কমল, তাহাদের যে সৌরভ তাহার সঙ্গে যে মৈত্রী অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সংশ্লেষের দ্বারা পরস্পরের যে আনুকূল্যলাভ তদ্বারা কষায় অর্থাৎ সঞ্চ, মকরন্দের দ্বারা কষায়বণীকৃতও। জ্ঞাপামিতি। উজ্জয়িনীর রমণীকুল সকল স্বীলোকের সারভূত, ইহাদের সুরতজ্জনিত খানি বা শরীরের শ্রম যে হরণ করে, অথবা যে পুনঃ পুনঃ সন্তোগের অভিলাষের উদ্দীপনের দ্বারা তদ্বিষয়ক খানি হরণ করে অর্থাৎ সন্তোগের উৎসাহ সঞ্চার করে। জোর করিয়া হরণ করে না, বরং অঙ্গের অনুকূল হইয়া মধুর স্পর্শ-বিশিষ্ট ও নিক্ত হইয়া হরণ করে। প্রিয়তম যাহাতে স্বীলের সন্তোগ প্রার্থনা করে তজ্জন্ত চাটুবাচ্যপরাগণ করাইতেছে ; সেই পবনের স্পর্শে প্রিয়তমের হৃদয়েও সন্তোগের অভিলাষ প্রবৃদ্ধ হয় এবং প্রার্থনার জন্ত সে চাটুবাচ্য প্রয়োগ

করে; বায়ু তাহাকে ইহা করায়। সুতরাং পরম্পরের প্রতি অহুস্রাগ যে শৃঙ্খারের প্রাণ এই পবন তাহার সর্বস্বভূত। তাহার পক্ষে ইহা যুক্তিযুক্তই, কারণ সিংহার সঙ্গে পরিচিত বলিয়া এই বায়ু বিদগ্ধ নাগরিক, অবিদগ্ধ গ্রাম্য-সদৃশ নহে। সুরতের পর প্রিয়তম ও সংবাহনাদির দ্বারা অজ্ঞানহুল হইয়া প্রার্থনার উদ্দেশ্যে চাটুবাণ্য বলিয়া এইভাবেই সুরতগানি হরণ করে। কৃজিতং—অস্বীকারমূলক মধুর ধনিযুক্ত বচনাদি; ইহাকে দীর্ঘ করে। এই চাটুকরণের অবসরে ক্ষুটিত অর্থাৎ বিকসিত যে কমলকাস্তিধারী বদন তাহার যে আমোদ তৎসঙ্গে মৈত্রী অর্থাৎ সহজাত সৌরভের সঙ্গে পরিচয় তদ্বারা কথায় অর্থাৎ উপরক্ত বা সম্বন্ধ হয়। চৌষটি প্রকার প্রয়োগযুক্ত অঙ্গের পক্ষে অঙ্গকূল। শব্দ, রূপ, গন্ধ ও স্পর্শ যেখানে এইরূপ হৃদয়গ্রাহী, যেখানে পবনও সেইরূপ বিদগ্ধ নাগরিক সেই দেশ তোমার পক্ষে অবশ্য গন্তব্য—মেঘদূতে মেঘের প্রতি কামী যক্ষের এই উক্তি। উদাহরণে লক্ষণ যোজনা করিতেছেন—মৈত্রীপদবীমিতি। ‘হি’ শব্দ পরে পঠিতব্য ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অলঙ্কারান্তরাগীতি—যথাক্রমে উৎপ্রেক্ষা, স্বভাবোক্তি, রূপক ও উপমা। “সংগীভূতব্যাঙ্গৈঃ সালঙ্কারৈঃ সহপ্রভেদৈঃ সঙ্করসংসৃষ্টিভ্যাম্”—কারিকার (৩৭৩) এই পঞ্চাস্ত ব্যাখ্যা করিয়া এবং উদাহরণ নিরূপণ করিয়া, “পুনরপি” এই কারিকাভাগে যে দুইটি পদ আছে উদাহরণের দ্বারাই তাহার অর্থ প্রকাশ করিতেছেন—সংসৃষ্টেত্যাদি। ‘পুনঃ’ শব্দের অর্থ এই :—কেবল যে ধনির নিজের প্রভেদাদির সঙ্গে সঙ্কর ও সংসৃষ্টি বিবক্ষিত হইয়াছে তাহা নহে, কারণ তাহাদের পরম্পরের সঙ্কর ও সংসৃষ্টিও বিবক্ষিত হইয়াছে। নিজের প্রভেদসমূহের সঙ্গে অথবা সংগীভূতব্যাঙ্গের প্রভেদসমূহের সঙ্গে যে সকল ধনির সঙ্কর বা সংসৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের সঙ্কর বা সংসৃষ্টি সহজে লক্ষ্য হয় না; সুতরাং স্বসৃষ্টি উদাহরণ পাওয়া যায় না। তাই ধনিতে সংসৃষ্টি বা সঙ্করমূলক অলঙ্কারের সহিত অলঙ্কারের সংসৃষ্টি বা সঙ্কর প্রদর্শনীয়। এই ভেদ চতুষ্টয়ের প্রথমটির উদাহরণ দিতেছেন—স্বীয় শিশুকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত সিংহীর সম্মুখে জ্বলিত বোধিসত্ত্ব নিজের শরীর ভক্ষ্যরূপে বিস্তার করিয়া দিলে কোন ব্যক্তি এই চাটুবাণ্য বলিল। সেখানে পরের পরিভ্রাণজনিত আনন্দের ভরে সাদ্র্য অর্থাৎ রোমাঞ্চসমমিতপুলক প্রোভূত হইয়াছে। সিংহীপক্ষে—রক্তে অর্থাৎ ক্রোধের মন অর্থাৎ অভিলাষ বাহার; নাগিকাপক্ষে—রক্ত অর্থাৎ অহুস্রাগবিশিষ্ট মন বাহার। ঘনিয়া এবং বাহাদের মনে কাম-

এই যে শ্লোক এখানে সমাসোক্তি অলঙ্কারের সঙ্গে বিরোধ অলঙ্কারের সংসৃষ্টি হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে অলঙ্কারমবাস্যধ্বনির সঙ্কর হইয়াছে, যেহেতু দয়াবীরসম্পর্কিত রস এখানে বাক্যের প্রধান অর্থ। সংসৃষ্টিযুক্ত অলঙ্কারের সঙ্গে সংসৃষ্টির উদাহরণ। যেমন—

“যে দিবসসমূহ অভিনব গর্জনের সহিত শ্রামায়িত হইয়া পথিকদের কাছে রজনীর মত প্রতীয়মান হয় (অথবা যে দিবসসমূহে অভিনব প্রয়োগনৈপুণ্যবিশিষ্ট পথিকসামাজিকেরা বিচরণ করে) তন্মধ্যে প্রসারিত গ্রীবাবিশিষ্ট (অথবা উল্লসিত গীতবিশিষ্ট) ময়ূরবৃন্দের নৃত্য শোভা পায়।”

এখানে উপমারূপকের সঙ্গে শব্দশক্ত্যুদ্ভব অনুরণরূপবাস্যধ্বনির সংসৃষ্টি হইয়াছে।

প্রবৃত্তির আবেশ উদ্বোধিত হইয়াছে—অতএব বিরোধ অলঙ্কার এবং জাতস্পৃহৈরিত্তি—আমরা কোন এক সময়ে এইরূপ কাকর্ণিকপদ লাভ করিব এবং তখন প্রকৃতপক্ষে মুনি হইব—মনে এইরূপ স্পৃহাযুক্ত হইয়া। নায়িকাবৃত্তান্তেব প্রতীতির জ্ঞাত এখানে সমাসোক্তি অলঙ্কারও আছে। দয়াবীরশ্রেণীতি। দয়াপ্রযুক্ত বলিয়া এখানে ‘দয়াবীর’ শব্দের দ্বারা দম্ভবীর কথিত হইয়াছে। এখানে প্রস্তাবিত রস বীররসই, যেহেতু উৎসাহই এখানে স্থায়ীলাভ। অথবা ‘দয়াবীর’-শব্দের দ্বারা শাস্ত্ররসের উল্লেখ করিতেছেন। এখানে সেই বদ সংসৃষ্টিযুক্ত সমাসোক্তি ও বিরোধ অলঙ্কারদ্বয়ের দ্বারা অনুগৃহীত হইতেছে। সমাসোক্তি অলঙ্কারের মাহাত্ম্যো এই অর্থ নিষ্পন্ন হইতেছে—যেমন কোন ব্যক্তি ষড় মনোরথের দ্বারা প্রার্থিত প্রেমসীর সঙ্গে সন্তোগের অবসরে শরীরে পুলক অনুভব করে। পরার্থসম্পাদনের জ্ঞাত সেইরূপ পুলক তোমার শরীরে উদ্গত হইয়াছে। এইভাবে অনুভাব-বিভাবসম্পন্ন হইয়া কল্পবসের আতিশয্য উদ্দীপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রভেদের উদাহরণ দিতেছেন—সংসৃষ্টেতি। অভিনব—মনোহরং পয়োদানাং—মেঘসমূহের, রসিতং—গর্জন, যে সকল দিবসে এবং পথিকদের কাছে শ্রামায়িত অর্থাৎ বাহ্য মোহ জন্মাইয়া রাত্রির মত আচরণ করিতেছে। (অথবা) পথিকদের শ্রামায়িত বা দুঃখ জন্মান বশতঃ শ্রামিকা (অর্থাৎ পথিকদের বর্ণের মালিন্য)

কে এইভাবে ধ্বনির প্রভেদ ও তাহার প্রভেদের প্রভেদ গণিতে পারে? আমরা মোটামুটিভাবে তাহাদের আভাস-মাত্র দিলাম। ৪৪ ॥

ধ্বনির প্রকারসমূহ অনন্ত। সহস্রদয়ব্যক্তিদের ব্যুৎপত্তির জন্ত আমরা তাহাদের মোটামুটি বর্ণনা দিলাম।

সংকাব্য নির্মাণ করিতে হইলে অথবা জানিতে হইলে সাধুজনেরা সম্যক্রূপে উদ্যোগী হইয়া উক্তলক্ষণযুক্তধ্বনির বিচার করিবেন। ৪৫ ॥

সংকবি এবং সহস্রদয়ব্যক্তিরা উক্তস্বরূপবিশিষ্ট ধ্বনির নিরূপণে নৈপুণ্যলাভ করিলে সর্বদাই কাব্যবিষয়ে প্রকর্ষ লাভ করেন।

এই যে কাব্যতত্ত্বের কথা যথোচিতভাবে বলা হইল তাহা অক্ষুটরূপে ক্ষুরিত হইলে যাহারা সম্যক্রূপে তাহার বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই তাহারা রীতিসমূহের প্রবর্তন করিয়াছেন। ৪৬ ॥

যে সমস্ত দিবস হইতে। প্রসারিতগ্রীবাশালী ময়ূরবৃন্দের নৃত্য শোভা পায়। অভিনয়-প্রয়োগ রসিক গথিক পাজিক থাকিলে প্রসারিতগীতানাং অর্থাৎ যাহাদের গীত প্রকৃষ্ট তালিকা অমুযায়ী সেই সকল ময়ূরবৃন্দের নৃত্য শোভা পায়। (অথবা) গ্রীবা উত্তোলন করিবার জন্ত যাহারা গ্রীবা প্রসারিত করিয়াছে তাহাদের নৃত্য শোভা পায়। পথিকদের সম্পর্কে গ্রামা বা রাজির মত আচরণ করে—এতদর্থের কাচ্ প্রত্যয়। কাচ্ প্রত্যয়ের দ্বারা লুপ্তোপমা নিদ্রিষ্ট হইয়াছে। পথিকসামাজিকেষ্—কন্ধধারণ সমাস স্পষ্ট বলিয়া রূপক অলঙ্কার। তাহাদের সঙ্গে ধ্বনির সংসৃষ্টি—ইহা গ্রন্থকারের আশয়। এই শ্লোকেই অস্ত্র দুই প্রভেদের উদাহরণ পাওয়া যাইবে বলিয়া অস্ত্র উদাহরণ দেওয়া হইল না। (উপমিত কন্ধধারণ সমাসের প্রয়োগ দেখিয়া ব্যাখ্যাাদিগণ বুঝিতে হয় বলিয়া) ‘অভিনয়’-প্রয়োগে ‘পথিকসামাজিকেষ্’ পদে উপমা ও রূপকের মধ্যে সন্দেহের বিষয় থাকায় সন্দেহ হয়; ‘অভিনব’-প্রয়োগে রসিকদের উদ্দেশ্যে গ্রীবা প্রসারণে যে শব্দশত্যুত্তর অল্পরূপবাক্য আছে

ধ্বনি-প্রবর্তনের দ্বারা নির্ণীত কাব্যতত্ত্ব অক্ষুটভাবে স্মৃতিত হইলে বাঁহারা তাহা প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই তাঁহারা বৈদভী, গোড়ী ও পাঞ্চালী রীতিসমূহের অবতারণা করিয়াছেন। রীতিতত্ত্বের বাঁহারা বিধান করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে এই কাব্যতত্ত্ব অক্ষুটভাবে স্মৃতিত হইয়াছে এইরূপ দেখা যায়। সেই রীতির লক্ষণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বিশদরূপে দেখাইবার কোন প্রয়োজন দেখি না।

কাব্যের এই স্বরূপ জানা থাকিলে রুতিগুলিও যথাযথরূপে প্রকাশিত হয়—কতকগুলি রুতি শব্দতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া থাকে আর কতকগুলি অর্থতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ৪১ ॥

এই ব্যঙ্গ্যব্যাঞ্জকভাবের বিচারযুক্ত কাব্যলক্ষণ জানা হইলে যে কতকগুলি শব্দতত্ত্ববিষয়ক উপনাগরিকাদি রুতি আছে আর যে সকল অর্থতত্ত্বসম্পর্কিত কৈশিকী প্রভৃতি রুতি আছে তাহারা সম্পূর্ণভাবে রীতি পদবী লাভ করে। নচেৎ সেই সকল রুতিগুলি অদৃষ্ট অর্থের মত

তাহার সঙ্গে উপমা ও রূপকের সংসৃষ্টি হয়, কারণ ইহাদের মধ্যে অন্তর্গত-অন্তর্গতক ভাব থাকে না। “পতিম সাম‘ইম্” (পথিকশ্যামায়িতেষু —এই পদে কিন্তু একই ব্যাঞ্জকে অন্তর্প্রবেশের জগা উপমা ও রূপকের সঙ্কর হয় এবং সেই সঙ্করযুক্ত অলঙ্কারদ্বয়ের সঙ্গে শব্দশক্তিমূলক অন্তরঙ্গরূপ ব্যঙ্গ্য-ধ্বনির সংসৃষ্টি হয়। এইভাবে অলঙ্কারদ্বয়ের সঙ্করের সঙ্গে সংসৃষ্টি এবং অলঙ্কারদ্বয়ের সঙ্করের সঙ্গে সঙ্কর—এই দুই প্রভেদের উদাহরণ দেখা যায় এইরূপ বলা যাউতে পারে। উপসংহারে ইহা বলিতেছেন—এবমিতি। ইহা স্পষ্ট। ৪৩, ৪৪ ॥

পূর্বে যে বলা হইয়াছিল “সহৃদয়মনঃপ্রীতয়ে” (১১) তাহা এখন আর শুধু কথা মাত্র নহে, তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল। এই অভিপ্রায় লইয়া বলিতেছেন—ইত্যাভ্যন্তেতি। ধ্বনির যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে যাহা আমাদের কাছে সপ্রযত্ন বিবেচনার উপযুক্ত তাহাই কাব্যের তত্ত্ব। লক্ষণপ্রপঞ্চ নিরূপণাদির দ্বারা যে আলঙ্কারিকেরা এই কাব্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে অশক্ত তাঁহারা রীতিসমূহের প্রবর্তন করিয়াছেন—পরের কারিকায় (৩৪৬) এই সকল কথার সঙ্গে যোজনা করিতে হইবে।

অশ্রদ্ধেয় হয়, অমুভবের দ্বারাই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় না। যদি
 ১. রূপই হইল তবে এই ধ্বনির স্বরূপের লক্ষণ পরিষ্কার করিয়া নির্ণয়
 করা কৰ্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। কেহ কেহ ধ্বনির এইরূপ লক্ষণ করিয়া-
 ছেন—রত্নবিশেষের উৎকর্ষের মত কোন কোন শব্দ ও অর্থের রহস্ত-
 বিশেষ বোদ্ধা ব্যক্তির জ্ঞানিতে পারেন; সুতরাং ইহাদের চাক্ষুষ
 অনির্বচনীয় হইয়া প্রতিভাত হয় এবং সেইভাবেই কাব্যে ধ্বনির
 ব্যবহার হয়। এই যে ধ্বনির লক্ষণ করা হইয়াছে ইহা অসঙ্গত
 এবং বলার যোগাই নহে। যেহেতু, শব্দ যখন অর্থবিশেষকে না
 বুঝাইয়া স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে তখন ঐতিকটু না হইলে তাহা
 নির্দোষই থাকিয়া যায়। যখন শব্দ বাচকধর্ম লাভ করে তখন তাহা
 প্রসাদগুণবিশিষ্ট হয় এবং তখন তাহার ব্যঞ্জকত্বও থাকে—ইহাই
 তাহার তাৎপর্য। স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া, ব্যঙ্গ্যের অমুগামী
 হওয়া আর ব্যঙ্গ্য অংশের সহকারিতা লাভ করা—অর্থের
 ইহাই বৈশিষ্ট্য। সেই যে দুই বৈশিষ্ট্য তাহা ব্যাখ্যা করা যায় এবং
 বহুভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা ছাড়া যে অনির্বচনীয়তারূপ
 বৈশিষ্ট্যের কল্পনা করা হইয়াছে বিবেচনা-বুদ্ধির শৈথিল্যের লক্ষ্যই তাহা

“ইত্যুক্তলক্ষণো যো ধ্বনিবিবেচ্যঃ”—অন্তে কেহ কেহ ‘যৎ’-শব্দের জায়গায়
 ‘অয়ং’-শব্দ পাঠ করেন। প্রকর্ষপদবীমতি। নিশ্চাণে এবং বোধে—ইহাই
 তাৎপার্থ। বিশ্লেষণ করিতে অশক্ত—ইহার হেতু—অক্ষুটভাবে - ক্ষুরিত
 হয়। লক্ষ্যত ইতি। রীতি গুণেই পর্যাবসিত হয়। যেহেতু পুর্কে
 “শৃঙ্গাব এব মধুরঃ”—এই কারিকার (২৭) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে
 রীতিবৈশিষ্ট্য গুণাত্মক এবং গুণগুলি রসে পর্যাবসিত হয়। ৪৫, ৪৬ ॥

প্রকাশন্ত ইতি। কাব্যের প্রাণনিক্রমণ বিষয়ে অমুভবসিদ্ধ হয়।
 রীতিগদবীমতি। রীতির মতই রসে পর্যাবসিত হয় বলিয়া।
 ‘প্রতীতিপদবীঃ’—এইরূপ পাঠও আছে। নাগরিকা বা বিদগ্ধনাদিকার
 সহিত উপমিত এইভাবে উপনাগরিকা; এই অমুপ্রাসমূলক বৃত্তি শৃঙ্গারাদিতে
 বিশ্রাস্তি লাভ করে। পরুষা—দীপ্তরৌদ্রাদিতে বিশ্রাস্তি লাভ করে;

সম্ভব হইয়াছে ; যেহেতু অনির্বচনীয়ত্বের দ্বারা ইহাই বুঝান হয় যে ইহা সকল শক্তির অগোচর। এই অনির্বচনীয়ত্ব কোন বস্তুর পক্ষেই হইতে পারে না, যেহেতু অন্ততঃ ‘অনির্বচনীয়’ শব্দের দ্বারা তাহার বর্ণনা সম্ভব। কোথাও কোথাও বলা হয় যে সাধারণ লক্ষণ স্পর্শ করা হইয়াছে কিন্তু বিশেষের জ্ঞান জন্মাইতেছে না, শব্দের যে এইরূপ প্রকাশমানত্ব তাহাকেই অনির্বচনীয়ত্ব বলে। এইরূপ অনির্বচনীয়ত্ব রত্নের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞায় কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে, যেহেতু লক্ষণকারকেরা কাব্যের রূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং রত্নের বৈশিষ্ট্যসম্পর্কে দেখি যে জ্ঞাতিনির্ণয়ের সম্ভাবনার দ্বারা ই মূল্যের নিশ্চিত পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু ইহারা উভয়েই যে বোদ্ধা বিশেষের কাছে জ্ঞেয় হয় তাহা ঠিকই। জহুরীরা রত্নের তত্ত্ব জানেন, এবং সম্ভবদয় ব্যক্তিরাই কাব্যের রস উপলব্ধি করেন—ইহাতে কাহার সংশয় আছে ? সকল বস্তুরই লক্ষণ নির্ণয় করিতে গেলে দেখা যাইবে

কোমলা—হাগুরসাদিতে পিশ্রাস্তি লাভ করে। তাই ভরতমুনি যে বলিয়াছেন—“বৃত্তিসমূহ কাব্যামাতৃক”—সেখানে রসের পক্ষে সমুচিত চেষ্টা বিশেষকেই বৃত্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। তিনিই বলিয়াছেন—“কৈশিকীরব্র্তি স্নিগ্ধ-স্বভাবযুক্ত, ইহা শব্দার বস হইতে সমুদ্ভূত।” “তস্ত্রাভাবং জগদুরপরে” ইত্যাদিতে (১১) অভাববাদীদের যে সকল সম্ভাবনা আছে তন্মধ্যে একটি এই—বৃত্তয়োরীতঃসঙ্গতা। শ্রবণগোচরং, তদতিরিক্ত কোঃসং ধ্বনিরীতি (বৃত্তি ও রীতিসমূহ আমাদের শ্রবণগোচর হইয়াছে ; তদতিরিক্ত এই ধ্বনি নামক পদার্থ কি ?—পৃঃ ৫-৬) কৈশিকীব্র্তি সঙ্গকে ভরতমুনির যে উক্তি এইমাত্র উদ্ধৃত হইল তাহাতে অভাববাদীদের এইমত কণক্ষিৎ স্বীকার করা হইয়াছে ; আবার ‘অক্ষুটক্ষুরিতং’ এই বচনের দ্বারা তাহার কথক্ষিৎ খণ্ডন করা হইয়াছে। “বাচাংস্থিতঃস্থিবিষয়ে”—এই (১১) যে কেহ কেহ বলিয়াছেন, প্রথম উদ্যোতে ইহার খণ্ডন করা হইলেও পুনরায় ইদানীং তাহাব খণ্ডন করিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে বাহার সকল লক্ষণ বিস্তারিত করিয়া বলা হইয়াছে তাহার সম্পর্কে অনাখ্যায়ত্ব দোষ দেওয়া অসম্ভব। অক্লিষ্টত্ব ইতি—শ্রতিকটুতার অভাব। অপ্রযুক্ত্য প্রয়োগ ইতি—পুনরুক্তির অভাব।

যে তাহা অনির্দেশ্য—এই বৌদ্ধমত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। অল্প গ্রন্থে বৌদ্ধমতের পরীক্ষাপ্রসঙ্গে এই যুক্তির বিচার করিব। অল্প গ্রন্থে যাহা শোনা যাইবে তাহার অংশ প্রকাশ করিলে সহৃদয় ব্যক্তিদের মন বিকল্প হইতে পারে বলিয়া সেই প্রচেষ্টা করা হইল না। অথবা ইহা বলা যাইতে পারে যে বৌদ্ধমতে যাহা প্রত্যক্ষের লক্ষণ তাহাই ধ্বনির লক্ষণ হইবে। সেইজন্যই ধ্বনির অল্প লক্ষণ করা সম্ভব হয় না বলিয়া এবং তাহা বাচ্য অর্থের অধিগম্য নহে বলিয়া যে লক্ষণ বলা হইয়াছে তাহাই যুক্তিযুক্ত। সেইজন্যই ইহা বলা হইয়াছে—

ধ্বনি নিশ্চিতরূপে আখ্যানযোগ্য। তাহার মধ্যে অনির্দ্বন্দ্বীয় কিছু প্রকাশ পায়—এইরূপ লক্ষণ ধ্বনিতে প্রযোজ্য নহে। ইহার যেরূপ লক্ষণ বলা হইল তাহা সাধু।

ইতি শ্রীরাঙ্গানক আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যাবিরচিত ধ্বন্যলোকে তৃতীয় উদ্যোত।

তাবিতি। শব্দগত ও অর্থগত। যেখানে বিবেকের অবসাদ হয় তাহার ভাব নিবিবেকত্ব। সামান্তসংস্পর্শবিকল্পগত—জাতি প্রভৃতি সাধারণ লক্ষণযুক্ত বিশেষের যে জ্ঞান তাহা হইতে সম্ভাত যে শব্দ। দৃষ্টান্তেও সেইরূপ অনির্দ্বন্দ্বীয় নাই। ইহা দেখাইতেছেন—রত্নবিশেষাশামিতি। আপত্তি হইতে পারে সকলের কাছে সেই উৎকৃষ্টত্ব সংবেগ হয় না, এই আশঙ্কা করিয়াই উত্তর দিতেছেন—উভয়েষামিতি। রত্নসমূহের ও কাব্যসমূহের। আপত্তি হইতে পারে শব্দসমূহ অর্থকে স্পর্শও করে না; আবার এই প্রশ্নও করা যাইতে পারে, ‘অনির্দেশ্যত্ব বেদকম্’ (সব কিছুই অনির্দেশ্যের জ্ঞাপক) ইত্যাদিতে বস্তুসমূহের অনাখ্যেয়ত্বের কথা কেমন করিয়া বলা হইয়াছে? তদুত্তরে এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—যতিতি। এইভাবে বিচার করিলে ধ্বনিশব্দ সকল বস্তুবৃত্তান্তের তুল্য হইয়া পড়ে এবং ধ্বনির স্বরূপ অনাখ্যেয়, এই লক্ষণ অতিব্যাপকতাদোষদূষ্ট হয়। গ্রন্থান্তর ইতি। ‘বিনিশ্চয়’ টীকায় বর্তমান গ্রন্থকার যে ধর্মোস্তরী রচনা করিয়াছেন, সেইখানেই তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উক্তমিতি। সংগ্রহের অল্প আমাকর্ষকই। অনির্দ্বন্দ্বীয়ত্বের আভাস যে কাব্যে আছে সেই যে ভাব বা শব্দ তাহা ধ্বনির লক্ষণ নহে—

এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। ইহার হেতু—নির্বাচ্যার্থতয়েতি। নিশ্চিত-রূপে বিভাগ করিয়া বলা সম্ভব বলিয়া। অল্প কেহ ‘নির্বাচ্যার্থতয়া’-পদে ‘নিয়’-উপসর্গের নঞ-সূচক অর্থ পরিকল্পনা করিয়া বলেন যে ‘অনাথ্যোদ্যাংশ-ভাসিত্ব’ বিষয়ের ইহা হেতু। এই ব্যাখ্যা ক্লিষ্ট; কারণ হেতু সাধ্যবস্তুতে অবচ্ছিন্নভাবে বর্তমান থাকে। স্ততরাং পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা ঠিক। এইভাবে শিবকে স্বরণ করিয়া সমাপ্ত করিলাম।

“কাব্যালোকে যে ধ্বনিপ্রভেদসমূহ বিস্তৃত হইয়া আছে ‘লোচন’ তাহার হেতু নির্ণয় করিয়া লোকসমূহকে কৃতার্থ করিবে। ধ্বনির যে সকল প্রভেদ আছে, যাহাদের মধ্যে ধ্বনি সূত্রের মত থাকে তাহাদিগের পরিস্ফুট-বোধদায়িনী, ত্রিলোচনশ্রিয়া, মধ্যমারূপে অবস্থিত। পরমেশ্বরীকে আমি বন্দনা করি।”

ইতি শ্রীমহামাহেশ্বরীচার্য্য পণ্ডিতপ্রবর অভিনব গুপ্ত কর্তৃক উদ্বীলিত সঙ্কদ্যালোকলোচনে ধ্বনিসঙ্কেতে তৃতীয় উদ্যোত।

চতুর্থ উদ্দ্যোত

সন্দেহের নিরাকরণের জন্ত এইভাবে সবিস্তারে ধ্বনির নিরূপণ করিয়া তাহার নিরূপণের অস্ত্র প্রয়োজন বলিতেছেন—

শুণীভূতব্যঙ্গ্যসম্বন্ধিত ধ্বনির যে পথ প্রদর্শিত হইল ইহার দ্বারা কবিদের প্রতিভা অনন্ততা লাভ করে। ১ ॥

ধ্বনি ও শুণীভূতব্যঙ্গ্যের এই যে মার্গ প্রকাশিত হইল ইহার অপর ফল এই যে ইহার দ্বারা কবিপ্রতিভা অনন্ততা প্রাপ্ত হয়। যদি প্রশ্ন করা হয় কেমন করিয়া তাহা সম্ভবপর হয় :—

যেহেতু পূর্বকবিদের বাক্যার্থসম্বন্ধিত হইলেও কোন কবির বাণী ইহাদের কোন একটি প্রকারের দ্বারা বিভূষিত হইয়াই নবীনতা লাভ করে। ২ ॥

যেহেতু ধ্বনির যে সকল প্রভেদের কথা বলা হইল কবির বাণী ভাষাদের যে কোন একটির দ্বারা বিভূষিত হইলে তাহা পুরাতন কবিদের দ্বারা নিবন্ধ অর্থের সঙ্গে সংযুক্ত হইলেও নবীনতা লাভ করে। অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনির যে দুইটি প্রকার আছে তাহারা পূর্বকবিদের অর্থের অঙ্গুগমন করা সত্ত্বেও যে নবীনতা লাভ করা যায় তাহার উদাহরণ দেওয়া হইতেছে—

সৃষ্টি প্রভৃতি পঞ্চবিধ কার্য নির্বাহ করিবার প্রয়োজন হইলেও শব্দের যে মাত্রারূপিনী শক্তি থাকায় পরমেশ্বরকে অস্ত্র উপকরণের অপেক্ষা করিতে হয় না তাহাকে প্রণাম করি।

অন্ত উদ্দ্যোতের সঙ্গে সঙ্গতি দেখাইবার উদ্দেশ্যে বৃত্তিকার বলিতেছেন—
এবমিতি। প্রয়োজনান্তরমিতি। যদিও ‘সহস্রয়মনঃপ্রীতয়ে’র (১।১) দ্বারা পূর্বেই প্রয়োজন বলা হইয়াছে এবং সংকাব্য নির্মাণ করার বা জানার প্রয়োজন তৃতীয় উদ্দ্যোত পর্য্যন্ত জ্বলন্ত পরিষ্কৃত করা হইয়াছে তথাপি সেই প্রয়োজনকে আরও স্পষ্ট করার জন্ত এখন আবার প্রবৃত্ত করা হইতেছে।
যেহেতু স্থম্পটভাবে নিরূপিত হইলে কোন বিষয় বিশেষরূপে জানা যায় সেইজন্ত বাহ্য স্থম্পটভাবে নিরূপিত হইয়াছে তাহা অস্থম্পট নিরূপিত বিষয়

“যে যুগনয়না নায়িকা তারুণ্য স্পর্শ করিতেছে তাহার হস্ত
কিঞ্চিৎ মুগ্ধ ; তাহার দৃষ্টিবিভব তরলমধুর। তাহার বাগবিস্তার
অভিনববিলাসোক্তিতে লীলায়িত, তাহার সঞ্চরণ নবপত্রশোভায়
সুশোভিত—ইহার কার্যকলাপে এমন কি আছে যাহা মনোহারী
নহে ?”

ইহার অর্থ নিম্নলিখিত শ্লোকের অর্থের মধ্যে নিহিত আছে—

“লোলনয়না, স্থলিতবাক্, বিভ্রমবিলাসযুক্ত হান্তসমম্বিত,
নিতম্বভারে অলসগামিনী কামিনীরা কাহার না প্রিয় হয় ?”

কিন্তু এইরূপ হইলেও তিরস্কৃতবাচ্যধ্বনির আশ্রয় গ্রহণ করায়
প্রথমোক্ত শ্লোকে কবিপ্রতিভার নবীনতা প্রতিভাত হয় ? সেইরূপ—

“যে প্রথম সে প্রথমই। তাই নিহত হস্তীর মাংসভোজী সিংহ
সিংহই ; পশুসমাজে কে তাহাকে হীন করিতে পারে ?”

ইহার অর্থ নিম্নলিখিত শ্লোকে নিহিত আছে—

“স্বীয় তেজে যাহার মহিমা আহৃত হইয়াছে তাহাকে কে অতিক্রম
করিতে পারে ? মহাগৌরবশালী হইলেও কি মাতঙ্গেরা সিংহকে
অভিভূত করিতে পারে ?”

হইতে অস্ত্র ভাবেই প্রতিভাত হয়। ইহাই অস্ত্র প্রয়োজন বলিয়া কথিত
হইল। অথবা বৃত্তিস্থিত ‘প্রয়োজনাস্ত্রঃ’ পদেব ‘অস্ত্র’ শব্দকে ‘বিশেষ’
অর্থে গ্রহণ করিলে এইরূপ অর্থ দাঁড়াইবে—পূর্বে যে দুইটি প্রয়োজনের কথা
বলা হইয়াছে তাহাদের বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য বলা হইতেছে। যে বৈশিষ্ট্যের
জন্ত সংকাব্যের নির্মাণ ও ধ্বনির ব্যুৎপাদনের প্রয়োজন হয় এবং যে বৈশিষ্ট্যের
জন্ত সংকাব্যের উপলব্ধি হয় সেই বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হইতেছে। যাহা
নিষ্পাদন করা হয় তাহা(ই) জ্ঞানের বিষয় হয় এই জন্ত প্রথমে বলিতে হইবে
কেমন করিয়া সংকাব্য নির্মিত হয়। তাহাই বলা হইতেছে—ধ্বনেন
ইতি। ১।

আপত্তি হইতে পারে যে ধ্বনিভেদের জন্ত প্রতিভার অনন্ততা হয় এইরূপ
বলা অসঙ্গত। এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—কথমিতি। ইহার
উত্তর—অতোহীতি। ধ্বনির বহু প্রকার থাকে তো থাকুক ; একটি প্রকারের

কিন্তু এইরূপ হইলেও অর্থাস্তরসংক্রমিতবাচ্যধ্বনির সংযোগবশতঃ প্রথম শ্লোকে অভিনবত্ব আনীত হয়।

এই প্রকারে বিবক্ষিতাশ্রুপরবাচ্য ধ্বনিতেও নবীনতা আরোপিত হয়। যেমন—

“স্বামী নিজ্রার ভান করিয়া শুইয়াছিল। বধু তাহার মুখে মুখ রাখিয়া চুষনের আকাঙ্ক্ষা নিরুদ্ধ করিয়া চূপ করিয়া ছিল, কারণ তাহার ভয় হইতেছিল যে স্বামী জাগিয়া যাইতে পারে এবং স্বামী নিজ্রা যাইতেছে কিনা তাত্ত বারংবার পরীক্ষা করিতে করিতে তাহার দেহে চঞ্চলতার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। ‘আমি জাগিয়া উঠিলে সে লজ্জায় বিমুখী হইবে’ ইহা মনে করিয়া স্বামীও চুষনের প্রচেষ্টা করে নাই। স্বামীর আশঙ্কায়ুক্ত হৃদয় রতির চরমপরিণতিই প্রাপ্ত হইয়াছিল।”

দ্বারাই এইরূপ অনন্ততার সৃষ্টি হইবে—ইহাই ‘অপি’ শব্দের অর্থ। কথাটা দাঁড়াইল এই—যে প্রজ্ঞাবৈশিষ্ট্য বর্ণনীয় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া তন্মধ্যে নিহিত থাকে তাহাই কবির প্রতিভা। কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু অপরিমিত নহে এবং আদিকনি বান্ধীকিই তাহা স্পর্শ করিয়াছেন। সব কবিরই সেই সেই বিষয়ক প্রতিভা সেই আদি কবির প্রতিভাজাতীয়ই হইয়া পড়িবে এবং কাব্যও সেই জাতীয় হইবে। অতএব ইদানীন্তন কবিদের রচনাপ্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যাইবে। উক্তিবৈচিত্র্যের জন্তই অর্থ সীমাহীন হইয়া থাকে এবং এই ভাবে সেই বিষয়ক প্রতিভার অনন্ততা জন্মায়। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রতিভার অনন্ততার ফল কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—বাণী নবত্বমায়াতীতি। এই ভাবে কাব্যবাক্যসমূহ নবত্ব আসে। প্রতিভার অনন্ততা থাকিলে সেই নবীনতা আসে; অর্থের অনন্ততা থাকিলে প্রতিভার অনন্ততা আসে এবং ধ্বনির প্রভেদবশতঃ অর্থের অনন্ততা সঙ্গাত হয়। তন্মধ্যে প্রথমে অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য ধ্বনিতে নবীনতার অস্তিত্বের উদাহরণ দিতেছেন—শ্রুতি-মিতি। ‘মৃগ’, ‘মধুর’, ‘বিতব’, ‘সরস’, ‘কিসলয়িত’, ‘পরিমল’ ও ‘স্পর্শ’ পদের বাচ্য অর্থ অত্যন্তরূপে আচ্ছন্ন হইয়াছে। এই সকল শব্দের দ্বারা যথাক্রমে যে অকৃত্রিম সৌন্দর্য, সর্বজনপ্রিয়ত্ব, অক্ষীণ বিকাশ, সন্তাপপ্রশমন ও তৃপ্তিদায়কত্ব, সৌকুমার্য, সর্বকালব্যাপী নীলাময়ত্ব ও সমস্তে অভিলষিত

এই শ্লোকে নিম্নলিখতি শ্লোকের অর্থ নিহিত আছে—

“বাসগৃহ শূন্ত দেখিয়া বালিকাবধু আস্তে আস্তে শয্যা হইতে উঠিয়া
কপটনিদ্রামগ্ন স্বামীর মুখ অনেকক্ষণ যাবত দেখিল এবং তৎপরে
নিশ্চিন্তচিত্তে তাহাকে পরিচুসন করিল। চুসন করিয়া দেখিল যে
স্বামীর গণ্ডস্থল রোমাঞ্চিত হইয়াছে। ইহাতে সে লজ্জায় অবনতমুখী
হইলে স্বামী হাসিয়া তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া চুসন করিল।

ইহা সত্ত্বেও প্রথম শ্লোকে নবীনতা আছে। অথবা যেমন “তরঙ্গ
ভ্রাজ্জা” ইত্যাদি (পৃ: ১১০) শ্লোক “নানাভঙ্গিভ্রমদ্ভ্রাজ্জা” ইত্যাদি
অপেক্ষা নূতন।

বহুপ্রসারশালী রসাদি এই যুক্তি অনুসারে উদাহরণীয়।
রসাদির আশ্রয়ে কাব্যের নানা প্রকারের পরস্পর মিশ্রণের
জন্য কাব্যমার্গ অনন্ততা প্রাপ্ত হয়। ৩৥

হইবার যোগ্যতা ধ্বনিত হয় তদ্বারা যখন ব্রহ্মাকর্ষক নির্দিষ্ট ধর্ম অতিক্রম
করিয়াও ইহারা অল্প ধর্ম গ্রহণ করে তখন তাহা অপূর্ণ হইয়াই সম্পাদিত
হয়। এইরূপ সর্বত্র মনে রাখিতে হইবে। অশ্রুতি। দূরস্থিত
‘অপূর্বত্ব’-শব্দের সহিত ‘শ্রুতি’-শব্দের সম্বন্ধ দেখাইতে হইবে। সর্বত্রই
ইহার নবীনতা হয় এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। যঃ প্রথম ইতি—
এখানে দ্বিতীয় ‘প্রথম’ শব্দ অপরাধেয়, পদানত, অসাধারণত্বাদি বুঝাইয়া
অল্প ব্যঙ্গ্য ধর্ম সংক্রমিত হইয়া নিজের অর্থকে অভিব্যক্ত করিতেছে।
‘সিংহ’-শব্দও এইভাবে বীরত্ব, অপরের উপর নির্ভরের অভাব এবং
বিশ্বাশ্রয়দাতা প্রভৃতি অল্প ব্যঙ্গ্য অর্থ সংক্রমিত হইয়া নিজ অর্থকে
ধ্বনিত করিতেছে। এইরূপে প্রথমের অর্থাৎ অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির
দুই প্রভেদের উদাহরণ দিয়া দ্বিতীয়ের (বিবক্ষিতাশ্রয়বাব্যধ্বনির)
উদাহরণ দিতে আরম্ভ করিতেছেন। নিদ্রাতে কৈতবী অর্থাৎ
কপটনিদ্রাগত। বদনে বিগ্নস্ত বক্তৃমিতি। মুখ স্পর্শ করিয়াই স্বর্গীয় স্বপ্ন
পাইতেছে; তাহা ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া। স্তব্ধতা প্রিয়শ্রুতি।
বধুঃ—নবোক্তা পত্নী। বোধভ্রাসনিক—বোধভ্রাসেন অর্থাৎ প্রিয়তম আগিয়া
উঠিবে এই ভয়ে নিরুদ্ধ অর্থাৎ যে জোর করিয়া হঠাৎ প্রবৃত্ত হইয়া এবং প্রবৃত্ত

কাব্যের মার্গ রস, ভাব, তাহাদের আভাস ও প্রশমনের লক্ষণযুক্ত, ইহাদের অন্তর্গত বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির গণনা করিলে কাব্যমার্গ বহুব্যাপকতা লাভ করে। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সেই সকল বিষয় এই যুক্তি অনুসারে উদাহরণীয়। যাহার অর্থাৎ রসাদির আশ্রয়ে প্রাচীন কবিগণ সহস্র বা অসংখ্য উপায়ে সঞ্চরণ করিয়াছেন; সেইজন্য ইহাদের পরস্পরের মিশ্রণে অনন্ততা লাভ হয়। রসভাবাদির প্রত্যেকে বিভাবানুভাবব্যভিচারীদের আশ্রয়ে অপরিমিত হইয়া থাকে। জগৎ-ব্যাপার নিজের ভাবে অবস্থিত থাকে, কিন্তু শ্রুতবিরা রসভাবাদির একটি প্রভেদানুসারে জগৎব্যাপার রচনা করিলে সেই সমগ্র ব্যাপার কবিদের ইচ্ছানুসারে অশ্রুভাবে পরিবর্তিত হয়। চিত্র (কাব্যের) বিচারের অবসরে ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই অর্থ বুঝাইবার জন্য এই গাথাও মহাকবি কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে—

“যে অর্থ যেরূপভাবে নাই কবির বাণী তাহাকে সেইরূপ ভাবেই হৃদয়ে প্রবেশ কবাইয়া অপরিসীমতা লাভ করিয়া উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়।”

সুতরাং এইভাবে রসভাবাদির আশ্রয়ে কাব্যের অর্থের অনন্ততা সুপ্রমাণিত হইয়াছে। ইহা বুঝাইবার জন্যই বলা হইতেছে—

হইয়াও যে কোন ক্রমে ক্ষণমাত্রের জঃ চূষনের ইচ্ছা রোধ করিয়াছিল তৎকর্তৃক। সুতরাং আভোগেন অর্থাৎ স্বামী নিমিত্ত কিনা তাহা পুনঃপুনঃ বিচার করিতে করিতে চঞ্চল হইয়া অবস্থিত ছিল। ভাবার্থ এই যে, চূষন-কার্য হইতে একেবারে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছে না। বধু এই অবস্থায় থাকিয়া যদি আমাকর্তৃক চূষিত হয় তাহা হইলে লজ্জিত হইয়া বিমুখী হইবে, এইজন্য যে প্রিয়ও চূষনকার্য আরম্ভ করে নাই তাহার। হৃদয়ঃ সাকাজ্জ প্রতিপত্তিনামেতি। যে হৃদয়ে অভিলাষপূর্ণ প্রবৃত্তি আছে তাদৃশ হৃদয়, যাহা ঔৎসুক্যের দ্বারা প্রসীড়িত হইয়াছে, কিন্তু যাহার মনোরথ পরিপূর্ণ হয় নাই। তবুও যেহেতু একে অপরকে নিজের প্রাণসর্ব্বস্ব মনে করিলে যে পরস্পরনির্ভরশীলতা হয় তাহাই রতির প্রাণ, সেইজন্য চূষন-আলিঙ্গনাদি কোন অনুভাবের দ্বারা পরিপূর্ণ চরিতার্থতা লাভ না করিলেও হৃদয় রতির পরম সার্থকতা পাইয়াছিল; সুতরাং শৃঙ্গার সম্পূর্ণ হইয়াছিল। দ্বিতীয়

যেমন বসন্তকালে পুরাতন রক্ষ নূতন করিয়া বিকশিত হয়, সেইরূপ অর্থসমূহ পূর্বদৃষ্ট হইলেও কাব্যে রস-পরিগ্রহ করিয়া সবাই নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়। ৪ ॥

এইভাবে দেখা যায় যে বিবক্ষিতাশ্রয়ব্যাখ্যানিহী শব্দশক্ত্যুদ্ভব অমুরগনরূপ ব্যাঙ্গ্যপ্রকারের সমাশ্রয়ে অভিনবত্ব লাভ করে। যেমন—

“শেষনাগ, হিমগিবি এবং তুমি—তোমরা মহান্ গৌরবশালী এবং তোমরা স্থির হইয়া অবস্থান করিতেছ, যেহেতু তোমরা চলমান পৃথিবীকে সীমা অতিক্রম করিতে না দিয়া তাহাকে বহন করিতেছ।”

এই শ্লোকটি থাকা সত্ত্বেও “ধরণীধারণায়াধুনা তং শেষঃ” এই বাক্যে অভিনবত্ব আছে। এই প্রকারের ধ্বনিতেই অর্থশক্ত্যুদ্ভব অমুরগনরূপ ব্যাঙ্গ্যের আশ্রয়ে নবীনতা হয়। যেমন—

“বর-সম্বন্ধীয় কথার আলাপ হইলে কুমারীরা অন্তর্লজ্জায় অবনত-মুখী হইয়া দেহে প্লবক-সঞ্চারের দ্বারা নিজের প্রণয়াভিলাষ সূচিত করে।”

শ্লোকে কিন্তু চূষনকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে এবং লজ্জা ‘লজ্জা’ স্বশব্দের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। যদিও এই দ্বিতীয় শ্লোকে স্বামী তাহাকে পরিচূষন করিতেছে বলিয়া শৃঙ্গাররস পরিপুষ্ট হইয়াছে তথাপি প্রথম শ্লোকে পরস্পরের প্রতি অভিলাষের যে নিরোধের কথা আছে তন্মধ্যেই অর্থ পর্য্যবসিত হইতেছে না বলিয়া পরম চরিতার্থতা দর্শিত হইয়াছে এবং তাহা উভয়ের মধ্যে একইরূপ চিন্তাবৃত্তির অমুপ্রবেশের বর্ণনা দিতেছে বলিয়া রতির সমধিক পরিপুষ্টি বিধান করিতেছে। ২ ॥

এইভাবে চারটি মূল প্রভেদের দৃষ্টান্ত দিয়া নির্দেশ করিতেছেন যে ইহা উপাচারক্রমে অলঙ্কারমব্যাখ্যানির সকল অবাস্তুরভেদের বিষয়ীভূত হয়—যুক্ত্যানয়েতি। অমুসর্তব্য ইতি। উদাহরণীয়। যথোক্তমিতি। “অঙ্গী রসের যে সকল প্রভেদ, তাহার অঙ্গ প্রভৃতির যে সকল প্রভেদ এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ পরিকল্পনা করিলে যে সকল প্রভেদ হয় তাহা অনন্ত।” ২:১২—এইখানে। প্রতিপাদিতং চেতি। ‘চ’ শব্দ ‘অপি’ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া তাহার ক্রম ভাঙ্গিয়া লইতে হইবে। এতদপি প্রতি-

ইত্যাদি শ্লোক থাকা সত্ত্বেও ‘এবংবাদিনি দেবধৌ’ ইত্যাদি (পৃ: ১৭৬) অভিনবত্ব লাভ করে। অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপব্যঙ্গ্য ধ্বনিতে কবিশ্রিসিক্ধিসম্পন্ন উক্তির দ্বারা কাব্যশরীর নিশ্চিত হয় বলিয়া এই শ্লোকের অভিনবত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। যেমন—

“বসন্তকাল আরম্ভ হইলে আশ্রয়কলিকার সহিত অনুরাগীদের উৎকর্ষা সহসা সঞ্চারিত হয়।”

ইত্যাদি শ্লোক থাকা সত্ত্বেও ‘সঞ্জেইশ্বরহিমাসো’ ইত্যাদি (পৃ: ১৫১) অবশ্যই অপূর্বত্ব লাভ করে।

অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনিতে কবিকল্পিতবক্তার উক্তি প্রসিক্ধিমাত্রের দ্বারা নবত্ব লাভ হয়। যেমন—

“আমার পুত্র একমাত্র বাণের দ্বারা লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিত ; সে পূর্ব হস্তিনীদের বৈধব্যের কারণ ছিল। হতভাগিনী বধু তাহাকে এমন করিয়া দিয়াছে যে সে এখন বাণের আধার তুণীরমাত্র বহন করে।”

পাদিতঃ (ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে)। অতথাস্থিতানপি বহিস্তথা সংস্থিতামিবেতি। সম্ভাবনার্থক ‘ইব’ শব্দের দ্বারা বুঝাইতেছেন যে অর্থ এক জায়গায় বিশ্রান্তি লাভ করে না বরঞ্চ বিচিরুপী হয়। হৃদয় ইতি। যাহা প্রধানতম এবং সমস্তভাবে কষ্টপাথর। নিবেশয়তি—যাহার যাহার হৃদয় আছে তাহার তাহার হৃদয়ে অবিচল ভাবে স্থাপিত করে। হৃদয় প্রসিক্ধ অর্থ হইতে বিভিন্ন হইয়াই অর্থবিশেষ সম্পাদিত হয়। হৃদয়ে নিবিষ্ট হইয়াই তাহার এইরূপ হইয়া থাকে, অজ্ঞা নহে। সা জয়তি। পরিমিত-শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মার সৃষ্টি হইতেও তাহা উৎকৃষ্ট হইয়া বর্তমান থাকে। তাহার প্রসাদেই কবির বর্ণনীয় অর্থ সুপরিফুট ও সীমাহীন হইয়া থাকে। ৩ ॥

কবির প্রতিভা ও বাণীর যে অনন্ততা ধ্বনির দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহা অস্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছিল ; তাহাই কারিকায় উক্তিসাত্ত্ব্যের দ্বারা নিরূপিত হইতেছে। তাই বলিতেছেন—উপপাদয়িতুমিতি। অর্থবোধ করাইয়া নিরূপণ করাইবার জ্ঞান। যদিও বৃত্তিকার “যুক্ত্যানয়া” ইত্যাদির ব্যাখ্যার অবসরে অর্থের অনন্ততার হেতু বলিয়াছেন তথাপি কারিকাকার বলেন নাই।

ইত্যাদি শ্লোক থাকা সত্ত্বেও “বাণিঅঅহখিদস্তা” ইত্যাদি (পৃ: ১৮২) গাথার অর্থের অভিনবত্ব খণ্ডিত হয় নাই ।

যেমন ব্যঙ্গ্যপ্রভেদের আশ্রয়ে ধ্বনিকাব্যের অর্থসমূহের নবীনতা সম্পাদিত হয় সেইরূপ ব্যঞ্জকের প্রভেদের আশ্রয়েও হইতে পারে । গ্রন্থবিস্তারের ভয়ে তাহা লক্ষিত হইল না ; সহৃদয় ব্যক্তির নিজেরাই বুঝিয়া লইবেন । পুনঃ পুনঃ উক্ত হইলেও সারাংশ বলিয়া ইহা এখানে কথিত হইতেছে—

এই ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব বিবিধ হইতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা থাকিলেও কবি এক রসাদিময় ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবে যত্নবান হইবেন । ৫ ॥

অথবা ইহা বৃত্তিকার কর্তৃক কথিত সংগ্রহ শ্লোক । এইজন্যই বৃত্তিকার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই । দৃষ্টপূর্ব্ব ইতি । বাহিরে প্রত্যক্ষাদির দ্বারা অথবা পূর্ব্বকবিদের দ্বারা এই উভয় ভাবে অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে । কাব্য এখানে মধুমাস বা বসন্তকালস্থানীয় । স্পৃহাং—লজ্জা, রাগবতীং উৎকলিকা ইতি—যেখানে শব্দ নিজেই অর্থ স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতেছে সেইখানে রমণীয়তা কোথায় ? এই সকল উদাহরণ পূর্ব্বক বলা হইয়াছে এবং বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । পূর্ব্বকবিরা এই সকল কথা বলায় কেবল গ্রন্থবৃদ্ধি হইল, আর কিছুই নহে । “আমার পুত্র একমাত্র বাণের দ্বারা লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে পারিত ; সে পূর্ব্বক ইন্দ্রিণীদের বৈধব্যের কারণ ছিল । হতভাগিনী বধু তাহাকে এমন করিয়া দিয়াছে যে সে এখন বাণের আধার তুণীরমাত্র বহন করে ।” এই অর্থ সহজেই করা যাইতে পারে । “বাণি অঅ হখিদস্তা” ইত্যাদি গাথার অর্থের নবীনতা আছে—এইভাবে যোজনা করিতে হইবে । ৪ ॥

অত্যন্তবিশোগপর্ধ্যাস্তমেব—‘অত্যন্ত’ শব্দের দ্বারা দেখান হইয়াছে যে সীতাকে পাইবার আর ভরসা নাই ; এইভাবে বিপ্রলম্বশৃঙ্গারের আশঙ্কা পরিহার করিতেছেন । বাদবগণ নিজেরা নিজেদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন, মহাযাত্রার সময় পাণ্ডবেরা যে ক্রেশ পাইয়াছিলেন তাহা মৃত্যুতে পরিণতি লাভ করিয়াছিল, ক্লক ও ব্যাধের হাতে ধ্বংস পাইয়াছিলেন—এইভাবে সকলের তিরোধানই বর্ণিত হইয়াছে । মুখ্যতঃ ইতি । “হে ভারতবর্ষ, ধর্ম্মবিষয়ে ও অর্থবিষয়ে ও

এখানে অর্থাৎ অনন্ততার হেতু, ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক যে সম্বন্ধ তাহার বিচিত্ররূপ সম্ভব হইলেও অপূর্ব অর্থলাভেচ্ছ কবি এক রসাদিময় ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবে যত্নবান হইবেন। রস, ভাব, তদাভাসরূপ ব্যঙ্গ্য এবং তাহার বর্ণনাবাক্যরচনাপ্রবন্ধরূপ ব্যঞ্জকে যে কবি অবহিতমনা হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে সবই অপূর্ব কাব্যরূপে প্রতিপন্ন হয়। সেই জন্তই রামায়ণমহাভারতাদিতে সংগ্রামাদি পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইলেও অভিনবরূপে প্রকাশিত হয়। কাব্যপ্রবন্ধে এক অঙ্গী রস নিবদ্ধ হইয়া অর্থবিশেষপ্রতিপত্তির এবং অতিশয় শোভার পোষকতা করে। যদি প্রশ্ন করা হয়, কোথায় এইরূপ হয় তাহা হইলে উত্তর দিব—যেমন রামায়ণে বা মহাভারতে। “শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ” (১।৫)—ইহা বলিয়া দেখান হইয়াছে যে স্বয়ং আদিকবি রামায়ণে করুণরসের প্রাধান্য দিয়াছেন। তিনি স্বীয় কাব্যে সীতার তিরোভাব পর্য্যন্ত বর্ণনা দিয়া ইহা নিঃশেষে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কাব্যশোভাশালী মহাভারতেও মহামুনি যাদব ও পাণ্ডবদের সম্পূর্ণ তিরোধানজনিত সংসার

কামবিষয়ে ও মোক্ষবিষয়েও এখানে যাহা কিছু আছে তাহা অগ্ৰত্বও থাকিবে, আর যাহা এখানে নাই তাহা অগ্ৰ কোথাও নাই।” এখানে যদিও চার প্রকারের পুরুষার্থের কথা বলা হইয়াছে তথাপি চারবার ‘চ’ (৬) কারের প্রয়োগের দ্বারা বুঝান হইতেছে—যদিও ধর্ম, অর্থ ও কামের অগ্ৰত্ব এমন কোন প্রধান স্বরূপ দেখা যায় না যাহা মহাভারতে নাই তথাপি মহাভারতেই ইহা দেখিয়া লইবে যে ধর্ম, অর্থ, কাম শেষ পর্য্যন্ত ধ্বংস লাভ করে। মোক্ষের যে স্বরূপ তাহা যে সকল বস্তুর সারাংশ তাহা এইখানেই বিচার করিয়া দেখ। লোকতত্ত্বম্—লোকসমাজ অর্জন, ভিক্ষাদি যে যে প্রকারে ধর্ম, অর্থ ও কাম এবং তাহাদের উপায়কে সারভূত বলিয়া মনে করিয়া তাহাদের সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়। অসারবৎ—তুচ্ছ ইন্দ্রজালাদিবৎ। বিপর্য্যেতি। প্রকৃত্যত বিপরীত বলিয়া সম্পন্ন হয়। তাহার স্বরূপ চিন্তার কথা এখন থাক। সেই সেই প্রকারে অত্র অর্থৎ লৌকিক ব্যবহারে। বিরাগো জায়তে ইতি—ইহা দ্বারা শাস্ত্ররসের স্থায়ী ভাব তত্ত্বজ্ঞানোখিত নির্বেদকে স্মৃতিত করিয়া এবং তদ্ব্যতিরিক্ত অগ্ৰ সকলের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া তাহার প্রাধান্য বলিলেন।

বিতৃষ্ণাদায়িনী সমাপ্তির বর্ণনা দিয়া দেখাইয়াছেন যে মোক্ষই পরম-পুরুষার্থ এবং শাস্ত্ররসই তদীয় কাব্যের প্রধান বক্তব্য বিষয়। অগ্নি ব্যাখ্যাকারেরা এই সকল কথা আংশিকভাবে বিবৃত করিয়াছেন। সমুদ্র ও রজ্জোভাব যেখানে অভিভূত হইয়াছে সেই মহামোহে মগ্ন লোক-সমাজকে অতিবিমল জ্ঞানালোকদায়ী লোকনাথ উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন ; তিনি নিজেই—

“সারহীন লৌকিক পদার্থসমূহ যেমন যেমন ভাবে বিপর্যয় লাভ করে তেমন তেমন ভাবে দর্শকের মনে বৈরাগ্য সঞ্চারিত হয় ; উচ্চাতে সংশয় নাই।”

ইত্যাদি বহুবার বলিয়া এই বিষয়ের সম্যক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা হইতে মহাভারতের তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে— অগ্নি রস শাস্ত্ররসের অঙ্গ হইয়া তাহার অনুগমন করিতেছে, অগ্নি পুরুষার্থ মোক্ষের অনুগমন করিয়া তাহার অঙ্গ হইয়াছে। রসসমূহের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গিভাব থাকে তাহা প্রতিপাদিতই হইয়াছে। শরীর আপত্তি হইতে পারে যে মহাভারতে শৃঙ্গারবীরাদি রসের চমৎকারও প্রতিভাত হইতেছে। এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন— পারমাধিক্যেতি। যেমন শরীর শুণু ভোগের আশ্রয় হইলেও কোন বিচারক তাহাকেই প্রধান বলিয়া মনে করে সেইরূপ যাহারা লৌকিক বাসনাগতপ্রাণ, যাহারা ভোগে মনোনিবেশ করিয়াছেন তাহারা যে রস অঙ্গধরূপ তাহাকে প্রধান বলিয়া বলেন। কেবলেখিত। পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তির উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করিলে কোন দোষ হয় না—ইহাই অর্থ। বিভূতিষু রাগিণী-গুণেষু চ নিবিষ্টদ্বয়ো মা ভূত (ঐশ্বর্য্যসমূহে অনুরাগী এবং গুণে অভিনিবিষ্ট হইও না) এই ভাবে যোজনা করিতে হইবে। অগ্র ইতি। অনুক্রমণিকার পরে যে মহাভারত গ্রন্থ আছে সেইখানে। আপত্তি হইতে পারে যে ‘বাহুদেব’ বলিতে বাহুদেবের পুত্রকে বোঝায়, পরমেশ্বর পরমাত্মা মহাদেবকে নহে। ইহা আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—বাহুদেবসংজ্ঞাভিধেয়ত্বেনেতি। বহু জন্মের শেষে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সর্ব্বভগৎ বাহুদেবময় এই উপলব্ধির দ্বারা আমাকে পায়— ইত্যাদিতে এই তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে যে বাহুদেব-সংজ্ঞা অংশী (সমগ্র) রূপে

আত্মার অঙ্গ, কিন্তু যখন তাহাকে আত্মার উপরে নির্ভরশীল বলিয়া মনে করা হয় না তখন তাহার নিজের প্রাধান্য অনুসারে তাহার চারুত্বের বিচার করিলেও বিরোধিতা হয় না। সেইরূপ নিহিত পারমার্থিক তত্ত্বের অপেক্ষা না করিয়া অঙ্গভূত রস এবং পুরুষার্থের নিজের প্রাধান্য অনুসারে চারুত্ববিচারে কোন বিরোধিতা হয় না। আপত্তি হইতে পারে—মহাভারতের যে বক্তব্য বিষয় তাহা সবই অনুক্রমণিকায় কথিত হইয়াছে; সেইখানে এইরূপ কিছুই দেখা যায় না। বরং সেইখানে অনুক্রমণিকায় শব্দের দ্বারা সোজাসৃজিভাবে ইহাই বুঝান হইয়াছে যে মহাভারত সকল পুরুষার্থের হেতু এবং সর্বরসের আকর। এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে—মহাভারতে শাস্ত্ররস যে সকল রসের অঙ্গী, মোক্ষ যে অণু সকল পুরুষার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অনুক্রমণিকায় ইহা সত্যই শব্দের দ্বারা সোজাসৃজিভাবে অভিহিত হয় নাই; কিন্তু “এখানে বাসুদেব এবং সনাতন ভগবানও কীর্তিত হইতেছেন”—এই বাক্যে ইহা ব্যঙ্গ্যরূপে দেখান হইয়াছে। ইহার দ্বারা এই অর্থই ব্যঙ্গ্যরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে যে ইহাতে যে পাণ্ডবাদি চরিত্র বিরচিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে সকলের অবসানজনিত বৈরাগ্য এবং অবিজ্ঞাপ্রপঞ্চের কথন; পারমার্থিক সত্য হিসাবে ভগবান বাসুদেব কীর্তিত হইয়াছেন। সুতরাং সেই পরমেশ্বর ভগবানেই তোমরা সমাহিতচিত্ত হও; সারহীন ঐশ্বর্য্যসমূহে অনুরাগী হইও না অথবা কেবল নয়বিনয়পরাক্রমাদি

প্রকাশ পাইতেছে। “ঋষ্যঙ্ককৃষ্ণিকুরুভাশ্চ”—এই সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে কাশিকারত্বিকার কর্তৃক কথিত হইয়াছে যে শব্দ নিত্যপদার্থ, এইরূপে কাকতালীয় ভাষ্যে শব্দে ব্রহ্মত্ব ও পরমেশ্বরত্ব সংকেতিত হইয়াছে। শাস্ত্রনয় ইতি। শাস্ত্রমার্গে ইহার সঙ্গে আত্মাদের যোগাযোগ নাই; তবু পুরুষেরা যখন ইহাকে চায় তখন পুরুষার্থ নামেই ইহার সংজ্ঞা দেওয়া উচিত আর কাব্যে চমৎকারের সংযোগ হইলে ইহা রস নামে অভিহিত হয়। গ্রন্থকার এই সকল কথা ‘তব্বালোক’ গ্রন্থে বিস্তারিত করিয়া বলিয়াছেন, কিন্তু এইখানে

কোন গুণে তোমরা একাগ্রমনে অভিনিবিষ্ট হইও না। “সংসারের নিঃসারতা দেখিও”—পরের শ্লোকে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া ব্যঞ্জকশক্তি দ্বারা অনুগৃহীত শব্দ স্ফুট হইয়া অবভাসিত হয়। পরে—“স হি সত্যম্” প্রভৃতি যে সকল শ্লোক পরিলক্ষিত হয় এবং বিধ অর্থ তাঁহাদের অভ্যস্তরে নিহিত রহিয়াছে।

কবিপ্রজ্ঞাপতি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারতের শেষে হরিবংশের বর্ণনায় এই বিষয়ের সমাপ্তি করিয়া নিজেই এই রমণীয় নিগূঢ় অর্থ সম্যক্ প্রস্ফুট করিয়াছেন। অর্থের দ্বারা তিনি সংসারাতীত পরম তত্ত্বে অতিশয় ভক্তির প্রবর্তনা করায় সকল সাংসারিক ব্যবহারই ষণ্ডনযোগ্য বলিয়া সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। দেবতা, তীর্থ, তপস্যা প্রভৃতির এবং অগ্নি দেবতাবিশেষের প্রভাবাতিশয্যের বর্ণনা সেই পরব্রহ্মলাভের উপায় বা তাহার বিভূতি হিসাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের চরিত্র বর্ণনার তাৎপর্য্য এই যে তাহা বৈরাগ্য জন্মায় ও বৈরাগ্য মোক্ষমূলক; এবং গীতাদিতে দেখান হইয়াছে যে মোক্ষ প্রধানতঃ ভগবান্কে পাইবার উপায়। সুতরাং পাণ্ডবাদিচরিত্রবর্ণনারও উদ্দেশ্য এই আলোচনার মূখ্য অবসর নাই বলিয়া আমরা তাহা দেখাইলাম না। সুতরামেবেতি। এইরূপ যে বলা হইল তাহার কারণ বলিতেছেন—প্রসিদ্ধ-শ্চেতি। ‘চ’ শব্দ হেতুবাচক। যেহেতু অনাদিকাল হইতে এই লৌকিক প্রসিদ্ধি আছে সেইজন্য ভগবান্ ব্যাস প্রভৃতিও এই অভিপ্রায় লইয়াই এমন রচনাভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছেন যেখানে স্বশব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয় না। অত্থথা ‘নারায়ণং নমস্কৃত্য’ ইত্যাদি শ্লোকে শব্দ ও অর্থের যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয় অথবা ক্রিয়াকারকাদির যে অর্থ করা হয় ভগবান্ ব্যাসের সেইখানে যে সেই সেইরূপ অভিপ্রায়ই ছিল তাহার প্রমাণ কি?—ইহাই ভাবার্থ। বিদগ্ধবিদ্বৎপরিষৎসু—কাব্যমার্গে বিদগ্ধ এবং শাস্ত্রমার্গে বিদ্বান্ এইরূপ অর্থ অনুসরণ করিতে হইবে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে কবি এক রসভাবাদিসম্পন্ন বাহ্য-ব্যঞ্জকভাবে যত্ববান্ হইবেন; প্রসঙ্গক্রমে মহাভারতের অর্থ নিরূপণ করিয়া সেই পূর্বোক্ত প্রকারে উপসংহার করিতেছেন—তস্যাং স্থিতিমিতি। অত ইতি। যেহেতু নিশ্চিতরূপে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে সেইজন্যই দৃষ্টান্তেও যে এইরূপ দেখা যায় তাহাও

পরব্রহ্মলাভই। অপরিমিত শক্তির আকর পরব্রহ্ম মধুরায় যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেই অবতার অশ্রু সকল স্বরূপকে নিঙ্গিত করিয়াছে; তাই তিনি লোকপরম্পরায় বাসুদেব নামে সংজ্ঞিত হইয়াছেন এবং গীতাদি স্থানে সেই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তদ্বারা সমগ্র পরব্রহ্মকেই বুঝান হইয়াছে, শুধু মধুরায় প্রাক্তর্ভাবের অংশ বুঝান হয় নাই, কারণ তিনি 'সনাতন'-শব্দের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছেন এবং রামায়ণাদিতে ভগবানের অশ্রু মূর্তিতে এই 'বাসুদেব' সংজ্ঞার প্রয়োগ দেখা যায়। বৈয়াকরণেরা এই অর্থই নির্ণীত করিয়াছেন।

সুতরাং অনুক্রমণিকায় নির্দিষ্ট বাক্যের দ্বারা ভগবদ্ভ্যতিরিক্ত অশ্রু সমস্ত বস্তুর অনিত্যতা প্রকাশ করা হইয়াছে এবং শাস্ত্রমার্গে ইহা দেখান হইয়াছে যে মোক্ষ একমাত্র পরম পুরুষার্থ; কাব্যমার্গের দিক্ দিয়াও ইহা সুপ্রমাণিত হইয়াছে যে তৃষ্ণাক্ষয়সমন্বিত সুখের পরিপূষ্টিলক্ষণযুক্ত শাস্তুরস মহাভারতের অঙ্গী রস বলিয়া বিবক্ষিত হইয়াছে। এই যে অর্থ যাহা একেবারে সারভূত তাহা ব্যঙ্গ্যরূপেই দর্শিত হইয়াছে, বাচ্যরূপে নহে। সারভূত এই অর্থ স্ববোধক শব্দের দ্বারা সৌজ্ঞান্যভাবে প্রকাশিত না হইয়া অতিশয় শোভা আনয়ন

বোঝা গেল। এইরূপ না হইলে দৃষ্টান্তে অঙ্গী রসের প্রাধান্যের কারণ বোঝা যাইত না। দৃষ্টান্তে অঙ্গী রসের প্রাধান্য অনবীকার্য, যেহেতু তাহা হইতেই চারুত্বের প্রতীতি হয়। রসের আনুকূল্য করিয়াই অর্থের সন্নিবেশ করা হইবে—ইহাই চারুত্বপ্রতীতির কারণ। অলঙ্কারান্তরেতি। 'অস্তর' শব্দ এইখানে বৈশিষ্ট্যবোধক। অথবা—যেহেতু বক্ষ্যমাণ উদাহরণে রসবদ্ অলঙ্কার আছে সেইজন্য তদ্ব্যতিরিক্ত অশ্রু অলঙ্কার বুঝাইবার জন্য এইখানে 'অস্তর' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। আপত্তি হইতে পারে যে, যেহেতু মৎস্যকুস্তদর্শন হইতে এখানে জলধির সান্নিধ্য প্রতীয়মান হইতেছে এবং তাহা হইতেই মূনীর মাহাত্ম্যের বোধ হইতেছে তাই রসের অনুকূল কোন অর্থের দ্বারা কাব্যশোভার পরিপূষ্টি হয় নাই। এই আপত্তি আশঙ্ক্য করিয়া বলিতেছেন—অজহীতি। প্রসঙ্গ হইতে পারে—আজ্ঞা, সমুদ্রদর্শন অভূত রসের অনুকূল হয়তো হউক। এইখানে বাচ্য অর্থই রসের অনুকূল হইল;

করিতেছে। বিদগ্ধ পণ্ডিতসমাজে এইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে যে অধিকতর অভীষ্ট বস্তু ব্যাক্য হইয়াই প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারা বাচ্য হয় না। সুতরাং ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল—অজ্ঞীভূত রসাদির আশ্রয়ে কাব্য রচিত হইলে নূতন অর্থলাভ হয় এবং রচনা অতিশয় শোভাসম্পন্ন হয়। অতএব লক্ষণীয় উদাহরণেও দেখা যায় যে রসের অনুগামী অর্থ রচনা করিলে বিশেষ কোন অলঙ্কার না থাকিলে তাহা অতিশয় শোভাযুক্ত হয়। যেমন—

“ঘটজ্ঞান যোগিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা অগস্ত্যমুনি সর্বজ্ঞয়ী ; তিনি এক কোষে ভগবানের অবতার মৎস্য ও কৃষ্ণ এই উভয় রূপকেই দেখিতে পাইয়াছিলেন।” ইত্যাদিতে।

এইখানে অদ্বৈত রসের অনুগামী মৎস্য-কচ্ছপদর্শন অতিশয় শোভা-পরিপোষক হইয়াছে। অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব বলিয়া ভগবানের অবতার মৎস্য ও কৃষ্ণ দর্শন সমুদ্রের নৈকট্য হইতেও অদ্বৈত রসের সমধিক অনুকূল হইয়াছে। যে বস্তু পূর্বদৃষ্ট ও পূর্বশ্রুত তাহা লোক-

অতএব এই অংশে এইরূপ উদাহরণ কেন দেওয়া হইল? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—তত্রৈতি। ক্ষুণ্ণং হীতি। পিষ্টপেষণবৎ পুনঃ পুনঃ বর্ণনা ও নিরূপণের দ্বারা যাহার স্বরূপ দলিত হইয়াছে। ইহা যে বহুতর দৃষ্টান্তে পরিব্যাপ্ত হয় তাহা দেখাইতেছেন—ন চ ইত্যাদির দ্বারা। রথায়ানং—সঙ্কীর্ণ; তুলাগ্ৰেণ—কাকতালীয়বৎ, অকস্মাৎ; প্রতিলয়ঃ—সংসৃষ্ট, সম্মুখে থাকিয়া; হে স্বভগ—সেই পার্শ্ব যাহা হইতে তুমি অতিক্রান্ত হইয়াছিলে তাহা আজও। রসপ্রতীতিরিত। একে অপরের প্রতি অহুরক্ত হইলে রতির সঞ্চার হয়; অতএব শকাররসপ্রতীতি। এই অর্থই যে রসের অনুকূল তাহা ব্যতিরেকের দ্বারা দৃঢ় করিয়া বুঝাইতেছেন—সাত্ত্ব্যম্ ইত্যাদির দ্বারা। “ধ্বনৈর্ব গুণীভূতব্যাক্যাত্মা প্রদর্শিতঃ” উদ্যোতের আরম্ভে এই শ্লোকে যে দেখান হইয়াছিল যে ধ্বনির পথে কবিদের প্রতিভা অনন্ততা লাভ করে; সেই অংশের ব্যাখ্যা শেষ হইয়া গেল বলিয়া উপসংহার করিতেছেন—তদেবম্ ইত্যাদির দ্বারা। সেই শ্লোকের ‘সগুণীভূতব্যাক্যাত্ম’ অংশ ব্যাখ্যা করিতেছেন—‘গুণীভূত’ ইত্যাদির দ্বারা। হিপ্রভেদব্যাক্যাপেক্ষা—বস্তু, অলঙ্কার

প্রসিদ্ধিঅনুসারে অদ্বুত হইলেও আশ্চর্যজনক হয় না। যাহা অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব তাহা যে অদ্বুতরসেরই অনুগামী হয় তাহা নহে, অল্প রসেরও হয়। তাই যেমন—

“হে সুভগ, তুমি তাহার যে ক্ষীণ পার্শ্ব স্পর্শ করিয়া অকস্মাৎ অতিক্রান্ত হইয়াছিলে সেই পার্শ্ব অতাপি স্বেদযুক্ত, রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হইতেছে।”

এই গাথার অর্থ চিন্তা করিলে যে শৃঙ্গার রসপ্রতীতি হয়, “সে তোমাকে স্পর্শ করিয়া স্বেদযুক্ত, রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হয়”—এবং বিধি অদ্বুতরসাত্মক প্রতীয়মান অর্থ হইতে তাহা একটুও হয় না।

ও রসাত্মক যে তিন প্রভেদবিশিষ্ট ব্যঙ্গ্য তাহার যে অপেক্ষা অর্থাৎ বাচ্য অর্থের তুলনায় গৌণতা তদ্বারা। সেইখানে যে সকল ধ্বনিপ্রকার আছে তাহাদের গৌণতার জ্ঞাত অনন্ততা হইয়া থাকে; তাই বলিতেছেন— অতিবিস্তরেতি। স্বয়মিতি। তন্মধ্যে পুরাণ কাব্যের অর্থের স্পর্শ থাকিলেও গুণীভূতবস্তুব্যঙ্গ্যের দ্বারা যে নবীনতা আসে তাহার উদাহরণ, যেমন আমারই নিম্নলিখিত শ্লোকে—“যিনি ভয়বিহ্বল ব্যক্তিদের রক্ষণকাণ্ডে একমাত্র বীর তিনি শরণাগত ধনকে ক্ষণমাত্র বিশ্রামের আশ্বাস দেন নাই—ইহা যুক্তি-যুক্তই।” এখানে প্রাচীন কবির কাব্যের অর্থের স্পর্শ থাকিলেও “তুমি অনবরত অর্থ দান কর”, এই ঔদার্য্যলক্ষণযুক্ত বস্তু ধ্বনিত হইয়া বাচ্যের অলঙ্কার হইয়া নবীনতা দান করিতেছে। এই অর্থসূচক এই পুরাণ গাথা আছে—“ভ্যাগিজনের হাতে হাতে সঞ্চরণজনিত যে খেদ তাহা ধনসমূহের পক্ষে অসহনীয় হওয়ায় কৃপণের গৃহে থাকিয়া তাহারা স্থস্থ হইয়া যেন নিদ্রা যাইতেছে।” ব্যঙ্গ্য অলঙ্কার বাচ্য অর্থের অলঙ্কার হইলে যে নবীনতা আসে তাহার উদাহরণ যেমন আমারই শ্লোকে—“যৌবনে তোমার কেশসমূহ বসন্তকালীন মত্তভূবসমূহের স্তায় কৃকবর্ণ ছিল; তাই তাহারা অহরাগবৃদ্ধির কারণ হইয়াছে! কিন্তু আজ তাহারা শশানভস্মরেণুর মত শুভ্রোজ্জ্বল হইয়াও কেন তোমার ঈষৎ বৈরাগ্যও সঞ্চারিত করিতেছে না?” এখানে যদিও প্রাচীন কবির কাব্যের অর্থের উপযোগিতা আছে তথাপি আক্ষেপ ও

সুভরাং ধ্বনিকাব্যপ্রভেদের সমাশ্রয়ে যে ভাবে কাব্যার্থের অভিনবত্ব হয় তাহা এমনি করিয়া প্রতিপন্ন করা হইল। ত্রিভেদ-বিশিষ্টব্যক্ত্যের উপরে নির্ভর করায় গুণীভূতব্যক্ত্যের যে সকল প্রকারভেদ হইয়া থাকে তাহার সমাশ্রয়েও কাব্যবস্তুসমূহের নবত্ব হইয়াই থাকে। তাহার উদাহরণ দেওয়া হইল না, কারণ সেইরূপ করিতে গেলে গ্রন্থ অতিশয় বিস্তারিত হইয়া পড়ে; সহৃদয় ব্যক্তির নিজেরাই বুঝিয়া লইবেন।

যদি প্রতিভাগুণ থাকে তাহা হইলে ধ্বনি ও গুণীভূত-ব্যক্ত্যের সমাশ্রয়ে কাব্যার্থের বিরাম হয় না। ৬ ॥

যদি প্রতিভাগুণ থাকে তাহা হইলে পুরাতন কাব্যপ্রবন্ধ থাকিলেও নূতন কাব্যের অর্থ অনন্ততা লাভ করে। আর তাহা না থাকিলে,

বিভাবনা অলঙ্কার ধ্বনিত হইয়া বাচ্য অর্থের অলঙ্করণ করিতেছে। এই অর্থ-সূচক এই পুরান শ্লোক উদাহৃত হইতেছে—“ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, মাৎসর্য্য এবং মরণ হইতে মহাভয়—বার্দ্ধক্যে বিধান লোকদেরও এই পাঁচটি দুর্বলতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।” ব্যক্তি রস যে গৌণ হইয়া বাচ্যের অলঙ্কার হয় তাহার উদাহরণ দেওয়া হইতেছে—“ইহা জরা নহে; ইহা নিশ্চয়ই ক্রোধাক্ত কালসাপ যাহা মাথার উপরে বসিয়া ফাঁস ফাঁস করিয়া প্রস্ফুট গরলবিশিষ্ট ফেনা বর্ষণ করিতেছে। ইহাকে দেখিয়াও যে জন নিজেকে স্থখী মনে করিয়া শিবকে পাইবার উপায় লাভ করিতে চাহে না সে অবশ্যই স্থখী বটে।” উদ্ধৃত প্রাচীন শ্লোকের অর্থ এই যে জরাঞ্জীর্ণ শরীরবিশিষ্ট মানবের হৃদয়ে যে বৈরাগ্য সঞ্চার হয় না তাহা হইতে বোধ হয় যে বৃদ্ধ নিশ্চয়ই হৃদয়ে মনে করে যে মৃত্যু নাই। এই পুরাতন অর্থ থাকিলেও অন্তত রস ব্যাক্ত হইয়া বাচ্য অর্থকে অলঙ্কৃত করিতেছে বলিয়া এবং সেই বাচ্য অর্থ শাস্ত্ররসের প্রতীতির অঙ্গ হইতেছে বলিয়া চাক্ষুষ লাভ করিয়া নবীনতা লাভ করিতেছে। ৫ ॥

সত্বস্পীত্যাদি—ইহা কারিকার উপকার বা উপকরণ অর্থাৎ “ন কাব্যার্থবিরামোহন্তি” কারিকার এই অংশের সঙ্গে ইহার অঙ্গন করিতে হইবে। কারিকার প্রথম তিন পাদের অর্থ স্পষ্ট মনে করিয়া চতুর্থ পাদের ব্যাখ্যা দিতেছেন—বদীতি। যে প্রতিভাগুণ বর্তমান তাহে অ্যাহাই উক্তরীতিতে

কবির কোন কিছু বস্তুই থাকে না। অর্থহয়ের অনুরূপ শব্দ সন্নিবেশকে রচনার শোভা বলা যাইতে পারে ; অর্থরচনার প্রতিভার অভাবে তাহা কেমন করিয়া উৎপন্ন হইবে ? অর্থবিশেষের অপেক্ষা না করিয়া যদি অক্ষরসন্নিবেশকেই রচনার শোভা মনে করা যায় তাহা হইলে তাহা সফল ব্যক্তির মনঃপূত হইবে না। এইরূপ মনে করা হইলে অর্থের বিচার না করিয়া শুধু চতুর ও মধুর রচনাকেও কাব্য আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। যখন শব্দ ও অর্থের সংযোগের দ্বারা কাব্য লাভ হয় তখন তথাবিধ বিষয়ে কেমন করিয়া কাব্যব্যবস্থা হইবে ? যদি এইরূপ আশঙ্কা করা হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে—যে কাব্যের অর্থ পরের দ্বারা নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার সম্পর্কে যেমন কাব্যত্বের প্রয়োগ হয়, তথাবিধ সন্দর্ভসমূহের সম্পর্কেও সেইরূপ হইয়া থাকে।

শুধু যে ব্যঙ্গ্য অর্থের অনুসারেই অর্থের অনন্ততা হয় তাহা নহে যেহেতু বাচ্য অর্থের অনুসারেও হইতে পারে ; ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলা হইতেছে :—

বহলতা লাভ করে, প্রতিভাশূণ্য না থাকিলে তাহা সম্ভব হয় না। তন্নিমিত্তি। প্রতিভাশূণ্য অনন্ততা লাভ করিলে। ন কিঞ্চিদেবেতি। সবই পুরান কবি স্পর্শ করিয়াছে, তাই এমন কোন বর্ণনীয় বস্তু রহিল না যাহাতে ব্যাপার থাকিতে পারে। আপত্তি হইতে পারে যে যদিও অপূর্ব বর্ণনীয় বিষয় কিছু নাও থাকে, তথাপি যে রচনাশোভার অপর নাম উক্তিবৈচিত্র্য বা সংঘটনানৈপুণ্য প্রভৃতি তাহা নব নব হইবে এবং তাহার সন্নিবেশ করিলে পুরান কাব্য থাকা সত্ত্বেও নূতন কাব্যের আরম্ভ হইতে পারে। এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—বন্ধুজ্ঞানাপীতি। অর্থহয়ঃ—শুণীভূতব্যঙ্গ্য ও প্রধানীভূতব্যঙ্গ্য। নেদীয় ইতি। ইহা হৃদয়ের নিকটস্থ হইয়া অনুপ্রবিষ্ট হয় না—ইহা ভাবার্থ। ইহার হেতু বলিতেছেন—এবং হি নভীতি। চতুরত্বঃ—সমাসের সংঘটনা। মধুরত্বঃ—অপরূপতা। তথাবিধানামপীতি। অপূর্ব রচনাশোভাযুক্ত কাব্যসন্দর্ভসমূহের মধ্যেও যদি পরের কল্পিত অর্থই থাকে তবে তাহার যে কাব্যত্ব তাহা পরেরই কৃত হইল ; সুতরাং অর্থেরই অপূর্বতা আশ্রয়ণীয়। যাহা কখনীয় বা বর্ণনীয় তাহা কাব্য,

শুদ্ধ বাচ্য অর্থেরও অবস্থা-দেশ-কালাদি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা স্বভাবতঃ অনন্ততা হইয়া থাকে । ৭ ॥

শুদ্ধ অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যের উপরে যাহার অপেক্ষা নাই এইরূপ বাচ্যার্থের অবশ্য স্বভাবতঃই অনন্ততা হইয়া থাকে । বাচ্য অর্থের স্বভাবই এই যে চেতন ও অচেতন পদার্থের অবস্থাভেদ, দেশভেদ, কালভেদ ও স্বরূপভেদ হইতে অনন্ততা হয় । তাহারাই ঐরূপভাবে ব্যবস্থাপিত থাকে বলিয়া প্রসিদ্ধ অনেক স্বভাবের অনুকরণকারী স্বভাবোক্তির দ্বারা যে কাব্যার্থ রচিত হয় তাহারও অবধি থাকে না । তাই অবস্থা-ভেদে নবত্ব যেমন—কুমারসম্ভবে “সর্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন” ইত্যাদি (১৪৯) উক্তির দ্বারা প্রথমে পার্বত্যের রূপবর্ণনা পরিসমাপ্ত হইয়া গেলেও পরে তিনি শম্ভুর নয়নগোচর হইলে “বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী”—ইত্যাদি (৩৫৩) উক্তির দ্বারা অশ্রু ভঙ্গীতে তাঁহাকে মন্থনের উপকরণরূপে বর্ণিত করা হইয়াছে । আবার নবপরিণয় সময়ে তাঁহাকে প্রসাধন করা হইতে থাকিলে “তাং প্রাজ্জ্বলীং তত্র তদ্বীম্”—

তাহার ভাব এই অর্থে কাব্যত্ব । কবির ভাব কাব্য এবং তাহার ভাব কাব্যত্ব এইরূপ ভাব প্রত্যয়ের আশঙ্কা করা যায় না । ৬ ॥

প্রতিপাদয়িতুমিতি । প্রসঙ্গক্রমে, শেষে এইরূপ ধরিয়া লইতে হইবে । অথবা—ব্যঙ্গ্যোপযোগী বাচ্য দ্বিবিধ ; তাহা যদি অনন্ত হয় তাহা হইলে ব্যঙ্গ্যেরও অনন্ততা হইবে । এই অভিপ্রায় লইয়া প্রধানভাবেই—প্রসঙ্গক্রমে নহে—ইহা বলা হইতেছে । শুদ্ধসোচিতি । ব্যঙ্গ্যবিষয়ক যে ব্যাপার তাহার স্পর্শ ছাড়াও বাচ্য অর্থ শুধু আপনার স্বরূপবলেই অনন্ততা লাভ করে । পরে স্বরূপের মধ্যে অনন্ততা লাভ করিয়াই ইহা ব্যঙ্গ্য অর্থকে প্রকাশ করে—ইহাই ভাবার্থ । মনে রাখিতে হইবে সেইখানে ব্যঙ্গ্যার্থ যে একেবারে নাই তাহা নহে ; তাহা হইলে সেইখানে কাব্যত্বই থাকিত না । তাই যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে রসধ্বনি অবশ্যই আছে । ‘অবস্থাদেশকাল’মিতে যে ‘আদি’ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা বুঝাইতেছেন—সালঙ্কশোচিতি । অর্থাৎ স্বরূপ । যেমন তীব্র একাবস্থা বিশিষ্ট, একত্ৰবানিষ্ট, একসময়গত রূপ ও

ইত্যাদি (৭।১৩) উক্তির দ্বারা নূতন রকমে তাঁহার রূপসৌষ্ঠব নির্ণীত হইয়াছে। সেই কবির সেই একাধিক বর্ণনাভঙ্গী পুনরুক্তি বলিয়া মনে হয় না, অথবা তাহারা নূতন নূতন অর্থের উপর নির্ভর করিতেছে না এইরূপও মনে হয় না। বিষমবাণলীলায় ইহা দর্শিতই হইয়াছে — “শুকবিদের বাণী এবং প্রিয়াদের ভাববিলাসসমূহ—ইহাদের অবধিও নাই এবং ইহাদের মধ্যে পুনরুক্তিও দেখা যায় না।”

অবস্থাভেদের আর একটি প্রকার এই যে, হিমালয় ও গঙ্গাদি সকল অচেতন পদার্থের সচেতন রূপ পরিকল্পিত হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। সেই অচেতন স্বরূপে দ্বিতীয় চেতনাবিশিষ্ট স্বরূপ যোজনা করিয়া কাব্য রচনা করিলে তাহা অপূর্ব বলিয়াই প্রকাশিত হয়। যেমন কুমার-সম্ভবেই পর্বতস্বরূপ হিমালয়ের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে আবার হিমালয় সপ্তর্ষিগণের প্রিয় এইরূপ উক্তিতে তাঁহার যে চেতনাবিশিষ্ট স্বরূপ

স্পর্শের মধ্যে স্বলক্ষণসম্পর্কিত প্রভেদ। ন চ তেবাং ইত্যাদি—দুইটি ‘চ’-কারের দ্বারা অতিশয় বিস্ময় সূচিত হইতেছে। কথমপীতি। খুব যত্ন করিয়া বিচার করিলেও পুনরুক্তিদোষ পাওয়া যায় না। প্রিয়াণামিতি। রাধাবল্লভ ত্রীকূক্ষ সদৃশ বহুবল্লভ নায়ক সেই সেই কামিনীকে সন্তোগ করিবার সুখ জানিলেও সে সন্তোগসময়ে প্রিয়ার বিভ্রমে পুনরুক্তি দেখিতে পায় না। ইহাকেই কান্তাহ বলা হইয়া থাকে। কান্তাদের বিভ্রমবৈশিষ্ট্য সমগ্রসংসারব্যাপী প্রবাহের জায়; তাহা নব নব হইয়াই দেখা দেয়। ইহা অগ্নিচয়ন কার্যের জায় অগ্নের নিকট হইতে শিক্ষা করা হয় না। তাহা হইলে সেইরূপ কার্যের মত ইহাতেও পুনরুক্তিদোষ থাকিতে পারিত। বরং ইহা নিসর্গসজ্জাত কামাহুরবিকাশ মাত্র। ইহাই নবনবত্ব। সেইরূপ কাব্যার্থও নিজের প্রতিভাশক্তি হইতেই নিঃসৃদ্ধিত হয়; ইহা পরকায় শিক্ষার অপেক্ষা রাখে না। ইহাই ভাবার্থ। তাবদ্বিতি। ‘তাবৎ’-শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে পরে ব্যঙ্গ্যের সংস্পর্শে অবশ্যই বৈচিত্র্য আসে, কিন্তু প্রথমে ব্যাচ্যের নিজের স্বভাবের দ্বারাই বৈচিত্র্য লাভ হয়। তন্নিস্তানাকাতি। ঋতুমাল্যাদির। যেতি। স্বপরাহুতরূপসামান্যমাত্রাশ্রয়েণেতি।—নিজের অহুত্বতি এবং পরের অহুত্বতির মধ্যে যাহা সাধারণভাবে থাকে তাহা

প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা অপূর্ব হইয়াই প্রতিভাত হয়। সৎকবিদের এই মার্গের প্রসিদ্ধিও আছে। কবিদের ব্যুৎপত্তির জ্ঞান এই পদ্ধতি 'বিষম-বাণলীলা'য় সবিস্তারে দর্শিত হইয়াছে। সচেতন প্রাণীদের বাল্য প্রভৃতি অবস্থার বর্ণনায় যে অভিনবত্ব থাকে তাহা সৎকবিদের কাছে প্রসিদ্ধই। সচেতন প্রাণীদের অবস্থাভেদের মধ্যেও অপ্রধান অবস্থা-ভেদে নূতনত্ব হয়। যেমন কুমারীদের বা অশ্রু রমণীদের হৃদয় কুসুমশরের দ্বারা বিদীর্ণ হইলে এই বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। সেইখানেও বিদগ্ধস্বভাবা ও অবিদগ্ধস্বভাবা রমণী—এই উভয় পক্ষে বিভিন্নতা হয়। অচেতন বস্তুসমূহ যাহারা আরম্ভাদি অবস্থাভেদে বৈচিত্র্যলাভ করে তাহাদের স্বরূপ একটি একটি করিয়া বর্ণনা দিলে অনন্ততা লাভ হয়। যেমন—

অন্য বৈশিষ্ট্যশূন্য এই মাত্র। তাহার আশ্রয়ে। নহি তৈরিতি। ইহা অত্যন্ত অসম্ভব এইরূপ বুঝাইতে ইহা কথিত হইল। যদিও কবিরা প্রত্যক্ষের দ্বারা বস্তুজগৎ দেখিয়া থাকেন, তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে—“শব্দসমূহ সন্ধেতগত অর্থই বলিয়া থাকে ; ব্যবহারের জ্ঞানই সন্ধেতস্বরূপ হইয়া থাকে। এই ব্যবহারের সময় বস্তুর নিজ নিজ কপের বিশিষ্ট লক্ষণ থাকে না ; যেহেতু আমরা এই ভাবেই সন্ধেত প্রয়োগ করিয়া থাকি।” এই সকল যুক্তির দ্বারা বোঝা যায় যে কবির বাণী শব্দের সাধারণ ধর্মকেই স্পর্শ করিয়া থাকে। কিমিতি। ভাবার্থ এই :—যাহারা প্রকরণানুসারে অর্থ গ্রহণ করেন তাহারা যদি পুনরুক্তি অস্বীকার না করেন তবে সেই পুনরুক্তি দোষ তাহারা স্বীকার করিবেন কেন? ইহাই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—ন চৈদ্রিতি। উক্তিহীতি। যদি এক শব্দের পরিবর্তে সমান অর্থবোধক অপর শব্দের দ্বারা অর্থ অবিকলভাবে প্রকাশিত হয় তাহা হইলে পুনরুক্তি হইল না এমন মনে হইবে না। সুতরাং বিশিষ্ট বাচ্য অর্থের প্রতিপাদকের দ্বারাই উক্তির বৈশিষ্ট্য লাভ হইয়া থাকে। গ্রাহ্যবিশেষেতি। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা যে বৈশিষ্ট্য গৃহীত হয় তাহার যে অভিন্নতা। সুতরাং অর্থ দাড়াইল এই—পদসমূহের সাধারণ অর্থে অথবা সাধারণ অর্থসম্বন্ধিত বিশিষ্ট অর্থে অথবা

“যে সমস্ত মৃণালসমূহ ভক্ষিত হইয়া শস্যায়মান হংসসমূহের কণ্ঠরবের সংস্পর্শ লাভ করে বলিয়া এক অপূর্ব্ব ঘর্ঘর শব্দবিলাস ঘটিয়া থাকে তাহারা সম্প্রতি হস্তিনীর নবোদ্ভিন্ন মৃৎ দস্তাদ্বয়ের তুল্য শুভ্রতা লাভ করিয়া কমলিনীর প্রথম অঙ্গুররূপে সরোবরে আবির্ভূত হইল।”

অগ্র জায়গায়ও এই রীতি অনুসরণ করিতে হইবে। দেশভেদে হইতে সমগ্র অচেতন পদার্থসমূহ বিচিত্রতা লাভ করে। যেমন নানা দিগেশবিহারী বায়ুসমূহের এবং সলিল, কুমুম প্রভৃতি অশ্রাশ্র বস্তুরও বৈচিত্র্য প্রসিদ্ধই। পশু, পক্ষী প্রভৃতি সচেতন প্রাণীরাও গ্রাম, অরণ্য, জল প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া পরস্পরের মধ্যে যে অতিশয় পার্থক্য লাভ করে তাহা দেখাই যায়। বিবেচনা সহকারে এই পার্থক্য যথাযথ রচনা করিলে তাহা সেই ভাবেই অনন্ততা লাভ করে। সেই ভাবেই বলা যাইতে পারে—দিগেশাদির জগৎ বিভিন্নতা-প্রাপ্ত মানুষদের ব্যবহার ও ব্যাপারাদিতে যে বিচিত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায় কে তাহার শেষ পর্য্যন্ত যাইতে পারে? বিশেষ করিয়া রমণীদের। সুকবির স্বীয় প্রতিভাধুসারে এই সকল বিষয় রচনা করেন।

বৌদ্ধমতে অগ্র বস্তুর অভাবে বা অপোহ—সঙ্কেত এইভাবে যে কোন একটি বস্তুতে বর্ত্তে; ইহাতে আর অগ্র তর্ক করিয়া লাভ কি? বাক্য হইতে তাহার বৈশিষ্ট্য প্রতীত হয়; ইহাতে বাদীদেব সংশয়ের অবকাশ কোথায়? অধিতাভিপানবাদী, তদ্বিপরীত অভিহিতাশয়বাদী অথবা যে সম্প্রদায় মনে করেন যে কোন বিশেষ সংসর্গে অর্থ থাকে—বাক্যের অর্থগ্রহণবিষয়ে যে সকল মতবাদী আছেন ইহারা কেহই বস্তুবিশেষের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। বলা হইয়াছে যে যাহাকে উক্তিবৈচিত্র্য নাম দেওয়া হয় তাহা শুধু সমানার্থবোধক শব্দের দ্বারা করা হয় না। অল্প যে উক্তিবৈচিত্র্য আছে তাহা তো আমাদের মতেরই সমর্থক। ইহা বলিতেছেন—কিঞ্চেতি। পুনরিত্তি। অর্থাৎ বার বার। উপমা, নিভ, প্রতিম, চ্ছল, প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়, তুল্যা, সদৃশ, আভাস প্রভৃতি বিচিত্র উক্তির দ্বারা উপমাই বৈচিত্র্য লাভ করিয়া থাকে; যেহেতু বস্তুতঃপক্ষে এই সকল উক্তির অর্থের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। যাহার সঙ্গে যাহার প্রকাশ অবশ্যই হইয়া থাকে তাহাই

কালভেদ হইতেও বৈচিত্র্য লাভ হয়। যেমন ঋতুভেদ হইতে দিক্, ব্যোম, জল প্রভৃতি অচেতন বস্তুদের। সচেতন বস্তুদের কাল বিশেষানুসারে যে ঔৎসুক্যাদি হয় তাহা প্রসিদ্ধই আছে। জগৎগত যে সকল বস্তু আছে তাহাদের নিজস্ব প্রভেদবশতঃ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে প্রভেদ জন্মায় তাহা প্রসিদ্ধই। বস্তুরা যেমন যেমন অবস্থায় ছিল সেই সেই অবস্থায় অবস্থিত থাকিলেও স্বভাব-ভেদের জন্ত কাব্যার্থের অনন্ততা আসে।

এই বিষয়ে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—বস্তুসমূহ যে বাচ্যার্থের বিষয়ীভূত হয় তাহা তাহাদের সাধারণ রূপের দ্বারা, কোন বিশেষরূপের দ্বারা নহে। কবির। নিজের। সুখাদি অনুভব করেন; তাহাদের নিমিত্তস্বরূপ যে সকল পদার্থ আছে তাহাদিগকে অশ্রুত আরাপ করিয়া স্বীয় ও পরের অনুভূতির মধ্যে যে সর্বসাধারণ্য আছে তাহাই রচনা করেন। যোগীদের দ্বায় তাঁহারা অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এবং পরিচিত বস্তু প্রভৃতির স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন না। পরকে যাহা

তাহার নিত, যাহা যাহার অনুকরণ করে তাহাই তাহার প্রতিম—বাচ্য অর্থ এইরূপ সর্বত্র হইয়া থাকে; বালকদের উপযোগী করিয়া কাব্যের টীকা অনুশীলন করিলে অর্থের উপরে যে অত্যাচার করা হয় কেবল তাহার জগ্গই এই ভ্রম জন্মে যে এই সকল স্থানে সমানার্থবোধক শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে—ইহাই ভাবার্থ। এইভাবেই উক্তিবৈচিত্র্য হইতে অর্থের অনন্ততা ও অলঙ্কারের অনন্ততা পাওয়া যায়। অশ্রুতাবেও উক্তিবৈচিত্র্য হইতে অর্থাদির বৈচিত্র্য আসিতে পারে, ইহা দেখাইতেছেন—ভণিতিশ্চেতি। নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভাষার গোচরীভূত হয় যে বাচ্য অর্থ তজ্জনিত বৈচিত্র্য, তাহা কারণ যাহার অর্থাৎ অলঙ্কারসমূহের ও কাব্যার্থসমূহের অনন্ততার। এই অনন্ততা কণ্ঠস্বরূপ; কণ্ঠস্বরূপ উক্তিবৈচিত্র্য এই অনন্ততা সম্পাদন করে। ‘প্রতিনিয়ত’ ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা কণ্ঠভূত অনন্ততার হেতু দেখান হইয়াছে।

মহম্ম ইতি—যে অনবরত মধুসূদনের নাম করিতেছে ভগবান কেন তাহার মনের গোচর হয়েন না? এইভাবে এইখানে বিরোধ অলঙ্কারের

অনুভব করান যায় এবং নিজে যাহা অনুভব করা হয় ইহাদের যে সাধারণ রূপ, যাহা সকল প্রতিপত্তার বিষয়ীভূত তাহা পরিমিত বলিয়া পুরাতন কবিদের গোচর হইয়াই আছে ; সেই সাধারণ বস্তুকে বিষয় বহির্ভূত বলিলে অসঙ্গত হইবে। সুতরাং সেই প্রকারবিশেষকে যে আধুনিক কবিরা নূতন বলিয়া মনে করেন ইহা তাঁহাদের নিজেদের একটা [ভ্রমাত্মক] বিশ্বাসমাত্র। ইহার মধ্যে উজ্জ্বল বৈচিত্র্যমাত্র আছে।

উত্তরে এই প্রশঙ্গে বলা হইতেছে—যদি বস্তুর সাধারণ ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই কবির কাব্যপ্রবৃত্তি হয় তাহা হইলে কাব্যপ্রকারের অবস্থাদি বৈশিষ্ট্যমূলক যে বৈচিত্র্য দেখান হইয়াছে তন্মধ্যে কি পুনরুক্তি হইবে ? যদি সেই পুনরুক্তি নাই হয় তবে কেন কাব্যের অনন্ততা হইবে না ? বস্তুর সাধারণ রূপমাত্রকে আশ্রয় করিয়া যে কাব্য প্রবৃত্ত হয় তাহা পরিমিত বলিয়া পূর্বেই কবিদের গোচরীভূত হইয়াছে। সুতরাং তাহার নূতনত্ব নাই—এই যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অযুক্ত। যদি সাধারণ ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই কাব্য প্রবৃত্তিত হয় তাহা হইলে মহাকবিবিরচিত কাব্যার্থের আভিলাষ্য কিসের দ্বারা কৃত হয় ?

শোভা আসিয়াছে। সিন্ধুদেশের ভাষায় ‘মহ্‌মহ্‌’ শব্দের ‘মধুমখন’ বা ‘মব মব’ এই দুই প্রকারের ছায়া হইতে পারে। তাই ভাষার বৈচিত্র্যের জন্য বিরোধ অলঙ্কারের শোভা উন্মেষিত হইয়াছে। “অবস্থাদি বিভিন্নানাং বিনিবন্ধনঃ। ভূমিব দৃশ্যতে লক্ষ্যে যন্তু ভাতি রসাত্ময়াঃ ॥” ইহাই কারিকা। অত্ৰ যাহা কিছু আছে তাহা কারিকামধ্যস্থিত টিপ্পনী। এখানে প্রথম তিন পাদের অর্থ সমর্থন করিয়া চতুর্থ পাদে মূল বিধিবাচক অর্থকে তাৎপর্যময় করিয়া প্রকাশ করা হইতেছে। ‘তদ’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘শক্তীনাম্’ পর্যন্ত পদসমূহ কারিকার মধ্যস্থিত টিপ্পনী। দ্বিতীয় কারিকার চতুর্থপাদ বুঝাইতেছেন—বধাহীতি। ৭—১০।

সংবাদা ইতি—কারিকার প্রথম অর্ধেক, নৈকরূপভয়েতি। দ্বিতীয়ার্ধ। ইহা কি রাজাজ্ঞার মত বিনা আপত্তিতে মানিতে হইবে ? এই আপত্তা

কিন্তু বান্ধীকি ব্যতিরিক্ত অল্প লোককেও কবি বলা হইয়া থাকে । (যদি পূর্বপক্ষীর যুক্তি মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে) সর্বসাধারণ-প্রযোজ্য অর্থ ছাড়া অল্প কোন কাব্যার্থ থাকে না এবং সর্বসাধারণ-প্রযোজ্য অর্থ তো আদিকবিই দেখাইয়া দিয়াছেন । যদি বলা হয় উক্তির বৈচিত্র্যবশতঃ ইহাতে কোন দোষ হয় না তাহা হইলে বলিব, এই উক্তিবৈচিত্র্য জিনিষটি কি ? উক্তি হইতেছে সেই বচন যাহার দ্বারা বাচ্য অর্থবিশেষ প্রতিপাদিত হয় । তাহার যদি বৈচিত্র্য থাকে, তবে বাচ্য অর্থের কেন বৈচিত্র্য থাকিবে না, কারণ বাচ্য ও বাচক অবিনাভূত হইয়া থাকে ? কাব্যে যে বাচ্য অর্থ প্রতিভাসিত হয় তাহার রূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা গ্রাহ্য বস্তুবিশেষের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় । সুতরাং যিনি উক্তির বৈচিত্র্য সম্পর্কিত মত পোষণ করেন তিনি ইচ্ছা না করিলেও বাচ্য অর্থের বৈচিত্র্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন । তাই এই সংক্ষিপ্ত মত বলা হইতেছে—

করিতেছেন—কথামিতি চেনিতি । ইহার উত্তর দিতেছেন—‘সংবাদো’ ইত্যাদি কারিকার দ্বারা । বৃত্তিতে এই কারিকাকেই ভাগ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । ‘শরীরীগাং’-শব্দ প্রতিবিষাদি তিনটি শব্দের সঙ্গে যোজনা করিতে হইবে ইহা দেখান হইল । শরীরিণ ইতি । পূর্বেই ইহার স্বরূপের উপলব্ধি হইয়াছে বলিয়া যাহা প্রাধান্য পাইয়াছে তাহার । ১১, ১২ ॥

“তত্র পূর্বমনস্তাত্ম.....কবিঃ ।” ইহাই কারিকা । অনন্তাত্ম—পূর্বে যে কাব্য রচিত হইয়াছে তাহা হইতে যাহার স্বভাব অভিন্ন, ইহা যে রূপে প্রকাশ পায় তাহা পূর্বকবিদের দ্বারা স্পষ্টই বটে । যেভাবে প্রতিবিষ প্রকাশিত হয় সেইরূপে, পূর্ব কবির কাব্য বিষের ন্যায় । এই কাব্য নিজে কিরূপ তাহা এখানে বুঝাইতেছেন—তাত্ত্বিকশরীরশূন্যমিতি । তাহার দ্বারা অপূর্ব কিছু পরিকল্পিত হয় না ; প্রতিবিষও এইরূপই হইয়া থাকে । এইভাবে প্রথম প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া দ্বিতীয় প্রকার বুঝাইতেছেন—তদনন্তরস্থিতি । অর্থাৎ দ্বিতীয় । অস্ত্রের সহিত যে সাম্য তাহা ; সেইভাবে । তুচ্ছাশ্বেতি । চিত্র প্রভৃতির অনুকরণে অনুকরণীয় বস্তু সম্পর্কে প্রতীতি জাগ্রত হয় ; কিন্তু সেইখানে মনে হয় না বাস্তবিক পক্ষেই সিন্দূরাদি আছে

“বান্দীকিব্যতিরিক্ত কোন একটি কবির রচিত অর্থে যদি প্রতিভা মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে তাহার অনন্ততা অক্ষয় হইয়া পড়ে।”

অপিচ, উক্তির বৈচিত্র্যকে যদি কাব্যের নবীনতার কারণ মনে করা যায় তাহা হইলে তাহা আমাদের পক্ষে অশুকূলই হয়। কারণ কাব্যার্থের অনন্ত ভেদের হেতু এই যে প্রকার পূর্বে দর্শিত হইয়াছে তাহা পুনরুক্তির বৈচিত্র্যবশতঃ দ্বিগুণ হয়। এই যে উপমাশ্লোকাদি অলঙ্কারবর্গ প্রসিক্তি লাভ করিয়াছে তাহা ভগিতিবৈচিত্র্যের সহিত রচিত হইলে নিজেই শত শাখা লাভ করে। যাহাকে ভগিতি বা উক্তি বলা হয় তাহাও নিজ ভাষাভেদের দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইলে প্রত্যেক ভাষার নিয়মানুসারে যে অর্থ তাহার গোচরীভূত হয় তাহার বৈচিত্র্য-হেতু কাব্যার্থে অশ্রু রকমের বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। যেমন আমারই রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকে—

“‘আমার’, ‘আমার’ বলিতে বলিতে মানুষের কাল চলিয়া যায়।
তথাপি দেব জনার্দিন মনের গোচর হয়েন না।” [মধুসূদন আমারই,
আমারই]

এইভাবে যেমন যেমন নিরূপিত হয় তেমন তেমন ভাবে কাব্যার্থ অনন্ততা লাভ করে। ইহা কিন্তু বলা হইতেছে—

অবস্থাতির দ্বারা বিভিন্নতা প্রাপ্ত বাচ্য অর্থের যে রচনা

যাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে—

তাহা উদাহরণীয় কাব্যে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় ;

তাহা পৃথক্ করা যায় না—

বরং তাহা রসাত্রেয়ে দীপ্তি প্রাপ্ত হয়। ৮ ॥

এবং এই প্রতীতি চাক্ষুরের সৃষ্টিও করেনা—ইহাই ভাবার্থ। এতদেবেতি।
তৃতীয় যে রূপ তাহা অপরিহার্য। আত্মনোহন্তস্ত ইত্যাদি। এই কারিকা
বৃত্তিতে ভাগ করিয়া পঠিত হইয়াছে। আবার কোন কোন পুস্তকে ইহা
অবিভক্তভাবেই দেখান হইয়াছে। ‘ম্যাদ্ভনঃ’, অর্থাৎ সারভূত তত্ত্বের ব্যাখ্যা

তাই সংকবিদের উপদেশের নিমিত্ত ইহা সংক্ষেপে বলা হইতেছে—

দেশকালাদির ভেদে বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত বস্তুজগৎ যদি রস-
ভাবাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত হইয়া ঔচিত্যানুসারে অন্বিত হয়...৯ ॥

তবে পরিমিতশক্তিসম্পন্ন, বাল্মীকিব্যতিরিক্ত অশ্রু কবিদের গণনা
কি ভাবে করা যাইবে—

জগতের প্রকৃতির মত তাহা সহস্র বাচস্পতির দ্বারা রচিত
হইলেও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় না। ১০ ॥

যেমন অতীত কল্পপরম্পরায় বিচিত্র বস্তুপ্রপঞ্চের আবির্ভাব হইলেও
ইহা বলা যায় না যে এখন জগৎ প্রকৃতির অশ্রু পদার্থ নির্মাণশক্তি
ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে সেইরূপ কাব্যের অর্থপরম্পরায়ুক্ত মর্যাদা অনন্ত
কবিপ্রতিভার দ্বারা আকৃত হইলেও তাহা এখনও ক্ষয় পাইতেছে না
বরং নব নব ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন কবিপ্রতিভার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া তাহা
যুগ্মিপ্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপ হইলেও—

পূর্বপঠিত পদ দুইটির দ্বারাই দেওয়া হইয়াছে। সংবাদানামিতি—এইরূপ
পাঠ গ্রাহ্য। সংবাদানাম্—এই পাঠ গ্রহণ করিলে, বাক্যার্থরূপ সমুদায়ের যে
সংবাদলকল তাহাদের, এইরূপে ভিন্ন বিভক্তি করিয়া অর্থযোজন্যনা করিতে
হইবে। ‘বস্তু’ শব্দের দ্বারা এক, দুই, তিন বা চারটি পদের অর্থ। তানি
ত্বিতি। অক্ষর ও পদ। তান্বেবেতি। সেইরূপের দ্বারা যুক্ত অর্থ্যং যাহারা
ঈৎভাবেও অশ্রুরূপ পায় নাই। এইভাবে অক্ষরাদির রচনারূপ দৃষ্টান্তের
ব্যাখ্যা করিয়া অর্থতত্ত্বরূপ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের যোজন্যনা করিতেছেন—
তথৈবেতি। শ্লেষাদিময়ানীতি। শ্লেষাদিশব্দাবযুক্ত। ‘সম্ভূত’, ‘তেজস্বী’,
‘শুণ’, ‘দ্বিজ’ প্রভৃতি শব্দ পূর্বে হাজার হাজার কবি কর্তৃক শ্লেষমূলক অর্থে
প্রযুক্ত হইলেও এখনও সেইরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; ‘চন্দ্র’ প্রভৃতি শব্দও
উপমানরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। তথৈব পদার্থরূপাণি—ইত্যাদিতে ‘নাপূর্ণাণি
ঘটয়িতুং শক্যন্তে’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘বিকথ্যন্তি’ পর্যন্ত পদ পূর্ব বাক্য
হইতে যোগ করিতে হইবে। ১৩—১৫ ॥

সুমেধানম্পন্ন কবিদের মধ্যে সাদৃশ্য (সংবাদ) বহুল পরিমাণেই থাকে।

ইহা নিশ্চিতরূপে দেখা যায় যে মেধাবীদের বুদ্ধির মধ্যে সাদৃশ্য থাকে। কিন্তু—

সেই সকল পণ্ডিতগণের মধ্যে যে সাদৃশ্য তাহা অবিকল একাকার নহে। ১১ ॥

যদি প্রশ্ন করা হয় কেন—

অন্য কাব্যার্থের সহিত সাদৃশ্যকে সংবাদ বা সন্মতি বলে। সেই সাদৃশ্য আবার তিন প্রকারের হইতে পারে—দেহীদের সঙ্গে প্রতিবিশ্বের যেরূপ সাদৃশ্য থাকে সেইরূপ, অথবা দেহীদের সঙ্গে আলেখ্যের যেরূপ সাদৃশ্য থাকে সেইরূপ, অথবা এক দেহীর তুল্য অন্য শরীরীর যে সাদৃশ্য থাকে, সেইরূপ। ১২ ॥

‘লোকশ্রু’ এই পদ ব্যাখ্যা করিতেছেন—সহৃদয়ানামিতি। চমৎকৃতিরিতি। আশ্বাদপ্রধানবুদ্ধি। ‘অভ্যাজ্ঞীহিতে’ পদ ব্যাখ্যা করিতেছেন—উৎপত্ত্য ইতি। উদিত হয়। বুদ্ধির আকার দেখাইতেছেন—ক্ষুরণেয়ং কাচিমিতি। যদি তদপি.....নোপযাতি। এই কারিকা ভাগ করিয়া পাঠ করা হইয়াছে। স্ববিষয় ইতি। যাহা নিজে তৎকালিক হিসাবে ক্ষুরিত হয় নাই। পরস্বাদানেচ্ছাবিরতমনসো বস্ত্ত স্বকবেরিতি। ইহা তৃতীয় পাদ। “কেমন করিয়া নূতন স্ব আনয়ন করিব” এইরূপ অভিপ্রায় লইয়া কাব্যবিষয়ে উত্তমহীন হইতে পারেন অথবা অপরে যে কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহার উপরে নির্ভরশীল হইতে পারেন; এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—সরস্বত্যাংবেতি। কারিকায় যে ‘স্বকবি’ বলা হইয়াছে ইহা কবিদের জ্ঞাতি বুঝাইতে একবচন, এই অভিপ্রায় লইয়া বুঝাইয়া বলিতেছেন—স্বকবীনামিতি। ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—“প্রাক্তন হইতে আরম্ভ করিয়া ন তেষাম্” এই পর্য্যন্ত। আবির্ভাবয়তীতি। নূতন করিয়াই স্বজন করে। ১৬—১৭ ॥

ইত্তীতি। কারিকা ও তাহার ব্যস্তর দ্বারা যে নিরূপণ সেই প্রকারের

অন্য কাব্যবস্তুর সহিত যে সাদৃশ্য তাহাকেই সংবাদ বলে। তাহা আবার তিন প্রকারের—শরীরীদের প্রতিবিশ্বের সহিত, আলেখ্যের সহিত বা তুল্য দেহীর সহিত। এমন কোন কোন কাব্যবস্তু আছে যাহা অন্য বস্তুর হুবহু নকল করিয়া সাদৃশ্য লাভ করে, এই সাদৃশ্য প্রতিবিশ্ববৎ। আবার কোন কোন কাব্যবস্তু আছে যাহার সঙ্গে অন্য কাব্যবস্তুর সাদৃশ্য আলেখ্যের সহিত সাদৃশ্যের স্থায়। আর এক প্রকারের কাব্যবস্তু আছে যাহার সঙ্গে অন্য কাব্যবস্তুর সাদৃশ্য তুল্য শরীরীর সঙ্গে সাদৃশ্যের স্থায়।

এই সকল সাদৃশ্যের মধ্যে প্রথমটি মূল হইতে বিভিন্ন অন্য আত্মাশূন্য, দ্বিতীয় সাদৃশ্যের মধ্যে যে আত্মা আছে তাহা তুচ্ছ—কবি ইহাদিগকে পরিহার করিবেন। তৃতীয় যে সাদৃশ্য আছে তাহা প্রসিদ্ধ আত্মাবিশিষ্ট; তাহা কবি পরিহার করিবেন না। ১৩ ॥

দ্বারা। অক্লিষ্টা অর্থাৎ বসের আশ্রয়বশতঃ সমুচিত গুণ ও অলঙ্কারেব যে অত্মান শোভা কাব্য তাহা বহন করে। (উত্তানপক্ষে) কালোচিত জলসেচনাদিরূপ আশ্রয়; তৎকৃত সৌকুমার্য, শোভাশালিত্ব সৌগন্ধ্য প্রভৃতি গুণসমূহের যে অলঙ্কার অর্থাৎ পরিপূর্ণতাপ্রাপ্তি উত্তান তাহা বহন করে। যস্মাদিতি—কাব্যানামক উত্তান হইতে। সর্বং সমীহিতমিতি। ব্যুৎপত্তি, কীর্তি, প্রীতিজনকযুক্ত। এই সকল কথা পূর্বেই বিস্তারিতভাবে বোঝান হইয়াছে, তাই এখানে শ্লোকের অর্থমাত্র ব্যাখ্যাত হইল। স্বকৃতিভিরিতি। যাঁহারা দুঃখ উপদেশ বিনাও সেইরূপ ফলভোগী হয়েন তাঁহাদের কর্তৃক। অখিলসৌখ্যাবানীতি। অখিলঃ অর্থাৎ দুঃখলেশের দ্বারাও স্পৃষ্ট হয় নাই যে সৌখ্য তাহার একাশ্রয়ে। যাহা সকল দিক্ দিয়া প্রিয় এবং সকল দিক্ দিয়া হিতকারী তাহা সংসারে দুর্লভ। বিবৃণোত্তান অর্থাৎ নন্দনকানন। যে সকল পুণ্যবান্ ব্যক্তির জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ করিয়াছেন অভিলষিত বস্তু লাভ করিবার কারণ তাঁহাদেরই আছে। ‘বিবৃণাঃ’ বলিতে দেবতাদের সহিত কাব্যবস্তু লোকদিগকেও বুঝিতে হইবে। দশিত ইতি। আছে বলিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা অপ্রকাশিত

তন্মধ্যে প্রথম প্রতিবিম্বকল্প কাব্যবস্তু স্মৃতিসম্পন্ন কবি পরিহার করিবেন ; যেহেতু তাহা পূৰ্ব আত্মা হইতে বিভিন্ন অণু তাত্ত্বিক আত্মাসম্পন্ন নহে । অপর যে দ্বিতীয় আলেখ্যবৎ সাদৃশ্য আছে তাহাও পরিত্যাজ্য, কারণ তাহার মধ্যে যে আত্মা আছে অণু শরীরে তাহা যুক্ত হইলেও তাহা তুচ্ছ । তৃতীয় যে প্রকার তাহাতে কমনীয়তাবিশিষ্ট শরীর থাকিলে সেই কাব্যবস্তু সাদৃশ্যময় হইলেও কবি তাহা পরিহার করিবেন না । একই দেহী অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হইলেও তাহার এক এমন বলা যায় না ।

ইহা বুঝাইবার জন্ত বলা হইতেছে—

পৃথক্ আত্মার অস্তিত্ব থাকিলে, কোন বস্তু পূৰ্ব তদ্বানুযায়ী হইলেও অধিকতর ঔজ্জ্বল্য লাভ করে, যেমন তন্মীর মুখ চন্দ্র-তুল্য হইলেও অধিকতর দীপ্তি পায় । ১৪॥

বাচ্যান্তিরিক্ত অণু সারভূত তত্ত্বরূপ আত্মা থাকিলে কাব্যবস্তু পূৰ্ব-কবিদের বর্ণিত বিষয়ের অনুযায়ী হইলেও অধিকতর ঔজ্জ্বল্য লাভ করে । পুরাতন রমণীয় কাস্তির দ্বারা অনুগৃহীত বস্তু শরীরের স্নায় পরম শোভার পোষকতা করে । তাহার মধ্যে পুনরুজ্জ্বলি দোষ প্রকাশিত হয় না । ইহার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে চন্দ্রের শোভা বিশিষ্ট তদ্বীর মুখের ।

তাহা কেমন করিয়া ভোগ্য হইবে ? কল্পতরুর মহিমার সহিত তুলনা বাহার ; সেইরূপ মহিমা আছে বাহার—এইভাবে বহুব্রীহিগর্ভ বহুব্রীহি । কাব্যে যে সকল অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি হয় এক ধর্মের দ্বারা তাহা সম্ভব । এই সকল কথা বিস্তারিত করিয়া বলা হইয়াছে । সংকাব্য...হেতোঃ—ধর্মনি স্বরূপ ও এই গ্রন্থের মধ্যে যে প্রতিপাত্ত-প্রতিপাদক-সম্বন্ধ আছে তাহার, অভিধেয় ধর্মের এবং তাহার জ্ঞানস্বরূপ প্রীতিরূপ প্রয়োজনের (সহনয়মনঃপ্রীত্যে) উপসংহার করা হইল । ইহা লোকপ্রসিদ্ধ বলিয়া এই প্রত্যয় হয় যে এখানে অভিলষণীয় বস্তু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং সেইজন্য লোকসমাজ বহুল পরিমাণে এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় । এই সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রত্যয় দুই কারণে হইতে পারে—প্রথমতঃ গ্রন্থকারের নাম প্রবণ করিয়া ; দ্বিতীয়তঃ কবি ও বিদ্বান্ বলিয়া

এইভাবে সমগ্ররূপবিশিষ্ট, সাদৃশ্যযুক্ত বাক্যার্থের সীমা বিভাগ করা হইল। অগ্রবস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যসম্পন্ন পদার্থ এবং সেইজাতীয় কাব্য-বস্তুতে কোন দোষ নাই, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলা হইতেছে—

নূতন কাব্যবস্তু স্ফুরিত হইলে প্রাচীন কবিপরম্পরানিবদ্ধ কাব্যবস্তুর রচনা অক্ষরাদি রচনার ন্যায়হ দোষাবহ হয় না। ১৫॥

বাচস্পতি ও অপূর্ব কোন অক্ষর বা পদ ঘটাইতে সমর্থ হয়েন না। কাব্যাদিতে সেই সকল পুরাতন অক্ষর বা পদ নিবদ্ধ হইলে তাহারা কাব্যের নূতনত্বের বিরোধী হয় না। সেইরূপ শ্লেষাদিময় অর্থতত্ত্ব সম্পন্ন অপূর্ব পদার্থও কেহ ঘটাইতে পারে না।

সুতরাং—

যে কোন বস্তুই হউক তাহা যদি লোকের নিকট স্ফুরত হয় সেইখানে এই চমৎকৃতি উৎপন্ন হয়।

এই স্ফুরণ কি?—সহৃদয় ব্যক্তিদের চমৎকৃতি। ইহা উৎপন্ন হয়।

তাহার যে অসাধারণ প্রসিদ্ধি আছে তাহা স্মরণ কারয়া। ভট্টহরিও নিজের সম্পর্কে এইরূপ শ্লোক রচনা করিয়াছেন—“যাহার এইরূপ ঔদাৰ্য্যমাহ্মা, যাহার এই শাস্ত্রে এবংবিধ শক্তিমত্তা দেখা যায়, তাহার এই কাব্যপ্রবন্ধ; সুতরাং ইহা আদরণীয় ও লোকসমাজ ইহাতে প্রবৃত্ত হয় এইরূপ দেখা যায়।” লোকসমাজ এই শাস্ত্রোক্ত প্রয়োজনের জ্ঞান লাভ করিতে অবশ্য প্রবৃত্ত হইবে। সুতরাং যে শ্রোতৃজনসমাজ অল্পগৃহীত হইবে নিজের নামকরণ তাহাদের প্রবৃত্তিজাগরণের অঙ্গ হইবে, এই মনে করিয়া গ্রন্থকার তাহা করিতেছেন। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—আনন্দবর্দ্ধন ইতি। ‘প্রথিত’ শব্দের দ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইল যে সেই নামকরণ কাহাকেও কাহাকেও নিবৃত্তও করিবে। সুতরাং এখানে মাৎসর্য বা অহঙ্কার আছে এইরূপ গণনা অগ্রাহ্য। যদি নিঃশ্রেয়সরূপ প্রয়োজনের কথা শুনিয়াও সংসারানুরাগী কোন ব্যক্তি তাহা হইতে বিরত হয়েন তবে কি করা যাইতে পারে? প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন—উভয়ই যে বলিতে হইবে

সেইরূপ কাব্যবস্তু পূর্বতন কাব্যের শোভার অনুগামী হইলেও সুকবি তাহা রচনা করিলে তাহা নিন্দাই হয় না। ১৬।

সেইরূপ বস্তু পূর্বতন কাব্যের শোভার অনুগত হইলেও সুকবি যদি তাহার অভিপ্রেত ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ অর্থ ও শব্দ রচনারূপ শোভা চয়ন করিয়া সেই কাব্যবস্তু সৃষ্টি করেন তাহা হইলে তিনি নিন্দনীয় হয়েন না। সুতরাং ইহা স্থির হইল—

“কবিকর্তৃক সৃষ্টরূপে প্রকটিত, বিবিধ অর্থসম্মিত, অমৃতরসযুক্ত বাণী বিস্তার লাভ করুক। স্বীয় অনবচ্ছিন্ন বিষয়ে কবির যেন অবসাদ-গ্রস্ত না হয়েন।”

“কাব্যার্থসমূহ অভিনব; অপর কবি কর্তৃক রচিত অর্থ সৃষ্টি করায় কোন গুণ নাই।”—ইহা চিন্তা করিয়া [তাহার অবসাদগ্রস্ত হইবেন না।]

যে সুকবি পরস্ব গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক তাহার এই ঐশ্বর্য, শালিনী বাণী যথেষ্ট কাব্যবস্তু সৃজন করিয়া দেয়। ১৭।

এমন নহে। প্রথিতাভিধান অর্থাৎ ইহার দ্বাৰা অধিজনের প্রবৃত্তি জন্মাইবার অঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

“বৈথরা নামক যে চতুর্থী শক্তি অর্থকে স্পষ্ট করিয়া বাহিরে ব্যাপ্ত করিয়া দেয় সেই প্রত্যক্ষ অর্থদর্শিনী শক্তিকে আমি বন্দনা করি।”

“কাব্যালোকের অর্থতত্ত্ব আনন্দবর্দ্ধনের বিচারবুদ্ধির দ্বারা বিকশিত হইয়াছে বলিয়া তাহার উৎকর্ষ অস্বাভাবিক। যাহা উন্মেষিত হইয়া সকল সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়াছে অভিনবগুণের লোচন তাহাকে সৃষ্টির বিষয়ীভূত করুক।”

“শ্রী সিদ্ধিচেলের চরণকমলের পরাগের দ্বারা যে ভট্টেন্দ্ররাজ পবিত্রিত হইয়াছেন, তাহার দ্বারা যাহার বুদ্ধি মার্জিত হইয়াছে; যিনি মীমাংসা, ত্রায়, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রবিদ্বদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কাব্যপ্রবন্ধসেবায় যিনি নিবিষ্টচিত্ত সেই অভিনবগুণ এই ধনিবৃত্তান্ত রচনা করিয়াছেন।”

পরমগ্রহণে বিরতমনা সুকবির এই ঐশ্বর্যশালিনী বাণী যথাভিলষিত বস্তু ঘটাইয়া থাকে। যে সকল সুকবির পুণ্যাভ্যাস বলে কাব্য-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন এবং যাঁহারা অপরের রচিত অর্থগ্রহণে নিঃস্পৃহ তাঁহাদের নিজস্ব চেষ্টার কোন উপযোগিতা থাকে না ; সেই ঐশ্বর্যশালিনী বাণী স্বয়ং অভিপ্রেত অর্থের আবির্ভাব করায়। ইহাই মহাকবিদের মহাকবিত্ব। ইতি ওঁ। অধিক বলা বাজ্জল্য।

যে উদ্ভান অগ্নান রসের আশ্রয়, যাহা সমুচিত গুণ ও অলঙ্কারাদির শোভায় সমন্বিত, যাহা হইতে সুকৃতিশালী ব্যক্তির সকল অভিলষিত বস্তু লাভ করেন, সেই কাব্যনামক নিখিল সৌখ্যের ধামস্বরূপ পণ্ডিতদের কল্লোচ্চানে আমি ধ্বনিমার্গ দেখাইয়াছি। এই সেই ধ্বনি যাহার মহিমা কল্লতরুর তুল্য ; তাহা ভাগ্যবান সঙ্গদয় ব্যক্তিদের কাছে আশ্বাদযোগ্য হইয়া থাকুক।

সংকাব্যভবের আশ্রয় পথ যাহা পরিপক্ববুদ্ধি গ্রন্থকারদের মনে প্রসূপ্ত অবস্থায় ছিল প্রথিতনামা আনন্দবর্দ্ধন সঙ্গদয় ব্যক্তিদের অভ্যুদয়ের জন্ত তাহা প্রকাশ করিলেন।

ইতি শ্রীরাজানক আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য কর্তৃক বিরচিত ধ্বন্যালোকে চতুর্থ উদ্যোত।

এই গ্রন্থ সমাপ্ত

“এই কবি নিজের আনন্দের জন্ত সজ্জনদিগকে প্রার্থনা করেন না। সজ্জনের আনন্দদান তাঁহার স্বভাব। লোকসমাজ কি চক্রকে আনন্দদান করিতে আমন্ত্রণ করে? খলজন পুনঃপুনঃ দিক্কার দিলেও সে তাহাদিগকে নিন্দা করে না। দিক্কার দিলেও অনল কখনও নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া লীতল হয় না। বাস্তবিকপক্ষে হৃদয় শিবময় হইলে সকল বস্তুজগৎ শিবময় বলিয়া মনে হয়। কোথাও কাহারও বচন শিবহীন হয় না; হৃৎতরং তোমাদের শিবময় অবস্থা হউক।”

ইতি মহামাহেশ্বর অভিনবগুপ্তবিরচিত কাব্যালোকলোচনে চতুর্থ উদ্যোত।

এই গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

ভিকা

অতিব্যাপ্তি—যদি কোন বস্তুর লক্ষণ করিতে যাইয়া এমন দেখা যায় যে সেই লক্ষণটি লক্ষ্যবস্তু ও তদতিরিক্ত অল্প বস্তুতেও প্রযোজ্য হয় তাহা হইলে লক্ষণের যে দোষ হয় তাহাকে বলে অতিব্যাপ্তি দোষ। যেমন গরুর লক্ষণ করিতে যাইয়া কেহ যদি বলেন যে ইহা লেজবিশিষ্ট পশু তাহা হইলে এই দোষ হইবে, কারণ গরু-বাতিরিক্ত অল্প পশুরও লেজ আছে।

অতিসর্গ—“প্রযাতিসর্গপ্রাপ্তকালেষ্ কৃত্যাক্ষ” —এইরূপ পাণিনিমত আছে। প্রৈব—বিধি বা নির্দেশ; অতিসর্গ—যথেষ্ট কাজ করিবার অহুমতি, প্রাপ্তকাল—যথোযোগ্যরূপে উপস্থিত কাল—এই তিনটি ক্ষেত্রে ধাতুর উত্তর কৃত্য প্রত্যয় হইবে ও লোটের প্রয়োগ হইবে।

অনবস্থা—যে বস্তুর সাহায্যে অল্প কোন বস্তুর উপপাদন করা হয় সেই পদার্থটি সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লওয়ার প্রয়োজন আছে। এই সহায়ক বস্তু সিদ্ধ বলিয়া ইহার সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে না এবং চিন্তা সেইখানে বিশ্রান্তি লাভ করে। “গন্ধায় ঘোষবসতি” বলিলে ‘গন্ধা’-শব্দের লাক্ষণিক (গৌণ) অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। ইহার প্রয়োজন নীতলতা ও পবিত্রতা বুঝান। এই প্রয়োজনকে চরম বলিয়া মানিয়া লইলে চিন্তা বিশ্রান্তি লাভ করে। কিন্তু যদি কেহ মনে করেন যে এই নীতলতা ও পবিত্রতা-সূচক অর্থও ‘গন্ধা’-শব্দের লাক্ষণিক অর্থের অন্তর্ভূত তাহা হইলে এই দ্বিতীয় লক্ষণের জন্য নূতন প্রয়োজন বাহির করিতে হইবে। এইভাবে চিন্তা অবিশ্রান্ত হইয়া পড়িবে। আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। অহুমান-প্রমাণের সাহায্যে একটি হেতু অবলম্বন করিয়া অল্প দুইটি বস্তুর মধ্যে নিশ্চিত সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। প্রত্যেক অহুমান (inference) সিদ্ধ হইল কিনা ইহা লইয়া সংশয় উঠিতে পারে এবং সেই সংশয় নিরসনের উপায় আছে। কিন্তু যদি কেহ বলেন যে অহুমানরূপ প্রমাণ যে প্রামাণিক তাহাই অহুমানের সাহায্যে দেখাইতে হইবে তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হইবে, কারণ তাহা হইলে এই অহুমানের প্রামাণ্যতা লইয়া আবার প্রশ্ন উঠিবে।

অহুমান বা অনুমিতি—নিশ্চিত জ্ঞানকে বলা হয় প্রমা। প্রমার অন্ততম প্রকারের নাম অনুমিতি বা অহুমান। যখন কোন হেতুকে অবলম্বন করিয়া অল্প দুইটি বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞান হয় তখন সেই জ্ঞানকে বলা হয় অহুমান। পরন্তু যম দেখিয়া কেহ যদি মনে করেন সেইখানে বহি আছে,

কারণ, পাকশালা প্রভৃতি স্থানে যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেইখানে সেইখানে বহিঃ থাকে এবং হ্রদ প্রভৃতি স্থানে যেখানে বহিঃ নাই সেইখানে ধূম নাই, তাহা হইলে এই জ্ঞানকে অহুমান বলা যাইতে পারে। এই অহুমানের তিনটি অংশ আছে। যাহার সম্পর্কে অহুমান করা হয় তাহার নাম ‘পক্ষ’ (পক্ষত), পক্ষে যাহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় তাহাকে বলা হয় ‘সাধ্য’ (বহিঃ) এবং যে বস্তু সাধ্যের সঙ্গে নিয়তসম্বন্ধযুক্ত থাকে বলিয়া অহুমান সম্ভব হয় তাহাকে বলা হয় হেতু (ধূম)।

অনুবাদ—কোন প্রমাণবিশেষের দ্বারা যাহা পূর্বেই পাওয়া গিয়াছে এমন বিষয়ের পুনরায় শ্রবণকে অনুবাদ বলে। (বিধি দেখুন) বিধিবাক্যের পুনরায় কথন ও সমর্থনের নাম অনুবাদ।

অনৈকান্তিক—যদি হেতু (ধূম) সাধ্যের (বহিঃ) সঙ্গে নিয়ত সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া থাকে, যদি পক্ষ (পক্ষত) ও পক্ষজাতীয় বস্তুতে (বহিঃযুক্ত পাকশালায়) তাহার অস্তিত্ব দেখা যায় এবং বিপক্ষজাতীয় বস্তুতে (বহিঃহীন হ্রদে) তাহার অভাব দেখা যায় তাহা হইলে সেই হেতু অহুমানের কারণ হইতে পারে।

যদি হেতু পক্ষের সজাতীয় ও বিজাতীয় বস্তুতে থাকে তবে ভ্রমাত্মক জ্ঞান জন্মিবে এবং এই হেতুকে বলা হইবে অনৈকান্তিক হেতু। যদি বলা হয়, এই পক্ষ গরু, কারণ ইহার লেজ আছে, তাহা হইলে এই অহুমানে হেতু অনৈকান্তিক, কারণ লেজ যেমন অন্ত্রাণ্ড গরুতে (সপক্ষে) আছে তেমনি আবার মহিষ প্রভৃতি বিপক্ষেও আছে।

যদি সাধ্যও থাকে এবং সাধ্যের অভাবস্থলেও থাকে, তবে সেই হেতুকেও অনৈকান্তিক বলা হয়। যেমন, এই পক্ষতে বহিঃ থাকে, সুতরাং এখানে ধূমও থাকিবে। এখানে হেতু অনৈকান্তিক কারণ ধূম না থাকিলেও বহিঃ থাকিতে পারে, যেমন অলস লৌহশলাকায়।

অনোপাধিক—নিয়ত, স্বাভাবিক। উপাধি দেখুন।

অন্তোক্তাশ্রয়—যদি দুইটি বস্তুর মধ্যে প্রত্যেকটির দ্বারা অপরটিকে প্রমাণিত করিতে হয় তাহা হইলে অন্তোক্তাশ্রয় দোষ হইয়া থাকে। যেমন কেহ কোন শাস্ত্রকে ঈশ্বরনির্মিত বলিয়া তাহাকে প্রামাণ্য মনে করিতে পারেন। আবার তিনিই যদি সেই শাস্ত্রের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে চাহেন তাহা হইলে এই দোষ হইবে।

অবয়ব—ইহা থাকিলে, উহা থাকে। এই জাতীয় দৃষ্টান্তের নাম অবয়বী (affirmative, positive) দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে। যেমন, চক্ষুঃ-সম্বন্ধে হইলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। অথবা যেমন, যেখানে যেখানে ধূম আছে সেইখানে সেইখানে বহি আছে।

অবিতাতিশয়বাদ—অভিহিতাশয়বাদ দেখুন। প্রত্যাকরের মতাম্ববর্তী মীমাংসকসম্প্রদায় মনে করেন যে কোন শব্দের কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ থাকিতে পারে না। প্রত্যেক শব্দের অর্থ অপর শব্দের অর্থের সঙ্গে অবিত হইয়াই প্রতিপন্ন হয়। তাই বাক্যস্থিত শব্দসমূহের অভিধায় বলেই বাক্যের অবয়ব বোধ হয়। ইহার জ্ঞাতাংপর্ধ্যাশক্তি নামক পৃথক কোন শক্তি স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। ইহাদের মতে অবিত হইয়াই শব্দ অর্থবোধ জন্মায় অর্থাৎ প্রথমে ক্রিয়া ও কারকের অবয়ব বোধ হয় এবং তৎপরে শব্দের অভিধামূলক অর্থ গৃহীত হয়।

অপোহ—অতদ্ব্যবৃত্তি অর্থাৎ তত্ত্বিন্ন সমস্ত পদার্থের ভেদ। জাতি ও সত্ত্বত দেখুন।

অভিধা—শব্দের জ্ঞান হওয়া মাত্র যে অর্থ সাক্ষাৎভাবে কথিত হয় তাহার নাম মুখ্য, বাচ্য বা অভিধেয় অর্থ। ইহা অর্থের প্রথম কক্ষায় নিবিষ্ট বা প্রাথমিক অর্থ। শব্দের যে শক্তির বলে এই প্রাথমিক, মুখ্য অর্থ জানা যায় তাহার নাম অভিধা-শক্তি। যেমন 'গরু' শব্দ উচ্চারণ করিলেই কতকগুলি লক্ষণযুক্ত চতুষ্পদকে বুঝায়। ইহা গরুর অভিধামূলক অর্থ। সত্ত্বত দেখুন।

অভিধানিয়ামক—নিয়ামক দেখুন।

অভিহিতাশয়বাদ—কুমারিল ভট্টের মতাম্ববর্তী মীমাংসকসম্প্রদায় মনে করেন যে শব্দের অভিধাশক্তি শুধু শব্দের অর্থ বুঝাইয়াই ক্ষীণ হইয়া যায়। তাহার আর কোন কিছু বুঝাইবার ক্ষমতা থাকে না। একাধিক শব্দ লইয়া বাক্য নিষ্পন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে যে অবয়ব কবা হয় তাহা অভিধাশক্তির দ্বারা সম্ভব হয় না, কারণ বিভিন্ন শব্দের অর্থ বুঝাইতেই তাহা ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। এই জ্ঞাতাং দ্বিতীয় (দ্বিতীয় কক্ষানিবিষ্ট) শক্তির প্রয়োজন হয়। যে শক্তির বলে বাক্যস্থিত বিভিন্ন শব্দের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বাক্যের অবয়ব করা হয় তাহার নাম তাৎপর্ধ্যাশক্তি। যাহারা তাৎপর্ধ্যাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহাদের নাম অভিহিতাশয়বাদী। কুমারিল ভট্টের সম্প্রদায় ছাড়া আরও কেহ কেহ তাৎপর্ধ্যাশক্তি স্বীকার করেন। এই মতে কোন

পদের জ্ঞান হইলে শুধু পদের অর্থেরই উপস্থিতি হইয়া থাকে। পদসমূহের অর্থনিচয়ের মধ্যে সম্বন্ধ বা অন্বয় অভিধাশক্তির দ্বারা উপস্থাপিত হয় না।

অরুণাধিকরণ শ্রায়—জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে “অরুণয়া পিত্বাক্যা একহায়ত্তা সোমং ক্রীণাতি” এইরূপ একটি বেদবাক্য আছে। এখানে অরুণা—অরুণগুণবিশিষ্টা; পিত্বাকী—পিত্বলবণ অক্ষি দুইটি যাহার সে; এবং এক হায়ন বা বৎসর যাহার। ‘পিত্বাক্যা’ এবং ‘একহায়ত্তা’ পদ দুইটির দ্বারা একটি ধেহু সৃষ্টিত হইয়াছে। প্রত্যেক ক্রিয়াপদের শ্রায় ‘ক্রীণাতি’ এই ক্রিয়াপদের মধ্যেও “ক্রয়ং কৰোতি” এই দুই অংশ আছে। ইহাদের প্রথমটিকে বলে ফলাংশ; দ্বিতীয়টিকে বলে ভাবনাংশ। পূর্বোক্ত ‘অরুণা’, ‘পিত্বাকী’ ও ‘একহায়নী’ এই তিনটি পদ যেমন উপলক্ষিত ধেহুকে ব্রূহাইতেছে সেইরূপ লক্ষণার দ্বারা তত্ত্ববিশিষ্ট ক্রয়কেও ব্রূহাইতেছে। উক্ত ‘করোতি’ এই ভাবনাংশের সহিত ক্রয়ের করণসম্বন্ধ এবং ‘সোম’পদের কর্মসম্বন্ধ। এইরূপে অর্থ দাঁড়াইতেছে এই—অরুণাদিগুণবিশিষ্ট যে ধেহু, তদুপলক্ষিতক্রয়ের দ্বারা সোম সম্পাদন করিবে। মীমাংসকেরা ক্রিয়াপদের ভাবনাংশকে মুখ্যরূপে বিশেষ্য করিয়া বাক্যের শাস্ত্রবোধ করেন বলিয়া অরুণাদিপদের ক্রিয়ার ভাবনাংশই প্রথম অন্বয় হয়। এইজন্য ‘একহায়নী’ শব্দের তৃতীয়া-বিভক্তির যেমন ক্রয়রূপ ভাবনাংশে অন্বয় হয় তেমনি ‘অরুণা’-শব্দের তৃতীয়া-বিভক্তিরও প্রথমে সেইখানেই অন্বয় হয়। এইরূপে ‘একহায়নী’ (দ্রব্যবাচক) ও ‘অরুণা’ (গুণবাচক) এই পদদ্বয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রয়ের সহিত অন্বয় থাকিলেও একটি অপরটির বিশেষণরূপে অন্বিত হয়। এইরূপে অরুণগুণ-বিশিষ্ট একহায়নীর দ্বারা ক্রয় করা হইতেছে—এই অর্থে পধ্যবসিত হয়। মীমাংসকেরা মনে করেন যে কারকবিশিষ্ট পদ প্রথমে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত হয়, যেমন ‘অরুণয়া’ প্রভৃতি তৃতীয়াস্ত করণকারকসূচক পদ প্রথমে ‘ক্রীণাতি’ এই পদের সঙ্গে অন্বিত হইবে, পরে ইহাদের নিজেদের মধ্যে অন্বয় বাহির করিতে হইবে। এই পরের অন্বয়কে বলা যাইতে পারে পার্থক্য বা পশ্চাদ্দামী অন্বয়। অঙ্গী রসের অঙ্গ হিসাবে যে বিরোধী অর্থের বা রসের সমাবেশ হয় তাহাদের মধ্যে এই পশ্চাদ্দামী অন্বয় হয় না।

অনিচ্ছাপদ—যে অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞান হয় না, লৌকিক, সাংসারিক ব্যবহারের ক্ষেত্র।

অবিনাশাব—ইহা ছাড়া উহা থাকে না এইরূপ সাহচর্য বা ক্রমিকতা।
ব্যাপ্তি দেখুন।

অব্যবস্থা—অনিয়ম।

অব্যভিচারী—যথার্থ, ব্যতিক্রমহীন। অনৈকান্তিক দেখুন। যাহা
অনৈকান্তিক তাহা ব্যভিচারী। যাহা অনৈকান্তিক নহে তাহা অব্যভিচারী।
যেখানে যেখানে ধূম আছে সেইখানে সেইখানে বহ্নি আছে। তাই বহ্নির
সঙ্গে ধূমের সম্পর্ক অব্যভিচারী। যেখানে যেখানে বহ্নি আছে সেইখানে
সেইখানে ধূম নাও থাকিতে। ধূমের সঙ্গে বহ্নির সম্পর্ক ব্যভিচারী।

অব্যাপ্তি—যদি কোন বস্তুর লক্ষণ করিতে যাইয়া এমন দেখা যায় যে
সেই লক্ষণটি লক্ষ্য সকল বস্তুতে প্রয়োগ করা যায় না তাহা হইলে অব্যাপ্তি
দোষ ঘটে। যেমন গরুর লক্ষণ করিতে যাইয়া কেহ বলিতে পারেন যে
ঘে-পতুর শৃঙ্গ আছে তাহা গরু; তাহা হইলে শৃঙ্গহীন বংশ বাদ পড়িয়া
যায়। বলা বাহুল্য, এই লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষও হয়, কারণ গরুর
অতিরিক্ত মহিষ প্রভৃতিরও শৃঙ্গ আছে।

আকাঙ্ক্ষা—বাক্যের অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে তিনটি দশ্য অবশ্য
পালনীয়—(১) আকাঙ্ক্ষা, (২) যোগ্যতা, (৩) সন্নিধি।

আকাঙ্ক্ষা—বাক্যস্থিত কোন একটি শব্দ উচ্চারিত হইলে সে নিজেই
কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ বুঝাইতে পারে না। মনে হয় অল্প কিছু আছে
যাহাব সঙ্গে যুক্ত হইলে ইহার অর্থ সম্পূর্ণ হইবে। এই অসম্পূর্ণতার জন্য
কোন শব্দ যে অল্প শব্দের অপেক্ষা রাখে সেই অপেক্ষার নাম আকাঙ্ক্ষা।
'দেবদত্ত গ্রামে বাইতেছে'—ইহাদের যে কোন একটি শব্দ কোন সম্পূর্ণ
অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না; ইহাদের প্রত্যেকটিই অল্প শব্দের সঙ্গে
মিলিত হইবার অপেক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা রাখে। যোগ্যতা ও সন্নিধি দেখুন।

আখ্যাত—সট, লোট প্রভৃতি পাণিনিব্যাকরণের দশ ল'কারের যে
তিঙ্ হইতে মহিঙ্ পর্য্যন্ত তিঙ্ বিভক্তিগুলি আছে তাহাদের নাম আখ্যাত।

আভাস—যাহা কোন বস্তুর দ্বারা আভাসিত বা প্রকাশিত হয় কিন্তু
সেই বস্তু নহে তাহাকে বলা হয় আভাস। যেমন সীতার প্রতি রাবণের যে
কামপ্রবৃত্তি তাহা প্রকৃতপক্ষে রতি নহে, তাহা রতি এইরূপ ভ্রম হইতে
পারে। তাহা রতির আভাস। অথবা যেমন, যাহা হেতু নহে তাহাকে
হেতু বলিয়া মনে করিলে বলা হইবে হেতুভ্রাস।

ইতিকর্ষব্যাভা—সহকারিতা।

উপচারণ—যে অর্থে যে শব্দের প্রয়োগ হয় শব্দ যদি সেই অর্থ অতিক্রম করিয়া তৎসম্পর্কিত অন্য অর্থ প্রকাশ করে তাহা হইলে সেই প্রয়োগকে উপচারণ বলা হয়। এই উপচরিত প্রয়োগকে গৌণ, ভাস্ক বা লাক্ষণিক প্রয়োগ বলে। খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে শুধু সাদৃশ্যমূলক সম্বন্ধবিশিষ্ট অপর অর্থে প্রয়োগকেই উপচারণ বলা হয়। অন্য সম্বন্ধবিশিষ্ট অপর অর্থে প্রয়োগকে লাক্ষণিক বা ভাস্ক প্রয়োগ বলা হয়। লক্ষণা দেখুন।

উপমিতং ব্যাখ্যানিতিঃ সামান্যপ্রয়োগে—ইহা পাণিনীয় সূত্র। ইহা তৎপুরুষাধিকারের অন্তর্ভূত, উপমিতকর্মধারয়বিধায়ক। ব্যাখ্য প্রভৃতি কতকগুলি উপমান পদ (যাহাদের মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট থাকিলেও প্রয়োগ দেখিয়াই উক্ত দ্রব্যগণের অন্তর্ভূত বলিয়া বুঝিয়া লইতে হয়)—ইহাদের সহিত উপমিত বা উপমেয় পদের যে সমাস হয় তাহারই নাম উপমিত সমাস, এই উপমিত সমাস হইতে হইলে বাক্যে উপমান-উপমেয়ের সাধারণ ধর্মবাচক কোনও শব্দের প্রয়োগ করিলে চলিবে না। যেমন, পুরুষঃ (উপমিত) সিংহঃ (উপমান) ইব—পুরুষসিংহঃ। কিন্তু যদি বলি পুরুষঃ সিংহঃ ইব শূরঃ তাহা হইলে হইবে না।

উপলক্ষণ—(১) কোন বস্তু অপর বস্তুর স্বরূপ বা লক্ষণ না বলিয়া কখনও কখনও তাহার বোধ জন্মাইতে পারে। তখন যে বস্তু বোধ জন্মায় তাহা অপর বস্তুর উপলক্ষণ এইরূপ বলা হয়। দেবদত্তের গৃহে কখনও কখনও কাক আসিয়া বসে। যদি বলা হয়, যে গৃহে কাক আসিয়া বসে সেই গৃহ, তাহা হইলে কখনও কখনও গৃহের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহার দ্বারা দেবদত্তের গৃহের লক্ষণ বলা হইল না। কাক দেবদত্তের গৃহের উপলক্ষণ। লক্ষণ দেখুন।

(২) কোন বস্তুকে তজ্জাতীয় সকল বস্তুর প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করিলে তাহাকে উপলক্ষণ বলা যাইতে পারে। যেমন সকল রস সম্পর্কে প্রযোজ্য কোন কথা বলিয়া শুধু শব্দারের নাম উল্লেখ করিলে বল' যাইতে পারে, শব্দার উপলক্ষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

উপাধি, উপাধিক—‘উপ’ শব্দের অর্থ সমীপবর্তী। নিকটবর্তী অন্য পদার্থে লোহা নিজ ধর্মের আধান বা আরোপ জন্মায় তাহা উপাধি। যেমন, জবাফুলের নিকটে ফটিক থাকিলে জবাফুলের রক্তিমতা ফটিকে আরোপিত

হইবে। অবাপুঙ্গ এখানে উপাধি; ক্ষটিকের রক্তিম। স্বাভাবিক নহে, ইহা অবাস্তব বা ঔপাধিক।

যাহা সাধো নিশ্চিতভাবে থাকে অথচ হেতু বা সাধনের সঙ্গে যাহার নিয়ত সম্বন্ধ নাই তাহাকেও উপাধি বলে। যেমন, বহি আত্ম ইন্ধন সংযুক্ত হইলে ধূম হয়। যদি বলা যায় পক্ষত ধূমবান কারণ তাহা বহিমান তাহা হইলে আত্ম ইন্ধন বহির উপাধি। ইহা ধূমরূপ সাধো নিশ্চিতভাবে থাকে, কিন্তু বহিযুক্ত স্থানসাত্রেই আত্ম ইন্ধন নাও থাকিতে পারে। স্তত্রাং বহির সঙ্গে ইহার সম্পর্ক ঔপাধিক। মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে যে-সম্বন্ধ স্বাভাবিক ও নিয়ত নহে তাহাই ঔপাধিক সম্বন্ধ।

কাকতালীয় জ্ঞায়—কাক এবং তাল দ্বন্দ্ব সমাসে কাকতাল। এইরূপ সমাস হইলে একদিকে যেমন ‘কাক’শব্দে কাকের আগমন এবং ‘তাল’শব্দে তালের পতন বুঝায় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অত্মদিকে কাকের আগমনের জ্ঞায় ও তালের পতনের জ্ঞায় এইরূপও বুঝায়। ইহাকে বলে ‘ইব’ অর্থে সমাস। কাকের আগমন হইলে সঙ্গে সঙ্গে অতক্ৰিতভাবে যদি তালের পতন ঘটে তবে ইহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকে তাহা কারণকার্যের সম্বন্ধ নহে; ইহা আকস্মিক। এই জাতীয় সম্বন্ধের দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের সংঘটনকে বলা হয় কাকতালীয় জ্ঞায়ে সংঘটন। সাদৃশ্য বুঝাইতে ‘কাকতাল’ শব্দের উত্তর ‘ঈম’ প্রত্যয় হয়। কাকতালীয় জ্ঞায়ে দ্বারা আকস্মিক কার্যকারণভাবশূন্য সম্বন্ধ বুঝান হয়।

গম্যাদীনামুপসংখ্যানম্—ইহা পাণিনীয় ব্যাকরণের একটি বার্তিক সূত্র, তৎপুরুষ সমাসের অধিকারভুক্ত। দ্বিতীয়া তৎপুরুষের বিদায়ক সূত্র পাণিনিতে যাত্র একটি ছিল। ইহার দ্বারা ভাষায় প্রচলিত ‘গ্রামগমী’ ‘অন্নবৃক্ষ’ প্রভৃতি সমাস সিদ্ধ হয় না। এই জল্পই কাত্যায়ন ভাষাদুষ্টে গম্যাদীনাম্ ইত্যাদি সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সূত্রের বলে ‘রসস্থায়ী’ পদকে ‘রসং স্থায়ী’ এইভাবে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

গৌণ—উপচার ও লক্ষণা দেখুন।

জাতি—বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে অভিন্ন ধর্ম সংস্কৃত থাকিয়া সাধারণভাবে প্রতীয়মান হয় তাহাকে বহু দার্শনিকেরা জাতি বা সামান্য (universal) বলিয়াছেন। সকল গুরু মध्ये একটি ধর্ম

অনুসৃত হইয়া আছে যাহাকে বলা যায় গোঁষ; ইহার জন্তই সকল বিভিন্ন গো এক নামে অভিহিত হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে শব্দ ভাবরূপ সামান্য বা জাতিকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। অন্তমতে শব্দ জাতি-বিশিষ্ট ব্যক্তি (particular)-কে উপস্থাপিত করে। বৌদ্ধ দার্শনিকেরা জাতির অগ্রিত্ব স্বীকার করেন না বলিয়া এই উভয়মত অগ্রাহ্য করেন। তাঁহারা জাতির পরিবর্তে অপোহ স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে ‘গো’ শব্দ গোষজাতি বা গোষবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বুঝায় না, কিন্তু গো-ব্যক্তির অভাবের অভাবকে বুঝায়। ব্যক্তিবিশেষের অভাবের অভাবকে বলা হয় অপোহ।

ভাৎপর্য্যবৃত্তি—অভিহিতাশয়বাদ দেখুন।

দশদাড়িমানি বাক্য—দশদাড়িমানি (দশটি দাড়িম), ষড়্‌গুপাঃ (ছয়টি পিষ্টক), কুণ্ডম্ (পাত্র) অজাজিনম্ (ছাগচৰ্ম্ম)—পতঞ্জলি এইরূপ একটি মহাবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে প্রত্যেকটি গুণ লইয়া একেকটি বাক্য সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু ইহাদের সবগুলিকে মিলিত করিলে যে বাক্য পাওয়া যায় তাহা অসংলগ্ন অর্থের সমষ্টি হয়; সেই বাক্য সম্পূর্ণ এক অর্থের বাচক হয় না।

নাস্তুরীয়ক—অবিনাভূত (অস্তর—বিনা)। অবিনাভাব দেখুন।

নিয়ামক (অভিধার)—যদি কোন অভিধেয় বা বাচ্য অর্থ গ্রহণ করিব এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহা হইলে যাহার বলে সেই সন্দেহ দূর করিয়া অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহাকে অভিধার নিয়ামক বলা যায়। প্রকরণ প্রভৃতি অভিধার নিয়ামক। যেমন “সৈন্ধব আনয়ন কর” বলিলে প্রকরণের সাহায্যে বুঝিতে হইবে সৈন্ধব অথ অথবা লবণ বুঝাইতেছে। শব্দান্তরসন্নিধি—“রামলক্ষ্মণ” বলিলে সন্নিধির জন্ত ‘রাম’ শব্দ দাশরথি রামকে বুঝাইবে, জামদগ্ন্য পরশুরামকে নহে। সামখ্যা—“অমৃতদরা কণ্ঠা” বলিলে উদরহীন কণ্ঠা বুঝাইবে না, কারণ উদরহীন কণ্ঠা সম্ভবে না; ‘অমৃতদরা’ শব্দের সামর্থ্যের দ্বারা বুঝিতে হইবে উদরীরোগশূন্য কণ্ঠা। “কুপিত মকরপদ” বলিলে কুপিত সমুদ্র বা মকরাকৃতিবিশিষ্ট ধ্বজা না বুঝাইয়া কামদেবকে বুঝাইবে কারণ সমুদ্র বা ধ্বজা কুপিত হইতে পারে না। “সমুদ্র কুপিত”—এইরূপ বলিলে কুপিত শব্দের লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিতে হয়, সোচ্ছাত্ত্বজিভাবে সমুদ্রকে কুপিত বলা যায় না। কুপিতশব্দের সঙ্গে কামদেবের যে সম্পর্ক আছে তদ্বারা

অন্ত দুই পক্ষ (সমুদ্র ও ধ্বজা) যুক্ত হইয়া গেল। এই জাতীয় সম্বন্ধকে বলা যাইতে পারে লিঙ্গ। ইহা এখানে অভিধার নিয়ামক।

নিরুতালক্ষণা—লক্ষণা দেখুন। যেখানে শব্দের মুখ্য প্রাথমিক অর্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং শব্দ দ্বিতীয় গোণ বা লাক্ষণিক অর্থে প্রসিক্তি লাভ করিয়াছে, সেইস্থলে সেই শব্দের লক্ষণাকে নিরুতালক্ষণা বলে। এইস্থলে কোন বিশেষ প্রয়োজন বুঝাইতে গোণ অর্থের প্রয়োগ হইতেছে না—যেমন ‘কর্ম্মকুশল’ শব্দে ‘কুশল’ শব্দের দর্ভগ্রহণে ক্ষমতাবাচক অর্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ‘কুশল’ শব্দের নৈপুণ্যসূচক অর্থ প্রসিক্তি লাভ করিয়াছে। ‘লাবণ্য’ শব্দ হইতেও লবণযুক্ততাবাচক অর্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পক্ষ—যে বস্তুতে কোন লিঙ্গ বা হেতু দেখিয়া তাহার সম্পর্কে অন্য কিছুর অস্তিত্ব অনুমিত হয় তাহার নাম পক্ষ।

পক্ষধর্ম্মতা—হেতু (ধর্ম্ম) যে পক্ষে থাকে, এই ধর্ম্মের নাম পক্ষধর্ম্মতা।

পর্য্যাদাস—(নিষেধার্থক) নঞ দুই প্রকারের—পর্য্যাদাস ও প্রসহ-প্রতিষেধ। যেখানে বিবির প্রাদাণ্ড, নিষেধাংশের গোণতা, সেইখানে নঞের শক্তি পর্য্যাদাস। যেমন অত্রাক্ষণ বসিলে ‘ব্রাক্ষণ নর’ এইরূপ অর্থ এখানে অন্নিপ্রেত নহে। ব্রাক্ষণ ভিন্ন অন্য কেহ (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) এইরূপ অর্থই অভিপ্রেত। তাই পর্য্যাদাসশক্তিসম্পন্ন নঞেরই নঞ তৎপুরুষ সমাস হয়।

পক্ষান্তরে, যেখানে বিধি অপ্রধান এবং নিষেধই মুখ্য সেইখানে নঞের শক্তি প্রসহ-প্রতিষেধ। ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত হইয়াই কেবল নঞ এই শক্তি লাভ করে এবং এই নঞের সঙ্গে সমাস হয় না। যেমন, একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত। কিন্তু “অন্য্যাম্পাত্য রাজদারাঃ”, “অশ্রাদ্ধভোজী ব্রাক্ষণঃ” প্রভৃতি অতি বিরল কথেষ্টটি মাত্র স্থলে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির মতে ঐরূপ নঞের সমাস হইয়া থাকে।

পরা—ফোট দেখুন।

পরামর্শ—জ্ঞান। লিঙ্গপরামর্শ দেখুন।

পণ্ডিত্য—ফোট দেখুন।

প্রকরণ—যে প্রসঙ্গে কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় বা কোন বস্তু উপস্থাপিত হয় তাহাকে প্রকরণ (context) বলে।

প্রতিপ্রসব—একবার নিষেধ করিয়া সেই নিষেধকে নিষিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিধির প্রবর্তন।

প্রত্যুদাহরণ—বিপরীত পক্ষের উদাহরণ।

প্রধঃসাম্য—প্রাগভাব দেখুন। কোন বস্তু বিনষ্ট হইয়া গেলে তাহার যে অভাব হয় তাহাকে বলে প্রধঃসাম্য।

প্রযোজক—যে হেতুর সাহায্যে অনুমান সম্ভব হয়। হেতু দেখুন।

প্রাগভাব—কার্যের উৎপত্তির পূর্বে উপাদান-কারণে কার্যের যে অভাব তাহাকে বলে প্রাগভাব। যেমন ঘট নিম্নিত হইবার পূর্বে ঘটের উপাদান যে মুক্তিকা তাহাতে ঘটের যে অভাব ছিল তাহাকে বলা যাইতে পারে মুক্তিকায় ঘটের প্রাগভাব।

কোন বস্তু বিনষ্ট হইয়া গেলে তাহার যে অভাব হয় তাহার নাম প্রধঃসাম্য।

প্রোচোক্তি—যে উক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহাকে বলে প্রোচোক্তি। যেমন বসন্ত কামদেবের সহচর অথবা তরুণীর অধর বিশ্বকলের শ্রায়, এই জাতীয় উক্তি কবিদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে বলা হয় কবিপ্রোচোক্তি।

ভূতপ্রাণতা—যে বস্তু নাই বা হয় নাই তাহার সম্ভাবনা হয় না। যাহা হইতে পারে সেই অনাগত বস্তু সম্পর্কেই সম্ভাবনা চলিতে পারে। সুতরাং সম্ভাবনা বুঝাইতে যে লিঙের প্রয়োগ হয় তাহা ভাবী বস্তু বা বিষয়মূলক। কিন্তু ভাবী বস্তু বা বিষয় যদি বর্তমান বুদ্ধিতে আরোপিত হইয়া অতীতের বিষয়রূপে গৃহীত হয় তবে সেইখানেও লিঙের প্রয়োগ হইতে পারে। সেইখানে লিঙের অতীত (ভূত) প্রাণতা যুক্তিযুক্ত।

যোগ্যতা—আকাজ্জা দেখুন। বাক্যস্থিত কোন একটি শব্দের এমন অর্থ হইলে চলিবে না যে তাহা সেই বাক্যস্থিত অন্ত্র শব্দের অর্থের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে না। এই বিরোধাভাবের নাম যোগ্যতা। যদি বলি “অগ্নির দ্বারা সেচন কর” তাহা হইলে যোগ্যতার অভাব হইবে।

লক্ষণ—যাহা কোন বস্তুকে তত্ত্বিন্ন সকল বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া দেয় তাহাই সে বস্তুর লক্ষণ। যেমন পৃথিবীর পৃথিবীত্ব; তদ্বশতঃই তাহা পৃথিবীব্যতিরিক্ত বস্তু হইতে বিভিন্ন।

লক্ষণলক্ষণা—লক্ষণা দেখুন।

লক্ষণা, লাক্ষণিক—কোন শব্দের সাক্ষাৎ সংকেতিত মুখ্য অর্থে বাধা হইলে সে যদি সেই মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কোন প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য

মুখ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অন্য অর্থ বুঝায় তাহা হইলে সেই দ্বিতীয় অর্থকে বলে লক্ষণিক, গৌণ বা ভাস্ক অর্থ। যেমন কোন মানুষকে দেখিয়া বলা যাইতে পারে—সে গরু। এখানে গরুর মুখ্য অর্থ বাধিত হইয়াছে। চতুস্পদ জন্তু না বুঝাইয়া এই শব্দটি একটি মানুষকে বুঝাইতেছে। এই দ্বিতীয় অর্থ বুঝাইবার প্রয়োজন—লোকটির মূৰ্খতা। শব্দের এই শক্তির নাম লক্ষণ।

মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে গৌণ অর্থ লক্ষণার অন্তর্ভূত। তবে বিস্তৃত লক্ষণা ও গৌণী লক্ষণার মনো পার্থক্য করা যাইতে পারে। গৌণী লক্ষণা সেইখানেই প্রযোজ্য যেখানে মুখ্য অর্থ এবং গৌণ অর্থের মধ্যে সাদৃশ্য-মূলক সম্বন্ধ আছে। যেমন যদি বলি—বালকটি সিংহ, সেইখানেই শৌর্য্যাদি-বিষয়ে সিংহের সঙ্গে বালকের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ‘সিংহ’-শব্দের নূতন গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। উপচার দেখুন।

লক্ষণলক্ষণা—যে সকল স্থলে কোন শব্দ নিজের মুখ্য অর্থ একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া অপর অর্থ বুঝায় তাহার নাম অজহংস্বার্থ লক্ষণা। যেমন, যষ্টিগুলি প্রবেশ করিতেছে। এখানে যষ্টি বলিতে যষ্টিধারী পুরুষকে বুঝাইতেছে। কিন্তু যেখানে কোনও শব্দ মুখ্য অর্থকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ বুঝায় সেইখানে সেই শব্দের জহংস্বার্থ বা লক্ষণ লক্ষণা হইয়া থাকে। যেমন, গন্ধার ঘোষবসতি। এখানে ‘গন্ধা’ শব্দের গন্ধাপ্রবাহ অর্থ একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

লিঙ্গ, লিঙ্গপর্যামর্শ—যে হেতুর বলে অহুমান-প্রমাণ জাত হয় তাহার নাম লিঙ্গ। যিনি পাকশালাদিতে ধূম ও বহির সাহচর্য্য দেখিয়াছেন তিনি পর্ব্বতে ধূম দেখিলে সন্দেহ করিবেন যে তথায় বহি থাকিতে পারে। তখন তিনি স্মরণ করিবেন যে তিনি যেখানে যেখানে ধূম দেখিয়াছেন সেইখানে সেখানেই বহি দেখিয়াছেন (ব্যাপ্তিস্বত্তি)। ইহা হইতে অহুমান হইবে পর্ব্বত ধূমবান্ বলিয়া বহিমান্। বহির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূম যে পর্ব্বতে আছে, এই রূপ জ্ঞানকে বলে লিঙ্গ-পর্যামর্শ। লিঙ্গকে প্রয়োজক বা সাধক হেতু বা সাধন বলা যাইতে পারে।

লোষ্টপ্রস্তার (Permutation and Combination)—ছন্দ:শাস্ত্রে একাক্ষরাদি করিয়া যতগুলি বিভিন্ন ছন্দ: আছে সেই সংখ্যাসমষ্টি এবং সেই সংখ্যাসমষ্টিতে কতটি একাক্ষর লঘু, কতটি দ্ব্যাক্ষর লঘু, কতটি ত্র্যাক্ষর লঘু

ইত্যাদি জানিবার জ্ঞান বনমেকর চিত্র ও বনমেকর প্রস্তার প্রণালী দেখান হইয়াছে। মেকরচিত্রের প্রতিপ্রকোষ্ঠে যথাযোগ্যসংখ্যক লোষ্ট্রস্থাপন করিয়া প্রস্তার ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকিলে উক্ত জ্ঞাতব্য সংখ্যাগুলিও উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইয়া অনন্ততাপ্রাপ্ত হইবে। কোন স্থলে কোন বিষয়-বিশেষের অসংখ্যেয়ত্ব বুঝাইতে হইলে এই ন্যায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিদ্যাপদ—যে অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে।

বিধি—কোনও বিষয়ে কি করা কর্তব্যা যেখানে বুঝা যাইতেছে না সেইখানে যে বাক্য স্পষ্টরূপে কর্তব্যাকর্তব্য নির্দেশ করিয়া দেয় সেই বাক্যের নাম বিধি। ইহার দ্বারা নিষেধও পাওয়া গেল। ইহারা বেদের ব্রাহ্মণাংশের অন্তর্ভূত। যেমন, “স্বর্গকামী যাগ করিবেন!” (বিধি) “সর্কভূতে হি:সা করিও না।” (নিষেধ) অমুবাদ দেখুন।

বিপক্ষ—পক্ষ হইতে বিজাতীয় বস্তু। পর্কতে ধূমরূপ হেতু দেখিয়া বহিরূপ সাধ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হইলে দেখিতে হইবে যেখানে বহি অবশ্যই নাই সেইখানে ধূম আছে কিনা। যেমন হ্রদ। হ্রদে বহির অভাব সুবিদিত। হ্রদে ধূমের অভাব বিপক্ষসদৃশ। ইহা অমুমানব্যাপারের অঙ্গ। সপক্ষ দেখুন।

বিরম্য ব্যাপারান্ভাবঃ—অভিধা ও সঙ্কেত দেখুন। অভিধাশক্তি সঙ্কেতিত অর্থ বুঝাইয়াই ক্ষীণ হইয়া যায়। যদি কোন শব্দের দ্বারা সাক্ষাৎ-সঙ্কেতিত অর্থ ছাড়া অন্য দ্বিতীয় অর্থ বুঝায় তাহা হইলে কেহ বলিতে পারেন অভিধাই একটির পর একটি অর্থ বুঝাইতেছে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কারণ একটি ব্যাপার বুঝাইয়া আর একটি ব্যাপার বুঝাইবার শক্তি অভিধার নাই। এই জ্ঞানই বলা হইয়াছে অভিধা (গো) বিশেষণকে (গোত্বধর্মকে) বুঝাইয়া কোন ব্যক্তি বা বিশেষ্যকে (গরুকে) বুঝাইতে পারে না। সুতরাং শব্দের একটি অর্থ বুঝাইয়াই অভিধা বিরত হইয়া যায়, তারপর তাহার আর কোন ব্যাপার থাকে না।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, অম্বিতাভিধানবাদীরা অভিধাকে খুব দীর্ঘ করিয়া দেখেন। তাঁহাদের মতে এক অভিধা ব্যাপারই এক অর্থ বুঝাইয়া আর এক অর্থ বুঝাইতে পারে। যেমন ধনুর্দ্ধারী তীর নিক্ষেপ করিলে সেই তীর একই বেগের দ্বারা শত্রুর বর্ষ ভেদ করিয়া গাত্রভেদ প্রভৃতি করিতে

পারে সেইরূপ অভিধাই অর্থ হইতে অর্থান্তরের বোধ জন্মাইতে পারে, ইহাই অধিতাভিধানবাদীদের মত।

ব্যতিরেক—ইহা না থাকিলে, উহা থাকে না, এইরূপ সম্বন্ধকে ব্যতিরেকী (negative) সম্বন্ধ বলে। যেমন চক্ষুঃসম্বন্ধ না হইলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না; অথবা বহি না থাকিলে ধূম হয় না। যেখানে কোন ধর্মের অভাববশতঃ কোন বস্তুর অভাব অনুমিত হয় সেই ব্যাপ্তিকে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বলে। যেমন আত্মার উৎপত্তি হয় না; এই উৎপত্তির অভাবের দ্বারা অনিত্যত্বের অভাবের অনুমান করিলে এই ব্যাপ্তিকে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বলা যাইবে।

ব্যপদেশী—যেখানে ভেদ নাই, সেইখানে ভেদ কল্পনা করিয়া একই বস্তুর দুই অংশের অবতারণা করা যাইতে পারে। রাহ ও রাহর শির একই বস্তু, শির ছাড়া রাহর দেহের আর কোন অংশ নাই। তবু রাহকে ব্যপদেশী করিয়া বলা যাইতে পারে: “রাহর শির”। রস প্রতীতিরূপ; সূত্ররাস ও প্রতীতির মধ্যে ভেদ করা সম্ভব নহে। তবু রসকে ব্যপদেশী করিয়া বলা যাইতে পারে—রসের প্রতীতি।

ব্যভিচার, ব্যভিচারী—ব্যভিচার বলিতে একতর পক্ষে অব্যবস্থা বা নিয়মের অভাব বুঝান। যাহা পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি ধর্মের (যেমন নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব) একটিতেই (এক অস্ত্রে) থাকে তাহা ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী। যে হেতু উভয় অস্ত্রেই থাকে তাহা ঐকান্তিক নহে; তাহা অনৈকান্তিক বা ব্যভিচারী।

যে সকল ভাব স্থায়ী ও নিয়ত নহে তাহার ব্যভিচারী বা সঞ্চারী।

ব্যাপ্তি—অনুমান দেখুন। কোন হেতুর সাহায্যে অল্প কোন দুইটি বস্তুর মধ্যে কোন সম্বন্ধের অনুমান যে সম্ভব হয় তাহার কারণ এই যে যে-সাধোর অস্তিত্ব অনুমান করা হইতেছে হেতু তাহার সহিত নিয়তসম্বন্ধযুক্ত থাকে। এই যে নিয়ত, ব্যভিচার বা ব্যতিক্রমহীন, অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ইহার নাম ব্যাপ্তি। যেমন, যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেইখানে সেইখানে বহি থাকে। ইহাকে অবিনাভাবও বলে।

ত্রা জ্ঞপ-প্রদর্শন-জ্ঞায়—বৌদ্ধ শ্রমণের জ্ঞাপি থাকে না। কোন ব্রাহ্মণ শ্রমণ হইলে তাঁহাকে আর ব্রাহ্মণ বলা চলে না। কিন্তু পূর্বে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া পূর্ব সংজ্ঞাহুসারে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ শ্রমণ বলা যাইতে পারে।

এই ত্রায় অগ্রত্বও প্রযোজ্য। ধনি অলঙ্কার্য, অলঙ্কার নহে। সূত্রাং অলঙ্কারধনি নামের কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। ধনি হওয়ার পূর্বে বাচ্য অবস্থায় অলঙ্কারকে অলঙ্কার বলা হইত বলিয়া ধনিত্র অবস্থায়ও তাহার অলঙ্কারনাম স্বরণ করিয়া তাহাকে অলঙ্কারধনি বলা যাইতে পারে।

ঋতার্থাপত্তি—দেবদত্ত স্থলকায়; অথচ সে দিনে ভোজন করে না। ভোজন না করিলে স্থলত্ব সম্ভব হয় না। সূত্রাং বলা যাইতে পারে যে সে রাত্রিতে ভোজন করে। ইহা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান; অথচ এই স্থলে অজ্ঞান-প্রমাণ নাই; এখানে লক্ষণারও প্রয়োগ হয় নাই।

ঋতিলিঙ্গাদি প্রমাণবটুকু পারদৌর্বল্যম্—দর্শ পৌর্ণমাস যাগগুলি প্রধান। প্রযাজাদি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাগ ইহাদের অঙ্গস্বরূপ। মীমাংসা দর্শনানুসারে এই অঙ্গত্ববোধক প্রমাণ দুইটি—(১) ঋতিবাক্যস্থ বিভক্তির প্রয়োগ, (২) লিঙ্গ বা শব্দগত ও অর্থগত সামর্থ্য, (৩) বাক্য অর্থাৎ পদান্তরের সহিত মিলনযুক্ত পদান্তর, (৪) প্রকরণ বা পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা, (৫) স্থান (সন্নিধি) এবং (৬) সমাখ্যা (সংজ্ঞা)। এই প্রমাণগুলির দুই বা ততোধিকের একত্র সমাবেশ হইলে পূর্বপূর্বটি বলবান্ ও পরপরটি দুর্বল হয়।

সঙ্কর—সম্মিশ্রণ। দুইটি অলঙ্কার বা অপর বস্তু যদি এমন ভাবে সম্মিশ্রিত হয় যে তাহাদের মধ্যে অঙ্গগ্রাহ-অঙ্গগ্রাহক ভাব থাকে তাহা হইলে সেই সম্মিশ্রণকে সঙ্কর বা সঙ্কর-অলঙ্কার বলা হয়।

সঙ্কেত—এই শব্দ হইতে এই অর্থ গৃহীত হয়—এই যে নিয়ম ইহাকে বলে সঙ্কেত বা সময়। সঙ্কেতের প্রধান লক্ষণ এই যে ইহা শব্দের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে লগ্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণ করা হইলে অগ্র কোন অর্থের ব্যবধান না রাখিয়া এই সঙ্কেতিত অর্থের প্রতীতি হয়। কেহ কেহ মনে করেন এই সঙ্কেত নিত্য, কেহ কেহ মনে করেন ইহা ঐশ্বর্যদত্ত, কেহ কেহ মনে করেন ইহা লৌকিক ব্যবহার-সংজ্ঞাত। অভিধা ও জ্ঞাতি দেখুন।

সংঘটনা—(১) শব্দের রচনা বা বিভ্রাস (২) শব্দের মেলন অর্থাৎ সমাস।

সংসর্গ—(১) সংসৃষ্টি দেখুন।

(২) বাক্য উচ্চারিত হইলে প্রথমে বাক্যস্থিত ৭ম্ ঋত হয়, তৎপর ইহাদের অর্থের স্বরণ হয়। অতঃপর ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ

বা সংসর্গ আছে তাহার বোধ জন্মায়। ইহার নাম সংসর্গবোধ। কেহ কেহ মনে করেন যে এই সংসর্গেই শব্দের সঙ্কেত বর্তে।

সংসৃষ্টি—যদি দুইটি অলঙ্কার বা দুইটি অপর বস্তু এমন ভাবে সম্মিশ্রিত হয় যে ইহাদের মধ্যে অল্পগ্রাহ-অল্পগ্রাহক ভাব থাকে না তাহা হইলে সেই সম্মিশ্রণকে বলা হয় সংসৃষ্টি বা সংসৃষ্টি-অলঙ্কার।

সন্নিধি—আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা দেখুন। বাক্যস্থিত শব্দগুলির প্রয়োগের মধ্যে ব্যবধান রাখিলে চলিবে না। আমি যদি আজ বলি 'দেবদত্ত' আর কাল বলি 'যাইতেছে' তাহা হইলে সন্নিধি বা নৈকট্যের অভাব হইবে।

সপক্ষ—পক্ষ দেখুন। পক্ষজাতীয় অপর বস্তুর নাম সপক্ষ। পক্ষান্তে ধূম দেখিয়া যদি কেহ বহির অস্তিত্ব অনুমান করিতে চাহেন, তৎকালে তিনি দেখিবেন যে অপর কোন বস্তু আছে কিনা যেখানে সাধ্য বা অল্পমেয় বহি আছে, যেমন রন্ধনশালা; এই স্থলে রন্ধনশালা সপক্ষ। ধূম যদি রন্ধনশালায় থাকে তবে তাহাকে বলা হইবে সপক্ষসত্ত্ব। অনুমানের জন্ত চাই—(১) পক্ষ-দর্শ্যতা (পক্ষান্তে ধূমের অস্তিত্ব), (২) সপক্ষসত্ত্ব (রন্ধনশালা প্রভৃতিতে ধূমের অস্তিত্ব) এবং (৩) বিপক্ষাসত্ত্ব (ব্রহ্ম প্রভৃতিতে ধূমের অভাব)।

সময়—সঙ্কেত দেখুন।

সমবায়, সমবায়িকারণ—যদি কোন কিছু অপর কোন কিছুর সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত থাকে যে ইহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না, তবে ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলা হয়। ঘটে যে রং আছে; বস্ত্রে যে তত্ত্ব আছে, সমগ্রের সঙ্গে অংশের বা কোন দ্রব্যের সঙ্গে তাহার গুণের যে সম্বন্ধ থাকে তাহা সমবায়ের উদাহরণ।

উপাদাননির্মিত বস্তু সম্পর্কে উপাদানকে বলা হয় সমবায়িকারণ, যেমন ঘটের সমবায়িকারণ, যুক্তিকা।

সাধক, সাধন, সাধ্য—কোথাও কোন কিছু দেখিয়া তাহার সাহায্যে তথায় অপর কোন বস্তুর স্তুতি অনুমান করিলে যে অপ্রত্যক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব অনুমান করা হয় তাহাকে অল্পমেয় বা সাধ্য বলা হয় এবং অল্পমাপক হেতুকে বলা হয় সাধক বা সাধন।

সামান্য—(১) সর্বসাধারণভাবে প্রযোজ্য। (২) জ্ঞাতি। জ্ঞাতি দেখুন।

সিদ্ধসাধন—অল্পমিত্তির দোষ বিশেষ। যাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে তাহাকে পুনরায় প্রমাণ করিলে সেই দোষকে বলা হয় সিদ্ধসাধন।

অলঙ্গতি—লক্ষণ দেখুন। যেখানে মুখ্যার্থে বাধাদির অলঙ্গত্বের দ্বারা শব্দের গতি বা অর্থাববোধনশক্তি স্থলিত অর্থাৎ বিলম্বিত হয় সেইখানে শব্দ অলঙ্গতি হইয়াছে এইরূপ বলা যায়। রূচ(ঘ্য)ক মুখ্যার্থবাধা ও অলঙ্গতিত্বের মধ্যে এই বলিয়া পার্থক্য করিয়াছেন যে বাচ্যার্থের অভিপ্রায়ে মুখ্যার্থবাধার এবং লক্ষ্যার্থের অভিপ্রায়ে অলঙ্গতিত্বের প্রয়োগ গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ প্রভেদ যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহা স্থায়ী বিচার করিয়া দেখিবেন।

ফোট—যাহা হইতে অর্থ স্ফুটিত হয় তাহার নাম ফোট। কেহ কেহ মনে করেন যে বর্ণ হইতেই অর্থের অবগতি হয়। এই মতের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে। উচ্চারিত হ'ওয়ার পরমুহূর্ত্তেই বর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; তাই এক বর্ণ কেমন করিয়া অল্প বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হইবে? আবার শুধু বর্ণ হইতেই যদি অর্থের অবগতি হইত তাহা হইলে 'গমন' ও 'মগন' শব্দ একই অর্থ বহন করিত। এই সকল আপত্তি এড়াইবার জন্য ফোটবাদীরা ফোটের অবতারণা করিয়াছেন। ফোট অর্থ নহে, কিন্তু তাহা হইতেই অর্থ স্ফুটিত হয়। ফোটবাদীরা মনে করেন যে, সকল শব্দের অন্তরালে এক নিত্য, অবিভাজ্য, ক্রমবিহীন ফোট আছে; উচ্চারিত বর্ণ তাহারই ব্যঙ্গক। ইহা একক ও নিত্য বলিয়া ইহাই শব্দব্রহ্ম। ইহাই অর্থ-প্রত্যায়ক।

যদিও সকল শব্দ ও বাক্যের অন্তরালে এক নিত্য ফোট আছে তবু লৌকিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক অবিভাজ্য ফোট হইতে অগ্ন্যান্ত ফোটের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক উচ্চারিত শব্দ ও বাক্যের অন্তরালে যথাক্রমে শব্দফোট ও বাক্যফোট আছে। নিত্যফোট ক্রমবিহীন হইলেও তাহা হইতে যে ধ্বনি প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে ক্রমিকতা আবিষ্কার করা যাইতে পারে। প্রকাশমান শব্দের অপ্রকাশ ক্রমিক যে তিন অবস্থা আছে তাহাদের নাম—(১) পরা, (২) পশ্যন্তী ও (৩) মধ্যমা। শব্দ প্রকাশিত হইলে তাহার যে অবস্থা হয় তাহার নাম বৈখরী।

স্বরূপাসিদ্ধ—যে হেতু নিজেই অবাস্তব তাহা স্বরূপতঃ অসিদ্ধ; তাহা অল্পমাপক লিঙ্গ হইতে পারে না। ইহাকে স্বরূপাসিদ্ধ হেতুভাষ বলা হয়; যেমন, কেহ বলিতে পারেন—ছায়া দ্রব্য, কারণ তাহা দ্রব্যের মত গতিশীল। এই হেতু অসিদ্ধ, কারণ ছায়া বাস্তবিকপক্ষে গতিশীল নহে।

অশব্দ—অ-বোধক শব্দ। যে শব্দ স্বগত অর্থকেই বুঝায়। যেমন, যদি 'লজ্জা' শব্দের দ্বারা লজ্জার, 'শৃঙ্গার' শব্দের দ্বারা শৃঙ্গার রসের প্রকাশ করা হয় তাহা হইলে লজ্জা ও শৃঙ্গার অশব্দবাচ্য হইল।

হেতু—যাহা নিয়ত হইয়া সাধো থাকে এবং যাহার বলে অল্পমান করা সম্ভব হয়। অল্পমাপক হেতুকে লিঙ্গ, সাধন বা সাধকও বলা হয়।

